কায়স্থ-পত্রিকা

ষড়বিংশ বর্ষ

—(০)—

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত

[illegible]র কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

[illegible] বি, বসু বর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩৪

কায়স্থ-পত্রিকা

ষড়্বিংশ বর্ষ

১৩৩৪

বাৎসরিক বর্ণানুক্রমিক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসভা—শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)	৩৯২
অভিভাষণের দু একটী কথা—শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী	৫৩৫
আত্মকথা—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী	৫৪০
আমাদের বাসস্থান (কানন না কবরস্থান ?)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৪১
আমার জীবন-কথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	১৬৯, ৩৬১, ৩৭৭, ৪৪৮
আবেদন—(সম্পাদক)	২১১
আসমে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক মাধবদেব—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	৪৩৭
ইদিলপুর কায়স্থ-সভার প্রচার-বিবরণ	৫৪৩
উপনয়ন সমাচার	৩২৪, ৩৭০
করণ-সমস্যা—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী	৩৩২, ৪৩০,

কন্যাদায়—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ৪২৫
কাঞ্চীপুরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবস্থান ৫৫২
'কায়স্থ-জাতি' তত্ত্ব-প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী) ৩৪
কায়স্থ কি ক্ষত্রিয় ?—শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (ছাত্র-প্রচারক) ৯৫
কায়স্থ-বংশ ও বীজ-পুরুষ—শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ ৯৮, ৩৪২
কায়স্থ-জাতির আর্থিক উন্নতি—শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা ১০২
কায়স্থ-জাতির জাগরণ—শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ১৮৬
কায়স্থ-সভায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা ২৮৫
কায়স্থ-কবি—শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা ৩২৯
কায়স্থ-সমাচার ৪০৮, ৪৬৫, ৫০৯, ৫৪৯
কায়স্থের দশাহাশৌচ—শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী ৪৯৬
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণী ৫২৩, ৫৫৩

চয়ন—শ্রীবাসন্তিচরণ সিংহ ২০৫

দশের কথা ৩৭২

নিখিলবঙ্গ-কায়স্থ-সম্মিলন ২১৬

পণ-প্রথা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু ৩৩৭
পরলোকবাদ ও প্রেততত্ত্ব—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ১৯৩
পরলোকে লর্ডসিংহ—শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ৫২৯
পুস্তকপরিচয় ও আলোচনা—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৬৬, ১৬৬, ২১২
প্রথম বাঙ্গালী কায়স্থ ৪৮
প্রথম ব্যাঙ্গালী কায়স্থ—শ্রীননীলাল দত্ত বর্ম্মা ১২০
প্রচারক-পরিষৎ-সংবাদ ৫০৬
প্রচার-প্রসঙ্গ (মাণিকগঞ্জ) ২৭৭
প্রতিবাদ—শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী ১১
প্রতাপাদিত্য-কীর্ত্তির দুর্দ্দশা—শ্রীস্ ন নাথ মিত্র মুস্তৌফী ৩৪৬, ৩৮৭

প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব—শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী) ১২১
প্রীতি-ভোজন—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী ৫৩৮

বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিলবঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী ২১৭
বঙ্গজ-সমাজের নূতন কারিকা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা শ্রীরামানন্দ সরকার (ভারতীভূষণ) ৪৪
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ৭০
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ১০৫
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সম্মেলন—(সম্পাদক) ১৬৩
বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ চিত্র (এ-পিঠ ও পিঠ)—শ্রীশশধর দত্ত বর্ম্মা ১৯৭, ৩০৬
বর্ত্তমান-হিন্দু সমাজের গতি ও পরিণতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ১৬
বর্দ্ধমান প্রচার-প্রসঙ্গ—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী ২৭২
বন্দে মাতরম্—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ২৮১
বসিরহাট সাতক্ষীরা প্রচার প্রসঙ্গ ৪৫৮, ৪৯০
বিদায় ও আহ্বান—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৬৫
বিবাহে কন্যার বয়স—শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ ২০, ৮৪, ১২৩
বিজয়া ২৮৩

মফস্বলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা ৩২২
মফস্বলে কায়স্থ-সভা ৩৭৫
মৌদ্গল্য সিংহ-বংশ—শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় ৪৮৭

রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর—শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার ৭৩
রেফ যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণেরদ্বিত্ব—শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ ১৪৬
রাজা সীতারাম রায়ের প্রাচীন কীর্ত্তি—শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ২৬২

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তাষ্টকম্—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেব ২৮৯

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তব্রত-কথা	৩১৪
সন্ধ্যাকর নন্দীর করণ বিশেষণ—শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	১
সভাপতির অভিভাষণ	৪০৩
সামাজিক-বার্ত্তা (উপনয়নাদি)	৪৯
ঐ ঐ	১৫০
ঐ ঐ	২৭১
সিঙ্গাইরের দেবনিয়োগী-বংশ—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৩৫৫
সুবুদ্ধিরায়—শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	২৯১, ২৮১
স্বজাতি-প্রশস্তি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা কবিরত্ন	২৯০
স্বর্গীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৫৩৫
হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	১৪০
হিন্দুসভা	৬৭

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } বৈশাখ—১৩৩৪ { ১ম সংখ্যা

সন্ধ্যাকর নন্দীর করণ বিশেষণ।

মহাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বিরচিত কাব্য বা ইতিহাস নামধেয় রামচরিত গ্রন্থখানি বরেন্দ্রবাসিগণের গৌরবের বিষয় হইতেছে। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ তৎকালীন বৌদ্ধরাজাধিকারে বিদ্যমান থাকায় তিনি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন তাহা জানিবার সবিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতের কবিপ্রশস্তি মধ্যে স্বকীয় কুলস্থান ও স্ববংশের পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই ;—

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ পুণ্যভূবৃহদ্বটুঃ ॥
তত্র বিদিতে বিষ্ণোতিনি নন্দীরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিখিলগৌষস্থ ॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদা সম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥
নন্দীকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোহভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী ॥
কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণি মেরু মণীষিণামীশঃ
সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃ স কবিঃ ॥

কবি তদীয় কুলস্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ বৃহদ্বটু লিখিয়াছেন। এই বৃহদ্বটুর অবস্থান কোথায় ছিল তাহা অবিসম্বাদিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন বটে। মহাকবি কালীদাসের জন্মস্থানের ন্যায় ভবিষ্যতে বৃহদ্বটুর সন্ধান হওয়া

অসম্ভব নহে। সন্ধ্যাকরের কুলস্থান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কবি-প্রশস্তি মধ্যে "নন্দী" ও "করণ্যানামগ্রণী" শব্দদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে তাঁহার বর্ণ বা জাতি নিরাকরণ করা যায় না। ঐ দুই শব্দ ও "সান্ধি" শব্দ দ্বারা তাঁহার বর্ণ স্থির করিতে হয়।

মহামহোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নেপাল রাজ্য হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহপূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থের যে ইংরাজী ভূমিকা লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইল,—

"The author belongs to a very respectable family of Barendra Brahamans, who derived their name for their residence in the Varendra country i. e., North Bengal, the scene of the struggle of Rampala for empire. The residential village from which Sandhyakar's family derived their cognomen is Nanda. The family is well known. His grandfather was Pinak Nandi and his father, Projapati Nandi. As Rampala was Ram so the poet calls himself Kalikala Valmiki. P 1-2

Rampala tried to surround himself by men eminent in science and literature. His Prime Minister was Bodhideva the son of Yagodeva, the hereditory prime minister of the Pal family. His war minister was Projapaty Nandi, the father of Sandhyakar Nandi, the author of Ramcharit a Brahman of Varendra distribution of Bengal. P. 15.

Memoir of the Asiatic society of Bengal vol. III pp. 1—56. Ramcharit by Sandhyakar Nandi. Edited by Mahamahopadhya Haro Prosad Sastri. M. A.

শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসস্থান "নন্দ" হইতে নন্দী হইয়াছে। উদ্ধৃত "কবিপ্রশস্তি" মধ্যে তাহার প্রমাণ নাই। তাহাতে "বৃহদ্বটু" সন্ধ্যাকরের পৈতৃক বাসভবন বলিয়াই প্রমাণ হয়। বৃহদ্বটু গ্রামের নাম অসংস্কৃত আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু তাহাও "নন্দ" হইবে না। বৃহদ্বটুতে বাসের পূর্ব্বে তদ্বংশের "নন্দন" গ্রামবাসী থাকা মনে করিয়া ক... নায় 'নন্দী" উপাধি স্থির করাও সঙ্গত হয় না। "নন্দীরত্ন" নন্দনবাসী ইহার প্রমাণ উহাতে নাই। অথচ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় মহাপণ্ডিত "নন্দন" শব্দের দ্বারা কেন 'নন্দী" শব্দের সমাধান করিলেন?

রামচরিতের ন্যায় সংস্কৃত কাব্য ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে এ ধারণা কাহারই ছিল না। বিশেষতঃ মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট "মন্বর্থ মুক্তাবলী" টীকায় "নন্দ নবাসী" উল্লেখ করিয়াছেন—

গৌড়ে নন্দনবাসী নাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যে বারেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুক ভট্ট ভবেৎ॥
কাশ্যামুত্তরবাহী জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ।
তেনয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

"বঙ্গবাসী" প্রকাশিত মনুসংহিতার ৩য় ও ১২শ অধ্যায়ের শেষে কুল্লুকের পরিচয়;—

ইতি বারেন্দ্র নন্দনবাসী ভট্টদিবাকরাত্মজ
শ্রীমদ্‌কুল্লুক ভট্ট বিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুবৃত্তৌ।

"গৌড়ে নন্দনবাসী" ও "বারেন্দ্র নন্দনবাসী" বিভিন্ন পাঠের কোনটী সত্য পাঠকগণ বিচার করুন।

কুল্লুক ভট্টের উক্ত পরিচয়ে তিনি "নন্দনবাসী" শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বিধায় গ্রামীণের পরিচয় দিয়া তিনি যে ভট্টের পুত্র ভট্ট তাহাই লিখিয়াছেন। ভট্ট পরিচয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে নাই। নন্দনবাসীয়ার শ্রোত্রিয়গণ কেহই নন্দী বা নন্দন পরিচয় দেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণত্বদ্যোতক পরিচয়ই দিয়া থাকেন। যাহাহউক ঐ "নন্দনবাসী" হইতেই সন্ধ্যাকরকে নন্দনবাসী নন্দী সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকিবে।

বল্লালসেন কর্ত্তৃক যে একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে স্থাপিত হন, তাঁহারা একশত গ্রামীণ বটেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে "নন্দনবাসী" ও ভরদ্বাজ গোত্রে "নন্দীগ্রামী" ব্রাহ্মণ আছেন। বল্লাল সেনের পূর্ব্বে এই সকল গ্রামীনেরা নন্দন ও নন্দী নামে পরিচিত থাকা জানা যায় না। উক্ত একশত গ্রামীণের মধ্যে আট গ্রামীন কুলীন ও আট গ্রামীণ সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও চৌরাশী গ্রামীণ কষ্টশ্রোত্রিয় হন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে বল্লাল সেনের পরেও নূতন গাঞির সৃষ্টি হওয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপ মোট ১০৮ গাঞির ব্রাহ্মণপরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক গাঞির ব্রাহ্মণ মূলগাঞি নামে পরিচিত। কুল্লুক ভট্ট নন্দনবাসীর পরিচয় গ্রামীণ সম্বন্ধে লিখিলেও ব্রাহ্মণের পরিচয়াত্মক ভট্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া-

অসম্ভব নহে। সন্ধ্যাকরের কুলস্থান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কবি-প্রশস্তি মধ্যে "নন্দী" ও "করণ্যানামগ্রণী" শব্দদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে তাঁহার বর্ণ বা জাতি নিরাকরণ করা যায় না। ঐ দুই শব্দ ও "সান্ধি" শব্দ দ্বারা তাঁহার বর্ণ স্থির করিতে হয়।

মহামহোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নেপাল রাজ্য হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহপূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থের যে ইংরাজী ভূমিকা লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইল,—

"The author belongs to a very respectable family of Barendra Brahamans, who derived their name for their residence in the Varendra country i. e., North Bengal, the scene of the struggle of Rampala for empire. The residential village from which Sandhyakar's family derived their cognomen is Nanda. The family is well known. His grandfather was Pinak Nandi and his father, Projapati Nandi. As Rampala was Ram so the poet calls himself Kalikala Valmiki. P 1-2

Rampala tried to surround himself by men eminent in science and literature. His Prime Minister was Bodhideva, the son of Yagodeva, the hereditory prime minister of the Pal family. His war minister was Projapaty Nandi, the father of Sandhyakar Nandi, the author of Ramcharit, a Brahman of Varendra distribution of Bengal. P. 15.

Memoir of the Asiatic society of Bengal vol. III. pp. 1—56. Ramcharit by Sandhyakar Nandi. Edited by Mahamahopadhya Haro Prosad Sastri. M. A.

শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসস্থান "নন্দ" হইতে নন্দী হইয়াছে। উদ্ধৃত "কবিপ্রশস্তি" মধ্যে তাহার প্রমাণ নাই। তাহাতে "বৃহদ্বটু" সন্ধ্যাকরের পৈতৃক বাসভবন বলিয়াই প্রমাণ হয়। বৃহদ্বটু গ্রামের নাম অসংস্কৃত আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু তাহাও "নন্দ" হইবে না। বৃহদ্বটুতে বাসের পূর্ব্বে তদ্বংশের "নন্দন" গ্রামবাসী থাকা মনে করিয়া কল্পনায় 'নন্দী" উপাধি স্থির করাও সঙ্গত হয় না। "নন্দীরত্ন" নন্দনবাসী, ইহার প্রমাণ উহাতে নাই। অথচ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় মহাপণ্ডিত "নন্দন" শব্দের দ্বারা কেন 'নন্দী" শব্দের সমাধান করিলেন?

রামচরিতের ন্যায় সংস্কৃত কাব্য ব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণের কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে এ ধারণা কাহারই ছিল না। বিশেষতঃ মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট "মন্বর্থ মুক্তাবলী" টীকায় "নন্দনবাসী" উল্লেখ করিয়াছেন—

গৌড়ে নন্দনবাসী নাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যে বারেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্ট দিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুক ভট্ট ভবেৎ॥
কাশ্যামুত্তরবাহী জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ।
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

"বঙ্গবাসী" প্রকাশিত মনুসংহিতার ৩য় ও ১২শ অধ্যায়ের শেষে কুল্লুকের পরিচয়;—

ইতি বারেন্দ্র নন্দনবাসী ভট্টদিবাকরাত্মজ
শ্রীমদ্কুল্লুক ভট্ট বিরচিতায়াং মন্বর্থমুক্তাবল্যাং মনুবৃত্তৌ।

"গৌড়ে নন্দনবাসী" ও "বারেন্দ্র নন্দনবাসী" বিভিন্ন পাঠের কোনটী সত্য পাঠকগণ বিচার করুন।

কুল্লুক ভট্টের উক্ত পরিচয়ে তিনি "নন্দনবাসী" শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বিধায় গ্রামীণের পরিচয় দিয়া তিনি যে ভট্টের পুত্র ভট্ট তাহাই লিখিয়াছেন। ভট্ট পরিচয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে নাই। নন্দনবাসীয়ার শ্রোত্রিয়গণ কেহই নন্দী বা নন্দন পরিচয় দেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণত্বগোধক পরিচয়ই দিয়া থাকেন। যাহাহউক ঐ "নন্দনবাসী" হইতেই সন্ধ্যাকরকে নন্দনবাসী নন্দী সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকিবে।

বল্লালসেন কর্ত্তৃক যে একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে স্থাপিত হন, তাঁহারা একশত গ্রামীণ বটেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে "নন্দনবাসী" ও ভরদ্বাজ গোত্রে "নন্দীগ্রামী" ব্রাহ্মণ আছেন। বল্লাল সেনের পূর্ব্বে এই সকল গ্রামীনেরা নন্দন ও নন্দী নামে পরিচিত থাকা জানা যায় না। উক্ত একশত গ্রামীণের মধ্যে আট গ্রামীন কুলীন ও আট গ্রামীণ সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও চৌরাশী গ্রামীণ কষ্টশ্রোত্রিয় হন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে বল্লাল সেনের পরেও নূতন গাঞির সৃষ্টি হওয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপ মোট ১০৮ গাঞির ব্রাহ্মণপরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক গাঞির ব্রাহ্মণ মূলগাঞি নামে পরিচিত। কুল্লুক ভট্ট নন্দনবাসীর পরিচয় গ্রামীণ সম্বন্ধে লিখিলেও ব্রাহ্মণের পরিচয়াত্মক ভট্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া-

ছেন। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে স্বীয় আভিজাত্যে ব্রাহ্মণত্ব-বোধক কোন বিশেষণ প্রয়োগ করেন নাই। তবে কি সন্ধ্যাকর বুদ্ধজ্ঞান প্রভাবে স্বকীয় ব্রহ্মণ্য তেজ পরিহার করিয়াছেন? এরূপ অনুমান করাও সমীচীন নহে।

নন্দী উপাধি ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ, বৈদ্য ও তিলি প্রভৃতি জাতি মধ্যে প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সপ্তঘরের অন্তর্গত ভৃগুনন্দী সিদ্ধ-ত্রয় মধ্যে অন্যতম ঘর। তিনি বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন। বাণেশ্বর দেবের প্রায় তিনশত বর্ষ সময়ের লিখিত ঢাকুরে লিখিত আছে—

"অযোধ্যায়াং সদাচারী ভৃগু নাম ইতি স্মৃতঃ।
নন্দীগ্রামে স্থিতি কৃত্বা কুলং তত্র প্রকাশিত॥

এই সংস্কৃতের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিলেও নন্দীগ্রাম হইতেই কায়স্থ ভৃগুর বংশের উৎপত্তি তাহা বুঝা যায়। কেবল গ্রামীণ উপাধি কোন জাতির জাতি-গত পরিচয়ে অবিসম্বাদিত প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ একাধিক জাতি একই গ্রামের নামে পরিচিত হইতেন।

রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে কয়েকটী প্রাচীন পল্লীগ্রাম নন্দীগ্রাম নামে কথিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহু জাতির মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শাখা আছে। রাঢ় ও বরেন্দ্রের নন্দীগ্রামবাসিগণ রাঢ়ী বা বারেন্দ্রের পরিচয়ান্তে নন্দীগ্রামের পরিচয় প্রদান করিলে তাহা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া পরিচয় স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

রামায়ণে ভরতের মাতুলালয় কেকয় দেশে নন্দীগ্রামে থাকা বর্ণিত আছে। ভৃগুনন্দীর বংশের স্ত্রীপুরুষগণ স্ব স্ব সন্তান সন্ততিকে পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয়ে ভরতের মাতুলালয় নন্দীগ্রামের পরিচয়ই শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা বরেন্দ্র বা রাঢ়দেশের নন্দীগ্রাম বলিতেন না। অথচ সপ্তঘরী বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজভুক্ত প্রসিদ্ধ নন্দীবংশ ব্যতীত অন্য নন্দীবংশ কায়স্থদলে ও অন্যান্য জাতিতেও আছেন। কেকয় দেশের নন্দীগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ তিলি প্রভৃতি রাঢ় বরেন্দ্রে বাস করিয়া নন্দীগ্রাম স্থাপন করিয়াছেন তাহা অসম্ভব নহে। কুল্লুক ভট্টের "নন্দনবাসী" হইতে নন্দী হইতে পারে না। নন্দনাবাসিগণ "নন্দন" নামে পরিচিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। নন্দন শব্দ কিরূপে নন্দী হয়? উৎকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'নন্দ' উপাধি আছে। তথা হইতে বরেন্দ্রের নন্দন গ্রামে একদল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধযুগের শেষে আসিয়া বাস করা অসম্ভব নহে।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ বা শিলালিপি প্রভৃতিতে লেখকের পরিচয়ে ব্রাহ্মণত্ব বোধক বিশেষণ আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। উক্ত প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ নাই।

রামপালের ২য় পুত্র মদনপালের রাজত্বকালে সন্ধ্যাকর নন্দী কর্ত্তৃক রাম-চরিত বিরচিত হয়। মদনপালের রাজত্ব ১১১৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। বিজয়সেন বরেন্দ্র খণ্ডের দক্ষিণপশ্চিমাংশের জনপদ সকল অধিকৃত ও দক্ষিণাংশে স্বীয় নামানুসারে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করেন। এই বিজয়নগর প্রদেশেই নন্দনবাসীয়া গ্রাম। দিবাকর ভট্টের পুত্র কুল্লুক ভট্ট ঐ গ্রামীয় ছিলেন। ঐ গ্রামখানি গৌড় রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় গৌড় বিশেষণ প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব নহে।

রাজা রামপাল দেবের সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী। ইনিই সন্ধ্যাকরের পিতা। রামপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেব। এই বোধিদেবের ধারা মধ্যে ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সমাজ গঠনের পরবর্ত্তীকালে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে কেহ কেহ গৃহীত হইয়াছেন। এই বোধিদেবকে কেহ দেবশর্ম্ম বলিতে পারিবেন না। বোধিদেবের পিতা যোগদেবও পালরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তৎকালে কায়স্থ-জাতি শক্তিসম্পন্ন থাকায় পাল রাজবংশের মন্ত্রিত্ব ও সান্ধিবিগ্রহিক পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সে সময় পালরাজগণ বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতেন। তাহাই রামচরিত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

শাস্ত্রী মহাশয় কবি প্রশস্তির করণ্যানামগ্রণী শব্দের কোনরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। উক্ত "করণ" শব্দের অর্থ কি? কায়স্থ যে "করণ" তদ্বিষয়ে পত্রিকার সুধী লেখকগণ বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। "নন্দী" ও "সান্ধি" শব্দ দ্বারা সন্ধ্যাকরের ব্রাহ্মণত্ব বিশেষরূপে প্রমাণ হয় না বলিয়া কেহ কেহ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে যে বৈবাহিক "করণ" কাণ্ড আছে তদ্দ্বারা সন্ধ্যাকরের বংশকে "করণ্যামগ্রণী" অর্থাৎ বৈবাহিক করণ কার্য্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন এই অর্থ করিতে চান। তজ্জন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের করণ জিনিষটী কি এবং কোন্ সময় হইয়াছে তদালোচনা করা প্রয়োজন।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ লেখকের মতে "বল্লালসেন বারেন্দ্র কুলে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করেন। তখন কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই সংজ্ঞা হয়। জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত

Tight Binding

হন। যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ী তাহাকে বিপ্র বলা যায়। জন্মসংস্কার এবং অধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। বল্লালসেন কান্যকুব্জাগত বিপ্রসন্তানকে শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অধ্যয়ন ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক বল্লালসেনের কৌলীন্য-প্রথা গুণদৃষ্টে হইয়াছিল। যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান এই সব গুণবিশিষ্ট তাঁহারা কুলীন হইলেন। তখন কুলীন শ্রোত্রিয়ে বিবাহ হইতে পারিত। অর্থাৎ শ্রোত্রিয়গণও কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাতে কুলীনের কুলচ্যুতি হইত না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী নিজে কুলীন ছিলেন, শোত্রিয়গণের কুকর্ম্ম দৃষ্টে অথবা কুলীনগণের সম্মান বৃদ্ধির অভিলাষে রাঢ়ীয় কুলের দৃষ্টান্তানুসারে বারেন্দ্রকুলে অভিনব নিয়ম অবধারণ করিতে মনন করিলেন। কিন্তু একা তাঁহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি নন্দনবাসী গ্রামীয় কুল্লুক ভট্ট, ভট্টশালী গ্রামীয় ময়ূর ভট্ট, করঞ্জা গ্রামীয় অঙ্গন ওঝা এই তিনজন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।''

''উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি সমাজ শোধনে প্রবৃত্ত হইয়া সুচিক্কণযুক্তি অবলম্বনে স্থির করিলেন যে ভাদুড়েরা প্রকৃত কুলীন নহেন, কুলীনের পংক্তি পুরণার্থ গৃহীত হইয়াছিলেন মাত্র। অতএব তিনি প্রথমে ভাদড় গ্রামীনদিগকে কুলীনের শ্রেণী হইতে বর্জ্জন করিলেন। তাহার পর শ্রেত্রিয়ের কুলীনের কন্যা গ্রহণ করার যে নিয়ম ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা ও করণ প্রথা প্রচলন করিলেন। পরিবর্ত্ত নিয়মে কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়গণকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণমতে নিবারণ করা হইল। কেবল কুলীনেরাই পরস্পর আদান প্রদান করিতে পারিবেন ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থামতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী এবং বল্লভাচার্য্যে পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল।" ইত্যাদি।

"করণ" বহু প্রকারের; কন্যা আদান-প্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা, করণ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উপকারের 'করণ' এবং কুলজ ''করণ'' হইয়া থাকে। "করণ" বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।"

"পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা বারেন্দ্রকুলে সংস্থাপিত হওয়াতে কুলীনগণকে পরস্পর আদান এবং প্রদান করিতে হইবেক। কেবল আদান কি কেবল প্রদান দ্বারা কুল রক্ষা হয় না। যে যে কুলীনে পরস্পর আদানপ্রদান হইবেক তাঁহারা

যথাসম্ভব আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের এবং কুলজ্ঞের সহিত পুষ্করিণী অথবা নদীর ঘাটে গমন করিয়া পরস্পর জলপূর্ণ মৃৎ ভাণ্ড অথবা পিত্তল ভাণ্ড ধারণ করিয়া বাগদানের বিধানমতে আদানপ্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া জলপূর্ণ পাত্র জলমজ্জন করেন। ইহাই আদানপ্রদান বিষয়ক 'করণ'। কন্যা অথবা ভগিনীর অভাবে ইহা হইতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত, তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ কুশপাত্র এবং কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা করেন।" আরো লিখিত আছে যে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র কন্যা অথবা ভগিনী কিম্বা কুশময়ী কন্যার দ্বারা যে পরিবর্ত্ত করা হয় তাহাকে "কুলজকরণ'' এবং কুলীনের কুল দোষান্বিত হইলে তাহাকে উপকারের করণ' কহে।" ''সম্বন্ধ নির্ণয়" রচয়িতা উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রকুলে আটটী পটী বিভাগের কথা লেখেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতার মতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বহু পরে পটীবদ্ধ হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে বল্লালসেনের সময় ঐ করণ প্রথা ছিল না। সে সময় কুলীন শ্রোত্রিয়ে আদান প্রদানের বাধা না থাকায় প্রাগুক্তরূপ করণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না।* "কাপ কুলীন'' হইতেই করণ প্রথা।

''গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ''যখন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী দর্পনারায়নী, রামচন্দ্র লাহেড়ী চাঁড়ালী অবসাদে স্থগিত হন, তখন হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী, লক্ষণ তলাপাত্র এবং শঙ্করাচার্য্য এই তিনজন শ্রোত্রিয় মন্ত্রনা পূর্ব্বক রমানাথ এবং লোকনাথ মৈত্র, বাণীনাথ ভাদুড়ী, নয়ান সান্যাল, দ্বিজরাজ লাহেড়ী, এবং নয়ান লাহেড়ী এই আটজন কুলীনকে লইয়া এক থাক করেন। ইহাকে আদি নিরাবিল পত্তন কহে। ঐ ৮ জন কুলীনের কোন দোষ না থাকায় উহার নিরাবিল নাম হইয়াছিল। কিন্তু তখনও পটী আখ্যা হয় নাই। পরে জানকীবল্লভ রায় স্বয়ং নিরাবিলে প্রবেশ করেন এবং রোহিলা ভূষণা বর্জ্জিত রাখিয়া দর্পনারায়ণীদোষযুক্ত কুলীনগণকে নিরাবিলে আনেন, ইহাতেই নিরাবিলকে পটী বলা যায়।"

শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র জগদানন্দ রায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় ছিলেন। উভয়ের যত্নে মুকুন্দ খাঁ ও লক্ষ্মণ সান্যাল প্রভৃতিতে করণ হইয়া জোনানী অবসাদ নিষ্কৃতি হয়।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলবিধি প্রণয়ণ করিয়া

* কাপ কুলীনের বৃত্তান্ত বাহুল্যবোধে উল্লেখ করা হইল না।

চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইঁহাকে কেহ কেহ "কুসুমাঞ্জলি" প্রণেতা বলেন। "জম্বু ভারত" কর্ত্তা তাহা অবিশ্বাস করেন। "কুসুমাঞ্জলি" কেহ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা বলেন। অনেকে উদয়নাচার্য্যকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বিবেচনা করেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা নানারূপ যুক্তি দ্বারা উদয়নাচার্য্যকে ১২৫০ শকাব্দের সমকালে এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে বর্ত্তমান থাকা লেখেন। ইহার বিশুদ্ধ সময় নির্ণয়ের এখানে কোন প্রয়োজন নাই। "পটীবন্ধন" ও 'করণ" ক্রিয়া কোন্ সময় হইতে আরম্ভ তাহা ইহাতেই মোটামুটি বুঝা যাইবে। এবং ঐ করণ প্রথা বল্লালের পূর্ব্বে পাল রাজাগণের ছিল না ও বল্লাল সেনের বহু পরে গৌড়ের মুসলমান স্বাধীন রাজাগণের সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রভাবশালী হইয়া স্বকীয় সমাজ বিশোধন জন্য করণ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন তাহাই প্রমাণিত হয়।

বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে বল্লালী মত প্রবল আছে। বঙ্গজ কুলদীপিকার মতে –

সপর্য্যায়ে সমাসাদ্য দান গ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্ ॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব সএব কুল দীপকঃ ॥

সপর্য্যায়ে দান গ্রহণ ও কন্যা না থাকিলে কুশময়ী কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া দান অথবা ভবিষ্যতে কন্যা জন্মিলে দান করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। তাহা হইলেই তিনি কুলদীপক হইবেন।

বল্লাল সেনের মতে কুল কন্যাগত। এবং সমপর্য্যায়ে দান গ্রহণ প্রশস্ত।

বল্লাল সেনের মতে—অতি নিকটে, অতিদূরে, ঋণগ্রস্থ, দুর্জ্জন, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মূর্খ ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবে না।

বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে সিদ্ধসাধ্য ভাব থাকায় কুল নিয়ম স্বতন্ত্র। শ্রেষ্ঠ ঘরে আদান প্রদান হইলেই দান গ্রহণের গৌরব হইয়া ভাল করণ হইল বলে। এ সমাজে প্রতিজ্ঞা বা বাগ্‌দানের কথা নাই।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ঢাকুরে যাহা "শ্রীকরণ" তাহা জাতিবাচক শব্দ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে "করণ" শব্দ বৈবাহিক কার্য্যের বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে "করণের" জাতিবাচক অর্থ নষ্ট হয় না। বৈবাহিক করণের কথার পূর্ব্বেই শাস্ত্রকারগণ করণ জাতির উল্লেখ করেন।

বল্লাল সেন হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা সকলে স্বীকার করেন। তাঁহার বহু পরে করণ প্রথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। বরেন্দ্রে রাম পালের রাজত্বকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কুলনিয়ম পরিজ্ঞাত হইবার বিশেষ গ্রন্থাদি নাই। কোন কোন বংশ বৌদ্ধাপর দৃষ্ট "কৌল" থাকিবার প্রবাদ আছে।

বাঙ্গলার কায়স্থ সমাজ মধ্যে "করণ" উপাধি দৃষ্ট হয়। এই করণ—উপাধিধারী কায়স্থগণ বাহাত্তর ঘর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। সে যাহাই হউক সন্ধ্যাকরের সমকালেও একদল কায়স্থ আপনাদিগকে "করণ" বা "শ্রীকরণ" নামে পরিচয় দিতেন। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে 'করণ' উপাধির ব্রাহ্মণের সন্ধান পাই নাই।

বরেন্দ্র দেশবাসী পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণই মন্ত্রপূত 'করণ' ক্রিয়া করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু বৈবাহিক কার্য্যে কায়স্থগণ মধ্যেও 'করণ' বিশেষণ প্রয়োগ হয়। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উদ্ধৃত যদুনন্দনের ঢাকুরের পয়ার—

দান গ্রহণ শ্রেষ্ঠভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হইতে লাভ শৌর্য্য বীর্য্য ॥

বারেন্দ্র কায়স্থগণ মধ্যে সিদ্ধ তিন ঘর মধ্যে আদান প্রদান হইলে—

সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান 'করণ'
জম্বুনদ হেম যৈছে উজল বরণ ॥

এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

কি কব করণ ব্যাখ্যা যেন দুগ্ধ ক্ষীর।

আবার কোন স্থানবাসীকে বলা হইয়াছে—

ইচ্ছলটে তেঁহ করণে প্রধান।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের "আদি ঢাকুরী" কাশীদাস কৃত গ্রন্থ "বারেন্দ্র করণ বর্ণন" নামে অভিহিত। তাহা জাতিবাচক করণ সন্দেহ নাই।

সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন।
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সর্ব্বজন ॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ "বংশাবলী ও করণ নামে" কথিত। ভারেঙ্গার ঘটকবংশীয় শ্রীযুত যাদবচন্দ্র ঘটক উকীল মহাশয়ের নিকট ঐ নামধেয় গ্রন্থই দেখিয়াছি। বংশাবলীর সহিত এই 'করণ' বৈবাহিক করণ হইতেছে।

"করণ্যামগ্রণী"র করণ যে বৈবাহিক করণ নহে তাহা বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। গ্রন্থকর্ত্তা হইলেই সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্য তিনিই ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র নহেন। বৌদ্ধ যুগে বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্য উপাধি ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণের দাস বংশের নবদ্বী ঠাকুর শ্রীধর দাস ঠাকুর প্রভৃতির ঠাকুর উপাধি ছিল; ইঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। পূর্ব্ব বঙ্গের সাধারণ শূদ্রেরা তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘোষ বসুদিগকে ঘোষ ঠাকুর বসু ঠাকুরাদি বলে। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বহু ব্রাহ্মণ নামের শেষে দাস শব্দ লিখিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতি নহেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের দাস অর্থেই ঐরূপ পরিচয় দিতেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ দাস ও নন্দী প্রভৃতির বংশে বহু ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও কোন কোন গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্ত লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও পুরাণাদি দৃষ্ট হয়। কোন কোন গ্রন্থে লিপি কারকের নাম ও সময় লিখিত আছে।

সান্ধিবিগ্রহিক পদে ভারতীয় কায়স্থগণই পূর্ব্বে নিয়োজিত হইতেছিলেন। বরেন্দ্রের পাল রাজবংশের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের সময় বহু কায়স্থ উচ্চতম রাজপদ লাভ করেন। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে বটগ্রামের নারায়ণ দত্ত সান্ধিবিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত ও শ্রীধর দাস ঠাকুর প্রভৃতি মহামাণ্ডলিক ছিলেন। গৌড়ের রাজ সিংহাসন মুসলমানগণের অধিকৃত হইলে বহু কায়স্থ উচ্চতম রাজপদ লাভ করিয়া উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজকে শ্রেণীবদ্ধে নিয়মানুগত করেন। বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রদেশ, গৌড় সিংহাসন হিন্দু রাজার অধিকার ভ্রষ্ট হইবার পরও প্রায় একশত বর্ষ স্বাধীন থাকায় বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে বল্লালী মতের পরিপুষ্টতা হইয়াছিল।

সন্ধ্যাকর নন্দীর কবি প্রশস্তির "করণ" শব্দ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক করণ কাণ্ড বোধক নহে। ঐ করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এদেশের কুলজী লেখক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ "করণ" শব্দে কায়স্থকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত বানেশ্বর দেব কৃত কুলজীর শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ পরেই "আদৌ করণ নির্দ্দিষ্ট কায়স্থ বর্ণন।" লিখিয়া চিত্রগুপ্ত বংশজ গৌড় মাথুর প্রভৃতি কায়স্থগণের নাম করিবার পর বংশ ও মূল সমাজ স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের "করণ কারণ" কথা সকল জাতিই বলিয়া থাকেন। জাতি

গত 'করণ' স্বতন্ত্র জিনিষ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি পরম্পর বংশ কথাচ্ছলে অমুকের করণ ভাল মন্দ বলিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকর স্ববংশের আদৌ শ্রেষ্ঠ পরিচয় ভট্ট, মিশ্র ও শর্ম্মাদি না লিখিয়া কেবল নন্দী ও করণ বিশেষণ পরিচয় দেওয়ায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। তিনি জাতিতে করণ (কায়স্থ) ও বংশ পরিচয়ের উপাধি নন্দী সেই অর্থ সমীচীন বটে।

বাঙ্গলার চারি শ্রেণীর পটীবদ্ধ কায়স্থগণ ভিন্ন আরো বাহাত্তর ঘর কায়স্থ আছেন। ঐ বাহাত্তর ঘর কায়স্থ সংখ্যা মধ্যে নন্দন ঔপাধিক কায়স্থ অন্যতম ঘর এবং ঐ কায়স্থদলে নন্দন উপাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। নন্দী ও নন্দন উপাধি কায়স্থ দলে থাকায় নন্দন হইতে নন্দীর উৎপত্তি কল্পনা করা যায় না। নন্দনবাসীয়ায় কুল্লুক ভট্টের বহু পূর্ব্বে নন্দন উপাধিযুক্ত কায়স্থগণও বাস করিতেন। নন্দনগ্রামীন বলিয়াই নন্দনেরা অদ্যাপি নন্দন উপাধিতে কায়স্থদলে পরিচিত হইতেছেন। নন্দনের সমাধানে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় না। *

লেখকের বিনীত অনুরোধ এই যে পাঠকগণ সন্ধ্যাকর নন্দীর করণ বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য ও উপরোক্ত বিষয়ের প্রণিধানে তাঁহার জাতি নির্ণয়ে সচেষ্ট হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

প্রতিবাদ।

গত পৌষ মাসের "কায়স্থ-সমাজ" পত্রিকায় "সভাপতির অভিভাষণ" শিরোনামে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন নামক এক ব্যক্তি যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে কায়স্থনিন্দা ও কতকগুলি ভ্রম দেখিতে পাইয়া, দুঃখের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিতে হইল।

* চিত্রগুপ্তের পুত্র মধ্যে করণ নাম দৃষ্ট হয়। এই করণ হইতে কতিপয় কায়স্থ বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। কোষশাস্ত্রকারগণ করণ শব্দে কায়স্থ ও কায়স্থের শ্রেণী বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যাকরের করণ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার কায়স্থ হওয়াই সঙ্গত।

প্রবন্ধ-লেখক সরকার মহাশয়ের বাড়ী কোথায় এবং তাঁহার কি জাতি তাহা জানি না। "সরকার" উপাধি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেও আছে। বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি উপাধি দেখিয়া সরকার মহাশয়কে প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর যখন দেখিলাম যে তিনি কায়স্থের কুলজি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তখন তাহাকে কায়স্থ বলিয়াই মনে করিয়াছি; কিন্তু কোন্ শ্রেণীর কায়স্থ তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, কারণ টাকী সমাজে "গুহ-সরকার" আছেন তাঁহারা কুলীন, আমাদের দেশে "দে-সরকার" বংশ আছে তাঁহারা 'বাঙ্গাল' বলিয়া খ্যাত। এদেশে কুলীন, কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র, বাঙ্গাল ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত আছে, কিন্তু "মৌলিক" শব্দের প্রচলন নাই। সরকার মহাশয় 'মৌলিক' শব্দটী বার বার ব্যবহার করাতে মনে হইতেছে তিনি পশ্চিম-বঙ্গবাসী। আর তাহা না হইলে তিনি ইদিলপুরের কথা লিখিতে যাইয়া এত ভ্রমপূর্ণ অমূলক কথা লিখিতেন না।

১। উপরোক্ত পত্রিকার ৩৫৪ পৃষ্ঠায় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন "এই চন্দ্রদ্বীপ সমাজের ইদিলপুর নিবাসী * *"—তদুত্তরে বলা যায় ইদিলপুর যে একটী পৃথক্ সমাজ তাহা সরকার মহাশয় জানেন না। ঐ সমাজের স্থাপয়িতা ইদিলপুরের চৌধুরীগণ কোন মধ্যল্য, মহাপাত্র বা বাঙ্গালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কুলজ হিসাবে কুলীনের ৸৵০ এবং একটা সমাজের অধিপতি বলিয়া ৵০ মোট কুলীনের সমান সম্মান পাইয়া থাকেন।

বহু কুলীনের সমাজপতি বলিয়া কুলীন সমাজের বিষয়ে কথা বলিবার ষোল আনা অধিকার ইদিলপুরের চৌধুরী বংশের আছে। তদ্বংশের মর্য্যাদা ও অধিকার জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ সরকার মহাশয়ের কখনও ঘটে নাই, এই মাত্র বুঝা যাইতেছে।

২। ঐ ৩৫৮ পৃষ্ঠা—"যোগেশ বাবু তাঁহার আভিজাত্যের জন্য, কুলীনত্বের জন্য বড় ব্যস্ত" এই কথাটী সরকার মহাশয়ের নেহাৎ ভুল। যোগেশ বাবুর অভিভাষণের কোন স্থানে ঐরূপ দৃষ্ট হয় না।

৩। ঐ ঐ—'ইদিলপুরে রায়-চৌধুরী বংশ দুইটী, ঘোষ ও গুহ। গুহ চৌধুরী কুলীন, কিন্তু ঘোষচৌধুরী কুলজ বলিয়া জানি"—ইহার উত্তরে বলা যায় সরকার মহাশয়ের জানাটা একেবারেই অমূলক, ইদিলপুরে কোন গুহ রায় চৌধুরী পরিবারই নাই।

৪। ঐ ঐ—"কোন "বোস" পরিবার কুলীন আছেন।" ইদিলপুরে কোন "বোস" পরিবার নাই, "বসু" বংশ আছে। এই 'বোস' শব্দটী সরকার মহাশয় কোথায় পাইলেন জানি না। অভিধানে "ঘোষ", বসু", "গুহ" কায়স্থের পদবী লিখা আছে। কেহ হয়ত অজ্ঞতা অথবা ভ্রমবশতঃ কোন স্থানে "বসু" শব্দ লিখিতে "বোস" লিখিয়াছেন, সরকার মহাশয় অমনি সেই শব্দ আধুনিক সাহিত্যে যোগ করিয়া দিয়াছেন। এখন সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের মোটামুটি একটু আলোচনা করিব।

• যোগেশ বাবু নিজকে পর্য্যায়ভুক্ত কায়স্থ বলিয়া কোথাও বলেন নাই, তবে সরকার মহাশয় ইহা কোথায় পাইলেন? টাকী সমাজের কুলীনদিগের পর্য্যায় নাই, তাহাতেই বা কি আসে যায়? অভিভাষণের এক স্থানে লিখা আছে, "যে নবগুণে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য হইয়াছে সেই নবগুণেই আমাদের কৌলীন্য হইয়াছে।" এস্থলে 'আমাদের" বলিতে কায়স্থের কথা বলা হইয়াছে ইদিলপুরের চৌধুরীর কথা হয় নাই। যোগেশ বাবু তাহার পরের ছত্রেই লিখিয়াছেন "ইহাও কায়স্থ জাতির আভিজাত্য এবং দ্বিজাতিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ।"

আর যদি "আমাদের" কথার ভিতর ইদিলপুরের চৌধুরী বংশও আছে এমন বুঝায় তাহাতেই বা দোষ কি? ইদিলপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষগণও (কার্ণঘোষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কুলীনই ছিলেন।

যোগেশ বাবু কাহাকে শূদ্র বলিয়াছেন, সে কথার উত্তরে এইমাত্র বলা যায়, শূদ্রের সংজ্ঞা অনুসারে শূদ্র এদেশে নাই বলিলেই হয়। এখানে আজ যে হীন কার্য্য করিতেছে, কাল সে উন্নত হইয়া উন্নত সমাজে চলিতেছে। যাহারা আচার-ভ্রষ্ট, দাসী-গর্ভজাত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত "দাস নাপিত" ইত্যাদি তাহাদিগকেই যোগেশ বাবু শূদ্র বলিয়াছেন।

সরকার মহাশয় যে কয়েক ঘর অমূলক কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ রাহুত, বর্দ্ধন, রক্ষিত ও গুপ্ত উপাধিধারী কয়েকটী কায়স্থ বংশ কুমিল্লা জেলায় ও বিক্রমপুরে সম্ভ্রান্ত অবস্থায় থাকিয়া সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থদের সহিত কার্য্য করিতেছে বলিয়া জানা যায় এবং শুনা যায়।

সরকার মহাশয় স্থানে স্থানে "শূদ্র-কুলীনত্ব", "কৌলীন্যদুষ্ট" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোন মৌলিক বংশ-সম্ভূত হইবেন। এবং বোধ হয় কোন কারণে কুলীন বিদ্বেষী হইয়াছেন।

বঙ্গে গুহ বসু ও ঘোষ কুলীন, দক্ষিণ রাঢ়ে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন, বংেন্দ্র ভূমিতে যাহারা সম্ভ্রান্ত কুলীন তাহাদেরই কোন শাখা হয় ত বঙ্গে হীন অবস্থায় আছে। আবার বঙ্গের ঘোষ, বসু, গুহ হয় ত বা বরেন্দ্রে নাই, সুতরাং যেখানে ৪ শ্রেণীর কায়স্থের আন্দোলন সেখানে কুলীনত্বের কথা না বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের কথা বলাই উচিত, এবং যাহাতে সকল কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া নানা প্রকারে উন্নত হইতে পারে তাহাই করা সঙ্গত। সভাপতির অভিভাষণের সমালোচনা করিতে যাইয়া "কুলজের স্থান মধ্যল্যাদির উপরে নহে' ইত্যাদির বিচার সরকার মহাশয় না করিলেও পারিতেন। সরকার মহাশয়, মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব, কিরণ চন্দ্র দত্ত, সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ সভার সম্পাদক) কাহাকেও বাদ দেন নাই।

সরকার মহাশয় ঐ আলোচনায় ৩৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আমরা বলিতে বাধ্য কান্যকুব্জ হইতে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বোস (?) বিরাটগুহ ক্ষত্র ভাবেই হউক বা দাসশূদ্র ভাবেই হউক যজ্ঞাগত ব্রাহ্মণদের সহিত আসেন নাই, তাহারা বঙ্গবাসী শূদ্রই" তাহার আরও চিন্তা হইয়াছিল, "পৌষমাসে উত্তর পশ্চিম হইতে অনেক কায়স্থ আসিবেন, বৈবাহিক মিলনের কথাও উঠিবে, কিন্তু কাহাদের সহিত অগ্রে বৈবাহিক মিলন প্রস্তাবিত হইবে? দত্ত, মিত্র, দেব, দাস, পাল সিংহ বর্দ্ধনাদি বংশীয় কায়স্থ, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের সন্তানেরা অদ্যাপি ঐ অঞ্চলে, আছেন, তাহাদের সহিত কিংবা ঘোষ, বোস, গুহ যাহাদের আগমনের সূত্র পাওয়া যায় নাই তাহাদের সহিত?" বোধ হয় সরকার মহাশয় ঐ চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, কারণ সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণে "বৈবাহিক মিলনের" কোন কথা দেখিলাম না, তবে যদি হইয়া থাকে তাহা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিতে পারেন।

সরকার মহাশয় হয়ত মনে করিয়াছেন যে, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত এই পাঁচ ঘর ভিন্ন অন্য কায়স্তগণকে যোগেশ বাবু শূদ্র বলিয়াছেন এবং তজ্জন্যই হয় ত ঘোষ, বসু, গুহ এই তিন ঘর কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থ ব্যতীত ৮৫ ঘর কায়স্থ বঙ্গদেশে থাকার উল্লেখ আছে দেখিতে পাই, তন্মধ্যে কতকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং যাহারা এখন আছে তাহাদের আচার এবং কার্য্যের বিভিন্নতা হেতু নানারূপ গতি হইয়াছে। ইদিলপুরে ঘোষ বসু প্রভৃতি কুলীন, কুলজ কায়স্থ

ভিন্ন সকল শ্রেণীর কায়স্থ, এমন কি যাহারা এখন কলা মূলার ফেরি করিয়া খায়, অথবা অন্যের চাকুরী করে, তাহাদিগকেও ইদিলপুর কায়স্থ সভায় আহ্বান করা হইয়াছে এবং কোন কোন সভায় তাহাদের কতক উপস্থিতও হইয়াছে।

"আমরা কৌলীন্য সংস্রবেই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি, ইহা ত হাইকোর্টের মত"—একথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কোথায় পাইলেন? যদি কোথায়ও থাকে তবে আমরা জানি না। আজ সমগ্র কায়স্থ জাতি উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারী হইলেই কুলীনের কুলীনত্ব, মৌলিকের মৌলিকত্ব মুছিয়া সব একাকার হইয়া যাইবে না; যদি তাহা যাইত তবে ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈদিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র তন্মধ্যে আবার কুলীন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশজ, তা ছাড়া লগ্নাচার্য্য, অগ্রদানী, ভট্ট ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী থাকিত না। আমি জানি যাহারা নীচ বংশোদ্ভব এবং নীচ বৃত্তিধারী ছিল, তাহাদেরই কেহ কেহ শিক্ষিত এবং আচারবান হইয়া সম্ভ্রান্ত কায়স্থের সহিত ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছে এবং সমাজে কেহ তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেছে না।

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের অভিভাষণের বিরুদ্ধে কায়স্থ সভার গত বর্ষের সভাপতি যোগেশ বাবু কিছু বলেন নাই।

সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ "কায়স্থ সমাজ" পত্রিকায় কিরূপে স্থান পাইল তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। যে সকল কায়স্থ স্বজাতির মান ও গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন, যাঁহারা স্বজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার কায়স্থ সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা এরূপ প্রবন্ধ পত্রিকাতে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে এবং তদ্দ্বারা অপর সকল জাতির নিকট স্বজাতিকে উপহাসাস্পদ করিতে পারেন না। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে 'সমাজ" পত্রিকার সমাজের নিকট কোনও দায়িত্ব নাই। 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" সভাপতি ও সম্পাদককে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধলিখিত হইয়াছে এবং অন্যান্য কায়স্থবংশ অপেক্ষা মিত্রবংশকে ভাল বংশ বলা হইয়াছে—কেবল এইজন্যই কি এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে? "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ'ও না কি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার চাহেন। তাহাদের মুখপত্রে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমাদের তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হইতেছে।

শ্রীঅন্নদা চরণ ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী,
ইদিলপুর কায়স্থ সভার সম্পাদক।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গতি ও পরিণতি।

(১)

পৃথিবীর ক্রম বিবর্ত্তনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় সমাজ ও রাষ্ট্র চিরপরিবর্ত্তনশীল; উহা যেন নিজকে সর্ব্বপ্রকারে অধিকতর সুন্দর, উজ্জ্বল ও নিখুঁত করিয়া তুলিবার জন্য—নিজের কাম্য একটা আদর্শের সন্ধানে প্রাণপণ করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সমাজ বা রাষ্ট্র একটা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। অবশ্য তথাকথিত ধর্ম্ম—সম্বন্ধে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকই নিজ নিজ ধর্ম্মমতকে আদর্শ এবং পৃথিবীতে একমাত্র নির্ভুল ও সনাতন বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধেও ঐ প্রকার দাবী যে কোথাও কেউ করে না এরূপ নহে। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিক মতের গোঁড়ামীর ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া—পৃথিবীর বিশাল এবং উদার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া,—বিশ্বমানবের সাম্য ও মৈত্রীর ভিতর দিয়া মানব সমাজের মুক্তির সন্ধান খুঁজিয়া গিয়াছেন কিংবা আজও খুঁজিতেছেন তাঁহারা মানুষের জীবনকে ধর্ম্ম, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র প্রভৃতি পৃথক পৃথক্ কুঠুরীতে বিভক্ত করিয়া ইহার জীবনগতিকে বিপথগামী করার পক্ষপাতী নহেন। মানুষের জীবন একটী অখণ্ড সত্তা—উহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সাধারণ আদর্শই স্বধর্ম্ম বা মানবধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্যই প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণস্বাধীনতা চায়। এই স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুকেও মানুষ শ্রেয় জ্ঞান করে তবু পরের কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিয়া জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে চায় না। কিন্তু মানুষ সব চেয়ে নীচতা ও হীনতার পরিচয় দেয় তখন—যখন সে নিজে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা চায়—অথচ অপরের—চাওয়াকে স্বীকার করিতে চায় না। এই ভাবে মানুষ—তার নিজের পায়ে যে কত বড় কুঠারাঘাত করে—তা বুঝিতে পারে না। কাজেই অপরের পাওয়াকে সহ্য করিতে শিখিবার পূর্ব্বে তার নিজের ষোলআনা পাওয়ারও কোন পথ করিয়া উঠিতে পারে না। অপরের গতিকে ঠেকাইয়া রাখিয়া নিজে একাকী চলিতে গেলে—যাহাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি—সেই যে পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া আমার গতিও রোধ করিয়া দেয়—এই সত্যটা—আজ আমাদের বুঝিবার যুগ আসিয়াছে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এইটা যে—

আমরা প্রত্যেকে নিজের মঙ্গলকে চাপিয় রাখিয়া—পরমঙ্গলের কাঁদুনী আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।

তথা কথিত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় উহা মানুষের হাতে গড়া জিনিষ এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মানুষের গড়া জিনিষ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে—প্রথমতঃ মানুষকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষ স্বাধীনচিন্তাশক্তিবিশিষ্ট জীব—আর প্রত্যেকের মন আপন আপন পথেই নিজ নিজ আদর্শ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। স্বাধীন গতি বিশিষ্ট জিনিষ মাত্রেই একটু আধটু ভুলভ্রান্তির হাত হইতে এড়াইতে পারে না। মানুষের পথ নির্দ্দেশ করে আপন আপন বিচার শক্তি—আর এই শক্তিটা—বাহিরনিরপেক্ষ নহে। পারিপার্শ্বিক বাহ্য জগতের উপর মনের স্বাধীন ক্রিয়ার ফলে যে ধারণা যথাসম্ভব নির্ভুল বলিয়া মনে হয় তাহাই মানুষের দর্শন বা বিচার। যে সমস্ত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া মানুষ বিচার করে তাহার কোথাও একটু ভুল থাকিলেই বিচার ভ্রান্তিমূলক হয়। আর এই ভুল যখন মানুষের দৃষ্টিপথে আসে—তখনই উহা দূর করার একটা সচেষ্ট আগ্রহ আসাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভুলভ্রান্তির দাস মানুষ যাহা করে, তাহা কখনও জোর করিয়া নির্ভুল, সনাতন কিংবা অপরিবর্ত্তনীয় বলা যাইতে পারে না। উহার ভিতর ভুল থাকার যখন সম্ভাবনা আছে—কাজেই বিচার ও যুক্তি সহায়ে যখনই সরলভাবে বুঝিতে পারিব যে অতীতে যাহা করা হইয়াছে তাহার ভিতর ভুল আছে তখন সে ভুলকে দূর করিয়া লইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মানুষ প্রতিপদে এইখানে নিজকে বড়ই ছোট করিয়া ফেলে! সে ভাবে সমাজ যাহা করিয়া আসিতেছে—উহা সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধান—এবং ঐ বিধান তাহাকে নতশিরে পালন করিয়া যাইতে হইবে; উহার ভিতর কোন দোষ আছে কিনা, সে বিষয় ভাবিবার তাহার কোনই অধিকার নাই। এই ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট মানুষ যখন নির্ব্বিচারে মাথা বিক্রয় করিয়া বসে—এবং স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে—তখন উহা দেখিয়া বাস্তবিকই মনে হয়—"হাতের কঙ্কনে কিনলাম দাসী, দাসী হ'ল রাণী—আর আমি হ'লাম বাঁদি।"

এখন দেখা যাক্—ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র কি এবং মানুষের জীবনে উহার প্রয়োজনই বা কতটুকু। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—উহারা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কিছু নয়; মানুষ তাদের সাংসারিক জীবনের সুখশান্তি বিধান ও সংরক্ষণের জন্য

পরস্পর যুক্তি ও সম্মতিমূলে কতকগুলি গণমঙ্গল বিধায়ক নীতি ও আদর্শ মানিয়া লইয়া পরস্পরের ভিতর একটা সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করিয়া লয়। এই সম্পর্ক কতকগুলি কর্ত্তব্য এবং নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লওয়া হয়। স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ কতকগুলি নিয়মের অধীনে আসিতে তখনই স্বীকার করে, যখন সে বুঝিতে পারে—উহা পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কাহারও স্বাধীন বিকাশের বিরোধী নহে। এই ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থায় জনসাধারণের সম্মতিমূলেই সামাজিক নিয়ম এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন হয়। পরে আমাদের সৃষ্ট এবং সেবা ও সহানুভূতিপুষ্ট জিনিষ —শাসন অথবা নিষ্পেষণ যন্ত্ররূপে কিরূপে আমাদেরই—ধর্ম্ম ও সুখশান্তি নষ্ট করিয়া আইনের অষ্টপাশে আমাদের বাঁধিয়া রাখে—তাহা পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্র কিংবা সমাজের দিকে তাকাইলেই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যায় ও ব্যভিচার—ধর্ম্ম, রাষ্ট্র বা সমাজ প্রভৃতি যে কোন নামের মুখোস লইয়াই মানুষের কষ্টের কারণ হউক না কেন- উহা পৃথিবীতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ক্ষমতা যখন স্বেচ্ছাচারী হয়। জনসাধারণের মঙ্গলকে ঢাকিয়া বসে—তখনই সমাজের সর্ব্বত্র মানুষের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়া স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতা বা যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিবার জন্য পথ খুঁজিতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বত্র—ধর্ম্ম, রাষ্ট্র এবং সমাজে- সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচারের ক্রমবিকাশযুগ চলিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দির আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রেরই স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার মুখোস খসিয়া পড়িয়া উহাদের উলঙ্গ কদর্য্য মূর্ত্তি বিশ্বসমাজের সম্মুখে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

মানুষের জন্যই সমাজ—মানুষের জন্যই সামাজিক বিধান; সেই মানুষই যদি অ-সুখে থাকে, তবে তেমন সমাজ নষ্ট হওয়ায় কোনই ক্ষতি নাই। মানুষই সমাজ গড়ে—সমাজ মানুষ গড়ে না। মানুষ স্বাধীন—রাষ্ট্র বা সমাজ তার হাতে গড়া পুতুল বিশেষ। আমার হাতে গড়া জিনিষ যদি আমাকে কষ্ট দেয়, তবুও কি সনাতনত্বের কাঁদুনী গেয়ে আমি তাই রক্ষা কর্ব্ব? মানুষের একটা আদর্শ সনাতন হতে পারে—তাই বলিয়া ভাল হউক—মন্দ হউক—সমাজবিধানকেও কি সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয় হ'তে হবে? স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে মালকানা রাজপুতদের হিন্দু ধর্ম্মে পুনরায় গ্রহণ কল্লেন—উহা

কি সমাজ বা তথাকথিত সমাজপতিদের অনুমতি নিয়ে করা হয়েছিল?—সেদিন যে কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টানকে হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়ে আনা হ'ল—উহাতে কি হিন্দু ধর্ম্মের সনাতনত্ব নষ্ট হয়েছে? নরেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) যে দিন আমেরিকায় (ছুঁৎমার্গীদের মতে ম্লেচ্ছদেশে) বেদান্তের ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে গিয়েছিলেন—সেদিন কি তিনি সমাজপতিদের অনুমতির দিকে তাকিয়েছিলেন? কিংবা রমেশচন্দ্র দত্ত বেদের অনুবাদ কালেই কি বেদের সোল-এজেন্ট-বলিয়া-অন্যায়-দাবীদার-কারী দল বিশেষের নিকট বেদপাঠের অধিকার চেয়ে ছিলেন? আর তা না চাওয়ার জন্যই কি তথা কথিত সমাজপতিরা সোল এজেন্সীর কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ করার অপরাধে মনুর ব্যবস্থানুসারে—চক্ষু নষ্ট করা কিংবা জিহ্বাকাটারূপ দণ্ডের ব্যবস্থা দত্ত মহাশয়ের উপর কর্ত্তে—সক্ষম হয়েছিলেন? এখন ভাবা দরকার সমাজ স্বাধীন—না মানুষ স্বাধীন। আর সমাজই যদি স্বাধীন ও অপরিবর্ত্তনীয় হ'ত তবে বৈদিক যুগের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্মৃতি ও পুরাণ লেখার ধৃষ্টতা দেখা'তে গিয়াছিলেন কেন? আর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা ও আইনের উপর হস্তক্ষেপ করিলেই যদি সমাজদ্রোহ কিংবা রাজদ্রোহ হয়—তবে স্মৃতি ও পুরাণ কর্ত্তারা যে সমাজদ্রোহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে আজ কালকার "গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল" সমাজের পাণ্ডারা এত সঙ্কুচিত হন কেন? কিংবা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রচলিত রাষ্ট্রীয়বিধানের উপরই বা কথা বলতে যান কেন? আর মানুষকে অতীতের আইনের অধীন করিয়া রাষ্ট্র কিংবা সমাজকে স্বাধীন বলিলেও ত উহাকে পরিবর্ত্তনশীল স্বীকার করিতে হয়। কারণ স্বাধীন জিনিষ মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল; উহা স্বাধীন ভাবেই চলাফেরা করে—কোন পদিপিসির ব্যবস্থাপত্রের ধার ধর্ত্তে যায় না। কাজেই সমাজ স্বাধীন হ'লেও পরিবর্ত্তনশীল হ'তে হ'বে, আর পরের অধীন হ'লে তাদের অঙ্গুলি হেলনে বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চল্‌তে হবে। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র যে একটা অচলায়তন নয়—অতীত ইতিহাসের ধারা ও বর্ত্তমানের গতি সমালোচনা ক'রে বারান্তরে সেই কথাই স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্ব্ব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।

বিবাহে কন্যার বয়স।

তৃতীয় প্রস্তাব। প্রথম অংশ।

(বাল্যবিবাহের প্রতিকূল প্রমাণ, শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র
এবং মনুস্মৃতি প্রভৃতি।)

গত প্রস্তাবের শেষভাগে আমরা বলিয়াছি যে, প্রাচীন কালে হিন্দু-সমাজে, ব্রাহ্মণবর্ণের লোকদিগের মধ্যেও নারীর পূর্ণ যৌবনে বিবাহ হইত, তখন রজস্বলা বালিকার দাতা এবং গ্রহীতার কোন নিন্দা ছিল না, ঐরূপ নিন্দা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে হইয়াছে। আমরা কেন এরূপ কথা বলিয়াছি, এইবার তাহার কারণ এবং আমাদের কথার প্রমাণ উপস্থিত করিব।

আমাদের এই ভারতখণ্ডে, শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শ্রুতি বা বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণ্য। ঋগ্ যজুঃ সাম এবং অথর্ব এই চারিবেদ, তাহাদের ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্গুলি "শ্রুতি" এই নামে প্রসিদ্ধ; তাহার পর গৃহ্যসূত্র ধর্মসূত্র এবং তাহার পর মনুস্মৃতি পর পর অধিকতর নূতন বলিয়া কথিত আছে। মনুস্মৃতির পর অন্যান্য (সংখ্যায় পঞ্চাশেরও অধিক) স্মৃতির সম্মান; এবং তাহার পর মহাপুরাণ ও সর্বশেষে উপপুরাণের সম্মান। মহাভারতের প্রমাণ ভাষ্য এবং টীকাকারেরা "স্মৃতি" বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্র গ্রন্থাবলীও আমাদের দেশে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় মাননীয়। যদিও বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এমন কথাও মহাভারতে আছে যে, 'যাঁহার মত পৃথক্ বা বিভিন্ন নহে, তিনি ঋষিই নহেন," তথাপি আপাতঃপ্রতীয়মান বিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যগুলির সমাধানের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। বেদব্যাস-স্মৃতিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে,

১। 'শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

অর্থাৎ "বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন অথবা মত দৃষ্ট হইলে, বেদ অথবা শ্রুতির বাক্য বা মতই শিরোধার্য; আর স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে, স্মৃতির প্রমাণই গ্রাহ্য হইবে"। আজকাল যেমন বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের নজীর সর্বাপেক্ষা

অধিকমান্য, তদ্রূপ মান শ্রুতির; এবং প্রদেশীয় হাইকোর্টের নজীরের মত স্মৃতির মান।

২। স্মৃতি শাস্ত্রগুলির মধ্যে মনুসংহিতার মান সর্বাপেক্ষা অধিক। মনু মহারাজ বলিয়াছেন,

"ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ ১৩॥ দ্বিতীয় অধ্যায়।
'বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং' ॥ ৬॥ দ্বিতীয় অধ্যায়।
"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞা ময়োহি সঃ॥ ৭॥ দ্বিতীয় অধ্যায়।
"যা বেদবাহ্যা স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯৫॥ দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

বিখ্যাত মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত "পরাশর স্মৃতিভাষ্যে" একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

"যন্ মনুরব্রবীৎ তদ্ ভেষজম্॥

এরূপ মনুর প্রশংসা আরও অনেক আছে। এত প্রশংসার কারণ, — মনু মহারাজ প্রজাপতি, ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান্ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। ইন্দ্র, অগ্নি, প্রাণ এবং প্রজাপতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে যে অদ্বয় এবং শাশ্বত ব্রহ্ম আমাদের দেশে পূজিত এবং কীর্তিত হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মেরও অপর নাম 'মনু" (১)। বেদই সমস্ত ধর্মের মূল; ধর্মের বিষয় যাঁহারা জানিতে অভিলাষ করেন, শ্রুতি বা বেদই তাঁহাদের পরম এবং চরম আশ্রয়। মনু সমুদায় বেদ জানেন, বেদে যাহা আছে, তাহাই মনু মহারাজ স্বকীয় স্মৃতিতে সংগ্রহ করিয়াছেন; তাই তাঁহার স্মৃতির প্রাধান্য, এবং তাঁহার বিপরীত মতাবলম্বিনী স্মৃতির প্রশংসা নাই। মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা জগদ্রূপ রোগের পরম ঔষধ। যে সকল স্মৃতি বেদানুগত নহে, এবং যাহারা কুদৃষ্টির সৃষ্টি করে তাহারা সকলেই নিষ্ফল; যেহেতু পরলোকে তাহারা অন্ধকারেই লইয়া যায়। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অনুমান করিয়াছেন যে, সে সকল স্মৃতি মনুবাক্যের বিরোধী, তাহারা সকলেই বেদবাহ্য; অর্থাৎ তাহারা বেদানুগত নহে, সুতরাং তাহারা প্রামাণ্যও নহে।

(১) এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১২৩॥ দ্বাদশ অধ্যায়।

৩। তবে, আরও একটি মীমাংসার মূলনীতি আছে।—"বিদ্যমান শাস্ত্রবাক্যসমূহের সমন্বয় এবং একবাক্যতা সম্ভবপর হইলে, বাক্য-ভেদ করিবে না";—অর্থাৎ যদি আপাতঃ পরস্পরবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যগুলিকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া ও সমন্বয় করিয়া প্রতীয়মান ভেদ দূর করিতে পারা যায়, তাহাই করিতে হয়। এই জন্য বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন বাক্যগুলির সমীচীনতা সম্বন্ধে দেশভেদ, কল্পভেদ, যুগভেদ ইত্যাদি ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আমরাও এই মূলনীতিগুলির অনুশাসন অনুসরণ করিয়াই "বিবাহে কন্যার বয়স" সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা, মীমাংসা এবং সিদ্ধান্ত করিতে যথামতি চেষ্টা করিব। কূটতর্ক অথবা বিতণ্ডা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত সদর্থ করিয়া শাস্ত্র-সম্মান রক্ষা করার এবং তদনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা চালাইবার অনুরাগী, তাঁহাদের সদয় সমালোচন আমরা বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা এই শাস্ত্রালোচনায় কৃপা করিয়া আমাদের ভ্রম-প্রমাদ দূর করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা গুরুর ন্যায় ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। জ্ঞান না থাকিলে, সত্য বলিবার অভিলাষ থাকিলেও কেহ সত্য বলিতে পারেন না (২); সেই জন্য, কোন বিষয়ে কোন কথা বলিবার আগে, সেই বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর, আর্জ্জব অথবা ঋজুতা অবলম্বন না করিয়া বিতণ্ডা অথবা ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না,—তবে বাদি-পরাজয়-কার্য্যে সফলতা-লাভ হইতে পারে। আমরা যথাসাধ্য যথামতি শাস্ত্রবাক্যসমূহের সরল মর্ম্মার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব, এসম্বন্ধে ভগবানের নিকট প্রার্থনা এবং পাঠক পাঠিকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

কতবয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত বেদে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বেদের অভিমত যাহা পাওয়া যায়, তাহা পরে দেখিতে পাইব। বৈদিক গৃহ্যসূত্র গুলিই দ্বিজগণের গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহের বিধান করিয়াছেন। গৃহ্যগুলির পর মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এ সকলের বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা অতঃপর সেই গুলিরই উল্লেখ করিতেছি।

---

(২) যথা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি, নাবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজানন্নেব সত্যং বদতি, বিজ্ঞানমেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭ ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত এবং কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নহে, গৃহ্যসূত্র এবং মনুস্মৃতিতে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে; আমরা দেখিতে পাইব, এই সকল শাস্ত্রের কোথায়ও রজস্বলা কন্যা বিবাহের নিন্দা নাই।

১। ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্য,—

'বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত ॥ ১ । ৫ । ৩ ॥"

২। যজুর্ব্বেদীয় জৈমিনিগৃহ্য,—

"জায়াং বিন্দেতানগ্নিকাং সমানজাতীয়ামসগোত্রাং মাতুরসপিণ্ডাম্ ॥ ২০ । ১ ॥"

আপস্তম্বগৃহ্য; "সুপ্তাং রুদন্তীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১ । ৩ । ১১ ॥ দত্তাং গুপ্তাং দ্যোতাং ঋষভাং শরভাং বিনতাং বিকটাং মুণ্ডাং মণ্ডূষিকাং রাতাং পালীং মিত্রাং স্বনুজাং বর্ষকারীং চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১ । ৩ । ১২ ॥"

হিরণ্যকেশী গৃহ্য,—"ভার্য্যামুপযচ্ছেৎ সজাতাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণীমসগোত্রাম্ ॥ ১ । ১৯ । ২ ॥"

৩। সামবেদীয় গোভিলগৃহ্য—"নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা ॥ ৩ । ৪ । ৬ ॥"

৪। বাৎস্যায়নীয় কামসূত্র,—

"সুপ্তাং রুদতীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

"অপ্রশস্ত নামধেয়াং চ গুপ্তাং দত্তাং ঘোনাং পৃষতাং ঋষভাং বিনতাং বিকটাং বিমুণ্ডাং শুচিদূষিতাং সাংকরিকীং রাকাং ফলিনীং মিত্রাং স্বনুজাং বর্ষকরীং চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১২ ॥

"নক্ষত্রাখ্যাং নদীনাম্নীং বৃক্ষনাম্নীং চ গর্হিতাম্।
লকার রেফোপান্তাং চ বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥

"তস্মাৎ কন্যামভিজনোপেতাং মাতাপিতৃমতীং ত্রিবর্ষাৎ প্রভৃতি ন্যূনবয়সং শ্লাঘ্যাচারে ধনবতি পক্ষবতি কুলে সম্বন্ধিপ্রিয়ে সম্বন্ধিভিরাকুলে প্রসূতাং প্রভূতমাতাপিতৃপক্ষাং রূপশীললক্ষণসম্পন্নামন্যূনাধিকাবিনষ্টদন্তনখকর্ণকেশাক্ষিস্তনীমরোগি প্রকৃতি শরীরাং তথাবিধ এব শ্রুতবান্ শীলয়েৎ ॥ ২ ॥"

কামসূত্রে, ৩য় অধিকরণে, ১ম অধ্যায়ে।

৫। মনুসংহিতা,—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ ৫ ॥

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ ৬ ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠী কুলানি চ ॥ ৭ ॥
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥ ৮ ॥
নর্ক্ষ বৃক্ষ নদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহি প্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ ৯ ॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্য নাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া ॥ ১১ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ে।

গৃহ্যসূত্র আরও কয়েকখানি আছে। কিন্তু আমরা যে সকল বিধি-নিষেধ তুলিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত বিধি নিষেধ আর কোনখানিতে (আমাদের জ্ঞাতসারে) নাই। গৃহ্যসূত্র গুলিতে সূত্রাকারে যাহা আছে, মনুসংহিতাতে তাহাই প্রায় শ্লোকাকারে আছে। আমাদের মনে হয়, কামসূত্রের সংগ্রহকার বাৎস্যায়ন প্রধানতঃ আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র হইতেই নিষেধ-বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রবাক্যগুলির বিস্তৃত অনুবাদে বিশেষ আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ দেখিবেন যে, উদ্ধৃত শাস্ত্র-বাক্যগুলির মধ্যে কোথায়ও রজস্বলা-কন্যাকে বিবাহ করিবার নিষেধ নাই। গোভিলগৃহ্য বলিতেছেন, "'নগ্নিকা' কন্যা শ্রেষ্ঠা"। অর্থাৎ 'নগ্নিকা' কন্যাকেই বিবাহ করা ভাল। অমরকোষ প্রভৃতি অভিধানের মতে "নগ্নিকা" শব্দের অর্থ "অনাগতার্তবা" অর্থাৎ যাহার এখনও রজোদর্শন হয় নাই। গোভিলও রজস্বলা-বালিকাকে বিবাহ করা পাপ অথবা পাতিত্যজনক বলেন নাই।

যজুর্বেদীয় জৈমিনি গৃহ্য "অনগ্নিকা" অর্থাৎ রজস্বলা কন্যাকেই বিবাহ করিবার জন্য স্পষ্টাক্ষরে আদেশ দিয়াছেন। আর যজুর্বেদীয় হিরণ্যকেশী গৃহ্য বলিতেছেন "'নগ্নিকা' অথচ 'ব্রহ্মচারিণী' কন্যাকে বিবাহ করা উচিত।" হিরণ্যকেশী গৃহ্য যে "নগ্নিকা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,

তাহার অর্থ "অরজস্কা" করিবার উপায় নাই ; যেহেতু "অরজস্কা" কন্যামাত্রেই 'ব্রহ্মচারিণী"। সুতরাং "নগ্নিকা" অথচ ব্রহ্মচারিণী 'কন্যাকে বিবাহ করিতে আদেশ দেওয়ায় গৃহ্যকার 'নগ্নিকা' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ বুঝিয়াছেন। সেই বিশেষ অর্থ যে কি, তাহা হিরণ্যকেশী গৃহ্যের টীকাকার মাতৃদত্ত এবং গোপীনাথ দীক্ষিত উভয়েই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মাতৃদত্ত বলিয়াছেন, "তস্মাদ্ বস্ত্রবিক্ষেপণার্হা নগ্নিকা মৈথুনার্হেত্যর্থঃ ব্রহ্মচারিণীম্, অকৃত মৈথুনাম্" আর গোপীনাথ দীক্ষিত বলিতেছেন, "নগ্নিকাম্ মৈথুনার্হাম্। এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জৈমিনি এবং হিরণ্যকেশী উভয় গৃহ্যকারই প্রাপ্ত-বয়স্কা যুবতী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন।

আপস্তম্বগৃহ্য কন্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি নিষেধের আজ্ঞা করিয়াছেন, বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও প্রায় সবগুলি আছে ; তাহাদের মধ্যে রাতা (কামসূত্রের রাকা) টিতেই আমাদের আবশ্যকতা আছে। 'রাতা' বা "রাকা" শব্দের অর্থ লইয়াও বিবাদ আছে। আপস্তম্বের টীকাকার সুদর্শনাচার্য "রাত" শব্দের তিনটি অর্থ করিয়াছেন, যথা :—"রাতা—১) রমণশীলা, কন্দুকাদি ক্রীড়াপ্রিয়েত্যর্থঃ। (২) ঋতুস্নাতা বা (৩) কেচিৎ রতিশীলা, বিষয় ভোগশীলেত্যর্থঃ।" ইহার মধ্যে তৃতীয়টিই গৃহ্যকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা হইলে হিরণ কেশীর 'ব্রহ্মচারিণী"র সহিত একবাক্যতাও হয়। প্রথম অর্থ 'কন্দুকাদি ক্রীড়াশীলা'তে কোন দোষ নাই। দ্বিতীয় অর্থ 'ঋতুস্নাতা" যে হইতে পারে না, তাহা "চতুর্থী কর্ম"—বিচারকালে দেখিতে পাইব। কামসূত্রের টীকাকার জয়মঙ্গল "রাকাং" শব্দের অর্থ "জাতরজসং ক্ষতযোনিত্বাৎ"—লিখিয়াছেন বটে ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি প্রচলিত দেশাচারের দ্বারা চালিত হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখনই দেখিতে পাইব যে কামসূত্রকারের সেরূপ মত নহে। উদ্ধৃত কামসূত্রের বাক্যে "সাংকরিকী" আর একটি কন্যাদোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকার উহার অর্থ 'সাংকরিকীং পুরুষ দূষিতাং, তস্যাং পত্নীযোগো ন ধর্মঃ" করিয়াছেন। রজোদর্শন করিবার পর অনূঢ়াবস্থায় না থাকিলে, কোন কন্যা তো কন্যাবস্থায় (কুন্তীর মত) পুরুষদূষিতা হইতে পারে না। ঋগ্ এবং যজুর্বেদীয় সমস্ত গৃহ্যসূত্রের মতেই "চতুর্থী কর্ম" বিবাহের অতি আবশ্যক অঙ্গ। রজোবতী হওয়ার পর যুবতী কন্যাদের বিবাহ

সেকালে হইত বলিয়াই, ঋষিরা বিবাহের পর চতুর্থ রজনীতে' চতুর্থীকর্ম বা উপ-সংবেশন" অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর সহযোগই (consummation of marriage) 'চতুর্থী কর্মের" উদ্দেশ্য। একমাত্র গোভিল "নগ্নিকা' কন্যাকে বিবাহ করা শ্রেষ্ঠ কল্প" বলিয়া উপদেশ দেওয়ায় "চতুর্থী কর্মের" ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সকলেই জানেন যে, নগ্নিকা অথবা অজাতরজস্কা পত্নীর সহিত সমাগম অথবা সহযোগ একান্ত অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহা হউক গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতার মধ্যে কোন স্থানেই ঋতুমতী কন্যা বিবাহের প্রতিষেধ নাই, তাহা আমরা দেখিলাম।

রজস্বলা কন্যার বিবাহ শুধু যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই,—তাহা নহে। আমরা এই বার দেখিব যে বেদ এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্রগুলি কন্যার যৌবন বিবাহকে (অর্থাৎ কন্যা রজোদর্শন করার পর সম্পূর্ণভাবে যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিবাহ করাকে) শ্রেষ্ঠ কল্প বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,

"দেবদত্তাং পতির্ভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরণ্ ॥ ৯৫ ॥"

নবম অধ্যায়।

অর্থাৎ "স্বামী দেবদত্তা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—নিজের ইচ্ছানুসারে নহে; তিনি তাই দেবতার প্রিয় আচরণ করিয়া সেই সাধ্বীকে নিত্য পালন করিবেন।" এই শ্লোকের মর্মার্থ কি? যে দেবতারা ভার্য্যাকে পতির নিকট দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা কে? মনুর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণ্য ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন, 'সোমোদদদিতি মন্ত্রার্থবাদেভ্যো দেবতানাং দাতৃত্বং প্রতীয়তে"—অর্থাৎ বেদে "সোমোদদং' ইত্যাদি যে মন্ত্র আছে, তাহা হইতেই সোম প্রভৃতি দেবতা কর্তৃক ভার্য্যা পতিকে প্রদত্ত হইবার—অর্থাৎ উক্ত দেবতাদের দাতৃত্বের প্রমাণ হইতেছে। বিবাহে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বরকে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার মধ্যে আছে:—

"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়োহগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥

সোমো দদদ্গন্ধর্বায় গন্ধর্বোদদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪১ ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ তম সূক্ত।

বিখ্যাত সায়ণাচার্য এই ঋক্ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন:—'তথাচাখ্যায়তে অনুপজাতপুরুষসম্ভোগেচ্ছাবস্থাং স্ত্রিয়ং সোমো লেভে। স চ সোম ঈষদুপজাতভোগেচ্ছাবস্থাং তাং বিশ্বাবসবে গন্ধর্বায় প্রাদাৎ। স চ গন্ধর্বো বিবাহ সময়েঽগ্নয়ে প্রদদৌ। অগ্নিশ্চ মনুজায় ভর্ত্রে ধনপুত্রৈঃ সহিতামিমাং প্রায়চ্ছৎ।"

বেদমন্ত্রের বঙ্গানুবাদ।—স্বামী সদ্যোবিবাহিত পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"সোম তোমাকে প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছেন, পরে গন্ধর্ব তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অগ্নি তোমার তৃতীয় স্বামী হইয়াছেন, এবং আমি মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ ভর্ত্তা। সোম তোমাকে গন্ধর্বকে দান করিয়াছেন, গন্ধর্ব তোমাকে অগ্নিকে দান করিয়াছেন এবং অগ্নি তোমাকে ধনপুত্রাদির সহিত আমাকে দান করিয়াছেন।" সায়নভাষ্যের মর্ম।—"কন্যার অনুপজাত সম্ভোগেচ্ছাবস্থার সময় তাহাকে সোম লাভ করেন, এবং সেই সোম কন্যার ঈষদুপজাত সম্ভোগেচ্ছাবস্থার সময় বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্বকে দান করেন। সেই গন্ধর্ব বিবাহ সময়ে কন্যাকে অগ্নিকে দান করেন এবং অগ্নি মনুষ্যস্বামীকে ধনপুত্র সহিত সেই কন্যাকে প্রদান করেন।" সায়ণাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দশশতাব্দের (দক্ষিণাপথের) একজন প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ। আমরা সায়ণভাষ্য হইতে তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারি যে, তাঁহার মতে সম্ভোগেচ্ছা উপজাত হইবার পরই কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রকৃত সময়; আর ইহাও সহজেই বুঝা যায় যে, নারীর স্ত্রীধর্ম রীতিমত প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যৌবনের প্রভাবে সম্পূর্ণ উপচিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মনে সম্ভোগেচ্ছা উদ্গত হয় না।

এই যে বেদে নারীর সোম, গন্ধর্ব এবং অগ্নি তিনজন দেবপতির কথা পাওয়া যায়, তাহার প্রতিধ্বনি স্মৃতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। অত্রি এবং বশিষ্ঠ স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজোহ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥
পূর্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ।
গচ্ছন্তি মানুষান্ পশ্চান্নৈতা দুষ্যন্তি ধর্ম্মতঃ।"

অর্থাৎ "নারীগণ অতুলনীয় পবিত্র, তাঁহারা কখনই দূষিত হন না ; মাসে মাসে স্ত্রীধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। নারীগণ পূর্বে সোম, গন্ধর্ব এবং অগ্নি এই তিন দেবের দ্বারা উপভুক্তা হইবার পর মানুষের অধিগত হন, তাঁহারা কখনও ধর্মতঃ দূষিত হইতে পারেন না।"

যাহা হউক, দেবগণ প্রথমতঃ নারীকে উপভোগ করেন, ইহার প্রকৃত অর্থ কি ? এই অর্থও স্মৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সম্বর্ত স্মৃতি বলিয়াছেন,—

"রোমদর্শন সম্প্রাপ্তে সোমো ভুংক্তেহথকন্যকাম্।
রজোদৃষ্টা তু গন্ধর্বঃ কুচৌ দৃষ্টা তু পাবকঃ ॥ ৬৪ ॥"

অত্রি বলিয়াছেন,

"ব্যঞ্জনেষু চ জাতেষু সোমো ভুংক্তে চ কন্যকাম্।
পয়োধরেষু গন্ধর্ব্বো রজস্যগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৯ ॥

লঘু অত্রি, ৫ম, অধ্যায়।

গোভিলপুত্র বলিয়াছেন,

"ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পায়োধরৈস্তু গন্ধর্বো রজসাহগ্নিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৯ ॥

গৃহ্যসংগ্রহ, ৩য় অধ্যায়।

এই সকল স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নারীগণের দেবগণের দ্বারা ভোগকাল আর কিছুই নহে, উহা তাঁহাদের কৈশোরান্তে ক্রমে ক্রমে নব যৌবনোদ্গমের বিকাশ লক্ষণসমূহের সূচনা মাত্র। নব যৌবনোদ্গমের লক্ষণ স্বরূপে, নারীর দেহের স্থান-বিশেষে রোম উদ্গত হয়, কুচযুগল মুকুলিত হয় এবং মাসিক ধর্ম ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রকারগণ আলঙ্কারিক হিসাবে, পরিভাষা বিশেষের সাহায্যে, নারীর যৌবন-বিকাশের ঐ লক্ষণ সূচক অবস্থাগুলির পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা ঐরূপ সঙ্কেত দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যে সময়ে নারীদেহে নবীন রোমোদ্গম হয়, সেই সময়ে বুঝিতে হইবে যে, সোমদেব তাহাকে ভোগ করিতেছেন, যে সময়ে তাহার কুচযুগল মুকুলিত হয়, সে সময়ে সে গন্ধর্বদেবের ভোগাধীন থাকে এবং তাহার রজোধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিদেব তাহাকে ভোগ করিতেছেন। লঘু অত্রি স্মৃতিতে কুচযুগল মুকুলিত হওয়ার এবং রজোধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে পৌর্বাপর্যের ভেদ আছে বটে, কিন্তু উহা

পাঠবৈকল্য প্রযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। এই শাস্ত্রবাক্য সমূহের মর্মার্থ আলোচনা করিলেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, নারীর যৌবন পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার পরই তাহার বিবাহের উপযুক্ত কাল বলিয়া ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন।

ঋগ্বেদের আরও একটি মন্ত্র এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার যোগ্য, যথা :—

"তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরিযন্ত্যাপঃ।
স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্নিগপ্সু ॥ ৪ ॥"

দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৫শতম সূক্ত।

অন্বয়। মর্মৃজ্যমানাঃ যুবতয়ঃ আপঃ অস্মেরাঃ তম্ যুবানম্ পরিযন্তি। সঃ শুক্রেভিঃ শিক্বভিঃ অস্মে রেবৎ দীদায় অপ্সু ঘৃতনির্ণক্ অনিধ্মঃ।

ভাবার্থ। নদী যেমন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রূপগুণসম্পন্না এবং পরিপূর্ণ যৌবনবতী নারীগণ নিজ নিজ অভীপ্সিত যুবাপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর অন্তরীক্ষে অথবা সমুদ্রে জলের যেরূপ শুদ্ধকারিণীবিদ্যুৎ বর্তমান থাকে, তদ্রূপ বিদ্যাব্রহ্মচর্যাদিযুক্ত যুবা শুদ্ধগুণ এবং বীর্যাদিযুক্ত হইয়া নিজ নিজ অভীপ্সিত ও সদৃশী গুণবতী ও যৌবনবতী ভার্যা লাভ করিয়া থাকেন।

অথর্ববেদের সুপ্রসিদ্ধ বাক্য "ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।" ও নারীর যৌবন-বিবাহের সমর্থন করিয়া থাকে। বেদে এরূপ সমর্থন আরও অনেক আছে। (৩)

আজকাল আমাদের দেশে বিবাহের পর তৃতীয় রাত্রিতে "ফুলশয্যা" অথবা 'শুভরাত্রি" উৎসব হইয়া থাকে, এবং ঐ রাত্রিতে সদ্যোবিবাহিত বরকন্যা প্রথম এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। অষ্টবর্ষা গৌরী, নববর্ষা রোহিণী অথবা দশবর্ষা কন্যার বিবাহের পর এই 'ফুলশয্যা' অথবা "শুভরাত্রির" উৎসব কেবল উৎসব মাত্র হইত, এখন দেশে আবার যুবতী কন্যার বিবাহ প্রচলিত হওয়ায়, ঐ রাত্রিতেই "সংযোগ" 'সংভব" অথবা consummation হইয়া থাকে। এই প্রকার সংযোগ অশাস্ত্রীয় বটে। গৃহ্যসূত্রকারেরা বিবাহের-পর তিন রাত্রি পর্যন্ত বধূবরকে অধঃশয্যায়(মাটিতে বিছানা পাতিয়া) শুইতে, অক্ষার লবণ

(৩) সূর্যের কন্যা সূর্যার সহিত সোমের বিবাহ হইয়াছিল। সেই কন্যাকে "পত্যে শংসন্তী" বলা হইয়াছে। সায়নাচার্য ঐ বাক্যের অর্থ "পতিং কাময়মানা, প্রাপ্তযৌবনা" করিয়াছেন।

ভোজন করিতে এবং ব্রহ্মচর্য পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তৃতীয় রাত্রির পর চতুর্থ দিবসে "চতুর্থীহোম" করিয়া ঐ রাত্রিতে "উপসংবেশন" অথবা "সংযোগের" উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশ হইতে শাস্ত্রীয় এই "চতুর্থীকর্ম" একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত শিশুবালিকার বিবাহ প্রচলন হওয়াই "চতুর্থীকর্ম" লোপের একমাত্র বা প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

আশ্বলায়ন গৃহ্যের টীকাকার গার্গ্য নারায়ণ উক্ত গৃহ্যের প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ কণ্ডিকা, ২য় সূত্রের টীকামুখে দেশাচার বিশেষের নিন্দা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বৈদেহেষু সদ্য এব ব্যবায়ো দৃষ্টঃ। গৃহ্যেতু ব্রহ্মচারিণৌ ত্রিরাত্রমিতি ব্রহ্মচর্যং বিহিতম্। তত্র গৃহ্যোক্তমেব কুর্যান্নদেশধর্মমিতি সিদ্ধম্"।—অর্থাৎ "বিদেহ অথবা মিথিলাদেশে (বর্ত্তমান ত্রিহুত বিভাগ, দরভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চম্পারণ জিলা) বিবাহের পরই সদ্যঃ সদ্যঃ সংযোগ হইয়া থাকে, গৃহ্যে কিন্তু ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য করিবার বিধি রহিয়াছে, সুতরাং গৃহ্য লিখিত উপদেশই মানিতে হইবে, অশাস্ত্রীয় দেশাচার মানিবে না।" এই দেশাচার, "সদ্যোব্যবায়"—অর্থাৎ "বিবাহের রাত্রিতেই সংযোগ," যে কালে মিথিলা দেশে প্রচলিত ছিল, সে কালে যে কেবল যুবতী কন্যারই বিবাহ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ণযুবতী কন্যার সহিত পূর্ণযুবক বরের বিবাহ হওয়ার নিয়ম ছিল বলিয়াই, গৃহ্যসূত্রের ঋষিরা বিবাহিত বধূবরের সংযম-শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই অন্ততঃ "ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য" পালনের নিয়ম করিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্রহ্মচর্যশীল বধূবরের জন্য তাঁহারা তিন রাত্রির অধিক কাল অস্খলিত ব্রহ্মচর্য পালনের নিয়ম করিয়াছিলেন। বধূ এবং বর রীতিমত বেশভূষা পরিধান করিয়া এক শয্যায় শয়ন করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে বিশ্বাবসু গন্ধর্বের প্রতীক স্বরূপ লাল কাপড় জড়ান চন্দন মাখান, সূতায় বাঁধা যজ্ঞ ডুমুরের কাঠের একটা লাঠী রাখা হইত; এবং যে কয়দিন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করার নিয়ম প্রতিপালন করার কথা, সে কয়দিন বরকন্যা রীতিমত নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতেন। সাধারণতঃ ত্রিরাত্রই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা হইত, এবং চতুর্থ রাত্রিতে বর দুইটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উভয়ের মধ্যস্থ সেই ডুমুরের লাঠীটি (বিশ্বাবসু গন্ধর্ব) ফেলিয়া দিতেন এবং তাহার পর "সংযোগ" বা "সংভব" হইত।

বাৎস্যায়ন এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"সংগতয়োস্ত্রিরাত্রমধঃশয্যা ব্রহ্মচর্যং ক্ষারলবণবর্জমাহারস্তথা সপ্তাহং সতূর্যমঙ্গলস্নানং প্রসাধনং সংভোজনং চ প্রেক্ষা সংবন্ধনাং চ পূজনমিতি সার্ববর্ণিকম্॥ ১॥

'তস্মিন্নেতাং নিশি বিজনে মৃদুভিরুপচারৈরুপক্রমেত॥ ৩॥

"ত্রিরাত্রমবচনং হি স্তম্ভমিব নায়কং পশ্যন্তী কন্যা নির্বিদেত পরিভবেচ্চ তৃতীয়ামিব প্রকৃতিমিতি বাভ্রবীয়াঃ॥ ৪॥

"উপক্রমেত বিশ্রম্ভয়েচ্চ, ন তু ব্রহ্মচর্যমতিবর্ত্তেতেতি বাৎস্যায়নঃ॥ ৫॥"

কামসূত্রে, তৃতীয় অধিকরণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

মর্মার্থ। "বিবাহের পর বধূবর তিনরাত্রি মাটিতে বিছানা করিয়া শুইবেন, সমুদ্রের লবণযুক্ত আহার দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন না, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবেন; এক সপ্তাহ কাল প্রত্যহ বাজনা বাজাইয়া হুলুধ্বনির সহিত স্নান করিবেন, বেশ ভূষা চন্দন মাল্যাদি পরিবেন, এক সঙ্গে ভোজন করিবেন; আত্মীয়েরা উভয়ের মুখ দেখিবেন, বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা আশীর্বাদাদি করিবেন। ইহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমান প্রয়োজ্য জানিবে॥ ১॥

"বর রাত্রিতে নির্জনে নানা প্রকার আদর ও ভাল মিষ্টি কথাবার্ত্তা দ্বারা কন্যার লজ্জা ভয় দূর করিবার চেষ্টা করিবে॥ ৩॥

"কন্যা যদি দেখে যে তিনরাত্রি বর কাঠের খুঁটির মত অচল অনড় এবং নির্বাক্ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা হইলে সে মনে করিতে পারে যে বর বুঝি নপুংসক অথবা একটা অসভ্য বোবা হাবা সুতরাং তাহার মনে বরের প্রতি ঘৃণা এবং আপনার অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার আসিতে পারে।'—বাভ্রব মুনির শিষ্যেরা এইরূপ বলেন॥ ৪॥"

'গ্রন্থকার বাৎস্যায়ন এই সন্দেহের নিরসন করিতেছেন, 'যাহাতে কন্যার ভয় এবং লজ্জা দূর হয় এবং সে বরকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে, এই উদ্দেশ্যে বর মৃদুভাবে আলাপ এবং আদর করিবে, (তাহা হইলেই কন্যার মনে ঘৃণা অথবা দুঃখ হইবার কারণ থাকিবে না) কিন্তু সাবধান, কখনও তিনরাত্রির ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিবে না'॥ ৫॥"

বাৎস্যায়নের এই "কন্যা-বিশ্রম্ভনের" উপদেশ দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি যুবতী কন্যার বিবাহই সমর্থন করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার মতে রজস্বলা কন্যা কখনই বিবাহের অযোগ্যা হইতেই পারে না। তাই,

আমরা পূর্ব্বে, কামসূত্রের তৃতীয় অধিকরণের, (প্রথম অধ্যায়ের) ১২শ সূত্রের "রাকা" শব্দের টীকাকারের অর্থ "রজস্বলা" গ্রহণ করিতে পারি নাই।

বাৎস্যায়ন "কামসূত্রের" ঋষি বলিয়া, তাঁহার কথা অগ্রাহ্য নহে। ধর্ম্ম শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্র একই বৃহত্তর প্রজাপতিকথিত শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন অধ্যায় বা অংশমাত্র। হিন্দুদিগের যাবতীয় শাস্ত্রই 'বিদ্যা" অথবা "বেদের" অন্তর্গত; সুতরাং কোন শাস্ত্রই অন্যতর শাস্ত্রের বিরোধী নহে। যাহা হউক, এইবার এ সম্বন্ধে আমরা গৃহ্যসূত্রগুলিরই মত উদ্ধৃত করিতেছি।

১। আশ্বলায়ন (ঋগ্বেদীয়), -

"অক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণাবলঙ্কুর্ব্বাণাবধঃ শায়িনৌ স্যাতাম্ ॥১।৮।১০।

"অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রম্ ॥ ১।৮।১১ ॥

'সংবৎসরং বৈক ঋষিজায়ত ইতি ॥ ১।৮।১২ ॥"

২। জৈমিনি (যজুর্ব্বেদীয়),

"ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ অধঃসংবেশনৌ অসংবর্ত্তমানৌ সহশয্যাতাম্ ॥ ২০.৬ ॥

"ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সংভবঃ ॥ ২০।৭।"

৩। বৌধায়ন,—

"ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নঃ প্রাগুপনয়নাৎ 'জাত' ইত্যভিধীয়তে। উপনীতমাত্রো ব্রতানুচারী বেদানাং কিঞ্চিদধীত্য 'ব্রাহ্মণঃ'। একাং শাখামধীত্য 'শ্রোত্রিয়ঃ'। অঙ্গাধ্যায্যনূচানঃ।' কল্পাধ্যায়ী 'ঋষিকল্পঃ'। সূত্রপ্রবচনাধ্যায়ী 'ভ্রূণঃ'। চতুর্ব্বেদা 'ঋষিঃ'। অতঊর্দ্ধং 'দেবঃ'।

"অথ যদি কাময়েত 'শ্রোত্রিয়ং' জনয়েয়মিতি, অরুন্ধত্যুপস্থানাৎকৃত্বা ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনাবধঃশায়িনৌ ব্রহ্মচারিণাবাসাতে। × × ×

"অথ যদি কাময়েতা নূচানং' জনয়েয়মিতি দ্বাদশরাত্রমেতদ্ব্রতং চরেৎ। × × ×

"অথ যদি কাময়েত 'ঋষিকল্পং' জনয়েয়মিতি মাসমেতদ্ব্রতং চরেৎ। × × ×

'অথ যদি কাময়েত 'ভ্রূণং' জনয়েয়মিতি চতুর্মাসমেতদ্ ব্রতং চরেৎ। × × ×

"অথ যদি কাময়েত 'ঋষিং' জনয়েয়মিতি ষণ্মাসমেতদ্ ব্রতং চরেৎ। × × ×

"অথ যদি কাময়েত 'দেবং' জনয়েয়মিতি সংবৎসরমেতদ্ ব্রতং চরেৎ। × × ×

॥ ১ ৭ ১১।"

৪। আপস্তম্ব, —

"ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃশয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জনং চ। ৩।৮।৮॥"

৫। হিরণ্যকেশী,—

"ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ অধঃশায়িনৌ অলঙ্কুর্ব্বাণৌ ব্রহ্মচারিণৌ বসতঃ ॥ ১।৭।১০ ॥"

৬। কাত্যায়ন,—

"অক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতামধঃশয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন মিথুনমুপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রং ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং বা ॥"

৭। পারস্কর,—

"ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতামধঃশয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন মিথুনমুপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রং ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং বা ॥ ১।৮।২১ ॥"

৮। গোভিল (সামবেদীয়),—

"তাবুভৌ তৎপ্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহশয়াতাম্ ॥২।৩।১৫॥

"ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সংভব ইত্যেকে ॥ ২।৫।৭ ॥"

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা দেখিবেন যে,—গৃহ্যকারগণের বাক্যই কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন ঋষি নিজ শাস্ত্রে যথাবৎ গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত গৃহ্যকারদিগের বচন হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ নববিবাহিত দম্পতীকে একবৎসর, ছয়মাস, চারিমাস, দ্বাদশরাত্রি, ছয়রাত্রি, অন্ততঃপক্ষে তিনরাত্রি ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবার জন্য "মাথার দিব্য" দিয়াছেন; এবং এই দুষ্কর অসিধারা ব্রত পালনরূপ দুর্জ্জেয় প্রলোভন জয় করার জন্য প্রবৃত্তিদান স্বরূপ প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। বৌধায়ন ঋষি বলিতেছেন, যে, "সংবৎসরকাল প্রলোভনজয়ী দম্পতীর পুত্র 'দেব'; ছয়মাস ব্রতধারীর পুত্র 'ঋষি'; চারিমাস ব্রতরক্ষাকারীর পুত্র 'ভ্রূণ'; একমাস ব্রতপালন করিলে পুত্র 'ঋষিকল্প'; দ্বাদশ রাত্রি ব্রত রাখিলে পুত্র 'অনূচান'; এবং তিনরাত্রি ব্রতপালন করিলে পুত্র 'শ্রোত্রিয়' হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মিলে উপনয়নের পূর্ব্ব পর্যন্ত বালককে 'জাত' বলে। উপনয়নের পর ব্রতপালন করত বেদের কিঞ্চিৎ মাত্র অধ্যয়নকারীকে 'ব্রাহ্মণ'; বেদের একটি মাত্র শাখার অধ্যয়নকারীকে 'শ্রোত্রিয়'; বেদের অঙ্গশাস্ত্রগুলির (শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের) অধ্যয়নকর্ত্তাকে 'অনূচান'; কল্পসূত্রগুলির অধ্যয়নকারীকে 'ঋষি-

কল্প'; স্ত্রপ্রবচনাধ্যায়ীকে 'ভ্রূণ'; চতুর্বেদবিৎকে 'ঋষি'; এবং তদপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্‌কে "দেব" বলে। দুর্বার প্রলোভন জয় করিতে পারিলে, তবে, 'দেব' পুত্রের পিতামাতা হইতে পারা যায়। প্রলোভনও যত দুর্জ্জেয়, পুরস্কারও তত উচ্চ। যদি সেকালে সত্য সত্যই অষ্টবর্ষা নববর্ষা শিশুবালিকার বিবাহ হইবার প্রথা থাকিত, তাহা হইলে ঋষিরা সদ্যোবিবাহিত বরকন্যাকে অন্ততঃ পক্ষে তিন রাত্রিও ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবার জন্য এত অনুরোধ উপরোধ এবং মাথার দিব্য দিতেন না। কে না জানেন, যে, অষ্টবর্ষা বালিকাকে বিবাহ করিবার পর অন্ততঃ পক্ষে চারি পাঁচ বৎসর, নয়বৎসরবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবার পর তিন চারি বৎসর এবং দশ বৎসর বয়:সর কন্যাকে বিবাহ করিলে দুই তিন বৎসর, বরকে বাধ্য হইয়াই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে হয়?

গৃহ্যকারগণের মধ্যে একমাত্র গোভিল বলিতেছেন, "তিনরাত্রি ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবার পর (চতুর্থরাত্রিতে) বরবধুর "সংভব" অথবা "সংযোগ" সম্বন্ধে কোন কোন ঋষি (একে) মত দিয়াছেন," অর্থাৎ চতুর্থরাত্রিতে বরবধূর সমাগম তাঁহার নিজের অভিপ্রেত নহে। যিনি "নগ্নিকা" অথবা অরজস্কা কন্যাকে বিবাহ করাই "শ্রেষ্ঠ কল্প" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, তিনি কখনই বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে বরবধূর সমাগমের পরামর্শ দিতে পারেন না। গোভিল ভিন্ন আর সকল ঋষিই "চতুর্থীকর্ম" অথবা চতুর্থরাত্রিতে সমাগমের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আগামীবারে আমরা সেই "চতুর্থীকর্ম" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিল চন্দ্র ভারতীভূষণ।

'কায়স্থজাতি-তত্ত্ব' প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরের উত্তর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কাব্যতীর্থ মহাশয়গণই এ যাবৎ যতগুলি প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন সে সকলগুলিরই প্রকরণ, প্রয়োজন, পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ও শব্দার্থের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া বিরাট আড়ম্বর সহকারে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে ঐ সকল

প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বিশুদ্ধ কায়স্থজাতিকে সূত, মাগধাদি জাতির ন্যায় বর্ণবাহ্যজাতি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং ব্রহ্মার মানসপ্রজা সৃষ্টিতে "কায়স্থের" উৎপত্তি দেখাইবার জন্য পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩—১৬৪ শ্লোকের প্রকরণ, প্রয়োজন, পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম ও শব্দার্থের ব্যতিক্রম তাঁহারা নিজেই ঘটাইয়া বিশুদ্ধ কায়স্থোৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল বলপূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন প্রমাণাভাবে কৌমার সর্গে মানব কায়স্থকরণ জাতির উৎপত্তি হওয়ার এক অদ্ভুত এবং হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; যেহেতু ঐ বচনে কোন জাতির নাম গন্ধও নাই। ইহা আমার কৃত পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে বিশদভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

কোথায় ব্রহ্মার শরীর হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তির সহিত তাঁহার সর্ব্বগাত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের আবির্ভাব, আর কোথায় বা কায়স্থকরণ জাতির উৎপত্তি? কোথায় ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ দেহী, আর কোথায় বা ঐ শব্দের ব্যাখ্যা "সেই সকল (কায়স্থকরণ) মানব জীব!"

কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয় বিশুদ্ধ কায়স্থজাতির উৎপত্তির একটীও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এযাবৎ দিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূত, মাগধ, নিষাদ ও কিরাত জাতির উৎপত্তির উদাহরণ "কায়স্থ জাতিতত্ত্বের" ২১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়া বিশুদ্ধ কায়স্থ-জাতির উৎপত্তির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথা;—

"অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে জাতি ও বর্ণ এক পদার্থ নহে এবং যখন বর্ণ ও বর্ণ-সঙ্কর ভিন্ন জাতিসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন আদি কায়স্থগণকে মানবচতুর্ব্বর্ণাতীত বর্ণসঙ্করব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবেসমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানবজাতি বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা যাইবে না?" (কায়স্থজাতিতত্ত্ব ২১—২২ পৃষ্ঠা), এতদুত্তরে গীষ্পতি বাবুকে আমি নিবেদন করি এই যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে কোন মূলজাতির অস্তিত্ব কুর্ম্মরোমের ন্যায় যে নাই ইহার ভূরি ভূরি অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞানময় ভগবান্ মনু ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের অখণ্ডনীয় বচনগুলি অগ্রাহ্য করিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার জন্য স্বকপোলকল্পিত যুক্তি দ্বারা "আদি কায়স্থগণকে মানব-চতুর্ব্বর্ণাতীত বর্ণসঙ্করব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবেসমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানবজাতি বলিয়া" যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহারা কায়স্থজাতির

বর্ণবাহ্যতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই জাতির "বর্ণসঙ্করব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবে" সমুৎপত্তির কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণই তাঁহারা খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে কায়স্থজাতিকে সূত, মাগধাদি জাতির ন্যায় একপ্রকার জাতি বলিয়া স্থির করিয়া কায়স্থজাতির জাতীয় গৌরব ও মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ণবাহ্য হওয়া অপেক্ষা ব্রাত্য হওয়া ভাল, কারণ শাস্ত্রে ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু বর্ণবাহ্যতার প্রায়শ্চিত্তই নাই। বর্ণবাহ্যজাতি মনু ১অ, ২শ্লোকের ও ১০অ, ৪শ্লোকের কুল্লূকভট্ট কৃত টীকাতে অশ্বতরের ন্যায় মাতা পিতার জাতি হইতে পৃথক্ জাতি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু কোন দেশেরই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির, যে ঐরূপ ক্রিয়ালোপ দোষে সাঙ্কর্য্য ঘটে নাই তাহা গীষ্পতি বাবুর উদ্ধৃত মনু ১০অ, ৪৪ শ্লোকের (শিরোমণি ও ন্যায়পঞ্চানন কৃত) বঙ্গানুবাদের শেষাংশে সুব্যক্ত আছে, যথা—"ইহাতে এমত বোধ হইল যে অন্যদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়াদির যদি ক্রিয়ালোপ দোষ ঘটে উহারাও শূদ্র হয়"।

এতৎ সত্ত্বেও গীষ্পতিবাবু দুর্নীতি অবলম্বনে বিরাট আড়ম্বর সহকারে আলোচিত মনু ১০অ, ৪৫ শ্লোকের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কায়স্থচক্ষুতে ধূলিক্ষেপ করিবার চেষ্টায় পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩—৪৪ শ্লোকদ্বয়, কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে [বর্ণাতিরিক্ত জাতি "বর্ণবাহ্য" নহে, কিন্তু ব্রাত্যই "বর্ণবাহ্য"]। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তাঁহারই উপন্যস্ত প্রমাণ দ্বারা অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ আগাগোড়া অসত্যের উপর অসত্য, স্তরে স্তরে সাজাইয়া তিনি ভূরিভূরি অপ্রাসঙ্গিক শাস্ত্রীয় বচনগুলি উপন্যাস করিয়া শব্দার্থের ব্যতিক্রম ও ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় ঘটাইয়াও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলিকে খণ্ডন করিতে না পারিয়া কায়স্থচক্ষুতে ধূলি দিবার চেষ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যবলে ব্রহ্মার সৃষ্টির বহির্ভাগে সূত, মাগধ, নিষাদ ও কিরাত এই চারিটি তথাকথিত মূলজাতি তিনি সৃষ্টি করিয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেও কায়স্থোৎপত্তির প্রমাণ খুঁজিয়া না পাইয়া কায়স্থকে সূত ও মাগধ জাতির ন্যায় এক উৎকৃষ্ট মূলজাতি স্থির করিয়া অবশেষে মনু স্মৃতি শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা কি স্মৃতি শাস্ত্রালোচনা, কিম্বা ঐ শাস্ত্ররচনা? ভগবান্ মনু, সূত ও মাগধ জাতিকে নরাধম চণ্ডাল জাতির অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহাদের পিতৃকার্য্যে কোন অধিকারই নাই। মনুস্মৃতিতে চতুর্ব্বর্ণবাহ্য জাতিমাত্রেই সঙ্কর ও দস্যু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞানময় ভগবান্ মনু, সূত, মাগধাদি জাতি সকলকে নরাধম চণ্ডাল জাতির শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন যথা,—

সঙ্কীর্ণ যোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

মনু ১০অ, ২৫।

যে সঙ্কীর্ণ যোনয়ঃ প্রতিলোমৈরনুলোমৈশ্চ পরস্পর সম্বন্ধাৎ জায়ন্তে তান্ বিশেষেণ বক্ষ্যামি। কুল্লূক। অর্থাৎ অন্যোন্যব্যাসক্তি বশতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে পরস্পর সম্বন্ধ হেতু যে সমস্ত সঙ্কর জাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমগ্রভাবে বলিতেছি।

যথা—

সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ॥

মনু ১০অ, ২৬।

অর্থাৎ সূত, বৈদেহক, নরাধম চণ্ডাল, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টী জাতি প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ।

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥

অর্থাৎ এই ছয়টী সঙ্করবর্ণ স্বজাতীয়া মাতৃজাতীয়া এবং শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবর্ণ তনয় উৎপাদন করিয়া থাকে।

অতএব এই সকল শ্লোক দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে দুর্যোনিত্ব বা বর্ণসকলের ব্যভিচার হেতুই বর্ণবাহ্য জাতিসকলের জন্ম হয়, ক্রিয়ালোপ হেতু নহে এবং গীষ্পতি বাবুর সিদ্ধান্তিত কায়স্থজাতির সমতুল্য সূত ও মাগধ জাতি নরাধম চণ্ডাল জাতির শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও সূত, মাগধাদি জাতি বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে পুরাণবক্তা সূত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ ১৮ অধ্যায়ে, মুক্তকণ্ঠে যে স্বীয় বর্ণসাঙ্কর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও আমি দর্শাইয়াছি।

তথাপি গীষ্পতিবাবু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধে বিশেষতঃ স্মৃতির বিরুদ্ধে, সূত ও মাগধ জাতিকে উৎকৃষ্ট মূলজাতি স্থির করিয়া এবং কায়স্থজাতিকে ঐ সূত ও মাগধ জাতির ন্যায়, উৎকৃষ্ট মূলজাতি সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন যথা,—

"তবে কোন কোন মূলজাতি উৎকৃষ্ট ও কোন কোন মূলজাতি অপকৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ সূত, মাগধ, কায়স্থাদি মূলজাতি উৎকৃষ্ট ও নিষাদ, কিরাতাদি মূলজাতি অপকৃষ্ট জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে সন্দেহ নাই"।

"কায়স্থ" ২য় বর্ষ, ১০৬ পৃষ্ঠা।

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে কায়স্থকুলধুরন্ধর শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের কৃত উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি চিরাদৃত ও চিরগৌরবান্বিত কায়স্থজাতিকে বা আপনাদেরই স্বজাতিকে চতুর্ব্বর্ণবাহ্য ও সূত মাগধাদি জাতির ন্যায় একটী মূল জাতি বলিয়া ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তাঁহারই এতাদৃশ মতবাদ ও সিদ্ধান্ত-প্রচার দ্বারা আপন আপন পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণকে পর্য্যন্ত অনার্য্য, বর্ণবাহ্য, শূদ্রাপেক্ষা নীচ এবং দস্যুজাতি মধ্যে পরিগণিত করিয়া তুলিতেছেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া স্বকপোলকল্পিত যুক্তি দ্বারা যে বর্ণবাহ্য মূলজাতির অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কোন শাস্ত্রের মতেই যে সমর্থিত হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে দর্শাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকায় তিনি অবশেষে স্বকপোলকল্পিত যুক্তি দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে মনু স্মৃতির আলোচনা করিয়া আসিতেছেন তাহাতে কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং বর্ণ-সঙ্কর জাতি সকলের উৎপত্তি, বৃত্তি ও ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে বা অন্য কোন শাস্ত্রে তাঁহাদের কথিত বর্ণবাহ্য কোন মূলজাতির অস্তিত্বই নাই। সুতরাং গীষ্পতি বাবুর পক্ষে শাস্ত্রালোচনা বিশেষতঃ মনুসংহিতার আলোচনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ করিয়া গীষ্পতি বাবুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তিগুলি কোন্ কায়স্থ সন্তান লইবেন? যে কায়স্থ জাতিকে গীষ্পতি বাবু সূত ও মাগধ জাতির সমতুল্য মৌলিকজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, ঐ দুই জাতিকে মনু চণ্ডাল জাতির শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহোদয়দ্বয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" সম্বন্ধে এবং কায়স্থের ক্রিয়া কলাপ, আচার, সংস্কারাদি সম্বন্ধে তাঁহারা এযাবৎ যতগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকলগুলিই আগাগোড়া শ্রুতি স্মৃতির বিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

যে সূত ও মাগধ জাতির উৎপত্তির উদাহরণ দ্বারা গীষ্পতি বাবু বর্ণবাহ্য কায়স্থ জাতির মৌলিকতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সূত ও মাগধ

জাতির পিতৃকার্য্যে কোন অধিকার না থাকার প্রমান এই ;—

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ ॥

মনু ১০অ, ১৬।

অর্থাৎ শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই, এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া গণ্য।

আবার

বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ ॥

মনু ১০অ, ১৭।

অর্থাৎ বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোমক্রমে সঞ্জাত সূত এই তিন জাতিরও পূর্ব্ববৎ ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই।

এতৎ সত্ত্বেও গীষ্পতি বাবু মনু স্মৃতির সমালোচনা দ্বারা, তাঁহাদের কথিত চতুর্ব্বর্ণবাহ্য কায়স্থজাতিকে সূত, মাগধাদি জাতির ন্যায় একটি মূলজাতি সিদ্ধান্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তটি সমর্থন করিবার আশা করিতেছেন; অথচ মনু সংহিতার উক্ত প্রমানসকল দ্বারাই তাঁহাদের কৃত ঐ সিদ্ধান্তটি হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

আবার গীষ্পতি বাবুর উক্তি যথা :—

"সে যাহা হউক উপরি উদ্ধৃত মনুসংহিতার মূল শ্লোক এবং তাহার টীকা ও বঙ্গানুবাদ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতি সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ প্রকরণে ভগবান্ মনু এস্থলে বর্ণচতুষ্টয়ের ক্রিয়ালোপ হেতু চরম অপকর্ষ "বর্ণ বাহ্যতা" ও দস্যুজাতিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ণাতিরিক্ত সঙ্করজাতি বা বর্ণ ও বর্ণ-সঙ্করের অতিরিক্ত কোন মূলজাতিই তাদৃশ "বর্ণ বাহ্যত্ব" বা "দস্যুত্বের" বিষয়ীভূত নহে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সমালোচিত ৪৫ শ্লোকে ভগবান্ মনু চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্যতা হেতুই দস্যুজাতিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ণ চতুষ্টয়ের ক্রিয়ালোপ হেতু বর্ণবাহ্যতা ঘটিবার কোন কথা তিনি আদৌ বলেন নাই। চাতু-

র্ব্বর্ণ্যের বাহিরে যে সকল জাতি আছে, তাহারা সকলেই দস্যু, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং চারিবর্ণের বাহিরের জাতি সকল, অর্থাৎ যে সকল জাতিব বর্ণত্ব নাই সেই সকল জাতিকেই ভগবান্ মনু দস্যু জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্ণবাহ্যতার অর্থই চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্যতা এবং এই চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্যত্বই দস্যুত্বের হেতু, এই কথাই ভগবান্ মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আবার "বর্ণ ও বর্ণ-সঙ্করের অতিরিক্ত কোন মূল জাতিই' নাই ইহা মনুসংহিতাতে সুব্যক্ত আছে। ভগবান্ মনু সর্ব্বজ্ঞানময় হইয়াও চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্য কোন মূলজাতি থাকার বিষয় জানিতে পারেন নাই; গীষ্পতি বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বলে এই সকল বর্ণবাহ্য মূলজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বর্ণবাহ্য মূলজাতি গীষ্পতি বাবুর মতে তাদৃশ "বর্ণবাহ্যত্ব" বা 'দস্যুত্বের" বিষয়ীভূত না হইলেও তাঁহাদের কথিত কায়স্থ জাতির সমশ্রেণী ও সমতুল্য সূত ও মাগধ জাতি যে বর্ণবাহ্যত্ব এবং দস্যুত্বের বিষয়ীভূত, তাহা আমার উপরি উদ্ধৃত মনু ১০অ, ১৭ শ্লোকের প্রমাণানুসারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে। আবার ইতঃপূর্ব্বেই গীষ্পতি বাবু আস্ফালন করিয়া কুল্লুক ভট্টের টীকার মর্ম্মে ক্রিয়ালোপাদি হেতু চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্যত্ব ঘটিয়া থাকে বলিয়া ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এখন আবার কায়স্থের চক্ষুতে ধূলি দিবার অভিপ্রায়ে কি "আদি" শব্দটী বাদ দিয়া কেবল ক্রিয়ালোপ হেতু চরম অপকর্ষ, বর্ণবাহ্যতা ও দস্যুজাতিত্ব ঘটিবার অর্থ করিতেছেন? তিনি যতই আস্ফালন এবং যতই ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করুন, কিন্তু আমার উদ্ধৃত ১০অ, ৪৫ শ্লোকে চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত জাতিসকল যে বর্ণ-বাহ্যত্ব এবং দস্যুত্বের বিষয়ীভূত, তাহা মনুসংহিতার উপরি উদ্ধৃত বচন সকল দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে এবং আমার পূর্ব্বের উদ্ধৃত মনু ১অ, ২ শ্লোক, ১০ অ, ৪ শ্লোক ও ৫৭ শ্লোকের মূল বচন সকল এবং তাহার কুল্লুক ভট্টকৃত ব্যাখ্যানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্য জাতিমাত্রই সঙ্করজাতি বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

আমাদের বাসস্থান

(কানন না কবরস্থান?)

ডাক্তার এন্, এম্, হার্দিকার মহাশয় অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ২১এ মে তারিখে, উল্লিখিত শিরোনামায় একটী চিন্তাশীল সন্দর্ভের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র হইতে প্রবন্ধমধ্যস্থ 'তালিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—সেজন্য ঐ তালিকাগুলি বিশ্বাস করা যাইতে পারে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বহু আক্ষেপোক্তি করিয়া অনুযোগ করিয়াছেন যে ব্রীটিশ জাতির গৌরব ভারতশাসনে রক্ষিত হয় নাই—ব্রীটীশজাতি এবং জগতের সকল সভ্য জাতিই ভারতবাসীকে বিশেষভাবে জানিতেন এবং জানিয়াছেন। তাঁহারা যে আফ্রিকার নিগ্রো নহেন, তাঁহারা যে আমেরিকার 'রেড্ইণ্ডিয়ান্' বা অষ্ট্রেলিয়ার 'বুশ্‌মেন্' তুল্য নহেন ব্রীটীশ জাতি উহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

এইরূপ আলোচনার পর ডাঃ হার্দিকার লর্ড সিংহের ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের একউক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লর্ড সিংহ তখন ইম্পিরিয়াল ওয়ার কেবিনেটের অন্যতম সভ্য ছিলেন।

"উপবাসী জাতি"

"ভারত একটি দরিদ্র দেশ এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন। বহুকাল যাবৎ ভারতের অবস্থার উন্নতি হয় নাই এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে না। কোটী কোটী ভারতবাসী একরূপ অনশনেই জীবনাতিবাহিত করে। অর্দ্ধেক ভারতবাসীর দিনে একবারও পেটভরা আহার জুটে না। এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনের উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক।"

অর্দ্ধেক ভারতবাসীর তুলনায় বুঝিতে হইবে (১৫০ মিলিয়ন বা ১৫ কোটী) গ্রেট বৃটেনের সমগ্র লোকসংখ্যার চতুর্গুণ—বা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের পূর্ণ জনসংখ্যার দেড় গুণ—এত লোক প্রতিদিন একবারও পূর্ণ অশনে বঞ্চিত।

ডাঃ হার্দিকার বলিতেছেন যে, নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে লর্ড সিংহের উক্তি সপ্রমান হইতে পারে। ৬টী বিখ্যাত দেশের অধিবাসিগণের বাৎসরিক আয় এইরূপ:—

		ভারতীয় টাকার আয়
১।	ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	১,১১৬৲
২।	গ্রেট ব্রিটেন	৬৯৬৲
৩।	জারমেনী	৪৬৮৲
৪।	ফ্রান্স	৫৪৬৲
৫।	ইটালী	৩৩৫৲
৬।	ভারতবর্ষ	৩০৲

বর্ত্তমানের কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরাজ অর্থনীতিবিশারদ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় জনগণের প্রতি-মানুষের গড়ে আয় উক্ত তালিকার সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক। কিন্তু এই তালিকা যখন সরকারী হিসাবপত্র হইতে সংগৃহীত তখন আমরা বলিব যে, লর্ড সিংহের উক্তিই প্রামান্য। ৩০৲ টাকার মধ্যেই প্রত্যেক ভারতবাসীর সকল রকম ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, অর্থাৎ গড়ে কিঞ্চিদধিক ⁄৫ পয়সায় দিনযাপন।

মৃত্যু-বরণোদ্যত জাতি

ইহা হইতেই ভারতীয়গণ দিন দিন খর্ব্বকায় ও কঙ্কালসার জীবে পরিণত হইতেছে তাহা বেশ প্রমাণ হয়। তাহাদের জীবনী শক্তি হ্রাস হইয়া তাহাদিগকে মারাত্মক রোগের কবলিত করিতেছে। বর্ত্তমান কালের ভারতীয়গণের পরমায়ুর পরিমাণ গড়ে ২৪'৭ বর্ষ মাত্র—নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য :—

	দেশের নাম	পরমায়ুর পরিমাণ
১।	ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্	৫১'৫
২।	ইউনাইট্টেড্ ষ্টেট্স্	৫০'০
৩।	ফ্রান্স	৪৮'৫
৪।	জারমেনী	৪৭'৪
৫।	ইটালী	৪৭'০
৬।	জাপান	৪৪'৩
৭।	ভারতবর্ষ	২৪'৭

অকাল মৃত্যুরই প্রমাণ। শিশুরা মরিতেছে। ১৮৭৫ খৃঃ হইতে ১৯২৫ খৃঃ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতের ২৫ কোটী লোক (২৫০ মিলিয়ন) নানা কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত্যুর হারও অত্যন্ত অধিক—প্রতি হাজারে ৩০ জন।

অন্য দেশসমুহের তুলনায় ভারতের মৃত্যুর হার এইরূপ :—

	দেশের নাম	লোক সংখ্যা	মৃত্যুর হার
১।	নিউজিল্যাণ্ড	১২,০০,০০০	৯'৫
২।	অষ্ট্রীয়া	৫৫,০০,০০০	১০'৫
৩।	নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	২,৫০,০০০	১০'৬
৪।	ইউ, এস্, এমেরিকা	১০,০০,০০,০০০	১২'৯
৫।	নরওয়ে	২৫,০০,০০০	১৩'২
৬।	সুইডেন্	৬০,০০,০০০	১৩'৮
৭।	ইউনাইটেড্ কিংডাম্	৪,৫৪,০০,০০০	১৪'৬
৮।	বেলজিয়াম্	৭৫,০০,০০০	১৫'২
৯।	জারমেনী	৬,০০,০০,০০০	১৬'২
১০।	ভারতবর্ষ	৩১,৯০,০০,০০০	৩০'০

প্লেগ্ ও কলেরা (ওলাউঠা) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রকোপে ১৮৯৬ খৃঃ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে এক কোটী লোকেরও অধিক লোক ভারতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) ৭০ লক্ষ লোক ? এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মরিয়াছে।

তদুপরি প্রতিবর্ষে ২০ লক্ষ শিশু জাত হইবামাত্র এ দেশে মরিয়া থাকে। ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯২২।২৩ খৃঃ অর্দ্ধসরকারী (Semi official) বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতে প্রতি বর্ষে গড়ে অন্যূন ২ মিলিয়ন, অর্থাৎ, ২০ লক্ষ শিশু মারা যায় এবং যে সংখ্যা কোনরকমে বাঁচিয়া যায় তাহারা দিন দিন দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পারিপার্শ্বিক অস্বাস্থ্যকর গণ্ডীর মধ্যে বর্দ্ধিত হয়। গৃহীত জন্মতালিকা সঠিক না হইলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে প্রতি ৫ জনে ১টী বা বোধ হয় প্রতি ৪ জনে ১টী শিশু জন্মের প্রথম বর্ষের মধ্যেই মৃত্যুর কবলিত হয়। বহুলোকাকীর্ণ সহরে বিশেষতঃ কলকারখানাযুক্ত শ্রমিকপূর্ণ সহরগুলিতে মৃত্যুর হার সমধিক।

শিশুমৃত্যুর তালিকা

	দেশের নাম		জাতশিশুর জীবিতের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা
১।	ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্	... ...	৭'৫
২।	ফ্রান্স	... ...	৮'৫

৩। বেলজিয়াম	...	...	১০·৭
৪। জাৰ্ম্মেণী	...	...	১০·৮
৫। স্পেন	...	...	১৪·৫
৬। ইটালী	...	...	১৬·১
৭। জাপান	...	...	১৬·৬
৮। ভারতবর্ষ	...	...	১৯·১

শ্রমিক পরিপূর্ণ সহরগুলির মধ্যে ভারতের 'বম্বে' সহরেই প্রতি হাজারে ৬৩৪টি শিশু প্রতিবর্ষে মরে। এক ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ভারতের ১৩ লক্ষ লোক প্রতিবর্ষে গ্রাস করে।

ইহা ব্যতীত দুর্ভিক্ষে—অনাহারে কত লোকই ভারতে বর্ষে বর্ষে মরিতেছে—উইলিয়াম্ ডিগ্‌বীর "প্রস্পারাস্ ব্রীটীশ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত এবং লালা লাজপত রায় মহাশয়ের ভারতের ইংলণ্ডের কাছে ঋণ—(England's debt to India) নামক পুস্তকে ১৯১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-কবলিতের সংখ্যা দেওয়া আছে—তদুপরি ভারতীয়গণের সর্ব্ববিষয়ে অসহায় অবস্থা তাহাদের নৈতিক, মানসিক ও বৈষয়িক অবনতির কথা বিবেচনা করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে "আমাদের এই বাসস্থান, কানন না কবরস্থান?"

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গজ-সমাজের নূতন কারিকা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই জাতীয় উন্নতিস্পৃহার একটা প্রবল ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আজ পৃথিবীর সমগ্র জাতিই মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। এখন কেহ আর কাহারও অধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহে। সকলেই এখন স্বাধীন হইয়া মুক্ত হইতে ও বড় হইতে চায়। এ বড় আনন্দের বিষয়—এ বড়ই সুখের বিষয়। প্রত্যেক জাতিই উন্নতি করুক এবং প্রত্যেক জাতিরই উন্নতি হয় ইহা আমরাও কামনা করি। কেন না, গঙ্গাযমুনাবিধৌত পবিত্রকর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে ইহা আজ নূতন নয়। যুগ যুগান্তর হইতেই এ ভাব—এ স্পৃহা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অসত্যকে ফুটাইয়া তুলিলে চলিবে না। সত্যকে গোপন করার চেষ্টা আর অগ্নিকে ধুম্রের দ্বারা আচ্ছন্ন রাখার

চেষ্টা একই কথা। ইহা কখনও হইতেই পারে না। বিশেষতঃ সত্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের আদিস্থান এই ভারতবর্ষে।

বহু চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে কায়স্থজাতির মধ্যে একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজ দেখিতেছি যে সেই মিলনভেরীর ধ্বনি অধিকদূর ছড়াইয়া পড়িতে না পড়িতেই একটা অ-সম্মিলনের বাজনার সূত্রপাত হইতে যাইতেছে। এই মিলনাকাঙ্ক্ষার ভিতরে যে কেমন একটা সত্য লুক্কায়িত আছে—আমার বোধ হয় সমাজনেতৃগণ তাহা এখনও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—কেন না, আদিতে যদি গোলযোগের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে তাহার পরিণাম কিছুতেই সুখকর হইতে পারে না; এবং তার স্থায়ীত্ব বিষয়েও সন্দেহ বিরাজমান। যাহাই হউক, শুধু ভূমিকাদ্বারা এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে মানস করি না। যাহাতে প্রকৃত কার্য্য হয় তাহাই অভিপ্রেয়।

শুনিতে পাইলাম শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষচৌধুরী মহাশয় সমগ্র বঙ্গজ সমাজের কারিকা লিখিতে বসিয়াছেন এবং ইতোমধ্যে তিনি সে সম্বন্ধে দু'একটী প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। এই মহান কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং তিনি যাহাতে এইরূপ একটী বিশাল কার্য্যে কৃতকার্য্য হন সে জন্য সচ্চিদানন্দ দয়ারসাগর পরমপিতার কাছেও করজোড়ে নিবেদন জানাইতেছি। কিন্তু তিনি যে-ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি প্রথমেই কতকগুলি বিষয়ের সম্যক অনুসন্ধান না করিয়া যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে। তিনি সমগ্র বঙ্গজসমাজের কারিকা লিখিতে বসিয়াছেন, অথচ তাঁহার প্রস্তাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শুধু চন্দ্রদ্বীপ বাকলা সমাজের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সংগৃহীত কারিকামাত্র তাঁহার সম্বল। আমাদের আশঙ্কা হয় যে শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের আশা বামনের চাঁদ ধরার আশার মতই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এ কার্যে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করতঃ তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার এবং সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করা উচিত ছিল। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কারিকার লিখিত অনেক বিষয়ের সহিত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত হিসাব ও তথ্যাদির মিল নাই এবং ঐতিহাসিকগণও ঐ সকল বিষয়ে একমত নহেন।

যে ঘটকগণের দ্বারা সংগৃহীত কারিকা অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরী

মহাশয় নিখিল বঙ্গজসমাজের কারিকা লিখিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের গুণাবলী কি তিনি একেবারেই অজ্ঞাত? যদি তিনি অনবগতই থাকেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে রাখাল বাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আরও যদি ইচ্ছা করেন তবে বরিশালের ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের ১২৯৬ সালের মালুচীপ্রবাহ পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রদ্বীপিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিসমূহ বিশদ-ভাবে পর্য্যালোচনা করিতে এবং সেই দিকে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে প্রার্থনা করি। কারণ, বিশ্বেশ্বর বাবুর ইহা সব সময় মনে রাখা উচিত যে পিণ্ডদান মন্ত্রে কখনও উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।

এখন আমরা শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর বাবুর ও তদীয় সুহৃদ্ শ্রীযুত যোগেন্দ্র বাবুর লিখিত সামাজিক প্রবন্ধ বিষয়ে আর দু' একটী কথার অবতারণা করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার "বঙ্গজ কায়স্থের প্রাচীন উপাধি" * শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "রামচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর গুহ।" আবার যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে বিশ্বেশ্বর গুহের পুত্রের নাম রামচন্দ্র গুহ। "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" (দ্বিতীয় খণ্ড) ও চন্দ্রকান্ত বাবুর "কায়স্থ বংশাবলীতে" দেখিতে পাই যে "বিশ্বেশ্বর গুহের অগ্রজের নাম রামভদ্র গুহ।" অতএব বিশ্বেশ্বর গুহের অগ্রজের নাম যে রামভদ্র গুহ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না; যে-হেতু, ইতিহাসঘটিত প্রমাণই সর্ব্বাগ্রে ধর্ত্তব্য। এখানে, হয় ঘোষ চৌধুরী মহাশয় একটী প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন, অথবা সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। অতঃপর আর একটী কথা। এই যে ঘোষ চৌধুরী মহাশয় যখন মেথলী-গঞ্জে সাহায্য প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন তখন নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে মালুচী, বাঘুটিয়া, শ্রীবাড়ী, বড়টীয়া, খলসী, শিমুলিয়া, দশচিড়া এবং আড়ুয়া প্রভৃতি গ্রাম নিবাসী বাজু সমাজের কুলীনপ্রধানদের পূর্ব্বপুরুষগণের কোনও বিবরণ তিনি জ্ঞাত নহেন। বাজুসমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদেরই বিষয় তিনি অনবগত অথচ তিনি সমগ্র বঙ্গজ সমাজের কারিকা লিখিবেন এ বড়ই বিস্ময়ের কথা।

এই ত গেল বিশ্বেশ্বর বাবুর কথা, ইহারপর আমরা তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর †

* কায়স্থ সমাজ পত্রিকা, ১৩৩২। আষাঢ়।
† ১৩৩৩ সনের আষাঢ়, কায়স্থ-সমাজ পত্রিকা।

প্রবন্ধোল্লিখিত দু'একটী বিষয়ের কথা বলিতেছি। যোগেন্দ্র বাবু প্রথম ধারায় লিখিয়াছেন যে, রামচন্দ্র গুহের "মজুমদার" উপাধির কোনও উল্লেখ তিনি তদীয় বন্ধু ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকে পান নাই। আবার তিনি ইহাও বলিতেছেন যে, উক্ত উপাধি-সম্পর্কীয় বহুল প্রবন্ধ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। তবে কি তিনি বলিতে চাহেন যে বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত পুস্তকের মূলই ধ্রুব সত্য, এতদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা? আমরা বলিতেছি রামচন্দ্র গুহের "মজুমদার" উপাধি ছিল এবং তাঁহার অর্জ্জিত সম্পত্তি অদ্যাপিও কালিকাপ্রসাদ মজুমদারের বংশধরগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এ ছাড়া ইহার আরও ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। যোগেন্দ্র বাবু আবার দ্বিতীয় ধারায় লিখিয়াছেন যে, পুরুষোত্তমের কার্ত্তিক গুহ বলিয়া কোন পুত্রের কথা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি কোথা হইতে কোন্ কোন্ কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কোন কোন্ কুলগ্রন্থে তিনি উহা পান নাই তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যে হেতু আমরা জানি যে পুরুষোত্তমের কার্ত্তিক গুহ নামেও এক পুত্র ছিল। যদি দু'একখানি নগন্য কুলগ্রন্থে কার্ত্তিক গুহের নাম না থাকায় তাঁহাকে পুরুষোত্তমের বংশধরদিগের মধ্যে গণ্য করা না যায়, তাহা হইলে ইদিলপুরের ঘোষচৌধুরী বংশের দুহিতা স্বনামধন্যা ৺জাহ্নবী চৌধুরাণী মহোদয়ার ব্যয়ে প্রকাশিত 'কায়স্থ বংশাবলী'তে উক্ত ঘোষচৌধুরীদের যে (পাতলাবাটীতে প্রাপ্ত) কুর্শিনামা প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে রামচরণ ও বিশ্বেশ্বর ঘোষচৌধুরীকেও আমরা ইদিলপুরের ঘোষচৌধুরীবংশধর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে-হেতু, উক্ত প্রকাশিত কুর্শিনামাতে রামচরণ কিম্বা বিশ্বেশ্বর ঘোষ চৌধুরীর কোন উল্লেখ নাই।

যোগেন বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একাংশে অকৃতদার মৃত শত্রুঘ্ন গুহের বংশধরের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় আরও যে কত বংশহীনের বংশের সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আবার - তিনি কেশবের নৌ ও বিদ্ নামে দুই পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কারিকায় কেশবের নৌ ও ব্যাস নামে দুই পুত্র দেখা যায় এবং হরিদাস গুহমৌলিক বহু দলিলে ওলাদ শিবানন্দ রায় ইবনে রামচন্দ্র গুহ নামে পিতা পিতামহের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে যোগেন বাবুর প্রবন্ধোক্ত দেবানন্দাত্মজ শিবানন্দ খাঁর কল্পিতপুত্র হরিদাস মল্লিকও রামচন্দ্রাত্মজ শিবানন্দ রায়ের পুত্র হরিদাস গুহমৌলিক কবিরত্ন একই ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করা যায় না। এ বিষয়ে যোগেন বাবুর কি কি প্রমাণ আছে জানাইলে বাধিত হইব।

যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন যে —"চন্দ্রদ্বীপ সমাজ বাজু ভ্রষ্টস্থান বলিয়া গণ্য করে। তথায় বাস করিলে কুলীন নিষ্কুল হইতেন।" যদি তাহাই হয় তবে এমন ভ্রষ্ট স্থানে চন্দ্রদ্বীপের প্রবলপ্রতাপান্বিত সমাজপতি কুলীনপুঙ্গব বসুবংশীয় রাজা প্রতাপনারায়ণ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন কেন? এবং উক্ত বিবাহ সভাতে তিনি বাজুর কুলীনগণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রদ্বীপের কুলীনপ্রজাদিগকে কোন পৃথক্ আসন না দিয়া তাহাদিগকে মসালচির নিকট দণ্ডায়মান অবস্থায়ই বা রাখিয়াছিলেন কেন? আর বাজু প্রদেশের উলাইল-নিবাসী গৌরীচরণ মিত্রের পুত্র রাজা উদয়নারায়ণই বা কিরূপে চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থবৃন্দের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ও সমাজপতি হইতে পারিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়া হঠাৎ একটী মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

এ সকল বিষয়ে আমরা আর বিশেষ কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে শেষে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে মিলন-পন্থা ধ্বংশ করিয়া সাম্যভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর বৈরীভাব আনয়ন করতঃ পরস্পরের মৈত্রীভাব নষ্ট করা কোনমতেই বিধেয় নহে। যদ্বারা সমাজের সবিশেষ উন্নতিবিধান ও পুষ্টিসাধন হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই সকলের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

শ্রীরামানন্দ সরকার ভারতীভূষণ

প্রথম বাঙ্গালী কায়স্থ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত নামের পরে)

প্রথম ভারতবাসী বাঙ্গালী কায়স্থ (অস্থায়ী) পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, (Postmaster General) পাঞ্জাব, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এম-এ।

প্রথম পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বেঙ্গল, (অস্থায়ী) প্রথম পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, যুক্তপ্রদেশ, (স্থায়ী)।

সামাজিক-বার্ত্তা।

১। প্রচার বিবরণ।

(প্রতিবাদ)

বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন,— বিগত শারদীয়া পূজাবকাশে বসিরহাট কায়স্থ পরিষদের কর্ম্মীগণ প্রচারার্থ খুলনা জেলার অন্তর্গত গড়মুকুন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের প্রচার বিবরণ গত কার্ত্তিক মাসের "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হইবার পরে "ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকায়" উহার একটী তীব্র প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি।

১। গড়মুকুন্দপুরের সভার পূর্ব্বে পণ্ডিত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রীর পৈতৃক বাসস্থান রতনপুরগ্রামস্থ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ব্রাহ্মণ পক্ষে পণ্ডিত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী এবং কায়স্থদিগের পক্ষে বসিরহাটের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্ম বিশ্বাস বি, এল,—মহোদয় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিতবর শাস্ত্রী মহাশয়ের সত্যের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকিলে, তিনি নিশ্চয় বলিতে বাধ্য হইবেন যে তাঁহার টোলের পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়া শরৎবাবু ঐ সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে সমর্থ হইবার পরে সভা ক্ষত্রিয়ত্বের মন্তব্য গ্রহণ করেন, এবং তদনুসারে রতনপুর গ্রামস্থ প্রায় সমুদয় কায়স্থ গৃহেই ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

২। রতনপুরের সভায় পরাজিত ও অকৃতকার্য্য হইবার পরে পণ্ডিত-কুলতিলক শাস্ত্রী মহাশয়ের চৈতন্য হয়। প্রবেশিকাপাঠ্য হিতোপদেশ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যাপক শাস্ত্রীমহাশয় নিজ বিদ্যার ন্যূনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শারদীয়া পূজাবকাশে পণ্ডিত শ্রীজীব পঞ্চতীর্থ এম্, এ, মহোদয় সহ গড়মুকুন্দপুরের সভায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদিগের সভার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে বসিরহট কায়স্থপরিষদের কর্ম্মিগণ সভার পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রিতে ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগের চেষ্টায় তৎপর দিবস মুকুন্দপুরস্থ কেন্দ্রে ১৭ জন কায়স্থসন্তান উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন। মুণ্ডিত-মস্তক সদ্য উপবীতধারী কায়স্থগণের আবির্ভাবে মুকুন্দপুরের সভায় বিশেষ সজীবতা লক্ষিত হইয়াছিল। কায়স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহোদয়ের

"কায়স্থ"-সম্বল পণ্ডিত অক্ষয়কুমার সভাস্থলে বসিরহাটের কর্ম্মিগণকে দেখিয়া কিছুমাত্র উৎসাহিত হইতে পারেন নাই। পণ্ডিত শ্রীজীব পঞ্চতীর্থের সভাপতিত্বে কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে শাস্ত্রী মহাশয় রঘুনন্দনের বচন উদ্ধার করিয়া জগতে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি থাকিতে পারে না এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু নানারূপ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিয়া দিবার পরে ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য্যের আধার শাস্ত্রী মহাশয় ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পুনরায় বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার কম্পিত কলেবর দেখিয়া ও প্রলাপ বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ জনসাধারণ হাস্য সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি? সভায় হাস্যাস্পদ হইয়া কম্পিত-তনু শাস্ত্রী মহাশয় আসন গ্রহণকালে কাষ্ঠাসনসহ ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পতন ও মূর্চ্ছা বাস্তবিক অতীব সময়োচিত ও অর্থপূর্ণ অভিনয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শাস্ত্রীমহাশয় শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর নিকট সমগ্র বেদের অর্থ পাইবার ইচ্ছা করিলে শরৎ বাবু তদুত্তরে পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "শূদ্রের নিকট বেদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; আপনি সভাস্থলে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলে আমি বেদের অর্থ বলিবার চেষ্টা করিব।" পণ্ডিতকুলতিলক শাস্ত্রী মহাশয়কে নিরুত্তর দেখিয়া শরৎ বাবু হাসিয়া বলেন "পণ্ডিত মহাশয়, নিরুত্তর থাকিলে চলিবে না; আপনি আমাকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন এবং আমার সহিত শাস্ত্রীয়তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং আমাকে এবং আমার জাতি কায়স্থকে আপনি অন্ততঃ দ্বিজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, কারণ শূদ্রের শাস্ত্রাধিকার নাই এবং তাহার সহিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় তর্ক হইতে পারে না।" শরৎ বাবু তৎকালে আরও বলেন যে "আপনারা ব্রাহ্মণ, পুরুষানুক্রমে আমাদিগের গুরু ও পুরোহিত, সুতরাং আপনাদিগের কায়স্থ-বিদ্বেষ আদৌ শোভা পায় না।" শরৎ বাবুর ঐ কথার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করেন যে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ কায়স্থের গুরু বা পুরোহিত হইতে পারে না, উহা তাঁহার পক্ষে ঘৃণার কার্য্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় কায়স্থসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হওয়ায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইয়া উঠিলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই শাস্ত্রী ও পঞ্চতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের পরাজয় একবাক্যে ঘোষণা করেন নাই কি? পণ্ডিত অক্ষয় কুমারের পৈতৃক বাসস্থান রতনপুর ও তৎপার্শ্বস্থ

গড়মুকুন্দপুর, ধলবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে উপবীতহীন কায়স্থ কয়জন আছেন? ঐ সকল কায়স্থসন্তানের স্কন্ধলম্বিত যজ্ঞসূত্র কি শাস্ত্রী মহাশয়ের পরাজয় ঘোষণা করিতেছে না? মুকুন্দপুরের সভায় ধোপা ও নাপিত কর্ত্তৃক কায়স্থ বর্জ্জনের কোন কথা উঠে নাই বা ঐরূপ কোন মন্তব্য উপস্থিত কায়স্থ-সভ্যগণের অজ্ঞাতসারে হয় নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সভায় ধোপা নাপিতের কথা আলোচিত হওয়া অশ্রদ্ধেয় নহে কি? মুকুন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণের ধোপা নাপিতের অভাব হয় নাই বা ধোপা নাপিত কখনও বন্ধ হয় নাই, ইহাই ধ্রুব সত্য। "ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকার" প্রতিবাদ-লেখক মহাশয়ের নিকট কায়স্থগণ ধোপা নাপিতের প্রার্থনা করিয়াছেন কি? নতুবা এরূপ খাঁটি সংবাদ তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিলেন?

৩। তৎপরে বড়দিনের বন্ধে ভাড়াশিমলা গ্রামস্থ সভায় কায়স্থ বিদ্বেষী পণ্ডিত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী ও মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ বক্তৃতা করিলে শরৎ বাবু প্রায় ৩ ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা প্রসঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উঁহাদিগের মত খণ্ডন করেন নাই কি? ভাড়াশিমলার সভা একবাক্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের মন্তব্য গ্রহণ করেন নাই কি? এবং ঐ প্রচারের ফলে ভাড়াশিমলা, সাতবসু, ব্রজপাটলি প্রভৃতি গ্রামে কয়জন কায়স্থের উপনয়ন হইয়াছে শ্রীযুত শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সংবাদ লইয়াছেন কি? অখিল-ভারত কায়স্থ সম্মেলনের কলিকাতায় অধিবেশনকালে অযাচিত ভাবে কায়স্থের দ্বারস্থ হইয় ভাড়াশিমলায় সভা করিবার শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়।

সামান্য পত্রে প্রচার-সংবাদ বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার উপায় থাকিলে শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ কায়স্থদ্বেষীগণের অসার আস্ফালনের বিস্তারিত বিবরণ সাধারণকে জানাইয়া তৃপ্তিলাভ করা যাইত।

নিজের ঢাক বাজাইলে সত্য ঢাকা পড়ে না। শরৎ বাবু প্রমুখ কায়স্থ বক্তাগণ টোলে পড়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠে সময়পাত করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের শত্রুপক্ষও স্বীকার করিতে বাধ্য। যাহাহউক, আমরা শাস্ত্রী ও পঞ্চতীর্থ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বিদ্যার বহর বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদিগের বিদ্যা গুহাগত থাকুক, উহা সূর্য্যকিরণ-সহ নহে।

শিলচর কায়স্থ-সম্মিলনী।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার, স্থানীয় থিয়েটার হল।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন ভদ্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্ম মহাশয় অনেক সমিতির সম্পাদক থাকায় কায়স্থ সমিতির সম্পাদকের কার্য্য চালাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দেব (পুর কায়স্থ) মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বক্সী, দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মা ও ভূপেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়গণ সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বক্সী মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ২য় নির্দ্ধারণ। এই সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে অন্যূন ৵০ দুই আনা হিসাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে এবং একখানি চাঁদা আদায়ের বহি, একখানি হিসাবের বহি এবং অন্যান্য আবশ্যক হিসাবপত্রাদি সম্পাদক মহাশয় রাখিবেন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মিত্র, সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার, স্থানীয় থিয়েটার হল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুল্‌স্‌, সভাপতি-পদে বৃত হন।

১ম নির্দ্ধারণ। পূর্ব্ব অধিবেশনের (১৬ই মাঘ তারিখের সভার) কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হউক :—

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বক্সী, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, গোপালচন্দ্র নাহা, দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা ; বিপিনচন্দ্র দাস, কামিনীকুমার দেব (পুরকায়স্থ), মনোমোহন মজুমদার, গিরিশচন্দ্র দত্ত, উমাকান্ত সাধ্য, ও মুকুন্দলাল ধর এম-এ, বি-এল। সমিতির সম্পাদক মহাশয় আবশ্যক বোধে এই কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৩য় নির্দ্ধারণ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের যাতায়াত বাবদ ৫০৲ টাকা চাঁদা তোলা হউক এবং ঐ টাকা তুলিবার ভার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস, বিপিনচন্দ্র দাস এবং অম্বিকাচরণ ধর মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার (সভাপতি)।

নালি কায়স্থ-সভা।

১। বিগত ৫ই চৈত্র (১৩৩৩) শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত নালিগ্রামে স্বজাতি-হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত হরকুমার দেববর্ম্ম সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে স্বর্গীয় গুরুচরণ বসু মহাশয়ের আলয়ে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বসু (পুলিস ইন্‌স্পেক্টর) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রতিপালনের আবশ্যকতা এবং উপনয়ন গ্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত কায়স্থগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের বহু কায়স্থ ইতিপূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেকে উপনয়ন গ্রহণে ইতস্ততঃ করিয়া সময় ক্ষেপন করিতেছেন ; তজ্জন্য সামাজিক কার্য্যে অনেক অসুবিধা হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অম্বিকা বাবুর মুখাপেক্ষী। আমরা আশা করি, অম্বিকা বাবু অতিসত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

আমডালা কায়স্থ-সভা।

(২) বিগত ২১শে চৈত্র (১৩৩৩) ঢাকা—মাণিকগঞ্জের অধীন আমডালা গ্রামে স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে স্থানীয় গণ্যমান্য বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন; সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয় সভার উদ্দেশ্য ও বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করেন। নালি নিবাসী—শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দেববর্ম্ম সরকার মহাশয়, প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্যবিষয় সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণমধ্যে বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার রায় মহাশয় উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তির কারণ উত্থাপন

করিলে, প্রচারক মহাশয় তাহা খণ্ডন করিয়া উপস্থিত সকলের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ অপনোদন করিলেন এবং স্থির হইল, যতসত্বর হয় দশচিড়াগ্রামের কায়স্থগণকে লইয়া আমডালার সুপ্রসিদ্ধ রায় মহাশয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করতঃ এতদাঞ্চলের কায়স্থ সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইবেন। দশচিড়ার কায়স্থ মহাশয়গণকে এ বিষয়ে উদ্যোগী করিতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন, সম্মত হইলেন. অতঃপর সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

ফরিদপুর কায়স্থ-সভা

বিগত ১৭ই বৈশাখ ফরিদপুর-জজ্‌কোর্টের প্রধান উকীল ভাজনডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদার বি, এল মহাশয়ের বাসাবাটীতে তদীয় অশীতিপরবৃদ্ধ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ (উকীল, জজ্‌কোর্ট), শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল (অবসর-প্রাপ্ত পুলিস সাবইন্‌স্‌পেক্টর), শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সরকার বি, এ (জমিদার গোপালপুর), ভাজনডাঙ্গা নিবাসী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মজুমদার বি, এল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মজুমদার বি, এল, মোচনা নিবাসী—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি, এল, উলপুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বসু রায় চৌধুরী, সমাজইশিবপুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত রমণী মোহন বসু বি, এ, গঙ্গানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ এম,এ,বি, এল প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং কায়স্থের স্বধর্ম্ম (ক্ষত্রিয়াচার) প্রতিপালনের কর্ত্তব্যত সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মনোযোগী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল মহাশয় প্রচারক মহাশয়ের বক্তব্যবিষয় সমর্থন করিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনেক আলোচনান্তে স্থির হইল, কায়স্থগণের পৌরোহিত্য জন্য এবং ভাজনডাঙ্গা গ্রামের প্রতিষ্ঠিতা ৺কালী মাতার বাটীর নিত্যপূজা নির্ব্বাহকরিবার জন্য উপযুক্ত একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া যতসত্বর হয় উক্ত গ্রামস্থ এবং কমলাপুর গ্রামের কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। ইহাও স্থির হইল যে, উক্ত দুইগ্রামের কায়স্থগণ এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে, টেপাখোলা, লক্ষ্মীপুর, আলীপুর, গোপালপুর, পশরা, প্যারপুর,

হাসাড়া, খারিয়াপুর, শোভারামপুর, কোমরপুর, গোয়াল-চামট, বদরপুর, ব্রাহ্মণকান্দা প্রভৃতি প্রায় ২০ খানি গ্রামের কায়স্থের সংস্কার-কার্য্য অচিরকালমধ্যে সুসম্পন্ন হইবে। আমরা আশাকরি সতীশ বাবু, সুরেশবাবু, যোগেশবাবু, কমলাপুরের কালীপ্রসন্ন বাবু ও শরৎ বাবু এবং গোপালপুরের জমিদার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য, শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়া স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতিবিষয়ে সহায়ক হইবেন।

২। উপনয়ন

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী গ্রামে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন দেববর্ম্ম সরকার বি-এ, (ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, ত্রৈভাষিকগীতা ও কায়স্থ-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক) মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে স্বর্গীয় দেববর্ম্ম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সরকার দেববর্ম্ম বি-এল মহাশয়ের পুত্র চতুষ্টয় ও জামাতার এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সরকার দেববর্ম্ম মহাশয়ের পুত্রের উপনয়ন মহাসমারোহে যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে। বালুচরা (পোঃ পাংশা) নিবাসী—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী এবং ব্রাহ্মন্দি নিবাসী- শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়দ্বয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপনীতগণের নাম—শ্রীমান্ কিরণ চন্দ্র সরকার দেববর্ম্ম, শ্রীমান্ সুধীর চন্দ্র সরকার দেববর্ম্ম, শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সরকার দেববর্ম্ম, শ্রীমান্ নির্ম্মল চন্দ্র সরকার দেববর্ম্ম, শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন সরকার দেববর্ম্ম (বঙ্গেশ্বরদী); শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বসু বর্ম্ম বি, এল, (রামনগর, ফরিদপুর)।

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

গত ২৩শে চৈত্র তারিখে দক্ষিণ-বিক্রমপুরস্থিত আক্‌সা গ্রামে শ্রীযুক্ত মহানন্দ সোম মহাশয়ের বাড়ীতে তদীয় কুলপুরোহিতঠাকুরের আচার্য্যত্বে—(১) শ্রীযুক্ত মহানন্দ, (২) সুরেন্দ্র মোহন ও (৩) হরিমোহন সোমবর্ম্মা, (৪) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় ভৌমিক দেববর্ম্মা, (৫) শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্র মিত্রবর্ম্মা এবং বিঝারী নিবাসী, শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে (৬) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন দাস বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার নিজ ভবনে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা উপনয়ন কেন্দ্র ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহযোগীতায় গত ২১শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া পুণ্যবাসরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ৯নং বিশ্বকোষ লেনস্থ ভবনে নিম্নলিখিত তিনজন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয়ের উদ্যোগে এই কেন্দ্র সংগঠিত হইয়াছিল। কোটালীপাড়ের সুবিখ্যাত বৈদিকগোষ্ঠীপতি ৺হরিহর চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং প্রচারক মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। সংস্কার কার্য্যাদি শেষ হইলে, নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারিত্রয় এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ফরিদপুর জেলার বর্ণী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্ম মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার ১৮৭ নং অপার চিৎপুর রোডস্থিত ভবনে গমন করতঃ ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হন। উপবীতিগণের নাম ঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বসুবর্ম্মা, (আলগী, ফরিদপুর); শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পাল রায় বর্ম্মা বি-এ, (এঃ হেড মাষ্টার, রাজবলহাট, হুগলী), সাং নববনগ্রাম, টাঙ্গাইল ; শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী ব্রহ্ম বর্ম্মা (সাবওভারশিয়ার, বাউড়িয়া হাওড়া), ঐ।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম প্রচারক মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ৩০শে বৈশাখ ফরিদপুর জেলান্তর্গত ব্রাহ্মন্দিগ্রামে শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাষ এম-এ, এম্-এস্-সি, (লিড্‌স্) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মহাশয়, তদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র মোহন দাষ, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাষ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দাষ মহাশয়গণসহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মন্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

পাঁড়কোলার কেন্দ্র ঃ—

বিগত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার পাবনা জেলার সাহজাদপুরের নিকটবর্ত্তী পাঁড়কোলা গ্রামে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চাকী দে বর্ম্ম জমীদার মহাশয়ের আলয়ে কায়স্থোপনয়নের একটী কেন্দ্র হইয়াছিল। উক্ত কেন্দ্রে নিম্নলিখিত নয়জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনয়ন যজ্ঞে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পোতাজিয়া), শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র

মজুমদার (প্রাণনাথপুর), শ্রীযুক্ত কালী কুমার স্মৃতিরত্ন (যুজখোলা), শ্রীযুক্ত মুকুন্দ নাথ রায় (পাঁড়কোলা), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী (ঘারিয়াপুর), শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল চক্রবর্ত্তী (হাতকোড়া) প্রমুখ মহাশয়গণ আচার্য্য, তন্ত্রধারক, সদস্য প্রভৃতি কার্য্যে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়কে ঋত্বিগাসনে বৃত করা হইয়াছিল। উক্ত জমিদার মহাশয়ের গুরু পুত্র শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশধর বর্ত্তমানে পাবনা জেলার বল্লভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় উপনয়নস্থলে উপস্থিত ছিলেন। উপবীতিগণের নাম-ধাম ঃ—পাঁড়কোলা—১। শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর সরকার (বয়স ৬৫), ২। কৃষ্ণসুন্দর সরকার ; ৩। সুরেন্দ্রমোহন সরকার ; ৪। মোহনলাল সরকার ; ৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নাথ দাষ (অবসরপ্রাপ্ত পুলিস সাবইন্‌স্‌পেক্টর) ; ৬। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন দত্ত ; ৭। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ; ৮। শ্রীমান্ সৌরেন্দ্রমোহন দত্ত ; উধুনিয়া (পাবনা)—৯। শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

খুলনা জেলার মূলঘর হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

বিগত ৩০শে বৈশাখ মূলঘর গ্রামে কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত ৩৫ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। মহেশ্বরপাশা (খুলনা) নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপবীতিগণের নামধাম ঃ—মূলঘর -১। ঘোষ—শ্রীযুক্ত কেশব লাল, ২। কালীপদ, ৩। শম্ভুনাথ, ৪। শশীভূষণ, ৫। মণীন্দ্রনাথ, ৬। মণিভূষণ, ৭। হরিপদ, ৮। কেশবলাল, ৯। প্রহ্লাদচন্দ্র, ১০। নরেন্দ্রনাথ, ১১। সুধীর কুমার, ১২। শ্রীশচন্দ্র, ১৩। শৈলেন্দ্র নাথ, ১৪। মহেন্দ্রনাথ ; ১৫। বসু—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর, ১৬। কানাইলাল, ১৭। বসন্ত কুমার, ১৮। মণিলাল, ১৯। হেমলাল, ২০। সুশীল কুমার ; ২১। সিংহচৌধুরী—শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ, ২২। কালীকৃষ্ণ ; ২৩। রাহা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র, ২৪। গুরুদাস, ২৫। বিজয় গোপাল ; ২৬। কর—শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী, ২৭। রমানাথ ; ২৮। দত্ত—শ্রীযুক্ত বিমল কুমার, ২৯। নরেন্দ্রনাথ, ৩০। সুবোধ কুমার ; ৩১। দাষ—শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র, ৩২। জানকী নাথ, ৩৩। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ; কোড়ামারা—৩৪। ঘোষ—শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ; কৃষ্ণনগর—৩৫। মিত্র—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ।

৩। বিবাহ

বিনাপনে বিবাহ

১। শ্যামপুকুর নিবাসী সম্ভ্রান্ত দেববংশীয় স্বর্গীয় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য নন্তী বাবু) মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, কায়স্থ সভার অন্যতম সভ্য শ্রীমান্ নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব কায়স্থ-সভার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিনাপণে ভবানীপুরনিবাসী সম্ভ্রান্ত বসুমল্লিক পরিবারে গত অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করিয়াছেন। মাত্র পণ নহে—কোনরূপ দানসামগ্রী পর্য্যন্ত এই উচ্চমনা যুবক গ্রহণ করেন নাই। এই দৃষ্টান্ত কলিকাতার কায়স্থযুবকগণের অনুকরণীয়।

২। কয়েক মাস পূর্ব্বে স্বনামখ্যাত, দেশহিতৈষী, ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে অগ্রগণ্য, স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র (কলিকাতার সরস্বতী ইনিস্‌টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক ও সত্ত্বাধিকারী) তাঁহার একমাত্র পুত্রের শ্যামপুকুরনিবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে বিনাপণে বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহে কোনরূপ যৌতুকগ্রহণ হয় নাই। কায়স্থসমাজে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ একজন আদর্শ পুরুষ, পুতচরিত্র ও প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। আমরা শ্রীভগবানের নিকট নবদম্পতির দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসনের অন্তর্গত কামারপোল গ্রামের অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বসু এম, এর, শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে ডাক্তার মহাশয় কন্যাপক্ষের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কন্যাদায়ের যে কি ভীষণ কষ্ট ও অশান্তি তাহা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যে অজস্র অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই ইতঃপূর্ব্বে ৫টী কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইয়াছে। নিজে ভুক্তভোগী বলিয়া অপরকেও তিনি বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক হন নাই। তাঁহার এই মহানুভবতা ও সদ্দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

ক্ষত্রিয়াচারে ছাত্র প্রচারকের বিবাহ

পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয় লিখিতেছেন :—

গত ২৬শে ফাল্গুন দক্ষিণ টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগরপাড়া গ্রামের ৺নরেন্দ্র

মোহন বসু বর্ম্মার প্রথম পুত্র, আমাদের অশেষ কল্যাণভাজন ,ছাত্র-প্রচারক শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মার শুভ-বিবাহ বিষমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রতিভাময়ী প্রথমা কন্যা কল্যানীয়া শ্রীমতী বীনাপাণি দেবীর সহিত যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর রায় মহাশয় এ বিবাহের পৌরহিত্য করেন এবং বৈদিক কুশণ্ডিকা সহ এই শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় কায়স্থপণ্ডিত ও প্রচারকগণ এবং প্রখ্যাতবংশীয় বহু কায়স্থসন্তান এ বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একজন প্রতিভাবান ছাত্র-প্রচারক; তাহার শুভবিবাহ যে বিনাপণে এবং দ্বিজাচারে সম্পন্ন হইবে তাহা স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষে বিবাহে কোন দাবী দাওয়া ছিল না—পাত্রীপক্ষ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যাহা দিয়াছেন, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজব্যয়ে পাত্রপক্ষ শুভকার্য্য সমাধা করিয়া লইয়াছেন। শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র—"মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে"—এ কথার সারমর্ম্ম যেভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে তাহা বিবাহোপযোগী প্রত্যেক শিক্ষিত কায়স্থসন্তানের আদর্শ হউক।

শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। গায়ত্রী দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতির সেবায় সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শৈশবে-পিতৃহীন-নৃপেন্দ্র অতিকষ্টে বিদ্যার্জ্জন করিতেছে—নানা দুর্ঘটনা ও অবস্থার বৈগুণ্য পদে পদে তাহাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে। ঈশ্বর নির্ভরতা ও দারুণ অধ্যবসায় বলে সমস্ত বিপদই সে হাসিমুখে বরণ করিতে শিখিয়াছে। নৃপেন্দ্র বঙ্গজকায়স্থ; তার বিধবা ঠাকুরমাতা ও বিধবা মাতার সে একমাত্র অঞ্চলের নিধি। ৫ই ফাল্গুন হইতে শ্রীমানের বর্ষীয়সী পিতামহী দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় শয্যাশায়িনী। পিতামহীর সেবানিরত পৌত্র পিতামহীর শেষ সাধ অসম্পূর্ণ রাখিতে কোন মতেই পারিল না বলিয়া, কঠোর কর্ত্তব্যের প্রেরণায় পিতামহীকে সুখী করিবার জন্য চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই বিবাহ-ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হর্ষ ও বিষাদের সমবায়ে শ্রীমানের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবান নবদম্পতিকে তাঁহার কল্যাণাশীর্ব্বাদে মণ্ডিত করুন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

বিগত ৩০শে বৈশাখ ব্রাহ্মন্দি (ফরিদপুর) নিবাসী, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন দাষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ননীবালা দেবীর শুভবিবাহ

বদেশ্বরদী নিবাসী, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র নাগ বর্ম্ম মহাশয়ের পুত্রের সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহসভায় ব্রাহ্মন্দি, ঢেউখালি, ভদ্রকান্দা, খাটরা, প্রাণপুর প্রভৃতি গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ ও সমাজসংস্কার প্রয়াসী কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার ও প্রাণপুর নিবাসী, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় কন্যাপক্ষে এবং বরপক্ষের পুরোহিত মহাশয় যথারীতি দ্বিজাচারে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়াছিলেন। গিরীন্দ্র বাবু ও তদীয় ভ্রাতৃগণ শ্রীযুক্ত কালীমোহন, বিরাজমোহন ও জিতেন্দ্রমোহন বাবুর আদর আপ্যায়নে সমবেত ব্যক্তিগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট নবদম্পতির দীর্ঘজীবন ও সুখসম্পদ প্রার্থনা করি।

আন্তর্গণিক বিবাহ

১৭৭ নং অপার সার্কুলার রোড্ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় জানাইয়াছেনঃ—

গত ২৬শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, নোয়াখালির সিভিল সার্জেন্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্.বি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুলাল সরকারের শুভবিবাহ কৃষ্ণনগর নিবাসী, ৺পুর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺জগৎ কুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মায়ারাণী দেবীর সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রপক্ষ বারেন্দ্র, পাত্রীপক্ষ দক্ষিণ রাঢ়ীয়।

৪। শ্রাদ্ধ

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

ইদিলপুর কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার অধীন দক্ষিণ-বিক্রমপুরস্থিত আকৃসা গ্রাম নিবাসী, শ্রীযুক্ত রাসমোহন রায় ভৌমিক দেববর্ম্মা মহাশয়, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে গত ৪ঠা চৈত্র তারিখে নিজ বাড়ীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। রাসমোহন বাবুর মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিলে, রাসমোহন বাবু ক্ষত্রিয়াচারে ভাতের পিণ্ডদানে শবদাহন করিয়া তদনুসারে পুরক পিণ্ড দিতে থাকেন। আকৃসা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বহু সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণগণের বাস। যাহাতে রাসমোহন বাবু ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

করিতে না পারেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন এবং ক্রমে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত জানাইল যে তাহারা ঐরূপ শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিতে পারিবে না। তখন রাসমোহন বাবুও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইদিলপুর কায়স্থসভার সাহায্যের জন্য চিঠি লিখেন। অনতিবিলম্বে শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ, পুরোহিত ঠাকুরকে তথায় পাঠান হয় এবং কায়স্থসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু রায় বর্ম্মা, মিরবহর ও আকৃসা যান। তৎপর ধোপা ও নাপিতসহ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা ও সিঙ্গারডাহা নিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আকৃসা প্রেরিত হন। কোন পুরোহিত না পাইলে ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীতও শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে রাসমোহন বাবু কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে শ্রাদ্ধদিবসের পূর্ব্বেই বিক্রমপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন এবং রাসমোহন বাবুর গুরু, ঢাকা জিলার দুয়ালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার পুত্র ও ভাগিনেয় সহিত আকৃসা উপস্থিত হন। অবশেষে রাসমোহন বাবুর পূর্ব্ব-পুরোহিত শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র মুখটী আসিয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, এবং তিনিই কার্য্য করেন। পরে ধোপা নাপিতগণও আসিয়া যোগদান করে। আকৃসা গ্রামে কায়স্থদের দুইটী দল ছিল এবং তাহাদের মধ্যে বহুদিন যাবৎ গুরুতর মনোমালিন্য চলিতেছিল। ইদিলপুর হইতে প্রেরিত সতীশ বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং বিঝারী নিবাসী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার কর এবং তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন কর মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে বহুদিন পরে দুই দলের কায়স্থগণ পূর্ব্ব মনোমালিন্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া যাহাতে রাসমোহন বাবুর বাড়ীর কার্য্য সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। রাসমোহন বাবুর আয়োজন তেমন ছিল না, কিন্তু শ্রীযুক্ত মহানন্দ সোম, সীতানাথ ঘোষ এবং বসন্ত কুমার কর এবং অন্যান্য কায়স্থগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া ৪ঠা চৈত্র তারিখেই উদ্যোগ করিয়া বৃষোৎসর্গ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অন্যান্য গ্রামস্থিত প্রায় ৪০ জন ব্রাহ্মণ, ৬৫০ জন কায়স্থ, দেড়শত দরিদ্র নারায়ণ এবং শতাধিক মুসলমান পরিতোষের সহিত ফলাহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাসমোহন বাবুর মাতৃদেবীর পুণ্যফলে আকৃসা গ্রামের কায়স্থদের বহুদিনের দুইটী বিরুদ্ধদল মিলিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশবাবু কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেব বর্ম্ম মহাশয় লিখিতেছেন,—

(১) সদরপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে বিগত ২রা চৈত্র বুধবার ফরিদপুর জেলার চারিরসী গ্রামে উক্ত সমিতির সহকারী সম্পাদক ৺অমর চাঁদ দেববর্ম্ম সিকদার মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। অমরচাঁদ বাবু বাইশরসী শিবসুন্দরী একাডেমির একজন শিক্ষক ছিলেন। উক্ত স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে করিয়া অভিভাবক স্বরূপে তিনি ফরিদপুর গিয়াছিলেন। বিগত ১৯শে ফাল্গুন রাত্রিশেষে নিদ্রিতাবস্থাতেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। পুত্র শ্রীমান্ হরিপদ প্রাতে পিতাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া গাত্র স্পর্শ করিয়া জানিতে পারে, তাহার স্নেহময় পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। তখন সে পিতৃশোকে হতচেতন হইলে উপস্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা, ফরিদপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহ রায় বর্ম্ম বি, এল, ভাঙ্গা আর্য্য-কায়স্থ সভার ও সদরপুর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম উকীল প্রভৃতি সহৃদয় মহাশয়গণের প্রবোধবাক্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া উক্ত শ্রীমান্ পিতার শবদেহ কয়েক ঘণ্টার জন্য শয্যায় রাখিয়া অমিত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শেষ পরীক্ষার কাগজ লিখিয়া দিয়া আসিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে। এই বালকটী অত্যন্ত দরিদ্র, উক্ত শিবসুন্দরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের এবং কতিপয় বদান্য ব্যক্তির অর্থসাহায্যে এই শ্রাদ্ধ যথারীতি ত্রয়োদশাহে সম্পাদিত হইয়াছে। জগদীশ্বর উক্ত সিকদার মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী এবং পিতৃহীন এই অনাথ বালকের শোক সন্তপ্ত চিত্তে শান্তি প্রদান করুন।

(২) বিগত ৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অধীন রামনগর গ্রামে রায় কেশবানন্দ বসু (মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মাতুল) বংশীয় রামনগরের বসুবংশের সর্ব্বপ্রাচীন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু বর্ম্ম মহাশয় যথারীতি ক্ষত্রিয়োচিত বিধানে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামনগর, গোপালপুর, দুলারডাঙ্গী, কুঞ্জনগর, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু কায়স্থ এবং নানাস্থান হইতে বহু আত্মীয় স্বজন যোগদান করিয়া কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

(৩) বিগত ১[illegible]ই চৈত্র আর্য্য-দত্তপাড়া (ফরিদপুর) নিবাসী, স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র দেববর্ম্ম মহলানবীশ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺এলোকেশী দেবীর আদ্যকৃত্য, তদীয় দেবরপুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দেববর্ম্ম মহলানবীশ মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

সাহেবগঞ্জ—(সাঁওতাল পরগণা) হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বর্ম্ম রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

বিগত ২৯শে চৈত্র মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জগতাই গ্রামে ৺গোবিন্দ বন্ধু বর্ম্মনন্দী মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র শ্রীমান প্রহ্লাদ চন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক, কুলপুরহিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র বাব মহাশয়ের পৌরহিত্যে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী গীতা পাঠে বৃত হইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ এবং স্বজাতিবৃন্দ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইয়া এবং ভোজন ও বিদায় গ্রহণ করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মূলঘর (খুলনা) হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন:—

বিগত ৩০শে চৈত্র মূলঘর নিবাসী, ৺চন্দ্রকান্ত দাষ বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ এবং গ্রামস্থ সমস্ত কায়স্থই যোগদান করিয়াছিলেন।

বনোয়ারী নগর (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দত্ত বর্ম্ম মহাশয় লিখিয়াছেন,—

তাড়াশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের তরফের সুযোগ্য ম্যানেজার বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজের নবরত্ন পাড়ার রায়-বংশোদ্ভব ৺কৃষ্ণলাল রায়বর্ম্ম মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে বিগত ১৫ই বৈশাখ, তাঁহার বনোয়ারীনগরস্থ বাসাবাটীতে সমারোহের সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গোপালনগর, ডেমরা প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ জমিদার ও পণ্ডিতগণ এই শ্রাদ্ধে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের এইরূপ সার্ব্বজনীন উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতাই বর্ত্তমান রুগ্ন, ক্ষত ও ক্ষীণ হিন্দুসমাজের একমাত্র মহৌষধি।

অনুপবীতি কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

খুলনা জেলান্তর্গত নন্দনপুর হইতে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেনবর্ম্ম মহাশয় জানাইয়াছেন,—

নন্দনপুর নিবাসী, ৺রাইচরণ সেন বর্ম্ম (বাসুকীগোত্র, 'দিগঙ্গা'র সেন) মহাশয়ের আত্মকৃত্য এবং (২) পানটীর বিখ্যাত করবংশীয় (বর্ত্তমানে) নন্দনপুর নিবাসী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কর মহাশয়ের পত্নী ৺ আশালতা দেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্বজাতি-সেবকের দুঃসময়

নিমতিতা জগতাইনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার দাদা মহাশয় একজন বারেন্দ্রকায়স্থ। ইনি সুকবি, সুলেখক ও সাহিত্যিক। কায়স্থজাতির উন্নতি কল্পে ইঁহার ঐকান্তিকী সাধনার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা কায়স্থ তত্ত্বালোচনা ও কায়স্থ-পত্রিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট ইনি সুপরিচিত। বর্ত্তমানে ইনি নানা-রকম জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত; বার্দ্ধক্যে বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া এখন স্বাস্থ্য একেবারেই ভঙ্গ হইয়াছে। ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেও এখন আর তিনি সমর্থ নহেন। সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দ! আপনারা যদি কৃপাপরবশ হইয়া এই নিঃস্বার্থ স্বজাতি-প্রেমিকের এই দারুণ বিপন্নাবস্থায় আপনাদের সাধ্যমত কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করেন, তবেই তাঁহার কঠিন ব্যাধির কোনমতে চিকিৎসা ও আবশ্যক পথ্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে। এই বিপন্ন একনিষ্ঠ কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারককে সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থ-পত্রিকার প্রত্যেক পাঠকপাঠিকা এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রত্যেক সভ্য মহোদয়-সমীপে সানুনয়ে প্রার্থনা জানাইতেছি, যাঁহার যেরূপ সাধ্য ও অভিরুচি হয়, সাহায্য করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার সহায়তা করুন। মহানুভব কায়স্থ-সন্তানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যাহা সাহায্য করিতে চাহেন তাহা তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আপনাদের সহৃদয়তার দান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পোঃ নিমতিতা, গ্রাম জগতাই—এই ঠিকানায় তাঁহার নিজনামে অথবা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বর্ম্ম রায়, সাহেবগঞ্জ, সকরিগলি পোঃ, ই, আই, আর, মিউনিসিপাল অফিসের ঠিকানায় পাঠাইলে তিনি তাহা পাইবেন।

পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী
চিত্রগুপ্তধাম—বীরভূম।

বিদায় ও আহ্বান।

(১)

কল্পনায় রূপের তরঙ্গ তুলি' আসে হেসে নূতন বরষ।
নরনারী নিত্যনব আকাঙ্ক্ষায় পেতে চায় নবীন পরশ॥
ভাবে মনে—জীর্ণ পুরাতন আর দিবে কি বা অমূল্য রতন।
সব তার করিয়াছি আস্বাদন, শুষ্ক উহা মরুর মতন॥
আন্দোলিয়া কিশোরীর কমকায়, এ নবীনা সোহাগ জানায়।
আশাভরা-যৌবনের রূপ-ডালি অপরূপ অলক্ষ্যে নাচায়॥
প্রবীনার গলিত সুষমারাশি নাহি পারে আকর্ষিতে মর্ম।
তবে কেন স্মৃতির বেদনা তার সহে নর আর অকারণ॥
তাই ডাকে—নবীন অতিথি এস, ঢাল শান্তি, তপ্ত স্মৃতি' পরে।
দাও তৃপ্তি, প্রেমের প্রলেপ তব, ক্ষত নাশি' কিসলয় করে॥

(২)

হে মানব, তুমি কি দেখ নি' কভু নবাগত হয় পুরাতন।
আজ যাহা রূপের প্রভায় করে চমকিয়া নয়ন রঞ্জন॥
কাল-গর্ভে একে একে হবে সেই বার্দ্ধক্যের পতিত দশায়।
হেয়, ঘৃণ্য, সবাকার উপেক্ষিত, অদৃষ্টের ক্রুর তাড়নায়॥
তবে কেন নূতনের মোহাবর্ত্তে বার বার হও নিপতিত।
দেখ ভেবে পরিণামে সবে এক, নামরূপ উপাধি-বর্জ্জিত॥
জগতের আদি নাই অন্ত নাই, স্রষ্টা, সৃষ্টি অনাদি অনন্ত।
আজ যাহা জড় নামে পরিচিত, কাল সেই হবে প্রাণবন্ত॥
তাই বলি—প্রাচীনে বিদায় দিয়া, মত্ত কেন নবীন-আহ্বানে।
বিশ্লেষণে ফুটিয়া উঠিবে তত্ত্ব, ভেদ নাই নবীনে পুরাণে॥

(৩)

আজ যেবা সুকুমার-কান্তি ল'য়ে শিশুরূপে করে পদার্পণ।
কাল তারে জরাগ্রস্ত স্থবিরের ক্লিষ্ট-সাজে করিবে দর্শন॥
আজ যারে বরণ করি'ছ নর সুমঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া।
কাল তারে বিদায় করিতে হ'বে অশ্রু জলে বক্ষ ভাসাইয়া॥

নূতনের আশু-সুখে সুখী নর, পদে পদে পাইছ বেদনা।
তবু তুমি আকাঙ্ক্ষার মোহ-পাশে বদ্ধ পুনঃ এ কি বিড়ম্বনা॥
হে নবীন, পুরাতন নবরূপে, মুগ্ধ কেন কর ছলনায়।
সনাতন, অখণ্ড তুমি যে কাল, কে খণ্ডিত করিবে তোমায়॥
বলবান এ জগতে তুমি কাল, কুক্ষিগত সকলি তোমার।
নিত্য-নব, চির-পুরাতন তুমি, ও-রহস্য গোচর কাহার॥

(৪)

দৃঢ় ব্রতে পুরাতন ভিত্তি'পরে নবীনের কর উদ্বোধন।
ভারতের অতীত অধ্যাত্ম-পীঠে বিজ্ঞানের মন্দির গঠন॥
আপনার প্রাচীন গৌরব ভুলি' কোন জাতি নহে প্রতিষ্ঠিত।
আভিজাত্য নিজবংশ মহিমার কোন্ নর না করে কীর্ত্তিত॥
ইতিহাস কাল-বক্ষে গাথিয়াছে পুরাতন কীর্ত্তিকথারাশি।
হে নবীন, অনিন্দ্য তোমার মুখে ফোটে যেন গৌরবের হাসি॥
তাই বলি নবাগত, হে অতিথি, পুরাতনে কর অধিষ্ঠান।
পুণ্য-স্মৃতি তার রাখি' হৃদি-মাঝে নব বলে হও বলীয়ান॥
নাহি কাজ বিসর্জ্জন, আবাহনে যা'হবার হ'ক সে শাশ্বত।
কাল-চক্রে সকলি হ'বে লীন, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ-ও॥

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

পুস্তক-পরিচয় ও আলোচনা

১। স্বাস্থ্য-সমাচার মাসিকপত্র, ১৬শবর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৪। স্বাস্থ্য-সমাচার বিগত ১৫বর্ষ ধরিয়া দেশের প্রধান আবশ্যক বিষয়ে যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছে। ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু, এম, বি, মহাশয়ের সম্পাদকত্বে এই পত্রিকার উপকারিতা ও গৌরব দিন দিন দেশের লোকের মনে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যথার্থই সুখী আছি। তিনি মাত্র স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা লিখিয়া বা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহেন; সর্ব্বদাই এই দেশের নষ্টস্বাস্থ্যের কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে এবং করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া এই পত্রিকায় ও নানা পুস্তিকা ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম-গৃহ-পঞ্জিকা নামক সমাদরণীয় বিশিষ্টতাপূর্ণ পঞ্জিকাতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, দেশের স্বাস্থ্য-শক্তি ও

জাতীয় জীবন-বিজ্ঞান, রক্ষা, অর্জ্জন ও আলোচনা করা সম্বন্ধে আলোচনা করা। দেশের কয়েকজন স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিশারদ মনীষী এই পত্রে ধারাবাহিক-রূপে চিন্তাশীল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

এই বৈশাখ সংখ্যা খ্যাতনামা ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ক্ষুদ্র অথচ সরস ও শিক্ষাপ্রদ 'পুরাতন স্বাস্থ্য-সমাচার', বহু উপাধিধারী ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাঃ নরেন্দ্রকুমার দাস মহাশয়ের ধারাবাহিক "জীবন-কল্যাণ" নামক প্রবন্ধে 'পাণের অপকারিতা', সুপণ্ডিত ডাঃ রমেশ চন্দ্র রায়ের 'রাজ-যক্ষ্মা' সম্পাদকের "গাবস্ত্রৈলোক্য মাতরঃ" শীর্ষক কবিতা, ডাঃ পঞ্চাননবসুর ' শিশু ও মাতৃমঙ্গল" বন্ধুবর রায়সাহেব দিবাকর দে মহাশয়ের ''গো-সেবা', ব্যস্তবাগীশ ডাক্তার মহাশয়ের "ব্যায়াম'' নামক উপাদেয় এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজিতে পূর্ণ। কায়স্থ-পত্রিকার পরিসর অল্প না হইলে এই সকল প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আনন্দিত হইতাম—সাধারণ পাঠকগণও 'জীবন-কল্যাণ' 'শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল,'—'বাস্তবাগীশের 'ব্যায়াম' নামক প্রবন্ধ কয়টি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইতেন। বিশেষজ্ঞ লিখিত 'রাজ-যক্ষ্মা' নামক প্রবন্ধ অনুসন্ধিৎসুগণের পাঠ্য—'ডিস্‌পেপ্‌টিকের ডায়েরী' নামক কবিতা এবং কলিকাতা 'দীপালি সঙ্ঘ' নামক স্ত্রী ব্যায়াম সমিতির কথা-ও সময়োপযোগী—''পারস্পরিক হরণ'' ও 'মন্বন্তরে নেতা' নামক সচিত্র কবিতাদ্বয়—আনন্দ ও শিক্ষাপ্রদ। বৈশাখ সংখ্যার প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদকের কৃতিত্ব বিশেষ অনুমেয়। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটের অঙ্কিত আদর্শ নরনারীর চিত্র যেন বাঙ্গালায় অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে দৃষ্ট হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

২। উলা বা বীরনগর শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফী প্রণীত—কলিকাতা ২৭।৪, রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, বহুবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৩ সাল। ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৭১ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয় উলা বা বীরনগরের সুবিখ্যাত ও সম্মানীয় মুস্তৌফীবংশের অন্যতম শিক্ষিত সন্তান। উলা বা বীরনগরের কোন ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে, এই প্রখ্যাতনামা মুস্তৌফীবংশের কোন ধুরন্ধর বা মনীষী কর্ত্তৃক হইলেই ভাল হয়। কারণ উলার ইতিহাস বলিতে গেলে উলার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশ, বসু বংশ ও মিত্র মুস্তৌফী বংশের ইতিবৃত্ত বহুল পরিমাণে উহাতে বর্ণিত থাকাই আবশ্যক। কায়স্থজাতির

একটা বিশেষত্ব যে তাঁহারাই চিরদিনই লিপিকার—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ঘটক মহাশয়গণ বংশমর্য্যাদা বা অনুক্রমণিকা লিখিয়া রাখিতেন ও কীর্ত্তন করিতেন—কিন্তু বর্ত্তমানকালের ইতিহাসের ন্যায় উহা লিখিত ছিল না—সর্ব্বপ্রথমে বহরমপুরের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ৺রামদাস সেন এবং পরেও ৺রাজা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার (আমাদের কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি) ও রায় বাহাদুর মনীষী রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়গণ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ ও আবিষ্কারে অগ্রণী। সেই জন্য উলার কায়স্থকুলের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী মহাশয় উলা বা বীরনগরের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন—ইহা শোভন ও উপযুক্ত হইয়াছে।

যদিও গ্রন্থকার পুস্তক-মুখবন্ধে জানাইয়াছেন, 'এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিবার চিরন্তন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, এ পর্য্যন্ত উলা সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে কোন প্রকারে উপস্থিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি।' তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁহার শ্রম স্বার্থক হইয়াছে। কারণ ইহা সত্য যে, যদি কেহ আজকালকার ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি-অবলম্বনে উলা বা বীর-নগরের একখানি বৃহৎ ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে এই দুষ্প্রাপ্য বিবরণগুলি তাঁহার বিশেষ সাহায্যে আসিবে।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—১৮৮০ খৃঃ উলার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের অন্যতম পূর্ব্ব-পুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ডাকাতি হয়, এই ডাকাইতগণ না কি সে কালের বিখ্যাত দস্যু সর্দ্দার 'বদে বিশে' বা বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথের অধীনস্থ দল। বাড়ীর কর্ত্তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও পল্লীর যুবকদলের সাহায্যে এই ডাকাইত দলকে মহাদেবের বাড়ীর উঠানে আবদ্ধ করিয়া ধরা হয়। দস্যুদলের সহিত যুদ্ধে গ্রামবাসী ৯ জন লোক নিহত হইয়াও ২৮ জন দস্যুকে ধরিয়া ফেলে—১৮০০ খৃঃ ১০ই জুন Court of Circuit এ, তৃতীয় জজ্‌ ক্যামাক সাহেবের এজ্‌লাসে ইহাদের বিচার হয়—১৭ জন দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় যাবজ্জীবন কারাবাস ও দ্বীপান্তরের দণ্ডে তাহারা দণ্ডিত হয়। এই ক্যামাক সাহেবের প্রস্তাবেই 'আহাম্মক'পূর্ণ গ্রাম বলিয়া তখনকার কালের পরিচিত উলা গ্রাম 'বীরনগর' নামে অভিহিত ও সম্মানিত হয়। গ্রন্থকার মুখবন্ধে জানাইয়াছেন যে, ১৮০০ খৃঃ ডাকাইত ধরা উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট

কর্ত্তৃক উলার 'বীর নগর' নামকরণ হইলেও উহা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মুস্তৌফী বাড়ীর 'শিবেশনী ডাকাইত' ধরা পড়ার পর হইতে ঐ বীরনগর নামটি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইল এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইল।

এই পুস্তকের ২০টি অধ্যায়ে—প্রাচীন পরিচয় ও ইতিহাস, মহামারী, ঝড় ও দুর্ভিক্ষে গ্রামের পরিবর্ত্তন দেবতার স্থান ও মন্দিরাদি সৌধ, সাধক-উলাচণ্ডী পূজা ও অন্যান্য পার্ব্বণ, গ্রামের আমোদ প্রমোদ ও রসিকতা, উলুই পাগল, ভোজন-বিলাসী, শিক্ষা, শিল্প, কলাবিদ্যা, ব্যায়াম, বিজ্ঞানাদির কথা, কৃষি-পণ্য ও হাট-বাজার জলাশয়াদি প্রভৃতির তথ্যের নানা সংগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ—আদালৎ, পুলিস, ডাক, রেল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক, পাঠাগার, পল্লীমণ্ডলী ও সেবাসমিতি প্রভৃতির কথা, উলার জমীদারগণের এবং প্রাচীন বংশাবলী ও গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা আলোচিত হইয়াছে। উলার মুস্তৌফী বংশ ও বসু বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ ও খাঁ বংশ প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রতিষ্ঠ। বর্ত্তমানে ঘোষবংশীয় প্রখ্যাতনামা উকীল ৺কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ মহাশয়ের বংশীয়গণের সোভাগ-সূর্য্য সমুদিত—তাহারাই এখন উলার বড় জমীদার। গ্রন্থকার বহু যত্ন-আয়াস স্বীকার করিয়া উলা বা বীরনগরের এই ইতিবৃত্ত খানি নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে এই প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিশালী পল্লীর সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়—পুস্তকখানি পড়িতেও মনোরম—কিন্তু আক্ষেপ হয়—হায়! বঙ্গদেশের কতই না সমৃদ্ধ গ্রাম, নগর ও পরগণা, মহামারী ও ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে পতিত হইয়া এইভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে ও হইতেছে! উলার ১৮৭২ খৃঃ লোক-সংখ্যা ৪৫০০, ১৯২১ খৃঃ উহা ২৩০৫ জনে দাঁড়াইয়াছে! ৫০ বৎসরে গ্রামখানি অর্দ্ধমৃত! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ করিতেছি। বীরনগরের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া তিনি উলার বা বীরনগরের অন্যতম উপযুক্ত সন্তান বলিয়া গণ্য হইলেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবালয় ও কীর্ত্তি কলাপ সমূহের চিত্র, স্মরণীয় ও বরণীয়গণের প্রতিকৃতী এবং উলার পুরাতন সংস্থান রেখামানচিত্র, পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সুসাহিত্যিক সুজননাথের অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রাচীন গ্রামসমূহের কৃতি সন্তানগণ স্বীয় জন্ম বা আবাস গ্রামের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া যদি মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের কতই না সুবিধা হয়!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ অধিবেশনের (Emergent meeting) কার্য্যবিবরণী।

১৯শে পৌষ (১৩৩৩), ৩রা জানুয়ারী (১৯২৭),
সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।
স্থান—সভার কার্য্যালয়, ২০৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত (সভাপতির আসনে)
,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
,, সুরেশচন্দ্র গুহ
,, হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা
,, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্মরায়
,, রসিকলাল দেববর্ম্মা
,, গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
,, রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ
,, সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা সম্পাদক)
,, কেদার নাথ দেব বর্ম্মা
,, মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা
,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
,, যতীন্দ্র নাথ দত্ত
,, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, (সম্পাদক)
,, সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ
,, নীতিশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম্, এ, বার-এট্ ল
,, মণীন্দ্র মোহন বর্ম্ম মজুমদার
,, সুরেন্দ্র লাল দেববর্ম্মা
,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা (প্রচারক)
,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)
,, বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী (দর্শক)
,, নগেন্দ্র নাথ ঘোষ বর্ম্ম (ঐ)
,, অখিল চন্দ্র পালিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ
,, আশুতোষ দত্ত (ঐ)
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার বি-এ, (ঐ)

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম নির্দ্ধারণ—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (সিদ্ধযোগ ঔষধালয়)। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

(খ) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার ; ডাঃ অভয় কুমার সরকার ; ডাঃ কেদার নাথ দত্তবর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দত্ত বর্ম্মা ; ডাঃ শরচ্চন্দ্র গুহবর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র নিয়োগী ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা (মোক্তার)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন।

(গ) শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার বসু ; শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর বসু ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দেব সরকার ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্র ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বি-এ ; শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বসু বি-এ ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব বি-এ ; শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এম-এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা (প্রচারক), সমর্থক—শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

(ঙ) শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বসু (উকীল) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু (ওভারসিয়ার) ; শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী বসু ; শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ দত্তবর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গুহবর্ম্মা নিয়োগী ; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেববর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত প্যারীলাল বর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক), সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

(চ) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস বি-এল্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

(ছ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস বর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা ;
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখন লাল বিশ্বাস বর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার বিস্তারত্ন।

(জ) শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার বসু।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি বিস্তারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী ;

(ঝ) শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় চৌধুরী ; ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষবর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত রজনীমোহন দত্ত আয়ান বর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস ; শ্রীযুক্ত-অশ্বিনীকুমার দত্তবর্ম্মা ; শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন (student) ; শ্রীযুক্ত-সতীশচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নাগ বি-এল ; শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ ; শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এস্-সি ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী ;

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা (প্রচারক), সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিস্তালঙ্কার।

এই সকল প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মিলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ মহাশয় প্রস্তাব করেন—১৭।৯৩৩ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবিত মিলন-সমিতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ ; পি, আর, এস্ ; সি, আই, ই, এবং সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি, এল মহাশয়দ্বয় সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে (উক্ত মিলন-সমিতির) সদস্ত হউন।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং আরও স্থির হয় যে, প্রতিনিধিদ্বয় এক মাস কালমধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট তাঁহাদের চেষ্টার ফল লিখিত ভাবে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহাদিগকে এই মন্তব্যের প্রতিলিপি অবিলম্বে প্রেরণ করা হউক এবং বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কেও মন্তব্যের প্রতিলিপি প্রেরিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর)—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর)—শ্রীকিরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ { ২য় সংখ্যা

রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে দিনাজপুরের রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ গত ২৯ শে অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন। অন্ত সেই পুণ্যশ্লোক মহা-মানবের অলৌকিক ধর্ম্মশীলতার পরিচায়ক দুই একটী কথা আপনাদিগকে বলিব।

(১) বাল্য-জীবন, শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তা

১২৫৭ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ জনপদ পাঁচথুপি গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের এক মহাবংশে পরম ভাগবত স্বর্গগত জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের ঔরসে রাধাগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ৺জগৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলন। তিনি প্রৌঢ় বয়সে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করিয়া ৫০ বর্ষ ৺ বৃন্দাবন ধামে বাস করেন। তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র কর্ত্তৃক তাঁহার একখানি জীবন-চরিত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহাতে জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অলৌকিক বৈরাগ্য ও অহেতুকী ভগবদ্ ভক্তির অনেক কাহিনী আছে। রায় সাহেব মহাশয় তাঁহার জনকের বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি উত্তরাধি-কার সূত্রে অনেকটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। তিনি সংসার ত্যাগ না করিলেও চিরদিন অনাসক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

শৈশবে তিনি দিনাজপুরের রায় সাহেব স্বর্গীয় কমললোচন ঘোষ রায় মহোদয় কর্ত্তৃক পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। ১২৭১ সনে কমললোচন স্ববংশের

অনুরূপ কন্যার সহিত বিপুল সমারোহে পুত্রের বিবাহ করাইলেন। তাহার অল্পকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করিলে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে রাধাগোবিন্দ বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। তরুণ বয়স, তাহাতে অকস্মাৎ অতুল বিভব প্রাপ্তি এরূপ অবস্থায় সঙ্গদোষে এবং যৌবনের স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশে তাঁহার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, রাধাগোবিন্দ সেই সুকুমার বয়সেও সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্মপথ হইতে রেখা-মাত্রও বিচলিত হন নাই। ঐ তরুণ বয়সেই তিনি অতীব ধীমান্ ও ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, পিতা আমাকে তাঁহার প্রচুর বিষয় ও পৈতৃক দেবসেবাদি রক্ষার জন্য সেবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই কর্ত্তব্যই পালন করিব, আমি ত বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করি নাই, আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত কোনরূপ বিলাস-ব্যসনে এই সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও আমি ব্যয় করিতে পারি না। সারাজীবন তিনি এই নীতিই পালন করিয়াছেন। বাল্যে মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন এবং সারাজীবনই জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছেন। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত কৈশোর হইতে মৃত্যুর প্রাক্কালে পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের একটী দিনও জ্ঞানচর্চ্চা বা ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত ব্যয়িত হয় নাই। তিনি সংস্কৃত, আরবী ও ফারসি ভাষা জানিতেন, ইংরাজিও কিঞ্চিৎ জানিতেন। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ ও নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রে তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। বস্তুতঃ কায়স্থকুলে তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ তৎকালে কেহ ছিলেন না। শাস্ত্রচর্চ্চার সুবিধার জন্য দুই তিনজন বিচক্ষণ পণ্ডিত সততই তিনি নিযুক্ত রাখিতেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনন্দন সিংহ বেদান্তবাগীশ ভাগবতভূষণ মহাশয় প্রায় ৪০ বৎসর তাঁহার গৃহে ছিলেন। কায়স্থপণ্ডিত বলিয়া রায় সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় জমিদারী ষ্টেটে অন্য কোন কার্য্য করিতেন না, কেবল শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন মাত্র ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পড়াইতেন। মৃত্যুর প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে রায় সাহেব বিপত্নীক হন এবং গ্লোকুমা রোগে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হন। অন্ধ হওয়ার পরেও দুই তিনজন পণ্ডিত প্রায় সমস্ত দিনই তাঁহার নিকটে বসিয়া নানা দুরূহ শাস্ত্র পাঠ করিতেন, রায় সাহেব মধ্যে মধ্যে দুই একটী দুর্ব্বোধ্য কথার মীমাংসা স্বয়ংই করিয়া লইতেন। পোষ্যপুত্র প্রায়শঃ ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ বা চরিত্রবান্ হয় না, ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজা গিরিজানাথ, স্বর্গীয় রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ, টাকীর স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ

এবং চম্পানগরের মহাশয়জী তারকনাথ পোষ্যপুত্রের এই দুর্নাম সম্যক্ দূরীকৃত করিয়াছেন। বড় ঘরের ঔরস পুত্রগণের মধ্যেও ইঁহাদের তুলনা মিলে না। এই চারিজন মহাত্মাই কায়স্থকুলজাত; সুতরাং এ বিষয়ে কায়স্থজাতিকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

(২) তাঁহার প্রতিষ্ঠাবিমুখতা

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ কোনরূপ যশ বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না, প্রতিষ্ঠাকে ধর্ম্মজীবনের বিঘ্নকর মনে করিয়া সতত তাহা হইতে দূরে থাকিতেন। তিনি বলিতেন—"প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা"। ১৮৭৪ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রজার জীবন রক্ষার জন্য তাঁহার অসাধারণ দান ও লোকহিতৈষণা দর্শনে প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কখনও ঐ উপাধি ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার যে 'রায় বাহাদুর' উপাধি ছিল তাহা তাঁহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকেই জানিতেন না। নবাবী আমল হইতে তাঁহার পিতৃপিতামহের যে 'রায় সাহেব' উপাধি ছিল তাহাই লোকে জানিত। ১৮৮২ সালে তাঁহার রাজা উপাধি পাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই উপাধি লইতে সম্মত হন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি দর্শনে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে "ভক্তিভৃঙ্গ" "ভাগবতভূষণ" প্রভৃতি নানা উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিনয় ও ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। "নিঃশেষাগম শুদ্ধবোধ বিভব" রায় সাহেবকে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দিতে চাহিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠাবিমুখ বিনীত চিত্ত তাহাও গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিনি কখনও কোন সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন না। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভাতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বালকগণের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে তিনি প্রতি বর্ষে এক সহস্র টাকা দান করিতেন। সকলে তাঁহাকে ঐ সভার সভাপতি পদে বরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। পরবর্ত্তী বর্ষে সকলে পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি সভাপতি হইতে পারিব না, আপনারা যদি এ বিষয়ে এরূপ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, তবে আমি যে সামান্য অর্থ সাহায্য করিতেছি তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইব।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শরদিন্দুনারায়ণ বহু চেষ্টা করিয়াও জীবদ্দশায় তাঁহার ফটোগ্রাফ লইতে পারেন নাই। নিজ আকৃতির চিত্রপট লোকচক্ষুর গোচরে

আনা তিনি আত্ম-বিজ্ঞাপন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবৎ প্রেমের সামান্য আভাসও কেহ তাঁহার সহিত প্রথম আলাপে ধরিতে পারিতেন না। এমন সাবধানতার সহিত তিনি সতত আত্ম-গোপন করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতেন।

গোলকগত মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের, ২৫।৩০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত Lord Gouranga 1st Vol (First Edition) পুস্তকের যেখানে ৺ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের উল্লেখ ছিল, সেই পত্রের পাদটীকায় 'রায় সাহেব মহাশয় বাসুদেব ঘোষের উপযুক্ত বংশ ধর পরম ধার্ম্মিক,' এইরূপ ৩ লাইন লেখা ছিল। (Lord Gouranga First Edition দ্রষ্টব্য)। রায় সাহেব মহাশয় মহাত্মা শিশিরকুমারকে অনুরোধ করায় উক্ত পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে ঐ পাদ-টীকাটি উঠিয়া যায়। তিনি প্রতিষ্ঠার এতই বিরোধী ছিলেন। সর্ব্বদাই বলিতেন, "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, হরিভজনের প্রতিকূল।"

(৩) তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা

তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন। দুইটী পুত্র জাত হইলে ২৮শ বর্ষ বয়সে রায় সাহেব উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী হইলেন। তদবধি একদিনের তরেও তিনি অন্তঃপুরে শয়ন করেন নাই। দুইটী পুত্র হইয়াছে, অতএব পিতৃঋণ শোধ হইয়াছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্"—তাহা ত হইয়াছে, পত্নী সাহচর্য্যের আর প্রয়োজন কি? এক্ষণে জীবনের অবশিষ্ট কাল একান্ত-মনে ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ সেবাই করণীয়। এমন জিতেন্দ্রিয়তা, এমন ধর্ম্ম-শীলতা কে কবে দেখিয়াছে? এরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসোপকরণের মধ্যে এমন উর্দ্ধরেতা তাপস কে কবে দেখিয়াছে? তাঁর দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল, যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে এবং অনায়াসে তিনি এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই; বস্তুতঃ তাহা কেবল সেই সত্যব্রত ভীষ্মদেবের চরিত কথাই আমাদের স্মৃতিপথে আনয়ন করে। একমাত্র ভীষ্মচরিতই তাহার উপমাস্থল। শুকদেব ও ভীষ্মদেব আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চির-কৌমার্য্যের বিশেষ হেতু ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের ব্রহ্মচর্য্য অযোনি-সম্ভবত্ব বা প্রতিজ্ঞা-নিবন্ধন নহে, তাহা সহজাত। কেবল পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য, পরি-ণীতা ভার্য্যার প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য, ক্ষণিকের জন্য তাহা সংসারক্ষেত্রে

বিচরণ করিয়াছে। আর্য্যমানবের ভার্য্যাগ্রহণ কেবল ধর্ম্মের জন্য, পুত্র লাভের জন্য, পিতৃঋণ শোধের জন্য, ভোগের জন্য নহে—বিদ্বানগণ ইহা কেবল মুখেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যদ্বারা, চরিত্রদ্বারা এমন অক্ষরে অক্ষরে এই ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতে কে কবে সমর্থ হইয়াছেন? এই ধর্ম্মনীতি পালনে রায় সাহেব—রাধা-গোবিন্দ চিরভবিষ্যতের জন্য এক অনুপম উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। আহার ও বসন ভূষণ সকল বিষয়েই তিনি ঐকান্তিক নিস্পৃহতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহির্ব্বাটীতে তিনি সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সামান্য বস্ত্র, উত্তরীয় ও উপানহ মাত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। উচ্ছে-পটোল-কাচকলা শাক, আতপ তণ্ডুল ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মাত্র তাঁহার আহারের উপকরণ ছিল। সন্দেশাদি মিষ্টান্ন এবং আম্র, বেদানা প্রভৃতি সুরস ফল তিনি কদাচ খাইতেন না। নিজ বাগানে অতি উপাদেয় আম হয়, পুত্রদ্বয় কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াও তাঁহাকে একটী আম খাওয়াইতে পারিতেন না। তাঁহারা অনুরোধ করিলে বলিতেন—"জিতং সর্ব্বং জিতে রসে"—অর্থাৎ রসকে জয় করিতে পারিলে সকল বাসনাই জিত হয়। অতিথি অভ্যাগতগণকে সতত উপাদেয় খাদ্য পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছেন, বার্ষিক দেবোৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত নাগরিক ও দুঃখিজনগণকে সর্ব্বোত্তম ফল সন্দেশাদি, পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইতেছেন, কিন্তু নিজে কোন দিন একটী উপাদেয় ফল বা সন্দেশের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন না। রক্তমাংসের দেহ চিরকাল শত উপাদেয় আহার্য্য বস্তুর মধ্যে এমন ভাবে রসনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উদাহরণ আমরা ইতিহাসে পুরাণে খুঁজিয়া পাইনা। কত বড় মনোবল, কত বড় সংযম, কত বড় মানবত্ব, কত বড় দেবত্ব, কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রাণতা! একালেও মানুষ যে এমন সংযমী হইতে পারে, তাহা রায় সাহেবের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় যাহারা না পাইয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না।

তিনি কখনও ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। এতৎ প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একাদশীর উপবাসের দিন, দেহ রোগাক্রান্ত ও অতিশয় দুর্ব্বল, অগত্যা রাত্রিতে একটু দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দুগ্ধ মুখে দিয়াই পাত্রত্যাগ করিলেন, পান করা আর হইল না—ভৃত্য ভ্রমে দুগ্ধের মধ্যে চিনির পরিবর্ত্তে লবণ দিয়াছে। বড়কুমার শরদিন্দুনারায়ণ নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন, ভৃত্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলেন। রায় সাহেব তাহাতে অতীব দুঃখিত হইয়া কুমারকে বারণ করিলেন, আর

বলিলেন—“দেখ দুইটী পাপ হইল, লবণাক্ত দুগ্ধ মুখে দিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত এই বেচারিকে প্রহার করা হইল। ও ত ইচ্ছা করিয়া লবণ দেয় নাই, উহার ভুল হইয়াছে।—

উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যঃ প্রীতিবাস গু্ণৈঃসহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো লোপ বাসস্ত লঙ্ঘনে॥—

কেবল লঙ্ঘনে উপবাস হয় না, সর্ব্বপাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া উপবাস করিলেই উপবাসের ফল হয়, একথা কদাচ ভুলিও না।” ক্ষুধাক্লিষ্ট, দুর্ব্বল রাধাগোবিন্দ আহারে বঞ্চিত হইয়াও, অখাদ্য লবণাক্ত দুগ্ধ মুখে দিয়া অসাধারণ বিরক্তি অনুভব করিয়াও, ভৃত্যের অপরাধের কথা ক্ষণকালের তরেও অন্তরে স্থান দিলেন না। তাঁহার আহার উপলক্ষে ভৃত্য প্রহৃত হওয়াতে যে পাপ হইল সেই চিন্তাই তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল! কি অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতার কত বড় মহানুভবতা! কামক্রোধলোভমোহাদি সর্ব্বরিপু এই মহামানবের সমীপস্থ হইতে ভীত হইয়া দূরে অবস্থান করিত।

(৪) তাঁহার মহাপ্রাণতা।

তাঁহার মহাপ্রাণতার পরিচায়ক শত শত ঘটনা বহুকাল দিনাজপুরবাসীর স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ দুই তিনটী কথার অবতারণা করিব। একদা রায় সাহেবের ভবনে এক মহোৎসব উপলক্ষে কতিপয় কর্ম্মচারী সন্দেশাদি মিষ্টান্ন বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য পাত্রে ভরিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই অন্যায় কার্য্য লক্ষ্য করিয়া অপর একজন কর্ম্মচারী তাহা রায় সাহেবের নিকট বলিয়া দেয়। রায় সাহেব ইহা শুনিয়াই বলিলেন—“বাড়ী নেওয়ার জন্য পাতিলে ভরিয়া রাখিয়াছে? আচ্ছা সেই পাতিলগুলি নিয়ে এস দেখি, আর যে যে ইহা করিয়াছে তাহাদেরও ডাকিয়া আন। অবিলম্বে পাতিলগুলি এবং অপরাধী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নিকট আনীত হইল। কোন্ হাঁড়িতে কতটা মিষ্টান্ন আছে এবং কে তাহা সংগ্রহ করিয়াছে একে একে তাহা দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—‘দেখ, এই দিন সকলেই মিষ্টান্ন খেতে পেয়েছে, ইহারা সকলকে দিতেছে’, নিজরাও খেতেছে, কিন্তু বাড়ীতে ইহাদের ছেলে মেয়েরা খেতে পাচ্ছেনা, তাদের জন্য কিছু নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ত হইতেই পারে। এই পাতিলের মিষ্টান্ন কম হইয়াছে, উহার বাড়ীতে অনেক ছেলে মেয়ে, আরও সন্দেশ রসগোল্লা ইহাতে দিয়ে দেও। আচ্ছা, এই পাতিলটার এটা ঠিকই হয়েছে। ঐ পাতিলটাতেও কম হইয়াছে, আরো কিছু দেও।”

ইত্যাদিরূপ ব্যবস্থা করিয়া ঐ পাতিলগুলি তখনই উহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। যে কর্ম্মচারী নালিশ করিয়াছিল সে অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় সাহেব কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নার্হত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিলেন। নিজের পুত্রদ্বয়েরও উপনয়ন করাইয়াছিলেন, এজন্য অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিতেন। তাঁহাকে ক্রোধ শূন্য জানিয়াই তাঁহার নিন্দা করিতে সাহসী হইতেন। বস্তুতঃ রায় সাহেব তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর করিতেন না। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কাহারও সহিত তিনি কখনও তর্ক করিতেন না। জনৈক বড় অধ্যাপক রায় সাহেবের এষ্টেট্ হইতে -তাঁহার চতুষ্পাঠীর জন্য বার্ষিক এক শত কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইতেন। তিনি কায়স্থের উপনয়নের ঘোর বিরোধী; রায় সাহেবের গৃহে জল গ্রহণও বন্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি রায় সাহেব যথা সময়ে বৃত্তির টাকা পাঠাইয়া দিতেন। অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন এইবার বৃত্তি বন্ধ হইবে। ঐ বৃত্তি অদ্যাপি তাঁহার এষ্টেট্ হইতে তিনি পাইতেছেন। বিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৃত্তি লইতে যথাকালে উপস্থিত না হইলে তাঁহার বৃত্তি ডাকে পাঠাইয়া দিতেন। বিরোধী ব্রাহ্মণদের পোষাকতা করিতেছেন বলিয়া কেহ কেহ সময় সময় আপত্তি জানাইতেন। তদুত্তরে তিনি বলিতেন—“দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া ইঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন, সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা ইঁহারাই জীবিত রাখিয়াছেন, ইঁহাদিগকে পোষণ করা কর্ত্তব্য, হউননা কেন অমাদের উপনয়নের বিরোধী।” অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও দুই চারিটা শ্লোক মুখস্থ করিয়া তাহা আবৃত্তি করিয়া বড় লোকের নিকট বিদায় প্রার্থী হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিগণও রায় সাহেবের নিকট ২৲।৪৲ হারে উপস্থিত বিদায় পাইতেন। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—“একটা শ্লোকও শুদ্ধরূপে বলিতে পারেন না, শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, ইঁহারা বিদায় পাইতেছেন কেন? ইঁহারা ত পণ্ডিত নন?” রায় সাহেব তাহাতে বলিতেন—“কাহাকেও অপমান করিতে নাই, ভ্রম প্রদর্শন করিলে অপমান বোধ করিবেন, বিদায় পাওয়ার অযোগ্য বলিলেও মনে ব্যথা পাইবেন, দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন চারিটী টাকার জন্য,বঞ্চিত করা সঙ্গত মনে করিনা।” পণ্ডিতদের বার্ষিক বৃত্তির হার পাণ্ডিত্যের তারতম্যানুসারে ২৲, ৪৲ টাকা হইতে ১৫৲, ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল এবং বৎসরে পণ্ডিত বিদায়ে প্রায়

৬০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় হইত। বৈষ্ণব সাধুমোহান্তগণকেও তিনি প্রচুর বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন।

কোন ব্যক্তি বা ধর্ম্মের নিন্দা তিনি শুনিতে চাহিতেন না। কেহ কোন ব্যক্তির নিন্দা করিলে তখনই বলিতেন—"কেন, তাহার ত এই এই গুণ আছে, তাহাকে মন্দলোক ত বলা যায় না?" বস্তুতঃ তাঁহার কেবল গুণগ্রাহিতাই ছিল, কাহারও দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না। কোন ধর্ম্মমতের কেহ নিন্দা করিলেও তখনই বলিতেন—"না না, এই ধর্ম্মে এই এই উত্তম নীতি ও সাধন পথ আছে, কত কত শ্রেষ্ঠসাধক এই ধর্ম্মপথকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, ইহা কদাচ নিন্দনীয় নহে।" বগুড়া জেলায় তাঁহার নিজ জমিদারী মধ্যে মুসলমান প্রজাদের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে দুইটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে যে সকল মুসলমান প্রজা আসিতেন তাঁহাদের জন্যও নিজের বাড়ীতে একটী নামাজের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মেরই এক লক্ষ্য জানিয়া তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করিতেন। মুসলমান প্রজাদের জন্য দুইটি এণ্টান্সস্কুল স্থাপন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

(৫) তিনি প্রজাপালক আদর্শ জমিদার ছিলেন।

তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর মধ্যে কোথাও প্রজার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহার যথাশক্তি প্রতিকার করিতে তিনি কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। কোথাও শস্য হয় নাই, প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না সংবাদ পাওয়া মাত্রই আদেশ করিতেন—"এই বৎসরের খাজানা আদায় মাপ দেও।" অমাত্যরা কখনও কখনও আপত্তি করিয়া বলিতেন—"শস্য না হওয়ার অজুহাত সম্পূর্ণ সত্য নয়, এইভাবে খাজনা মাপ দিলে জমিদারী চলিবে কিরূপে?" তাহাতে রাধাগোবিন্দ উত্তর করিতেন—"কেন, আমাদের ত বেশ চলিয়া যাইতেছে, খাওয়া পড়া উত্তমভাবেই চলিতেছে, কোন কষ্ট হইতেছে না; কিন্তু উহারা খেতে পায় না, পুত্রকন্যাদি লইয়া কষ্ট পাইতেছে, খাজনা কিরূপে দিবে? উহাদের কষ্টের কথা ভাবিতে হইবে। কষ্ট না হইলে খাজনা দিতে কেন আপত্তি করিবে? প্রজারাও ত আমার পুত্র তুল্য, তাহাদিগকেও ত প্রতিপালন করিতে হইবে।" প্রজাগণ কোন প্রার্থনা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে প্রায় কখনও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিত না। বাকি খাজনার নালিশ করিবার আদেশ তিনি কখনও দিতেন না। এই সকল কারণে জমিদারীর আয়ের অর্দ্ধেক বা ত্রিচতুর্থাংশের বেশী কোন বৎসরেই পাইতেন না।

(৬) তাঁহার অতিথি বৎসলতা।

দূরস্থান হইতে অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলেই তাঁহার জন্য উত্তম ঘর, উত্তম শয্যা এবং একটী ভৃত্য নিয়োজিত হইত। যথা সময়ে প্রচুর জল-খাবার এবং উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইত। অভ্যাগত ব্যক্তি যতদিন গৃহে থাকিতেন, এক বেলার জন্যও তাঁহার সেবার সামান্যমাত্র ত্রুটী হইতে পারিত না। বৃদ্ধকালে অন্ধ অবস্থাতে দণ্ডে দণ্ডে সংবাদ লইতেন অতিথি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। যুগপৎ একশত জন অতিথি উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের সৎকারের সামান্য ত্রুটীও হইত না। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তাঁহার ঠাকুর মন্দিরের প্রাঙ্গনে শতাধিক বৈষ্ণব বৈরাগী পর্য্যন্ত আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন। এক একদিন ৪।৫ শত জনও উপস্থিত হইতেন। কান্তনগরের রাসের মেলায় ৩।৪ সহস্র অতিথিকে ৪।৫ দিন অন্ন দান করিতেন। একদা তাঁহার গৃহে উদাসী মঠের পঞ্চশতাধিক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছেন। এদিকে এক উচ্চ রাজপ্রতিনিধি তিন দিন পরে দিনাজপুরে আসিতেছেন। জেলার কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন এ সময়ে নগরে এত অধিকসংখ্যক সন্ন্যাসীর গতিবিধি ও ভিক্ষা সংগ্রহ হয়ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতে পারে, সুতরাং তাঁহারা জানাইলেন যে অবিলম্বে সন্ন্যাসীদের নগর ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাধাগোবিন্দ অভ্যাগত সন্ন্যাসীদিগকে কিরূপে বলিবেন যে "তোমরা আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও।" তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—"তবে এই সন্ন্যাসিগণ অদ্য হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত রায় সাহেবের গৃহেই থাকিবেন, তাঁহারা সহরে বাহির হইতে পারিবেন না।" রাধাগোবিন্দ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসিদল ৭ দিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া অসাধারণ অত্যাচার করিল, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে সকল সহ্য করিলেন, তাঁহাদের আহার ও ফরমাস যোগাইতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিলেন না, ইহাতে তাঁহার প্রায় ৩ হাজার টাকা ব্যয় হইল। বিদায় লওয়ার দিন সন্ন্যাসিদল রায় সাহেবের নিকট পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত জনপ্রতি ৮৲ হিসাবে রেল ভাড়া চাহিলেন। রায় সাহেব বলিলেন—"আমি অভ্যাগত জনগণকে সাধ্যানুযায়ী সেবা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু এরূপ পাথেয় খরচ দিবার নিয়ম আমার এখানে নাই, আমি তাহাতে অসমর্থ, আমাকে ক্ষমা-

করুন।" তখন সন্ন্যাসীরা অভিশাপের ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিলেন। সন্ন্যাসিদলের নায়ক বলিলেন—টাকা না দেও ত বর্ষকাল মধ্যে "মর যাওগে"। রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ উত্তরে বলিলেন—"মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিলেন, ভালই। আমি ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই রহিয়াছি, আপনাদের বাক্যই সফল হউক।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্তকো যথা॥ (মনুসংহিতা)

ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা করে আমিও তেমনই কালের প্রতীক্ষা করিতেছি।" তৎপর সন্ন্যাসিদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। রায় সাহেবের ন্যায় অতিথি-বৎসল ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(৭) তাঁহার ভক্তি ও তপস্যা।

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং দাস্যভাবের সাধক ছিলেন এবং এক শ্রীগোবিন্দের উপাসক ছিলেন। তিনি বলিতেন ঃ—

যথা তরোর্মূলো নিষেচনেন।
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধো ভুজোপশাখা॥
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাম্।
তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতে জ্যা॥

অর্থাৎ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলেই তাহার স্কন্ধ ও শাখা উপশাখা তৃপ্তিলাভ করে, যেমন প্রাণকে আহার দিলেই সর্ব্বেন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করে, সেইরূপ কেবল অচ্যুতকে অর্চ্চনা করিলেই সর্ব্ব দেবদেবীর অর্চ্চনা হয়। নিজ গৃহের শ্রীগোবিন্দবিগ্রহকে ত্যাগ করিয়া কোন মহাতীর্থে যাইতেও তাঁহার স্পৃহা হইত না। যতকাল চক্ষু ছিল, তিনি প্রায় প্রতিদিন নিজ হাতে ঠাকুরমন্দির ঝাঁট দিতেন, ঠাকুর ঘরের বাসন মাজিতেন এবং কোন কোন ঘর ধুইয়া দিতেন। আরতির সময় ঠাকুরের আঙ্গিনার এক পাশে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতেন আর বলিতেন—"গোবিন্দজী দেখুন, তাঁহার বাড়ীর কাল কুকুর প্রভুর কাছে উপস্থিত আছে।" শরীর নিতান্ত অসুস্থ থাকিলেও, বৃদ্ধ কালে অন্ধ অবস্থাতেও, শীত বর্ষা কোন কালেই এই নিয়মের ব্যত্যয় হইত না। তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র সময় সময় বলিতেন—'ভগবান অন্তর্য্যামী, তিনি

আপনার মনোভাব জানেন, তবে অসুস্থ শরীরে কেন এত কষ্ট করেন?" এরূপ কথা শুনিলেও তিনি অতীব দুঃখিত হইতেন। অন্ধ, জরাগ্রস্ত, অসুস্থ, তাহাতে গরমের দিন, রায় সাহেব রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেছেন না,—ভাবিলেন ঠাকুরেরও ত ক্লেশ হইতেছে, অমনি বাহিরে যাইয়া ঠাকুর ঘরের ভৃত্যকে জাগাইয়া ঠাকুর ঘরে গেলেন, সারা রাত ঠাকুরকে টানা পাখার বাতাস দিলেন। দেহ আরও অসুস্থ হইল। ভৃত্য বড় কুমারকে জানাইলেন যে কর্ত্তা নিজে না ঘুমাইয়া সারারাত ঠাকুরকে টানা পাখার বাতাস করেন; শুনিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পিতাকে বলিলেন—"ইহা ত আমরাও করিতে পারি, একজন ভৃত্যও ইহা করিতে পারে, আপনি এইরূপ বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় অনিদ্রা দ্বারা কেন শরীরকে এমন ভয়ানক ক্লেশ দিতেছেন?" রায় সাহেব ভৃত্যের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরের ভজনের আমি যখন যাহা করিতে পারি তাহা কাহাকেও বলিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি কেন ইহা প্রকাশ করিলে? ইহা তোমার বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে, পাপের কায হইয়াছে, ভবিষ্যতে কখনও এমন কায করিও না। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা'।" নিজ গৃহে, জমিদারীতে, বগুড়া, মালদহ, কাশী ও বৃন্দাবনে ঠাকুর সেবা, অতিথি সেবা ও দান কার্য্যে প্রতিবর্ষে তিনি ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। প্রতিবর্ষে বহুবার দিনাজপুরবাসিগণকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইতেন। এ সকল তিনি প্রকৃতিবশে কেবল কর্ত্তব্য বোধে করিয়া যাইতেন, ঐহিক প্রতিষ্ঠালাভ বা পারত্রিক স্বর্গলাভ, কিছুই তাঁহার লক্ষ্য নহে।

রাজর্ষি জনকের ন্যায় তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ শত কর্ম্মের মধ্যেও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। বিষয় আছে, তাহা রক্ষা করিতে হইবে ধর্ম্মার্থে, এইমাত্র তাঁহার ধারণা ছিল। বস্তুত গৃহই তাঁহার তপোবন ছিল। "নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনম্"—একথা তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ প্রযোজ্য। রাধাগোবিন্দ যথার্থ-রাজর্ষি ছিলেন, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অধুনা বিবিধ শাস্ত্র হইতে ঋষি চরিত্রের যতটা পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই তাহাতে মনে হয় পূর্ব্বতন ঋষিমণ্ডলেও এমন জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণাধার ব্যক্তি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গলার জনসাধারণ তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সামান্য পরিচয়ও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুও আশ্চর্য্য। মৃত্যু এত নিকটে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও তিনি যথাস্থানে বসিয়া আহ্নিককৃত্য সমাপন করিয়াছেন এবং মৃত্যুকালেও শ্রীশ্রীকান্তজী ও গোবিন্দজীর নাম করিতে

করিতেই সজ্ঞানে ও কোন কষ্ট না পাইয়া অনায়াসেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞানে ঋষিতুল্য, সংযমে মহামুনি, ভক্তি ও বৈরাগ্যে দেবর্ষিপ্রতিম, দানে ও অতিথি সৎকারে রাজর্ষিসদৃশ রাধাগোবিন্দ ভবজলধির পরপারে জ্যোতির্ম্ময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর জন্য আত্মীয় বন্ধু কাহারও শোক বা দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুই আজ তাঁহার পরিচয় আমাদের দ্বারে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতএব মৃত্যুই আজ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার অলৌকিক জীবনবৃত্ত হইতে আমরা যে অমূল্য জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে পারি তাহাই আজ চিন্তনীয়। রাধাগোবিন্দের ন্যায় লোকপাবন মানব এই ভোগসর্ব্বস্ব যুগেও এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আশার কথা নহে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

বিবাহে কন্যার বয়স।

তৃতীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয় অংশ।

চতুর্থীকর্ম্ম-বিচার।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে এমন এক কাল ছিল, যখন বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে পতি-পত্নীর সমাগম (Consummation of marriage) বিবাহের অবশ্য-কর্ত্তব্য এবং অপরিত্যাজ্য অঙ্গ ছিল, **অর্থাৎ চতুর্থীকর্ম্ম না হইলে, বিবাহিতা বালিকার পত্নীত্ব; সংস্কার এবং গোত্রান্তর সিদ্ধ হইত না।** তবে, যাঁহারা খুব সংযমশীল, সেরূপ দম্পতীর জন্য ছয়রাত্রি হইতে একবৎসর কাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অক্ষত রাখিবার আদেশ ছিল। তাঁহারা, তাঁহাদের গৃহীত সেই ব্রত প্রতিপালনের পরই সঙ্গত হইতেন, সাধারণ দম্পতীরা চতুর্থ রাত্রিতেই সেই অত্যাবশ্যক কার্য্য করিতেন। যজুর্বেদীয় পারস্কর গৃহসূত্রের ভাষ্যকার হরিহর বলিয়াছেন,—

"সংবৎসরাদি পক্ষাশক্তৌ ত্রিরাত্র পক্ষাশ্রয়ণেঽপি চতুর্থী কর্ম্মানন্তরং পঞ্চম্যাদিরাত্রাবভিগমনম্। **চতুর্থীকর্ম্মণঃ প্রাক্ তস্যা ভার্য্যাত্বমেব ন সংবৃত্তং বিবাহৈকদেশত্বাৎ চতুর্থীকর্ম্মণঃ।**"

"সংস্কার রত্নমালা" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকার গোপীনাথ দীক্ষিত হিরণ্যকেশী গৃহসূত্রের ভাষ্যমুখে বলিয়াছেন,—

"ইদমুপগমনমত্যাবশ্যকং স্ত্রীসংস্কারত্বাৎ।"

ভবদেবভট্ট (বঙ্গদেশীয় সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের পদ্ধতিকার এবং স্বয়ং রাঢ়ীয় সাবর্ণ গোত্রের বিখ্যাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গরাজ হরিবর্ম্ম দেবের মহামন্ত্রী) এবং গোভিলগৃহ্যের ভাষ্যকার মানবশ্লোক বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি উদ্ধার করিয়াছেন,

"বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে ॥
চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্ মাংসহৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নী তদ্‌গোত্রা তেন সা ভবেৎ ॥

আর অধিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিব না। এইমাত্র যেগুলি তুলিয়াছি, তাহা হইতে উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, **বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে নবদম্পতীর সমাগম বিবাহ-সংস্কারের অবশ্য-প্রতিপালনীয় অঙ্গ এবং চতুর্থীকর্ম দ্বারাই অর্থাৎ সমাগমের ফলেই** (in consequence of actual consummation) **পত্নী স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।** ভবদেব প্রভৃতির উদ্ধৃত মনুবাক্যের মর্ম্ম এই,—"বিবাহ নিবৃত্ত হইবার পর চতুর্থ দিন গেলে ঐ চতুর্থ রাত্রিতে পত্নী গোত্র, পিণ্ড এবং অশৌচে পতির সহিত একত্ব পাইয়া থাকেন। চতুর্থী হোমমন্ত্রের দ্বারা স্বামীর ত্বক্, মাংস, হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত পত্নীর ত্বক্, মাংস, হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় সম্মিলিত হয় বলিয়াই পত্নী পতির গোত্র পাইয়া থাকেন।"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুসংহিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণ্য ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৮৯ তম শ্লোকের (১) ভাষ্যমুখে বলিয়াছেন, "প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্। ঋতাবপি যাবদ্‌গুণবান্‌বরো ন লভ্যতে।" অর্থাৎ "কন্যার রজঃ প্রবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দিবে না, রজস্বলা হওয়ার পরেও প্রকৃত গুণবান্ বর না পাওয়া

(১) কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৮৯॥ নবম অধ্যায়।

পর্যন্ত কন্যাদান করিবে না।” ‘কন্যা রজোবতী হইয়াছে, অরক্ষণীয়া হইয়াছে, অতএব আর কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়াই যাহাকে তাহাকে কন্যাদান করিবে,’ এরূপ ইচ্ছা সুশিক্ষিত, সুসভ্য এবং জ্ঞানবান্ ঋষিরা কখনও করেন নাই।

রজস্বলা হওয়ার পরও যে বিবাহ হইত, এমন কি বিবাহ হইবার সময়েও ঐ নৈসর্গিক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাও যে থাকিত, তাহা ঋষিরা জানিতেন এবং তাহার উপায়ও তাঁহারা করিয়াছিলেন। আপস্তম্ব ঋষি বলিয়াছেন,—

“বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে যদা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ ॥৯॥
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যাং অন্যবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনর্মেধ্যাহুতিং কৃত্বা শেষং কর্ম সমাচরেৎ ॥১০।”

আপস্তম্বস্মৃতি, ৭ম অধ্যায়।

অত্রি ঋষির মত,—

“বিবাহে বিততে তন্ত্রে হোমকাল উপস্থিতে।
কন্যাং ঋতুমতীং দৃষ্ট্বা কথং কুর্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ? ।
হবিষ্মত্যা স্নাপয়িত্বা অন্যবস্ত্রৈরলংকৃতাম্।
যুঞ্জানামাহুতিং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রবর্ততে।”

লঘুঅত্রি, ৫ম অধ্যায়।

অর্থাৎ, “বিবাহ সংস্কার আরম্ভ হওয়ার পর, যদি যজ্ঞকালেই কন্যার রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, (আদ্য ঋতুই হউক, অথবা মাসিক ধর্মই হউক), তখন কিরূপে সেই সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে?” এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, “কন্যাকে ঘি মাখাইয়া স্নান করাইবার পরে, অন্য পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরাইয়া, “যুঞ্জান” আহুতি দিয়া, পরে অবশিষ্ট কার্য শেষ করিবে।” সেই “যুঞ্জান” আহুতির মন্ত্র এই,—

“যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ম্।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ ॥ যজুর্বেদ।১১।১॥
স্বাহা ইদং সবিত্রে ন মম।”

মর্মার্থ, “সবিতৃ দেব প্রথমে মনস্তত্ত্বের প্রতি বুদ্ধিকে নিযুক্ত করতঃ অগ্নির জ্যোতিঃ সমূহকে একত্র করিয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।”

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিবাহিতা বালিকার বয়সের তারতম্য অনুসারে, (বিবাহের পর এবং দম্পতীর পরস্পর সমাগমের পূর্বে, অবশ্য-প্রতিপালনীয়) ব্রহ্মচর্য পালন বা সংযমের কালেরও তারতম্য করা হইত। শ্রীনাথ চূড়ামণি কৃত ‘বিবাহ তত্ত্বার্ণব’ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,—

“অথ তদ্দ্বাদশাহানি ত্রিংশবর্ষেণ সর্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎ কন্যারূপগুণান্বিতা ॥
দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শ বার্ষিকী।
লব্ধা যদা হি স্নাতব্যং ষড়্রাত্রং সংযতেন তু ॥
বিংশত্যব্দা যদা কন্যা বস্তব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্
অত ঊর্ধ্বমহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন তু ॥”

“বিবাহতত্ত্বার্ণব”-ধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন।

অর্থাৎ “যদি ত্রিংশদ্বৎসর বয়স্ক বর দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি বাররাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন করিবেন। যদি বত্রিশ বৎসর বয়সের বর ষোল বৎসর বয়সের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তিনি ছয় রাত্রি ব্রত রক্ষা করিবেন। যদি কন্যার বয়স কুড়ি বৎসর হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রি সংযম পালন করিবেন, আর যদি কন্যার বয়স তাহারও অধিক হয়, তাহা হইলে, এক অহোরাত্রি (অর্থাৎ যে দিন বিবাহ হইবে, সেই দিন-রাত্রি,—চব্বিশ ঘণ্টা) সংযম রক্ষা করিলেই হইবে।” এই পুরাণ বাক্য হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সেকালে অষ্টবর্ষা গৌরীরই বিবাহ হইত না,—ষোল, কুড়ি, এমন কি তাহারও অধিক বয়সের মেয়েরও বিবাহ সর্বদা সমাজে ঘটিত। এবং সেজন্যই শাস্ত্রকারগণ এই সকল নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাজে অবিবাহিতা অথচ যুবতী কন্যা অনেক থাকিত বলিয়াই, মনুমহারাজকে সেরূপ কন্যার গর্ভজ পুত্রকে “কানীন” এই নাম দিয়া দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে গণ্য করিতে, এবং সেরূপ পুত্রের জন্য সামাজিক স্থান নির্দেশ করিতে হইয়াছিল।

বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে দম্পতীর পরস্পর সংযোগ বা সমাগম বিবাহের এরূপ অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইত যে, সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের গৃহ্যকার গোভিল স্বয়ং এ সম্বন্ধে বিধান না দিলেও, তাঁহার পুত্রও তাহার ব্যবস্থা না করিলেও, গোভিলগৃহ্যের ভাষ্যকার এবং সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভবদেব ভট্ট—“চতুর্থীকর্ম” করিতে বলিয়াছেন। গোভিল “নগ্নিকা” বা

অরজস্কা কন্যার বিবাহ শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া ব্যবস্থা করায়, তাঁহার পুত্র পিতার সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া পিতৃকৃত ব্যবস্থার সমর্থন করায়, তাঁহাদের মতে বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে ঐরূপ অপ্রাপ্তবয়াঃ বালিকার স্বামি-সমাগম কখনই সমীচীন নহে। তথাপি, লোকাচার অন্যান্য গৃহ্যসূত্রের অনুগত থাকায়, ভাষ্যকার এবং পদ্ধতিকার "নামমাত্র নিয়ম রক্ষার" হিসাবে চতুর্থীকর্মের পালনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, ক্রমশঃ রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক নানা কারণে, দেশে শিশু বালিকার বিবাহ অতিশয় প্রচলিত হওয়ায়, শাস্ত্রীয় অবশ্য প্রতিপালনীয় "চতুর্থী কর্ম" সাম, ঋক্, এবং যজুর্বেদীয় সকল ব্রাহ্মণ সমাজেই একান্ত অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। এত অপরিচিত হইয়া গিয়াছে যে, এখন ঐ "চতুর্থীকর্ম" কখনই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিবাহের সময়ে, সম্প্রদানের পূর্বে, বর ও কন্যা পরস্পর পরস্পরের মুখ-দর্শন করেন, এবং এই দর্শন করাকে "সমীক্ষণ" বলে। পূর্ণযুবতী কন্যাকে দেখিয়া যুবকবরের মনে যে কামভাবের উদ্গম হওয়ার কথা, সেই ভাবের বিষয় মনে মনে বিশেষরূপ বুঝিয়া, বৈদিক ঋষি বরের মুখে কন্যার সম্বোধনে যে কয়টি মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করিতেছি; মন্ত্রটির ভাব, ঋতুমতী গাভীকে দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবমান বৃষের মনে যেরূপ ভাব উদিত হয়, ঠিক সেইরূপ; সুতরাং বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ কিংবা মর্মার্থ প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

"সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরেয়সা ন উরূ উশতি বিহর।
যস্তামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্তানুকামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ॥"

বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে, বর কন্যার শয্যার মধ্যবর্ত্তী বিশ্বাবসু গন্ধর্বের প্রতিনিধি বা প্রতীক স্বরূপ চন্দনলিপ্ত এবং সূত্রবদ্ধ যে "উডুম্বর দণ্ড" বা যজ্ঞডুমুরের লাঠী রাখা হইত, সেই লাঠী তুলিয়া ফেলিবার সময়ে, বরকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। সেই মন্ত্রের মধ্যে দুইটি সভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি;—

"উদীর্ষাতো বিশ্বাবসো নমসেড়ামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যাং সংজায়াং পত্যা সৃজ॥২২॥
উদীর্ষাতঃ পতিবতি হ্যেষা বিশ্বাবসুন্নমসা গীর্ভিরীট্টে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥২৩॥"

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ তম সূক্ত।

সায়ন ভাষ্য —"দণ্ডোত্থাপন মন্ত্রঃ। উদীর্ষাত ইতি। উদীর্ষ উত্তিষ্ঠ, অতঃ শয়নাৎ হে বিশ্বাবসৌ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্বঃ। তদ্বুদ্ধ্যা দণ্ডঃ স্থাপিতঃ। তেনৈবং সম্বোধ্যতে। নমসা নমস্কারেণ, ত্বা ত্বাং ঈড়ামহে যাচামহে। স ত্বং প্রফর্ব্যাং বৃহন্নিতম্বাং অন্যাং কন্যাং ইচ্ছ। ইমাং তু মম জায়াং পত্যা ময়া সহ সংসৃজ।

"উদীর্ষাত ইতি। উদীর্ষ উত্তিষ্ঠ, অতঃ শয়নাৎ। পতিবতি হ্যেষা, ছান্দসো হ্রস্বঃ। এষা হি পতিবতী, ময়া পত্যা তদ্বতী, বিশ্বাবসুং ত্বাং নমসা নমস্কারেণ গীর্ভিঃ স্তুতিভিশ্চ ঈট্টে যাচে। অতশ্চ অন্যাং ইচ্ছ পিতৃষদং পিতৃগৃহে স্থিতাং ব্যক্তাং অদত্তাং অসমাপ্তবিবাহাং। স হি তে স্বভূতো ভাগঃ জনুষা জন্মনা তদর্থং ত্বং জাত ইত্যর্থঃ। তস্য বিদ্ধি তং লভস্ব।"

কন্যার বিবাহের পূর্বে এবং স্বামি সমাগমের পূর্বে, কন্যার বয়ঃক্রমের এবং যৌবনের ক্রমভিব্যক্তিসূচক লক্ষণসমূহের ব্যপদেশে, আলঙ্কারিক হিসাবে, সোমদেব, বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্ব এবং অগ্নিদেব অনূঢ়া কন্যাকে যে ভোগ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে "সোমঃ প্রথমো বিবিদে" ইত্যাদি ঋগ্বেদের মন্ত্র ইতঃপূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রও যে বেদের অনুগমন করিতে ত্রুটি করেন নাই, তাহাও পূর্বে (২) দেখান হইয়াছে। নারী অনূঢ়াবস্থায় ঐ ত্রিদেবের ভোগাধীন থাকার প্রমাণ স্বরূপ, প্রত্যেক দেবই নারীকে এক একটি অত্যুত্তম অভিজ্ঞান বা প্রসাদ দান করিয়াছেন; অত্রি এবং বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষি বলিতেছেন,—

"সোমস্তাসামদাচ্ছৌচং গন্ধর্বঃ শিক্ষিতাং গিরম।
অগ্নিশ্চ সর্বভক্ষিত্বং তস্মান্নিষ্কল্মষাঃ স্ত্রিয়ঃ॥" অত্রি সংহিতা ১৩৯॥
তম শ্লোক, বশিষ্ঠ স্মৃতি, তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায়।

মর্মার্থ।—"সোম নারীদিগকে শুচিত্ব, গন্ধর্ব সুশিক্ষিত সুমিষ্ট বাক্য এবং অগ্নি সমস্ত দ্রব্য খাইবার অধিকার (নারীদিগের সম্বন্ধে পুরুষদিগের মত ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের নিষেধ-বিধি প্রযোজ্য নহে।) প্রদান করিয়াছেন; নারীগণ এইজন্য নিষ্পাপ।" (৩)

(২) তৃতীয় প্রস্তাব, প্রথম অংশ।

(৩) বিখ্যাত জ্যোতিষী বরাহমিহির তাঁহার "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থের ৭৪ তম অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্লোকটি (আরও আটটি শ্লোকের সহিত) মনু-সংহিতার শ্লোক বলিয়া তুলিয়াছেন। (এসিয়াটীক সোসাইটির সংস্করণ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)।

বিশ্বাবসু গন্ধর্বের প্রতিনিধি স্বরূপ উডুম্বর দণ্ড ফেলিয়া দিবার পর, বর যে সমস্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া "সমাবেশন" অথবা "সম্ভোগ" সমাপ্ত করিতেন, তাহাদের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ভাষ্যসহ (অথবা ভাষ্য ব্যতীতই) তুলিয়া দিতেছি :—

"তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন উরূ উশতী বিস্রয়াতে যস্তামুশন্তঃ প্রহরাম শেফম্ ॥ ৩৮ ॥"

অথর্ববেদ, ১৪শ কাণ্ড, ২য় অধ্যায়, ২য় সূত্র।

ভাষ্য। "তামিতি। হে পূষন্, যস্যাং মনুষ্যাঃ বীজং বপন্তি শুক্রং ত্যজন্তি, তাম্ মে শিবতমাং অনুকূলতমাং কৃত্বা এরয়স্ব প্রেরয়স্ব। ভার্যাং মে প্রোৎসাহয়েত্যর্থঃ। ভার্যায়াং হি বীজং বপন্তি। অন্যত্র নিষেধাৎ। সা বিশেষ্যতে। যা নঃ 'অস্মদো দ্বয়োশ্চ' ইত্যেকস্মিন্ বহুবচনম্। নঃ মহ্যং উরূ, উশতী কাময়মানা, বিস্রয়াতে বিশ্রয়াতে, শকারস্য সকারঃ ছান্দসঃ। পঞ্চমো লকারঃ। বিশ্রয়েত বিশ্লিষ্টৌ কুর্যাৎ। যথা যোনিঃ বিবৃতা ভবতি। যস্যাং চ এবং ভূতায়াং উশন্তঃ কাময়মানাঃ ভূত্বা, শেফং শিশ্নং, প্রহরেম প্রাক্ষেপেম। বহুবচনম্ ॥"

আরোহোরুমুপবর্হস্ব বাহুং
পরিষ্বজস্ব জায়াং সুমনস্যমানঃ।
তস্যাং পুষ্যতং মিথুনৌ সযোনী
বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তৌ স রেতসা ॥"

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৩।৮।১০ ॥

ভাষ্য। "অথ সমাবেশনকালে জপঃ। অন্ত্যাবৈনামভিমন্ত্রয়েত—আরোহোরুমিতি। জপপক্ষে তাবদাত্মন্ এবায়মন্তরাত্মনঃ প্রৈষঃ। হে মদীয় শরীরান্তস্থরান্, অস্যা উরুং আরোহ, আরুহ্য চ আত্মনো বাহুং বাহু উপবর্হস্ব। উপবর্হণ মালিঙ্গনম্। ইহতু তদর্থং প্রসারণম্। আলিঙ্গনায় বাহু প্রসারয়। প্রসার্য চ পরিষ্বজস্ব জায়াম্। তস্যাং সুমনস্যমানঃ প্রিয়মাণো ভূত্বা। তথা হি প্রজা রূপাদিসমৃদ্ধা ভবতি। পুষ্যতমিত্যাদি জায়য়া সহাভিধানম্। হে জায়ে, হে মদীয় শরীরান্তরাত্মন্ যুবাং পুষ্যতং পুষ্টৌ ভবতম্, মিথুনৌ মিথুনীভূতৌ সযোনী সংগতোপস্থেন্দ্রিয়ৌ, বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তা, সরেতসৌ সরেতসৌ চিরকালমবিচ্ছিন্নেন্দ্রিয়ৌ। এবৈবানয়োঃ পুষ্টিঃ। যদুত প্রজা সমৃদ্ধিঃ। অভিমন্ত্র পক্ষে তস্যামিত্যন্তং পত্যুরভিমন্ত্রণম্ ॥

হিরণ্যকেশী গৃহ্যে,—১।৭।১১—"অথৈনামুপযচ্ছতে।" (উপযচ্ছতে, অবকিরতে, মিথুনী ভবতি।) মন্ত্র পাঠ, যথা,—

"সংনাম্নঃ সংহৃদয়ানি সংনাভিঃ সং ত্বচঃ।
সং ত্বা কামস্য যোক্ত্রেণ যুঞ্জাম্যবিমোচনায় ॥

অথৈনাং পরিষ্বজতে।

আলিঙ্গনের মন্ত্র,—

মামনুব্রতাভব সহচর্যা ময়া ভব।
যা তে পতিঘ্নী তনূর্জারঘ্নীং ত্বেতাং করোমি।
শিবাত্বং মহ্যমেধি ক্ষুরপবির্জারেভ্যঃ ॥ ইতি ॥ (৪)

অথাস্যৈ মুখেন মুখমীপ্সতে। × × × ×

সর্বান্যুপগমনানি মন্ত্রবন্তীত্যাত্রেয়ঃ।
যচ্চাদৌ যচ্চর্তাবিতি বদ্দরায়ণঃ ॥

উপরের লিখিত সংস্কৃত মন্ত্র এবং তাহাদের ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ দিবার উপায় নাই। সমস্ত গৃহ্যসূত্রেই এই প্রথম সমাগমের সময় স্বামীর পক্ষে অবশ্য-পঠিতব্য কতকগুলি করিয়া মন্ত্রের উল্লেখ আছে। আত্রেয় ঋষির মতে বিবাহের পর স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যখনই সমাগম হইবে, তখনই স্বামীকে ঐ মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হইবে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন, 'না, তাহার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বিবাহের পর চতুর্থী কর্মোপলক্ষে প্রথম সমাগম কালে এবং প্রত্যেক ঋতুর সময়ে, অর্থাৎ গর্ভাধান কালে, কিংবা গর্ভের সম্ভাবনা থাকিলে) মন্ত্রপাঠ করিলেই চলিবে'।

গৃহ্যসূত্রাদি হইতে চতুর্থীকর্মের সম্বন্ধে আমরা যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত

(৪) এই মন্ত্রের মর্মার্থ ;—

"হে পত্নি, তুমি আমার কার্যের সহকারিণী হও, আমার ধর্মে সহধর্মিণী হও। তোমার দেহে পতির অমঙ্গলসূচক যে অংশ আছে, তাহা আমার মন্ত্রের প্রভাবে, তোমার উপপতির (যদি কেহ তোমাকে ধর্ষণ করিতে কিংবা তোমাকে বিপথে লইতে ইচ্ছা করে, তাহার) মৃত্যুর কারণ হউক। তোমার তনু আমার পক্ষে মঙ্গলময়ী হউক, কিন্তু তোমার উপপতিগণের পক্ষে নিশিতক্ষুর এবং বজ্রের ন্যায় ধ্বংসকারিণী হউক।"

করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকপাঠিকা দেখিতে পাইবেন যে, সে কালে আর্য-সমাজে ঋগ্ এবং যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূর্ণ যুবতী কন্যার বিবাহই সুপ্রচলিত ছিল। ধর্মশাস্ত্র সমূহে তাহার প্রতিকূলে কোন নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ক্ষত্রিয় রাজকন্যাগণের সহিত ব্রহ্মর্ষিগণের এবং ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণের বিবাহের অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অরজস্কা শিশুকন্যার বিবাহের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজকন্যার যে-বয়সে বিবাহ হওয়ার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং দৃষ্টান্ত তুলিয়া প্রস্তাবের আকার বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীন কালে, এসিয়ার পাশ্চাত্য অংশে, (অর্থাৎ সেকালের সুসভ্য প্রদেশ সমূহে) পত্নোবিবাহিতা কুমারীর "কৌমার্য-হরণ" একটা আশঙ্কার বিষয় ছিল এবং বিবাহিত স্বামী এই "কৌমার্য-হরণ" স্বয়ং করিলে পাছে তাহার কোন অমঙ্গল হয়, এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণা দিয়া অপর এক লোককে সেই কার্যে নিয়োগ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। Dr. T. G. Frazar D. C. L, Lit. D., LL. D. প্রণীত বিখ্যাত Golden Bough নামক গ্রন্থাবলীর "Adonis, Osiris, Attis" খণ্ডের ৫০ শৎ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩ তম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। আমাদের দেশেও "সোম, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব এবং অগ্নি' প্রভৃতির কল্পনাও সম্ভবত: সেইরূপ কারণে হইয়া থাকিবে। "বিষকন্যা"র কুসংস্কার এখনও যে পাড়াগাঁয়ে এবং সেকেলে লোকের কাছে কম আছে, তাহা নয়।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে তন্ত্রের খুব প্রভাব প্রচলিত আছে। এমন কি তন্ত্রের প্রভাব বশতঃই বাঙ্গালাদেশের (এবং অন্যান্য প্রদেশেও) কোন কোন সমাজে বিবাহের যজ্ঞ বা কুশণ্ডিকাও রাত্রিকালে হইয়া থাকে, সম্প্রদানের ত কথাই নাই। বৈদিক সংস্কার-কার্য্য কিন্তু দিনের বেলায় হওয়ারই কথা; উড়িষ্যা প্রদেশে, ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ দিনের বেলায় হইয়া থাকে। বাল্মীকি রামায়ণ খুলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর বিবাহ (চারি ভ্রাতা এবং চারি ভগিনীরই) প্রাতঃকালেই হইয়াছিল। মহাভারত এবং মহাপুরাণাদিতে কোথায়ও রাত্রি-বিবাহের কোন দৃষ্টান্ত আমরা পাই নাই। যাহা হউক, তন্ত্রেও শিশু বালিকার বিবাহ বিহিত হয় নাই। মহানির্বাণ-তন্ত্রে শ্রীশ্রীসদাশিব আদেশ দিতেছেন,—

"অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবানাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্মশাসনাম্ ॥১০৭॥"

অষ্টম উল্লাসে।

অর্থাৎ "পতির মর্য্যদা জানে না, পতির সেবা কি পদার্থ তাহা জানে না, এবং ধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধেও জ্ঞানহীনা, এরূপ 'বালা'কে পিতা বিবাহ দিবেন না।" শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, নারী ধর্মেকর্মে সুশিক্ষিতা, গার্হস্থ্যজ্ঞানে জ্ঞানবতী এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তবে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত। এই তন্ত্র কন্যাকেও পুত্রের মত সুশিক্ষা দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অগ্রে পুত্রগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থকে উপদেশ দেওয়ার পর, শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা ॥ ৪৭ ॥"

অষ্টম উল্লাসে।

অর্থাৎ "কন্যাকেও এইরূপভাবে (যেরূপভাবে পুত্রগণকে পালন করিবার এবং শিক্ষা দিবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে) অতি যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে, এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে প্রদান করিবে।"

আয়ুর্বেদের শীর্ষস্থানীয় চরকসংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা এবং বাগ্ভট সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থও নরনারীর যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী। রাজর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন,—

"পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥১॥

সূত্রস্থানে।

"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় ষোড়শবর্ষাং পত্নীমাবহেত। পিত্র্যধর্মার্থকাম-প্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি চ ॥ (৫)

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥২॥

(৫) ছাপান 'সুশ্রুত সংহিতার" অনেক পুঁথিতে "ষোড়শবর্ষাং" এর স্থলে "দ্বাদশবর্ষীয়াং" আছে দেখা যায়। দেশাচার-পরায়ণ কোন 'কবিরাজ' এই কার্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥৩॥"

শারীর স্থানে।

বাগ্‌ভটাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"পূর্ণ ষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি ॥
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততো ন্যূনাব্দতঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা ॥"

সূত্রস্থানে।

আর্ষ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ,—"পুরুষের বয়স পঁচিশ এবং নারীর বয়স ষোল হইলেই, উভয়ের বলবীর্য সমান ভাবাপন্ন হইয়া থাকে; সুশিক্ষিত বৈদ্যের ইহা জানা উচিত।

"পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় বরকে ষোড়শবর্ষীয়া পত্নী সম্প্রদান করিবে। তাহা হইলেই, দম্পতী গার্হস্থ্যধর্ম, (অর্থোপার্জন, পিতৃশ্রাদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের প্রীতি-ভাজন এবং সুস্থ পুত্রকন্যাদি লাভ ইত্যাদি) সুন্দররূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন।

"যদি পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়সের কোন পুরুষ, ষোল বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়সের কোন নারীর গর্ভাধান করেন, তাহা হইলে, সে গর্ভ জননী জঠরেই বিপন্ন হয়; অর্থাৎ সে গর্ভ পতিত হইয়া যায়। যদিই বা বিশেষ যত্ন এবং সুশ্রূষার বলে কোনওক্রমে জীবিত সন্তান জন্মে, শীঘ্রই উহার মৃত্যু হইয়া থাকে। আর যদিই বা কোনও উপায়ে ঐ শিশুকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় তাহা হইলেও যতকাল সে বাঁচিয়া থাকিবে ততকালই দুর্ব্বল দেহ লইয়া কোনওক্রমে বাঁচিয়া থাকিবে মাত্র। অতএব, কখনও কেহ ষোল অপেক্ষা কম বয়সের বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না।"

বাগ্‌ভটাচার্য্যের সংহিতা হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি, উহা রাজর্ষি সুশ্রুতের বাক্যের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম শ্লোকের "পঞ্চবিংশেন" লিপিকরপ্রমাদ, বশতঃ "পূর্ণবিংশেন" হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আর যদি ঐ "পূর্ণবিংশেন" পাঠই ঠিক হয়, তাহা হইলেও বিশেষ কোন হানি নাই। বাগ্‌ভটও ষোল বৎসরের নিম্নে কন্যার পক্ষে "পতিসংযোগ" সঙ্গত বলেন নাই। (৬)

তবে, যুবতী কন্যার বিবাহ বিষয়ে, সর্বশাস্ত্রে এরূপ মত থাকিলেও দেশে "নগ্নিকা"-বিবাহের প্রবর্ত্তন কেন হইয়াছিল, আগামী বারে তাহারই আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

কায়স্থ কি ক্ষত্রিয় ?

মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে ক্ষত্রিয় মন্ত্রীর কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আটজন ক্ষত্রিয় মন্ত্রী রাখা রাজার কর্ত্তব্য। চারিজন ব্রাহ্মণ, তিনজন ক্ষত্রিয় এবং একজন সূত মন্ত্রীকে লইয়াই রাজা স্বয়ং মন্ত্রণাদি করিবেন এবং গুরুর নিকট মন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অভিমতানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। এই ক্ষত্রিয় মন্ত্রিগণ শস্ত্রধারী ও মহাবল পরাক্রান্ত হইবেন। কিন্তু সমস্ত মন্ত্রিসমিতি গঠিত হইবে চারিজন বেদজ্ঞ শুচি পবিত্র স্নাতকবিপ্র, ৮জন পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়, একবিংশতিজন মহৈশ্বর্য্যশালী বৈশ্য, তিনজন পবিত্র স্বভাব এবং বিনীত শূদ্র ও শুশ্রূষাপরায়ণ, পুরাণজ্ঞ একজন সূতকে লইয়া (ব্রাহ্মণী-ক্ষত্রিয় পুত্র)। শূদ্রের সেবাধর্ম্মই মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মন্ত্রীসভার ভৃত্য স্থানীয় কার্য্যাদিই শূদ্রের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সূত পুরাণজ্ঞ সুতরাং পৌরাণিক কোন প্রসঙ্গ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক। বৈশ্যেরা ধনবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাদেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মন্ত্রিগণ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহ তত্ত্বাব-

(৬) পরাশর ঋষি যেমন কলিকালের ধর্ম প্রবর্তক, সেইরূপ বাগ্‌ভটাচার্য্য কলিযুগের চিকিৎসক বলিয়া, এ দেশে প্রবাদ আছে। সেইজন্য আমরা বাগ্‌ভটের মতও তুলিয়া দেখাইয়াছি যে, এ বিষয়ে তিনি সুশ্রুতেরই অনুগামী। সেই প্রবাদ-শ্লোকটি এই :—

"অত্রিঃ কৃতযুগে চৈব ত্রেতায়াং চরকোমতঃ।
দ্বাপরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তঃ কলৌ বাগ্‌ভটসংহিতা ॥"

ধান করিতেন। মহাভারতে গণক ও লেখকের উল্লেখ পাই, আশ্রমিক পর্ব্বে। সম্ভবতঃ আটজন ক্ষত্রিয় মন্ত্রির কেহ কেহ এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কায়স্থ জাতি এই মন্ত্রী, গণক ও লেখকরূপ ক্ষত্রিয়জাতিরই পরিণতি বলিয়া মনে হয়। বংশানুগত বৃত্তি প্রাণবান্ ও ধর্ম্মবান্ যুগে সঙ্গত ও বিজ্ঞানানুমোদিত। তাই মন্ত্রী ও লেখক প্রভৃতি বিভাগে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়শাখা ক্রমে এই সকল বৃত্তি বংশপরম্পরায় অবলম্বন করিয়া একটী বিশেষ শাখায় এবং বহুকাল পরে একটী বিশেষ জাতিতে (কায়স্থ জাতিতে) গড়িয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে বর্ণশঙ্কর জাতিসমূহের ধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে। তাহার ভিতর লেখক ও গণক বৃত্তির উল্লেখ নাই। (লেখক ও) গণক ব্রাহ্মণেরও নিন্দা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের বর্ণধর্ম্মের ভিতরও লেখক ও গণকের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বৈশ্য স্বয়ং রাজার সহিত মন্ত্রণা করিতে অধিকারী নহেন। শূদ্রের পূর্ব্বাপর যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাহার রাজমন্ত্রী হইবার যোগ্যতা দেখা যায় না। মন্ত্রীসভার Attendant হওয়াই তাহার স্বাধীকার। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরও বিশেষ প্রশংসা নাই। তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য বলা হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই মন্ত্রিত্ব উপযুক্ত, পরোক্ষভাবে ইহাই প্রমাণিত হইল। মহাভারতীয় যুগের পরে এইভাবে মন্ত্রী-ক্ষত্রিয়েরও একটী স্বতন্ত্র শাখা (অথচ লেখক ও গণক শাখা হইতে অভিন্ন) গড়িয়া উঠা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সুতরাং মন্ত্রী, লেখক, গণক ক্ষত্রিয়শাখা ক্রমে কায়স্থজাতিতে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ বুঝা যায়। আর পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধ, তাম্রশাসন প্রভৃতিতেও কায়স্থের এই বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইল যে মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগে, ক্রমে ক্রমে মন্ত্রী-লেখক-গণক ক্ষত্রিয় শাখা একটী স্বতন্ত্র জাতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং কায়স্থ জাতির যে-সময়ে ও যেখানে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই সময়ে ও সেইখানেই মন্ত্রী-গণক-লেখক বৃত্তিই তাহার বর্ণধর্ম্মরূপে দেখিতে পাই। সুতরাং উল্লিখিত ক্ষত্রিয়শাখা যে পরবর্ত্তী যুগের কায়স্থজাতি সে বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন যে কলির মধ্যযুগে নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ এবং অন্যান্য শূদ্রবংশ রাজা হন; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে তখন ক্ষত্রিয় শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত বা ক্ষীণ হইয়াছিল। সুতরাং এই যুগে রচিত গ্রন্থাদিতে যে কায়স্থজাতির উল্লেখ দেখিতে পাই উহা ক্ষত্রিয়েতর কোন জাতিও হইতে পারে।

কিন্তু এই অনুমান একান্ত যুক্তিহীন। শূদ্র রাজা হইলেও সে যুগের কোন স্মৃতি নিবন্ধাদিতে উহা সমর্থিত বা আর্য্যাচাররূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু কায়স্থকে লেখক করার কথা ত শুক্রনীতিতে স্পষ্টই রহিয়াছে। আর কায়স্থ বহুকাল যাবৎ মন্ত্রণা-বিচারবিভাগে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যাদি করিয়াছেন। কোন শূদ্রজাতির পক্ষে নীতিকার এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। এবং খুব সম্ভব অ-সামরিক বিভাগের (civil department) ক্ষত্রিয়শাখা বিশেষ ক্ষীণ হয় নাই।

কিন্তু কায়স্থ-বাচক 'করণ' শব্দটী কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে? মনুপ্রোক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণজাতি কায়স্থ হইতে পারে না, তাহা হইলে বৌদ্ধযুগে কায়স্থজাতির উপনয়ন ভ্রষ্টতার কথা একেবারে উড়িয়া যায়। আর আদিশূরের সভায় আগত কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন ইহারও প্রমাণ রহিয়াছে। অধিকন্তু অন্যান্য দেশীয় কায়স্থদের উপনয়ণ সংস্কার আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং 'করণ' শব্দ ব্রাত্যক্ষত্রিয়বোধক হইলে এ অর্থে কায়স্থের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ—বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভে জাত। নানার্থসংগ্রহ প্রভৃতি বিধৃত বচন হইতে দেখা যায়, 'করণ' শব্দ এইরূপ শূদ্রাজাতককে বুঝায়, অধিকন্তু কায়স্থের শ্রেণীবিশেষকেও বুঝায়। সুতরাং এই করণের ইঙ্গিতে কায়স্থ শব্দের প্রয়োগ হইত না অর্থাৎ কায়স্থজাতির শ্রেণীভেদ 'করণ' বটে কিন্তু সে 'বৈশ্য' হইতে শূদ্রাজাত করণ নহে।

মন্ত্রিত্ব, লেখকত্ব ও গণকত্ব বৈশ্য-শূদ্রা পুত্রকে অপর যেখানেই দেওয়া হউক, আর্য্য সমাজে দেওয়া হইত না। অধিকন্তু লেখক ও গণকের যে সকল লক্ষণ তাহাতে বর্ণশঙ্কর জাতির পক্ষে সে লক্ষণে লক্ষিত হইবার অধিকার বা সম্ভাবনা কোথায়? দ্বিজাতির শূদ্রগর্ভজাত পুত্রকে শাস্ত্রে হীনই বলা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বৈশ্যের বা শূদ্রের, রাজার সহিত স্বয়ং মন্ত্রণা করিবার অধিকারও নাই। মহাভারতে যে লেখক ও গণকের উল্লেখ পাই সে অনেকটা কার্য্যাধ্যক্ষ ও হিসাব রক্ষকের (General Secretary ও Accountant) ভাবে। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের সহবর্ত্তী হইয়া সমানভাবে তাঁহারা আলাপাদি করিতেছেন. বৈশ্য ও শূদ্রের এইরূপ অধিকার শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাও এক প্রকারের মন্ত্রিত্ব। ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ের পুত্রকেও হীন বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যায় জাত মাহিষ্যকেও রাজকার্য্যাদিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বৈশ্য-শূদ্রার সঙ্করজাত পুত্রের যে এ অধিকার রহিবে না সে বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন কি?

স্থতরাং ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-শূদ্রা পুত্র যে-করণ, সে-করণ কায়স্থ জাতি নহে, ইহা বুঝিলাম।

অতএব কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতি এবং মহাভারতের যুগেই ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন হেতু 'কায়স্থ' এই বিশিষ্ট আখ্যা প্রাপ্ত হইবার সূত্রপাত, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ বর্ম্মা।
(ছাত্র-প্রচারক।)

কায়স্থবংশ ও বীজপুরুষ।

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের ইতিহাস লেখা বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল কেহ তিন পুরুষের বেশী নাম বলিতে পারে না। আমি বহু কষ্টে যে সকল গ্রামের বংশাবলী ও বীজপুরুষের নাম পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম।

ঘনশ্যাম সিংহ রায় রায়েরকাটীতে ছিলেন, তিনি ২৩ পর্য্যায়ের রুদ্রনারায়ণ ঘোষকে কন্যা দান বা বিবাহ দেন। রামনৃসিংহ সিংহ ভালুকা গ্রামে ছিলেন, তিনি ২৩ পর্য্যায়ের হরানন্দ ঘোষকে কন্যা দান করেন। বর্দ্ধমান জেলায় একটী ভালুকা গ্রাম আছে, এবং নদীয়া জেলায়ও একটী ভালুকা গ্রাম আছে। ১৩ পর্য্যায় পরমানন্দ শিতল সিংহ। ২৬ পর্য্যায় কাঙ্গালী চরণ সিংহ, সাং দফরপুর। এই দফরপুর গ্রাম সনাতন সিংহের পুত্র রাজারাম সিংহ নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। ১৯ পর্য্যায় কিঙ্কর সিংহ, সাং কনুইবাঁকা। ২০ পর্য্যায় অনন্তরাম সিংহ, সাং কৃষ্ণনগর। ২৬ পর্য্যায় অম্বিকা চরণ সিংহ চৌধুরী মলোঙ্গাগ্রামে বাস। ২০ পর্য্যায় রামেশ্বর সিংহ রায়, সাং কৃষ্ণনগর। ২৪ পর্য্যায় গোবিন্দ দাস সিংহ, (কালী প্রসাদ সিংহ সুত) সাং ভালুকা। বড়িশা নিবাসী রামমোহন মিত্রের পুত্র গোবিন্দ সিংহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

২১ পর্য্যায় রাধাকান্ত মিত্র সাং বালিয়ানী পুত্র রাম মোহন মিত্র তৎ পুত্র পীতাম্বর মিত্র ও যষ্ঠিবর মিত্র। ২৪ পর্য্যায় রাজবল্লভ সিংহ সাং শ্রীরামপুর পংনলদি। ২৫ পর্য্যায় দুলাল সিংহ সাং সাধুহাটী উজিরপুর, ইনি হরিশচন্দ্র ঘোষের কন্যার পানি গ্রহণ করেন।

অত্রি গোত্রিয় বন্দীপুরের সিংহ বংশ, চৌলা সমাজের লক্ষণ সিংহের বংশ। ঐবংশে একটী পাগল উদয়পুরের রানা বংশ বলিয়া একখানি বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন এবং পুত্রি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। মহাদেব সিংহ সমাজ চৌলা সাং বন্দীপুর, ২১ পর্য্যায় আনন্দ রাম বসুকে কন্যা দান করেন। ২০ পর্য্যায় রাম রাম সিংহ রায়—রাধাচরন সিংহরায় সুত, সমাজ চৌলা সাং জামালপুর। ১৮ পর্য্যায় বলভদ্র সিংহ সাং বন্দীপুর, সহস্ররাম বসুকে কন্যা দান করেন। কালীচরণ সিংহ সাং বন্দীপুর, সহস্র রাম বসুকে কন্যা দান করেন।

২০ পর্য্যায় উদয় নারায়ণ সিংহ চৌধুরী—রাম সিংহ সুত, বসুয়া গ্রামে ছিলেন। রামকান্ত সিংহ চৌধুরী—হরি সিংহ সুত, সমাজ আন্দুল্যা সাং বৌসা। ১৮ পর্য্যায় বলভদ্র সিংহ। ১৯ পর্য্যায় কালীচরণ সিংহ। ১৮ পর্য্যায় রাম গোবিন্দ বসু (মহোদর সুত) বসুয়ার হাড়ো সিংহ চৌধুরীকে কন্যা দান করেন। ১৮ রাম গোবিন্দ বসু সিমডালির মধুসূদন সিংহের পুত্রকে কন্যা দান করেন। সিমডালির সিংহবংশ আন্দুল্যা গ্রাম হইতে বহু পুরুষ পূর্ব্বে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ১৮ পর্য্যায় নন্দরাম সিংহ বসুয়া হইতে ডাঁড়পুর বাস করেন। ১৯ পর্য্যায় কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ চৌধুরী, রামসুত সাং বসুয়া ২১ পর্য্যায় রাম প্রসাদ বসুকে কন্যা দান করেন। ১৯ পর্য্যায় বিহারী বসু মল্লিক ভাস্তাড়ার আনন্দিরাম সিংহের পুত্রকে কন্যাদান করেন। ১৯ পর্য্যায় ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী সাং গোপীনগর ২০ পর্য্যায় রামরাম বসুকে কন্যা দান করেন। বাসুদেব সিংহ সাং পাঁইতল। কল্যান বসু মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র, ভাস্তাড়ার কৃষ্ণ সিংহ পুত্র রামকান্ত চৌধুরীকে কন্যা দান করেন। ১৯ রামমোহন সিংহ সাং ভাস্তাড়া। রামমোহন সিংহ পাড়রা। ১৯ কৃপারাম সিংহ সাং বড়া। ২১ পর্য্যায় ধনকৃষ্ণ মিত্র সাং সোনাটীকরী। ২১ হৃদয়রাম মিত্রের ৫ম সুত জগমোহন মিত্র সাং সোনাটীকরী চুঁচুড়ার গোপীনাথ সিংহের পুত্রকে কন্যা দান করেন। ২০ পর্য্যায়রামতনু সিংহ সাং উপলতি। ১৯ কৃষ্ণসিংহ সাং দাসপুর, বালকরাম মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন।

২০ পর্য্যায় হরিদেব সিংহ সমাজ পাঁচমৌর সাং জাগুলি। পাচনৌর সিংহ বংশ ভরদ্বাজ গোত্র। জাগুলে গ্রামে অত্রি গোত্র সিংহ রায় বংশও আছেন। এবং মোদ্‌গল্য গোত্রের সিংহ বংশও আছেন।

ভাস্তাড়ার রামভদ্র সিংহ বিশ্বেশ্বরের তৃতীয় সুত গোপীনাথ মিত্রকে কন্যা দান করেন। ১৯ পর্য্যায় ভৃগুরাম দত্ত, দত্তপুকুরিয়া গ্রামে ছিলেন। ২৩ লক্ষণ সিংহ সাং ডিঙ্গনহাটী। ২০ জয়কৃষ্ণ দেব সাং মেদনমল্য। ১৭ পর্য্যায়

রমানাথ ঘোষ, হাড়ো সিংহকে কন্যাদান করেন। ১৯ হরিরাম ঘোষ, রামেশ্বর সিংহ চৌধুরীর কন্যা গ্রহণ করেন। ১৮ বিশ্বেশ্বর সিংহ সাং বেনলা। ইনি প্রাণবল্লভ ঘোষকে কন্যা দান করেন। ১৭ রামানন্দ সিংহ সাং বাবির। ২০ রামবল্লভ সিংহ সাং মাগুরা। ২১ পর্য্যায় সহস্ররাম সিংহ সাং মাগুরা। ১৯ রাধাকৃষ্ণ সিংহ সাং বরদাপুর স্থঁড়া। ১৯ হৃদয়রাম সিংহ সাং কেতুয়া। মুকুন্দপাল সাং মেড়ে। এই মেড়ের পাল বংশ গৌড়ের পাল বংশ বলিয়া পরিচিত। হুগলি জেলায় দুইটী গ্রাম একই নামে আছে, একটী গড় মান্দারন এবং আর একটী মান্দারন। তন্মধ্যে মান্দারন গ্রামে একটী পাল বংশ আছে।

গঙ্গারাম সিংহ—রামেশ্বর সুত সাং বগুয়া। ২১ মাণিকরাম সিংহ সাং মাগুরা। ১৮ গোবিন্দরাম সিংহ সাং তালা! ২০ জনার্দ্দন সিংহ সাং রায়ের কাটী। বেথুনের জয়রাম সিংহ চৌধুরী, মুরারী ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। গোপী সিংহ সাং আবুয়া। চুণীলাল সিংহ ২২ পর্য্যায়। রাঘব সিংহ সাং একতারা, ১৯ পর্য্যায়।

পাটনা সমাজ। হরিপালের সিংহ বংশ কাশ্যপ গোত্রীয়। ২০ পর্য্যায় জগমোহন সিংহ।

১৯ রামকান্ত সিংহ সাং চিত্রশালী। ১৯ শম্ভু সিংহ সাং মের্জাপুর। ১৭ নন্দ সিংহ সাং মহামায়া। ২০ পর্য্যায় কৃপারাম সিংহ সাং মাহানদ। ১৯ রামকান্ত সিংহ। ১৬ বসন্ত সিংহ সাং বালিডাঙ্গা। ১৬ নারায়ণ সিংহ সাং বর্দ্ধমান, গোকুল ঘোষকে কন্যা দান করেন। ১৮ শিবরাম সিংহ সাং বালেশ্বর। ১৮ প্রসাদ সিংহ সাং বসুয়া। গণেশ সিংহ সাং ধামাই। ১৮ মহেশ সিংহ সাং ধামাই। ১৮ কুঞ্জবিহারী সিংহ, গোঁড়া। ২০ মহাদেব সিংহ সাং গুড়োপ। শঙ্কর হাং সাং মাথালপুর। নিত্যানন্দ সিংহ চৌধুরী সাং বসুয়া, হাং সাং দশঘরা। ১৯ রূপসিংহ সাং কুমারহট্ট। ১৯ বিশ্বেশ্বর সিংহ সাং মামুদাবাদ। ১৮ জনার্দ্দন সিংহ সাং উথড়া। ১৯ পুরুষোত্তম সিংহ সাং কুমারহট্ট। ১৯ যাদু সিংহ সাং হুগলী। ২১ রামহরি সিংহ সাং ওড়পাড়া, হাং তালদহি। রামকিশোর সিংহ কাঠালবেড়ে। ২২ চৈতন্য সিংহ সাং গঙ্গা চিত্রশালী। ২১ কৃষ্ণনিধি সিংহ সাং মুকুন্দপুর। ২১ মনোহর সিংহ, রামপ্রসাদ সিংহ, রাজনারায়ণ সিংহ, কেবলকৃষ্ণ সিংহ, রামগোবিন্দ সিংহ, রামচরণ সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ, কৃষ্ণরাম সিংহ, অনন্তরাম সিংহ, দাতারাম সিংহ দত্তপুকুর গ্রামে ছিলেন। কেবলরাম সিংহ সাং ভেবলা।

১৭ গোবিন্দ সিংহ সাং মহামায়া। রামদেব সিংহ—রাঘব সিংহ সুত সাং ভালুকা।

রাধানগরের মিত্রবংশ (কোন্নগর সমাজ)। সদানন্দ মিত্র, পুত্র গৌরীচরণ মিত্র, এঁড়েদা গ্রামের সিংহ গোষ্ঠিতে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। তৎপুত্র রামসুন্দর মিত্র পুত্র হরকান্ত মিত্র, স্ত্রী পার্ব্বতী তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৫ পর্য্যায় তৎপুত্র অবিনাশচন্দ্র মিত্র ও শরৎচন্দ্র মিত্র। শরৎচন্দ্র মিত্র পুত্র শৈলভূষণ, সরসীভূষণ, শিশিরভূষণ, সত্যভূষণ, সুনীতিভূষণ, সুরুচীভূষণ মিত্র। শরৎচন্দ্র মিত্রের দুইটী কন্যা মাত্র। সত্যভূষণ মিত্রের পুত্র সুরেন্দ্রলাল মিত্র। দেবী মিত্রের দুই কন্যা ছিল। দিগম্বরী ও শুভদা। তন্মধ্যে শুভদা জ্যেষ্ঠা ছিলেন। দিগম্বরীর পুত্র নৈহাটী নিবাসী প্রসন্নকুমার বসু। উমাচরণ মিত্র ও অম্বিকাচরণ মিত্র, সাং এঁড়েদা গ্রাম।

সুগন্ধ্যা, ফরাসডাঙ্গা নন্দীবংশ। আদি আনন্দরাম নন্দী—বাৎস্য গোত্র, ঘুঘুডাঙ্গা বাস। রাধানাথ নন্দী ও রাধামাধব নন্দী। রাধানাথ নন্দীপুত্র শ্যামাচরণ নন্দী পুত্র কালীপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। কালীপ্রসাদ নন্দী পুত্র মধুসূদন নন্দী ও বিশ্বনাথ নন্দী। মধুসূদন নন্দী পুত্র হীরালাল নন্দী। বিশ্বনাথ নন্দী পুত্র ভূতনাথ নন্দী ও ব্রজনাথ নন্দী। ভূতনাথ নন্দী পুত্র বিভূতিভূষণ নন্দী ও বেচারাম নন্দী। ব্রজনাথ নন্দী পুত্র রাসবিহারী নন্দী ও নিরোদবিহারী নন্দী। এই নন্দীবংশ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ।

দ্বারাপুর গ্রাম, বাঁকুড়া জেলা সেন বংশ। পূর্ব্ববাস সাঁথরাইল। এই সেনবংশের ধন্বন্তরি গোত্র। শিবসেন বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট হইতে 'হাজরা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ সেন, ধন্বন্তরি সেনবংশ ধন্য করেন। তৎপুত্র গঙ্গারাম সেন পুত্র নারায়ণ সেন পুত্র ভৈরব সেন পুত্র মুকুন্দ সেন স্ত্রী এলোকেশী পুত্র নলিন সেন স্ত্রী প্রভাবতী, শিশির সেন স্ত্রী সুশিলা সুন্দরী, ও মিহির সেন।

শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ

কায়স্থ জাতির আর্থিক উন্নতি

বর্ত্তমান যুগ – অন্ন-সমস্যার যুগ বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে। একদিন ছিল যখন বাঙ্গালার বাড়ীতে বাড়ীতে গোলাভরা ধান ও ঘরে ঘরে চরকা ছিল, যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল ছিল, মনে আনন্দ ছিল এবং মুখভরা হাসি ছিল। কিন্তু আজ পেটে অন্ন নাই, পরিধানে আর্যোচিত ধুতী নাই, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—রোগ শোক ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অভাববোধের তীব্র তাড়না আছে কিন্তু সংস্থান নাই, প্রচেষ্টা নাই, ব্যষ্টির ও সমষ্টির উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় মনকে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা নাই, সাহস নাই, শিক্ষা দীক্ষা কিছুই নাই। সংসারে সুখে থাকিতে হইলে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আজ এই মুহ্যমান, ম্রিয়মান বাঙ্গালী জাতীকে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে—তাহাকে "উঠ্‌তে হবে, ছুট্‌তে হবে, লাগ্‌তে হবে কাজে", জগৎবীণা কোন্ সুরে বাজিতেছে তাহা শুনিতে হইবে।

অন্ন-সমস্যা মোচনের জন্য দুই চারিটী সভা সমিতি পূর্ব্বেও হইয়াছে বটে এবং বড় বড় 'স্কীম' ও খাড়া করা হইয়াছে কিন্তু সমস্তই ভাবপ্রবণতা ও বাক্যবিলাসেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্কীমটীকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য কোথায়ও কিছু সামান্য চেষ্টা হয় ত হইয়াছে, কিন্তু যাহাদের জন্য হইয়াছে—তাহারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দিয়াছে। সুতরাং পল্লীতে পল্লীতে সুশিক্ষিত লোকদিগের সাহায্যে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিয়া ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী, সমবায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যক্তির ও জাতির উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ মহৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই নোয়াখালির সুযোগ্য সিভিল সার্জ্জেন্ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে "কায়স্থ জাতির আর্থিক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন বিষয়ক শাখা সমিতি" গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে উক্ত শাখা সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহার কার্য্য-বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল। আশা করি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসাধারণ সরসী বাবুর এই শুভেচ্ছাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীবীরেশ চন্দ্র গুহ বর্ম্মা।

কায়স্থ জাতির আর্থিক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন বিষয়ক শাখা সমিতির ১ম অধিবেশন,

স্থান—লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা

৩২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৩৪, ১৫ই জুন, ১৯২৭,

উপস্থিত—

ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম-বি (সভাপতির আসনে)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক, শাখা সমিতি)

১ম নির্দ্ধারণ : –

স্থির হইল যে—বর্ত্তমানে কায়স্থ জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপায়-উদ্ভাবন জন্য 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দিয়া সভার সভ্যবৃন্দের ও বঙ্গের বিরাট কায়স্থসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এই বিষয়ক মতামত আহ্বান করিবার ভার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক এবং এই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে—এই সকল মতামত ও আলোচনার সারাংশ ধারাবাহিক রূপে কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক।

২য় নির্দ্ধারণ—

স্থির হইল যে—বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থগণের আর্থিক অবস্থার সমোন্নয়ন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভার্থ প্রতি জেলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কর্ম্মী-প্রধানগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিবার ভার এই শাখা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক এবং এতৎসম্বন্ধীয় ব্যয় অনুমোদন জন্য এই সমিতি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন।

৩য় নির্দ্ধারণ—

দেখা গিয়াছে, কোন বিশেষ যৌথ কারবার এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করা জাতির আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করার একটী প্রধান উপায়, সেজন্য স্থির হইল যে—কায়স্থ সভার সম্পাদক, পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রচারক মহাশয়গণ এই বিষয়টী যাহাতে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন সেজন্য এই সমিতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

৪র্থ নির্দ্ধারণ—

দেখা গিয়াছে, খুলনার "কায়স্থ ব্যাঙ্ক" ও নোয়াখালীর 'জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক" স্থাপন বিষয়ে কায়স্থ-সভার কতিপয় সভ্যগণের চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। খুলনার 'কায়স্থ ব্যাঙ্ক'টী মাত্র কায়স্থগণ দ্বারা ও কায়স্থগণ মধ্যে অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাহাদের দ্বারাই পরিচালিত কিন্তু নোয়াখালির "জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের" স্থাপনা যদিও প্রথমে কায়স্থগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয় তথাপি উহার প্রতিষ্ঠার সময় কায়স্থ-উদ্যোক্তৃগণ হিন্দুগণের অন্যান্য জাতির কর্ম্মিগণের সহিত মিলিত হইয়া উহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভাবেও যদি কায়স্থগণ অন্যান্য স্থানে অন্যান্য জাতির কর্ম্মিবৃন্দের সহায়তা পাইয়া ও স্থানীয় হিন্দু সভার সভ্যগণের সাহায্য লইয়া হিন্দুগণ মধ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিজ জাতির সঙ্গে সঙ্গে নিজ ধর্ম্মাবলম্বিগণের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, সেই জন্য স্থির হইল যে—এই সকল বিষয়েও পত্র ব্যবহার করিবার ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার ভার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক এবং সভার প্রচারক মহাশয়গণকে এই বিষয়টী তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৫ম নির্দ্ধারণ—

স্থির হইল যে—বিভিন্ন জেলাস্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার শাখাসভার সম্পাদক মহাশয়গণকে নিজ নিজ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লিসমূহে জাতির আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধীয় উপায় উদ্ভাবন ও তৎতৎস্থানে জাতীয় পল্লী-সমিতি স্থাপন বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য মূল সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পত্র ব্যবহার দ্বারা উৎসাহিত করা হউক এবং এই সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে—এই বিষয়ে অন্যান্য পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিয়া বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—

স্থির হইল যে—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয়ের এই বিষয়ক মতামত সংগ্রহ করিবার ভার শাখা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হউক।

৭ম নির্দ্ধারণ—

আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে শাখা সমিতির উল্লিখিত মন্তব্য অনুমোদন জন্য উপস্থাপিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর শাখা-সমিতির অধিবেশন ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীসরসীলাল সরকার।
শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পঞ্চম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী।

১লা মাঘ, শনিবার ১৩৩৩, ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৭।

স্থান—সভার কার্য্যালয়।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ
,, কিরণচন্দ্র দত্ত (পত্রিকা-সম্পাদক)
,, কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সি, আই, ই (সভাপতির আসনে)
,, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি, এল, (সম্পাদক)
,, কেদার নাথ দেব বর্ম্মা
,, গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
,, গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন
,, সুরেন্দ্র লাল দেববর্ম্মা
,, সুরেশচন্দ্র গুহ
,, গোপাল হরি ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী
,, নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম্, এ, বার-এ্যাট্-ল

,, মণীন্দ্র মোহন বর্ম্ম মজুমদার

,, সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ

,, অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি-এ, এফ-সি-এস

,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)

,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা (প্রচারক)

,, আশুতোষ দত্ত (দর্শক)

,, কালিদাস বসু বর্ম্মা (দর্শক)

,, বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (দর্শক)

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ে প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সি-আই-ই মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হ'ন।

১ম নির্দ্ধারণ—

গত ৪র্থ অধিবেশনের এবং ১৯।৯।৩ তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম মহাশয়, নিম্নলিখিত সভ্যগণ যাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ ও সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা—ভাঙ্গা

,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

,, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায়—দিনাজপুর

,, হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা—খাগড়ানা

,, প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী—নিমতিতা

,, রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়—কৃষ্ণনগর

২য় নির্দ্ধারণ—

আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় নিজ গৃহে কাহারও কাহারও অসুস্থতার দরুণ হিসাব পরীক্ষা করিতে না পারায় তাহা পরিদৃষ্ট অনুমোদিত হইল না।

৩য় নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রস্তাব করেন—দিনাজপুরের পরম ভাগবত সর্ব্বজনমান্য রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় মহোদয়ের মৃত্যুতে এ

সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পুত্র দ্বয়কে (বড় কুমার ও ছোট কুমার) এই মন্তব্যের প্রতিলিপি প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত কে, সি, দেব বর্ম্মা সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

৪র্থ নির্দ্ধারণ —

সভ্যের উচ্চ পদ ও উপাধিলাভে আনন্দ প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ মিত্র এম-এ, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োজিত হওয়ায়, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় মহাশয়ের 'সি-আই-ই' উপাধি প্রাপ্তিতে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়ের 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তিতে এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম নির্দ্ধারণ—। নূতন সভ্য মনোনয়ন

(ক) (শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র প্রচারক মহাশয়ের পত্রানুসারে।)

১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র চন্দ্র—হাওড়া

২। ,, তৃপ্তিমোহন মজুমদার—খুলনা

৩। ,, অশ্বিনীকুমার ঘোষ—নড়াইল

৪। ,, রজনীকান্ত ঘোষ—যশোহর

৫। ,, বিজয় গোপাল বসু বি-এল,—কলিকাতা

৬। ,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—কলিকাতা

৭। ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু—শ্রীধরপুর

৮। ,, কালিদাস মিত্র—খুলনা

৯। ,, যদুনাথ সেন, পোষ্টমাষ্টার—কলিকাতা

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

সমর্থক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা বি-এল

(খ) (শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের পত্রানুসারে)

১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্টার—বরিশাল

২। ,, হেমকান্ত দাস, শিক্ষক—বরিশাল

৩। ,, মুকুন্দলাল ঘোষ—ফরিদপুর

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

সমর্থক ,, সুরেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা।

(গ) ১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিংহ টি এম—আসাম
২। ,, মুকুন্দলাল ধর এম এ, বি-এল—আসাম
৩। ,, ডাঃ প্রভাতচন্দ্র দত্ত—আসাম
৪। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র হেড্ রেকর্ড ক্লার্ক—আসাম
৫। ,, রাজমোহন দত্ত হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট, কমিশনার্স্ অফিস-আসাম
৬। ,, রাজেন্দ্রকিশোর কর—পি-ডব্লু অফিস
৭। ,, মহিমচন্দ্র ঘোষ—কণ্ট্রাক্টর—আসাম
৮। ,, গজেন্দ্রকুমার দত্ত—প্রোপ্রাইটার, নিউ প্রেস
৯। ,, গোপালচন্দ্র নাহা—মার্চ্চেণ্ট
১০। ,, শরৎচন্দ্র বক্সি, মোক্তার—আসাম
১১। ,, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, পি-ডব্লু-ডি অফিস
১২। ,, গিরিশচন্দ্র দত্ত
১৩। ,, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি-এ
১৪। ,, করুণাময় দেব—কমিশনার-অফিস, আসাম
১৫। ,, চিন্তামণি ঘোষ—দি ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ
১৬। ,, ধীরেন্দ্রকুমার গুহ—গুলজারবাগ
১৭। ,, উমানাথ রায়—দিনাজপুর
১৮। ,, অনন্তলাল বিশ্বাস, মোক্তার—সম্বলপুর
১৯। ,, মধুসূদন ঠাকুর বর্ম্মা—দিনাজপুর

(বালুরঘাট কায়স্থ শাখা সমিতি)

২০। ,, রমণীকান্ত দত্ত—পাবনা
২১। ,, ডাঃ রজনীকান্ত সরকার—টিংক
২২। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার—মুঙ্গের
২৩। ,, চারুচন্দ্র নন্দী—ঐ
২৪। ,, অনাথবন্ধু হালদার এম-এ, বি এল
২৫। ,, হেমচন্দ্র বসু বি-এল

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

সমর্থক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ

(ঘ) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার—নদীয়া
,, শরৎচন্দ্র ঘোষ

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন

সমর্থক ,, কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সি, আই, ই,

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—

অদ্যকার সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহোদয় প্রস্তাব করেন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে নিজ ব্যয়ে ২৯জন কায়স্থ-সন্তানের উপনয়ন করাইয়াছেন, এজন্য এই সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবুর সমর্থনে, প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্ম মহাশয় প্রস্তাব করেন—শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর পার্ক ষ্ট্রীট এক্‌টেন্‌সনে যে ভূমি লইয়াছেন তাহা হইতে কতক ভূমি তিনি কায়স্থ সভার গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় এই সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় সমর্থন করিলে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮ম নির্দ্ধারণ—

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের বৃত্তি বৃদ্ধির আবেদন পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলেন পূজার পূর্ব্বে কাঃ নিঃ সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় সভা ভঙ্গের সময় জানাইয়াছিলেন যে কার্ত্তিক মাস হইতে মাখন বাবুকে ৪০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক। অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন তন্মধ্যে নিমতিতার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী, খাগজানার শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ ঘোষ এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় মাখন বাবুর বৃত্তি বাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মত জানাইয়াছেন। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে কার্ত্তিক মাস হইতেই তাঁহাকে ৪০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

সমর্থক ,, সুরেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা।

(গ) ১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিংহ টি এম—আসাম

২। ,, মুকুন্দলাল ধর এম এ, বি-এল—আসাম

৩। ,, ডাঃ প্রভাতচন্দ্র দত্ত—আসাম

৪। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র হেড্ রেকর্ড ক্লার্ক—আসাম

৫। ,, রাজমোহন দত্ত হেড্ এসিষ্ট্যাণ্ট, কমিশনার্স্ অফিস—আসাম

৬। ,, রাজেন্দ্রকিশোর কর—পি-ডব্লু অফিস

৭। ,, মহিমচন্দ্র ঘোষ—কণ্ট্রাক্টর—আসাম

৮। ,, গজেন্দ্রকুমার দত্ত—প্রোপ্রাইটার, নিউ প্রেস

৯। ,, গোপালচন্দ্র নাহা—মার্চ্চেণ্ট

১০। ,, শরৎচন্দ্র বক্সি, মোক্তার—আসাম

১১। ,, প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, পি-ডব্লু-ডি অফিস

১২। ,, গিরিশচন্দ্র দত্ত

১৩। ,, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি-এ

১৪। ,, করুণাময় দেব—কমিশনার-অফিস, আসাম

১৫। ,, চিন্তামণি ঘোষ—দি ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

১৬। ,, ধীরেন্দ্রকুমার গুহ—গুলজারবাগ

১৭। ,, উমানাথ রায়—দিনাজপুর

১৮। ,, অনন্তলাল বিশ্বাস, মোক্তার—সম্বলপুর

১৯। ,, মধুসূদন কর বর্ম্মা—দিনাজপুর

(বালুরঘাট কায়স্থ শাখা সমিতি)

২০। ,, রমণীকান্ত দত্ত—পাবনা

২১। ,, ডাঃ রজনীকান্ত সরকার—টিঙ্ক

২২। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার—মুঙ্গের

২৩। ,, চারুচন্দ্র নন্দী—ঐ

২৪। ,, অনাথবন্ধু হালদার এম-এ, বি এল

২৫। ,, হেমচন্দ্র বসু বি-এল

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

সমর্থক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ

(ঘ) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার—নদীয়া

,, শরৎচন্দ্র ঘোষ

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন

সমর্থক ,, কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা সি, আই, ই,

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—

অদ্যকার সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্ম মহোদয় প্রস্তাব করেন—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে নিজ ব্যয়ে ২৯জন কায়স্থ-সন্তানের উপনয়ন করাইয়াছেন, এজন্য এই সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবুর সমর্থনে, প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭ম নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্ম মহাশয় প্রস্তাব করেন—শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর পার্ক ষ্ট্রীট একষ্টেন্সনে যে ভূমি লইয়াছেন তাহা হইতে কতক ভূমি তিনি কায়স্থ সভার গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় এই সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় সমর্থন করিলে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

৮ম নির্দ্ধারণ—

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের বৃত্তি বৃদ্ধির আবেদন পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলেন পূজার পূর্ব্বে কাঃ নিঃ সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় সভা ভঙ্গের সময় জানাইয়াছিলেন যে কার্ত্তিক মাস হইতে মাখন বাবুকে ৪০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক। অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন তন্মধ্যে নিমতিতার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী, খাগজানার শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ ঘোষ এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় মাখন বাবুর বৃত্তি বাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মত জানাইয়াছেন। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে কার্ত্তিক মাস হইতেই তাঁহাকে ৪০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন—যখন ১লা মাঘ এই আবেদন বিবেচিত হইতেছে তখন মাঘ হইতে বৃত্তি দেওয়াই সঙ্গত, কার্ত্তিক হইতে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না। তবে যদি বোনাস স্বরূপে দেওয়া হয়, সে পৃথক্ কথা। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ মহাশয় বলেন কার্ত্তিক হইতে বৃদ্ধি হারে বৃত্তি দেওয়ার অভিপ্রায় যখন সম্পাদক মহাশয় আশ্বিন মাসেই জানাইয়াছেন, তখন কার্ত্তিক হইতেই বৃদ্ধি দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয়ও কার্ত্তিক হইতে বৃদ্ধি দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করিলে— প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

৯ম নির্দ্ধারণ—

প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম মহাশয়ের বৃত্তির আবেদন পঠিত হইল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্ম মহোদয় তাঁহাকে ২০৲ বৃত্তি দেওয়া সঙ্গত বোধ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু তৎপ্রতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন— অমৃত বাবু সভার স্বেচ্ছা প্রচারকের কার্য্য বহুদিন যাবৎ করিতেছেন, তিনি অনেক সভ্যও সংগ্রহ করিতেছেন, অতএব তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সম্পাদক যোগেশ বাবু বলেন অমৃত বাবুর প্রচার কার্য্যে কিরূপ দক্ষতা আছে তাহা তিনি জানেন না, চৈত্র পর্য্যন্ত ৩ মাস প্রচার কার্য্য করুণ, যদি তাহার ফল হয় তবে তাহাকে ২০৲ হারে বৃত্তি দিতে সভার আপত্তি হইবে না, তদবস্থায় এই ৩ মাসের বৃত্তিও তাঁহাকে দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বলেন—পরে বৃত্তি দিলে তাঁহার এখন চলিবে কিরূপে? বরং এখন হইতেই দেওয়া হউক, পরে যদি দেখা যায় তাঁহার দ্বারা কাজ ভাল হয় না তবে বৃত্তি বন্ধ করা যাইবে। সম্পাদক মহাশয় বলেন—বৃত্তি একবার দিয়া বন্ধ করা অতিশয় অপ্রীতিকর। অমৃতবাবু তিন মাসে কোথায় কতটা কাজ করিতে আশা করেন তাহা তিনি শুনিতে চাহিলে অমৃত বাবু বলেন—তিনি এই ৩ মাসে খুলনা যশোহর অঞ্চলে সভার ১০০ সভ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। তখন সম্পাদক মহাশয় বলেন—অমৃত বাবু যখন এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে মাঘ মাস হইতেই ২০৲ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হউক।

তাহাই স্থির হইল।

১০ম নির্দ্ধারণ—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পত্র পঠিত হয়। তাহাতে

তিনি সভার কার্য্য প্রণালীর যে যে ত্রুটির উল্লেখ করেন তৎসম্বন্ধে বিস্তর আলোচনার পর শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে ঐ পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন গিরিশবাবু পত্রে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার পদত্যাগ প্রস্তাব গৃহীত হইবে কি না তাহাও বিবেচনা করা দরকার। তাহাতে সম্পাদক মহাশয় বলেন—ইহা ঠিক পদত্যাগ পত্র নহে, তিনি কার্য্যালয়ের ভার লইয়া থাকিতে চাহেন না, প্রচার কার্য্য করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, কার্য্যালয়ের ভার অন্য কাহারও হাতে দিয়া তাঁহাকে এই ১০০৲ টাকা বৃত্তিতে প্রচার কার্য্য করার অবসর দেওয়া আবশ্যক। গণপতি বাবু জানিতে চাহেন—এখনই তাঁহাকে প্রচারের জন্য কার্য্যালয় হইতে অবসর দিতে সম্পাদক মহাশয় পারেন কি না। তাহাতে সম্পাদক মহাশয় বলেন— আরও ১ মাস কার্য্যালয়ের ভার গিরিশ বাবুকে রাখিতে হইবে।

তাহাই স্থির হইল।

১১শ নির্দ্ধারণ—

কালিদাস বাবুর আবেদন পঠিত হইল।

স্থির হইল, আপাততঃ গিরিশ বাবুর উপরই কার্য্যালয়ের ভার থাকিতেছে, অতএব কালিদাস বাবুকে বা অন্য কাহাকেও তাহার স্থলে এখন নিয়োগ করা যাইতে পারে না।

১২শ নির্দ্ধারণ—

ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ গিরীন্দ্র বাবুর পত্র পঠিত হইল।

স্থির হইল, কাহাকেও অবসর দিলেই একমাসের বেতন অতিরিক্ত দিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, সুতরাং তাঁহার একমাসের অতিরিক্ত বেতন পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর করা যাইতে পারে না।

১৩শ নির্দ্ধারণ—

কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহের আবেদন পঠিত হইল।

স্থির হইল,—সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জবাব দিয়াছেন, এ অবস্থায় সভা তাঁহাকে পুনরায় নিয়োগ করা সঙ্গত বোধ করেন না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে ঘ ৭।১৫ সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা	শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি
	২১শে চৈত্র, ১৩৩৩ সাল।

পঞ্চবিংশ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী।

২১শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৩, (৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭)
স্থান, সভার কার্য্যালয়, সময় অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা।
„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম, এস্‌সি, বি, এল।
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বার-এ্যাট-ল।
„ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম, এ, বি এল, (পাটনা)।
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।
„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর।
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা।
„ রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বি, এ।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত পত্রিকা-সম্পাদক।
„ বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা (কর্ম্মচারী)।
„ অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা ঐ।
„ নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক (দর্শক)।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, এডভোকেট, হাইকোর্ট, পাটনা, মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

১ম নির্দ্ধারণ—

গত ১।১০।৩৩ তারিখের ৫ম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ—

আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতপ্রসাদ দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের পরীক্ষিত গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব দৃষ্ট ও অনুমোদিত হইল।

৩য় নির্দ্ধারণ —

নূতন সভ্য মনোনয়ন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করেন :—

(ক) মহারাজ ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর আসফজাহি বি-এ, হায়দ্রাবাদ, ডেকান, মহোদয় সভার আজীবন সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহাকে আজীবন সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) অতঃপর গিরিশবাবু নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাব করেন।

(১) শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মতিলাল মিত্র, মধুপুর –
(২) „ ডাক্তার হরিচরণ ঘোষ „
(৩) „ বিষ্ণুপ্রসাদ দাস „
(৪) „ অনন্তনাথ বসু „
(৫) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার „
(৬) „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার „
(৭) „ বিপিন বিহারী দে বরিশাল।
(৮) „ শ্রীশচন্দ্র বসু মল্লিক কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্ম মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪র্থ নির্দ্ধারণ—

সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু বলেন মহারাজ ইন্দ্রকরণের সম্বর্দ্ধনায় ৬০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় ১০৲ দিয়াছেন, অবশিষ্ট ব্যয়ও চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহ করা সঙ্গত। শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ও তদ্রূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন।

তাহাতে শ্রীযুক্ত নীতীশবাবু বলেন—এই ব্যয় সভার তহবিল হইতেই দেওয়া হউক। চাঁদা আদায় করিতে গেলে যাঁহারা কাঃ নিঃ সমিতিতে বরাবর উপস্থিত হন কেবল তাঁহাদের ঘাড়েই পড়িবে। সভাপতি মহাশয় এতদর্থে ২৲ টাকা দিয়া বলিলেন—চাঁদা যদি আরও কিছু আদায় হয় ভালই, না হয় সভার তহবিল হইতেই অবশিষ্ট ব্যয়ের টাকা দিতে হইবে।

তাহাই স্থির হইল।

৫ম নির্দ্ধারণ—

সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু জানাইলেন—মাণিকগঞ্জ হইতে রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয় আগামী বার্ষিক অধিবেশন মাণিকগঞ্জে আহ্বান করিতেছেন। ঈষ্টারের ছুটিতে তথায় সভা হওয়ার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সম্পাদক যোগেশ বাবু অনিবার্য্য কারণে ঐ সময় মাণিকগঞ্জে উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয় দশহরা কিম্বা মহরমের সময় সভা আহ্বান করা সঙ্গত বোধ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন এবিষয় সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হউক, তিনি সময় স্থির করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে জ্ঞাপন করিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন—মাণিকগঞ্জে যাওয়া বিশেষ অসুবিধা জনক, আরিচা হইতে ২০ মাইল মোটর বাসে যাওয়া অনেকের পক্ষে অসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ কলিকাতার লোকদের পক্ষে। এরূপ অবস্থায় সভা মাণিকগঞ্জে না করিয়া বরং কলিকাতায় করাই ভাল। স্থির হইল,- সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক তিনি সকল দিক বিবেচনা করিয়া আগামী কাঃ নিঃ সমিতির অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—

কায়স্থ সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী কোটালীপাড়ের স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা তাহার পুত্রের উপনয়নের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। স্থির হইল সভার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কার্য্যে সাহায্য দান সম্ভব হইবে না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৮টার গাড়ীতে তাঁহার পাটনা যাওয়া অত্যাবশ্যক জানাইয়া আসন ত্যাগ করিলে সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবুর প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্ম মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

৭ম নির্দ্ধারণ—

সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু জানাইলেন—তাঁহার বাটী যাওয়া অত্যাবশ্যক হওয়ায় এবং তথা হইতে মাণিকগঞ্জে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করিতে যাওয়া আবশ্যক বিবেচনায় এবং সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা হঠাৎ বসন্তের গুটীসহ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া বাড়ী যাওয়ায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক নামক পাবনা স্থলবসন্তপুর নিবাসী এক ভদ্রলোককে সভার কার্য্যা-

লয়ের তত্ত্বাবধানের ভার কিয়দ্দিনের জন্য দিয়া এবং তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়কেও পত্র লিখিয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার পরে শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক গিরিশবাবু তাঁহার অনুপস্থিতি কালের জন্য কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে, ভবিষ্যতে এইরূপ না হয় তদ্বিষয়ে এই সভা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু সভাপতি মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু	শ্রীসরসীলাল সরকার,
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সপ্তম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৩৪, ৩১শে মে, ১৯২৭।

সময়—অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা। স্থান—সভার কার্য্যালয়।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার।
" কিরণচন্দ্র দত্ত, পত্রিকা-সম্পাদক।
" সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মা।
" কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর।
" গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন।
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক।
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম-এ, বার-এট-ল।
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এল, সম্পাদক।
" উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়জী (দর্শক)
" মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ জয়নীলাল সরকার (সিভিল সার্জ্জেন, নোয়াখালী) সভাপতিপদে বৃত হন।

১ম নির্দ্ধারণ—

গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ১ম নির্দ্ধারণের কিয়দংশ বন্ধনি চিহ্ন দ্বারা বাদ দিয়া অবশিষ্ট কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ।

পৌষ মাসের পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন—আয়ব্যয় পরীক্ষক মহাশয় "হিসাব পরীক্ষা করা গেল" এইমাত্র লিখিয়াছেন, "হিসাব নির্ভুল দেখা গেল" একথাও লেখা উচিত। স্থির হইল, এ বিষয়ে আয়ব্যয় পরীক্ষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে।

৩য় নির্দ্ধারণ—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্ম সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত নাম প্রস্তাব করেন :—

১। শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা কলিকাতা
২। ,, জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। ,,
৩। ,, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ,,

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব রায় বাহাদুর (Extra. Asst. Commissoner). আসাম।
২। ,, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (Telegraph master) আসাম।
৩। ,, মুকুন্দলাল ধর এম, এ, বি, এল আসাম।
৪। ,, অবন্তীনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল (Government Pleader), আসাম
৫ ,, দুর্গাশঙ্কর দত্ত, মোক্তার, আসাম।

৬। ,, কে, সি, দত্ত আসাম।
৭। ,, বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী আসাম।

(গ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় (কলিকাতা) সভ্য মনোনীত হইলেন।

(ঘ) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয়ের প্রদত্ত তালিকানুযায়ী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা, জমিদার, পাবনা।
২। ,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা।
৩। ,, শরচ্চন্দ্র রায়, জমিদার, ঢাকা।
৪। ,, জগদীশচন্দ্র গুহ নিয়োগী, ঢাকা।
৫। ,, রাসবিহারী দাস রায়, কলিকাতা।

(ঙ) সভ্য, মহাশয়জী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু (২৪ পরগণা) সভ্য মনোনীত হইলেন।

(চ) শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম মহাশয়ের প্রদত্ত তালিকানুযায়ী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাসবর্ম্মা কলিকাতা।
২। ,, বিভূতিভূষণ মিত্র কলিকাতা।
৩। ,, সৃজননাথ মিত্র মুস্তফী কলিকাতা।
৪। ,, ননীলাল দত্ত কলিকাতা।

৪র্থ নির্দ্ধারণ—বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময়।

স্থির হইল, মাণিকগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আগামী বার্ষিক অধিবেশন মাণিকগঞ্জে আহ্বান করায় আগামী

মহরমের বন্ধে মাণিকগঞ্জেই বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তদ্‌বিষয়ে যাহা করণীয় সম্পাদক মহাশয়ের উপর তাহার ভার অর্পিত হইল। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বার্ষিক অধিবেশনের যথাযোগ্য ব্যবস্থার জন্য অনতিবিলম্বে সভার ব্যয়ে মাণিকগঞ্জে যাইবেন।

৫ম নির্দ্ধারণ,—কায়স্থকীর্ত্তি রক্ষাকল্পে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব।

স্থির হইল, শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুকে অনুরোধ করা হউক কোথায় কোথায় কায়স্থকীর্ত্তি রক্ষা করার চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ বিবরণ প্রদর্শন করেন। তৎপর এ বিষয় বিবেচিত হইবে।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ—সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি উপলক্ষে সভার কর্ত্তব্য বিষয়ক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব।

এতদ্‌বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত অভিপ্রায় মতে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য গৃহীত হইল :—

কায়স্থকুলগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের কারামুক্তিতে এই সভা সন্তোষপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার অচিরে রোগমুক্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন।

৭ম নির্দ্ধারণ। চাঁদা আদায়ের কমিশন বৃদ্ধির জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের আবেদন।

স্থির হইল, চাঁদা আদায়ের জন্য শতকরা ১৫৲ টাকার অধিক কমিশন দেওয়া হইবে না।

৮ম নির্দ্ধারণ। কলেজের ছাত্র শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র অধিকারীর সাহায্যের জন্য আবেদন।

স্থির হইল, সভার বর্ত্তমান অবস্থায় আবেদনকারীকে পূর্ব্বমঞ্জুরী দশ টাকার অধিক সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে না।

৯ম নির্দ্ধারণ—ফাল্গুন মাসের বৃত্তি ও বেতনের বিল।

স্থির হইল—

(ক) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনবাবুকে এবারের জন্য পূর্ণ বৃত্তি দেওয়া হউক। কিন্তু তাহাকে জানান হউক যে ভবিষ্যতে প্রচারকার্য্য হইতে অবসর লইয়া বাড়ী থাকিতে হইলে অনুমতি লইয়া তাহা করিবেন।

(খ) সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বসন্তরোগে আক্রান্ত

হইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহার অনুপস্থিতি-কালের পূর্ণ বেতন দেওয়া হউক।

(গ) প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম মহাশয় প্রচার ও সভ্যসংগ্রহ বিষয়ে সন্তোষজনক বিবরণ না দেওয়া পর্য্যন্ত ফাল্গুন মাস হইতে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ থাকিবে।

১০ম নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মার বেতন বৃদ্ধির আবেদন।

স্থির হইল, সভার বর্ত্তমান অবস্থায় বেতনবৃদ্ধি করা যাইতে পারে না।

১১শ নির্দ্ধারণ—(বিবিধ) চিত্রগুপ্ত পূজার হাওলাত—চিত্রগুপ্ত পূজার হাওলাত দুইশত টাকা যাহা ১৩২৭ সন হইতে হাওলাত চলিতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব মতে শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত পত্রিকা-সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এই তিন জন দ্বারা গঠিত সাব-কমিটী (Sub-Committee) এতদ্‌বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

১২শ নির্দ্ধারণ (বিবিধ)

কায়স্থ-জাতির আর্থিক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন বিষয়ক শাখা সমিতি গঠন সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব।

স্থির হইল, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হউক :—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি-এল, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্ম এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম-বি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এই শাখা সমিতির সম্পাদক থাকিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, সহযোগী সম্পাদক।	শ্রীযদুনাথ সরকার, সভাপতি। ৩রা জুলাই, ১৯২৭।

প্রথম বাঙ্গালী-কায়স্থ।*

১। শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মিত্র—কলিকাতা হাইকোর্টের ১ম ভারতীয় রেজিষ্ট্র্যার।

২। স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের ১ম প্রেসিডেণ্ট।

৩। স্যার কৈলাশ চন্দ্র বসু—চিকিৎসকদিগের মধ্যে ১ম স্যার উপাধি প্রাপ্ত।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব—রেভিনিউ বোর্ডের ১ম ভারতীয় সদস্য।

৫। ,, কৃষ্ণলাল দত্ত—একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল (মান্দ্রাজ)

৬। ,, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র— " " 'পোঃ এণ্ড টেলিগ্রাফ্ অব্ ইণ্ডিয়া।'

৭। ,, প্রসন্নকুমার রায় (পি, কে, রায়)—১ম ভারতীয় 'ইন্স্পেক্টর অব্ কলেজেস্।'

৮। প্যারী চাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)—১ম উপন্যাস লেখক।

৯। বরদাচরণ মিত্র—(ষ্ট্যাটিউটারী) নন্-সিভিলিয়ানের মধ্যে ১ম ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্ত।

১০। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংএর ১ম দেওয়ান।

১১। রাজা নবকৃষ্ণ দেব বৃটিশ রাজত্বের ১ম রাজা উপাধি প্রাপ্ত।

১২। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, স, পি, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

১৩। ডাঃ সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক।

১৪। স্যার নীলরতন সরকার—অদ্বিতীয় চিকিৎসক।

১৫। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু—বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও অদ্বিতীয় সুলভ শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশক

১৬। রাখালচন্দ্র সরকার—বাঙ্গালীর মধ্যে ১ম এসিষ্ট্যাণ্ট কন্সারভেটর

শ্রীননীলাল দত্ত বর্ম্মা।

সম্পাদক—বাতানল (হুগলী) কায়স্থ-সমিতি।

---

* শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগ বি, এ, কায়স্থ পত্রিকায় গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'প্রথম বাঙ্গালী কায়স্থ' নামের একটী তালিকা দিয়াছেন। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমিও কয়েকটী নাম সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইলাম। আমি যাঁহাদের নাম পাঠাইলাম আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে তাঁহারা প্রথম ও প্রথম-স্থানীয় বাঙ্গালী-কায়স্থ। কেহ ত্রুটী দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। আশা করি কায়স্থ ঐতিহাসিকগণ এই সংগ্রহের অসম্পূর্ণতা দূর করিবেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } আষাঢ়—১৩৩৪ { ৩য় সংখ্যা

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় কবি কর্ণপুর নামে এক ধর্ম্মাত্মা গৌড় দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম অদ্যাবধি সুবিখ্যাত। ঐ কবিকেশরী কর্ণপুরের প্রণীত গ্রন্থসকলের মধ্যে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক পরম পূজ্য গ্রন্থ। কায়স্থ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার সময় রামকেলি গ্রামে দিন চারি পাঁচ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর বিস্ময় সহকারে তাঁহার অমাত্য কেশব বসুকে এইরূপ জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে "কেশব বসুনা উক্তং, 'সুরত্রান! শ্রীচৈতন্য নাম কোঽপি মহাপুরুষো মথুরাং প্রয়াতি," ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

আবার ;—

হেনমতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজে তার রামকেলি নাম ॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥

* * *

নিকটে যবন রাজ পরম দুর্ব্বার।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

*   *   *   *

কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে॥

*   *   *   *

যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হইল চমৎকার॥
কেশব খাঁনেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
কহত কেশব খাঁন কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বল যার।
শুনিয়া কেশব খাঁন পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত খণ্ড ৪অঃ॥

আবার ;—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম।
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই তো গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন ইহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইহার মন॥
কেশব ছেত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছেত্রী উড়াইয়া দিল॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাই হয়ে আর হানি॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার কালে প্রভু কহিল যাইয়া॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১ম পরিঃ

এই স্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভক্ত কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়েশ্বর যবন রাজার যে একজন হিন্দু অমাত্যের উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম কেশব বসু। মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার সময় রামকেলি গ্রামে যে কয়দিন ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। যবন রাজা বিস্মিত হইয়া স্বীয় অমাত্য কেশব বসুকে বহু সংখ্যক লোক সমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই তো চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের কথা।. আবার ঐ একই প্রসঙ্গে চৈতন্য ভাগবতে সেই কেশব বসুকে কেশব খাঁন নামে উক্ত করা হইয়াছে, এবং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাঁহাকেই আবার ঐ একই প্রসঙ্গে কেশব ছেত্রী নাম বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। অতএব কেশব বসু, কেশব খাঁন এবং কেশব ছেত্রী একই ব্যক্তি, কেবল উপাধি বিভিন্ন। সুতরাং চৈতন্যদেবের সময়েও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীপ্রিয়নাথ বসু (শাস্ত্রী)

বিবাহে কন্যার বয়স।

চতুর্থ প্রস্তাব।

(শিশু বালিকার বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়ার কারণ।)

শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার আর্য্যসমাজে প্রাপ্ত-যৌবনা নারীর বিবাহের অনুকূল হইলেও, শিশু বালিকার বিবাহ সেই সমাজে কত দিন হইতে এবং কেন প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দ হইতে সিন্ধুসৌবীর দেশে মুসলমান সভ্যতার প্রভাব আরম্ভ হয় এবং খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে আর্য্যাবর্তের রাজশক্তি হিন্দুর হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমানের অধিকার গত হয়। আরব, পারস্য, তুরস্ক এবং তাতার প্রভৃতি দেশ হইতে আগত পাঠান এবং মুঘল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মুসলমান বীরপুরুষগণের এবং তাঁহাদের সহকারী বা সহচারী সেবকাদির সঙ্গে নারীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। অথচ, নবাগত রাজা, রাজপুরুষ, সৈনিক,

সেনাপতি, সেবক, বণিক প্রভৃতি মুসলমান এদেশে ঘর বাড়ী বাঁধিয়া পাকা-পাকি ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেই গৃহের সাররত্নস্বরূপ "গৃহিণীর" অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। সেমিটিক সমাজে আবার একাধিক গৃহিণী এবং উপগৃহিণী (বা বাঁদী) রাখিবার 'রেবাজ' থাকায়, এবং তাঁহাদের বড় বড় লোকের প্রত্যেকেরই "হারেম" রাখার প্রথা চলিত থাকায়, তাঁহাদের মধ্যে নারীর রীতিমত "দুর্ভিক্ষ" লাগিয়া গেল। আর, এদেশের লোকের সুসংস্কার অথবা কুসংস্কার এত প্রবল ছিল, (এখনও আছে) যে, তাঁহারা শ্মশ্রুবহুল, বিচিত্র আহার-ব্যবহার-বেশভূষাশীল, মুসলমানগণের করকমলে, নিজ নিজ কন্যারত্নগুলিকে স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিতে সম্মত হইল না; কাজেই মুসলমান মহাশয়েরা এদেশের সনাতন মনুসংহিতার মত মাথায় তুলিয়া লইয়া "রাক্ষস-বিবাহ" বিধানানুসারে (১) "কন্যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি আত্মীয় অভিভাবকদিকে মারিয়া, কাটিয়া, লুঠিয়া, রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ এবং নেকা বা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নগরে নগরে, জনপদে জনপদে, এবং গ্রামে গ্রামে এইরূপ "রাক্ষসাচার" তীব্রবেগে চলিতে লাগিল। অনূঢ়া কন্যা এবং বিধবা উভয়বিধ নারীই বীরপুরুষগণের "রাক্ষস বিবাহের' লক্ষ্য হইতে লাগিল। অনূঢ়া কন্যা গৃহে থাকিলে কেবল যে কন্যারই অবমানন', ধননাশ, লাঞ্ছনা বা ধর্ষণা হইত তাহা নহে, কন্যাহরণকারিগণের হস্তে কন্যার অভিভাবক-গণেরও প্রহার, অপমান, ধননাশ, এমন কি জীবন-নাশ পর্য্যন্ত ঘটিত এবং প্রাণে বাঁচিলেও বংশানুক্রমে সমাজে অপদস্থ এবং "একঘরে" হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে হইত। অবস্থা ক্রমশঃ এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে কন্যাসন্তান হওয়াই এক ঘোর বিপদের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মুসলমান সংস্পর্শে আর্য্যাবর্তের কত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণের গৃহস্থের ধর্ম ও সমাজচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। রাজপুতানা এবং পঞ্চনদ প্রদেশে শিশুকন্যার প্রাণবধ করার প্রথা দেশব্যাপিনী হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে ইংরেজ কোম্পানীর আইনের বলে তাহাকে রোধ করিতে হইয়াছিল। আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের প্রথমেই, এ সম্বন্ধে কোন

---

(১) "হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যা হরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥৩৩॥"
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

কোন কথা বলা হইয়াছে। সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদ্‌ নিরপেক্ষ অনেক পণ্ডিতেরই মত এই যে, মুসলমান রাজত্বের এবং মুসলমান সভ্যতার প্রভাবে, সর্বশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেই শিশুকন্যার বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্তিত না হইলেও অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে, স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে শিশুকন্যা বিবাহের অনুকূলে যত শ্লোক এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ঋতুমতী অনূঢ়া কন্যা গৃহে রাখার জন্য অভিভাবকগণের সম্বন্ধে যে কঠিন পারলৌকিক শাস্তির ব্যবস্থা দেখা যায়, সেরূপ কন্যার বিবাহ-কর্তা ব্রাহ্মণকে সমাজে "একঘ'রে" করিবার যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশই হিন্দুসমাজের ঐ আগন্তুক আপৎকালেই রচিত এবং শাস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অথবা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই মত, সম্পূর্ণরূপে সত্য না হইলেও, অনেকটা যে সত্য, তাহার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার এবং সমালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে,—

(১) ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণের লোকদিগের মধ্যে 'নগ্নিকা" অথবা অরজস্কা কন্যা বিবাহ দিবার বিধি, অথবা রজস্বলা বালিকাকে অবিবাহিতা অবস্থায় গৃহে রাখার জন্য তাহার অভিভাবকবর্গের কিংবা রজোবতী বা যুবতী কন্যাকে বিবাহ করার জন্য বরের কোনরূপ পাপ বা শাস্তির ব্যবস্থা নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি এবং নিষেধ কেবল মাত্র ব্রাহ্মণবর্ণের জন্য,—অন্য তিনটি বর্ণের জন্য নহে;

(২) ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কেবলমাত্র সাম-বেদীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিই (যাঁহারা গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বারা শাসিত, তাঁহাদের প্রতিই) এই বিধি এবং নিষেধের প্রয়োগ হইতে পারে, ঋক্‌ এবং যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ ঐ বিধি-নিষেধের দ্বারা বাধ্য নহেন;

অথচ সমাজে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সর্ব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের এবং সকল জাতির লোকের মধ্যেই শিশু কন্যার বিবাহ প্রথা সবেগে প্রচলিত হইতেছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শূদ্রবর্ণের অনাচরণীয় জাতিগুলির মধ্যেই শিশু কন্যার বিবাহ অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। বরংচ বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীনের, উত্তর পশ্চিমের কনোজীয়া শ্রেণীর এবং মালবারের নাম্বুদরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সমাজেই ঐ বিধিনিষেধ অনেকটা অগ্রাহ্য এবং তুচ্ছ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল! ক্ষত্রিয় সমাজেও

শিশু কন্যার বিবাহ বড় একটা অধিক চলিতে পারে নাই। এই সকল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজ যে, বিবেচনা-বুদ্ধিতে চালিত হইয়া, শৈশব বিবাহ মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ এবং যৌবন-বিবাহ শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এমনই এক সামাজিক পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার প্রভাবে সমগ্র ভারত খণ্ডের ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই শৈশব-বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ কল্প বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং কেবল মনোমত পাত্রের অভাববশতঃই কোন কোন সমাজের কেহ কেহ নিতান্তই "দায়ে পড়িয়াই" বড় মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিতেন। "অরক্ষণীয়া কন্যা" এই নামই এবং এরূপ কন্যার বিবাহের বিশেষ বিধিই, আমাদের এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর্যসমাজের শৈশবাবস্থায় এমন এক কাল ছিল, যখন 'বিবাহ সংস্কারের' সৃষ্টি হয় নাই এবং নরনারী যদৃচ্ছাবশতঃ আবশ্যক সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেন। মনুষ্য জাতির সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে, অন্যান্য দেশেও অতি প্রাচীনকালে তুল্যরূপ অবস্থা ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাকে মহাভারতে "নারীগণের অনাবৃত অবস্থা" এবং উক্তরূপ অবস্থা নারীগণের "অনুগ্রহকারক সনাতন ধর্ম্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উদ্দালকির পুত্র শ্বেতকেতুই ভারতখণ্ডে "বিবাহ-সংস্কারের" প্রবর্তক বা সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন (২)। মহাভারতের ঋষি বলিতেছেন,—

"তদা প্রভৃতি মর্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকম্॥
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথাব্যুচ্চরতঃ কৌমার ব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি॥ ১৭—১৯॥ (২)

সেই বিধান এই যে, "অদ্য হইতে যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেন তাঁহার ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোর অসুখজনক পাতক হইবে; আর ব্রহ্মচারিণী কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিলে এবং বিবাহের পর সেই পত্নী পতিব্রতা থাকিলে যদি তাঁহার স্বামী সেইরূপ ভার্য্যাকেও অতিক্রম করেন, তাঁহারও সেইরূপ পাপ হইবে।

বাৎস্যায়ন কৃত কামশাস্ত্রের টীকাকার জয়মঙ্গল সমাজসংস্কার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঐতিহ্য শ্লোকটি তুলিয়াছেন,—

(২) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২২ তম অধ্যায়। (বোম্বাই সংস্করণ)।

"মদ্যপানান্নিবৃত্তিশ্চ ব্রাহ্মণানাং গুরোঃ সুতাৎ।
পরস্ত্রীভ্যশ্চ লোকানামৃষে রৌদ্দালকেরপি॥"

অর্থাৎ "বৃহস্পতির পুত্র কচের (দেবযানীর উপাখ্যানে—শুক্রের অভিসম্পাত (৩)) সময় হইতে ব্রাহ্মণসমাজে মদ্যপানের নিষেধের এবং ঔদ্দালকি শ্বেতকেতুর সময় হইতে পরস্ত্রী সম্বন্ধের নিষেধের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।"

বিবাহ-সংস্কারের দৃঢ়তা সংস্থাপিত হইবার পরও সুসভ্য আর্যসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিশেষভাবে বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শ্রুতি এবং গৃহ্যসূত্রসমূহে নারীদিগের যৌবন-বিবাহের বহুধা সমর্থন আমরা দেখিয়াছি। সমাজে অতুচ্চ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। পাণিনি ব্যাকরণে "আচার্য", "উপাধ্যায়া", ভাষ্যকারের ধৃত "কাশকৃৎস্নী ব্রাহ্মণী", "আপিশলা ব্রাহ্মণী" ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে জানিতে পারা যায় যে, নারীরা বেদ বেদাঙ্গ এবং উপাঙ্গ সমূহের অধ্যয়ন করিতেন এবং অধ্যাপনাও করাইতেন। শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যা নারীদিগের শিক্ষণীয় ছিল, নারীরাও "গোষ্ঠী" এবং সভা সমিতিতে যোগদান করিতেন। বাল্মিকীর রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারীরা পুরুষের সাহায্য বিনা নাটক অভিনয় করিতেন এবং নগরে বা রাজধানীতে সেরূপ স্বতন্ত্র অভিনয়-শালা থাকিত। প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারীগণেরও উপনয়নে, বেদাধ্যয়নে এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে অধিকার ছিল। অনেক নারী বেদমন্ত্রদর্শন করিয়া "ঋষি" হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক গার্গী, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, অপালা, বিশ্বরাবাদির মত, অনেক শাস্ত্রপারদর্শিনী ভিক্ষুণী এবং স্থবিরা (থেরী) ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের কবি বাণভট্টও ব্রহ্মচারিণী মহাশ্বেতাকে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত পরাইয়াছেন। অধুনা, য়ুরোপীয় এবং মার্কিন সমাজে প্রচলিত নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা এবং নারীর অধিকার যেরূপ আছে, স্বাধীন এবং সুসভ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজে সেরূপই ছিল বলিয়া মনে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা এবং শিক্ষাদি গুণসম্পন্না হইবার পর, তাঁহার মাতা অথবা অন্য অভিভাবিকারা তাঁহাকে 'সোসাইটি' বা সমাজের নৃত্যগীতাদির উৎসব ব্যাপারের উপলক্ষে সঙ্গে লইয়া গিয়া তথায় সমাগত রূপগুণকুলশীল শিক্ষাসম্পন্ন যুবক-

(৩) মহাভারত, আদিপর্ব ৭৬ তম অধ্যায়ে (বোম্বাই) এবং মৎস্যপুরাণ ২৫৩ম অধ্যায়ে কচ-দেবযানীর উপাখ্যান পাওয়া যায়।

গণের সহিত পরিচিত করিয়া দেন,—এরূপ প্রথা য়ুরোপ এবং মার্কিন প্রভৃতি সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কন্যা নিজের অভিমত পাত্র বাছিয়া লইতে পারিবে, অথবা তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া কোন যুবক আকৃষ্ট হইলে, বিবাহের সুবিধা হইবে। আধুনিক সময়ে, উচ্চ এবং বিলাতী ধরণে শিক্ষিত ও "উন্নত" এদেশী পরিবারেও বিলাতী ঐ প্রথার নকল চলিতেছে। যাঁহারা "অর্থোডক্স্" বা "গোঁড়া",—তাঁহারা এই "অহিন্দু-আচার" দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন, সুবিধা পাইলে, বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু, আমাদের দেশে, অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের সুসভ্য আর্য বা হিন্দুদিগের সমাজে, ঐ বিলাতী ব্যবস্থাই প্রায় হুবহু চলিত। বাৎস্যায়ন মুনি, সভ্য এবং সুশিক্ষিত আর্যসমাজে কন্যাকে "পার" করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান যোগ্য। প্রথমেই তিনি কন্যার রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, কুল, সামাজিক অবস্থা কিরূপ হইলে, পত্নীস্বরূপে তাহাকে নির্বাচন করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আপস্তম্ব গৃহ্যোক্ত সূত্রগুলি প্রায় যথাযথরূপে উদ্ধার করিয়া (৩) পরে বলিতেছেন,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধির্নেতরামাদ্রিয়েতেত্যেকে ॥ ১৪ ॥" (৪)

অর্থাৎ কন্যার মহান্ কুলে জন্ম যদিও না হয়, যদিও তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি—অভিভাবকবর্গের ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি সম্পদের প্রাচুর্য না থাকে, অথচ যাহাকে দেখিয়া এবং যাহার সহিত কথা কহিয়া বরের "মনঃসঙ্গ এবং চক্ষুপ্রীতি" হয়, অর্থাৎ 'মনে ধরে, বা পছন্দ হয়', তাহাকে বিবাহ করিলেই তবে বরের পক্ষে ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়, বা বিবাহের উদ্দেশ্য সফল হয়;—অন্যথায়, অর্থাৎ কন্যা দেশবিখ্যাত 'কুলীনের মেয়ে' কিংবা বহু ধনজনসম্পন্ন রাজার দুহিতা হইলেও যদি বরের 'মনে না ধরে' তাহাকে বিবাহ করিবে না;—এইরূপ কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন। মনুমহারাজ এবং নীতিশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।"

(৩) কামসূত্রের সেই সূত্রগুলি (এবং আপস্তম্বের সূত্রগুলিও) আমরা তৃতীয় প্রস্তাবের প্রথম অংশে তুলিয়াছি।

তবে, "বরের যাহাতে মেয়েকে মনে ধরে, তাহার কি উপায় মেয়ের অভিভাবকেরা করিবেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন,—

"তস্মাৎ প্রদান সময়ে কন্যামুদারবেষাং স্থাপয়েয়ুরপরাহ্ণিকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

"নিত্যং প্রসাধিতায়াঃ সখীভিঃ সহ ক্রীড়া যজ্ঞবিবাহাদিষু জনসম্রাবেষু প্রাযত্নিকদর্শনং তথোৎসবেষুচ **পণ্যসধর্ম্মত্বাৎ** ॥ ১৬ ॥ (৪)"

অর্থাৎ অভিভাবকগণ কন্যার বিবাহ দেওয়ার সময় আসিলেই প্রত্যহ তাহাকে ভাল ভাল কাপড় গহনা পরাইয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া, সখীদিগের সঙ্গে (সখীরাও ঘটা করিয়া বেশভূষা পরিবে) বৈকাল বেলায় এমন জায়গায় (উপবন ইত্যাদি স্থানে) পাঠাইবে, যাহাতে মেয়ে উপযুক্ত যুবকদিগের চোখে পড়ে; আর এই জন্যই,—যজ্ঞ, বিবাহ এবং অন্যান্য উৎসবে, যেখানে অনেক লোক একত্র হয়, ঐ প্রকারে যত্ন পূর্ব্বক পাঠাইবে; সেখানেও মেয়ে সখীদিগের সঙ্গে হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়াদি করিবে। এরূপ করিলেই কন্যা বিবাহের-উপযুক্ত যুবকগণের চক্ষুতে পড়িবে (এবং মনেও ধরিবে)। এরূপ করার কারণ এই যে, **কন্যা পণ্য দ্রব্যের সমান**। দোকানী যেমন তাহার পণ্যকে খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া উৎকৃষ্ট স্থানে রাখিয়া দেয়, মেয়ের অভিভাবকেরাও বর আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিবে।

কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন ঋষি ঠিক কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পাটালিপুত্র নগরের এরূপ সমৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তথাকার গণিকাগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া "দত্তক" নামক পণ্ডিত বেশ্যাগণের সহিত সাধারণের সম্বন্ধ-নিয়ামক "বৈশিক" শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই কথা বাৎস্যায়ন কামসূত্রে লিখিয়াছেন (৫)। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র তাঁহার কৃত অভিধানে চাণক্যের অন্য এক নাম বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন (৬)। যদি বাৎস্যায়ন চাণক্যের অপর

(৪) কামসূত্র, ৩য় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়।

(৫) "তচ্চ ষষ্ঠং বৈশিকমধিকরণং পাটলিপুত্রিকাণাং গণিকানাং নিয়োগাদ্ দত্তকঃ পৃথক্ চকার ॥ ১১ ॥" প্রথম অধিকরণে, প্রথম অধ্যায়।

(৬) "বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।"
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ ॥ অভিধান চিন্তামণিঃ মর্ত্ত্যকাণ্ড, দ্বাদশপর্য্যায়।

এক নাম হয়, তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বলিতে হয়।

বাৎস্যায়ন তাঁহার সময়ে ভদ্র সমাজে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়াই "মেয়ে পার করিবার সদুপায়" নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজের ঐরূপ সভ্য অবস্থা ছিল বলিয়াই, ভবভূতি তাঁহার "মালতী মাধব" প্রকরণে মন্ত্রিকন্যা মালতীর সহিত শ্রেষ্ঠিপুত্র মাধবের পূর্ব্বরাগ প্রেম এবং বিবাহ বর্ণনা করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। ভবভূতির "মালতী-মাধব" বাণভট্টের "কাদম্বরী" কবিরাজ দণ্ডীর "দশকুমার চরিত," সুবন্ধুর "বাসবদত্তা" এবং শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে আমাদের দেশের প্রাঙ্‌মুসলমান যুগের সভ্য সমাজে নারীর মর্যাদা এবং অধিকারের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র এবং মহাভারতাদি ইতিহাস হইতে আরও প্রাচীনতর এবং সভ্যতর সময়ের অবস্থা জানিতে পারা যায়।

সমাজে নারীর স্বাধীনতা, উচ্চশিক্ষা, কলাবিদ্যার প্রচার এবং যৌবন-বিবাহাদি থাকিলে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। এখনও য়ুরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশে এরূপ অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং আমাদের দেশেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত। যুবতী কুমারীর ধর্ষণাকারীর জন্য অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ করিয়াছিলেন (৭)। প্রলোভন ইত্যাদির সহায়তায়ও দুষ্ট লোকে যুবতী কুমারীর কৌমার্য হরণ করিত; সেরূপ আচরণেরও উপযুক্ত শাস্তি শাস্ত্রে ছিল (৮)। কিন্তু দেশের শাস্ত্রে যতই কঠোর দণ্ড থাকুক না কেন, প্রলোভনের বস্তু থাকিলেই, সমাজের কতকগুলি লোক, সেই প্রলোভনে পড়িয়া থাকে, ইহা সকল দেশেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এইজন্য, প্রাচীন ভারতেও অবিবাহিতা অথচ যুবতী কুমারীগণের অনাচার সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইত। এই সম্ভাবিত অনাচার, এমন কি মানস-ব্যভিচারের ভয়েও সেকালের সামাজিকগণ ভীত হইতেন। পিতৃ-পিতামহের পারলৌকিক প্রীতির জন্যই, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদির দ্বারা পরলোকগত পিতৃ-পুরুষদিগের মঙ্গল সম্পাদনের কারণই, সেকালে লোকে পুত্রের কামনা করিতেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্"—'পুত্রের জন্যই পত্নীর

(৭) মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৩৬৩ শ্লোক।

(৮) মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৩৬৬ শ্লোক।

আবশ্যকতা আর পিণ্ডদান করিবে বলিয়াই পুত্রের প্রয়োজন"—ইহা সুপরিচিত শাস্ত্রাদেশ। আপস্তম্ব প্রমুখ ঋষির মত এই যে, "যে পুরুষ পুত্রের উৎপাদক, সেই পিণ্ডগ্রহণের অধিকারী; সেইজন্য সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত যে, কোন পরপুরুষ বিবাহিতা পত্নীতে গর্ভাধান না করে" (৯)। যদিও মনু মহারাজ "পুত্র উৎপাদকের নহে, কিন্তু যাঁহার পত্নীতে উৎপন্ন হয়, তাঁহারই (১০)" এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনিও মাতার মানস-ব্যভিচারের জন্য শঙ্কিত ছিলেন এবং তজ্জন্য, শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধকর্ত্তার অবশ্য-উচ্চারণীয় প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছেন (১১)।

অনূঢ়া কন্যার ব্যভিচার নিবারণের জন্য, প্রাচীন কালেই, এক শ্রেণীর ঋষি অতিশয় চেষ্টিত হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, সামবেদীয় ঋষিরাই এই প্রকার সংস্কারান্দোলনের অগ্রণী হইয়াছিলেন। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু, যিনি আর্যসমাজে নারীর "অনাবৃত অবস্থা" দূরীভূত করিয়া দম্পতীর পক্ষে সংযমের প্রথম ব্যবস্থাদাতা বলিয়া মহাভারতাদি ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিও সামবেদীয় ঋষি বলিয়াই মনে হয়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁহার সহিত তাঁহার পিতা উদ্দালক ঋষির ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধিনী বিখ্যাত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থা আগমনের পূর্ব্বেও যে সেকালে নারীদিগের বিবাহ হইত, তাহার নজীর স্বরূপ কোন কোন পণ্ডিত ছান্দোগ্যের

(৯) "উৎপাদয়িতুঃ পুত্র ইতি হি ব্রাহ্মণম্। অথাপ্যুদাহরন্তি—
'ইদানীমেবাহং জনকঃ স্ত্রীণামীর্ষ্যামি নোপুরা।
যথা যমস্য সাদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্।
রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি পরেত্য যমসাদনে।
তস্মাদ্ ভার্যাং রক্ষন্তি বিভ্যন্তঃ পররেতসঃ॥ ইত্যাদি"—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, ২য় প্রশ্ন, ৬ষ্ঠ পটল, ১৩শ খণ্ড।

(১০) মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়, ৪৮ হইতে ৫৫ শ্লোক। বশিষ্ঠস্মৃতি ও মনুর অনুসরণ করিয়াছেন। (১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(১১) "তথাচ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্য পরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিস্কৃতীঃ॥ ১৯॥
যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্ক্তামিত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্॥ ২০॥" নবম অধ্যায়।

উষস্তি-চাক্রায়ণ নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঐ উপাখ্যানের উপোদ্‌ঘাত এই,—

"মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহজায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১ ॥ স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে, তং হোবাচ—'নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে, যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা" ইতি ॥ ২ ॥ "এতেষাং মে দেহীতি' হোবাচ, তানস্মৈ প্রদদৌ, 'হন্তানুপানমিতি' উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যা'দিতি হোবাচ ॥ ৩ ॥ 'ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা' 'অজীবিষ্যমিমান খাদন্নি'তি হোবাচ" 'কামো ম উদপানমি'তি ॥ ৪ ॥ স হ খাদিত্বাতি শেষান্ জায়ায়া আজহার, সাগ্র এব সুভিক্ষা বভূব, তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ॥ ৫ ॥ স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ —'যদ্‌বতান্নস্য, লভেমহি, লভেমহি ধনমাত্রাং, রাজাসৌ যক্ষ্যতে, স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতে'তি ॥ ৬ ॥ তং জায়োবাচ 'হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা' ইতি, তান্ খাদিত্বামুং যজ্ঞং বিততমেয়ায় ॥ ৭ ॥"

প্রথম অধ্যায়, দশম খণ্ড।

বঙ্গানুবাদ। কুরুদেশ একদা "মটচী" দ্বারা নষ্ট হইয়া গেলে (১২), চাক্রায়ণ-উষস্তি নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার "আটিকী" পত্নীর সহিত পলাইয়া প্রাণরক্ষা নিমিত্ত 'ইভ্য' নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ॥১॥ একদিন তিনি দেখিলেন যে, সেই 'ইভ্য'গ্রামবাসী একজন "কুল্মাষ" খাইতেছে (১৩); দেখিয়া সেই "কুল্মাষ" ভিক্ষা করিলে, সেই ব্যক্তি বলিল, 'যেগুলি আমার পাতে পড়িয়া আছে, ইহার অধিক তো নাই' ॥ ২ ॥ উষস্তি বলিলেন, তা' হউক, এইগুলিই আমাকে দাও,' ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সে তাঁহাকে সেই ভোজনাবশিষ্ট "কুল্মাষা" গুলি প্রদান করিল; শেষে বলিল, 'আমার পানকরার অবশেষ এই জলটুকুও আছে. ইহাও লও,' কিন্তু উষস্তি বলিলেন, 'তাহা হইলে, আমার উচ্ছিষ্ট পান করা

(১২) শঙ্করাচার্য "মটচী" শব্দের অর্থ বজ্রাগ্নি এবং আনন্দগিরি "শিলাবৃষ্টি" করিয়াছেন। অমরকোষ এবং হেমচন্দ্রের অভিধানে এই "শব্দ' নাই। আমরা শুনিয়াছি, মারওয়াড়ে এবং মরাঠাদেশে "পঙ্গপাল' ফড়িংকে দেশী ভাষায় "মটচী' বলে। এই দেশী অর্থই সঙ্গত বোধ হয়।

(১৩) "কুল্মাষ" বা "কুল্মাস" শব্দে, বরবটী, কুলথকলাই, চাল এবং কলাই একত্র সিদ্ধকরা, যব, ইত্যাদি বুঝায়। (অমরকোষ এবং হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি)।

হইবে ॥ ৩ ॥ ইভ্যগ্রামের লোকটি বলিল,—'বা! আমি যে কুল্মাষগুলি দিলাম, এগুলি কি উচ্ছিষ্ট নহে?" উষস্তি বলিলেন,—'কুল্মাষ গুলি না খাইলে বাঁচিতাম না, তাই লইয়াছি, কিন্তু জল খাওয়া ত আমার ইচ্ছাধীন। (—অর্থাৎ তোমার এই জল না পাইলেও আমি নিজে সংগ্রহ করিতে পারি। নিতান্ত 'প্রাণের দায়ে' না পড়িলে, উচ্ছিষ্ট খাওয়া উচিত নহে।) ॥ ৪ ॥ উষস্তি সেই কুল্মাষের কতক অংশ খাইয়া অবশিষ্ট অংশ স্ত্রীকে আনিয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী পূর্ব্বেই অন্য কোনস্থানে বেশ ভাল করিয়া খাইয়াছিলেন, (ভিক্ষা পাইয়াছিলেন), সুতরাং তিনি সেই কুল্মাষগুলি স্বামীর হস্ত হইতে লইয়া তুলিয়া রাখিলেন। (অথচ, স্বামীকে তাহা বলিলেন না) ॥ ৫ ॥ স্বামী পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পত্নীকে বলিলেন, 'যদি কিছু খাইতে পাইতাম, তাহা হইলে কিছু উপার্জন করিতে পারিতাম; কারণ এই দেশের রাজা যজ্ঞ করিবেন, আমি, সেখানে গেলে, আমাকে ঋত্বিক (পুরোহিত) পদে বরণ করিতেন (খুব সম্ভাবনা ছিল)' ॥ ৬ ॥ পত্নী বলিলেন, 'স্বামিন্, এই ত তোমার সেই কুল্মাষ আছে,' উষস্তি তখন সেই কুল্মাষগুলি খাইয়া রাজার যজ্ঞে গেলেন ॥ ৭ ॥"

এই উদ্ধৃত উপাখ্যানের ভিতর "আটীকী" শব্দেই আমাদের প্রয়োজন। শ্রুতি উষস্তির পত্নীকে "আটিকী" বলিয়াছেন। এই "আটিকী" পত্নীর নাম, উপাধি কিংবা বিশেষণ, তাহা মূলে নাই। সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত অভিধানে আমরা এই 'আটিকী' শব্দ পাই নাই। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "আটীক্যানুপজাতপয়োধরাদি স্ত্রীব্যঞ্জনয়া সহ জায়য়া" লিখিয়াছেন, তাঁহার টীকাকার আনন্দগিরি "সর্বতঃ স্বৈরসঞ্চারেঽপি ন ব্যভিচারশঙ্কা ইতি দর্শয়িতু মাটিক্যেতি বিশেষণম্" বলিয়াছেন। বাঙ্গালা অনুবাদে পণ্ডিত (অধুনা মহামহোপাধ্যায়) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আটিকী—অর্থাৎ পয়োধরাদি স্ত্রীচিহ্নসমূহ যাহার অভিব্যক্ত হয় নাই; এরূপ বালিকা পত্নীর সহিত" এইরূপ অর্থ করিয়া, পাদটীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা:—

"তাৎপর্য্য—'আটিকী' অর্থ যাহার স্ত্রীলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় নাই, অর্থাৎ তখনও তাহার বাল্যাবস্থা অতীত হয় নাই। উষস্তির পত্নীকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করায় বুঝা যাইতেছে, বাল্যাবস্থায়ই তাহার বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া-

ছিল। সুতরাং, পুরাকালে, বালিকা-বিবাহের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহাদের এই স্থানটিতে দৃষ্টিকরা আবশ্যক মনে করি।" (১৪)

প্রথমেই, আমরা বলিতে চাই যে, ভগবান্ ভাষ্যকার, তাঁহার টীকাকা[র] এবং বঙ্গানুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ভক্তি এবং সম্মানে[র] ভাব অন্য কাহারও অপেক্ষা অমাদের কম নহে। বিশেষতঃ, মহামহোপাধ্যা[য়] শ্রীযুক্ত সাংখ্য বেদান্ততীর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া আম[রা] গৌরব অনুভব করি। আর, আমরা, "পুরাকালে, বালিকা বিবাহের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত" নহি। পুরাকালে, কোন নারীরই যে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় নাই, এরূপ কথা, হলপ করিয়া, আমরা বলিতে পারিনা, বোধ হয় কেহই তাহা বলেন না। "পুরা-কালে, আর্য সমাজে, নারীর যৌবন বিবাহই সুপ্রচলিত ছিল, অন্ততঃ বাল্য বিবাহ সেরূপ সুপ্রচলিত ছিল না," ইহাই আমাদের কথা। একা "আটিকীর" নজীরে, উহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও, আমাদের কথার অন্যথা হয় না। 'আটিকী'র নজীর ব্যতিরেক অথবা Exception এর হিসাবেই, বড় জোর ব্যবহৃত হইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় শ্রুতির অনুবাদে এই তর্ক ন[া] তুলিলেই ভাল করিতেন না কি?

ভাষ্যকার, টীকাকার এবং অনুবাদক মহাশয়ের ব্যাখ্যা "মাথায় রাখিয়া" আমরা সন্দেহ তুলিতে চাই যে, "আটিকী" শব্দের অর্থ "অনুপজাত পয়োধরা[দি] স্ত্রীলক্ষণ সম্পন্না নারী" সম্ভবতঃ নহে। ভাষ্যকার, টীকাকার এবং অনুবাদ[ক] কেহই ঐ শব্দের যে ঐ অর্থ তাহা বুঝাইবার সুবিধার নিমিত্ত কোন অভিধানো[ক্ত] প্রমাণ কিংবা কোন "নিরুক্তি" (Etymology) দেন নাই। তাঁহারা যেরূ[প] ভাবে অর্থ করিয়াছেন, উহা ঐ "আটিকী" শব্দের রূঢ়, যৌগিক কিংবা যোগরূ[ঢ়] জাতির অর্থ, তাহা প্রকাশ পায় না,—তবে 'পারিভাষিক' জাতির অর্থ হইতে পারে; অথচ, কেহ কোন "পরিভাষা" ও উদ্ধৃত করেন নাই। বিখ্যা[ত] মাধবাচার্য—"আটিকীর" স্থলে "আঢ়কী" পাঠ করিয়া "আসন্নার্তব যোষিদাঢ়কীত্যভিধীয়তে" বলিয়া ব্যাখা করিয়াছেন। তাঁহা[র] মতে "রজোদর্শন যাহার আসন্ন হইয়াছে, এরূপ নারীকে 'আঢ়কী' কহে।" দুঃখের বিষয়, মাধবাচার্যও তাঁহার গৃহীত অর্থের কোন প্রমান দেন নাই।

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদ্, লোটাস লাইব্রেরী সংস্করণ, ১২১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় পাদটীকা।

আনন্দগিরির টীকায় তাঁহার অভিপ্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখি-য়েছেন, "উষস্তি ব্রাহ্মণের পত্নী সেই দুর্ভিক্ষের বিষম বিপদ সময়ে স্বাধীন ভাবে বেড়াইলেও ব্যভিচারের শঙ্কা নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য 'আটিকী' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে'। এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রুতির উপাখ্যানের উপর সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। স্বামীর সহিত যুবতী পত্নী দেশপর্যটন করিলে ব্যভিচারের (ধর্ষণার নহে) আশঙ্কা কেন হইবে? বরং "আসন্নার্তবা" বালিকা বধূর পক্ষে অধিক বিপদের ভয় থাকিতে পারে। এই উপাখ্যানের নায়িকা (উষস্তির ব্রাহ্মণী) যে ব্যবহার দেখাইয়াছেন, তাহা 'কচিখুকী' কি কাঁচামেয়ের' মত নহে;—তাহা "পাকা গিন্নির" মত। সেই ব্যবহার দেখাইবার জন্যই আমরা গল্পের অতটুকু অংশ তুলিয়াছি। উষস্তি যখন তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট কুল্মাষগুলি আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন, তখন তিনি যে আগেই খাইতে পাইয়াছেন, তাঁহার ক্ষুধা নাই' একথা স্বামীকে বলিলেন না,—হিতাহিত জ্ঞান শূন্য বালিকার মত ফেলিয়াও দিলেন না,—রাত্রিতে নিজে খাইয়াও ফেলিলেন না; কিন্তু "পাকা গিন্নির মত" সেই এঁটো তুচ্ছ কলাই সিদ্ধ গুলি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন এবং যথাকালে পরদিন স্বামীকে খাওয়াইয়া রাজার "যগ্গি বাড়ীতে" পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাই, তাঁহার আচারণ দেখিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুরাণী তখন সত্য সত্যই বালিকা ছিলেন না। বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন শ্রৌত উপাখ্যানে ব্যবহৃত সমুদায় শব্দের অর্থই যে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দের ভাষ্যকার এবং তদপেক্ষাও আধুনিক টীকাকার অথবা অনুবাদকগণ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন, এরূপ কিছু নিশ্চয়তা নাই। আচার্য-দেব ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবীণ হইলেও প্রাচীন শব্দতত্ত্বেও যে তাঁহার মত অভ্রান্ত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আনন্দগিরি ব্রাহ্মণীর ব্যভিচারের ভয়ে বড় ভীত হইয়াছেন, তাহা দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালা অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং কোন অনুসন্ধান করেন নাই, পরন্তু ভাষ্যকারের গৃহীত অর্থই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া তাহার উপরই নিজের মত সংস্থাপন এবং পরমতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দেরই যে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না, তাহা বর্তমান উপাখ্যানের প্রথমেই যে "মটচী" শব্দট ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বজ্রাগ্নি কিংবা শিলাবৃষ্টিতে একটা জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কি? অথচ, পদ্মপালের

অত্যাচারে দেশব্যাপী শস্যনাশের কথা সকলেই অবগত আছেন। "পঙ্গপাল" বা "শলভ" যে দেশের শস্যনাশরূপ বিপদের (বা ঈতির) বিষয় তাহা মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রেও সুপরিচিত।

যদি মহাসম্মানাস্পদ ব্রহ্মজ্ঞানোদ্দীপ্ত আচার্যদেবের গৃহীত অর্থ সঙ্গত না হয়, তবে এই "আটকী" (অথবা মাধবাচার্যের গৃহীত "আঢ়কী") শব্দের অর্থ কি? আমরাও যে এই শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ দিতে পারি, তাহা নহে! তবে, আমরা যে অনুমান করিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি। মৈথিলী, পাঞ্চালী, শৈব্যা, মাদ্রী, গান্ধারী প্রভৃতি প্রাচীন এবং "হাবড়ার বৌ" হরিপালের বৌ," কি "জেজুরের বৌ" ইত্যাদি আধুনিক বিশেষণের মত, "আটকী" কি "আঢ়কী' উষস্তির ব্রাহ্মণীর পিত্রালয়ের দেশবাচী বিশেষণ মাত্র বলিয়া আমাদের মনে হয়। পিতৃনিবাস জনপদের নামে ঐ বিশেষণ তিনি পাইয়া থাকিবেন, এবং সেই জনপদের নাম "আটক' কিংবা "আঢ়ক" ছিল বলিয়া বোধ হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭ তম অধ্যায়ে মহারাষ্ট্র দেশের নিকটবর্তী জনপদ বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

'মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৪৬ ॥
আভীরাঃ সহ বৈশিক্যা আঢ়ক্যা শবরাশ্চ যে।
পুলিন্দা বিন্ধ্য মৌলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ ॥ ৪৭ ॥ (বঙ্গবাসী)

ইহাতে 'আঢ়কী অথবা 'আটকী' কিংবা "আটিকী" (আঢ়ক, আটক, আটিকও হইতে পারে) জনপদের নাম রহিয়াছে। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, উষস্তি ব্রাহ্মণের পত্নীর পিতৃনিবাস ঐ জনপদে ছিল এবং তাহা হইতেই ব্রাহ্মণীর উক্ত "আটিকী" উপাধি অথবা বিশেষণ হইয়াছিল। আর, উহা ব্রাহ্মণীর পিতৃদত্ত নাম হইতেই বা বাধা কি?

আমাদের অনুমান সত্য হউক বা না হউক, অথবা ভগবান্ ভাষ্যকারের অর্থই সত্য বলিয়া ধরা যাউক, তাহাতে প্রস্তুত বিষয়ের কোন হানি নাই। উষস্তি চাক্রায়ণের ব্রাহ্মণী বালিকা থাকিলে কেবল সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহীত বাল্যবিবাহের অনুকূলে একটি নজীর পাওয়া যায় মাত্র। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সামবেদীয় গৃহসূত্রকার গোভিল "নগ্নিকা"কে বিবাহ করাই শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া বিধান দিয়াছেন। অভিধানে "নগ্নিকা শব্দের অর্থ

"অনর্গতার্তবা" থাকিলেও (১৫) উহার পরিভাষার জন্য নানা জনে নানা চেষ্টা করিয়াছেন। গোভিলের পুত্র পিতৃকৃত গৃহসূত্রের ভাষ্যমুখে বলিয়াছেন,—

"নগ্নিকাং তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্তুমতী ভবেৎ।
ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্তু নগ্নিকাম্।
অপ্রাপ্তরজসো গৌরী প্রাপ্তেরজসি রোহিনী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা চ নগ্নিকা ॥
ব্যজনৈস্তু সমুৎপন্নৈ সোমঃ ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্বো রজসাগ্নিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতা মরজাম পয়োধরাম্।
অভুক্তাং চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকাং তু প্রশস্যতে ॥

এখানে আবার "রোহিনী" শব্দের অর্থ "রজোবতী" করা হইয়াছে; ইহার মর্ম কি, Reddened by menses? গোভিল পুত্র যে এ সম্বন্ধে একজন সংস্কারক, তাহা তাঁহার কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বে কন্যার যৌবনোচিত অঙ্গ-লক্ষণ সমুদায় উপচিত হইলে এবং মাসিকধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার পরই বিবাহ হইত, এবং বেদে ঐ অবস্থার পরম্পরাগুলি আলঙ্কারিকের ভাষায়, কন্যার সোম, গন্ধর্ব এবং অগ্নির ভোগকাল বলিয়া পরিচিত হইত। সংস্কারক গোভিল পুত্র বলিতেছেন, যাহাতে সোমাদি দেবগণ কন্যাকে ভোগ করিতে না পান, তাহার পূর্বেই মনুষ্যবরের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া শ্রেষ্ঠকল্প। তাঁহার সংস্কারের ফলে দেবগণের চিরন্তন অধিকারের লোপ পাইবার কথা;—কাজেই তাঁহার অনুগামী কয়েকজন সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রদর্শী এবং ধর্মভীরু সামাজিকেরা বেদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে স্বীকার করেন নাই। ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় গৃহ্যকারেরা তাই অনগ্নিকা, যুবতী কন্যার বিবাহ এবং তদানুষঙ্গিক চতুর্থীকর্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও সেই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন।

গোভিল পুত্র অরজস্কা অথবা "নগ্নিকা" কন্যাকে বিবাহ করা 'প্রশংসনীয়' বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি রজোবতী কন্যাকে অবিবাহিতা অবস্থায় গৃহে রাখা অথবা রজোবতী কন্যাকে বিবাহ করা পাপ অথবা পাতিত্যজনক, এরূপ কথা

(১৫) "নগ্নিকানগতার্তবা" অমর কোষ—। অরজস্কা, Immature girl who has not attained her puberty.

বলেন নাই। তিনি, তাঁহার পিতা "গোভিলের" "নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" এই সূত্র বাক্যেরই যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোভিলপুত্রের দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কারের অনুকূলে পরে রীতিমত আন্দোলন প্রচার বা "প্রোপাগাণ্ডা" চলিতে লাগিল; অরজস্কা কন্যাকে বিবাহ দিবার এবং বিবাহ করিবার অনুকূলে নানা প্রকার উৎসাহ এবং প্ররোচনা সূচক বাক্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রাচীন ঋষিগণের নামেই এই সকল প্রবৃত্তি জনক প্রশংসা প্রচারিত হইয়াছিল। মরীচি ঋষির নামে,—

১। "গৌরীং দদন্ নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।
কন্যাং দদন্ ব্রহ্মলোকং রৌরবং তু রজস্বলাম্॥"

দেবল ঋষির নামে,—

২। "সপ্তাব্দাৎ কন্যকানাম্নী শৈশবী স্যাচ্ছুভান্বিতা।
তামষ্টাদশবর্ষীয়ো বিবহেদ্ বিধিবৎ পুমান্॥
যাঽষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী পুত্রপৌত্র প্রবর্ধিনী।
পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়স্তাং কন্যামুদ্বহেদ্দ্বিজঃ॥
রোহিণীং নববর্ষা স্যাদ্ ধনধান্যবিবর্ধিনী।
তামুদ্বহেত মতিমান্ সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥
উর্ধ্বং দশাব্দাদ্ যা কন্যা প্রাগ্ রজোদর্শনাং তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্যা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা॥" (১৬)

এই সকল বাক্যে কেবল অরজস্কা কন্যাকে দান করার উদ্দেশ্যে দাতাকে এবং তদ্রূপ কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে বিবাহকর্তাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। যুবতী কন্যার বিবাহকারী ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার পাপ, পাতিত্য অথবা নিন্দার সৃষ্টি তখনও হয় নাই; রজস্বলা কন্যার দাতার নরকভোগ করিতে হয়, কেবল এতটুকু ভয় দেখান হইয়াছে। তাহার পর, চূড়ান্ত অবস্থা পরাশর প্রভৃতির নামে (উদ্বাহতত্ত্বের মতে অঙ্গিরা ঋষির নামে) আনা হইয়াছে। উহাতে রজোবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিলে অভিভাবকের

(১৬) পৌরাণিক (অথবা তান্ত্রিক) কুমারী পূজার বিধানে দুইবৎসর হইতে দশবৎসর বয়স্ক বালিকার নাম যথাক্রমে 'কুমারিকা' ত্রিমূর্তি, কল্যানী, রোহিণী, কালিকা, চণ্ডিকা, শাম্ভবী, দুর্গা এবং সুভদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ২৬শ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা এবং ভ্রূণ হত্যার পাপ এবং নরকে অকথ্য বীভৎস পানীয় পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ঐরূপ কন্যার বিবাহকর্তাকে সমাজে পতিত হইবার ভয় দেখান হইয়াছে। আর্যধর্মশাস্ত্রে এবং দণ্ডবিধিতে "ব্রহ্মহত্যা" অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর নাই; এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে সামাজিক নিমন্ত্রণ বা 'বয়কট' প্রাণদণ্ডেরই তুল্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সমাজের সংস্কারকগণ এই দুই ভয়ানক ভয় দেখাইয়া শিশু বালিকার বিবাহের প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমাজের ঘোর বিপদকাল উপস্থিত হওয়ায় এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতীও হইয়াছিল। সেই বিষয় আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। ঐসকল শাস্ত্রবাক্য কেবল সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের জন্যই প্রযুক্ত হইলে বৈদিক গৃহ্যসূত্র গুলির এবং (মনুসংহিতার) সহিত উহাদের বিরোধ অথবা বাক্যভেদ ঘটে না। এতাবদ্ শাস্ত্রালোচনার ফলে আমরা দেখিলাম যে,—

(১) ব্রাহ্মণ ভিন্ন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণের লোকের পক্ষে কন্যার যৌবন বিবাহ কোথায়ও নিষিদ্ধ অথবা নিন্দিত হয় নাই।

(২) ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে কন্যার যৌবন বিবাহই শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার সম্মত।

(৩) ব্রাহ্মণ বর্ণের ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় গণের মধ্যেও রজোবতী প্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহের নিষেধ অথবা নিন্দা নাই, পরন্তু 'চতুর্থীকর্ম' বিবাহের অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাদের সমাজেও নারীর যৌবন বিবাহই সর্ববাদি সম্মত বটে।

(৪) গোভিল গৃহ্যের অনুগামী সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই অপ্রাপ্তরজস্কা কন্যার বিবাহ "প্রশস্ত" বলিয়া বিধান আছে। বেদ, গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে রজোবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখার জন্য অভিভাবকগণের কিংবা ওরূপ কন্যাকে বিবাহ করিলে বরের কোনরূপ পাপ, পাতিত্য অথবা নরক বাসের ব্যবস্থা নাই। এই কঠোরতর ব্যবস্থা গুলি ভারতের পরাধীনতার সময়ে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যদি কেহ আমাদের এই প্রস্তাবগুলি পাঠ করত আমাদের উক্ত চারিটি সিদ্ধান্তের শাস্ত্রীয়তা আর বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ

বোধ করেন, কৃপা করিয়া সেই সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলে, আমরা সাধ্যমত সেই সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিব ।

আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে,এদেশের ভদ্রসমাজে পুনরায় নারীদিগের যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং এই প্রকার আলোচনার কোন ব্যবহারিক ফলও আর নাই। বিশেষতঃ, যদি ভারতীয় আইন সভায় ব্যারিষ্টার সার শ্রীযুক্ত হরি সিংহ গৌড় সাহেবের সম্মতি আইনের খসড়া age of consent Bill পাশ হইয়া যায়,তাহা হইলে ষোল বৎসর বয়সের আগে কন্যার বিবাহই এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইবে। তবে যে সকল অভিভাবক বাধ্য হইয়া কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখিতেছেন, অথচ মনে মনে ধর্ম্ম লোপের ভয়ে শঙ্কিত এবং সমাজেও লজ্জিত বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তোষ এবং শঙ্কানিরসনের নিমিত্ত এই প্রকার আলোচনার আবশ্যকতা আছে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের গবেষণার ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। গত ১৩১৯ সালের চৈত্রমাস হইতে ১৩২০ সালের কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত 'আর্যকায়স্থ প্রতিভা" পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় এই বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম ; ঐ প্রস্তাব গুলিই এক্ষণে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করত প্রকাশিত হইল। শুভং ভবতু।

সমাপ্ত।

শ্রীঅখিল চন্দ্র ভারতীভূষণ ।

হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ।*

আমি কোথায় দাঁড়াইয়াছি ভাবিতে অতীত যুগের ইতিহাস স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। সেই ঋষিযুগের ও তাঁহাদের তপঃশক্তির কথা মনে পড়ে। সেই হিমালয়, সেই বন বৃক্ষলতা, নদনদী, পর্ব্বতমালা, গিরিগুহা, প্রস্রবণ আজও দৃষ্ট হয়, সেই পতিতোদ্ধারিণী মাতা গঙ্গা এখনও সেই গতিতে সেই

* বিগত কুম্ভ মেলাতে গত ৪ঠা এপ্রেল all India Spiritual conference হইয়াছিল, তাহাতে শিলচরের ডাঃ দীনেশচন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইংরেজী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহার অংশ বিশেষের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল।

দিকে প্রবাহিতা, কিন্তু এই-আমরা সেই-আমরা নই। নই কেন তাহা আমাদের ভাবিবার স্পৃহা নাই, অবসরও নাই। আধুনিক সভ্যতার চাপে লোকের সুখ ও শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ও অভাব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যের অভাবে, অন্ন বস্ত্রের অভাবে আজ আমরা চিন্তাক্লিষ্ট, অতীতের চিন্তা করিতে, আধ্যাত্মিক চিন্তার সময় করিয়া উঠিতেও আজ আমরা অসমর্থ। অপর দিকে সন্ন্যাসীরাও, অধিকাংশ সন্ন্যাসব্রতী সাধনবিমুখ, অভাবকে বরণ করিয়া অভাবের তাড়নায় আজ তাঁহার বিপথগামী, সুতরাং মূল চিন্তার, আত্মচিন্তার অভাব তাঁহাদেরও ঘটিয়াছে। তাই ইদানীন্তন ভারতে আর সে কালের বাতাস বহে না, সত্যের সে আবহাওয়া, সেই দীপ্তি এখন আর নাই। এখন আমরা সত্য বলিতে পারি না, সত্য রক্ষা করিতেও জানি না, সত্যকে আলিঙ্গন করার, সমাদর করার সাহস আমাদের নাই, আমরা এখন সত্যের আভরণে কেবল অর্দ্ধ সত্য বা অসত্যকেই প্রচার করিতে চাই। গৃহস্থ আশ্রমবাসী, বনচারী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এজন্য তুল্যভাবে দায়ী।

ঋষিযুগের ঋষিবৃন্দ, যাঁহারা জননী গঙ্গার সুনির্ম্মল স্বর্গীয় পবিত্র জলে স্নাত হইয়া নিজেদের পবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারা আজও সেই দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে সেই প্রবাহিতা পতিত পাবনী গঙ্গায় অবগাহিত হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু কত হীন,আমরা কত দূরবর্ত্তী কত হীন, দৃষ্টি সম্পন্ন আমরা সশরীরে অবগাহন করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গলাভ জনিত ফললাভে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা সেই সূক্ষ্মদেহ মহাত্মাগণকে দর্শন করিতে পাই না। আমাদের সেই নৈতিক বল, নাই সেই তপোবল, সেই ধর্ম্মবল নাই। তাঁহারাও আমাদের দর্শনদানে বিমুখ আমরা এমন দুর্ব্বল যে হয়ত তাঁহাদের দর্শন পাইলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িব। কেন আমরা এমন ক্ষীণ ও দীন হইয়াছি? ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, ব্যবহারিক রীতি-নীতি-ক্রিয়া ভক্ত হইয়া, প্রচলিত লোকাচারকে ধর্ম্মের আসন দিয়া আমরা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

কুম্ভমেলাকে এক হিসাবে আধ্যাত্মিক সভা বলা যাইতে পারিত। কুম্ভ-মেলায় বহু সম্প্রদায়স্থ সাধু মহাত্মগণের সমাগম হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ সম্প্রদায় কি কি সাধন পথ অবলম্বন করিয়া কে কতটা সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা অপরাপর সম্প্রদায়কে জ্ঞাপন করা, পরস্পরের জ্ঞান ও ভাবের বিনিময় দ্বারা সাধন পথ বিঘ্নহীন, কণ্টকহীন, আবর্জ্জনাহীন, নির্ম্মল ও প্রশস্ত করার জন্যই কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাতেই কুম্ভমেলার

সার্থকতা। কারণ কোন্ প্রক্রিয়ায় কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ বা যোগ শক্তিলাভ সত্বর ও সহজে সম্ভব হয় এবং তাহাতে কিরূপ আপদ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় তদ্বিষয়ক আলোচনা এবং তদ্দ্বারা সাধন পথাবলম্বিগণের পরস্পরের শিক্ষালাভের জন্যই এই মেলার সৃষ্টি। কিন্তু আজ কাল সেই জ্ঞান, ভাব ও শিক্ষার আদান প্রদানের পরিবর্ত্তে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের সমাজ হইতে একদল সুস্থ সবল, কার্য্যক্ষম লোক কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাপন করিতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। সন্ন্যাস তাঁহাদের সাধন পথ নহে, জীবিকা মাত্র। কেহ কেহ আবার বড় বড় আশ্রমাদি করিতেছেন। কোন কোন আশ্রমে এক একটা জমিদারী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সকল রকমেরই ভোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাতে না হয় এমন অকর্ম্ম নাই। সংসার বিরাগের ধ্বজা লইয়া যেন তাঁহারা সংসারেই মগ্ন হইয়াছেন এবং সেই জন্যই যেন তাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম বরণ করিয়াছেন। অন্য এক সম্প্রদায় বনে পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছেন সত্য এবং প্রতিবারেই এই মেলাতে তাঁহাদের পবিত্র পদার্পণও হইয়া থাকে। স্মৃতির অতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত প্রতিবারই তাঁহারা অবতরণ করিয়া কেবল আপন আপন মূর্ত্তি দেখাইয়াই যেন সন্তোষ লাভ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের কিছু বলিবার বা করিবার আছে বলিয়া মনে করেন না। যদি বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের কেবল বাহিক অনুষ্ঠান বা আড়ম্বরের সহিত কুম্ভমেলাতে আগমনেই সকল কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হয়, তবে পাশ্চাত্য কর্ম্মবীর লোকহিতকারী সজ্জনগণের সহিত তুলনায় প্রতিপদেই তাঁহাদিগকে হার মানিতে হইবে। যদি তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, যদি তাঁহাদের তপঃপ্রভা, যদি তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন ধারণ এ ভারতের কল্যাণ কিছুই সাধন করিয়া উঠিতে না পারে তবে আমাদের পক্ষে তাঁহাদের জীবন বৃথা ক্ষেপিত হইতেছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যদি ভারতের ৭২ লক্ষ সন্ন্যাসী এই ভাবময় ভারতের ভাবপ্রবণে একটীও কল্যাণ জনক ভাবধারা সৃষ্ট করিতে বা অকল্যাণকারী ভাবপ্রবাহ নষ্ট করিতে না পারে তবে ইহাই বলিতে হইবে যে তাঁহাদের সে পন্থা, সে সাধনা ভ্রমাত্মক, তাহা কেবল নিজ নিজ পরলোক লইয়া ব্যস্ত, কেবল স্বার্থসাধনমূলক। প্রাচীন ভারতে ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণ লোকহিতসাধন জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন চতুর্থাশ্রম প্রবিষ্ট বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তখন অতি অল্পই ছিল। আজিকার ভারতে

ঋষি নাই, সন্ন্যাসিগণের দ্বারা দেশের পথ ঘাট সমাকীর্ণ হইয়াছে। বালক সন্ন্যাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। দরিদ্র গৃহস্থ সন্তানকে বিদ্যাভ্যাস না করাইয়া বাল্যেই সন্ন্যাসিদলে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে তাহারা মূর্খ সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, ইহা সন্ন্যাস নহে, সন্ন্যাসের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র।

প্রত্যেক কাযের ফল হয় ভাল, না হয় মন্দ। আমি একপদ অগ্রসর না হইলে নিশ্চয়ই একপদ পশ্চাতে পড়িব, ঠিক এক ভাবে জগতে কিছুই থাকিতে পারে না। এই অগণিত সন্ন্যাসিদলের দ্বারা যদি এতকাল ভারতের ইষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কারণ তাঁহারা কেবল লোকের উপার্জ্জিত ধন গ্রহণ করিয়াছেন, বিনিময়ে বিশেষ কিছু দেন নাই। যদি এই ৭২ লক্ষ সন্ন্যাসীর দ্বারা আমাদের এতকাল ইষ্ট হইত তবে দিন দিন ভারতের এত অধঃপতন ঘটিবে কেন? ভারতের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যে কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করি না কেন আমরা কেবল একটী অবস্থা দেখিতে পাই—পতন, গভীর পতন! তাহাতে আমাদের এরূপ ধারণা করিলে অন্যায় হইবে কি যে আমাদের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক শৃঙ্গেরি, দ্বারকা, যশি ও গোবর্দ্ধন মঠের সন্ন্যাসীদলের ধীশক্তি, জ্ঞানশক্তি, তপঃশক্তি, কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ, মহাবীর, কবির, নানক, শঙ্কর, রামানুজ, শঙ্করদেব, চৈতন্য, তুকারাম, রামমোহন, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ, প্রভৃতি মহাপুরুষদের এক এক জনের চিন্তা, তপঃ ও সাধনাশক্তিতেই ত এক একটী দেশ, প্রদেশ, মহাদেশ, পর্য্যন্ত ভাবময় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের সাধনবল সার্থক হইয়াছিল। সাধনা কার্পণ্যের জন্য নয় দানের জন্য। যদি ব্যক্তিগত আত্মিক উন্নতির জন্য আজিকার সন্ন্যাসীদের জীবন ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে বলিতে হইবে তাঁহারা কেবল স্বার্থান্বেষী। কিন্তু আমি বলি তাঁহারা আধ্যাত্মিক স্বার্থ সাধনও সম্যক সফলকাম হইতেছেন না। বিশ্বভুবনে, জীব কল্যাণ ব্রতে, জীবপ্রেমে আত্মাকে বিস্তারিত না করিলে আত্মার মোক্ষ সাধন হয় না। তোমরা ভিক্ষুক সত্য, কিন্তু তোমরা কি কেবল গ্রহনেই দিন যাপন করিবে, তোমাদের কি কিছুই দিবার নাই? জনক জননী ব্যতীত কোন সন্ন্যাসীর উদ্ভব হয় নাই। যে জগতে সংসারীর দ্বারাই মানবরূপ জীবের উৎপত্তি, তথায় সংসারীদের হিতাহিত সন্ন্যাসীরও উপেক্ষনীয় নহে। সংসারাশ্রমই সকল আশ্রমের ভিত্তি

জানিয়া পূর্ব্বকালের নারদাদি বৈরাগ্যবান্ মনীষিগণ সংসারাশ্রমের হিতে সতত ব্রতী ছিলেন। যে জননীদের গর্ভে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া, যাঁহাদের স্তন্যপানে, স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছ আজ সেই মাতৃজাতির লাঞ্ছনা ও অবমাননা কিরূপে সহ্য করিতেছ? ইহা কি তোমাদের সংযম? আমি বলি ইহা তোমাদের কাপুরুষতা ও কর্ত্তব্যবোধের অভাব মাত্র। কাম ও কামিনী হইতে সমুৎপন্ন জীব তাহা হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে পারে না। আর রেতোধারনেই ব্রহ্মচর্য্য হয় না, ব্রাহ্মচরণই ব্রহ্মচর্য্য। আসক্তির একান্ত বিনাশ আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র, তাহা জীবের সাধ্যাতীত, কোন না কোন বিষয়ে আসক্তি থাকিবেই। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে লোকহিতসাধনে যে আসক্তি তাহাই গীতাতে নিষ্কামধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে। তোমরা যে তাহাও ত্যাগ করিয়া ভিক্ষারত হইয়াছ। তদুপরি ক্রোধাদি রিপুও বহু সন্ন্যাসীরই আয়ত্ত নহে। গত প্রয়াগের মেলায় যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সামান্য জ্বালানী কাঠ নিয়া—জীবহত্যা আত্মহত্যা সন্ন্যাসীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। গৃহস্থ লোকেরাও সেরূপ সাধারণ বিষয় নিয়া এরূপ ভয়াবহ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়। প্রার্থিত অর্থ না পাইয়া— অনেক সন্ন্যাসী গৃহস্থদের ভয় প্রদর্শন ও অভিশাপ করিয়া থাকেন, ইহাও দেখা যায়। তাই বলিতেছিলাম সকলেই বিপথে চলিয়াছ।

হে সন্ন্যাসিমণ্ডলি, মনে করিবেন না— সন্ন্যাসিমাত্রকেই আমি নিন্দা করিতেছি। গভীর জ্ঞান ও লোকহিতৈষণা সম্পন্ন সন্ন্যাসী একজনও নাই একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আপনারা আমাদের স্বাভাবিক উপদেষ্টা। বিশেষতঃ এই দুর্দ্দিনে আপনারাই আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মপথ ও কর্ম্মপথ প্রদর্শন করিবেন এই আশা আমরা করিতে পারি। তাহা পূর্ণ হইতেছে না বলিয়াই, আপনাদের পবিত্র সন্ন্যাস জীবনের প্রভূত উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই, বর্ত্তমান সন্ন্যাস কুসুমে যে কীট প্রবেশ করিয়াছে তাহা বাছিয়া ফেলিতে বলি, আপনাদিগকে সর্ব্ববিশ্বের আদর্শ— যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্ম্মজীবন গঠন করিতে বলি।

আত্মতত্ত্বের কথা আর কি বলিব? আত্মার অস্তিত্ব নিয়াই এখনও প্রশ্ন চলিতেছে। যাহাতে এ প্রশ্ন আর না থাকে আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণের তাহা করা কর্ত্তব্য। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা স্থূলশরীরে

আকাশে চড়িয়া বেড়ান বা জলের উপর হাঁটিয়া যাতায়াতে নয়। শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মাসাধিক কাল যাপন প্রভৃতি কসরতের ভিতরেও নয়, যদিও ঐ সব ঐশী ও অলৌকিক শক্তি সাধকের সাধনার স্তরে স্তরে আয়ত্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অনিমা লঘিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যলাভ ঘটিলেও ভারতীয় সাধকের মতিচ্ছন্নতা ঘটায় না, নির্ব্বাণে পৌছিতে তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, কোন ঐশ্বর্য্য তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার চিত্ত চায় আত্মদর্শন। ভারতের আধ্যাত্মিকতা আত্মদর্শনে, নির্ব্বাণমুক্তিতে পরিসমাপ্ত। যে আত্মদর্শনে ব্রহ্মকে জানা যায়, যে মুক্তিতে অনন্তত্ব ও চিরশান্তি লাভ হয়। সে আত্মদর্শন—সূক্ষ্মদর্শন, দিব্যদৃষ্টিলাভে ঘটে, সে অবস্থায় সাধক পরব্রহ্মের স্বরূপ, সামীপ্য ও একত্ব অনুভব করে। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন স্থূল সূক্ষ্মের উপরেও একটা অতিরিক্ত চক্ষুর অস্তিত্ব ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই দিব্য চক্ষু। সে চক্ষু লাভ না করা পর্য্যন্ত ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। সাধক দিব্যদৃষ্টিবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবর অস্থাবর, দৃশ্য অদৃশ্য যুগপৎ সমুদয়েরই অন্তর ও বাহির দর্পণবৎ দেখিতে পান। এই দিব্য শক্তি লাভ হইলে মানবাত্মা ইচ্ছামত পরদেহে প্রবেশ, নির্জীবকে সজীবতা দান, রূপ ও দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে, সূক্ষ্ম দেহে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে, ইচ্ছানুরূপ ছোট বা বড় হইতে ইচ্ছামাত্র জীবচক্ষুর অগোচর হইতে, ইচ্ছানুসারে নব নব তরুলতা ফুলফল, এক একটী নূতন জগৎ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে। জগতে অনন্ত শক্তি খেলা করিতেছে, তাহাকে আয়ত্ত করিবার উপায়ও এ জগতেই আছে, সাধনা দ্বারা তাহা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিতে হয়। সাধনাদ্বারা, উগ্র তপস্যাদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই দিব্যশক্তি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সাধনই ভারতীয় সাধকের চরম লক্ষ্য নহে, আত্মার নির্ব্বাণই তাহার চরমলক্ষ্য, পরব্রহ্মের সহিত একত্বলাভই তাহার চরমগতি। হে সাধুমণ্ডলি, আপনারা নির্ব্বাণসাধন দ্বারা সেই দিব্যচক্ষুলাভ করুন এবং সেই দিব্য আলোকে ভারতের সকল অন্ধকার অপসারিত করুন। নতুবা আপনাদের এই আড়ম্বরপূর্ণ সন্ন্যাসজীবন অথবা জনমানবের দৃষ্টিবহির্ভূত গিরিকন্দরাশ্রিত নিভৃত জীবন—সকলই নিরর্থক।

অতীতযুগে ভারত বহু চিন্তাশীল ভাবুক, বহু যোগরত তপোরত, মনীষী, বহু ঋষি মহর্ষি দেখিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁহারা কোথায়? কেহ কেহ বলেন আজও যোগিসন্ন্যাসিমণ্ডলে তেমন মহাত্মা অনেক আছেন। থাকিলে তাঁহাদের

অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি না কেন? তাঁহাদের অমোঘ যোগবল ও তপোবল ভারতকে পতনাবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই কেন? আমরা চাই তেমন মনীষী সিদ্ধসাধক যিনি একটা ভাবময়, বিজ্ঞানময় কর্ম্মময় জগতের সৃষ্টি করিয়া দিতে সমর্থ। আমরা চাই সেই মহাগুরু যিনি আমাদের হৃদয়ের দৈন্য ও দাসত্ব অপসারণ করিতে, ভারতাকাশকে পুনঃ অন্ধকারমুক্ত করিতে পারেন। কাষ্ঠ ও লৌহাদি যোগে নির্ম্মিত বিশাল জলযানাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র জীব অনন্ত বীচিময় দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়া অপরতীরে উপনীত হয়, আমরা চাই সেইরূপ শক্তিশালী মহামানব যাঁহার চরণ কিরণ স্পর্শে পাপক্লিষ্ট ভারত-সন্তান নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মুক্ত ও দীপ্ত হইয়া জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে, আবার সারা জগতের গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারে। তেমন মনীষী আমাদের সাধুমণ্ডলে আবির্ভূত হউন।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব।

গত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসরের পূর্ব্ব হইতে আমি মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি। এই সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-সেবার ফলে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা হইতে রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যে দ্বি... অনাবশ্যক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাঙ্গালা এবং ওড়িশা দে... অনেককাল হইতে সংস্কৃতভাষায় রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ গুলিতে রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার পাল-সেন-বর্ম্ম প্রভৃতি এবং ওড়িশার গজপতি উপাধিধারী রাজারা যে সকল তাম্রশাসন (তাঁবার পাতে খোদাই ক... দানপত্র) দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম বা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকল গুলিতেই ঐ রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অ... পক্ষে, বোম্বাই, মহারাষ্ট্রপ্রদেশ এবং পশ্চিম-হিন্দুস্থান (আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমা... প্রভৃতি দেশের প্রাচীন পুঁথিতে লিখিত অথবা মুদ্রিত সংস্কৃত ভাষার রচ... ঐরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বা দ্বিভাব (ডবল হওয়া) দেখা যায় না। আমার বাল্যকালে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত এবং তাঁহার ছাপাখানায় ছা... বই গুলিতে ঐ রকম দ্বিত্ব খুব প্রচলিত ছিল। সেকালের ছাপার বইগুলি...

"কর্ক্ট," "গর্ত্ত," এইরূপ বানান চলিত। আমার পিতৃদেব "পূর্ণ্ণ," "পূর্ণ্ণিমা" লিখিতেন, দেখিয়াছি। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যাপক বা শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখনও ওড়িয়া ভাষায় 'পূর্ণ্ণ,' "পূর্ণ্ণিত" ইত্যাদি লেখা এবং ছাপা চলিতেছে।

এখন দেখা যাইতেছে কেহই "অর্ক্ক", "কর্ক্কট", "গর্ত্ত" লেখেন না বা ছাপেন না। বাঙ্গালা ভাষায় ছাপার লেখার পুস্তকে "মূর্ক্খ", স্বর্গ্গ", "অর্গ্ঘ" "ঝর্জ্ঝর", 'অর্ণ্ণব", "অর্থ্থ",. "দুর্ন্নীতি", "অর্প্পণ", "সর্প্প", "ফর্প্ফর"—ইত্যাদি কেইই লেখেন নাই। আমি যতদুর দেখিয়াছি, তাহাতে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকেরা নিম্নলিখিত রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির দ্বিত্ব বা ডবল করা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

১। ক বর্গের কোন ব্যঞ্জনেরই দ্বিত্ব করেন না। সকলেই "অর্ক", "মূর্খ" "অর্গল", অর্ঘ প্রভৃতি লেখেন; "অর্ক্ক", মূর্ক্খ,", অর্গ্গল", "অর্গ্ঘ" লেখেন না।

২। চ বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন্ বা ঝ এর দ্বিত্ব করেন না। সকলেই ঝর্ঝর লেখেন, কিন্তু "অর্চ্চনা", "মূর্চ্ছা", "বর্জ্জন" ইত্যাদি লেখেন।

৩। "ট বর্গের শেষ বর্ণ" "ণ" এর কেহই দ্বিত্ব করেন না। ট বর্গের অন্যান্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করিবার দরকারই প্রায় হয় না।

৪। ত বর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন্ বা থ-এর দ্বিত্ব করেন না, সকলেই "অর্থ", "ব্যর্থ" ইত্যাদি লেখেন; কিন্তু "অর্থ্থ", "ব্যর্থ্থ" ইত্যাদি লেখেন না; অপর পক্ষে "গর্ত্ত", "মর্দ্দন", "অর্দ্ধ", 'বর্দ্ধন" লেখেন; ইহাতেও ব্যতিক্রম আছে, "গর্ত্ত" লিখিলেও, কেহই "বর্ত্তম্য" লেখেন না। কেহই "দুর্ন্নীতি", "দুর্ন্নাম" ইত্যাদি লেখেন না।

৫। প বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ব্যঞ্জন্ অর্থাৎ প, ফ, এবং ভ এর দ্বিত্ব করেন না, কেবল তৃতীয় ব্যঞ্জন্ ব এবং পঞ্চমবর্ণ ম এর দ্বিত্ব করেন। কেহই এখন 'অর্প্পণ", "ফর্প্ফর" "গর্ত্ত", "দর্ত্ত" ইত্যাদি লেখেন না; অপর পক্ষে 'অর্ব্বুদ", "কর্ব্বুর" এবং "কর্ম্ম", "চর্ম্ম" ইত্যাদি লেখেন।

৬। য-এর দিত্ব করেন। সকলেই "কার্য্য", সূর্য্য" ইত্যাদি লেখেন। র এবং ল-এর দ্বিত্ব করিবার প্রায় দরকারই হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে দেখা যাইবে, যে আধুনিক লেখকেরা এই দ্বিত্ব

সম্বন্ধে স্বেচ্ছাপর অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া থাকেন, কোন এব নির্দিষ্ট অব্যভিচারী নিয়মের মতে চলেন না। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, যে, বর্গের দ্বিতীয়বর্ণের দ্বিত্ব প্রথম বর্ণের সহিত এবং চতুর্থবর্ণের দ্বিত্ব তৃতী বর্ণের সহিত হইয়া থাকে। দ্বিত্ব হওয়ার নিয়মের পশ্চাতে উচ্চারণ ব্যাপারে Phonology র) বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা সমূহে রেফ্ যুক্ত ব্যঞ্জন্ বর্ণের দ্বিত্ব হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন করার স্থান ইহা নহে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোন কথা বলিতে চাহি না।

রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন্বর্ণগুলির উচ্চারণ বিষয়ে প্রাচ্যদেশীয় (অর্থাৎ কাশী হইতে পূর্বে আসাম পর্যন্ত দেশের) লোকেরা অন্যদেশের লোক হইতে একটু আলাদা রকমের উচ্চারণ করিতেন। অন্য দেশীয়েরা "অর্ক", "কর্কট", "গর্ত", সূর্য" (উচ্চারণ অনেকটা "সূর্ইঅ") "গর্ভ" এই ভাবের উচ্চারণ করিতেন এবং প্রাচ্য দেশীয়েরা মুখে "অক্ক" "কক্কট", "গত্ত", "সূয্য" এইরূপ উচ্চারণ করিতেন; তবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার সময় "নিয়ম রক্ষা জন্য" হসন্ত-র বা রেফের চিহ্নটি ঐরূপ যুগ্ম বর্ণের মাথায় লাগাইয়া দিতেন। মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীন "চর্যা" পদগুলির এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয়ের প্রকাশিত "শূন্য পুরাণের" পদগুলির বানান্ দেখিলেই আমাদের কথার ভাব সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

যদি আমাদের আধুনিক লেখকেরা রেফ্যুক্ত "তৎসম" শব্দগুলির প্রকৃত উচ্চারণ বজায় রাখিতেন, তাহা হইলে উহাদের মাথার রেফের চিহ্নটি তুলিয়া দিতেন; তাহা তাঁহারা দেন নাই। উচ্চারণেও এখন আমরা রেফ বা র্-এর উচ্চারণ করিয়া থাকি; এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দগুলির বানান কি রকম হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে আমরা একটু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহার ফলে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই মোটামুটি ভাবে লিখিত হইল। বোম্বাইএর ছাপা সংস্কৃত ভাষার পুঁথিতে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উত্তর ভারতের মীরাট, আজমীর প্রভৃতি নগর হইতে মুদ্রিত পুস্তকেও প্রায়ই বোম্বাইএর প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। কলিকাতা নগরে যে সকল ছাপাখানায় বোম্বাই দেশের-নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়, সেই সকল ছাপাখানায় ছাপা পুঁথিতেও বোম্বাইএর আদর্শ লওয়া হইতেছে। কলিকাতায় প্রচলিত বিশেষ রকম (Calcutta Nagri Type) নাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকগুলিতে রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বি-

করিবার কোন (consistent) বা অব্যভিচারী নিয়ম নাই, মুদ্রাকর, লেখক বা সংশোধকের রুচিমত চলিতেছে। বাঙ্গালাভাষায়ও লোকাচারই যে প্রধানতঃ রাজত্ব করিতেছে তাহা আগেই বলিয়াছি।

সংস্কৃত ভাষায় রেফ্ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব অথবা যুগ্মভাব হইবার নিয়ম অতিশয় প্রাচীন। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ পদের ৪৬শং সূত্র "অচোরহাভ্যাং দ্বে" অনুসারে, এই বৈকল্পিক দ্বিত্ব হইবার নিয়ম পাওয়া যায়। কেবল রেফ্ বা র্ নহে, পরন্তু হ্ এর সম্বন্ধেও এই দ্বিত্ব হইতে পারে। পাণিনি মুনির পদানুবর্তী হইয়া (রাঢ়ের ব্যাকরণ)" সংক্ষিপ্ত-সারের" সূত্রকর্তা ক্রমদীশ্বর সূত্র করিয়াছেন, "হ্রাভ্যামশাদির্বা" এবং বৃত্তিকার জুমরনন্দী ব্যাখ্যামুখে বলিয়াছেন, "অচ উত্তরাভ্যাং হকার রেফাভ্যা-মুত্তরোহশাদি বর্ণো দ্বির্বা ভবতি"। অর্থাৎ—স্বরবর্ণের পরস্থিত রেফ্ (র্) অথবা হ্ কারের পরস্থিত শ ষ স হ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের দ্বিত্বও হইতে পারে। বৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, লেহ্মি লেহ্মিম, ব্রাহ্ম্যা ব্রাহ্মণ্যা, হর্ম্যং, হর্ম্ম্যং, কুর্বঃ কুর্ব্বঃ, কুর্মঃ কুর্ম্মঃ, অর্চ্যং অর্চ্চ্যং, বার্বাহঃ বার্ব্বাহঃ। অশাদিরিতি কিম্? দদর্শ, মর্ষতি, অর্হণম্। ইহার পরে সূত্রে আবার শ, ষ এবং স এর ও দ্বিত্ব হইতে পারার সূত্র দিয়াছেন॥ ব্যঞ্জন্ বর্ণের মধ্যে কেবল এক হ ভিন্ন সমুদায় বর্ণেরই লেখকের ইচ্ছাধীন বৈকল্পিক দ্বিত্ব হইতে পারে। মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন ব্যাকরণলেখক, ইংরাজী ভাষায় ইনি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, নাম Moreshwar Ramachandra Kale, B. A.) পাণিনীয় সূত্রের ইংরাজী বৃত্তি করিয়াছেন Consonants except হ, coming after র্ or হ্ preceded by a vowel are *optionally* doubled, e. g. হরি + অনুভবঃ = হর্যনুভবঃ by the *general* rule and *optionally* হরি + অনুভবঃ = হর্য্যনুভবঃ by this rule; so ন হি + অস্তি = ন হ্যস্তি and ন হ্য্যস্তি।

মোরেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের ইংরাজী বৃত্তির ইটালিক্স্গুলি আমাদের। পাণিনীয় সূত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন্-বর্ণের দ্বিত্ব না করাই সাধারণ নিয়ম; তবে, লেখকের ইচ্ছানুসারে দ্বিত্বও হইতে পারে; অর্থাৎ দ্বিত্ব করিলে, তাহা ভুল বানান বলিয়া ভদ্রসমাজে নিন্দিত হইবে না। অথচ বাঙ্গালা দেশে অনেক লেখক, এবং পাঠকের ধারণা আছে যে কার্য্য, ধর্ম্ম, গর্ত্ত, অর্চ্চনা, বর্জ্জন, ইত্যাদি না

লিখিয়া কার্য, ধর্ম, গর্ত, অর্চনা, বর্জন ইত্যাদি লিখিলে ভুল হয়। ইহাকেই বলে, "উল্টা সমঝিলি হে রাম"।

আমরা লোকাচারের অনুকারী না হইয়া পাণিনিপ্রমুখ পণ্ডিতগণের পদানুবর্ত্তী, এবং সেই জন্যই "তৎসম" রেফ্ যুক্ত শব্দের মধ্যবর্ত্তী রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বৈকল্পিক দ্বিত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্যান্য লেখকেরা এ সম্বন্ধে consistent নহেন। পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতৃগণ যদি এই বৈকল্পিক দ্বিত্বের পরিহার করেন, তাহা হইলে, সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের লিখিবার এবং বানান করিবার পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। আমরা যখন "অনর্থক" লিখি না, তখন অনর্থক বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি? আমি প্রায় কুড়ি বৎসর হইতে রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব করা ছাড়িয়া দিয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে ইহা নূতন নহে। যদি বাঙ্গলা দেশের লেখক এবং পাঠকবর্গ কৃপা করিয়া এ দিকে একটু মনোযোগ দেন, সেই আশায় এই কথাগুলি লিখিলাম।

শ্রী অখিলচন্দ্র ভারতী-ভূষণ।

সামাজিক-বার্ত্তা।

১। প্রচার বিবরণ।

শিলচর কায়স্থ-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত বক্সী মহাশ লিখিয়াছেন—

শিলচর কায়স্থ-সমিতির আহ্বানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত বৈশাখের শেষভাগে শিলচ আগমন করেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শিলচর কায়স্থ-সমিতি, স্থানীয় ব্রাহ্ম কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্য সকল শ্রেণীর হিন্দুগণকে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্বারা আম করিয়া একটী বৃহতী সভা আহ্বান করেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভুবনমো ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব মহোদয় সভাপতি পদে বৃত হন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এ দিন পণপ্রথা জনিত অনিষ্টের প্রতিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া কা জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণের অবতারণা করেন। সভাপ

মহাশয় আলোচিত পণপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। পরদিন বুধবার এবং তৎপরদিন বৃহস্পতিবারেও মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় এবং বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সভাপতিত্বে যথাসময়ে সকলে সভায় যোগদান করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই দুইদিন সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক—বিবিধ প্রমাণ পরম্পরা উপস্থিত করিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা, ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং অশৌচ সঙ্কোচের প্রত্যবায়ের অসম্ভাবিতা সম্যক্ প্রতিপাদন করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব হইতেই জানাইতেছিলেন যে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করিবেন। সুতরাং তৃতীয় দিনের সভায় স্থির হইল যে পরদিন শুক্রবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ বিচার হইবে। তদনুসারে শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। এই দিন সভাতে বহুলোক হইল। পূর্ব্ববৎ বিদ্যার্ণব মহাশয়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুখপাত্ররূপে শিলচর হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাঙ্খ্যার্ণব মহাশয় পূর্ব্বপক্ষ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যশাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার শর্ম্ম, ভাগবতভূষণ সাঙ্খ্যার্ণব মহাশয়ের কোন কোন কথায় প্রতিবাদ করেন এবং বক্তা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পরম্পরা ও যুক্তি-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমান করিয়াছেন এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে যে ব্রাহ্মণ সমাজের গ্লানি দূর হইয়া বরং উন্নতিই হইবে, তাহা স্বীকার করেন। পরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল প্রতিপক্ষের সমস্ত উক্তির আলোচনা করিয়া বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। তাঁহার এই প্রত্যুত্তর এমন যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শ্রোতৃবর্গ তাহাতে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কোন কোন বিশিষ্ট কায়স্থ বলিয়াছিলেন—"উপনয়নের আয়োজন কালই করা হউক, আমরা কালই উপনয়ন গ্রহণ করিব।"

বস্তুতঃ তিনি ২।৪ দিন থাকিয়া গেলেই এখানে উপনয়ন হইত, কিন্তু কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একপক্ষকাল মধ্যে শিলচরে পুনরায় আসিয়া উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

শিলচর হইতে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র বর্ম্মণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জানাইতেছেন—

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্থানীয় থিয়েটর হলে এক মহতী

বর্ণাশ্রম সভার আহ্বান হয়। সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দেব বি-এ, ও আমি বক্তৃতা করার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র দাস, বি-এ, দুয়েকটী বর্ত্তমান সমস্যার বিষয় বলেন। তারপর সভাপতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তর্কস্বরস্বতী মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দিয়া দেখান যে কায়স্থরাই ক্ষত্রিয়। বর্ণাশ্রমে তাহাদের স্থান কোথায় তাহাও দেখান। রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাপতির বক্তব্য শেষ না হওয়ায় অন্য দিন তিনি তাহার বক্তৃতা শেষ করিবেন আশ্বাস দিয়া সভাভঙ্গ করিয়াছেন। স্থানীয় এতবড় একজন পণ্ডিত যোগদান করাতে এখন অনেকেই আসিয়া আমাদের কার্য্যে যোগ দিতে আশ্বাস দিতেছেন। উপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণদের আপত্তি নাই তাহা অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরাই বলিয়াছেন।

গত রবিবার (২২শে জ্যৈষ্ঠ) সিলেটের গাটিনড়ায় আর একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শিলচর হইতে আমি ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু বক্তারূপে তথা যাইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু সভাপতি মনোনীত হন। আমি শাস্ত্র ও যুক্তিসহ অস্পৃশ্যতা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে বক্তৃতা করিলে পর তখন সর্ব্বসম্মতিমতে গৃহীত হয় যে তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন সে বিষয়ে সকলেই সচেষ্ট হইবেন।

জেলা খুলনার অন্তর্গত রাখালগাছী গ্রামে ৺ বিজয়কৃষ্ণ নাগ চৌধুরীর পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে মধুদিয়া সমাজের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য সমাজের বহু ভদ্র কায়স্থ মহোদয়গণের উপস্থিতিতে পারমধুদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীবর বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃত কৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম ভক্তিভূষণ মহাশয় বহুশাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস দ্বারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ ও সমবেত কায়স্থ মহোদয়গণের মন উপবীত গ্রহণে আকৃষ্ট করেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে উপবীত গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। সভাতে অনুমান পঞ্চশতাধিক দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন, বাহিরদিয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং সভার সভাপতি কালীবর বাবু ও বিখ্যাত স্বদেশী বক্তা শ্রীযুক্ত বংশধর সরকার মহাশয় বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থ মহোদয়গণের মনোরঞ্জন করেন। উপস্থিত কায়স্থ মহোদয়গণ এবং সভাপতি ও প্রচারক মহাশয় উক্ত বিজয়কৃষ্ণ নাগ চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজা

নাগ চৌধুরী মহাশয়কে দরিদ্র কায়স্থ মহোদয়গণের উপনয়ন গ্রহণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন এবং আগামী শ্রাবণ মাসে কালাশৌচান্তে স্বয়ং উপনীত হইবেন ও সকলকে উপবীত গ্রহণ করাইতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল সাবডিভিসনের অধীন মাগুরা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন,—

মাগুরা গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার পাল মহাশয়ের বহির্বাটীতে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কায়স্থবৃন্দের এক অধিবেশন হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র দেব বর্ম্ম মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি উক্ত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। অনেক যুক্তিতর্কের পর উক্ত প্রচারক মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাস্থ সকলেই সত্বরই উপনীত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে দুর্ব্বার পণ প্রথা সমাজে সংক্রামক ব্যাধিরূপে প্রবেশ করিয়াছে তাহার মূলচ্ছেদ করিবার জন্যও সকলেই প্রতিশ্রুতি হন।

যশোহর জেলার বুনাগাতী হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় জানাইতেছেন,—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মণ ভক্তিভূষণ মহাশয় এখানে উপস্থিত হওয়ায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের উদ্যোগে বুনাগাতী, কাঠাল বাড়ীয়া ভদ্রমহোদয়গণের একত্র সম্মিলনে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় বুনাগাতী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত সুধাময় বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হয়। অত্র সভায় দিঘাপাতিয়া রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জীবনবন্ধু রায় বি-এ, মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

কায়স্থসভার প্রচারক মহাশয় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাস হইতে নানা দৃষ্টান্ত দিয়া কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় এবং সংস্কার যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলাম। অতি সত্বরই সামাজিকগণকে একত্র করিয়া উপনয়নের দিন স্থির করিব।

যে সাংঘাতিক পণ প্রথা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমাজেদেহে প্রবেশ করিয়া সমাজকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা নিবারণের জন্যও আমরা সচেষ্ট থাকিলাম।

অত্র রাজকাছারীর ম্যানেজার বাবু অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নীতিপূর্ণ একটী সুন্দর বক্তৃতার দ্বারা সকলের মনস্তুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এই—আপনারা পবিত্র ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করুন এবং যে গুণের দ্বারা জাতীর জাতিত্ব, যে গুণেতে ক্ষত্রিয়, সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাই লক্ষ্য করিয়া আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ম্যানেজার বাবু যদিও ব্রাহ্মণ তবুও তিনি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব না দেখাইয়া নীতিগর্ভ উপদেশের সহিত অতি সুন্দরভাবে তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা জেলার সাতবাহিরদিয়া হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন হুই মহাশয় লিখিয়াছেন,—

গত ৪ঠা আষাঢ় অত্রস্থ হরিসভা-গৃহে এক বিরাট কায়স্থ সভায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্ম মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্যগুলি সরল ভাবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অন্যূন ৩ ঘণ্টাকাল হৃদয়গ্রাহী মর্ম্মস্পর্শী শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা কায়স্থের উপনয়ন হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। এবং অতি সত্বরই উপনীত হইয়া পরম পবিত্র ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ জন্য প্রতিশ্রুত থাকিলাম।

২। উপনয়ন।

মানিকগঞ্জ মহকুমার বাওলিকান্দা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন—

১। গত ৭ই পৌষ, বুধবার, নটাখোলা গ্রামে ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহবর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের গৃহে মনোমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কুমুদবন্ধু গুহবর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র, ধীরেন্দ্র নাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ, মনোমোহন বাবুর পুত্র শ্রীমান মনোজমোহন এবং মনোমোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্র নাথ—এই ৫টী বালকের উপনয়ন যথাশাস্ত্র সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র নাথ শর্ম্ম রায় ও লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ আচার্য্যাদিপদে ব্রতী হইয়াছিলেন।

মালুচি, ঢাকা,

২। গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ঢাকা জেলার মালুচী গ্রামে গোয়ালিয়র ষ্টেটের পোষ্ট্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু রায় বি-এ. মহাশয়ের গৃহে দেবেন্দ্র বাবু, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বসু রায় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান নীরদকুমার বসু রায় যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধার ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা রায় এবং গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্য, হোতা ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। এই কার্য্যোপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন।

কলিকাতায় উপনয়ন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহযোগীতায় গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৬ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম কায়স্থ-কুলভাস্কর মহাশয়ের ভবনে নিম্নলিখিত ১২জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার একনিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয়ের উদ্যোগেই এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলান্তর্গত শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ও প্রচারক মহাশয় তন্ত্র-ধারকের পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই উপনয়নোৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন ব্যয়ই শ্রীযুক্ত কুল-ভাস্কর মহাশয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে অমায়িক আদর আপ্যায়নে ও পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই উৎসবের সাফল্যে ও যথাবিহিত কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শনে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

উপবীতিগণের নাম—

১। শ্রীযুত প্রভাত কুসুম দেব, বান্ধব দৌলতপুর (ফরিদপুর)
২। ,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, হোসেনপুর ঐ
৩। ,, যোগেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, দীঘলিয়াকাশিমপুর ঐ
৪। ,, জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, ঐ ঐ
৫। ,, কেদারনাথ কর, কেন্দুয়া ঐ
৬। ,, রাইমোহন দেব, মাটিভাঙ্গা ঐ
৭। ,, প্রফুল্লকুমার বসু, রামনগর ঐ

৮। শ্রীযুত হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস, রামনগর (ফরিদপুর)
৯। ,, মহেন্দ্রনাথ দাষ, ঐ ঐ
১০। ,, মণীন্দ্রনাথ দাষ, ঐ ঐ
১১। ,, দেবেন্দ্রমোহন দাষ, ঐ ঐ
১২। ,, গণেশচন্দ্র দেব, ঐ ঐ

পুর্ণিয়া ফরবেশগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত বর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন.—

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, পুর্ণিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা বাবুর বাটীতে তাঁহার ভাগ্নেয় শ্রীমান ভোলানাথ দেব এবং তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র দেব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী ঠাকুর মহোদয়ের পৌরহিত্যে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ শর্ম্মার আচার্য্যত্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। এই উপনয়ন ব্যাপার বেশ একটু সৌষ্টবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্বজাতি, কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল এবং বহু বন্ধুবান্ধব এই আনন্দকার্য্যে যোগদান করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিঝারী-আকুসা-রামভদ্রপুর কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ভেদেরগঞ্জ থানার অধীন রামভদ্রপুর গ্রামে ৪০ জন কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। রামভদ্রপুর অতি পুরাতন গ্রাম, এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের বাস। পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষত্রিয় কুলের শেষ বীর চাঁদ রায়, কেদার রায়ের কুলগুরু সিদ্ধপুরুষ গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ এতদঞ্চলে সম্মানিত অধিবাসী, এবং চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বংশধর দেব ভৌমিকগণ কায়স্থ-কুলীন সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্ব কুলপুরোহিত ও ঐ গুরু প্রতিপালন করিয়া, হাট বাজার মিলাইয়া, স্কুল ও দেব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া সসম্মানে বসবাস করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সকল কায়স্থগণের মধ্যে জাতীয় জাগরণের বাসনা অনুভূত হইতেছিল। ইহার পূর্ব্বে 'ইদিলপুর কায়স্থ সভা' হইতে প্রেরিত ধীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু রায় বর্ম্মণ ও বিঝারী নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় বর্ম্মণ মহাশয় এখানে আসিয়া স্থানীয় স্কুলগৃহে একটী সভা আহ্বান করিয়া বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, সুতরাং উপবীত গ্রহণের

অধিকারী। তৎপর স্থানীয় পুরোহিত উপবীত দিতে অস্বীকৃত হইলে স্বর্ণঘোষ নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রাহা বর্ম্মা ও বিঝারী নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন বর্ম্মা, বিঝারী নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত মহাশয় সহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এদিকে গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ দলাদলি সৃষ্টি করিয়াছেন। দীক্ষিত ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া হরি সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদিসহ মিছিল করতঃ শরৎ বাবু ও কিশোরী বাবু খরস্রোতা মেঘনা নদীর মুখে অগ্রসর হইলেন এবং মেঘনার খরস্রোতে দণ্ড ত্যাগ করাইয়া বাজার ও কালীবাড়ী দর্শন করিয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল এবং এই নব জাগ্রতভাব দর্শন করিয়া, ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

উপবীতগণের নাম।

১। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দেব।
২। ,, যামিনীকান্ত দেব।
৩। ,, হরেন্দ্রচন্দ্র দেব
৪। ,, অমূল্যচন্দ্র দেব।
৫। ,, রঙ্গলালরায় চৌধুরী
৬। ,, অমূল্যরঞ্জন কর।
৭। ,, খগেন্দ্রচন্দ্র রায়।
৮। ,, ভুবেন্দ্রচন্দ্র রায়।
৯। ,, খগেশচন্দ্র রায়।
১০। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস।
১১। ,, নিবারণচন্দ্র কর।
১২। ,, কিশোরীমোহন কর।
১৩। ,, চিন্তাহরণ দাস।
১৪। ,, হরলাল দেব।
১৫। ,, জিতেন্দ্রচন্দ্র দেব
১৬। ,, হীরালাল নন্দী।
১৭। ,, মতিলাল নন্দী।

২১। শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ দত্ত।
২২। ,, শশীমোহন দত্ত।
২৩। ,, যোগেশচন্দ্র দত্ত।
২৪। ,, মণীন্দ্রমোহন দত্ত।
২৫। ,, মাখনলাল দত্ত।
২৬। ,, জিতেন্দ্রনাথ নাহা।
২৭। ,, অনীলকান্ত দত্ত।
২৮। ,, কাশীনাথ দত্ত।
২৯। ,, বঙ্কিম চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা
৩০। ,, রামচরণ নাহা।
৩১। ,, মাখনলাল নাহা
৩২। ,, রাজেন্দ্র চন্দ্র সেব সরকার
৩৩। ,, গুরুপ্রসাদ দেব সরকার
৩৪। ,, নিকুঞ্জবিহারী চন্দ্র।
৩৫। ,, উমাচরণ দেব।
৩৬। ,, অমৃতলাল দেব!
৩৭। ,, যতীন্দ্রমোহন কর।

১৮। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দেব।	৩৮। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কর।
১৯। ,, গোপালচন্দ্র দত্ত।	৩৯ ,, রেবতীমোহন দত্ত।
২০। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।	৪০। ,, চিত্তরঞ্জন দত্ত।

বিঝারী নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরোহিত, স্বর্ণঘোষ নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, তন্ত্রধার এবং বিঝারী নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন কর রায় বর্ম্মা সদস্তের পদে বৃত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় উপনয়ন।

বিগত ১৬ই আষাঢ় নদীয়া জেলার উলা গ্রাম বাসী বিখ্যাত মিত্র বংশজ শ্রীযুক্তবিভূতি ভূষণ মিত্র বি-এল, মহোদয়, তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র, অনুজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মিত্র ও ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়-গণের সহিত তাঁহার কলিকাতা ২৯নং হুজুরী মল লেনস্থিত নিজভবনে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবু সনামধন্য পুরুষ। তিনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ এবং কতিপয় আইন পুস্তক প্রণেতা। স্বগ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানে তাঁহার বদান্যতা ও মুক্ত-হস্ততা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'উলা বা বীরনগর' প্রণেতা, উলার বিখ্যাত মুস্তৌফী বংশের শ্রীযুক্ত সুজন নাথ মিত্র মুস্তৌফী এবং ফরিদপুর জেলার আলগী নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ও ঐ দিবস ঐ সঙ্গে উপনীত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর দেববর্ম্ম মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এই উপনয়ন ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মিত্র ও মুস্তৌফী বংশের কুল পুরোহিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও আরো দুইজন পুরোহিত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবু ও শ্রীযুক্ত সুজন বাবু প্রভৃতি উলা নিবাসী দক্ষীণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের এই সামাজিক সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী বিশেষতঃ নদীয়া বাসী কায়স্থ মহোদয়দিগের অনুকরনীয়।

৩। বিবাহ

বিনাপণে বিবাহ।

চট্টগ্রাম জেলার সুচিয়া গ্রাম নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় দেববংশীয় শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র দেববর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মোহিণীমোহন দেববর্ম্ম চৌধুরীর সহিত ভাটীগভাইল নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণী মাধব দাশ বর্ম্ম মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ দাশ মহাশয়ের কন্যা কল্যানীয়া শ্রীমতি প্রীতিপ্রভা দেবীর সহিত ১৩৩৩ সালের কার্ত্তিক মাসে বিনাপণে বিবাহ হইয়াছে। বরের পিতা বিশেষ ধনবান্ নহেন, তিনি বৃদ্ধ ও পেনসন্ ভোগী। কিন্তু তথাপী এই বিবাহে স্বেচ্ছায়ই এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্ত বাংলা দেশের সর্ব্বত্র সকলের অনুকরনীয়।

উপনয়নপূর্ব্বক বিবাহ।

বরিশাল জেলার কাশীপুর হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মাহাশয় জানাইয়াছেন,—

গত ১৬ই বৈশাখ বরিশাল—দক্ষিণ কাশীপুর নিবাসী পরলোকগত প্রভাতচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কমলারঞ্জন বসুর সহিত উত্তরকাশী-পুরের শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার ঘোষ দস্তিদার বি, এ, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর কমলারঞ্জন বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিবাহের পূর্ব্বে বরের উপনয়ন হওয়া ও তজ্জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক হওয়ায় তিনি যথা সময়ে কাশীপুরে যাইয়া বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্নে আভ্যুদয়িক ও উপনয়ন যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করাইয়া বিবাহ কার্য্য ক্ষত্রিয়চারে সম্পন্ন করাইয়া-ছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং তন্ত্রধার হইয়া কুশণ্ডিকা যজ্ঞ দ্বিজোচিত বিধানে করাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন শর্ম্ম পণ্ডিতুণ্ড মহাশয় পৌরহিত্য কার্য্য করিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পুনরায় আসিলে কাশীপুরে আরও অনেকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। আমরা তাঁহার আসার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৪। শ্রাদ্ধ

মাণিকগঞ্জ মহকুমার বাস্তলিকান্দা হইতে শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্ম মহাশয় বলিতেছেন—

(১) গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার নটাখোলা গ্রামে ডাঃ মনোমোহন গুহ বর্ম্ম মজুমদার ও টাঙ্গাইলের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্র নাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার তাঁহাদের মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের বিভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত গদাধর চক্রবর্ত্তী স্মৃতিভূষণ কৃতিরত্ন, ও শ্রীযুত প্যারী মোহন চক্রবর্ত্তী সাং গাঙ্গধাইর। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী সাং নালী। শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী ও নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী সাং খেরুপাড়া। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ও রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী (সাং বাল্লা), শ্রীযুক্ত কালি দাস চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী, ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, হরিদাস চক্রবর্ত্তী, স্বরেন্দ্রনাথ শর্ম্ম রায় ও দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্ম রায় (মালুচী), শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গোস্বামী (গৌরীবরদিয়া) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ফরিদপুর) এবং শ্রীযুক্ত মনোমহোন চক্রবর্ত্তী (পুরুলিয়া)।

শ্রাদ্ধ বাসরে পাঁচ শতাধিক লোক পর্য্যাপ্ত আহারে এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তৃগণের আদর আপ্যায়ণে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

(২) গত ২৯শে মাঘ, শনিবার ঢাকা জেলার মালুচী গ্রামে শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস দেব বর্ম্মার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদনে শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ শর্ম্ম রায়, দেবেন্দ্র নাথ শর্ম্ম রায় এবং গিরিধারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের সহানুভূতি ও সহায়তায় শ্রাদ্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও গরীব লোক পর্য্যাপ্ত আহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

যশোহর জিলার মূলঘর হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

(৩) গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার মূলঘর নিবাসী ৺ অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও সমস্ত সামাজিক কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অম্বিকা বাবুর সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয়ের সুমিষ্ট আদর আপ্যায়ণে ও ততোধিক উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

সমাজ সংস্কার ব্যাপারে মূলঘরের কায়স্থ সমাজ চিরদিন অগ্রণী। বর্ত্তমান ব্যাপারেও এই সমাজের সমবেত চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। অন্যান্য গ্রামের কায়স্থ সমাজের মূলঘরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা কল্পে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ফরিদপুর জেলার হাটগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ বসু বর্ম্ম লিখিয়াছেন,—

(৪) গত ১২ই আষাঢ়, সোমবার পাংশা থানার অধীন চৌবেড়িয়া গ্রামে ৺ চন্দ্রকান্ত দত্ত বর্ম্মার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তধামে কায়স্থোপনয়ন।

বীরভূম জিলার মামুদবাজার পোঃ অধীন চরিচা-জঙ্গলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তধামে বিগত ১৪ই আষাঢ়, বুধবার যশোহর জিলার নড়াইল অন্তর্গত আউরিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমান ভগবতীচরণ বসু পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের নিকট যথাশাস্ত্র গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তধামের আচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহাশয় আশ্রমস্থ তপোবনে তাঁহাদের চিরসংরক্ষিত হব্যবাহন (যজ্ঞাগ্নি) সাহায্যে এই কায়স্থ মানবকের দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পঞ্চযজ্ঞ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া কার্য্য সমাধা হয়। সংস্কারান্তে আচার্য্য অগ্নিহোত্রী ও সেই মুণ্ডিত মস্তক মানবকের আলোকচিত্র লওয়া হয়।

শ্রীমান ভগবতীচরণের পুণ্যশীলা জননীর ঐকান্তিক আগ্রহে, কায়স্থ জাতির এই উদীয়মান তীর্থে উক্ত উপনয়ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার ভক্তিমতী দুই কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুবালা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী, জামাতা ঈশ্বরপরায়ণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; দৌহিত্রগণ এবং অন্যান্য স্বজাতিবৃন্দ দুর্গম দীর্ঘ অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া আশ্রমদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। আশ্রমস্থ পবিত্র অগ্নিহোত্র (যজ্ঞকুণ্ড) এবং জটাজুট ভস্মবিভূতি-কলেবর, কায়স্থ সন্ন্যাসী-দম্পতী শ্রীশ্রীমাতাজী ও শ্রীশ্রীমদভিরাম স্বামী বাবার দর্শনে তাঁহারা পরম পুলকিত হন এবং আশ্রম ও সন্ন্যাসিগণের প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন।

স্বাভাবিক দৃশ্য পরিপূর্ণ শান্তি ও ভীতিময় চারিশত বিঘাব্যাপী নির্জন অরণ্যকন্দর মাতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। বনমধ্যস্থ স্বচ্ছ নির্ঝরিতটে বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করিয়া পরিব্রাজক-মুখে তাঁহারা বহুক্ষণ নিজজাতির স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিকথা এবং ভবিষ্যৎ আশার বাণী শ্রবণে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শ্বশ্রূমাতা তাঁর জামাতাদ্বয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কাননগো, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার P, W. D. ওভারসিয়ার (অপার বর্ম্মা) মহোদয়দ্বয়কে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই খুলনাবাসী। আমরা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ স্বজাতি গর্ব্বোজ্জ্বল কায়স্থ মহিলার অধিষ্ঠানে কামনা করি।

শ্রীচিত্রগুপ্তাশ্রমের যাত্রি-আবাস।

উক্ত আশ্রমের যাত্রী-আবাস, চিকিৎসা-গৃহ ও টোলের ছাত্রাবাস প্রভৃতি কার্য্যে এখনও হস্তক্ষেপ করা যায় নাই। জলকষ্ট এখানে দারুণ, তন্নিবারণ অর্থ সাপেক্ষ। জমিদার কর্ম্মচারিবৃন্দের অত্যাচারের বিরামও নাই। বর্ষ চতুষ্টয় এই সমস্ত প্রবল বাধা বিঘ্ন, বিপত্তি, বিপদ ও বিভ্রাটের মধ্যে কোন রূপে আশ্রমটী জীবিত রহিয়াছে। সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দের সধর্ম্মপ্রীতি, সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপরই কায়স্থজাতির এই ভাবিষ্যৎ তীর্থক্ষেত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। একজন কায়স্থ—ধর্ম্ম প্রচারকের দারুণ অধ্যবসায়ে যাহা উদ্ভব হইয়াছে কায়স্থ জাতি! সেই জাতীয় কীর্ত্তি রক্ষায় সচেষ্ট হউন। চিত্রগুপ্তধাম "কায়স্থপুরে" পরিণত হউক এবং সেই পুর বেদমন্ত্র ধ্বনিতে মুখরিত হউক, জাতির সঞ্জীবনী মন্ত্র গাহিয়া বেড়াইবার জন্য কায়স্থ-সন্ন্যাসীগণ এই পিতৃধাম হইতে বহির্গত হইয়া সমগ্র বঙ্গের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করুন। "চিত্রগুপ্তধাম" কায়স্থ জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হউক।*

সন্ন্যাসী লছমনদাস শ্রীবাস্তব
চরিচা, মামুদবাজার, বীরভূম।

* গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে এই শ্রীচিত্রগুপ্তধামে বীরভূম জিলার অধিবাসী পঞ্চদশ জন কায়স্থ-সন্তান পরিব্রাজক মহাশয়ের নিকট গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নামের তালিকাটী খুঁজিয়া না পাওয়ায় এ বারে প্রকাশিত করিতে পারা যায় নাই। ভবিষ্যতে তাঁহাদের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার বাসনা রহিল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল-বঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলন।

গত ৩রা আষাঢ়, শনিবার মাণিকগঞ্জ সারস্বত ভবনে মাণিকগঞ্জবাসী কায়স্থগণের একটী মহতী সভার অধিবেশনে বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশন ও "নিখিল বঙ্গ কায়স্থ সম্মেলন" মাণিকগঞ্জে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম-চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, জমিদার, মালুচী, সহযোগী সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, তেজেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী, নরেন্দ্রপ্রসাদ বসু ও মহেন্দ্রচন্দ্র পাল বর্ম্মা (রাধানগর), সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার কুণ্ডু বি, এল্, সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বসু বি, এল্, অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, ক্ষীরোদকুমার রায় এম, এ ও মণীন্দ্রনাথ বসু এম, এ এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয়গণ মনোনীত হইয়াছেন। একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী, অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী, নলিনীমোহন সরকার, প্রফুল্ল-চন্দ্র রাহা, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও সুরেন্দ্রমোহন বসু—সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতি প্রায় ২০০ শত ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতি ও কার্য্যকরী সমিতি আবশ্যকমত সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ঢাকা জেলাবাসী ১৮ বর্ষের অন্যূন বয়স্ক কায়স্থমাত্রই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। প্রথমে মহরমের বন্ধে ২৪।২৫ আষাঢ় সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে আরিচা ষ্টেশন হইতে মটর চলিবে না, নৌকাও চলিবে না। শ্রাবণের মধ্যভাগ হইতে মটর-লঞ্চে যাতায়াত সুবিধাজনক হইবে বলিয়া ২।৩ ভাদ্র (জন্মাষ্টমীর ছুটীতে) সম্মেলনের দিন স্থির করা হয়, কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ-পি আর এস, সি, আইই মহোদয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না জানাইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতির সম্ভাবনা

অনুযায়ী মাণিকগঞ্জ অভ্যর্থনা সমিতিকে "বার্ষিক অধিবেশন" ও "কায় সম্মেলনে"র দিন ফাতেহা দে.য়াজ দাহাম পর্ব্বের ছুটিতে ২৩শে ও ২৪শে তা (৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর) ধার্য্য করিতে অনুরোধ করায়, তাহাই স্থি হইয়াছে।

ভরসা করি, বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার কায়স্থসভা সমূহ, সকল কায় সমাজ ও সকল কায়স্থ-প্রধান স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে এবং তত্তৎ সভা ও সমাজ তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নাম ও ঠিকানা অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদককে যথাসম্ভব জ্ঞাপ করিবেন। ইতি।

সম্পাদক, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

হিন্দু-সভা।

গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ঢাকা জেলার মালুচি গ্রামে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভবনে একটী মহতী হিন্দু-সভা আহূত হয়। বর্ষীয়ান সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বর্ম রায় বি-এ, মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন। চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ১৫।১৬টী গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, কুম্ভকার, মালাকার, সভাসুন্দর প্রভৃতি জাতির প্রতিনিধি গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ, শুদ্ধি, হিন্দু-সংগঠন, লাঞ্ছিতা নারীগণকে সমাজে গ্রহণ এবং বিভিন্ন হিন্দু জাতির স্ব বর্ণোচিত সংস্কার—এই সকল বিষয় সভাতে আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত বি-এ; (হেডমাষ্টার, ষোলঘর, হাইস্কুল) এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়গণ এই সকল বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ সহকারে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তৎপর নিম্নলিখিত মন্তব্য সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়;—

(১) অস্পৃশ্যতা সামাজিক আচার হইতে অবিলম্বে দূর করা কর্ত্তব্য বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সভা আরও নির্দ্দেশ করিতেছেন যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে সাহা, সুবর্ণ বণিক, নমঃশূদ্র, সূত্রধর প্রভৃতি জাতির শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও পকান্ন আহার করিতে হইবে, যেমন কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জলচল জাতির গৃহে তাঁহারা আহার করিয়া থাকেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম বি-এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত কালিদাস দেব শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বর্ম্ম রায়
" " হেমচন্দ্র বসু

(২) ত্রিশ বর্ষের অনধিক বয়স্কা অসন্তানবতী বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ এই সভা সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত বর্ম্ম কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
(হেড্ পণ্ডিত, কোন্নগর হাইস্কুল)
সমর্থক - শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণতীর্থ
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ
" " গণেশচন্দ্র সাহা
" " গোপালচন্দ্র পাল (কুম্ভকার)
" " গোপালচন্দ্র দাস (কৈবর্ত্ত)
" " নিবারনচন্দ্র সভাসুন্দর

(৩) পরলোকগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্ত্তিত এবং হিন্দু মিশনের শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দের অনুষ্ঠিত শুদ্ধি ও হিন্দু-সংগঠন এই সভা সম্যক্ সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় নৃপেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী বি-এ, কবিভূষণ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

(৪) দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা বা অবমানিতা নারীগণকে সমাজে গ্রহণ এই সভা সম্যক্ সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার বি-এ
সমর্থক— " রামকমল নিয়োগী
(অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সব্ ইন্স্পেক্টর)
অনুমোদক— " ভুবনচন্দ্র সাহা

(৫) হিন্দু-সমাজের সকল জাতির স্ব স্ব বর্ণোচিত ও গুণকর্ম্মানুরূপ সংস্কার এবং আর্য্য আচার গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি লাভ এই সভা সমর্থন করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাহা

অনুমোদক— শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দত্ত বর্ম্মা

,, ,, সূর্য্যকুমার দত্ত বর্ম্মা

(৬) পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনি কায়স্থদের সহিত বাঙ্গালী কায়স্থদের বৈবাহিক আদান প্রদান প্রবর্ত্তন এই সভা সমর্থন করিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত বাঙ্গালী কায়স্থদের সম-ক্ষত্রিয়াচারবিশিষ্ট হওয়া এবং বালকবালিকাগণকে যথাসম্ভব হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া এই সভা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম রায় বি-এ (সভাপতি)

সমর্থক— ,, হেমচন্দ্র দত্ত বি-এ

অনুমোদক—,, প্রসন্নকুমার ব্যাকরণতীর্থ।

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

২। **সন্ধ্যামণি**—শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত (গীতিকাব্য) শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম, এ; বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আকার—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি—৩২৭ পৃষ্ঠা—সোনার জলে লেখা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধা, মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।

শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় বহু বৎসর ধরিয়া নিভৃতে অনাড়ম্বরে বাণী আরাধনার বীণা বাঁধিয়া সারস্বত গানে বিভোর ছিলেন—সেকালের বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব ও সাধারণী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাময়িক সাহিত্য-পত্রে এই নীরব সাধকের আলাপ মাঝে মাঝে ঝঙ্কৃত হইত এবং ঐ কালের বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, যোগেন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের নিকট হরিশ্চন্দ্রের কাব্যসাধনা সমাদৃত হইত। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই সন্ধ্যামণির পুরোভাগে এক ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া এই পুরাতনের সাধকের ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। যখন হইতে স্বর্গীয় সাহিত্যরথী "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই নীরব সাধকের কবিতাকুসুম একত্র গাঁথিয়া এক অপূর্ব্ব সারস্বত মালায়

পরিণত করেন এবং হরিশ্চন্দ্রের 'বিনোদ মালা' পুনর্মুদ্রিত ও 'মালতী মালা' নব প্রকাশিত হয়—তখন হইতে আমরা এই কবিবরের এক একখানি খণ্ড কাব্য তাঁহার সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশীল চন্দ্র ভাই জীউর মারফতে পাইয়া আসিতেছি, শেষে কবিবরের এখন-পর্য্যন্ত শেষ রচনা "সন্ধ্যামণি" নামক খণ্ড গীতি কাব্য সেদিন কবিবরের আশীর্বাদ হিসাবে পাইয়াছি।

বাঙ্গালার আধুনিক গীতিকাব্য রচয়িতৃগণের আদর্শ পথ-প্রদর্শক কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সুরে তাঁহার সারদামঙ্গল ও বঙ্গসুন্দরী বাঁধিয়াছিলেন, কবিবর হরিশ্চন্দ্র সারস্বত সাধনারম্ভে সেই সুরের রাগিণী-তেই তাঁহার বীণার তার বাঁধেন। পার্থক্যের মধ্যে নিয়োগী কবির কাব্যে প্রাদেশিকতা নাই—যাহা চক্রবর্ত্তী কবির কবিতাকাননের অপূর্ব্ব সুষমা বিতরণ করিয়াছিল; কিন্তু ঝঙ্কারে, লালিত্যে, মধুরতায় মর্ম্মবেদনা বা অনুভূতি প্রকাশে আলোচ্য কবির কবিতাসমূহ সকল পাঠকের মনে কবির কাব্য-সাধনার প্রভাব অঙ্কিত করিয়া দিবে।

জগতের আদি কবি মহামুনি বাল্মীকি শোকে কবিতার জন্ম দিয়াছিলেন—সেইজন্যই আমার বোধ হয়—যে কবি শোকে কাঁদিতে জানেন না—তিনি কবিই নহেন—কবিকে চিনিতে হইলে আমার বোধ হয় এখানেই তাঁহার হৃদয়ের সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের একখানি হর্ষ-প্রীতির কবিতা পুস্তকও আমরা পড়িয়াছি কিন্তু তাঁহার সারস্বতকাব্য-হারের মধ্যমণি কোহিনুরতুল্য ঐ সকল শোক-প্রকাশক কবিতাগুলি—বিনোদ মালা, মালতীমালা ও সন্ধ্যামণিতে শুভ্র নির্ম্মল সেফালিকার ন্যায় শান্তদীপ্তিতে সমুজ্জ্বলাও মধুগন্ধ বাহিনী—রূপ, রস, গন্ধে এই সকল কুসুম চিরদিন পাঠকের মন ভরিয়া রাখিবে। সন্ধ্যামণির "চৈত্র সংক্রান্তি" ও 'অশ্রুজল'—যে কেহ পাঠ করিবেন তিনিই লক্ষ্য করিবেন শোক তাপ দগ্ধ কবির এইবৃদ্ধ কাব্য-সাধকের হৃদয় এখনও কেমন কাঁদিতে জানে, এখনও তাঁহার অশ্রুজলে পাঠক পাঠিকার মন কেমন সিক্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলে। তাঁহার 'চৈত্র-সংক্রান্তি'র বিসর্জ্জন পড়িয়া আমার মনে হইল বিহারীলালের,—

"বিজয়া বিকালে সোনার প্রতিমা
দুলে দুলে জলে ডুবিছে যেন!"

হরিশ্চন্দ্র স্বভাব-কবি। তাঁহার রচনা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করে—তিনি ভাবুক—আজন্ম ভাবরাজ্যে বাস করেন, তাহার ইঙ্গিত

তাঁহার কবিতাবলীতে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। তিনি আপন মনে তাঁহার সারস্বত বীণা বাঁধিয়া প্রকৃতিরাজ্যের অন্যান্য সাধকের ন্যায় আপনার গান গাহিয়া আসিতেছিলেন—সেই গানগুলি মাতৃভাষার দান। আমরা তাঁহার 'সন্ধ্যামণি' ও অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রেমশ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি—এই সকল কবিতায় তাঁহার অন্তরের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী সরল স্বচ্ছ স্বাধীন অনাবিল ভাষায় লিপিবদ্ধ—কিন্তু গভীর শোকেও তিনি কিরূপ শান্ত ও সমাহিত হইয়া বাগ্‌দেবী কৃপায় তাঁহার চরণে সেই শোক-শেফালিকাগুলি অঞ্জলি দিয়াছেন তাহা উপভোগের সামগ্রী। এক কথায় এই নিভৃত বানীসেবকের সাধনা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে—তাঁহার বাল্যের, যৌবনের প্রৌঢ়ের ও বার্দ্ধক্যের সকল সাধনাগুলিতে একটি সুর দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া এখনও অমৃত নিঃসরণ করিতেছে, সে কথা এই সকল গানের শ্রোতৃবর্গ বেশ অনুভব করিবেন। কবিবর হরিশ্চন্দ্র একাধারে বাণী ও রমার কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান—তাঁহার অর্ঘ্যগুলি সকল সময়ে উজ্জ্বল পুষ্পপাত্রে স্থিত—এবং ঐগুলি যথার্থই ভারতীর শ্রীচরণে উৎসৃষ্ট বলিয়া নির্ম্মাল্যের মত না শুকাইয়া সকলের উপকারে আসিয়া আনন্দ দান করিতেছে। পল্লীবাসী এই কবিবরের কীর্ত্তির কথা বলিতে পাইয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৩৪ { ৪র্থ সংখ্যা

আমার জীবন-কথা।

পূর্ব্বাভাস—আদি কুল-পরিচয়।

বসুবংশে আমার জন্ম। অগ্রে এই বসুবংশের আদি পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। গৌড়দেশে বসুবংশের কখন প্রথম অভ্যুদয় তাহা সকলেই জানিতে চান। বসুবংশের মধ্যে অনেকেই মনে করেন এবং কুলজ্ঞেরাও বলিয়া থাকেন, মহারাজ আদিশূরের সময় বসুবংশের বীজপুরুষ দশরথ বসু এদেশে প্রথম আগমন করেন। একথা আমি প্রকৃত বলিয়া মানি না। দশরথ বসু হইতে আমার ২৮ পর্য্যায় বা ২৮ পুরুষ হইতেছে। ৩ পুরুষে এক শতবর্ষ ধরিলে ৯৩০ বৎসর পূর্ব্বে দশরথ বসুর অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হয়। এদিকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলগ্রন্থ অনুসারে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের আবির্ভাবকাল স্থির হইয়াছে।* এখন হইতে প্রায় ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আদিশূরের অভ্যুদয়, তখন দশরথ বসু কিরূপে তাঁহার সমসাময়িক হইতে পারেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে আদিশূরের সময় দশরথ বসু ছিলেন না। বঙ্গজ কুলগ্রন্থ হইতে বসুবংশের এইরূপ আদি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—প্রথম অনন্তানন্দ—তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব তৎপুত্র গুণাকর তৎপুত্র জয়ধন তৎপুত্র যশোধন তৎপুত্র গো ম ও তৎপুত্র রাবণ। এই রাবণের পুত্র হইতেছে দশরথ বসু। সুতরাং দেখা যাইতেছে অনন্তানন্দের অধস্তন ৯ম পুরুষ দশরথ। এই নয় পুরুষে ৩০০ শত বৎসর ধরিলে অনন্তানন্দকে আমরা আদিশূরের সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। অতএব দশরথ বসু পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন একথা ঐতিহাসিক সত্য নহে।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) দ্রষ্টব্য।

অনন্তানন্দ আদিশূরের সমসাময়িক হইলেও নিজে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি, তিনি যখন জয়যুক্ত হইয়া কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন আপনার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবর্ম্মা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষকে কতকগুলি জমি দান করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে পূর্ব্বতন তাম্রশাসন নষ্ট হওয়ায় রাজপুরুষেরা আমাদের জমির উপর কর ধার্য্য করিতেছে। ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য পুনরায় তাম্রশাসন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাসনভূমি উল্লেখ করিয়া চিরকালের জন্য নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। উক্ত তাম্রশাসন পাঠ করিলে জানা যায় বিভিন্ন বৈদিক শাখা ও বিভিন্ন গোত্রীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত বসু, ঘোষ প্রভৃতি উপাধিধারী কয়েকজনও শাসনভূমির অংশ লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার পূর্ব্বাংশে চন্দ্রপুরী নামক বিষয়ের মধ্যে ঐ ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্ত তাম্রশাসনের প্রমাণে বলিতে হয় ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবর্ম্মার সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে বসু, ঘোষ উপাধিযুক্ত রাজসম্মানিত ব্যক্তিগণ বাস করিতেন।*

মহারাজ ভূতিবর্ম্মার সময়ে ও তৎপরে ভাস্করবর্ম্মার সময়ে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সহিত বসু, ঘোষ উপাধিধারী সম্মানিত ব্যক্তিগণের শাসনলাভ হেতু এবং পরবর্ত্তীকালে মহারাজ আদিশূরের সভায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পূর্ব্ববৎ কায়স্থগণও সম্মানিত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের সহিত কায়স্থ-আগমন-কথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়প্রান্তে বসুবংশের অধিষ্ঠান পাইতেছি। এই বসুবংশের অধস্তন পুরুষগণ আদিশূরের আশ্রয়ে বরেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং শূরবংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত তাঁহারা ক্রমশঃ দক্ষিণ রাঢ়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যিনি দক্ষিণ রাঢ়ে আসিয়া উপনিবেশ করেন তাঁহারই নাম হইতেছে দশরথ বসু।

নিজ বংশ পরিচয়

সেনবংশ-কুলতিলক মহারাজ বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় আদিশূর রূপে রাঢ়দেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সভায় দশরথ বসু রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন। দশরথের দুই পুত্র কৃষ্ণ ও পরম

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র কায়স্থবিবরণ) দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের বংশধরেরা দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন এবং পরম বসুর বংশধরেরা বঙ্গে গিয়া বাস করেন। কৃষ্ণের পুত্র ভবনাথ তৎপুত্র হংস, তাঁহার তিন পুত্র সুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার। সুক্তি বাগাণ্ডা, মুক্তি মাহীনগর ও অলঙ্কার বঙ্গদেশে বাস করেন।

মুক্তির বংশধরেরা মাহীনগর সমাজের বসু বলিয়া পরিচিত। মুক্তির পুত্র দামোদর তৎপুত্র অনন্ত তৎপুত্র গুণাকর তৎপুত্র মাধব তৎপুত্র লক্ষ্মণ তৎপুত্র মহীপতি।

দশরথ বসু হইতে অধস্তন ১১শ পুরুষে মহীপতি মাহীনগর সমাজে প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত হন। তাঁহার দশ পুত্র; তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্রের নাম ঈশান খান। সহস্রমুখ্য ঈশান খানের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দগন্ধর্ব্ব খান, মধ্যম গোপীনাথ পুরন্দর খান ও কনিষ্ঠ বল্লভ সুন্দরবর খান।

সার্ব্বভৌমিকের দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী গ্রন্থে উক্ত ৩ ভ্রাতার এইরূপ কুল-পরিচয় লিখিত আছে—

১৩শ পর্য্যায়—গন্ধর্ব্ব খানস্য কুলম্

কাকুস্থ ঘোষে প্রমাণিকে দান দিলা গন্ধর্ব্ব খান।
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে অপমান ॥
ক্ষেম্য দোষে দুষ্ট ছিল সর্ব্বানন্দ ঘোষ।
তার কন্যা গ্রহণ করি কুলে পরিতোষ ॥
ভ্রমোদ্ধারে কুলরক্ষা সর্ব্বলোকে গায়।
ভাগ্যক্রমে মটী পরাশর তার দোজো যায় ॥
তৃতীয় গ্রহণ মালাধর ঘোষ কুলে দাব।
চৌট গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই শুন দিয়া মন।
সর্ব্বানন্দ ঘোষ তার রক্ষার কারণ ॥

১৩শ পর্য্যায়—পুরন্দর খানস্য কুলম্।

তিন কন্যা প্রমাণিকে দিয়া যথোচিত।
মদন ঘোষ গদাধর ঘোষ আর কুবের মিত্র ॥
শ্রীমান্ মিত্রে কন্যা দিয়া কুলে মহাদোষ।
পুনঃ সাম্য পরাশর মিত্র যোগে শিব ঘোষ ॥

ছেই নিয়ম করিয়া দোছেই কন্যা ভিত্তি পরাশর ।
তেছেই ঈশান ঘোষ কুলেতে উপর ॥
চৌছেই দেবরাজ মিত্র গতি করে রক্ষা ।
পাঁচছেই মালাধর ঘোষ পিতৃকুল দেখা ॥
ছছেই কন্যা গ্রহণ করে ঘোষ বর্দ্ধমান ।
নিবাসমিত্র শ্রীনাথঘোষ জঘন্য কন্যাদান ॥
দান যেন ভাল পল্লব গ্রহণ কুলে মূল ।
মুখ্য মালাধর পাইয়া বাড়ায় সহজকুল ॥
ভিত্তি পরাশর পাইয়া দোজেই আটুনি ।
তৃতীয় গ্রহণ পরাশর অন্য অন্য গুণি ॥
চৌঠ গ্রহণ সনাতন সকল গ্রহণ পুরে ।
নব রঙ্গ গঠিত কুল বসু পুরন্দরে ॥

১৩শ পর্য্যায়—সুন্দরবর খান মল্লিকস্য কুলম্ ।

সুন্দরবর খাঁএর দান লক্ষ্মীনাথের অপমান,
ভাগ্যক্রমে কনিষ্ঠ কনকেশ্বর ।
তেছেই কন্যা দেবরাজ, এই পাকে কিছু লাজ,
চৌছেই নিন্দিত গৌরীবর ॥
পাঁচছেই বিশ্বেশ্বর, অপাত্রীকরণে ডর,
তার পাছ ঘোষ দুর্গাবর ।
ব্যতিক্রম হইলা ছেই, রক্ষার কারণ এই,
গোপীনাথ পাছে মিত্রবর ॥
প্রকৃত কুলের সার, নৃসিংহ রূপে অবতার,
দৈবক্রমে হইল মিলন ।
দামোদর শ্রীকর, শ্রীধর পীতাম্বর,
সার্ব্বভৌম করেন স্মরণ ॥

উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ বসু গৌড়াধিপের একজন প্রধান অমাত্য এবং প্রধান সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। সেইজন্যই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব খান উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

মধ্যম ভ্রাতা গোপীনাথ বসু গৌড়েশ্বরের একজন নৌসেনাপতি ও প্রধান

রাজস্ব-সচিব (finance minister) ছিলেন। এই রাজস্ব সচিব কার্য্য হইতে গোপীনাথ গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক পুরন্দর খান উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ত্রয়োদশ পর্য্যায়ের সমস্ত কুলীন একত্র করিয়া একজাই করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা সমস্ত দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তিনি বল্লালী কন্যাগত কুলনিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুলনিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই সুব্যবস্থার দ্বারা, বলিতে কি, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ এক প্রকার রক্ষা পাইয়াছিল। এই পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতেছেন কেশব খান। কেশব বসু বা কেশব খান একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনিও পিতার ন্যায় গৌড়েশ্বরের একজন প্রিয় অমাত্য ছিলেন। কবিকর্ণপুর রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে কেশব বসু নামে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্তখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে কেশব খান নামে এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে কেশবছেত্রী নামে ইনি সুপরিচিত হইয়াছেন। যখন মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব মথুরায় যাইবার সময় রামকেলি গ্রামে ৪।৫ দিন অবস্থান করেন, সেই সময়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য লোকের কল্লোল কোলাহলে গৌড়েশ্বরও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রিয় অমাত্য কেশব খানকে এই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না হয় তজ্জন্য তিনি গৌড়েশ্বরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।* এই কেশব খানের কুল সম্বন্ধে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঢাকুরী গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

১৪শ পর্য্যায়—পুরন্দরসুত কেশব খানস্য কুলম্ ।

সনাতন মিত্রে প্রথমে কন্যা প্রমাণিকে দান ।
অনিরুদ্ধ মিত্রে গ্রহণ কুলে গুণবান্ ॥
প্রকৃত মুখ্যের সাম্য পাইয়া ঈশান তুল্য গণি ।
বলাৎকারে কংসারি মিত্র দোজ গ্রহণ হানি ॥
তৃতীয় গ্রহণ ছভায়া কুল ঘোষ ভাস্কর ।
চৌট-গ্রহণ গৌরী মিত্র হুহে অকুপর ॥
ইহার পর আর কার্য্য সাম্য নহে দেখি ।
ভরতঘোষ নারায়ণঘোষ দুই পৌত্রী লিখি ॥

* কায়স্থ পত্রিকা ১৩৩৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ঘটকশিখর বলেন ইহার কুলে হইল ডাক।
বাপেতে করিল কুল পুত্র দ্বারে পাক ॥

উক্ত কেশব খানও ১৪শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। কেশব খানের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাসখাসও ১৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসখাসের কুল সম্বন্ধে ঢাকুরী গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

১৫শ পর্য্যায় শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাসখাসস্য কুলম্।

শ্রীকৃষ্ণ বসুর কুল, প্রকৃত সমতুল,
মহাগুণ কি বলিব তার।
প্রমাণিকে পরিতোষ গোপালশঙ্কর ঘোষ
দুই কুলীনে লইল নমস্কার ॥
সাম্য কার্য্য মনোনীত আদান প্রদান কৃষ্ণ মিত্র
প্রকৃত সঙ্গে কৈলা গলাগলি।
পৌত্রী গ্রহণ পরিতোষ জনার্দ্দন হৃদয় ঘোষ,
মহিমা শেখর বলেন সার।
সর্ব্বশেষে চক্রপাণি করে নমস্কার ॥

উপরে যে গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খান, গোপীনাথ পুরন্দর খান ও সুন্দরবর খান মল্লিকের পরিচয় লিখিত হইয়াছে, উক্ত তিন ভ্রাতার নামানুসারে অধুনা বিলুপ্ত প্রাচীন আদিগঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর, পুরন্দরপুর ও মল্লিকপুর এই ৩টী স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বারুইপুরের উত্তরে মল্লিকপুর ষ্টেশন। এই মল্লিকপুরের পশ্চিমে সুপ্রাচীন মাহীনগর গ্রাম। পুরন্দর খাঁর সময়ে এই মাহীনগরের পার্শ্ব দিয়া স্রোতস্বতী আদিগঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন। এই মাহীনগর হইতে গৌড় পর্য্যন্ত নদীপথে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল। এই নদী বিভাগে সুপ্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁর নৌবহর আপদ্ বিপদ্ হইতে গৌড়ের রাজস্ব রক্ষা করিত। এই মাহীনগরেই মহামতি পুরন্দর খাঁ ১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁ পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল হইল, অথচ জ্যেষ্ঠের পরিবর্ত্তে মধ্যম পুরন্দর গোষ্ঠীপতি

হইলেন। এই বিসদৃশ ঘটনায় গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি বিরক্ত হইয়া মাহীনগরের পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া আদিগঙ্গার অপর পারে পৃথক্ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থান গোবিন্দপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। গোবিন্দপুরে গন্ধর্ব্ব খাঁর প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশধরেরা অধুনা কেহই এখানে বাস করেন না। আদিগঙ্গা মজিয়া গেলে এবং এই স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিলে তাঁহার বংশধরেরা ভাগীরথীকূলবর্ত্তী মাহেশ নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে আসিয়া বাস করেন। কয়েক পুরুষ মধ্যে মাহেশে বসুবংশের বহু বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। যেখানে এই বসুবংশ বাস করিতেন তাহা পরে বসু-পাড়া নামে পরিচিত হইয়াছিল। শুনা যায় এই বসুপাড়ায় প্রায় ২০০ ঘর বসু বংশের বাস ছিল। এখন সব গিয়াছে, ৩।৪ ঘর মাত্র বিদ্যমান।

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহকালে ২০ বর্ষ পূর্ব্বে যে কুলশাখা প্রকাশিত হয় তাহাতে পরবর্ত্তী বংশপরিচয় এইরূপ আছে—

"গন্ধর্ব্ব খাঁ গোবিন্দের, মধ্যে ছয় তনয়ের
বিনোদ প্রকৃত মুখ্য হয়।
সর্ব্বানন্দ ঘোষকন্যা আছিল পরম ধন্যা
তাঁর পাণি করেন গ্রহণ ॥
গৌরীদাস লক্ষ্মীদাস, দুই ভাই তাই সুপ্রকাশ
বিনোদ ঔরসে জনমিয়া।
গৌরীদাস অতি দক্ষ হলেন সহজ-মুখ্য
কুলরক্ষাহেতু করে বিয়া ॥
প্রকৃত-মুখ্যের ঘরে বিশ্বেশ্বর ঘোষবরে,
জন্মিল যে সুরূপা তনয়া।
নবরঙ্গ কুলকারি নবরঙ্গী নাম ধরি
রহে কুলমান প্রকাশিয়া ॥
গৌরীদাস কুলযুত ছয় কন্যা পঞ্চ সুত
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনন্দন কবি।
ঘোষেতে দানগ্রহণ বড় দেখি শুভক্ষণ
যদুসুত কামদেব ছবি ॥

কামের প্রথম পুত গোপাল বিশ্রুত অদ্ভুত
দ্বিতীয় তনয় হরিদাস।
অষ্টাদশ পর্য্যায়েতে একভাই হয় যাতে
দুই ভাই থাকে কুলবাস ॥
গোপাল 'সহজমুখ্য' হরিদাস 'কোমলাখ্য'
ভাবে মগ্ন পান বহুতর।
উৎকলের যাজপুরে গোপালের বংশধরে
গিয়া করে বংশের বিস্তার ॥
আট সুতা ছয় সুত কুলীনের গুণযুত
হরিদাস-ঘরে জন্ম লয়।
কুলীনের ঘরে হরি আদান প্রদান করি
চিরকাল সুখেতে কাটায় ॥"

১৮শ পর্য্যায়ে সহজমুখ্য কামদেবের ২য় সুত হরিদাস নবরঙ্গ কুল করেন। তাঁহার ছয় পুত্র—রামেশ্বর, রামনারায়ণ, গঙ্গারাম, গোপীরমণ, শ্রীবল্লভ ও রঘুনন্দন। শ্রীবল্লভ অল্পবয়সে কালকবলিত হন। অবশিষ্ট পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামেশ্বরের সহিত আকনার কোমলমুখ্য রামচন্দ্র ঘোষের কন্যা, ২য় রামনারায়ণের সহিত ইছাপুরনিবাসী বালী সমাজের বাড়িকনিষ্ঠ জয় ঘোষের কন্যা, ৩য় গঙ্গারামের সহিত মধ্যাংশ রূপ মিত্রের কন্যা, ৪র্থ গোপীরমণের সহিত তেওজ চাঁদ ঘোষের কন্যা, ৫ম রঘুনন্দনের সহিত উলানিবাসী রাঘব ঘোষের কন্যা, এইরূপে পাঁচটি গ্রহণ এবং ১মা কন্যা কোন্নগরনিবাসী বড়িসার সহজমুখ্য চণ্ডীদাস মিত্রে, ২য়া কন্যা কনিষ্ঠকুলীন বংশী ঘোষে, ৩য়া কন্যা আকনার শিবদাস ঘোষে এবং ৪র্থা কন্যা গোপাল ঘোষে দান দিয়া হরিদাস নবরঙ্গ কুলীন বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অপর চারি কন্যাকেও যথাক্রমে বালীসমাজের প্রকৃত মুখ্য রাজেন্দ্র ঘোষে, ঐ সমাজের মধ্যাংশ চণ্ডীদাস ঘোষে, তেওজ গোপাল ঘোষে এবং কবিবল্লভ রায় মিত্রে দান করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে হরিদাস বসুর অসাধারণ প্রভাব ও খ্যাতি ছিল।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নেশ্বর, তৎপুত্র রামভদ্র; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমলমুখ্য রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের দ্বিতীয়পুত্র ব্রজরাম, ব্রজরামের পু

শিবনারায়ণ। কবিলপাড়ানিবাসী বালি সমাজের কোমলমুখ্য রূপরাম ঘোষের কন্যার সহিত শিবনারায়ণের বিবাহ হয়। এই কন্যার গর্ভে দুর্গাদাস চণ্ডীচরণ। ও ভগবান্, এই তিন পুত্র জন্মে। চণ্ডীচরণের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তারিণীচরণ ও কনিষ্ঠ পঞ্চানন। কলিকাতার কুমারটুলিনিবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র আকনা সমাজের কোমলমুখ্য কালীকৃষ্ণ ঘোষের কন্যাকে তারিণীচরণ বিবাহ করেন।

তাঁহাদের প্রথমা ভগিনীর সহিত পাণিহাটীনিবাসী বড়িশা সমাজের কোমলমুখ্য ভোলানাথ মিত্রের এবং দ্বিতীয়া ভগিনীর সহিত রাজা রাজবল্লভের পৌত্র (রাজা গৌরবল্লভের পুত্র) কুমার নিকুঞ্জবল্লভ রায়ের এবং তৃতীয়া ভগিনীর সহিত পটলডাঙ্গা নিবাসী গোবিন্দলাল দত্তের বিবাহ হয়। পিতামহ তারিণীচরণ আত্মীয়তাসূত্রে প্রথমে কলিকাতায় রাজা গৌরবল্লভ রায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। আজ কাল বাগবাজারের যে অংশ 'রাজবল্লভপাড়া' নামে খ্যাত, সেই স্থানে রাজা রাজবল্লভের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদে রাজা গৌরবল্লভ বাস করিতেন। এখানে পিতামহ তারিণীচরণ আসিয়া ভগিনীর নিকট মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। কালীকৃষ্ণ ঘোষ কার্য্যোপলক্ষে এই গৃহে পিতামহকে দেখিতে পান। তিনি একে মহাকুলীন আবার অতি সুপুরুষ ছিলেন। কালীকৃষ্ণ সুশিক্ষিত ও অতি রূপবান্ তারিণীচরণকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীকৃষ্ণ ঘোষ কোটীপতি রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যা তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। তৎকালে কালীকৃষ্ণ তিনটী কারবারে মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তাহাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিই এই সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি নিজেই তারিণীচরণকে পছন্দ করিয়াছিলেন। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে তৎকালে এরূপ পাত্র বিরল ছিল। কিন্তু মাহেশ-নিবাসী আমার প্রপিতামহ চণ্ডীচরণ প্রথমে এই বিবাহে সম্মত হন নাই। কালীকৃষ্ণ শ্যালক আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) সহিত পরামর্শ করিলেন। ছাতুবাবু স্বয়ং মাহেশে গিয়া চণ্ডীচরণের সহিত দেখা করিলেন। উদারচেতা চণ্ডীচরণ ধনকুবের ছাতুবাবুকে আপনার গৃহে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। স্থির হইল, পিতামহ বিবাহের পর ছাতুবাবুর বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবেন।

মহাসমারোহে তারিণীচরণের সহিত ক্ষেত্রমণির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর হইতে পিতামহ ছাতু বাবুর গৃহে রহিলেন। এখানে তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তারিণীচরণের শীলমোহরযুক্ত ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আজও ২।৪ খান বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার অন্তরঙ্গবন্ধু ছিলেন। পৌষ পার্ব্বণের কয়েকদিন ঈশ্বরচন্দ্র তারিণীচরণের সহিত একত্র পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন। তদুপলক্ষে তারিণীদেবী ও ক্ষেত্রমণি স্বহস্তে বহুবিধ পিষ্টক প্রস্তুত করিতেন। এই পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে প্রতি বর্ষেই কবিবর নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া তারিণীচরণকে উপহার দিতেন। ক্ষেত্রমণি অতি যত্নের সহিত সেই সকল কবিতা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কীটদষ্ট হইয়া ও গৃহ পরিবর্ত্তনের ফলে অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে।

উক্ত ছাতু বাবুর ভবনেই তারিণীচরণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমাধব ও কনিষ্ঠ নীলরতন। এই নীলরতন হইতেছেন আমার পিতা। নীলরতন সে কালের Senior Scholar মহাবিদ্বান্ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ, নগেন্দ্রনাথ ও আমার কনিষ্ঠের নাম দেবেন্দ্রনাথ।

আমার বাল্য-জীবন

(১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) ১৭৮৮ শকাব্দে, আষাঢ় মাসের ত্রয়োবিংশতি দিবসে শুক্রবারে কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে তুলালগ্নে ভার্গবের ক্ষেত্রে অশ্বিনী নক্ষত্রে ছাতুবাবুর ভবনসংলগ্ন পিতামহীর ৭৫নং বিডন ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে আমার জন্ম। তৎকালে তারিণীদেবী জীবিত ছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। তাঁহার উভয় দৌহিত্রের পুত্রগণ মধ্যে আমি প্রথম ভূমিষ্ঠ হই। জন্ম হইতেই তারিণীদেবী (তাঁহাকে কর্ত্তা-মা বলিতাম) আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। শুনা যায় আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেই দিনই তারিণীদেবী প্রায় সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে বলিয়াছিলেন 'এই শিশু হইতেই আমার বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে।' আমার জন্মকালে আমার মাতৃদেবী পবিত্রকুমারীর বয়স ১১ বর্ষ ৮ মাস ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি যেমন মাতৃ-স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়

ও অভাবনীয়। আমার দাদামণি কৈলাসচন্দ্র মাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। একদিন কন্যার মুখ না দেখিলে অস্থির হইতেন। শ্বশুরালয়ে সকলেই বিশেষতঃ তারিণীদেবী মাতাকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে অতি আদরে লালিত-পালিত হইয়াও আজকালকার রমণীর ন্যায় ধাত্রীহস্তে পুত্রকে দিয়া তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। বলিতে কি, এই শিশু-পুত্রের লালনপালন জন্য ধাত্রীরূপে দুই জন পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পবয়স্কা মাতা ক্ষণকালের জন্যও শিশুকে চক্ষের অন্তরে রাখিতে চাহিতেন না।

তারিণীদেবীর ইচ্ছায় আমার অন্নপ্রাশনকালে মহাসমারোহ হইয়াছিল। প্রায় ১০ দিন ব্যাপী 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিয়াছিল। কেবল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলিয়া নয়, দরিদ্র প্রজা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া উপাদেয় ভোজনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। শুনা যায় এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় ১৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

জন্মকালে আমার অতিসুন্দর নাদুসনুদুস চেহারা ছিল। কেহ কেহ ছোট সাহেব কেহবা ভোঁদা বলিয়া আমাকে ডাকিত। কেবল রূপ বলিয়া নহে, আমার চুলগুলিও কটা ছিল। চক্ষু শৈশবে সামান্য ট্যারা ছিল, কিন্তু বুড়া বুড়ীরা তাহা সুলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। বহু দিবসব্যাপী অন্নাসন উৎসবের অনিয়মে আমি কঠিন অজীর্ণ রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলাম, কঠিন রক্তামাশয় দেখা দিল। তাঁহাতে আত্মীয়স্বজনের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া পড়ে। তৎকালে বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর করালদৃষ্টি তখনও বর্দ্ধমানের উপর নিপতিত হয় নাই। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জ্যেঠা মহাশয় আমাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। ছাতু বাবুর আত্মীয় আসিতেছেন অবগত হইয়া বর্দ্ধমানপতি তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত বাস-ভবনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য আমাকে লইয়া মাতা, পিতামহী, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি যাঁহারা আসিয়াছিলেন, বর্দ্ধমান হইতে তাঁহারা সকলেই স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। এ সময়ে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে ভোঁদা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু এ ভাব আমার বেশী দিন থাকে নাই। ইচ্ছার মা নামে আমার একটী পরিচারিকা ছিল। অল্প বয়সে নিজের ছেলে হারাইয়া সে আমাকে পুত্রবৎ লালনপালন করিত। সে যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাইত, তাহাই আনিয়া গোপনে আমাকে

খাওয়াইত, গৃহকর্ত্রী বা চিকিৎসক কাহারও কোন নিষেধ শুনিত না। তাহার এই অতিরিক্ত স্নেহের ফলে আমি আবার উদরাময়ে আক্রান্ত হইলাম। মধ্যে কঠিন রক্তামাশয় দেখা দিয়া জীবন সংশয় হইয়াছিল। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসাগুণে আরোগ্য লাভ করি। এই কঠিন পীড়ার সময় মাতা শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন। ইচ্ছার মা সমস্ত রাত্রি পার্শ্বে জাগিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়াছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমার জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র পুত্র অনাথনাথ জন্ম গ্রহণ করে। সেই দিন প্রবল ঝটিকায় সূতিকাগৃহের ঝাঁপ খুলিয়া গিয়া নবকুমার চাপা পড়ে। ঠিক সেই সময়ে বহির্বাটীতে দেওয়ানের ঘরে আগুন লাগে। অতি কষ্টে নবকুমারকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু জন্মকালে এইরূপ দুর্লক্ষণ দেখিয়া জ্যেঠা মহাশয় পুত্রের আর মুখ দেখিতে চাহিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি জ্যেষ্ঠতাতের এবং অনাথনাথ পিতৃদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম। জ্যেঠা মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখিতেন। যখন যে ভাল জিনিষ পাইতেন, আমাকে না দিয়া খাইতেন না। জ্যেষ্ঠতাত ও ইচ্ছার মার বেশী আদরের ফলে আমি সর্ব্বদাই অজীর্ণ রোগে ভুগিতাম। জ্যেষ্ঠের ন্যায় পিতৃদেব অনাথনাথকে পুত্রাপেক্ষা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁহার এই আন্তরিক অনুরাগ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল।

প্রায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে দীর্ঘকাল কঠিন রোগে ভুগিয়া জ্যেঠা মহাশয় (নীলমাধব) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তারিণী দেবী নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রগণের পরামর্শে পিতামহী (ক্ষেত্রমণি) বীরভূমের লাট সাহালামপুর পরগণা খরিদ করেন। এই জমিদারী খরিদের সঙ্গে চিরস্থায়ী মোকদ্দমার সূত্রপাত হয়। এই মোকদ্দমার অবিশ্রান্ত খরচে ও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রমশঃই দেনা হইতে থাকে। এই সময় উভয় ভ্রাতা অন্যমনস্ক হইবার আশায় সর্ব্বদাই নেশায় বিভোর থাকিতেন। তাহার ফলে জেষ্ঠতাত কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে পিতৃদেব প্রথমে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। শোকাবেগ নিবারণের জন্য নেশার মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন— ফলে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পৌষ মাসে জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু হয়। তাঁহার অশৌচান্তের কয়েক দিন পরেই মাতৃদেবী হঠাৎ বেদনায় অস্থির হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়েন। প্রাতে বেদনার সূত্রপাত হয়, সন্ধ্যার পরই সকল ফুরাইয়া যায়। চিকিৎসকের কোন ঔষধে তাঁহার কিছু হইল না। পিতৃদেব পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া শ্মশানে শেষকার্য্য করিয়া আসিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শোকে পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিহ্বল ছিলেন। আজ প্রতিপ্রাণা সতীর মৃত্যুতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। শ্মশান হইতে ঘরে ফিরিয়া উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। এই মহাশক্তিশালী বলিষ্ঠ পুরুষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে কেহই সাহসী হইল না। তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া তিন দিন দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিলেন, পুত্রশোকাতুরা শয্যাগতা মাতা কনিষ্ঠ পুত্রের এইরূপ আচরণে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাতা ও ভগিনীগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও দ্বার উন্মুক্ত হইল না। তখনও বৃদ্ধা কর্ত্তা-মা (তারিণীদেবী) জীবিতা। তিনি বহু কৌশলে দ্বার খুলিয়া বাবাকে বাহির করেন। মাতামহীর একান্ত যত্নে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অগ্নি অন্তরেই জ্বলিতে লাগিল। কয়েক মাস পরেই তারিণীদেবী পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইলেন, তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইল। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করিয়া সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিলেন। ঠাকুরমা (ক্ষেত্রমণি) মাতার চাতুর্থিক কার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন করিলেন। চাতুর্থিক ব্যাপার সমাধা হইবার পর বাবা আত্মসংযম হারাইলেন, উন্মাদ লক্ষণ সুপ্রকাশ হইল। এ সময়ে আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্র মাতুলালয়ে আসিলাম। দৌহিত্রকে দেখিয়া কৈলাসচন্দ্রের কন্যার শোক জাগিয়া উঠিল। তিনিও কন্যার শোকে কতকটা উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছেন। আমাকে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে সমস্ত রাত্রি তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলেও তিনি মাঝে মাঝে উঠিয়া আমার মুখ দেখিতেন, কি ভাবে নিঃশ্বাস পড়িতেছে তাহা লক্ষ্য করিতেন। আমি জাগিয়া থাকিলে আমার কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে কিনা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিলে পাশ ফিরাইয়া দিতেন, কপোলে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিলে নিজ হস্তে বাতাস করিতেন, এইরূপ ভাবে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত আমাকে তিনি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বলিতে কি সেই বিস্তৃ

মহাপুরুষের শক্তিসঞ্চারের ফলে আজ আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই সফল হইয়াছে।

পিতৃদেব ক্রমে ঘোর উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। মধ্যে দুই একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি গোপনে বাড়ীতে আসিতাম, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইতে কখনও সাহসী হই নাই। তারিণী দেবী তাঁহার বিপুল সম্পত্তি একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে দিয়া গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং কনিষ্ঠ পুত্র উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ ক্ষেত্রমণির সর্ব্বনাশ করিতে লাগল। অল্পদিন মধ্যেই চারিদিকে ঋণ বাড়িয়া পড়িল।

এই সময়ে কলিকাতা ইংরাজটোলায় কয়েকখানি বাড়ী বিক্রয় করিতে হইল, কিন্তু তাহাতেও ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার মহামূল্যবান্ সম্পত্তি—যাহার মূল্য অধুনা পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতে পারে—৭৫০০০৲ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল। যাহার জন্য এত দেনা, এক বৎসর পরে সেই বীরভূমের জমিদারীও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়া গেল। অল্পদিন মধ্যে বসতবাটী, ৭৫নং বিডন ষ্ট্রীটস্থিত বৃহৎ অট্টালিকা, নিলামে চড়িল। প্রায় ৩৷৹ বিঘা জমির উপর এই অট্টালিকা, এই বাটীতেই আমার জন্ম।

আমার কৈশোরের কথা।

এ সময় আমার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র। আমাদের বৃহৎ অট্টালিকার অঙ্গনমধ্যে ভাড়াটিয়ারূপে—"কনোজের যুদ্ধ" নামক উৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা ৺নন্দলাল সরকার বাস করিতেন। আমি তাঁহার নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করি। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যোমকেশ মুস্তোফী বাল্যকাল হইতেই আমার সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মুস্তোফীর চেষ্টায়, জীবনকৃষ্ণ ভক্ত নামক একটী ধনী পুত্রের সহায়তায় ও নন্দলালের অধ্যক্ষতায় আমরা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'তপস্বিনী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। এই পত্রিকায় আমি 'অক্ষিচাঁদ' নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। সেই তপস্বিনী পত্রিকাতেই Shakes-peareএর বিখ্যাত নাটক 'ম্যাক্‌বেথের' (Macbeth) কিয়দংশের অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। নন্দলালের চেষ্টায় এই বাঙ্গালা 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়। অল্পবয়স্ক যুবকেরা নাটকীয় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখনকার ন্যাসন্যাল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে সেই নাটকের প্রকাশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা

হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন বহু জনতা হইয়াছিল। ৭।৮ শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। ২য় অঙ্ক পর্য্যন্ত বেশ অভিনয় হইয়া গেল। আমি ষ্টেজের পশ্চাৎ হইতে Prompt করিতেছিলাম। জীবনকৃষ্ণ সেন নামক এক ব্যক্তি (ইনি পরে 'সমরকোষ' প্রকাশ করেন) National Theatreএর পক্ষে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। যে টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছিল, সেই টাকা প্রথমতঃ তাঁহার নিকট জমা হয়। তিনি সেই টাকাটা ফাঁকি দিবার মতলবে ২য় অঙ্ক অভিনয়ের পরেই কতকগুলি দুষ্ট লোককে দর্শকস্বরূপ Stallএ পাঠাইয়া গোলযোগের সূত্রপাত করেন। ৩য় অঙ্ক শেষ হইতে না হইতেই জীবন সেনের কৌশলে যবনিকা পতন হইল। দর্শকেরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল, মহাগণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল। আমরা কয়েকজন প্রাণ ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। সেই গোলযোগের সময়ে জীবনসেন টাকা লইয়া সরিয়া পড়িলেন। দরোয়ানেরা আসিয়া সকলকে বাহির করিয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়ের এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। ম্যাক্‌বেথের এই সম্পূর্ণ অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। 'তপস্বিনী' পত্রিকা অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক মাস পরেই আমরা 'ভারত' নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। তাহাতে Shakespeareএর Hamlet নাটকের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় নানা গোলযোগে 'ভারত' বন্ধ হইয়া গেল। Hamletএর সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

এই সময়ে আমাদের ঘোরতর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে। মূল্যবান্ সকল সম্পত্তি পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে আমাদের বাসভবনও নিলামে উঠিল। দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রথমে আঠার হাজার টাকায় নিলাম হইয়া যায়। এইরূপ নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রীত হওয়ায় হাইকোর্টে এই নিলাম বাহাল হয় নাই—আবার নিলামে চড়িল। এ সময় আমি বাড়ী আসিয়াছি। সর্ব্বস্ব যায় দেখিয়া পিতামহীকে কতকটা জমি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু বালকের কথা মনে করিয়া কেহ তাহা শুনিলেন না। এই সময়ে এক দালাল আসিয়া সম্মুখের জমি বন্ধক রাখিয়া ষাট হাজার টাকা দিবার কথা জানাইলেন। তৎকালে ১০।১২ হাজার টাকা

মহাপুরুষের শক্তিসঞ্চারের ফলে আজ আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই সফল হইয়াছে।

পিতৃদেব ক্রমে ঘোর উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। মধ্যে দুই একদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি গোপনে বাড়ীতে আসিতাম, কিন্তু পিতার সম্মুখীন হইতে কখনও সাহসী হই নাই। তারিণী দেবী তাঁহার বিপুল সম্পত্তি একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে দিয়া গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং কনিষ্ঠ পুত্র উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ ক্ষেত্রমণির সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই চারিদিকে ঋণ বাড়িয়া পড়িল।

এই সময়ে কলিকাতা ইংরাজটোলায় কয়েকখানি বাড়ী বিক্রয় করিতে হইল, কিন্তু তাহাতেও ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার মহামূল্যবান্ সম্পত্তি—যাহার মূল্য অধুনা পঁচিশ লক্ষ টাকা হইতে পারে—৭৫০০০৲ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল। যাহার জন্য এত দেনা, এক বৎসর পরে সেই বীরভূমের জমিদারীও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়া গেল। অল্পদিন মধ্যে বসতবাটী, ৭৫নং বিডন ষ্ট্রীটস্থিত বৃহৎ অট্টালিকা, নিলামে চড়িল। প্রায় ৩॥০ বিঘা জমির উপর এই অট্টালিকা, এই বাটীতেই আমার জন্ম।

আমার কৈশোরের কথা।

এ সময় আমার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র। আমাদের বৃহৎ অট্টালিকার অঙ্গনমধ্যে ভাড়াটিয়ারূপে—"কনোজের যুদ্ধ" নামক উৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা ৺নন্দলাল সরকার বাস করিতেন। আমি তাঁহার নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করি। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যোমকেশ মুস্তোফী বাল্যকাল হইতেই আমার সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মুস্তোফীর চেষ্টায়, জীবনকৃষ্ণ ভক্ত নামক একটী ধনী পুত্রের সহায়তায় ও নন্দলালের অধ্যক্ষতায় আমরা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'তপস্বিনী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। এই পত্রিকায় আমি 'অক্ষিচাঁদ' নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। সেই তপস্বিনী পত্রিকাতেই Shakes-peareএর বিখ্যাত নাটক 'ম্যাক্‌বেথের' (Macbeth) কিয়দংশের অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। নন্দলালের চেষ্টায় এই বাঙ্গালা 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়। অল্পবয়স্ক যুবকেরা নাটকীয় বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখনকার ন্যাসন্যাল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে সেই নাটকের প্রকাশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা

হইয়াছিল। অভিনয়ের দিন বহু জনতা হইয়াছিল। ৭।৮ শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। ২য় অঙ্ক পর্য্যন্ত বেশ অভিনয় হইয়া গেল। আমি ষ্টেজের পশ্চাৎ হইতে Prompt করিতেছিলাম। জীবনকৃষ্ণ সেন নামক এক ব্যক্তি (ইনি পরে 'সমর্কোষ' প্রকাশ করেন) National Theatreএর পক্ষে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। যে টাকার টিকেট বিক্রয় হইয়াছিল, সেই টাকা প্রথমতঃ তাঁহার নিকট জমা হয়। তিনি সেই টাকাটা ফাঁকি দিবার মতলবে ২য় অঙ্ক অভিনয়ের পরেই কতকগুলি দুষ্ট লোককে দর্শকস্বরূপ Stallএ পাঠাইয়া গোলযোগের সূত্রপাত করেন। ৩য় অঙ্ক শেষ হইতে না হইতেই জীবন সেনের কৌশলে যবনিকা পতন হইল। দর্শকেরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল, মহা-গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল। আমরা কয়েকজন প্রাণ ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। সেই গোলযোগের সময়ে জীবনসেন টাকা লইয়া সরিয়া পড়িলেন। দরোয়ানেরা আসিয়া সকলকে বাহির করিয়া দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়ের এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। ম্যাক্‌বেথের এই সম্পূর্ণ অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হয়। 'তপস্বিনী' পত্রিকা অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক মাস পরেই আমরা 'ভারত' নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। তাহাতে Shakespeareএর Hamlet নাটকের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় নানা গোলযোগে 'ভারত' বন্ধ হইয়া গেল। Hamletএর সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

এই সময়ে আমাদের ঘোরতর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে। মূল্যবান্ সকল সম্পত্তি পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে আমাদের বাসভবনও নিলামে উঠিল। দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রথমে আঠার হাজার টাকায় নিলাম হইয়া যায়। এইরূপ নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রীত হওয়ায় হাইকোর্টে এই নিলাম বাহাল হয় নাই—আবার নিলামে চড়িল। এ সময় আমি বাড়ী আসিয়াছি। সর্ব্বস্ব যায় দেখিয়া পিতামহীকে কতকটা জমি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু বালকের কথা মনে করিয়া কেহ তাহা শুনিলেন না। এই সময়ে এক দালাল আসিয়া সম্মুখের জমি বন্ধক রাখিয়া ষাট হাজার টাকা দিবার কথা জানাইলেন। তৎকালে ১০।১২ হাজার টাকা

মাত্র দেনা। সুতরাং এত টাকা লইয়া কি হইবে এই বিশ্বাসে দালালের কথা কেহ শুনিলেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতামহী হইতেছেন ছাতুবাবুর ভাগিনেয়ী। ছাতুবাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের জামাতা আমাদের বাড়ীর নিকটেই বাস করিতেন। সম্পর্কে তিনি পিতামহীর মাসতুত ভাইয়ের জামাতা। নূতন বড়লোক, বহু টাকার মালিক। তিনি পিতামহীকে টাকা দিবার আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে টাকা পাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বসতবাটী হাইকোর্টে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। সেই জামাতাই এই মহামূল্যবান্ সম্পত্তি আটাস হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন। আদালতে নিলাম মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পিতামহীকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে নিলাম মঞ্জুর হইয়া গেল। টাকা লইয়া বাড়ী ফেরত দিবার কথায় আর কাণ দিলেন না। খরিদের পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য হইল না। তখনও পিতামহীর বিশ্বাস ছিল, টাকা দিলেই বাড়ী ফিরিয়া পাইবেন। অপর জায়গায় টাকার যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু গরীবের কথা আর কে শোনে।

আমার প্রথম যৌবনের কথা।

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। মাতুলালয়ে যে উচ্চ আদর্শে স্নেহের অন্তরালে লালিত পালিত হইতেছিলাম, পিত্রালয়ে সংসর্গ দোষে প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিল। কয়েকজন দুশ্চরিত্র আত্মীয় আমার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের প্রতিবেশী এক ধনীর ছেলে আসিয়া এই সময়ে জুটিল। সে খুড়ার বাক্স হইতে প্রায় হাজার টাকা লইয়া আইসে। স্থির হয়, আমরা কয়েকজনে গোপনে কাশীধামে পলায়ন করিব। দুষ্টের বুদ্ধিতে প্ররোচিত হইয়া সেই ধনী-পুত্র ও আমি, উভয়ে নিরুদ্দেশ হইলাম। আমাদের উভয়ের বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। গুপ্তস্থান হইতে আমরা তাহার সংবাদ পাইতে লাগিলাম। দুইদিন পরে আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন ফেলিয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছি, এই চিন্তায় মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। গুপ্ত-স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু একাকী বাড়ীতে যাইতে সাহস হইল না। রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় এক দরোয়ানের হস্তে ধরা পড়িলাম। তাহার নিকট শুনিলাম, আমার নিরুদ্দেশের কারণ মাতামহ শোকে

পাগল হইয়া পড়িয়াছেন, দুই দিন তাঁহার আহার নিদ্রা হয় নাই। দরোয়ানের সহিত বরাবর মাতামহের নিকট আসিলাম। মাতুল মহাশয় তৎক্ষণাৎ আমাকে শাসন করিতে আসিলেন, কিন্তু মাতামহ আমাকে বুকে লইয়া অভয় ও শান্তি দান করিলেন। সেই দিন হইতে কিছুদিন মাতামহের নিকটেই রহিলাম।

এই সময়ে একদিন প্রাতে শুনিলাম, যিনি আমাদের বাড়ী খরিদ করিয়াছেন, তিনি আদালত হইতে সাহেব বেলিফ্ আনিয়া বাড়ী দখল ও আমার গুরুজনদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সংবাদ পাইবামাত্র মাতামহের সঙ্গে বাড়ী আসিলাম। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। অপমানিত হইবার ভয়ে পিতামহীর গণ্ডস্থল অশ্রু-প্লাবিত হইতেছিল। যিনি মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র বহুলক্ষ টাকার মালিক কালীকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা—যিনি কোটীপতি ছাতুবাবুর ভাগিনেয়ী—যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন,—আজ তিনি দীনাতিদীনা, পুত্রকন্যাকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইবেন, তজ্জন্য মহাচিন্তান্বিতা। এই দুঃসময়ে আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি কিছুই দেখা যায় নাই। কলিকাতার গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থমাত্রেরই সহিত কোন না কোনরূপ আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ছিল। অনেকে সংবাদ পাইয়াও কোন প্রকার খোঁজ লইলেন না। এই সময়ে কেবল এক ব্যক্তির মহত্ত্ব জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি আমার ছোট পিশীমার জামাতা—লোকনাথ গুহ সরকার। দেখিলাম সেই মহাত্মা আসিয়া এই দুঃসময়ে আমাদিগকে সাহস দান করিলেন। তিনি পিতামহী, পিতা, পিশীমা, পিশা ও তাঁহার পুত্র কন্যা সকলকে তাঁহার ১১নং আনন্দ চাটার্জ্জীর লেনস্থিত বাগবাজারের বাড়ীতে আনিলেন। তিনি যথাসাধ্য সকলের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আমি লাটুবাবুর বংশধর অনাথনাথ দেব দাদামহাশয়ের নিকট গিয়া জানাইলাম, "আপনার আশ্রয় থাকিতে আপনার পিশ্‌তুত ভগিনী ও তাঁহার বংশধরগণ নিরাশ্রয় অবস্থায় পরমুখাপেক্ষী হইবে?" আমার কথা দাদামহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল। তৎকালে ছাতুবাবুর বাটীর সম্মুখাংশে কেহই থাকিতেন না। কেবল শারদীয়া মহাপূজার সময় একতল ও দ্বিতল ব্যবহৃত হইত। তিনি আমাদিগের থাকিবার জন্য ত্রিতলের ঘরগুলি ছাড়িয়া দিলেন। পিতা, পিতামহী প্রভৃতি কয়েকদিন জামাই বাড়ীতে থাকিয়া

ছাতুবাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। প্রথমতঃ আমি মাতামহের নিকটই থাকিতাম, কিন্তু পিতা ও পিতামহীর কষ্ট দেখিয়া আর মাতুলালয় ভাল লাগিত না। মাতামহের আদরে চর্ব্বচোষ্য ভোজ্য যখন খাইতে বসিতাম, আমার চক্ষে জল আসিত। পিতা পিতামহীর সহিত শাকান্নই আমি উপাদেয় মনে করিয়াছিলাম।

আমি প্রথমে নর্ম্ম্যাল্ স্কুলে বাঙ্গালা পড়িতাম, তৎপরে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারীতে (গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে) Eighth (৮ম) ক্লাশ হইতে 4th Class পর্য্যন্ত পাঠ করি। মধ্যে দুশ্চরিত্র আত্মীয়গণের প্ররোচনায় আমার নিরুদ্দেশ হইবার পর মাতুল মহাশয় এই স্কুল ছাড়াইয়া আমাকে বিদ্যাসাগর স্কুলে (মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে) ভর্ত্তি করাইয়া দেন। এখানে 3rd classএ পড়িবার সময়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভাগ বিপর্য্যয় ঘটে, পিতা ও পিতামহী ছাতুবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সহিত সমদুঃখভাগী হইবার জন্য এবং যতটা পারি সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য, একদিন পরেই মাতুলালয় হইতে তাঁহাদের নিকট চলিয়া আসি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কায়স্থ-জাতির জাগরণ।

সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া শূদ্রত্বের একটা গভীর ঘুম আসিয়াছিল। কে ঐ ঘুম পাড়াইয়াছিলেন, সেই ঘুম-পাড়ানী-মাসীর নাম আমরা জানি না, তবে শিয়রে দেখা গিয়াছিল, বাঙ্গালার বড় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে। রঘুনন্দন গান করিতেছিলেন :—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ।"
"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপি"

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

এ গান শুনিয়া সুবোধ বাঙ্গালী-শিশু অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল। এমনই ভাবে শতাব্দের পর শতাব্দ গেল। রঘুনন্দনের পরে তাঁহার নাতিরা আসিয়া শিয়রে বসিলেন, সেই গান ও সেই ঘুম চলিতে লাগিল। ফলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বাঙ্গালী সকলেই আপনাদের দ্বিজত্বের কথা একবারে ভুলিয়া গেল। এমন ভুল দুই চারি পুরুষে হয় না। দুই চারি পুরুষের কথার স্মৃতি থাকে, বাঙ্গালার দ্বিজত্বের স্মৃতি লোপ হওয়ায় বুঝিতে হইবে ঘুমে অনেক কাল কাটিয়া গিয়াছিল।

এই ঘুম হইতে প্রথম জাগিলেন, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ সেন। ইনি রাজনগর, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র, কনোজ, মিথিলা, পুঠিয়া, বাক্‌লা, বীরভূম, সেনভূম, ভূষণা, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের শতাধিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া বৈদ্যজাতির উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যেরাই তাঁহার প্রবল বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজবল্লভের চরিতলেখক লিখিয়াছেন :—

"তৎকালে বিক্রমপুর-বৈদ্য-সমাজে নিমদাস-বংশোদ্ভব নিধিরাম, গঙ্গারাম ও রামরাম, মহীপতিগুপ্ত বংশোদ্ভব সুবল সরকার, এবং রামসেন-বংশজ দুর্গাপ্রসাদ কবীন্দ্র প্রভৃতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এবং নওপাড়ার চৌধুরী-বংশীয় মনোহর রায় সমাজপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একমাত্র গঙ্গারাম ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অপর সমস্ত ব্যক্তিই রাজবল্লভের আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উত্তেজনার ফলে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ লোক, এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিল না।"

(রাজবল্লভ, ১৫০ পৃঃ)

শূদ্রত্বের প্রভাব কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

রাজনগরে সমবেত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বৈদ্যজাতির অম্বষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মহারাজ রাজবল্লভ, স্বমতানুসারী বৈদ্যগণকে লইয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার দশ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু এত যত্ন ও অর্থব্যয়েও তিনি সমগ্র বৈদ্যজাতির চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার এই কার্য্যের ফলেই শেষে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যসমাজে উপবীতগ্রহণ প্রথা বিস্তৃত হইয়াছে এবং ত্রিংশদ্দিন অশৌচের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ বৈদ্যই বৈশ্যোচিত

পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবারে উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং তাঁহারা শূদ্রোচিত ত্রিশদিন অশৌচ-পালন পরিত্যাগ করেন নাই।

কায়স্থজাতির মধ্যে প্রথমে চেতন হইলেন, রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর। ইঁহাকেও কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়োচিত-উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ইঁহারও বিরোধী হইলেন ইহাঁরই স্বজাতীয়েরা। চিরাগত সংস্কারের প্রভাব এমনই গুরুতর যে, রাজা রাধাকান্তদেবের মত বিজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী কায়স্থও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। কাজেই রাজা রাজনারায়ণ, সমগ্র কায়স্থ-সমাজে এই সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে না পারিয়া স্বকীয় জ্ঞাতিবন্ধু লইয়াই উপবীত গ্রহণ করিলেন এবং দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন। ইহা চক্ষে দেখিয়াও কায়স্থজাতির চৈতন্য জন্মিল না। শূদ্রাচার যেমন চলিতেছিল, প্রায় তেমনই চলিতে লাগিল।

পৈতা না লইলে যে বর্ণলোপ হয় না এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি ব্রাহ্মণও যে পৈতাহীন থাকিতে পারে, একথা রিজ্‌লী সাহেবের মত ইউরোপীয় দূরে থাকুক, এ দেশের পণ্ডিতজনেরই ধারণা ও অনুসন্ধানের বাহিরে ছিল। হিন্দু-সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস, তখনকার পণ্ডিতজনেও জানিতেন না এবং জানিবার চেষ্টাও কবিতেন না। যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাঁহারা "সনাতন" মনে করিতেন। যাহাহউক রিজ্‌লী সাহেব যখন কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বৈদ্যকে কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলেন, তখন সে আঘাতে কায়স্থ-সমাজের জড়দেহে চেতনার উন্মেষ না হইয়া পারিল না। শ্রেষ্ঠকায়স্থগণ কলিকাতায় মিলিত হইয়া রিজ্‌লী সাহেবের এ কথার প্রতিবাদ করিলেন, আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণে সামাজিক কলঙ্ক মুছিয়া গেল না। উপনয়ন-হীনতা, মাসাশৌচ ও দাস-উপনামের জন্য কায়স্থ-জাতি হাইকোর্টের বিচারে শূদ্র বলিয়াই প্রতিপন্ন হইলেন। কাজেই তখন কায়স্থ সমাজে দাস-উপনাম ও মাস-অশৌচ ত্যাগ এবং উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। দাস-উপনাম সহজেই পরিত্যক্ত হইতে পারিল কিন্তু মাস-অশৌচ ত্যাগ করিয়া দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ এবং উপবীত ধারণ সহজে হইল না।

কলিকাতার কায়স্থ-সভা, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও কায়স্থ-সমাজে

ক্ষত্রিয়াচার—বিশেষভাবে উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণের লিপিতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক ৺শশীভূষণ নন্দী মহাশয় "কায়স্থপুরাণে" এবং প্রথিতনামা ৺কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় "কায়স্থতত্ত্বে" এই ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় শাস্ত্রের সহিত ইতিহাস ও শিলা-লেখের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, কাজেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর রহিল না। তথাপি সকলেই যে নিঃসন্দেহ হইলেন তাহা নহে। অনেক লোক—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সংখ্যাই বেশী—মনে নিঃসন্দেহ হইয়াও মুখে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা যে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই করিলেন, তাহা নহে। কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা একটা কিছু উল্টা কথা বলিয়া বাহাদুরী লইতে ইচ্ছুক, এমন দুই জন কাব্যতীর্থও করিলেন। অবশ্য কাব্যতীর্থ-যুগল স্পষ্টাক্ষরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া তর্ক আরম্ভ করেন নাই, তাঁহারা বাক্যের চাতুর্য্যে কায়স্থকে দ্বিজ-শূদ্র উভয় ধর্ম্মাবলম্বী, চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত, একটা নূতন-কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা যে হয় না, তাহা তাঁহারা স্বয়ং বুঝিয়াও এবং অন্য কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও তর্ক করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু শেষ রক্ষা পায় নাই। শেষে কবুল জবাব দিয়াছেন—আমরা শূদ্র হইয়া থাকিব, তথাপি ব্রাত্যত্ব স্বীকার করিব না। যাহা হউক তাঁহাদের এই বিতণ্ডা কায়স্থ-জাতি উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে, উহা সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইলেও উপবীত গ্রহণ আবশ্যক এবং সঙ্গত কিনা, এ বিষয়ে অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়াছিলেন। শেষে আরও অধিকতর শাস্ত্রা-লোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—উপবীত ধারণ না করিলে কায়স্থের কায়স্থত্ব রক্ষা পায় না। এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াই তিনি উপবীত ধারণ করেন।

ইহা ১৩২৬ সালের কথা। ইহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশের নানা স্থানের কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল এবং উপবীতধারী কায়স্থ, উপনয়নের দিন হইতেই 'দেববর্ম্মা' উপনাম ধারণ এবং দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছিলেন। ক্রমে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র কায়স্থ-সমাজে উপবীত ধারণ,

দ্বাদশাহ-অশৌচ গ্রহণ এবং দেববর্ম্মা উপনাম প্রচলিত হইয়াছে। যে সকল কায়স্থ এখনও উপবীত ধারণ করেন নাই, আশা করা যায় অচিরেই তাঁহারাও উপনীত হইবেন এবং অনুপনীত কায়স্থও দ্বাদশাহের অধিক অশৌচ গ্রহণ ও দাস উপনাম ব্যবহার করিবেন না।

কিন্তু এই উপবীত ধারণ, দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ ও বর্ম্মা উপনাম ব্যবহার—কেবল ইহাই কি ক্ষত্রিয়ত্ব? ইহাত ক্ষত্রিয়ত্বের একটা চিহ্নমাত্র। কায়স্থ-জাতি যদি কেবলমাত্র ইহা লইয়াই তুষ্ট থাকেন, তবে এ ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠা না হইলেও বড় বেশী কিছু ক্ষতি হইত এমন বলা যায় না। মনু বলেন, যজন, অধ্যয়ন ও দান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং অস্ত্র ধারণ করিয়া আর্ত্তরক্ষা ও দেশরক্ষা তাহার বৃত্তি। এ মতে যিনি যাজ্ঞিক নহেন অর্থাৎ প্রতিদিবসে করণীয় দেবযজ্ঞ (হোম), ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যয়ন), পিতৃ-যজ্ঞ (পিতৃ-তৃপ্তি), ভূত-যজ্ঞ (সকল জীবকে আহার দান) এবং নৃ-যজ্ঞ (অতিথি সেবা) যিনি না করেন, যিনি আপনার প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, তিনি বর্ম্মা উপাধিধারীই হউন আর দ্বাদশাহ অশৌচই ভোগ করুন, তাঁহাকেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয় বলা যায় না। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, কায়স্থ-ক্ষত্রিয়েরা বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম-নির্দ্দেশে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন। লেখাই তাঁহাদের বৃত্তি। হউক তাই। তাহা হইলেও তাঁহাকে নিত্য অধ্যয়নশীল, বহুভাষা ও বহুলিপিতে পারদর্শী এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইবে। গরুড় পুরাণে লেখকের লক্ষণ এই—

> মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
> সর্ব্বশাস্ত্র-সমালোকী হ্যেষঃ সাধুঃ স লেখকঃ॥

লেখাই যদি বৃত্তি হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কায়স্থ-ক্ষত্রিয়কেই ত "সর্ব্বশাস্ত্র-সমালোকী"—সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইতেই হইবে। মুর্খ ত কায়স্থ-ক্ষত্রিয় হইতে পারে না। ঘটকগ্রন্থেও—

> "বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা চ পরোপকারী।
> রাজসেবী দয়াশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ॥"

বিদ্যাকেই কায়স্থের বড় লক্ষণ বলা হইয়াছে। অবিদ্বান্ কায়স্থ নহে, অ-দাতাও নহে। কায়স্থকে নিত্যদাতা এবং প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইতেই হইবে, যেহেতু "দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রংকর্ম্ম স্বভাবজং"—কিন্তু বাঙ্গালার কায়স্থ-

জাতির বর্ত্তমান অবস্থা কি? বাদশাহ আকবরের সময়েও বাঙ্গালার ঈশ্বরত্ব, কায়স্থের অধিগত ছিল, এখন বাঙ্গালা আর কায়স্থের নহে। অধিকাংশ কায়স্থই জমিদারী-তালুকদারী হইতে বঞ্চিত,—ভূস্বামিত্ব অধিকাংশ কায়স্থেরই নাই। জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় ও লর্ড সিংহকে দেখিয়া কায়স্থের বিদ্যা ও রাজসেবার বিচার করিলে ভুল করা হইবে। এরূপ লোক অসাধারণ; উহা বিশেষ কালে যে-কোন জাতিতেই সম্ভব হয়। কাজেই এই সকল অসাধারণ লোকের নাম উল্লেখ করিয়া কোন জাতির সাধারণ অবস্থা অনুমেয় নহে। জগদীশ বসু বিজ্ঞানের অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহা বুঝিতে হইবে না যে, কায়স্থ জাতিটাই বৈজ্ঞানিক। সেন্‌সাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে হাজারকরা মাত্র ১১৮ জন লিখিতে পড়িতে জানে, এই গড় হিসাবের মধ্যে কায়স্থও আছেন, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণও আছেন। এই তিন জাতি পুরুষানুক্রমেই লেখা পড়া করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগকে সামিল রাখিয়াই হিন্দুর নিরক্ষর সংখ্যা হাজারে ৮৮২ দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশে কায়স্থের সংখ্যা ১২। ১৩ লক্ষ; ইহার মধ্যে কতটি ছেলে প্রতিবৎসর বি, এ, ও এম, এ পাশ করে তাহা সঙ্কলন করিলেই কায়স্থের বিদ্যার হিসাব পাওয়া যাইবে। কিন্তু উহা যে খুব সন্তোষজনক সংখ্যা হইবে না, তাহা বলাই অধিক। কায়স্থজাতিতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬ লক্ষের উপরে। এই ছয় লাখের মধ্যে যে কয়েকজন বাস্তবিক লেখা পড়া জানেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় এক নিঃশ্বাসেই গণনা করা যায়। এই ত কায়স্থ-জাতির বিদ্যাবত্তার অবস্থা।

কায়স্থের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয়। বার্ষিক হাজারটাকা আয়ের লোকসংখ্যা কায়স্থজাতিতে প্রতি-সহস্রে মোটেই আড়াই জন, বাকী ৯৯৭½ জনই দরিদ্র ও অতিদরিদ্র—মধ্যবিত্তও নহে। কাজেই কায়স্থের পক্ষে "দাতা" হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অথচ "দাতৃত্ব" কায়স্থের একটা বড় লক্ষণ।

ব্রাহ্মণ, দরিদ্র হইলে ভিক্ষার্থী হইতে পারেন, হইয়াও থাকেন। তাহাতে তাঁহার জাতি যায় না, সম্মানেরও লাঘব হয় না; যেহেতু শাস্ত্রানুসারেই "প্রতিগ্রহে" তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু "প্রতিগ্রহ" ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত না থাকায় অতি দরিদ্র কায়স্থও ভিক্ষার্থী হইতে পারেন না। ভিক্ষার্থী হইলে তাঁহার মান ত যায়ই, বুঝি জাতিই যায়। আর জাতি-মান ত্যাগ

করিয়া ভিক্ষার্থী হইলেই বা তাহাকে ভিক্ষা দেয় কে? ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়, এ ধারণা হিন্দুর আছে, কিন্তু কায়স্থকে ভিক্ষা দিলে পুণ্যের কোনই প্রলোভন নাই। সুতরাং কেহই কায়স্থকে ভিক্ষা দেয় না। কাজেই দরিদ্র কায়স্থ উপবাস করিয়া মরে অথবা হীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মরণেরও অধিক মরণ ঘটায়।

এই অপঘাত মৃত্যু—এই হীনতা ও মূর্খতা হইতে জাতিটাকে রক্ষা করিবার চিন্তা, কোন কায়স্থ-প্রতিষ্ঠানই উল্লেখ-যোগ্য ভাবে করিতেছেন না। যদি জাতির জীবন রক্ষা না পায়, যদি হীন কর্ম্ম হইতে জাতিটাকে উদ্ধার করা না যায়, যদি তাহার মূর্খতা ও দরিদ্রতা দূর না হয়, তাহা হইলে কেবল উপবীতসূত্র তাহাকে ক্ষত্রিয়ের গৌরব দিয়া গৌরবান্বিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। কি করিলে কায়স্থ-জাতির দরিদ্রতা দূর হইতে পারে, তাহাই এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া প্রয়োজন। যে লেখা ও গণনা কায়স্থ জাতির, বৃত্তি ছিল, যাহা দ্বারা অবাধে স্বচ্ছল অবস্থায় দান ও ঈশ্বরভাব বহাল রাখিয়া কায়স্থের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, সেই লেখা ও গণনায় ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতি ভাগ বসাইয়াছে, উহাতে কায়স্থ আর একাই অধিকারী নহে। এখন কায়স্থের হস্ত-লিখিত এবং কায়স্থের পাঞ্জায় চিহ্নিত না হইলেও দলিল "রাজসাক্ষিক" (Registered) হয়। সন্ধি-বিগ্রহ-মন্ত্রণায় এখন কায়স্থের একাধিকার নাই। কায়স্থ একাই আর এখন "রাজবল্লভ" নহে। কায়স্থের বৃত্তি, পদ ও পদ-গৌরব, এখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বণিক, নবশাখ—সকলে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। আবার কেবল হিন্দুর বিভিন্ন শ্রেণীই কায়স্থের অন্ন লুণ্ঠন করে নাই, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশী, বিদেশী যে কেহ কলম-পেশা ধরিয়াছে, সেই কায়স্থের অন্নে ভাগ বসাইয়াছে। কাজেই কায়স্থের অন্ন-সঙ্কট উপস্থিত। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে আর কায়স্থের অন্নাভাব দূর হইতেছে না। ফলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র হইয়া পড়িয়া কায়স্থ, সাধারণের চক্ষে হীন হইয়া পড়িতেছেন। দরিদ্রতার সহচর মূর্খতা এবং মানসিক দুর্ব্বলতা, তাঁহাদিগকে হেয় ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছে।

কি করিলে কায়স্থজাতির এই অধোগতি নিবারণ করা যায়, কায়স্থ-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্ষণে তাহাই দেখুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। উপবীত প্রচার অপেক্ষাও মূর্খতা ও দরিদ্রতা দূর করিবার চেষ্টাই কায়স্থ-জাতিকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিবে। পৌনে সাত লক্ষ কায়স্থ-

পুরুষ এবং সওয়া ছয় লক্ষ কায়স্থ-স্ত্রীর মধ্যে যাহাতে একটি লোকও নিরক্ষর না থাকে, একটি পরিবারও অন্নাভাবে কষ্ট না পায়, একটি কায়স্থ-বিদ্যার্থীও যাহাতে অর্থাভাবে পাঠত্যাগ না করে, তাহাই এখন কায়স্থজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য। জাতির এই জাগরণের দিনে কায়স্থসমাজ তাহার এই কর্ত্তব্য সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। যদি একটি কায়স্থও মূর্খ বা দরিদ্র থাকে, তাহা হইলে উপবীতসূত্রের শত-দণ্ডীও কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের মহনীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না।

শ্রীরসিক চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

পরলোকবাদ ও প্রেততত্ত্ব।*

এই আত্মিক মহাসমিতিতে ভৌতিকতা বা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার সাধ ছিল না। আমার বন্ধু ঋষিকুলের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার শর্ম্ম মহাশয়ের অনুরোধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আমি জানি পরলোকতত্ত্ব বক্তৃতায় বুঝাইবার জিনিস নহে। তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ব্যতীত তদ্বিষয়ে প্রত্যয় হয় না। পরলোকবিষয়ক অনেক পুস্তক আপনারা পাঠ করিয়াছেন, অনেক প্রেততত্ত্ববিদের সারগর্ভ বক্তৃতাও শুনিয়াছেন। আমিও স্বীয় অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে প্রাণী, অপ্রাণী সব নিয়ে এ জগতের যে অবস্থা পরলোকেরও তদ্রূপ। প্রভেদ এই তাহা সূক্ষ্ম, আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ স্থূল। এ জগতের জীব স্বস্ব অজ্ঞানাদি ও সংস্কারাদি নিয়া পরলোকেও দৃষ্ট হয়; এ জগতের সত্যবাদী, সাধু, শান্ত, ভাবুক, চোর, প্রবঞ্চক পরলোকেও তাহাই। কেবল সূক্ষ্মশরীরী বলিয়া তাহাদের কোন কোন শক্তি অধিক, যদিও সংস্কার বশে কোন কোন স্থলে তাহারও খর্ব্বতা দৃষ্ট হয়। এ জগতে অর্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, স্বাদ, অনাস্বাদ, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অহঙ্কারাদি পরলোকেও আত্মিকের দেখা যায়। যিনি ইংরেজী বা সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন

* All India Spiritual conference. প্রদত্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস মহাশয়ের ইংরাজি বক্তৃতার অপরাংশের মর্ম্মানুবাদ। (১৪৬ পৃষ্ঠার পর)।

পরলোকেও ঠিক সেই ভাষায় তাঁহাকে ততটুকু জ্ঞানবান্ দেখা যায়। তাঁহার এ জগতের রুচিপ্রকৃতি পরলোকেও ঠিক তেমনই দেখা যায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের তারতম্যানুসারে আত্মিকদের শক্তির তারতম্য দেখা যায়। লোভী, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সংসারাকৃষ্টেরা দেহত্যাগের পরও কতকদিন এ সংসারেই বিচরণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন আত্মিক দেহত্যাগের পরেই চন্দ্রলোক, সত্যলোক প্রভৃতি ধামে চলিয়া গিয়াছেন এমন প্রমাণও পাইয়াছি।

সমভাবান্বিত আত্মিকগণ একস্তরে বাস করিয়া থাকেন। নিম্নভাগের আত্মিক তদূর্দ্ধ আত্মিকের সহবাস করিতে পারে না। তাহা তাহার প্রকৃতিতে সহে না। নিম্নস্তরের আত্মিক উর্দ্ধ স্তরের আত্মিকের বিষয় বিশেষ কিছু জানে না। বস্তুতঃ তাহাদের দ্বারা উন্নত আত্মিককে জানা যায় না। কিন্তু উন্নত আত্মিক নিম্ন যে কোন স্তরের আত্মিককে ইচ্ছামাত্রেই ডাকিতে পারে, তাহাদের স্তরে যাইতেও পারে। তাই তাহাদেরও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। সেখানকার বিচার এত সূক্ষ্ম যে সামান্যমাত্র ভাবের বিপর্য্যয়েও দুই আত্মিকের এক স্তরে থাকা সম্ভব হয় না, পৃথক্ থাকিতে হয়। প্রেতজগতের ইহাই আশ্চর্য্য বিধান। এ জগতে বিভিন্ন রুচির লোক স্ব-স্ব ভাব চাপিয়া রাখিয়া ভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির বরং সম্মান করিয়া একত্র বসবাস করে। কিন্তু পরলোকে অসমশ্রেণীর আত্মিকের পরস্পর সহবাস অসহনীয়, তাই আত্মিককে নিজে নিজেই দূরে সরিয়া সমশ্রেণীর আত্মিকসমাজে চলিয়া যাইতে হয়।

এ জগতে যাহারা যেরূপ সংস্কারাদি নিয়া দেহত্যাগ করে পরলোকেও তাহা বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ইহাই প্রকৃতির মায়াপাশ। যে যে কর্ম্মে ইহলোকের প্রাণী নিজ নিজ সুখ শান্তি পাইবার আশা করে, পরলোকেও তাহাই খুঁজিতে থাকে। পরলোক যেন আমাদের স্বপ্ন-জগৎ। স্বপ্ন বলিতেছি বলিয়া পরলোক মিথ্যা তাহা কেহ মনে করিবেন না। এ জগৎ যেমন সত্য পরলোকও তেমনই সত্য। সাপ যেমন খোলস ছাড়ে, তাহাতে তাহার বা হ্যক বা আভ্যন্তরিক বা প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহলোক হইতে পরলোক গত জীবের পক্ষেও তদ্রূপ। যেমন স্বপ্ন দেখার সময় আমরা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি না যে আমি বা আমরা একটা স্বপ্ন দেখিতেছি এবং আমাদের স্বপ্নের জীবজন্তুগণ অলীকবস্তু, সেইরূপ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব দেহত্যাগমাত্র বুঝিতে পারে না যে তখন সে ইহ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছে।

আপন আপন আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইয়া হতাশ হইয়া না ফেরা পর্য্যন্ত বা অপর সমস্তরের আত্মিক তাহার ভ্রম দূর না করিলে সে বুঝিতে পারে না যে, সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, পার্থিব জগতে সে আর নাই। জ্ঞানী আত্মিক, যাঁহারা সূক্ষ্ম শরীরে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারেন তাঁহাদের কথা অন্যরূপ। তাঁহারা সম্যক্ জ্ঞাত থাকেন যে তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

মেস্‌মেরিজম্‌, আত্মিক মিডিয়ম্ এবং যৌগিক প্রক্রিয়াদি দ্বারা দিবালোকে স্থূল চক্ষুর গোচরীভূত করিয়াও আত্মিকদের প্রদর্শনকরা হইয়াছে, দর্শক জীবিত-দেহী ও মৃত সূক্ষ্ম-দেহীতে কোন পার্থক্য ধরিতে পান নাই। তাহাদের চাল-চলন, কথা বলার কায়দা, সকলই অবিকল দৃষ্ট হইয়াছে। মৃত্যুকালীন পোষাক পরিচ্ছদসহ, মেয়েদের বেলা অলঙ্কারাদিসহ তাহাদের আসিতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের হাতের লেখাও ইহলোকে, পরলোকে একইরূপ। মিডিয়মের বেলা দেখা গিয়াছে যদি কোন অন্ধের আত্মা আসিয়া চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিতেও আবিষ্ট হন তবে তৎক্ষণাৎ সে মিডিয়ম্‌ও চক্ষু থাকিতে সাময়িক অন্ধত্ব লাভ করেন, কিছুই দেখিতে পান না। অন্যান্য পন্থায়ও সে একই আত্মিককে আনয়ন করিয়া দেখিয়াছি সে বাস্তবিকই সংস্কারবশতঃ অন্ধত্ব লাভ করিয়াছে, কিছুই দেখিতে পায় নাই। আত্মা নির্গুণ, তাহার অন্ধত্ব কি প্রকারে ঘটিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়। কি অচ্ছেদ্য মায়াজনিত সংস্কারে জীব বদ্ধ, তাহাও ভাবিবার বিষয়। দেখা গিয়াছে নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সে আত্মিকের সেই কুসংস্কার ঘুচাইয়া দেওয়াতে তখন হইতে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এর জন্তই, এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার ও তজ্জনিত ক্লেশ দূর করার জন্তই শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অন্ধ আত্মা লাভ করে পাপী সেইরূপ পাপক্লেশযুক্ত এবং পুণ্যবান্ পুণ্যসুখযুক্ত আত্মা লাভ করে। আত্মহত্যাকারীর আত্মা অসহনীয় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে, সেইরূপ হত্যাকারীরাও স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ তাপ পরলোকেও ভোগ করিতে বাধ্য হয়, এবং তৎফলস্বরূপ কেহ কেহ আবার জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা বাহ্যতঃও ভোগ করিয়া থাকে। একবার একটী আত্মিককে বারবার প্রশ্নাদি করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়ায় তাহার হাতে পেন্সিল দেওয়া হইল। তখন তিনি লিখিলেন, তাহার নাম কানাইলাল দত্ত। তিনি স্বদেশী বিপ্লববাদ দলের একজন নেতা ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হইয়া হাজত-

বাসের সময় বিশ্বাসঘাতী নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার আত্মাকে কথা বলিতে না পারার কারণ জিজ্ঞাসা করায় লিখিলেন—"ফাঁসি।" রুদ্ধবাক্, রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিয়াছি—এই সংস্কার, এই চিন্তাই তাহাকে বোবা করিয়া রাখিয়াছে। প্রেতাত্মার চিন্তাই কার্য্যকরী হয়, যেমন চিন্তা তেমনই অনুভূতি। ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যিনি যেরূপ ভাবনা ও কার্য্যাদি করিয়া থাকেন তৎসমুদয়ই প্রকৃতিতে অঙ্কিত (Recorded) হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহলাভ করামাত্র তাহারা স্বতঃই উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ ও দুঃখাদি কিছু কাল ভোগ করার পর আত্মিক আবার নিজ প্রবৃত্তির অনুকূল আধার খুঁজিতে খুঁজিতে অভিমত পিতামাতার সহযোগে জীবরূপে ধরাধামে আবির্ভূত হয়। মৎকৃত "মরিলে কি হয়?" নামক ভৌতিকতত্ত্ব পুস্তকে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদিসহ এ বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধানের ফল পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে তন্মধ্যে পরলোকতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য তথাপি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞাত। প্রেততত্ত্বানুশীলনকারিগণ এ যাবৎ এই গভীর বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা অতি সামান্য বলিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের জীবনব্যাপী সাধনা ইহাতে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এই মহতী সভাতে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যককে আমি অনুরোধ করি তাঁহারা এই পরলোক তত্ত্বানুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট হউন।

সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আপনাদের অনেক বিরক্ত করিয়াছি। আপনারা ধৈর্য্যের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বাক্যসমূহে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা আপনাদেরই সৎচিন্তা-সমূহের প্রতিফলন মাত্র, আর দোষত্রুটী আমার স্বকৃত। সৎসঙ্গের অশেষ প্রভাব ইহাও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা যে যে কার্য্য ও চিন্তা করি প্রকৃতি দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার এক একখানা ফটো করিয়া রাখেন। তাহা ভগবানের বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদের কার্য্যাকার্য্য প্রমাণ করিয়া থাকে। সুতরাং আজ আমার প্রাণে এই শান্তি পাইতেছি যে আপনাদের ন্যায় সাধু, ভক্ত ও প্রেমিক মহাত্মগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যে মহৎ সঙ্গলাভ করিলাম প্রকৃতিরক্ষিত তাহার ফটো আমার দুর্দ্দিনের সঙ্গী হইয়া

আমাকে রক্ষা করিতে সহায় হইবে। এ জীবনে জ্ঞানে অজ্ঞানে বহু অপরাধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি, যাহার জন্য সমুচিত দণ্ডভোগ করিতেই হইবে; অথবা পুণ্যসঞ্চয় ও অনুতাপ দ্বারা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে: আপনাদের সঙ্গজনিত অশেষ পুণ্য আমার আত্মাকে নির্ম্মল করুক, আমার তত্ত্বদর্শনশক্তি তীক্ষ্ণতর করুক, যেন অনাবিষ্কৃত আত্মিক তত্ত্বরাশি মানবসমাজের জ্ঞানগোচর করিতে কিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করুন আপনাদের শুদ্ধ সত্ত্বভাব, আপনাদের প্রেম ও জীবহিতৈষণা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ-চিত্র (এ-পিঠ—ও-পিঠ)

নিম্নে আমরা আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের কয়েকখানি চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব—চিত্র কয়খানির এ-পিঠ, ও-পিঠ দুই দিকই পাঠক-দর্শকগণ অভিনিবেশ সহকারে দেখিবেন—ইহাই প্রার্থনা। চতুরাশ্রম ও চাতুর্ব্বর্ণযুক্ত হিন্দুগণের এই সনাতন সমাজ আজ কি ভাবে বিধ্বস্ত ও পরিচালিত তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। 'কলাবাদ্যশ্চ অন্তশ্চ'—এই মন্তব্যের খোঁচায় 'কলিতে আদি' ও অন্তবর্ণ ব্যতীত মধ্যস্থ দুইটী বর্ণ লোপ পাইয়াছে কেন? ক্রিয়ালোপাৎ, অর্থাৎ কালের প্রভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ নাই। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে কি দেখিতেছি—ক্রিয়ালোপাৎ সর্ব্বত্রই—আদি ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তবর্ণ শূদ্র পর্য্যন্ত ক্রিয়াবিপর্য্যয় ত যথেষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। জুতা সেলাই না হউক, জুতার বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত আজ ত চারিবর্ণ, না হয়, দুই বর্ণই করিতেছে। সভ-সুন্দরের কার্য্য Dyeing-cleaning-এর ছদ্মনামে সহরের অলিগলিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ব্রাহ্মণাদর্শনে ক্রিয়ালোপ হওয়ায়, চীন, খস প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে ক্রিয়ালোপ হওয়ায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শূদ্রধর্ম্মা হইয়া গেছে, এইরূপ অন্ততঃ ব্যবস্থা। কিন্তু এক্ষণে কি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ তদপেক্ষা আরও অধিক নিম্নগামী হয় নাই? শুচি অশুচি লইয়া, খাদ্যাখাদ্য বিচার লইয়া ত বহু তর্ক-বিতর্ক চলে—কিন্তু জীবাস্থি-সংশোধিত শর্করা কি অবাধে সমাজে চলিতেছে না? চর্ম্ম-সংযুক্ত যন্ত্রোদ্ধৃত পানীয় জল কি অবাধে ব্যবহৃত

হইয়া আব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের গলাধঃকৃত হইতেছে না? গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের পাউরুটী—হান্টলি পামারের বিস্কুট, জঘন্য জীবের বসায় মিশ্রিত ঘৃত, বিলাতী দুগ্ধ, - ঔষধ ও আহার্য্য হিসাবে হরলিক্স মল্টেড মিল্ক—নানাবিধ অস্পৃশ্য ও অসেবনীয় যোগে প্রস্তুত ঔষধাদির কথা না হয় নাই বলিলাম—উপরোক্ত দুই চারিটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিলেই কি যথেষ্ঠ হইবে না যে হিন্দু-সমাজ অবাধে এই সকল গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। সামাজিক ব্যবস্থায় গ্রামের মধ্যে এখনও অস্পৃশ্য জাতির সংস্পৃষ্ট দ্রব্যাদির প্রকাশ্য ব্যবহার না চলিলেও রেলে-নৌকায়, পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটারে-সিনেমায়, হোটেলে-ক্যাবিনে, বাজারে-বিপণিতে দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি—দোহাইএর আবরণের ফাঁকি—আর কতদিন চলিবে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় বঙ্গের পতিত জাতি সংস্কৃত হইয়া ঝি বা চাকরের কার্য্য ত আজ কয় শত বৎসর করিয়া আসিতেছিল। আজ কাল ত ব্যষ্টি হিসাবে সকল জাতির লোকই কোন না কোনরূপে সকল জাতিরই সেবা করিতেছে। কতককতক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের না হউক, অনেক ব্রাহ্মণের অন্ততঃ পকেটে বা হাতে চামড়ার 'মণিব্যাগ' বা কিট ব্যাগের ব্যবহার চলিতেছে। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের মন্দিরে না হয় এখনও তালপাতার ছত্র ব্যতীত অন্য আতপত্র চলে না। কিন্তু দেশের সকল মন্দিরে চর্ম্ম-সংযুক্ত ছাতা এবং দ্বারদেশ পর্য্যন্ত জুতা অবাধে চলিতেছে না কি! অজিন বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম নহে—যাহা ব্যবহারে দোষ বা অন্যায় হয় এবং যাহা শাস্ত্রানুমোদিত আচরণ নহে বলিয়া নিন্দনীয়—তাহারই কথা বলিতেছি। যাঁহারা আফিসে অর্থাৎ চাকরী স্থলে—অনেক স্থলেই ম্লেচ্ছাধীনে (পণ্ডিতদের কথায়ই বলিতেছি) অবাধে সকল জাতির এমন কি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত একত্র বসিয়া নিষিদ্ধ পান ভোজন করিতে—জুতা পায়ে দিয়া আহার বা জল পান করিতে কোনই কুণ্ঠাবোধ করেন না—তাঁহারাই কি সমাজের আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে আপনার জাতি-গৌরবের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা দেখাইতে সচেষ্ট নহেন? ভারত বহির্ভূত-দেশাগত ব্যক্তিরা কি আর অপাংক্তেয় আছেন? বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির হাতের প্রস্তুত পানীয় সোডা লেমনেড ও অন্ততঃ বরফও সর্ব্বত্রগামী, দুই দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেবা না করিলেও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা অবাধে ঐ সকল সেবনীয় পদার্থ এবং তৎসঙ্গে অনুন্নত বা পতিত জাতির দ্বারা বিক্রীত বা প্রস্তুত এবং রক্ষিত সুরসাল ঘৃত-তৈল-পক্ক-জীবমাংসমিশ্রিত দ্রব্যাদি গলাধঃকরণ করিতেছে তাঁহাদের

অভিভাবকবর্গ কি সে বিষয়ে উদাসীন নহেন? এমন কি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের অনুমতি ও সাহায্যেও এইরূপ হইতে দেখিতেছি। এই ত বর্ণধর্ম্মের কথা যৎসামান্য আলোচনা করিলাম—পণ্ডিতমহাশয়গণের ব্যবস্থায় ত এখন শিরঃপাদ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-শূদ্র আখ্যায় ভূষিত বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের এই গতি। বাহুল্যভয়ে মাত্র রেখাচিত্র দেখাইলাম।

এবার আমরা চতুরাশ্রম ধর্ম্মের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রম প্রতিপালন করা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি না যে, শিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মহামণীষাসম্পন্ন বৈদান্তিক, মহামহোপাধ্যায়প্রবরও ষষ্টিবর্ষ অতিক্রম করিয়াও তৃতীয়া বা চতুর্থী সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিতেছেন বা করিয়াছেন। প্রথম জীবনে টোল-চতুষ্পাঠীতে, বিদ্যালয়ে বা কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিলেই ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম রক্ষা হইয়া গেল, পরেই গার্হস্থ্য বা সংসারাশ্রম প্রবেশ এবং দেহ-রক্ষা-কাল পর্য্যন্ত তাহাতেই অভিনিবেশ। ইহা ত কেবল নিম্নবর্ণ মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—সনাতন সমাজের শিরোভূষণ ব্রাহ্মণ সমাজেও ইহা মজ্জাগত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'—পুঁথিতেই রহিয়া গেল। কিছুকাল পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে একটিমাত্র সহধর্ম্মিণী গ্রহণান্তে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রবেশ ছিল না শুনিতে পাই এবং বাল্যে কয়েকটি নমুনাও দেখিয়াছি যে, কোন কোন কুলীন রথিবর গণনাতীত কন্যার পাণিঃপীড়ন করিয়া অনেকগুলি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সে-কালের বাঙ্গলার প্রথম নাটককারগণের মধ্যে অন্যতম-প্রধান ব্রাহ্মণ নাটককার ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের (নাটুকে নারাণ) 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক খানি পড়িলেই ঐ সকল গৌরবময় চিত্রের কতকটা আভাষ পাঠকগণ পাইবেন। শাস্ত্রীয় বচনে সন্ন্যাস কলিতে নিষিদ্ধ—কিন্তু সেগুলি মাত্র পৌরাণিক শাস্ত্র বচন—শ্রুতিতে কোথাও নাই। এবং শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই জ্ঞানলাভ হইবামাত্র ইচ্ছা করিলে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে পারা যায়।

অতএব দেখা গেল—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা আজকাল দুই বর্ণ কর্ত্তৃক দুইটী মাত্র আশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিলেই চলে—ইহাকেই বলে সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী আপন আপন বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা করা। ইহাও বলিয়া রাখি যে, "জন্মনা জায়তে শূদ্র - সংস্কারাৎ ভবেদ্দ্বিজঃ"—এই অনুশাসন বা শাস্ত্রনির্দ্দেশ

কোন না কোন উপায়ে অর্থাৎ নামমাত্র রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণবটু ৭ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭। ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত হয় ত অনুপনীত থাকিয়া যাইতেছে ও রহিয়াছে—কোন কোন স্থলে কোন রকমে এই নিয়ম রক্ষা না করিলে যেখানে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, সেখানে-বিশেষ বিশেষ দেব স্থানে বা তীর্থে যাইয়া এক দিন মাত্র নিয়ম পালন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে ব্রাহ্মণ-বালক দ্বিজত্বের চিহ্ন ধারণ করিয়া আসে। দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থাও পুঁথিগত রহিয়া গেল। আজ কাল ত্রিরাত্রি-ত্রিদিবস ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণসুত ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের সম্মানসহ দান-দক্ষিণা বিদায়াদি গ্রহণ করিতে পাইবে না, এজন্যও আজ কাল ব্রাহ্মণ বালখিল্যেরও উপনয়ন হইতেছে। যে বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগের বর্ণবিন্যাসেও অধিকার লাভ করে নাই তাহাকে বৈদিক গায়ত্রী-দীক্ষায় দীক্ষিত করা হয়—সন্ধ্যাবিধি পালনের ত কথাই নাই। ইহা দেশের ও সমাজের নিত্য ঘটনা, প্রমাণ আবশ্যক করে না।

প্রথম চিত্র—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন অঙ্কিত "বঙ্গবাণী"—৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল [পি, সি, রায়ের কথায় হিন্দুধ্বংসশীর্ষক প্রবন্ধে (১)] * * * * "আমাদের ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, পুণ্যভূমি, অসাধারণ পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইঁহাকে কল্যাণময়ী করিয়া গিয়াছেন, এখনও যদি ইঁহার প্রকৃত, কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবে ভারতসন্তানগণকে প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা হইতে হইবে। কলিযুগ-প্রভাবে এখন এমন অবস্থা আসিয়াছে, যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাব এখন প্রায়ই ঘটিতেছে না। এখন ভারতে ত্যাগীর সংখ্যা অল্প নহে, ধর্ম্মানুরক্তের সংখ্যাও অল্প নহে, তথাপি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা নাই বলিলেই হয়। কারণ, সকল ব্যক্তিই হয় প্রমাদে, না হয়, আলস্যে অভিভূত।" ইহার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ পরছত্রেই শ্রদ্ধেয় তর্করত্ন মহাশয় যোগ করিতেছেন,—"যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বহু নব্য শিক্ষিতগণের নিকট ভণ্ড, প্রতারক, দেশদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যায় পুরস্কৃত, তাঁহারাও ইচ্ছায় হউক আর অভ্যাসেই হউক—ত্যাগমন্ত্রে যে দীক্ষিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" দৃষ্টান্তস্বরূপ পরছত্রেই পণ্ডিতজি যোগ করিতেছেন;—"পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক ব্রাহ্মণপণ্ডিত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে রেল গাড়ীতে উপবিষ্ট, সম্মুখে সোডা লেমনেড বরফ পানি হাঁকাহাঁকি করিলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না,—ইহা কি ত্যাগ নহে? তাঁহার বিশ্বাসমত ধর্ম্মহানি-ভয়ে তিনি এই সংযম স্বীকার করিয়া পরিতৃপ্ত, শান্ত।" পাঠকগণ, দধীচির বংশধরগণের ত্যাগের বর্ত্তমান পরিমাণ দেখিলেন ত? প্রতিবাক্য প্রয়োগ নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। পরে পণ্ডিতবর লিখিতেছেন যে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ৫ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল, এখন ১ হাজার সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত অন্ততঃ বর্ত্তমান—অর্থাৎ, ইঁহারাই ঋষিবংশ-প্রদীপ। পরে কোন্নগরের মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গভাষায় আইন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাৎকালীন 'মুন্সেফী'-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও উহা হুগলীর সদরালা গোষ্ঠীপতি-কায়স্থ চুঁচুড়া-নিবাসী রাধাগোবিন্দ সোম মহাশয়ের আপত্তিতে, তাঁহার খ্যাতনামা পিতামহ ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের পৌত্রের অকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তিনি মুন্সেফী করিলেন না। এখানে তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন যে, এই কায়স্থ-পুঙ্গবের কথায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুপ্ত ত্যাগধর্ম্ম জাগ্রত হইল। একি কম ত্যাগের দৃষ্টান্ত? অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণেতর জাতির কোন ব্যক্তির অন্ন নিশ্চয়ই মারা যাইত ত? কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কি দেখিতেছি? আমরা কি দেখিতেছি না যে, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ শত শত ছাত্রগণের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশধর প্রতি বৎসরই নানা চাকুরির সন্ধানে ফিরিতেছেন ও পাইবামাত্র তাহা অবাধে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতেছেন এবং নিজদিগকে অযথাভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছেন না। স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধার পূজা দিতেছি। তিনি নির্লোভী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন—তিনি বর্ত্তমান লেখকের মাতুলবংশের দীক্ষাগুরু। কিন্তু আমরা পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কয়জন দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সমকক্ষ লোক তিনি নিজসমাজে আজকাল পাইতেছেন। যদিও উপরোক্ত ত্যাগ আদৌ প্রকৃত ত্যাগ-মহিমোদ্ভাসিত বলিয়া আমরা মনে করি না—ইহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন যে,—"এখনও এই স্বল্পাবশিষ্ট এক হাজার ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই ভাবেই কালযাপন করিতেছেন। ইহাদিগের অনেকেই—পিতার ইচ্ছায় বা নিজের ইচ্ছায়, সুযোগ সত্ত্বেও ইংরাজি পড়েন নাই, ইহারাও সার্ব্বজনীন চাকুরির বাজারে অন্যের প্রতি-

স্বস্বিতা করিতেছেন না। এই অন্ন-সমস্যার যুগে ইহাও অল্প ত্যাগ নহে, কিন্তু দু'এক ছত্র পরেই—একই নিঃশ্বাসে পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন, —"এরূপ ত্যাগ থাকিলেও তাঁহাদেরও প্রমাদও আলস্য আছে। প্রমাদ—তাঁহারা আত্ম-বিস্মৃত, প্রকৃষ্টত্যাগ (?) করিয়াও অন্ন লোভে বিমূঢ়,—প্রতারকের মিষ্ট কথায় আত্মহারা। আলস্য-হেতু অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের যজ্ঞসূত্র নির্ম্মাণে সামর্থ নাই। প্রমাদ-হেতু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত করিতেছেন, আলস্য হেতু যথাকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদিও অনেকের ঘটে না।" পাঠকগণ স্থির করিবেন পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্রের কোন্ অংশটি আজকালের সমাজের অনুরূপ! আর একজন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠ লেখক, বর্ত্তমানে পরলোকগত, পণ্ডিত ও দার্শনিক ঔপন্যাসিক-আখ্যায় পরিচিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "সোনার পারিজাত" নামক উপন্যাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই লিখিতেছেন,—"আজ যাত্রিগণ বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, তাই সকাল সকাল গঙ্গাস্নান করিয়া লইতেছে। প্রভাত হইতেই সকলে স্নানার্থী হইয়াছে,—কেহ স্নান করিতেছে, কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগান্তর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিতেছে। আগ্রীবনিমজ্জমানা কুলবধূগণের নির্ম্মল বদনসমূহ যেন সলিলোপরি শতদলের ন্যায় ভাসিতেছে। সমস্ত রাত্রি বিলাসিনীর বিলাসকুঞ্জে কাল কাটাইয়া মদিরা-আঁখির কাম-কটাক্ষ লইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন, বর্ণ-জ্ঞানশূন্য 'হঠাৎ পুরোহিতগণ' যজমান খুঁজিয়া লইয়া মন্ত্রপাঠ করাইতেছে। সহসা শুনিলে, তাহারা সংস্কৃত কি আরবী, অথবা পার্শী ভাষা পড়াইতেছে, তাহার কিছুই বুঝা যায় না।" "হায়, বেদমন্ত্র! আজ তোমার কি দুর্দ্দশা! একদিন তুমি উদাত্তাদি স্বর সংযোগে প্রজ্ঞাশীল ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া দিগ্‌বধুকে আকুল করিয়া তুলিতে, আর আজ তুমি 'ক'-অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত লুচিভাজা-বামুনের বিকৃত-কণ্ঠ হইতে ভগ্নপদ চূর্ণীকৃতভাবে উচ্চারিত হইতেছ! দোষ তোমার নহে, আমাদের হিন্দু-সমাজের, আমরা সব হারাইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও হারাইয়াছি—কিন্তু তোমাকে হারাইয়াছি বলিয়াই আমরা অধঃপতনের গুহায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছি।" কায়স্থবংশতিলক সন্ন্যাসিবর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ সমাজের অবস্থা আলোচনায়ও এত কঠোর কথা প্রয়োগ করিতে সাহসী হয়েন নাই—তত্রাচ তাঁহার শিবত্বপ্রাপ্ত অমর আত্মাকে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিত আক্রমণ করিতে প্রাণপাত পরিশ্রম

ও অর্থব্যয় করিতেছেন। বারান্তরে সে কথা উত্থাপন করিবার ইচ্ছা রহিল। নিম্নে আমরা দু' একজন কায়স্থেতর বর্ণজাত শিক্ষিত ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান সমাজের চিত্রগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তবাচস্পতি বৈশ্যকুলতিলক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার হিন্দুপত্রিকার ৩২ বর্ষের ২য় সংখ্যায় 'হিন্দু-সমাজের সমস্যা' নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়া এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতি যে সকল ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া ৪৭শ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ সমাজের বহু গুণ আছে, আবার বহু দোষও আছে। সেই দোষগুলি সংস্কারের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে চাই। কৌলীন্যপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজের বহু অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহার জন্য কি করিতেছেন? তাঁহারা সামাজিক আচার ব্যবহারে নানাবিধ খুঁটী নাটী বাড়াইয়া লইয়া এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যভার তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন যে তাঁহাদের গতি শক্তি তিরোহিত হইয়াছে। এখন শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। স্বকৃত কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজ এখন বিপন্ন।" পরে ইহার উদাহরণ স্বরূপে নিজ জীবন সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বাচস্পতি মহাশয় এই বলিয়া ঐ মন্তব্য শেষ করিতেছেন,—'কিন্তু এখন ঐ সকল বন্ধন ছেদন করার প্রয়োজন হইয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণ সমাজের প্রাণস্পন্দন অধিককাল অনুভূত হইবে না। জালবদ্ধ সিংহ যেমন স্বীয় পরাক্রমে বাগুরা বন্ধন করিয়া নির্গত হয়, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজকেও তেমনই নিয়মের খুটীনাটির নাগ-পাশ-ছেদন করিয়া বাহির হইতে হইবে।"

এই মন্তব্যটি সপ্রমাণ করিবার জন্য বাচস্পতি মহাশয় যে সকল আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা কল্পে শাস্ত্রমত উদ্ধার করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ-সমাজে শাস্ত্রনির্দ্দেশ যথাযথ বা কোন কোন স্থলে আদৌ রক্ষিত হয় না, সেগুলি আমরা সেই বর্ত্তমানের কতকগুলি দেশাচার প্রথার আলোচনার স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সেই সেই চিত্রের পুষ্টিসাধন করিব। নিম্নে আমরা কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সরকারী উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু মহাশয় রচিত "ভোলানাথের ভূল" নামক আখ্যায়িকার ভূমিকা হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে, ধর্ম্মবন্ধন ও সমাজবন্ধন শিথিল, ধর্ম্মে জনসাধারণের অনাস্থা; আর অধার্ম্মিকের হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মের বিশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও প্রাণহীন ব্যবহার; শেষে ধর্ম্মের ভানকারীদের হস্তে ধর্ম্ম শিক্ষার ভার পড়িয়া ধর্ম্মের অশেষ দুরবস্থা। যাহার জীবন অধর্ম্মে পূর্ণ, তাহারই হস্তে ধর্ম্মযাজন ও ধর্ম্ম কার্য্যের ভার। অনেক স্থলে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, ধর্ম্মাভিমানী মূর্খেরা ধর্ম্ম শিক্ষার গুরু হইলেন। ফল যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই হইল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হইতে লাগিল, তীর্থস্থানে অধর্ম্ম স্রোত বহিতে লাগিল, ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্ম আচরণ হইতে লাগিল। লোকে বংশাভিমানে ও জাত্যাভিমানে গর্ব্বিত—শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, আছে কেবল পূর্ব্বপুরুষদের বংশাভিমান। চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, প্রাণহীন ঘোর আত্মাভিমানী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মযাজকের ভার পড়িল। যাঁহারা নিজে কখনও শিক্ষা করেন নাই ও পান নাই তাঁহারাই অপরকে শিক্ষা দিবার ভার লইলেন। ফল যাহা হয় তাহাই হইল; পথ প্রদর্শক ও তাহার অনুগমনকারী উভয়েই গর্ত্তে পতিত হইল।"

*   *   *   *

"তখন পরিবর্ত্তনের কাল। সকলে অর্থকরী বিদ্যা লইয়াই ব্যস্ত। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিলে, অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হয়; আর সেই সঙ্গে সাধারণ বিপ্লব সময়ে ধন্য ও মান্য হওয়া যায়। কাজেই এই অর্থকরী ধর্ম্মহীন বিদ্যাশিক্ষার চাকচিক্যে লোকে মোহিত হইয়া গেল—সখাত সলিলে ডুবিয়া মরিল। যে সমাজের উপর ধর্ম্ম শিক্ষার ভার, সে সমাজ ধর্ম্মহীন বিদ্যার চাকচিক্যে আর আশু সুবিধাহেতু ধর্ম্মশিক্ষা উপেক্ষা করিল। মনে করিল তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু ফল বিশেষ বিষময় হইল। লোকে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একেবারে ভুলিয়া গেল। সমাজ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিল। ধর্ম্মশিক্ষার ভার এ সময়ে যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাদের নিজেরই ধর্ম্মশিক্ষা হয় নাই ত, অপরকে শিখাইবে কি? ফলে উকিলের দালাল যিনি আদালতে দালালি বা মুহুরিগিরি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার হাতে অনেক শিক্ষিত লোকের গুরুমন্ত্র দিবার ভার পড়িল। গুরুর নিজের শিক্ষা নাই, সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে? তাহার নিজের সংশিক্ষার ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, সে অপরকে কি ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? পুলিশের দারোগা গুরুবংশে জন্মহেতু ধর্ম্মশিক্ষা, যাজকতা শিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা না থাকিলেও মন্ত্রগুরু হইলেন। ফলে ধর্ম্মযাজকদের ও দীক্ষাগুরুর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। অনেক উপগুরুরও উদ্ভব হইল। তাহারা আবার "দাদার বাবা"—অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে খুব পারদর্শী, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মযাজনে রত।"

("ভোলানাথের ভুল"—ভূমিকা—৪, ৬ ও ৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত) অন্যান্য চিত্রের কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। ইতি,—

শ্রীশশধর দত্ত বর্ম্মা।

চয়ন

খাদ্যে ভাইটামীন্

গত দশবৎসরের মধ্যে শারীর-বিধান শাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়দিগের গবেষণা এবং শত শত পরীক্ষার ফলে রোগের উৎপত্তির * * এক প্রকার কারণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা ঐ কারণে উৎপন্ন রোগের নাম দিয়াছেন "অভাব জনিত রোগ,"—অর্থাৎ আমাদের ভোজ্যে কোন কোন বিশেষ পদার্থের অভাব হইলে ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয়। এ পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যে ঐরূপ তিন প্রকার পদার্থের বিশেষ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—

(ক) স্নেহ পদার্থে দ্রবনীয় শরীরের বৃদ্ধিকর পদার্থ যাহা চক্ষু পীড়া এবং রিকেট্‌স্ পীড়া প্রতিষেধক।

(খ) জলে দ্রবনীয়, বেরিবেরি বা স্নায়বিক রোগ প্রতিষেধক পদার্থ; এবং,—

(গ) জলে দ্রবনীয় স্কার্ভিরোগ প্রতিষেধক পদার্থ।

আমাদের ভোজ্যে উহারা বর্ত্তমান না থাকিলে ঐ সকল রোগ হয়, এবং উহাদের আংশিক অভাব হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং শরীরের এরূপ অনিশ্চিত ও অনির্ণীত অবস্থা বা রোগ হয়, যাহা কোন প্রকার প্রচলিত চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। ঐ সমস্ত পদার্থের জাতীয় নাম 'ভাইটামীন্'। ভাইটামীন্ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উহার অস্তিত্ব প্রমানের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত বিফল হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকা এবং ইয়োরোপে বিস্তর গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমেরিকায় ম্যাক্‌কলম্, অসবোরন্, মেণ্ডেল্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-

গণ এবং সুইডেনে হোলষ্ট্, ফ্রলিক্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্তুদিগকে অসমঞ্জস্ খাদ্য খাওয়াইয়া এবং তাহাদের শরীরের উন্নতি বা অবনতি, অথবা রোগ প্রবণতা ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং ইংলণ্ডে "লিষ্টার ইন্‌ষ্টিটিউট" নামক গবেষণাশালায় ঐ সমস্ত আবিষ্কারের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা হইয়া উহাদের যাথার্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার ফলে, কেবল খাদ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারা, মনুষ্যের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে এবং অনেক রোগ, যাহা নানাবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আরোগ্য হইয়াছে।

ভাইটামীনের পরিমাণের কোন সীমা নাই; আমাদের ভোজ্যে যতই থাকিবে ততই শরীরের পক্ষে ভাল, এবং ততই শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিয়া রোগ নিবারণ ও রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে এবং কর্ম্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।

ক-ভাইটামীন্ হরিৎ তৃণ পত্রে, মৎস্য তৈলে, পক্ষীর ও মৎস্যের ডিম্বে, কোন কোন জন্তুর বসায়, কোন কোন তরকারীতে, হরিৎ তৃণপত্র ভক্ষণকারিণী গাভীর দুগ্ধে, মাখনে ও ঘৃতে পাওয়া যায়! এই ক-ভাইটামীন্ শিশুদিগের পক্ষে অধিক আবশ্যক; বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে থাকা চাই। সূর্য্যকিরণের সহযোগে ইহা শিশুশরীরে উত্তম অস্থি নির্ম্মাণ করে এবং শরীরের বৃদ্ধি ও বলাধান করে, নচেৎ শিশুদিগের রিকেট্‌স্ রোগ হয়।

খ-ভাইটামীন্ প্রধানতঃ শস্যের অঙ্কুরকোষে ও কাঁচুলীতে, বিশেষতঃ চাউলের অঙ্কুরকোষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে, কলায়ে, কোন কোন ফলে, শাক তরকারীতে ও ডিম্বে পাওয়া যায়। দুগ্ধ মৎস্য এবং মাংসে ইহা কম থাকে। ইহার অভাবে শারীরিক ও মানসিক অবনতি হয় ও নানা প্রকার রোগ হয় যাহা কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। আমাদের ভোজ্যে খ-ভাইটামীন্ যথেষ্ট থাকিলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদি উদরের পীড়া, পক্ষাঘাত ও বেরি-বেরি হয় না, পরিশ্রমে ক্লান্তি হয় না ও মস্তিষ্কের রোগ হয় না।

গ-ভাইটামীন্ আমাদের চর্ম্মরোগ নিবারণ ও আরোগ্য করে। কাউর বা একজিমা রোগের ইহাই একমাত্র প্রতিকারক। আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্কার্ভিরোগ নাই বটে কিন্তু অনেকেরই স্কার্ভি সদৃশ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; কোন প্রকার ক্ষত হইলে তাহাতে পূঁয বান্ধে এবং শীঘ্র আরোগ্য হয় না। গ-ভাইটামীনে দন্ত মাড়ির রোগ হয় না এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

গ-ভাইটামীন্ শাক, তরকারীতে, কোন কোন ফলে, নেবুর রসে, বিশেষতঃ গোঁড়া নেবু ও কমলা নেবুর রসে, পাওয়া যায়। দুগ্ধ, মৎস্য এবং মাংস গ-ভাইটামীন্ হীন। শাক তরকারী শুষ্ক হইলে গ-ভাইটামীন্ নষ্ট হয়।

আমাদের ভোজ্যে সমুদয় ভাইটামীন্ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলে শিশুদিগের বৃদ্ধি ও বিকাশ হয় না এবং বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ফলতঃ জীবন ধারণের জন্য ভাইটামীন্ অতীব আবশ্যক পদার্থ।

আমাদের মুখের লালারস এবং উদরাভ্যন্তরে অন্যান্য পরিপাককারী রসের নিঃসরণ করা প্রধানতঃ স্নায়ুর কার্য্য। সুতরাং স্নায়ু দুর্ব্বল বা রুগ্ন হইলে খাদ্য ভাল পরিপাক হয় না এবং অম্বল, উদরাধ্মান, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগ হয়, যাহা আজকাল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উত্তমরূপে পরিপাক হইলে খাদ্যের সারাংশ শরীর গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে উত্তম পুষ্টি হয় ও শরীর রোগ নিবারণ ও আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়। ক ও গ ভাইটামীনের সাহচর্য্যে খ-ভাইটামীন অধিক কার্য্যকরী হয়।

শরীরকে স্বাস্থ্যবান রাখিতে ভাইটামীনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমরা এখন ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা করিতে পারি।

১। **চাউল**—অঙ্কুরকোষ-বিশিষ্ট আছাঁটা চাউলের ফেন-সহিত ভাত খাওয়া বিশেষ উপকারী। খ-ভাইটামীন জলে দ্রবনীয়, ফেন গালিয়া ফেলিলে উহা তাহার সহিত চলিয়া যায়। ফেন পৃথক পান করিলেও চলিবে। পরিষ্কার সাদা চাউল, ময়দা, বার্লি, ওট্‌স্, গ্রোট্‌স্, সাগু, শঠি, এরোরুট, কাসাভ ইত্যাদি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আটার বা সুজির মোটা রুটী বা চাপাটী খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু উহা উক্ত প্রকার ভাত অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভাত সহজে পরিপাক হয় এবং তাহার পর আমাদের শরীর উহার অধিকাংশ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু আটার অধিকাংশ মলে পরিণত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। গম অপেক্ষা চাউলে প্রোটীনের পরিমাণ কম বটে কিন্তু গুণে অনেক অধিক বলিয়া চাউলের প্রোটীন্ পুষ্টিকারিতায় গমের প্রোটীন্ অপেক্ষা অধিক কার্য্যকর। আছাঁটা চাউলের গুঁড়া সিদ্ধ করিলে যে মণ্ড হয়, তাহা সাগু, বার্লি ইত্যাদির ন্যায় অনিষ্টকর না হইয়া বিশেষ ইষ্টকর হইবে। তদ্ভিন্ন ঐরূপ ভাতের ফেনও অতি উত্তম পথ্য। রন্ধনের জন্য চাউল না ধুইলে ভাল হয়। তবে যদি ধোয়া একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, কেবলমাত্র জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। রগড়ান কোনমতেই উচিত নয়; রগড়াইলে অঙ্কুরকোষ ও কাঁচুলী

জলে চলিয়া যাইবে। অনভ্যাস হেতু, প্রথম দিন আছাঁটা চাউলের ফেন সহিত ভাত কিঞ্চিৎ কম করিয়া খাওয়া উচিত।

২। ডাইল—কাঁচা কলাইয়ের ডাইল, যেমন মসুর, ছোলা, মুগ, মটর ব্রীহি, মাষ কলাই ইত্যাদি ভাত বা রুটীর সহিত ভক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। ভাজা মুগ, ভাজা কলাই খাওয়া উচিত নয়। কলাই ভিজাইয়া অঙ্কুরিত হইলে তাহা ভক্ষণ করা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। ডাইলে খ-ভাইটামীন যথেষ্ট আছে, যাহা সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয় না, কিন্তু ভাজিলে নষ্ট হয়। কলাই অঙ্কুরিত হইলে তাহাতে গ-ভাইটামীনের উদ্ভব হয়। অঙ্কুরিত কলাই কাঁচা খাইলে উত্তম, কিম্বা অল্প সিদ্ধ করিয়া খাওয়া চলিতে পারে।

৩। শাক—বিনা শাকে আহার করা উচিত নয়। শাক কাঁচা খাইলে বিশেষ উপকার হয়। সাহেবদিগের মধ্যে "স্যালাড' নামে কাঁচা শাক, মূল, পেঁয়াজ, শসা, লবণ ও শির্কার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করার যে প্রথা আছে তাহা বিশেষ উপকারী। শাক রন্ধন করিতে হইলে অল্প সিদ্ধ করা প্রশস্ত। কড়ায় উত্তপ্ত তৈলে শাকের জল বাহির হইলে তাহাতে অল্প সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া লইলে চলিবে, যাহাতে শাকের হরিৎবর্ণ রস শুষ্ক না হয়। শাক ভাজা কদাচ উচিত নয়।

৪। তরকারী—তরকারীর খোসা, চোকা, খোলা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। এ সমস্ত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিলে তরকারী পদার্থহীন হয়। আলু খোসা সহিত রন্ধন করিয়া আহারের সময় খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে চলিবে। তরকারী কাঁচা খাইলে উহার পুষ্টিকারিতা গুণ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, সিদ্ধ করিলে কিছু কম পাওয়া যায়, ভাজিলে প্রায় সমস্ত গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে বরং অনিষ্ট করে। কাঁচা তরকারী ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। মূলা, মূলার শাক, ঢেঁড়শ, পটোল, ঝিঙা, শসা, বিলাতী বেগুণ, পেঁয়াজ অনায়াসে কাঁচা খাওয়া যায়।

৫। মাংস, মৎস্য, ডিম্ব (পক্ষীর ও মৎস্যের)। মাংস অপেক্ষা মৎস্য ভাল এবং ডিম্ব উভয় অপেক্ষা ভাল। সাধারণতঃ প্রতিদিন এক ছটাকের অধিক মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়। দধি, দুগ্ধ যথেষ্ট পাইলে মৎস্য, মাংস ভক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ।

৬। অম্ল দ্রব্য খাওয়া আবশ্যক। তেঁতুল কাঁচা এবং পাকা এবং তেঁতুল পাতার অম্বল অতি স্বাস্থ্যকর। কাঁচা আম, আমড়া, কুল

ইত্যাদি উত্তম। অম্ল দ্রব্যের গ-ভাইটামীন্ রন্ধনের উত্তাপে শীঘ্র নষ্ট হয় না।

৭। ফল। সকল ফলই ভাল; আম, জাম, কলা, পেয়ারা, নারিকেল ইত্যাদি উত্তম। ঝুনা নারিকেল অতি পুষ্টিকর। কমলা লেবু এবং গোঁড়া বা জামীর লেবুর রস বিশেষ উপকারী। কাগজী, পাতি এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইমের রস টাটকা অবস্থায় কিছু উপকারী কিন্তু উহাদের রক্ষিত রসে গ-ভাইটামীন্ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য উহাদের রস, যাহা বোতলে বিক্রয় হয়, তাহা অব্যবহার্য্য। গোঁড়া বা জামীর লেবুর রস বোতলে রক্ষিত হইলেও তাহার গুণ যথেষ্ট থাকে। বিলাতী বেগুণের রস প্রায় গোঁড়া লেবুর রসের ন্যায় উপকারী এবং রন্ধনেও উহার গুণ নষ্ট হয় না।

৮। স্নেহ পদার্থ। মাখন ও ঘৃত অতি উত্তম পদার্থ এবং আমাদের ভোজ্যে থাকিলে পুষ্টিকারিতায় বিশেষ সাহায্য করে। ভাত বা রুটির সহিত ঘৃত কাঁচা খাওয়া চাই, গরম করিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। সরিষা, তিল ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ তৈলে ক-ভাইটামীন্ পাওয়া যায় নাই, এজন্য ঘৃত ও মাখন অপেক্ষা উহারা গুণে অতি নিকৃষ্ট।

৯। দুগ্ধ ক-ভাইটামীন্ বহুল, উহাতে খ-ও-গ-ভাইটামীন কম থাকে, তাহাও আউটাইলে অনেক নষ্ট হয় এবং একাধিকবার আউটাইলে প্রায় কিছুই থাকে না। বায়ুতে যে অক্সিজেন্ গ্যাস্ আছে তাহার সংযোগে, না আউটাইলেও, দুগ্ধের গ-ভাইটামীন ক্রমশঃ নষ্ট হয়। এজন্য শিশুগণ স্তন পান করিয়া মাতৃস্তন্যের সমস্ত গুণ পায়। গাভীদুগ্ধ, যত শীঘ্র সম্ভব, এক বলকা আউটাইয়া তাহার দধি পাতিলে গ-ভাইটামীন নষ্ট হয় না। তদ্ভিন্ন দধির একটী বিশেষ গুণ এই যে দুগ্ধ শর্করাকে দধি-জীবাণু অম্লে পরিণত করিলে উহা আমাদের উদরে রোগকারী জীবাণু নষ্ট করে। শিশু, যুবা এবং বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই দধি বিশেষ উপকারী। কাঁচা শ্বেতসার, যেমন চিঁড়া, এবং চিনি দধির সহিত খাইলে দধি-জীবাণু তাহাদের খাদ্য পাইয়া আমাদের উদরে অধিক কার্য্যক্ষম হয়। দুগ্ধে খ-ভাইটামীনের অভাব পূরণ জন্য আছাঁটা চাউলের ভাতের ফেন, এবং গ-ভাইটামীনের অভাব পূরণ জন্য কমলা নেবু বা গোঁড়া নেবুর রস (অভাবে পাতি কাগজীর টাটকা রস) শিশুদিগকে খাওয়ান আবশ্যক। হরিৎবর্ণ তৃণপত্র ভক্ষণ করিলে এবং রৌদ্রে থাকিলে গাভীর দুগ্ধে ক-ভাইটামীন যথেষ্ট থাকে; খইল, ভূষি এবং খড় ভক্ষণ করিলে তাহা হয় না।

ঐ প্রকার, মাতার ভোগ্যে ক-ভাইটামীন বহুল খাদ্য থাকিলে এবং মাতা কিঞ্চিৎ রৌদ্র সেবন করিলে সন্তান পুষ্টিকর স্তন-দুগ্ধ পায়।

১০। জল-খাবার জন্য চিঁড়ার সহিত দধি এবং গুড় বা চিনি ভক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। চিঁড়া যত লাল বা অপরিষ্কার হইবে ততই ভাল এবং আছাঁটা। চাউলের ভাতের অভাবে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে, ঐরূপ চিঁড়ার ফলারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। মুড়ি এবং বিস্কুট ভাইটামীন হীন এজন্য উহারা পরিত্যাজ্য। লুচি, কচুরী এবং ভাজা মিষ্টান্ন বর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। সন্দেশ ও রসগোল্লা পরিমিত পরিমাণে খাওয়া যাইতে পারে।

১১। মসলা ইত্যাদি। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে যে পরিমাণে মসলা আমাদের রন্ধনে ব্যবহৃত হয় তদ্দারা আমাদের অনিষ্ট হয় না। লবণ যত কম খাওয়া হয় ততই ভাল। অধিক নুন খাইলে চক্ষে 'ছানি' হইবার সম্ভাবনা।

১২। সোডা ও নানাবিধ "সল্ট" ইত্যাদি ক্ষার পদার্থ খাদ্য দ্রব্যের ভাইটামীন নষ্ট করে, এবং শরীরাভ্যন্তরে খাদ্য পরিপাককারী রসের নিঃসরণে হানি করে, এজন্য উহারা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আহারের অল্পক্ষণ পরে অম্বল হইলে কেবল জল পান করিলে তাহার শান্তি হয়, অধিক ক্ষণ পরে হইলে কিছু খাওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন খ-ভাইটামীন-বহুল অঙ্কুরকোষ-যুক্ত ফেন সহিত ভাত খাইলে অম্বল হইবে না; অভাবে চিঁড়ার ফলারেও অম্বলের শান্তি হয়।

১৩। জল। আমাদের শরীরের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জল, সুতরাং শরীর ধারণের জন্য জল অতীব আবশ্যক পদার্থ। ভুক্ত দ্রব্যের সহিত যথেষ্ট জল না থাকিলে পরিপাক উত্তমরূপ হয় না। এজন্য ভোজনের সময় জল পান করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে জল পান করিলে আমাদের রক্তের দূষিত পদার্থ সকল ধৌত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

জল বিশুদ্ধ হওয়া চাই নচেৎ উহার সহিত ওলাউঠা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। আউটাইলে জলের ঐ দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

বিখ্যাত ডাক্তার ম্যাক্‌কলম্ বলেন যে "অসমঞ্জস ভোজ্য ভক্ষণে শরীরের অনিষ্ট হয়। তাহাতে অকাল বার্দ্ধক্য, অল্প আয়ু, সন্তানোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস এবং, পুরুষানুক্রমে খাইলে, বংশের অবনতি ঘটিয়া থাকে।"

(খাদ্য ও স্বাস্থ্য) শ্রীবাসন্তিচরণ সিংহ।

আবেদন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার একনিষ্ঠ-সেবক এবং কায়স্থজাতির অনন্যসাধারণ উন্নতিকামী প্রাণ-মন-দেহ-উৎসর্গকারী কর্ম্মিপ্রবর আমাদের অশেষ কল্যাণ-ভাজন অগ্নিহোত্রী শ্রীমান্ সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণ আজ চারি বৎসর যাবৎ বীরভূমের জঙ্গলাকীর্ণ মানবাগম্য প্রদেশে কায়স্থজনক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের নামে এক তপশ্চর্য্যাশ্রম ও জাতীয় সংস্কার-দীক্ষা প্রদানায়োজনেরও ব্যবস্থা সম্বলিত এক শান্তিময় ধামের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন—একথা কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকবর্গ কিছু কিছু জানেন। সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরে যেখানে যাতায়াতের পথও সুগম নহে এবং যে স্থানে আশ্রম প্রস্তুতোপযোগী দ্রব্যাদির সরবরাহ অত্যন্ত দুর্ল্ভ সেখানে শ্রীমান সরলচন্দ্র যে কত কষ্টে, কত বিপদে, কত অত্যাচার অনাচারের মধ্যে পতিত থাকিয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কতকটা সফল হইয়াছেন, তাহা যাঁহাদের গোচরে আসে নাই তাঁহারা বুঝিবেন না। একটি বৃক্ষচ্ছেদন করিলে যেখানে চৌর্য্যাপরাধ হয়—একটি কূপ বা তড়াগ খনন করাইলে যেখানে রাজরোষে অর্থাৎ প্রবল-প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারীর আমলাবর্গের উৎপাতে প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত হইয়া উঠে—সেইরূপ এক স্থানে—সেই সকল বিপদের মধ্যে পড়িয়াও আপনাদের চিরসেবক এই অনন্যকর্ম্মা চিত্রগুপ্তসন্তান শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তধাম প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সকল বিপদের মধ্যে থাকায় কায়স্থ সভার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ-সাহায্য-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও, যদিও শ্রীমান্ আপনাদের প্রীতির দান গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তত্রাচ তাঁহার এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহাতে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার, কায়স্থ-সংস্কার ও দীক্ষা প্রভৃতি বহু কার্য্য যথারীতি শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থায় বহুকার্য্য হইতেছে ও হইয়াছে—পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট উহা অবিদিত নাই। কলিকাতায় আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার প্রতিষ্ঠাতা—যিনি স্বজাতির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না—শ্রীমানের পিতৃদেব শ্রীমদাচার্য্য অভিরাম স্বামী ও তদীয় সন্ন্যাসিনী সহ-ধর্ম্মিণী এই আশ্রমের জীবন্ত দেবদেবী-বিগ্রহের মত বাস করিতেছেন। নানা বিপদে ও অত্যাচারে শ্রীমান সরলচন্দ্র আজ বিপন্ন। যাহা সে অল্প অর্থে সমাধা করিতে পারিত, মোকদ্দমা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে বাধ্য হওয়ায় দ্বিগুণ ব্যয়ে সেই সকল সমাধা করিতে হইয়াছে।

তাই আজ কায়স্থ-সভার সভ্যগণের নিকট ও কায়স্থ পত্রিকার-পাঠক পাঠিকাগণের সমীপে দীন পত্রিকা-সম্পাদকের আবেদন এই যে—আপনারা প্রত্যেকে যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিয়া এই স্বজাতির একনিষ্ঠ সেবকের—পিতৃ-যজ্ঞ সমাপনে অগ্রসর হউন—বীরভূমি আবার বীরপ্রসূ হইয়া বঙ্গের ক্ষাত্রধর্ম্ম জাগ্রত করিয়া তুলুক—এ পিতৃ-যজ্ঞে আহুতি দেওয়া, মাত্র সরলচন্দ্রের কর্ত্তব্য নহে—কায়স্থমাত্রেরই এই আহুতিদান কর্ত্তব্য। যে কোন সহৃদয় স্বজাতি এই আবেদন পাঠ করিয়া নিজ স্বেচ্ছা ও শক্তিমত অর্থ সাহায্য করিবেন—তিনি কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদকের নামে—'লক্ষ্মী-নিবাস,' বাগবাজার, কলিকাতা বা পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণ 'শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তধাম,' চণ্ডিচা, মামুদপুর পোঃ আঃ, বীরভূম, ঠিকানায় পাঠাইয়া দীন আবেদনকারীকে অনুগৃহীত করিবেন।

কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক।

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব—(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত ও উপদেশ) ব্যাখ্যাকার—শ্রীশশিভূষণ ঘোষ। আকার ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ৪৯০ পৃষ্ঠা। কলিকাতা, বাগবাজার 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অবসর-প্রাপ্ত Analyst কায়স্থকুল-তিলক, পুণ্য-চরিত ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম-বি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে আর একটী বহুমূল্য সম্পদ দান করিলেন। ভক্তবর ৺ সুরেশচন্দ্র দত্ত, মহাত্মা ৺ রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীলমাষ্টার মহাশয় (কথামৃতকার) শ্রীমৎ ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন কথা বিস্তৃতভাবে সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থগুলি ব্যতীত আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণ জীবনী ভক্তলেখকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তপ্রবর ডাক্তার শশিভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবন অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্ত পাঠকগণের চক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে মূর্ত্তি ধরিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলে বা বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে ঠিকভাবে বোধ করিবার উপায় হয়। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাষ্টার মহাশয়ের Morton Institutionএ বিবেকানন্দ সোসাইটীর এক ধর্ম্ম-বৈঠকে বর্ত্তমান লেখক

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধীয় একটী আলোচনা পাঠ করে। ঐ সভায় শ্রীম মাষ্টার মহাশয়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্ত মনীষিগণ ঐ প্রবন্ধ শুনিয়া লেখককে উৎসাহ দিয়া ঐ আলোচনা প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিতে বলেন। তাঁহাদের আদেশে এক সহস্র কপি ঐ পুস্তিকা ছাপিয়া বিতরণ করা হয়। বহুকাল পরে ঐ প্রবন্ধটী ১৩১৮ সালের 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র ঐ আলোচনা মধ্যে উদ্ধৃত হয়—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই; সুতরাং আমাদের তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। ঐ পত্রেরই অন্যত্র 'উপাদান সংগ্রহ ক'রে একখানা রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখ দেখি, সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করো না, অর্থাৎ, জীবনটী লেখা হ'বে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। * * * প্রধান লক্ষ্য থাকবে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগতকে দেওয়া, আর জীবনীটী তাঁরই উদাহরণ স্বরূপ হ'বে।" (৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে) আচার্য্য বিবেকানন্দের সেই আদেশ, সেই বাণী মূর্ত্ত হইয়া ১৩৩২ সনের রামকৃষ্ণ তিথি-পূজায় প্রকট হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শশিবাবু রামকৃষ্ণ-জীবনের এই নূতন ব্যাখ্যা দিয়া মহাপুরুষের উক্তি জীবন্ত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিবার স্বরূপ-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ পুস্তকখানি সমালোচনা করিয়া বুঝান যায় না, কারণ রামকৃষ্ণ জীবনের যে আলোচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে উহার সকল-টাই তাঁহার উপদেশগুলি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত ওতপ্রোত ভাবে কিরূপে সংশ্লিষ্ট তাহা লক্ষ্য করিবার ও করাইবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহা পাঠে রামকৃষ্ণ-উপদেশ অনুসন্ধিৎসুগণ বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বা উপদেশগুলি অন্যান্য মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশগুলির ন্যায় মৌখিক আদেশ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া যে সকল তত্ত্ব বা সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া যে গুলিকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন সেইগুলি তাঁহার বাণী বা উপদেশরূপে পরে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ রামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ-লেখক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তার ভাগ্যে যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ঘটিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের

তিরোভাবের পরে যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন গ্রন্থকার তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।" সেই আপনার করিয়া লওয়ার ফলেই আজ সেই মহামৃত বণ্টনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রচয়িতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শশভূষণ ঘোষ পাঠকগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বন করিয়া স্বামিজীর মহতী আশা যথাসাধ্য পূর্ণ করিবার জন্য 'শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সেই লোকাতীত জীবন তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাও ঐ সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের পনেরটী অধ্যায়ে, পুস্তক প্রচারের উদ্দেশের কথা উদ্বোধনে জানাইয়া, জন্ম কথা হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, প্রকাশ ও ভাব-প্রচার পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৬ খানি অতি আবশ্যক চিত্র ইহার অঙ্গস্থ থাকিয়া এই পুস্তকখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমৃত পান করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন ও বুঝিতে পারিবেন রামকৃষ্ণ-জীবনের ঘটনা ও তাঁহার উক্তিগুলি কেন এত সরল, প্রাণদ ও শক্তি সঞ্চারকারী। এতদিনে বুঝিলাম ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে আশু মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থা হইতে শ্রদ্ধেয় ঘোষজ মহাশয় কেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। প্রভুর কার্য্য সহায়তায় এ জীবন সংবদ্ধ তাই মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইষ্টদেবের মহিমা কথা জীবন্ত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিলেন।

ধন্য শশিবাবু! আপনার প্রেমোপহারের জন্য লেখকের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

২। **খাদ্য ও স্বাস্থ্য।** শ্রীবাসন্তীচরণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, প্রণীত—প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ সিংহ এম্, এস্,-সি, ১০, ডিহি ইণ্টালী রোড কলিকাতা। আকার ডবল ক্রাউন ১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য—দুই আনা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ মহাশয় কায়স্থ সভার পুরাতন হিতৈষী সভ্য। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যবহারাজীবি, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক। দেশের প্রকৃত হিতকামনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা আজকাল সকলেই

দেশের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া নানা আলোচনা করিতেছেন। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত সারগর্ভ সন্দর্ভটি স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আলোচনা। আমাদের জাতীয় খাদ্যের সহিত জাতীয় স্বাস্থ্যের কি নিগূঢ় সম্পর্ক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সিংহ মহাশয় বেশ সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এবং পরে ২টী অধ্যায়ে "শিশু-পালন" ও 'কলিকাতাবাসীর খাদ্য ও পানীয়' সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। "স্বাস্থ্য-সমাচার" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রে ও অন্যান্য দৈনিক পত্রিকায় এই আলোচনাগুলি পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিকগণ যে পদার্থটিকে জগতের সকল দেশের সকল জাতির ব্যক্তির আহার্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান থাকা স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান সহায় ও রোগ-প্রতিষেধক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—সেই (Vitamin) ভাইটামীন কি পরিমানে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ও গ্রহণীয় ব্যবহার্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান আছে তাহার ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক্ষুদ্র সন্দর্ভের কলেবর পূর্ণ করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক স্বাস্থ্যান্বেষু ও জাতীয় হিতকামী ব্যক্তিকে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন যে দেশবাসীর বহুপুরুষগত অভ্যাস তর্কে বা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইলেই পরিবর্ত্তিত হয় না তত্রাচ যদি দু একটি পরিবারও এই স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক বিধি নিষেধগুলি অবলম্বন করিয়া নিজ পরিবার মধ্যে অন্ততঃ খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে একে একে ইহার উপকারিতা প্রচার হইলে কালে দেশবাসী সকলে এই প্রণালী অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিবেন। গ্রন্থকারের কথা সার্থক হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। স্থানান্তরে এই পুস্তিকার বহু অংশ উদ্ধৃত করা হইল। বারান্তরে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

লক্ষ্মী-নিবাস, কাশীধাম। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল বঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলন।

আগামী ২৩শে ও ২৪শে ভাদ্র (৯ই ও ১০ সেপ্টেম্বর) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল-বঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলন ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা-সহরে সম্পন্ন হইবে। সভ্যগণ ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। মাণিকগঞ্জে তাহার যথোচিত আয়োজনাদি হইয়াছে।

সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস, সি, আই, ই মহোদয়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আশা করি, বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার কায়স্থ সভাসমূহ, সকল কায়স্থ সমাজ ও সকল কায়স্থ প্রধান স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া যথাসময়ে সভায় যোগদান করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের প্রতিনিধিগণের পক্ষে ২৩শে ভাদ্র শুক্রবার প্রত্যূষে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ষ্টীমারে উঠিয়া প্রাতে ৭-৩০ মিনিটের সময় কাঞ্চনপুর ষ্টেশনে পৌছিয়া তথা হইতে নৌকা বা মটরলঞ্চযোগে মাণিকগঞ্জে আগমন করা সুবিধাজনক হইবে। বরিশাল, মাদারীপুর, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধিগণ তারপাশা হইয়া কাঞ্চনপুর ষ্টেশনে পৌছিতে পারেন। আরিচা হইতেও নৌকাযোগে যাওয়ার সুবিধা আছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও আসামের প্রতিনিধিগণ ঢাকা হইতে নৌকা বা মটরলঞ্চযোগে মাণিকগঞ্জ পৌছিতে পারেন।

DOUBLE COLOUR

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা
১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২রা কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল

নমস্কার পুরঃসর সবিনয় নিবেদন —

আগামী ১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে আমাদের আদিপিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা-মহোৎসব হইবে।

সভ্যজগতে সকল সমাজে পিতৃপূজার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গলার বাহিরে সকল প্রদেশে যেখানে যেখানে কায়স্থগণের বাস, প্রত্যেক স্থানেই উক্ত তিথিতে শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত-মহোৎসব বা চিত্রগুপ্তপূজা হইয়া থাকে, তাহাতে স্বজাতীয় সকলেই সম্মিলিত হইয়া থাকেন। তাহারই আদর্শে বাঙ্গলা দেশে চিত্রগুপ্তোৎসব প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা কয়েক বর্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এবারও যাহাতে চিত্রগুপ্তোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহার আয়োজন করা হইতেছে। মহাশয় যথাসময়ে উক্ত ভবনে এই উৎসবে যোগদান করিয়া প্রতিমা দর্শন, ভোগরাগ ও প্রসাদ গ্রহণ, জাতীয় কর্ত্তব্য পালন ও আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, তজ্জন্য আমরা মহাশয়কে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বিনীত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা
(সভাপতি)

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক
(সম্পাদক)

কার্য্যসূচী

১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—

১। প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পূজার্চ্চনা পুষ্পাঞ্জলি।
২। ১১টা হইতে সংস্কারেচ্ছু কায়স্থগণের উপনয়ন।
৩। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ।
৪। ৪টার সময় সাধারণ বিশেষ অধিবেশন।
[আলোচ্য বিষয় (১) সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা (২) নিয়মাবলি পরিবর্ত্তন, (৩) সভ্য ও কর্ম্মচারি নির্ব্বাচন]
৫। সন্ধ্যায় আরতি, স্তোত্র ও গীত।
৬। ৭টা হইতে ৮টা হাস্যরসকৌতুক, ম্যাজিক ও 'চিত্রগুপ্ত অভ্যুদয়' নামক নাটকাভিনয়।

১১ই কার্ত্তিক, শুক্রবার।

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } ভাদ্র—১৩৩৪ { ৫ম সংখ্যা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিল-বঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী

গত ২৩শে ও ২৪শে ভাদ্র (৯।১০ সেপ্টেম্বর) শুক্র ও শনিবারে মাণিকগঞ্জ সারস্বত-ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিকাধিবেশন ও নিখিল-বঙ্গ কায়স্থ-সম্মেলন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সারস্বত-ভবনের বিস্তীর্ণ হলে সহস্র লোকের, মঞ্চে তুইশত লোকের এবং দ্বিতল গেলারিতেও প্রায় তিনশত মহিলার সমাবেশ হইতে পারে। স্থান সঙ্কুলান হইবে না বিবেচনা করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি মহিলা ও ছাত্রগণের জন্য চারি আনার টিকেট এবং দর্শকগণের জন্য আট আনা ও ১৲ একটাকার টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথাপি এই সমুদয় স্থানই প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য, দর্শক পুরুষ ও মহিলায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নদীতীরে একটী সুন্দর তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথা হইতে সভামণ্ডপ পর্য্যন্ত পথের তুই ধার নানা বর্ণের পতাকা-রাজিতে শোভিত হইয়াছিল। মণ্ডপে প্রবেশের দ্বারদেশেও কদলীবৃক্ষ ও লতা-পুষ্পপত্রাদি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। মণ্ডপের ভিতরে দেয়াল ও কাষ্ঠ-স্তম্ভগুলি নানা বর্ণের কাগজ, কাগজের ফুলমালা ও বেতসলতার সহিত সজ্জিত করা হইয়াছিল। মণ্ডপের বহির্দেশে দেয়ালে ও প্রত্যেক দরজার উপরে বৃহৎ অক্ষরে

বহু সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী, মটো শোভা পাইতেছিল। প্রথম দিন, ২৩শে ভাদ্র, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সভার উদ্বোধন হয়।

প্রারম্ভে দুইটী কায়স্থ বালক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি-কৃত নিম্নলিখিত উদ্বোধন গীতি মধুর স্বরে গান করিয়াছিল :—

উদ্বোধন-গীতি

(ডি, এল রায়ের "বঙ্গ আমার" সুর)

ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা তবুও আমরা সোদর ভাই।
হে প্রিয় তোমার চরণে ধরিয়া অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই॥
বিস্মৃতি মোহে নিদ্রিত হায় কত কাল বল রহিবে আর।
অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়-কুলে জান না জনম হ'ল তোমার॥
ক্ষাত্র আচারে বঞ্চিত হ'য়ে শূদ্র আচারে যাপিছ দিন।
সিন্ধুসমান হিন্দুসমাজে দেখ আজ কত হ'য়েছ হীন॥
যে দিন ক্ষাত্র মহিমা দীপ্ত আছিল ভারত গরিমাময়।
সামনিনাদিত পুণ্যপূরিত এখনও সে দিন স্মরণে হয়॥
সে দিন দুলিত যজ্ঞোপবীত বর্ম্মকৃপাণে বেড়িয়া কায়।
হারায়ে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন আমরা ভিন্ন হ'য়েছি হায়॥
যে দিন উদিল চিত্রগুপ্ত ভেদিয়া বিরাট ব্রহ্মকায়।
মসী লেখনী ছেদনী হস্ত বজ্রদণ্ড শোভিত তায়॥
সে দিন হ'তে কায়স্থ নাম বিখ্যাত হ'লো ধরণী তলে।
ব্রাহ্মণ যাঁরে সম্মান করে তর্পণ করে গঙ্গা-জলে॥
বীরকেশরী প্রতাপাদিত্য উজল করিল যা'দের নাম।
তাঁরা কি ক্ষুদ্র শূদ্র হইয়া রহিবে অধম ধরণীধাম॥
শাস্ত্র আদেশ মস্তকে ধরি কর আজ হ'তে দৃঢ় এ পণ।
ক্ষত্রিয় মোরা নহি হীন জাতি করিব ক্ষাত্র বিধি পালন॥

সঙ্গীতশেষে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী মহাশয় বেদ-ধ্বনি সহকারে মঙ্গলাচরণ করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ মহাশয় তাঁহার বহুতথ্য-পূর্ণ সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মাননীয়া মহিলাগণ, বহুমানার্হ ব্রাহ্মণগণ, মাননীয় সর্ব্বজাতীয় বন্ধুগণ এবং সমবেত কায়স্থ প্রতিনিধিগণ, আজ আপনাদিগকে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি এবং বিনীত অভিবাদন জানাইতেছি। আপনারা এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদের দুরাগম্য দীনভবনে সমাগত হইয়াছেন, এজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা দয়া করিয়া আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আপনারা আজ যে স্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহা বঙ্গজ কায়স্থসমাজের এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শাখা বাজু সমাজের অধ্যুষিত বাজুস্থান। আপনাদের অবগতির জন্য আমাদের বঙ্গজ সমাজ ও বাজুসমাজ-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ ইতিহাস এস্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অধুনা বঙ্গভূমি পূর্ব্ববঙ্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ নামে অভিহিত হইতেছে। ফলতঃ আমাদের বঙ্গই বিস্তৃতি লাভ করিয়া বরেন্দ্র ও রাঢ় ভূমির সাধারণ নাম হইয়াছে, এই সমগ্র ভূভাগ এখন বঙ্গদেশ, বেঙ্গল বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে উক্ত হইতেছে। এজন্যই যে সভার পতাকামূলে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি তাহার নাম হইয়াছে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা," ইহা আমাদের প্রাচীন বঙ্গভূমির কম গৌরবের কথা নহে। এই সমগ্র দেশ এক সময়ে গৌড় নামেও অভিহিত হইত, কিন্তু সেই গৌড় নামটী এখন আমরা কেবল ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই। বঙ্গ যে অতি প্রাচীন আর্য্যদেশ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

এই বঙ্গদেশ প্রধানতঃ কায়স্থেরই দেশ, কায়স্থের ইতিহাসই মুখ্যভাবে বাঙ্গলার ইতিহাস। বাদসাহ আকবরের রাজস্ব-মন্ত্রী আবুল-ফজল প্রণীত আইন-ই-আক্‌বরী নামক পারস্য ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রথমে এক ক্ষত্রিয় বংশ রাজত্ব করিত, তৎপরে ক্রমান্বয়ে চারিটী কায়স্থ বংশ—ভোজ-বংশ, শূর-বংশ, পাল-বংশ ও সেন-বংশ—দীর্ঘকাল বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছেন।(১)

(১) এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত ব্লক্‌ম্যান ও জ্যারেট্‌কৃত ইংরেজী অনুবাদ অথবা গ্ল্যাডুইন্-কৃত অনুবাদ দেখুন।

প্রায় চতুঃশতবর্ষ পূর্ব্বে মোগল বাদসাহের মন্ত্রী তাঁহার শাসনাধীন ভারতে যে গেজেটীয়ার প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে পক্ষপাত করিয়া বঙ্গের শেষ চারিটী হিন্দু রাজবংশকে কায়স্থ বলিয়াছেন এরূপ কল্পনা বোধ হয় কেহ করিবেন না। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক টিফিনতাল্লারও তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে বাঙ্গলার সেনবংশকে কায়স্থ বলিয়াছেন। তৎকালে যে এই সকল বংশ কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐতিহাসিক লিপিতে যে সেনবংশ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তদ্দ্বারাও তাঁহাদের কায়স্থত্বই প্রমাণিত হইতেছে, কারণ বোম্বে ও সিন্ধু প্রদেশের ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাও মূলতঃ লেখনীজীবী এবং তদ্দেশের চান্দ্রসেনী কায়স্থদের ন্যায় "প্রভু" সংজ্ঞায় অভিহিত।

কান্যকুব্জ হইতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন ইহা প্রবাদ-প্রসিদ্ধ। আমরা আচার্য্যচূড়ামণির প্রাচীন কারিকা হইতে জানিতে পাই কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ প্রথমে পশ্চিম রাঢ়ে বসতি করিতেন, তখন তাঁহারা মৎস্যত্যাগী ও মহা কুলবান্ ছিলেন, পরে বল্লাল কর্ত্তৃক মুখ্য কায়স্থগণ বঙ্গে আবাসিত হন। (২) প্রথমে রাঢ়দেশে কায়স্থদের ৮টী প্রধান কুলস্থান ছিল—হরিপুর, গোণগ্রাম, বটগ্রাম, মঙ্গলকোঠ, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণ-সুবর্ণ। কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ গোত্রীয় কোন্ কোন্ বংশ বাস করিত আচার্য্যচূড়ামণি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) বঙ্গজ সমাজের কুলকারিকায় আরও লিখিত আছে যে আদিশূরের রাজত্বকালেই ক্রমে ২৭ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ

(২) পুরা তে পশ্চিমরাঢ়ে মৎস্যত্যাগিমহাকুলাঃ।
তত্তো বল্লালসেনেন মুখ্যা বঙ্গে নিবাসিতাঃ॥ আচার্য্যচূড়ামণি।

(৩) হরির্গোণো বটঃ কোটো বর্দ্ধমানো মধুস্তথা।
কঙ্ককর্ণৌ চ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকং॥ আচার্য্যচূড়ামণি।

হরিপুরে—বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ, কাশ্যপ দাস, শাণ্ডিল্য ঘোষ, ভরদ্বাজ পালিত, শাণ্ডিল্য বিঃ সৌপায়ন নাগ, পরাশর নাথ ও মৌদ্গল্য দায়ু (দাম)—এই ৮ বংশ।

গোণগ্রামে—শাণ্ডিল্য আঢ্য, মৌদ্গল্য দাস, মৌদ্গল্য নন্দী, মৌদ্গল্য দেব, আলম্বায়ন সেন, মৌদ্গল্য কর, কাশ্যপ চন্দ্র ও বৈয়াঘ্রপদ্য বিষ্ণু—এই আট বংশ।

বটগ্রামে—বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদ্গল্য রক্ষিত, কাশ্যপ দায়ু, কাশ্যপ দত্ত, সৌকালীন ঘোষ, অরণ্য ঋষি শূর, জামদগ্ন্য ধর, শাণ্ডিল্য দেব।

মঙ্গলকোটে—শাণ্ডিল্য দায়ু, গৌতম দেব, শাণ্ডিল্য দত্ত, ভরদ্বাজ কর, কাশ্যপ চন্দ্র, ভরদ্বাজ পালিত, বাৎস্য ভদ্র, গৌতম বসু।

হইতে বঙ্গে আগমন করেন—প্রথমে দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পাঁচ জন, তৎপরে দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রচূড় দাস ও চন্দ্রভানু নাথ এই তিনজন, তাহারও পরে জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাম, জয়পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ট কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য ও মহীধর নন্দন এই ১৯ জন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। আদিশূর এই ২৭ জনকেই সম্মান পূর্ব্বক ২৭ খানা বাসগ্রাম দান করিয়াছিলেন। (৪) এতদ্ব্যতীত ঘটকগ্রন্থে বাঙ্গলার পূর্ব্বতন ৭২ ঘর কায়স্থের উল্লেখ আছে যথা—বল, বর্দ্ধন, আইচ, শূর, শর্ম্মা, বর্ম্মা, হোড়, রাহুত, রাণা, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, ভূত, অর্ণব ইত্যাদি। পরলোক-গত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ তৎপ্রণীত "ব্যবস্থাদর্পণ" নামক আইন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৬৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে যমসংহিতার বচনমতে বাঙ্গলার আদিম কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত দেবের পুত্র সুচারুর বংশধর এবং তাঁহারাই গৌড় কায়স্থ। বঙ্গদেশ হইতে প্রাচীন কালে যে সকল গৌড় কায়স্থ পশ্চিম ভারতে গিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাবধি গৌড়সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা অধ্যাপক রামদাস গৌড়, ডাক্তার হরি সিং গৌড় ইত্যাদি। অতএব বাঙ্গলার আদিম কায়স্থগণও যে আমাদের স্বজাতি চিত্রগুপ্ত-সন্তান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমানে—কাশ্যপ দত্ত, কাশ্যপ দেব, গৌতম দাস, কাশ্যপ চন্দ্র, শাণ্ডিল্য ভদ্র, আলম্বায়ন কর, আলম্বায়ন পাল ও লোহিত্য সোম।

মধুগ্রামে—কাশ্যপ গুহ, কাশ্যপ নন্দন, শাণ্ডিল্য সিংহ, বাৎস্য দায়ু, সৌকালীন দত্ত, আত্রেয় দাস, অগ্নিবাৎস্য দত্ত ও গৌতম রুদ্র।

কঙ্কগ্রামে—সৌকালীন সেন, বাসুকী সেন, ভরদ্বাজ সিংহ ও মৌদ্গল্য দত্ত। পরে বল্লাল কর্ত্তৃক আনীত গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র ও কাশ্যপ গুহ।

কর্ণসুবর্ণে—শাণ্ডিল্য দেব, বাৎস্য ঘোষ, আলম্বায়ন সেন এবং তদ্ব্যতীত সিংহ, দত্ত, কুণ্ড, পাল, রাহা, ভদ্র ও গুহ বংশ।

আচার্য্যচূড়ামণির কারিকার অনুবাদ।

(৪) সপ্তবিংশতিনামানি গ্রামানি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তম॥

(দ্বিজ বাচস্পতি)

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়নের প্রায় ৪ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বল্লাল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব নিরাকৃত করিয়া সনাতন আচার প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে নবগুণের ভিত্তির উপর কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন। তিনি নবগুণবিশিষ্ট ১১ জন কায়স্থকে কৌলীন্য দান করেন, তন্মধ্যে ৬ জন রাঢ় দেশে এবং ৫ জন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হন; ঐ ৫ জনের নাম লক্ষ্মণ ও পূষণ বসু, সুভাষিত ঘোষ দশরথ গুহ ও তারাপতি মিত্র। কিন্তু বল্লাল যখন কান্যকুব্জাগত বহু কায়স্থ রাঢ় হইতে বঙ্গে এবং প্রধানতঃ বিক্রমপুরে আনয়ন করেন, তখনই বঙ্গজ সমাজ গঠিত হয় নাই। পাঠানগণ লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যচ্যুত করার পরে বিক্রমপুরে তাঁহার পুত্রগণ এবং কর্ণসুবর্ণের পরাক্রান্ত দেববংশীয়গণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দেববংশীয় মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই পাঠানদিগের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া সাগরবেষ্টিত চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন ও নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। দেববংশীয় দনুজমর্দ্দন দেবের রাজত্বকালে বল্লাল আনীত মুখ্য কায়স্থগণ প্রায় সকলেই বিক্রমপুরাদি অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই বঙ্গজ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বল্লালী কুলীন পূষণ বসুর ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ পুর বসুর এক কন্যা মহারাজ দনুজমর্দ্দন বিবাহ করেন। অতএব বুঝিতে হইবে বল্লালের রাজত্বের দ্বিশতাধিক বৎসর পরে বঙ্গজ সমাজ স্থাপিত হয়। কালক্রমে বঙ্গজ-সমাজ চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, বিক্রমপুর, ফতেহাবাদ ও বাজু এই পাঁচ শাখাসমাজে বিভক্ত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্ব বঙ্গে বদ্ধমূল হওয়ার পরেও এই বঙ্গজ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্য ও স্বাধীনতাস্পৃহার পরিচয়দানে কুণ্ঠিত হয় নাই। মোগল রাজত্ব কালে যে বারভূঞা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণ বসু রায়, যশোহরে প্রতাপাদিত্য গুহ, বিক্রমপুরে চাঁদ-কেদার রায়, ভূষণায় মুকুন্দরাম দেব রায় এবং ভুলুয়ায় লক্ষ্মণমানিক্য শূর—এই ৫ জনই বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহাদের পরাক্রমের কথা, বিশেষতঃ প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদার রায় ও মুকুন্দরামের স্বাধীনতা অবলম্বন, মোগলের সহিত সংগ্রাম এবং তজ্জনিত জীবন ও রাজ্যৈশ্বর্য্যবিসর্জ্জনের ইতিহাস আপনাদের অবিদিত নহে।

এক্ষণ বাজু সমাজের কথা বলিব। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগ এবং ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল উপবিভাগ লইয়া যে ভূমিখণ্ড তাহাই প্রধানতঃ বাজুদেশ এবং তথাকার কায়স্থ-সমাজই বাজু সমাজ নামে প্রসিদ্ধ।

পাঠান রাজত্বকালে ন্যূনাধিক পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে ইছামতী নদীতীরে আমডালা গ্রামে করবংশ বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারাই বাজুর প্রাচীনতম কায়স্থ জমিদার। কথিত আছে ইঁহারা চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শ্রেষ্ঠ কায়স্থ আনিয়া বাজুতে স্থাপন করেন। এবিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যের পরিচায়ক একটী ঘটনা এস্থলে বলিতেছি। মকরন্দবংশে সুপ্রসিদ্ধ কার্ণ্য ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তদ্বংশীয় ছকড়ি ঘোষের বংশসম্ভূত কুলীন ১৪ পর্য্যায়ের বাণীনাথ ও জগন্নাথ দুই ভ্রাতা মোগলের সহিত যুদ্ধহেতু যশোহরে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইলে বাজুদেশে আসিয়া আমডালার জমিদার সরকারে চাকুরি গ্রহণ করেন। জমিদার তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া ২ কন্যার বিবাহ দিয়া এবং ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাদিগকে বাজুতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহারা মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তখন জমিদার উভয়কে ছালায় ভরিয়া পদ্মায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। আদেশ তখনই প্রতিপালিত হইল। বাণীনাথ পদ্মায় ডুবিয়া মরিলেন। জগন্নাথ কোনরূপে জীবন রক্ষা করিয়া বাজুতেই নন্দন গুহ বংশীয় যাদবেন্দ্র রায়ের দ্বারা আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। পদ্মায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে বাণীনাথ ভ্রাতা ও তদ্বংশের জন্য একটী শপথ বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন—

"মেরি ভাই জগন্নাথ না মিলেগি করকি সাথ,
বেটা বেটী না দিবেক বিয়া.
বাণীনাথ পদ্মামে রহে গিয়া॥"

তাঁহার বংশধরগণ আজও পর্য্যন্ত এই শাসন বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছেন। আদাজানের ঘোষবংশ আমডালার করবংশের সহিত আজও পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন বা একত্র আহার পর্য্যন্ত করেন না।

করবংশের সম্পত্তি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায় এবং খলসীগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবৎস রাহা ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন। খলসীগ্রাম মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত এক হাওর বা ক্ষুদ্র হ্রদের পারে অবস্থিত। ইঁহারাও চন্দ্রদ্বীপের বহু কুলীন কায়স্থ আনয়ন করিয়া বাজুতে স্থাপন করেন। তজ্জন্য ইঁহারা বাজু সমাজের গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকৃত হন এবং অদ্যাপি সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে ইঁহারা কুলীনগণ হইতেও এক টাকা অধিক মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। তিল্লির জমিদার দত্তরায় বংশও বহু শ্রেষ্ঠ কায়স্থ এদেশে স্থাপন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

গুণের ভিত্তির উপর বল্লাল কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহা বংশগত হইয়াছে। এই বংশগত কৌলীন্য কালের প্রভাব প্রতিহত করিয়া আর কতকাল টিকিয়া থাকিতে পারিবে বলিতে পারি না। তবে কুলীন, বংশজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র প্রভৃতি বংশের বসতিদ্বারা যদি সমাজের মর্য্যাদা নির্ণয় করিতে হয়, তবে দৃঢ়তার সহিত বলিব বাজু সমাজ অন্য কোন সমাজ হইতে গৌরবে হীন নহে। এ কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে দশরথ, মকরন্দ, বিরাট ও কালিদাস বংশের যে সকল শ্রেষ্ঠ কায়স্থ বাজুতে বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদান করিতেছি।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বিরাটবংশের নবম পর্য্যায়ের নন্দনগুহের পৌত্র ত্রিলোচন চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া কাগমারী পরগণায় আলোয়াগ্রামের রায়পাড়া পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি নবাব সরকারের কার্য্য করিয়া নিয়োগী উপাধি প্রাপ্ত হন। বাফ্‌লা, দান্যা, লাউজানা, নাহালি, আশকপুর প্রভৃতি গ্রামে ক্রমে এই বংশ বিস্তৃত হয়। নন্দনের পুত্র বিষ্ণুর বংশধর বানাইল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া গুহখাসনবিশ উপাধিতে খ্যাত হন। ত্রিলোচনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ১৫শ পর্য্যায়ের যাদবেন্দ্র গুহরায় কাগমারি পরগণায় আধিপত্য স্থাপন করেন। পরে যাদবেন্দ্রের ভ্রাতৃ-পৌত্র বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী কাগমারীর জমিদারী পাইয়া সন্তোষগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশে বর্ত্তমানে সুকবি কুমার প্রমথনাথ, রাজনীতিক রাজা মন্মথনাথ এবং প্রতিভাবান্ কুমার হেমেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

নবম পর্য্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ আশগুহের পুত্র বাণেশ্বর বংশের এক ধারা পুক্-রিয়ার নাগবংশ কর্ত্তৃক মাণিকগঞ্জের অধীন সিমুলিয়া গ্রামে স্থাপিত হন। এই বংশের ২০ পর্য্যায়ের গঙ্গাধর রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা গদাধর রায় নামে প্রসিদ্ধ হন। তদবধি তাঁহার সন্ততিগণ মুরশিদাবাদেই বসতি করিতেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ আশগুহবংশে ১২শ পর্য্যায়ের রামচন্দ্র গুহ বিষয়কার্য্যের চেষ্টায় চন্দ্রদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া সপ্তগ্রামে কাননগো দপ্তরে কার্য্যপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ঔরসে ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন কৃতী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নবাব সুলেমান যখন গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন এই তিন ভ্রাতা তথাকার কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহর্ষ এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ নবাবকুমার দায়ুদের সহপাঠী ও অতি

প্রিয়বন্ধু ছিলেন। দায়ুদ যখন নবাব হইলেন তখন শ্রীহর্ষকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি প্রদান করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুখ্যপাত্র পদে এবং জানকীবল্লভকে মহারাজা বসন্তরায় উপাধি দিয়া খালসার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। কিয়ৎকাল পরে দায়ুদ খাঁ যখন দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন তখন ভবানন্দ ভ্রাতৃদ্বয় ও কুমারদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় দায়ুদের অনুমতিক্রমে বর্ত্তমান সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত সুন্দরবনে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের ধনরত্নাদি গৌড় হইতে তথায় লইয়া যান। পরে মোগল সেনাপতি তোদরমল্লের আক্রমণে দায়ুদ নিহত হইলে বিক্রমাদিত্য অবশিষ্ট ধনরত্ন লইয়া নবস্থাপিত রাজধানীতে গমন করেন। তাঁহার রাজধানী গৌড়ের যশ হরণ করিয়াছিল বলিয়া যশোহর নামে খ্যাত হয়।

দেশ জয় করিয়া সেনাপতি তোদরমল্ল ঘোষণা করিলেন—পূর্ব্বতন নবাব সরকারের কোন কর্ম্মচারী রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ-পত্র এবং রাজ্যের সবিশেষ বিবরণ প্রদান করিলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে অভিমত পুরস্কার প্রদান করিবেন। এই ঘোষণা অবগত হইয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সেনানীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র ও রাজ্যের সবিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। তাঁহাদের প্রার্থনামতে দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগকে গঙ্গানদীর পূর্ব্ব ও ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিম সমুদয় ভূভাগের জমিদারি সনদ প্রদান করেন এবং শিবানন্দ পূর্ব্ববৎ কাননগো দপ্তরের সর্ব্বধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

গৌড়ে মৈনাম খাঁ নবাব পদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রাজ্যের সমুদয় কার্য্য-ভার বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তেই ন্যস্ত রহিল। কিয়দ্দিন পরে তাঁহারা প্রচুর ধনরত্ন লইয়া নবাব সরকারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যশোহরে চলিয়া গেলেন। বিদ্বান্, কর্ম্মদক্ষ, স্নেহপরায়ণ পিতৃব্য শিবানন্দই তাঁহাদের সমৃদ্ধির হেতু। কিন্তু তাঁহাকে যশোহরে দেওয়ান বা রাজ্যের কিয়দংশ দেওয়ার কোন প্রস্তাবই তাঁহারা করিলেন না। শিবানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রদের অকৃতজ্ঞতা দর্শনে অতি-মাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া যশোহর হইতে স্ত্রীপুত্রাদিকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া রোয়াইল নগরে তথাকার জমিদার হংসবসুবংশীয় বৈষ্ণবদাস নিয়োগীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব দাস স্বীয় কন্যা গঙ্গাদেবীকে শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাসের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত আঘৈদ গ্রামে স্থাপন করেন। শিবানন্দের অপর দুই পুত্র ফতেহাবাদ ও যশোহরে চলিয়া যান। আঘৈদ গ্রাম এক্ষণ টাঙ্গাইল

মহকুমার অন্তর্গত এবং তথাকার শিবানন্দের বংশধরগণ এক্ষণ আঘৈদের মজুমদার নামে খ্যাত। আঘৈদের এক শাখা এখন বহরমপুরে বাস করেন। মাণিকগঞ্জের বর্ত্তমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস্, সি, মজুমদার মহাশয় তদ্বংশসম্ভূত।

এতদ্ব্যতীত বিরাটের প্রপৌত্র উদন গুহ বংশের একশাখা মাসতারা ও বাইষ্ঠা গ্রামে, ১০ম পর্য্যায়ের বশিষ্ট গুহ বংশের এক শাখা পাড়াগ্রাম ও আড়রা দৌলতপুরে, ১১শ পর্য্যায়ের পশুপতি গুহের একশাখা ধুলট ও তুল্লী গ্রামে, ১০ম পর্য্যায়ের ব্যাসগুহ বংশের একশাখা টেপড়া ও বেলতা গ্রামে, ১১শ পর্য্যায়ের দশরথ গুহ বংশের এক ধারা লটাখোলা গ্রামে, ৯ম পর্য্যায়ের বিণগুহ বংশের একশাখা শ্রীবাড়ী ও ভারড়া গ্রামে এবং উক্ত বংশের অপর এক ধারা বেলতাগ্রামে বাস করেন। তদ্বংশে দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিরাট গুহ বংশের আরও অনেক ধারা বাজু সমাজের নানা স্থানে আছেন।

মকরন্দ বংশের ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের রাম ঘোষের অপত্য জগন্নাথ ঘোষের বংশের এক ধারা বাজু সমাজে চাড়িপাড়া ও মৈষামুড়াতে বাস করিতেছেন। ১০ম পর্য্যায়ের পদ্মনাভ ঘোষ বংশীয় গঙ্গানন্দ ঘোষের এক ধারা মাণিকগঞ্জের অধীন দরগ্রামে বাস করিতেছেন। পদ্মনাভের ভ্রাতা সদানন্দ ঘোষের প্রপৌত্র ভগবান্ ঘোষ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত গাভা হইতে আসিয়া টাঙ্গাইলের অধীন ডৌহাজানিতে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে ডৌহাজানি নদীগর্ভে লীন হওয়ায় তদ্বংশ এখন বাথুয়াজানি, চাড়াবাড়ী ও দৌলতপুরে বাস করিতেছেন। আদাজানের ঘোষ বংশের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আদাজান নদীসিকস্থ হওয়ায় এক্ষণ ঐ বংশ আড়রা, ভাড়রা ও বেলতা গ্রামে বাস করিতেছেন। আড়রার ঘোষবংশীয় জয়নাথ ঘোষ নবাব সরকারে দেওয়ানি পদ লাভ করেন এবং বহু পুণ্যকার্য্য দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জয়নাথ ঘোষ ঠাকুর নামে তিনি সমাজে পরিচিত ছিলেন।

কার্ণ্যঘোষ বংশের ১৬ পর্য্যায়ে কমলনারায়ণ রায় নামে এক কৃতী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ইদিলপুর পরগণার জমিদারী লাভ করিয়া তথায় চন্দ্রদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ শাখা স্থাপন করেন। এই ইদিলপুরের রায় চৌধুরী বংশের এক শাখা এতদ্দেশে বরটীয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। কার্ণ্যবংশে ৭ম পর্য্যায়ের ভাস্করের বংশের এক শাখা এতদ্দেশে ডেকরা, সিংহরাগী. বানাইল, দান্তা ও কর্ণাগ্রামে বাস করিতেছেন। ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের মতির বংশ চারিপাড়াতে, ১২শ পর্য্যায়ের ত্রিবিক্রম ঘোষের বংশ টেপড়া গ্রামে, ৮ম পর্য্যায়ের অনন্তের এক ধারা দশচিড়া,

বানিয়াজুড়ি ও বিষমপুরে এবং ১০ম পর্য্যায়ের দিগম্বরের বংশ বথুরী গ্রামে বাস করিতেছেন।

দশরথকুলে সুপ্রসিদ্ধ বৎসবসু বংশের এক ধারা ভাদ্রা গ্রামে এবং এক ধারা চক্ গ্রামে এবং প্রখ্যাত পৃথ্বীধর বসুর পুত্র গোপীনাথের বংশ থলসী গ্রামে, অপর এক পুত্র বিশ্বম্ভরের বংশ ভাদ্রা, আড়রা, ডৌহাজানি, কেদারপুর, দান্তা ও নারান্দিয়া গ্রামে, তাঁহার পঞ্চম পুত্র সতানন্দের এক ধারা যাত্রাপুর ও কুড়িকাহনীয়াতে এবং তাহার পৌত্র পরম ভাগবত মোহান্ত রামানন্দ বসু ঠাকুরের বংশ সিংহরাগী গ্রামে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরবসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হংস বসুর বংশ এতদ্দেশে শ্রীবাড়ী, অম্বপুর, নটাখোলা, ছোনকা, নওখণ্ডা, সাইলী, তেঘড়ী, তুয়াজানি, আলিশাকান্দা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ইহার মধ্যে অম্বপুর ও নটাখোলার বসু মজুমদারগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ৯ম পর্য্যায়ের চক্রপাণি বসু বংশের এক ধারা আঘৈদ গ্রামে বাস করিতেছেন। ১১শ পর্য্যায়ের গাভ বসুর এক ধারা টেপড়া ও জয়পুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রদ্বীপের দেব বংশের শেষ রাজা অপুত্রক পরলোকগত হইলে তাঁহার দৌহিত্র, পুরবসু বংশীয় ১৩শ পর্য্যায়ের শিবানন্দ, রাজা পরমানন্দ রায় উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা জগদানন্দ রায় রাজপদে এবং দ্বিতীয় পুত্র রাজা মাধবানন্দ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ভ্রাতার সহিত মনান্তর উপস্থিত হওয়াতে মাধবানন্দ চন্দ্রদ্বীপের তৎকালীন রাজধানী কচুয়ানগর ত্যাগ করিয়া ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আক্বর বাদসাহ হইতে বর্ত্তমান ফরিদপুর সহরের নিকট ঢোলসমুদ্র নামক হ্রদের তীরে নিশ্চিন্তপুর নামক গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়া এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের মন্‌সবদারি পদ লাভ করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে যে রাজা মাধবানন্দ ঢোলসমুদ্রতীরে পল্লীর মধ্যস্থলে স্বীয় চতুস্তল বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণে ও বামে ১৫টী করিয়া দ্বিতল ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ৩০ ঘর জ্ঞাতি ও আত্মীয়কে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার দুই পার্শ্বে অগণিত ধনুর্দ্ধারী পাঠান, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির বাস ও বড় বড় কামান স্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে পদ্মার স্রোত ঢোলসমুদ্রের ভিতর দিয়া বেগে প্রবাহিত হইয়া মাধবানন্দের সকল কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তাঁহার বংশধর ও আত্মীয়গণকে আশ্রয়হীন করিলে তাঁহারা পদ্মার অপর পারে মালুচি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে তাহাও নদীগর্ভে বিলীন হইলে তাঁহারা মাণিকগঞ্জের অধীন বাউলি-

কান্দা ও টাঙ্গাইলের অধীন কেদারপুরে বসতি স্থাপন করেন। মালুচির রায় বংশের আগমনে বাউলিকান্দা এখন মালুচি নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রামের ঈশান চন্দ্র বসু রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি বহন করিতেছে।

রাজা পরমানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র রামরায় বসু ঠাকুরের বংশের এক ধারা দৌহিত্রসূত্রে সন্তোষের জমিদার রামেশ্বর গুহ রায়ের কাগমারি পরগণার পাঁচ আনীর জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দেহেরগাতি হইতে আসিয়া সন্তোষের নিকটবর্ত্তী অলোয়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। তদ্বংশীয় সমাজসংস্কারে অগ্রণী শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম এতদ্দেশে সুপরিচিত।

কালিদাস বংশে বঙ্গজ কুলীন তারাপতি মিত্রের দশম অধস্তন পুরুষ থাক্ মিত্র চন্দ্রদ্বীপ হইতে মাণিকগঞ্জের অধীন উলাইল গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তদ্বংশীয় ১৬শ পর্য্যায়ের গৌরীচরণ মিত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রতাপনারায়ণ বসু রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র উদয়নারায়ণ মিত্র দৌহিত্রসূত্রে চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। হৃতরাজ্য তদ্বংশধরগণ এখন রাজধানী মাধবপাশাতে বাস করিতেছেন। থাক্‌মিত্র বংশীয়গণ এখন তেতুলঝোরা, কর্ণপাড়া, বাঘিল এবং পাবনার অন্তর্গত দৌলতপুরে বাস করিতেছেন।

বিরাটাদি বংশের আরও বহু শাখা এবং বহু প্রসিদ্ধ মহাপাত্র বংশ বাজু সমাজের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু এ সুদীর্ঘ কথা আর কত বলিব। আশা করি স্থানাভাবে যে সকল বংশের উল্লেখ করিতে পারিলাম না তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বাজু সমাজের বহু গৌরবের বিষয় থাকিলেও চন্দ্রদ্বীপের রাজা নিয়ম করিলেন, ফতেহাবাদ ও বাজু সমাজে বাস করিলে কুল থাকিবে না। চন্দ্রদ্বীপ ও ইদিলপুরের ঘটকগণ আজও তাহা বলিতেছেন। কিন্তু বাজু সমাজ এ নিয়ম কদাচ মানিয়া লন নাই, বরং স্বতন্ত্র কুলনিয়ম গড়িয়া লইয়াছেন। কুলীন যাঁহারা বাজু দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা এদেশে চিরদিনই কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; বংশজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যে সমাজে সমুদ্র শ্রেষ্ঠ কুলীনের বংশশাখা বসতি করিতেছেন, যে সমাজে যশোহরের রাজভ্রাতৃবংশ এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের দুই শাখা বাস করিতেছেন, যে সমাজের মিত্রকুলের সন্তান চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব ও সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সমাজ অন্য কোন সমাজের নিকট মাথা হেট করিবে কেন?

শিক্ষা, সদাচার ও সভ্যতাতেও বাজু সমাজ অন্য কোন সমাজ হইতে পশ্চাৎ-পদ নহে। ইদানীং ভারতের সর্ব্বত্র দেশকল্যাণকর যে সকল সংস্কার সাধনের প্রয়াস চলিতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের টাঙ্গাইলের কায়স্থ-সভা যে সৎসাহস ও তৎ-পরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে তাহার তুলনা মিলিবেনা, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মাণিকগঞ্জে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ডিষ্ট্রিক্ট কন্‌ফারেন্স, ১৯২৬ ও ২৭ সালে রায় বাহাদুর জলধর সেন ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নেতৃত্বে লিটারেরি কন্‌ফারেন্স, এই ২৭ সনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে ইয়ংম্যান কন্‌ফারেন্স এবং আজিকার এই কায়স্থ কন্‌ফা-রেন্স সাক্ষ্যদান করিতেছে যে আমাদের ক্ষুদ্র মাণিকগঞ্জও দেশহিতকর কার্য্যে পশ্চাতে পড়িয়া রহে নাই, বরং বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ নগর হইতে আগেই চলিয়াছে।

তথাপি কোন কোন স্থানের বিশেষতঃ চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ বন্ধুগণ আমাদের বাজু সমাজকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন। আমরা তাঁহাদের বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই বৃথা অহঙ্কার ও যুক্তিহীন অবজ্ঞা এই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুগে আর চলিতে পারে না, আমরাও তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। গভীর প্রেম ও বিনয়ের সহিত আমরা তাঁহাদের বলিতেছি, আমরা আপন ঘরে কে কাহার অপেক্ষা এক অঙ্গুলি বড় বা ছোট কেবল তাহার আলোচনায় ব্যস্ত না থাকিয়া সমগ্র দেশের চক্ষে, জগতের চক্ষে আমরা যে সকল কারণে দিন দিন হীন হইতেছি তাহারই প্রতিকারে তাঁহারা মনোনিবেশ করুন।

বন্ধুগণ, আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি আপনাদিগকে আমার আপন ঘরের সুদীর্ঘ কথা বলিয়াই অতিশয় বিরক্ত ও ধৈর্য্যহীন করিয়া তুলিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের সম্মুখে যে যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি দুই চারিটী কথা বলিব। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তন, বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে এবং পশ্চিমভারতীয় এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান সংস্থাপন, পণপ্রথার অনিষ্টকারিতা নিবারণ, দুঃস্থ কায়স্থ বালকবালিকা ও বিধবাদের ভরণপোষণ ও সুশিক্ষালাভের উপায় নির্দ্ধারণ, এবং কায়স্থ যুবকগণের দেশ ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষার বিস্তার সাধন। এতদ্ব্যতীত কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান; কায়স্থ সাধারণের আত্মরক্ষণসামর্থ্য ও শারীরিক উন্নতির উপায় বিধান; ভূমিকর্ষণ সমাজে প্রচলন; ধর্ম্ম, ন্যায় ও জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন; সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা রূপ পাপ দূরীকরণ;

তথাকথিত মঘুয়া কায়স্থাদি যাহাদের আমরা অকারণে পতিত করিয়া রাখিয়াছি তাহাদের পুনরায় সমাজে গ্রহণ ; যেখানে একগ্রামে একঘর বা দুইঘর কায়স্থ অসহায় অবস্থায় আছে তাহাদের রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ; হিন্দু মহাসভার প্রবর্ত্তিত শুদ্ধিকার্য্যের সমর্থন ; এবং যাহাতে গুণকর্ম্মানুসারে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চ সামাজিক অধিকার ও বেদাধিকার লাভ করিয়া শিক্ষা ও সদাচারে উন্নত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমরা কতটা সহায়তা করিতে পারি—এ সকল বিষয় আজ আপনাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হউক।

কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে গত ২৫ বৎসর যাবৎ বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, বহু বিচার বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণপরম্পরা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রাচীনকালে যে সকল ক্ষত্রিয় লেখনীবৃত্তি অবলম্বনে যাবতীয় রাজকীয় লেখ্য ও শাসনপত্রাদি প্রণয়ন, রাজার আয় ব্যয় নিরূপণ, যুদ্ধ ও সন্ধিবিষয়ক কূটলেখন (diplomacy) এবং রাজার সচিব ও সামরিক মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, এক কথায় যাঁহারা রাজ্যের civil administration পরিচালন করিতেন তাঁহারাই অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কায়স্থ-হস্তলিখিত না হইলে কোন দলিল বা শাসনপত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না। সুতরাং কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ তখন অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, এবং সময় সময় তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহারও করিতেন।

পুরাণের আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে ধ্যানস্থ ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক দিব্য পুরুষ অসি, লেখনী ও মসিপাত্র সহ আবির্ভূত হন। তিনি কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন, ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম-পালনে আদিষ্ট হন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জন্য ধর্ম্মরাজ যমের সহকারিত্ব লাভ করেন। (৬)

এই উপাখ্যানকে অলঙ্কারমুক্ত করিলে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তদেবই লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন—he was the inventor of the art of writing. আর্য্যসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হওয়ার পরে ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যশত্রুগণকে পরাভূত করিয়া রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, তখন

(৬) বাচস্পত্য অভিধানে কায়স্থ শব্দ এবং ব্যবস্থাদর্পণ তৃতীয় সংস্করণ প্রথম খণ্ডে ৬৬২–৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজ্যের আয় ব্যয়, অসংখ্য প্রজার ভূমি পরিমাণ, তাহাদের দেয় রাজস্ব ও সদসৎ কার্য্য প্রভৃতি কেবল স্মরণে রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালন দুঃসাধ্য বোধ করিলেন। তখন যে প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় লেখনী ও মসীযোগে লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের মহৎ কল্যাণ সাধন করিলেন, তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। চিত্র অর্থ লিপি, এবং গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা, লিপিরক্ষা করিতেন বলিয়াই তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। পূর্ব্বে শ্রুতি স্মৃতি সমুদয়ই গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। তখন লিখনকৌশল অপরিজ্ঞাত ছিল। Necessity is the mother of invention. প্রজাপালক ক্ষত্রিয়দিগেরই লিপি কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এক মনস্বী ক্ষত্রিয়ই তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার লেখনীজীবী সন্ততিগণ অসিজীবী ক্ষত্রিয়-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার দেহে অন্যান্য বর্ণের ন্যায় কায়স্থেরও উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত মূলে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়াই তাঁহার ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে লেখনীর সহিত অসিও দেওয়া হইয়াছে।

কায়স্থ-বীজপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেব লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া আর্য্যসভ্যতায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সশরীরে দেবলোকে নীত হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, নিখিল জীবের পাপ পুণ্য বিচারে তিনি ধর্ম্মরাজের সহকারী হইয়াছিলেন, তিনি অশেষ ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার ভাষিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ পুলকিত হইতেন, তিনি অগ্রে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন, ভোজনকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ অগ্রে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলি দান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত এক যম বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের নমস্য, তর্পণীয় ও পূজার্হ হইয়াছেন। অতএব তাঁহার উচ্চ দ্বিজাতিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এমন মহাদেবতার বংশধর বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতে পারি। এই চিত্রগুপ্ত যদি শূদ্র হন তবে বলিতে হইবে শূদ্রত্বই জগতে শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন।

আমরা দেখিতে পাই যখনই কোন ক্ষত্রিয়বংশ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন তখনই তাঁহারা কায়স্থবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন—যথা রাজর্ষি চন্দ্রসেনের বংশ এবং রাজা কামপতি ও অশ্বপতি হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ। (৭) "রাজতরঙ্গিণী" নামক

(৭) বাচস্পত্য অভিধানে "কায়স্থ" শব্দ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রণীত "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" এবং বিদ্যালঙ্কার-কৃত "কায়স্থসমাজের সংস্কার" দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীরের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অলঙ্গলেখাকে দুর্লভ বর্দ্ধন নামক এক প্রজ্ঞাবান্ কায়স্থ কুমারের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নামে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এতৎপ্রসঙ্গে এমন বহু কথার অবতারণা করা যাইতে পারে, তথাপি বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

মহারাজ আদিশূর সৌগত (বৌদ্ধ) গণের দ্বারা জিত বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে সদাচারী ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন—সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনের জন্য। কিন্তু শূরবংশের রাজ্য অচিরে নষ্ট হইল, বৌদ্ধধর্ম্মী পালবংশ রাজা হইলেন, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মই পুনরায় প্রবল হইল, ফলে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণও পালবংশের তিন শত বর্ষব্যাপী রাজত্বে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ভুলিয়া গেলেন, কেহ পৈতা রাখিলেন, কেহ বা ফেলিয়া দিলেন। রাজবল্লভ কায়স্থজাতি, বাঙ্গালার বৈশ্য জাতি সকল—সকলই নিঃশেষে বৌদ্ধ হইলেন, উপনয়নাদি বৈদিক সংস্কার ত্যাগ করিলেন। পালবংশের রাজত্বের অবসানে বরেন্দ্র ভূমিতে সনাতনধর্ম্মী বিজয়সেন এবং বিক্রমপুরে এক যাদব ক্ষত্রিয় বংশ (বর্ম্মবংশ) বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। যাদবগণ দেখিলেন পূর্ব্বগত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞাদি ভুলিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি মহারাষ্ট্র হইতে বৈদিক (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পৈতা ছাড়িয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় দর্শনে তাঁহারা জীবিকার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে পাতি লইয়া পুনঃসংস্কৃত হইলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জীবিকার জন্য পৈতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তাঁহারা পরিত্যক্ত পৈতা পুনঃ গ্রহণ করিতে আগ্রহ করেন নাই। এই জন্যই রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে বলিয়াছেন যে ক্রিয়ালোপ হেতু "ইদানীন্তন" ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠাদির শূদ্রত্ব হইয়াছে, অতএব তাহাদের মাসাশৌচই পালনীয় হইতেছে। রঘুনন্দন স্বীকার করিতেছেন যে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি সমাজে দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কার লুপ্ত হওয়ায় শূদ্রত্ব হইয়াছে। কায়স্থেরাই বাঙ্গালার সেই ক্ষত্রিয়, এবং সাহা, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তিলি, বারুই প্রভৃতি জাতিই সেই বৈশ্য। অধুনা এই সকল জাতিই আত্মবিস্মৃত এবং ন্যূনাধিক শূদ্রভাবাপন্ন। উপনয়ন সংস্কার না থাকাতে কায়স্থকে শূদ্রত্বে পতিত স্থির করিয়া ইদানীং কলিকাতা হাইকোর্ট যে সকল গ্লানিজনক রুলিং করিয়াছেন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাহা ভাবনা করিতে পারেন নাই। তখন কায়স্থগণই দেশের কর্ত্তা ও বিধাতা ছিলেন, তাঁহাদের সন্ততিগণের এমন ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা তাঁহাদের কল্পনায়ও আসে নাই।

অনেকে বলেন—"কায়স্থ ত উন্নত জাতি, তাহার আবার পৈতার প্রয়োজন কি? অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই হইল, পৈতা আবার কেন?" ইহাঁরা এ বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করেন নাই। কায়স্থও যে অনেক স্থলে অস্পৃশ্য। আমার উপনয়নসংস্কার হয় নাই, অতএব শাস্ত্র মতে আমার প্রণব ও বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নাই। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে বৈদিক উৎকৃষ্ট উদ্দীপক মন্ত্র সকল আমি উচ্চারণ করিতে পারিনা, বৈদিক কোন সংস্কারের যোগ্যতাই আমার নাই, অতএব এস্থলে আমিও untouchable. বেদ যদি আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়, তবে তাহাতে অনধিকারী থাকাই অনার্য্যতা, আর্য্য হিন্দুর পক্ষে ইহা এক দুঃসহ দুঃখ। এই অনার্য্যতা আমাকে পরিহার করিতেই হইবে। আমি অর্থব্যয় করিয়া দেবতার পূজা করাই, কিন্তু উপনয়ন না থাকায় আমারই দেবতাকে, আমার গৃহের দেববিগ্রহকে আমি ছুঁইতে পারিনা, অর্চ্চনা করিতেও পারি না—এস্থলেও আমি একান্ত untouchable. আমাদের যদি আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকে তবে এই অস্পৃশ্যতা গ্লানি কেন আমরা বহন করিব?

Vested Interest কেহ ত্যাগ করিতে চায় না। বড় ইচ্ছা করিয়া ছোট হইতে চায় না, তাহা মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণকে শত বলিলেও পৈতা ছিঁড়িয়া দ্বিজত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রের দলে মিশিবে না। তদ্বিষয়ে রামমোহন ও কেশবচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত মনীষিগণ চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছেন। বড়কে ছোট করার চেষ্টা না করিয়া ছোটকে বড় করার চেষ্টা করাই আজিকার সমাজ সংস্কারকের প্রধান কার্য্য। যাঁহারা মনে করেন, কেবল জলচল জাতিসকলও বহু অধিকারে বঞ্চিত। সে অধিকার না পাইলে তাহাদের সামাজিক দুঃখ দূর হইতে পারে না। তারপর মানুষকে বড় করিতে হইলে তাহাকে আর্য্যমানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার, বেদাধিকার দিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, বেদাধিকার গ্রহণ করিলেই ত হইল; তজ্জন্য উপনয়নের প্রয়োজন কি? বিশেষ প্রয়োজন। ঐরূপে বেদ অনেকে পড়িতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার পরিবারে বা সমাজে বেদাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবে না। বিশেষতঃ শাস্ত্র অমান্য ও অস্বীকার করিয়া ঐরূপ সংস্কার করিতে চাহিলে তাহা সফল হইবে না, হিন্দু সমাজও ঐরূপ আঘাতে টিকিবে না। শাস্ত্রকে মান্য করিয়াই যখন আমরা সর্ব্ববিধ সংস্কার করিতে পারি, তখন এরূপ পথ কেন অবলম্বন করিব? We must proceed along the line of least resistance, যে পথে অগ্রসর হইলে আমরা কম বাধা প্রাপ্ত হইব এবং হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের গায়ে অসহনীয় আঘাত লাগিবে না। বুদ্ধিমান্ সংস্কারককে সেই

পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজকে একটা শাস্ত্রাবিধি বা code অবলম্বন করিয়া চলিতেই হইবে। যাবৎ সময়োপযোগী স্বতন্ত্র code না করিতে পারিব তাবৎ যাহা আছে তাহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। হিন্দুশাস্ত্র প্রক্ষেপ ও উৎক্ষেপে বিকৃত হইলেও আজও তাহা কোন যুক্তিযুক্ত সংস্কার সাধনের পরিপন্থী নহে।

আমরা অধুনা নারীদিরকে সর্ব্বপ্রকার অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছি। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকল নারীরই প্রায় এক অবস্থা। ব্রাহ্মণকন্যাও শালগ্রাম স্পর্শ করিতে, দেবতার পূজা করিতে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন না। নারীজাতিকে এ সকল অধিকার দিতেই হইবে, শাস্ত্র তাহার বিরোধী নহে। ঋগ্‌বেদে আমরা বহু নারীঋষির সূক্ত দেখিতে পাই। যাঁহারা এক সময়ে বেদ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের আজ বেদমন্ত্র শুনিবার অধিকার নাই। প্রাচীন বৈদিক যুগে বেদাধ্যয়নে স্পৃহাবতী নারীদেরও উপনয়ন হইত। উপনয়ন নাই বা হইল, উপনীত পরিবারের বধূগণ ও কন্যাগণ পতি ও পিতার উপনয়নেই সুসংস্কৃত হইয়া থাকেন। আমি আশা করি ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ-সমাজ ক্ষত্রিয়োচিত ন্যায়পরতা অবলম্বন করিয়া কন্যা ও বধূদের বেদাধিকার ও সকল দেবদেবী পূজার অধিকার দান করিবেন। তাহা হইলে বহু সমস্যার মীমাংসা হইবে এবং নারীদের দ্বারাই দেবতার পূজা ভালরূপে হইবে।

কায়স্থ জাতি কেবল নিজ জাতির সংস্কারপ্রয়াসী নহেন, পরন্তু সকল জাতিরই উন্নতি ও সংস্কারের প্রয়াসী। বঙ্গের সকল জাতির মধ্যে কায়স্থ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উদার ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। "অনেক লোক কায়স্থ না হইয়াও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, হীন কার্য্য করে এবং টাকা হইলেই কায়স্থের সহিত ক্রিয়া করিয়া কায়স্থ সমাজে মিলিয়া যায়—ইহা বারণ করা আবশ্যক। অতএব তাহা বারণ করিয়া তারপর উপনয়ন প্রবর্ত্তন সঙ্গত"—অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি এইরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহারা হৃদয়কে বিশাল ও উদার করিয়া ভাবিয়া দেখুন এইরূপে কত কদাচারী সদাচারী হইয়াছে, কত অসভ্য সভ্য হইয়াছে। কত অশিক্ষিত শিক্ষিত হইয়াছে। আমি বলি ছোটকে বড় করাই মহত্ত্ব, তাহাই ক্ষত্রিয়ের কায, বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ যদি এইরূপে সকল ছোটকে বড় করিয়া লইতে পারে তবে তাহা কায়স্থজাতির অশেষ গৌরবের বিষয় হইবে। তবে ইহাও বলি যদি আমি স্বীয় বংশমর্য্যাদা বোধের অভাব হেতু বা অর্থলালসায় এইরূপ কার্য্য করি তবে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কেহ শিক্ষা

দীক্ষায় উন্নত হইয়া কায়স্থোচিত গুণ ও সদাচারবিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কায়স্থ সমাজে তুলিয়া লওয়া আমি অসঙ্গত মনে করি না। প্রাচীন ভারতে এইরূপ জাতিপরিবৃত্তি সর্ব্বদাই ঘটিত। কত শত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রও সেকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছে। একালেও গুণকর্ম্মানুসারে মানবমাত্রকেই নিম্ন হইতে উচ্চতর বর্ণে প্রবেশের সুযোগ দান করিলে সামাজিক সর্ব্ব দুঃখের অবসান হইবে, তাহা হইলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম, কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া দূর ভবিষ্যতেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। আমার পরমপ্রিয় স্বজাতীয়গণ এই মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হইয়া যথার্থ ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় প্রদান করুন।

এখন জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার দিন। এদিনে কায়স্থ-সভা, বৈদ্যসভা, বৈশ্য সাহাসভা, সুবর্ণবণিক সভা, এ সব সাম্প্রদায়িক সভা সমিতির প্রয়োজন কি? সাম্যপ্রতিষ্ঠাই ত আবশ্যক।—এরূপ অভিমতও অনেকে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের বলি জাতিভেদরহিত একটি হিন্দুসমাজ হঠাৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে না, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সাম্য প্রতিষ্ঠা ও অসাম্যের তিরোধানই আবশ্যক এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সভাগুলি এই অসাম্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ মাত্র। সকল জাতির আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়াতেই এত সাম্প্রদায়িক সভা সমিতি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ। প্রত্যেক জাতি নিজকে বড় করিতে পারিলে সমগ্র দেশই বড় হইবে। যতদিন বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বিভিন্নতাও থাকিবে, সুতরাং সভা-সমিতিও থাকিবে। এই সকল সাম্প্রাদায়িক সভা দেশের ভাবী মঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে।

আমি পুনরপি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছে এবং দয়া করিয়া আমাদের দীন আয়োজন ও অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে আপনাদিগকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। শ্রীভগবানের কৃপায় আপনারা আমাদের গৃহে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে অবস্থিতি করুন, আমাদের স্বজাতি প্রীতি, ঐক্যবল ও কর্ম্মশক্তি সম্বর্দ্ধিত হউক এবং আমাদের এই সম্মেলন জয়যুক্ত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

তৎপর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেঃ বর্ম্মা বি-এল মহাশয় সহানুভূতিজ্ঞাপক তাৎবার্ত্তা ও পত্রাদি পাঠ করেন। যাঁহারা তার ও পত্রযোগে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তার

লেপ্টন্যাণ্ট শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, (দিনাজপুর)
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর, (ঢাকা)
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মী নিবাস, (কলিকাতা)
„ মাখনলাল দেববর্ম্ম বিশ্বাস (বান্ধব-বস্ত্রালয়, কলিকাতা)
„ মুকুন্দলাল দেববর্ম্ম সরকার (ঘাটাবাড়ী, পাবনা)

পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম আই-সি-এস্, সি-আই-ই, (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, (আসাম)
„ রায় সাহেব শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা এম-এ, দিনাজপুর প্রাঃ
„ কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী)
„ গিরিশচন্দ্র নাগ এম-এ, অবসর প্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট (ঢাকা)
„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম্-এ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্ (রাজসাহী)
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, (কলিকাতা)
„ পাণ্ডে বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মণ সম্পাদক, কায়স্থ-মিত্রমণ্ডল, কলিকাতা
„ মৃণালকান্তি বসু দেববর্ম্মা এম-এ, বি-এল,
(অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতা)।
„ অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, সম্পাদক, ইদিলপুর
কায়স্থ সমিতি, ফরিদপুর
„ অক্ষয়কুমার রায় বর্ম্মা, মণিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ
„ গৌরমোহন সেন, কলিকাতা
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম এম-এ, বি-এল, বার-এ্যাট্-ল, কলিকাতা
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত দেববর্ম্মা এম্ আর এস্ কলিকাতা।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, „
„ হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা, হাটগ্রাম, খাগজানা, ফরিদপুর
„ মহেন্দ্রমোহন ঘোষ, সম্পাদক, আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি, সাহসপুর,
বরিশাল

„ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, বহরমপুর।
„ অপূর্ব্বচন্দ্র রায় দেববর্ম্ম বি-এ, ইনকরপোরেটেড্ একাউণ্টেণ্ট, ঢাকা
„ যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, সম্পাদক, ভাঙ্গা এবং সদরপুর আর্য্য-কায়স্থ-
সভা, ফরিদপুর প্রচার সমিতি।
„ বিপিনবিহারী দেব, সম্পাদক যুগীকাঠী কায়স্থ-সমিতি, বরিশাল।
„ গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
„ অশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা ববরাম, আসাম।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন ২৯৩ জন এবং প্রতিনিধি সংখ্যা হইয়াছিল ৬২৫। তদ্ব্যতীত প্রায় ১০০ শত স্বেচ্ছাসেবক, দ্বিশতাধিক মহিলা এবং শতাধিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তার ও পত্রাদি পঠিত হইলে, সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস্ সি-আই-ই মহোদয় অনিবার্য্যকারণে প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না এই সংবাদ তার যোগে জ্ঞাপন করায়, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং তিল্লির শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ রায়, জমিদার মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ দেববর্ম্মা এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে একটী কায়স্থকুমার তাঁহার গলদেশে সুন্দর পুষ্পমালা পরাইয়া দেয়। তধপরে একটী সঙ্গীত গীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত বর্ষের মুদ্রিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী, আয় ব্যয়ের হিসাব এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয় তালিকা (বজেট্) পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (ক পরিশিষ্ট) বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া নূতন সভ্য মনোনয়ন প্রস্তাব উপস্থিত করেন, প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রচারক মাখন বাবুর এবং বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য মনোনীত হন —

—০:০:০—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা।

১। শ্রীযুক্ত রায় নৃপেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী বি-এ, কবিভূষণ, মালুচী, ঢাকা।
২। ,, গোবিন্দনাথ রায় জমিদার, তিল্লি, ঢাকা।
৩। ,, ক্ষীরোদকুমার রায় এম-এ, (তিল্লি, ঢাকা)
৪। ,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ, মোচনা, ফরিদপুর।
৫। ,, আলোকচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম, আর্য্য-দত্তপাড়া, ফরিদপুর।
৬। ,, ভবানীশঙ্কর দেববর্ম্মা মহলানবীশ উকীল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর।
৭। ,, রসিকলাল বসু সমাজ-ইসিবপুর, ফরিদপুর
৮। ,, চন্দ্রমোহন বসু বর্ম্ম মজুমদার বি-এ কাইচাল, ফরিদপুর হেডমাষ্টার তেজপুর হাইস্কুল তেজপুর (আসাম)
৯। ,, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এম-এ কাইচাল ফরিদপুর।
১০। ,, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা বি-এল, বাজিতপুর, ফরিদপুর।
১১। ,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্ম জমিদার, সাগরকান্দী, পাবনা।
১২। ,, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, উকীল, কমলাপুর, ফরিদপুর।
১৩। ,, শরচ্চন্দ্র পাল (অবসর প্রাপ্ত পুলীশ সবইনস্‌পেক্টর) কমলাপুর,
১৪। ,, রামকমল সিংহবর্ম্মা (কান্দী, মুর্শীদাবাদ) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।
১৫। ,, ডাক্তার রসিকলাল মজুমদার এম্‌-ডি ৮৪নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
১৬। ,, শরচ্চন্দ্র নিয়োগী বি-এল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
১৭। ,, উমেশচন্দ্র নিয়োগী উকীল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
১৮। ,, গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী মোক্তার মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
১৯ ,, তেজেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার মোক্তার মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
২০। ,, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বি-এল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
২১। ,, যোগেন্দ্রকুমার কুণ্ড বি-এল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা,
২৩। ,, প্রাণনাথ রায় (পেস্কার ফৌজদারী কোর্ট) মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
২৪। ,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এ লালহারা. টাঙ্গাইল।
২৫। ,, পূর্ণচন্দ্র রায় বর্ম্মা, পোঃ ও গ্রাম—দিয়াবাড়ী, ঢাকা।
২৬। , শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, P. W. D. মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
২৭। ,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, পোঃ ও গ্রাম—বংথুরি, ঢাকা।
২৮। ,, ঈশ্বরচন্দ্র বসু বর্ম্ম মজুমদার ৩নং ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা।
২৯। ,, নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, C/o শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ, মাণিকগঞ্জ।

৩০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস, (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইনস্‌পেক্টর) পাঠানকান্দী,
৩১। ,, নরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, খলসী, ঢাকা।
৩২। ,, দীনেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

৩৩। শ্রীযুক্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রায়পুর।
৩৪। ,, শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা।
৩৫ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, এম্‌-বি, কলিকাতা।
৩৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদার, S. D. P মাণিকগঞ্জ।
৩৭। ,, রমেশলাল গুহ বর্ম্মা, ছনকা, ঢাকা।
৩৮। ,, উমেশচন্দ্র বর্ম্মা বাথুরা, ছনকা, ঢাকা।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর প্রায় এক শত প্রতিনিধি লইয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হয়। তৎপরে একটী সঙ্গীত গীত হইলে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—— :*: ——

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য।

এই দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১০ ঘটিকার সময় তিনি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়কে তাঁহার স্থলে সভাপতির কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ১২॥০ ঘটিকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্য শেষ হয়।

এই দিন বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় মটরলঞ্চযোগে প্রভূত আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, সি-আই-ই (ভাইস্‌ চ্যান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মহোদয় সভামণ্ডপের নিকটস্থ নদীকূলে সমাগত হন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথের আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার সুরম্য গ্রীন্‌বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এই দিন অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বেচ্ছাসেবক-

গণ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ শোভাযাত্রা করিয়া বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয়কে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। প্রথমে স্থানীয় কবি শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম চৌধুরী রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা-গীতি গীত হয়।

অভ্যর্থনা-গীতি।

—:*:—

স্বাগত স্বাগত, দূরাদূরাগত, জাতি হিত-ব্রত সুধীজন।
ধরহে পূজার দীন অর্ঘ্যভার দীন উপচার আয়োজন॥
এসেছ সহিয়া অশেষ ক্লান্তি,
এনেছ বহিয়া পথের শ্রান্তি,
কেমনে তুষিব কি দিব শান্তি? ক্ষম দোষ ত্রুটি আচরণ॥
কাঙ্গাল আমরা জানিনা করিতে মহতের পূজা অর্চ্চনা,
শঙ্কিত মনে সবার চরণে গাহি তাই শুধু বন্দনা,
মহত হিয়ার পরশে উদার,
সার্থক হো'ক মিলন সবার,
দূর হো'ক প্রাণের হীন শঙ্কাভার জাগিয়া উঠুক সুপ্তমন॥
বঙ্গমাতার ক্ষত্র তনয় কায়স্থ আজ সুপ্ত প্রাণ,
শুনাও তারে গভীর সুরে উদ্বোধনের উচ্চতান,
মুক্ত হিয়ার মুক্ত দ্বারে,
দাও বলি আজ ক্ষুদ্রতারে,
বাঁধ সবায় মিলন ডোরে, যায় বয়ে ওই শুভক্ষণ॥

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ দেববর্ম্ম এম-এ, বি-এল মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়কে সভাপতি পদে বরণ করিলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ প্রভৃত হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করেন। তিনি আসন গ্রহণে করিলে আবার একটী সুললিত সঙ্গীত গীত হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রথমে এই দিনে সহানুভূতি জ্ঞাপক নিম্নলিখিত যে সকল নূতন তার ও পত্র আগত হয় তাহা সভার সমক্ষে পাঠ করেন :—

তারবার্ত্তা

সভার সহযোগী সম্পাদক লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক
এম্-এস-সি, বি-এল, এম-এস-সি,

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, বেলেঘাটা,
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম এম-এ, বার-এট্-ল, ভবানীপুর
„ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায়, দিনাজপুর রাজবাটী
„ তেজেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ, (জরনালিষ্ট)

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পত্রদ্বারা বিশেষ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন,

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর দেববর্ম্মা এম-এ, বি-এল, লক্ষ্মীকুণ্ড, বেনারশসিটী,
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃতবাজার পত্রিকা সত্বাধিকারী)
শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্ম ভারতীভূষণ, কুচবিহার
ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম-বি, সিভিল সার্জ্জন, নোয়াখালি
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্ম তত্ত্বনিধি, কুমিল্লা,
„ সুরেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্ম কবিরত্ন, টাঙ্গাইল,
„ যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্ম সাহিত্য-সরস্বতী, সিরাজগঞ্জ
„ ননীলাল দত্ত দেববর্ম্মা, সম্পাদক বাতানল কায়স্থ-সমিতি, হুগলী
„ ইন্দুভূষণ সরকার বি-এ জমিদার ঈশানপুর, ফরিদপুর
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহরায় দেববর্ম্মা বি-এ, আসকপুর, টাঙ্গাইল
„ বিরাজমোহন দেব, মনোমোহন প্রেস, ঢাকা
„ কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ধাপ, রংপুর
„ নিবারণচন্দ্র কর, জলপাইগুড়ী

সভায় কয়েকজন গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয়ের পত্র পঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের পত্র—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় ও স্থানীয় স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ—আপনাদিগকে আমার আন্তরিক নমস্কার। আপনাদের ন্যায় মনীষিগণের যত্নে এবার মাণিকগঞ্জে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন আহূতী হইয়াছে। এই জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থ-সভার আজ ষড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশন। সভার জন্মদিন হইতে যতদিন আমার শক্তিসামর্থ ছিল, এই জাতীয় সম্মেলনে বরাবর যোগদান করিয়াছি। আজ কএক বর্ষ হইতে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও হৃদ্‌রোগবৃদ্ধি হেতু নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও যোগদান করিতে সমর্থ হইতেছি না।

প্রায় দ্বাবিংশতিবর্ষ পূর্ব্ব হইতে ঢাকায় কায়স্থ-সম্মেলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। স্বর্গবাসী রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ের যত্নে ঢাকায় একটী কায়স্থ অধিবেশনে যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাতীয় কর্ত্তব্যপালনের আকাঙ্খা উদ্দীপিত হয় নাই। অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে জাতীয় উন্মাদনার সাড়া পাইতেছি। এ সাড়ায় আমার অসাড় প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বহুদিন হইতে বড় আশা ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে যখন আমাদের জাতীয় সম্মেলন আহূত হইবে, তাহাতে যোগদান করিয়া আমার প্রাণের কথা স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে জানাইয়া আসিব, বিশেষতঃ স্থানীয় প্রাচীন অতীতকীর্ত্তি নিদর্শন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব? আজ যে স্থলে আপনারা সমবেত হইয়াছেন, এই মহকুমার মধ্যে অতি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীন পরিব্রাজক এখানে সম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বহু ধর্ম্মরাজিকার নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল ধর্ম্মরাজিকার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও সুপ্রাচীন পল্লী 'ধামরাই' অশোকের ধর্ম্মরাজিকার স্মৃতি বহন করিতেছে। সাভারের জঙ্গলে অতীত কীর্ত্তির অসঙ্খ্য নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। চীন ও তিব্বতের প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে প্রাচীন সমতটের কীর্ত্তি উজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নালন্দা, বিক্রম-শিলা, জগদ্দল, মহাস্থান প্রভৃতির বৌদ্ধবিহারের ন্যায় এখনকার বৌদ্ধবিহারেও শত শত কায়স্থাচার্য্য বিরাজ করিতেন। তাঁহাদের অতীত কীর্ত্তির উদ্ধার কায়স্থ-জাতির গৌরবদ্যোতক সন্দেহ নাই। কেবল বৌদ্ধযুগেই যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকালে শত শত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের সহিত বসু, ঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত স্বামিপাদ রাজশাসন লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, খৃষ্টায় ৫ম হইতে ৭ম শতকের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। বসু ঘোষাদির দ্বিজত্বের এইরূপ সুপ্রাচীন অকাট্য প্রমাণ আমার নব প্রকাশিত কায়স্থ-কাণ্ডের ২য়াংশে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গে আপনাদের আলোচনার জন্য পাঠাইলাম। অদ্যকার সম্মেলনে নিজে উপস্থিত হইয়া আমার বক্তব্য জানাইতে পারিলে ধন্য বোধ করিতাম।

আমার এই রুগ্ন শয্যা হইতে স্বজাতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীকে নিবেদন জানাইতেছি—যদিও অদ্যকার সভায় সশরীরে উপস্থিত হইতে পারিলাম না; কিন্তু আমার অন্তরাত্মা আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় সকলে মনে করিবেন। মাণিকগঞ্জের এই জাতীয় সম্মেলন সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হউক, আপনাদের সাধু ইচ্ছা সুসিদ্ধ হউক, বঙ্গীয় কায়স্থের শূদ্রাপবাদ চিরতরে বিস্মৃতি সলিলে নিমজ্জিত হউক, আবার আমাদের কায়স্থ ক্ষত্রিয়বীর্য্য প্রবুদ্ধ হউক, ইহাই আমাদের আদিপুরুষ ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীচিত্রদেবের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বিনয়াবনত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মহোদয়ের পত্র।

"সবিনয় নিবেদনমিদং—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মাণিকগঞ্জ বার্ষিক অধিবেশনে মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সমাজ বিশেষ উপকার ও সাহায্য পাইবার ভরসা করে। দুঃখের বিষয় নানা কারণবশতঃ সভায় উপস্থিত হইয়া মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ উপদেশ শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। আশাকরি আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

কায়স্থসমাজে সংস্কৃত, সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চার সহায়তার জন্য যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহাশয়কে সময়ে সময়ে নিবেদন করিয়াছি। বাহিরের সহায়তা না পাইয়াও যাহাতে এবিষয়ের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়, কায়স্থ মাত্রেরই তাহা কর্ত্তব্য। কয়েকজন মহাপ্রাণ কায়স্থের অর্থ সাহায্যে স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে কেন্দ্রে বৃত্তি স্থাপনদ্বারা কায়স্থ শিক্ষার্থীদিগের সহায়তা বাঞ্ছনীয়। আশা করি কায়স্থ-সভা এবিষয়ে মনোযোগী হইবে।

উপযুক্ত কুলাচার্য্যের অভাবে কুলকারিকা রক্ষার পক্ষে অসুবিধা হইতেছে, কুলকর্ম্ম হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। এবিষয়ে সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

অনেক দিন হইতে "একজাই" অনুষ্ঠানের কথা হইতেছে; কিন্তু তাহা ফলে পরিণত হয় নাই, এ সম্বন্ধেও প্রতিবিধান প্রয়োজন। "একজাইএর" অভাবে

এই সকল গুরুতর কার্য্যের ভার লইতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একতাসূত্রে ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে না পারিলে ফলোদয় হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গে আপনার নেতৃত্বে নিখিল-বঙ্গ-কায়স্থ-সভার পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হউক ভগবদ্‌চরণে ইহা প্রার্থনা করি।

বশম্বদ
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এই সকল পত্রাদি পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ হইতে ১৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত সভার আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা অনুমোদিত হয়। তৎপরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ এম-এ রচিত "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তাষ্টকম্" নামক সুললিত সংস্কৃত কবিতা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা কবিরত্ন রচিত "স্বজাতিপ্রশস্তি" নামক সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বেদান্ততীর্থ এম-এ রচিত "প্রবাসীর অর্ঘ্য" নামক উপাদেয় বাঙ্গলা কবিতা এবং শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী রচিত "কায়স্থ" নামক উদ্দীপক সুদীর্ঘ কবিতা সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ দেববর্ম্মা সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে উপনয়নের অন্তরায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বহুসারগর্ভ ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা করিয়া তাঁহার মনোহারী অভিভাষণ পাঠ করেন,—

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা আমাকে নিখিলবঙ্গ কায়স্থ সম্মেলনের সভাপতি হইবার জন্য যে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে আমি গৌরব অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জাই অধিক অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ এই যে, গত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই, বিপুল উদ্যম বা মহা সিদ্ধি দেখাইতে পারে নাই। এবং আমি বাহ্যদৃষ্টিতে কায়স্থ-সভার সভাপতি হইলেও বঙ্গীয় ভ্রাতাদিগের মিলনের এবং সামাজিক উন্নতির বেগবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হই নাই। এই বিফল সাধনা লইয়া আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ক্ষোভ ভিন্ন আর কি প্রকাশ করিতে পারি?

বঙ্গীয় কায়স্থদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি হয়, এইজন্য যে, আমি ইতিহাসে কায়স্থ কর্ম্মা লেখক পণ্ডিত ও সাধুদিগের অতীত-কীর্ত্তি অতি সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইয়াছি। আর, ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে বার বার ভ্রমণ করিয়া অ-বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বত্রই যে প্রাণবত্তা, যে একতা, যে প্রতিষ্ঠা, যে মহতী কর্ম্মসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে নিজকে বাঙ্গালী-কায়স্থ বলিয়া মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে।

হিন্দুরাজগণের যুগে কায়স্থগণের ক্ষাত্রত্ব আপনারা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে জ্ঞাত আছেন। কিন্তু ফারসী ও মরাঠী ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া দেখা যায় যে, মধ্যযুগে কি দিল্লী সাম্রাজ্যে, কি দাক্ষিণাত্যে, কায়স্থজাতি হইতে অনেক অনেক মন্ত্রী, লেখক, রাজদূত উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ অনেক যোদ্ধা, জননেতা ও গ্রামাধিকারীর নাম পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আমাদের বঙ্গমাতার যে সব কায়স্থ সুসন্তান নানা বিভাগে দেশের নাম উজ্জ্বল করেন, তাঁহাদের কথা বলিব না, কারণ তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি আপনাদের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া আছে। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ শাহজহানের যে রাজা রঘুনাথ নামক দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব-সচিব ছিলেন এবং তিনি যে মাথুর শ্রেণীর কায়স্থ; আওরংজীবের রাজত্বের প্রথমে যে দিয়ানৎ রায় নামক একজন সক্‌সেনা কায়স্থ দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান ছিলেন; মোগল যুগের অন্তকালে রাজা শিতাব রায় (আরএকজন সাক্‌সেনা কায়স্থ) যে পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন,—এসব কথা বাঙ্গালী ক'জন জানেন?

আমাদের দেশে ক'জন জানেন যে, মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর অতি প্রিয় লেখক ছিলেন বালাজী আবজী প্রভু চিট্‌নিস্, তাঁহার ফারসী বিভাগের সচিব (Persian Secretary) ছিলেন নীলোজী প্রভু? এবং ইঁহারা ভিন্নও শিবাজীর অধীনে অনেক কায়স্থ কর্ম্মচারী, রাজস্বসংগ্রহকারী এবং যোদ্ধা ছিলেন; এমন-কি, শিবাজী ও তাঁহার বংশের যে সব "বখর" বা প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে একখানি ভিন্ন আর সকলেরই রচয়িতা কায়স্থ চিট্‌নিস্।

এই স্থলে এক কায়স্থ-রমণীর বীরত্বের কথা বলিব। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট বিজয় করিয়া শিবাজী স্বদেশে ফিরিতেছিলেন; পথে বেলবাড়ী নামক গ্রামে তাঁহার সঙ্গে ঐ স্থানের দুর্গস্বামিনী সাবিত্রীবাই নামক কায়স্থ-মহিলার সৈন্যদের

সংঘর্ষ হয়। তিনি বিধবা, তাঁহার দুর্গ মাটির দেওয়ালে ঘেরা, প্রস্তরের দ্বারা রক্ষিত নহে। স্বয়ং শিবাজী তাঁহার বিপুল বিজয়ী সৈন্য লইয়া ঐ দুর্গ অবরোধ করিলেন, অথচ এই কায়স্থ বিধবা ২৭ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিলেন; পরে রসদ ও বারুদ ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শিবাজার সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। জগৎ এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইল। বম্বের কূলে রাজাপুর বন্দরের ইংরাজ-কুঠীর বণিকগণ এই ঘটনায় আশ্চর্য্য হইয়া লিখিয়াছেন—

"He (i. e, Shivaji) is at present besieging a fort, where, by relation of his own people come from him, he has suffer-red more disgrace than ever he did from all power of the Mughal or the Deccans (i. e. the Bijapuris) and he who hath conquered so many kingdoms, is not able to reduce this woman Desai!" (MS. Factory Records, India Office, London, Surat, Vol, 107,)

অর্থাৎ—"এই দুর্গের অবরোধে শিবাজী এত লজ্জা পাইয়াছেন যে, মুঘল বাদশাহ অথবা বিজাপুরের সুলতানের হস্তে তত পান নাই। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়াছেন, আর এই গ্রামাধিকারীর পত্নীকে হারাইতে পারিতেছেন না।"

আমাদের জাতির অতীত গৌরব-বাহিনী ইতিহাস-স্মৃতি এই সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু অতীতগৌরবের চিন্তায় মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না, বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিতে হইবে। সে ভাবনা বঙ্গীয় কায়স্থদিগের পক্ষে বিষাদময়। আমরা বিচ্ছিন্ন, নিশ্চেষ্ট, হতাশ, আর দলাদলি ও স্ব স্ব প্রশংসায় মগ্ন। কিন্তু পশ্চিমে, রাজপুতানায়, মহারাষ্ট্রে কায়স্থগণের দৃষ্টান্ত কত উচ্চ, আমাদের পক্ষে কত আশাপ্রদ। তাঁহারা সকলে একতাবদ্ধ, সর্ব্বত্রই অর্থ-কুল-পদ-নির্ব্বিশেষে কায়স্থ বেরাদারী একত্র কাজ করেন, একত্র পঙ্‌ক্তি-ভোজন করেন, সমাজ সংস্কার, অনাথ পালন, স্কুল কলেজ স্থাপন, এমন-কি কায়স্থ ব্যাঙ্ক চালন করিয়া গৌরব ও সফলতা লাভ করিতেছেন। যোধপুরে মাথুর কায়স্থদিগের স্কুল ও মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে ভোজন করিয়াছি। মহারাষ্ট্রগণ যে যে স্থানে বিক্ষিপ্ত সেখানেই চান্দ্রসেনীয় প্রভুকায়স্থগণের এবং বম্বে সহরে ও অন্যত্র পত্তন প্রভু কায়স্থগণের সভা আছে; নবাগত আগন্তুক-ভ্রাতা পাইলেই তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করেন। এ দৃশ্য আমি দেখিয়াছি।

তাঁহারাই প্রকৃত জাতি, প্রকৃতই সমাজ। আর, বাঙ্গালী কায়স্থগণ কতকগুলি ব্যক্তি মাত্র, সমাজের সমাজ-পরমাণু মাত্র, সমাজ নহেন, জাতি নহেন। ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা মনোমালিন্যের কথা বলিতেছি না, স্বার্থের প্রতিঘাতে তাহা বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে হয়, এই জাতির মধ্যেও হইবে। কিন্তু বংশগত অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার ফলে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে যে বিষ-বর্ষণ হইতেছে তাহার ফল একবার ভাবিয়া দেখুন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত তাঁহারা সকলেই যদি এক আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া স্বীকৃত হন তবেই তাঁহারা এক জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। যদি তাঁহারা একত্র বসেন, আহার করেন, তবেই তাঁহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ বলা যাইতে পারে, যেমন পশ্চিমে কায়স্থ বেরাদারীর অধিবেশনে "হুক্কাপানী এক, খানাপিনা এক" হয়। কিন্তু যদি বাঙ্গালী কায়স্থগণের কেহ কেহ বলেন—আমরা ক্ষত্রিয়, কিন্তু অমুক অমুক গ্রামের কায়স্থেরা শূদ্র, অথবা আমরা কুলীন, অমুক অমুক বংশ অকুলীন, তাহাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজন করিব না, তবে আমি বলি—"আপনাদের দাবী সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙ্গলায় কায়স্থ জাতি বলিয়া একটী জাতি নাই, দশ বিশ বা দুইশত বিভিন্ন দল আছে ইহাদের প্রত্যেকটি একটি পৃথক্ স্বাধীন সমাজ, অপরগুলির সহিত মিশিবে না; সুতরাং কায়স্থজাতি বা কায়স্থ সমাজ বলিয়া একটি পদার্থ বঙ্গদেশে বিদ্যমান আছে একথা মিথ্যা হইবে। বঙ্গীয় কায়স্থগণ সম্মেলন করিলেন বা সমবেত আবেদন করিলেন, এরূপ কথা বলিলে সাধারণকে প্রবঞ্চিত করা হইবে।

কারণ, এক বীজপুরুষ চিত্রগুপ্ত হইতে যাহাদের জন্ম তাহাদের মধ্যে কেহ দ্বিজ, কেহ শূদ্র একথা অসম্ভব, হাস্যাস্পদ অযুক্তি। সুতরাং এই দাম্ভিক কায়স্থগণ মনে মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে, চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণের বীজপুরুষ ছিলেন না, এবং তাঁহাদের নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষ বোধ হয় স্বয়ম্ভূ ছিলেন, অপর মানবের সহিত সংস্রব রাখেন নাই। তবেই দেখুন, আর কায়স্থ বলিয়া একটা জাতি বাঙ্গালায় থাকিল না, আমরা সকলে ভগ্ন চিত্রগুপ্ত-মন্দিরের লক্ষ লক্ষ ইটের মত বিভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িলাম। এরূপ অবস্থায়, যেখানে একটা জাতি নাই, সে ক্ষেত্রে সেই জাতির সম্মেলন হইতেছে, এরূপ বলিলে বাহিরের লোকদিগকে হাসান হয় মাত্র।

আবার দেখুন, কিছুদিন পূর্ব্বে এক পত্রিকায় পড়িলাম যে, অমুকবাবু গর্ব্ব

করিয়াছেন যে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা অমুক অঞ্চলের কায়স্থ সমাজ-নেতা বা গোষ্ঠীপতি হইয়া আসিতেছেন, যদিও তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। আর তাহার পরেই অপর একজন কায়স্থ তাহা অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহারই বৃদ্ধপ্রপিতামহ গোষ্ঠীপতি ছিলেন ; এবং অমুক বাবু ও সেই বাবুর বংশ জুয়াচোর মাত্র। কোন পক্ষেই সাক্ষী নাই, কোন পক্ষই এখন পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন না, সমাজ সেবা, দরিদ্র পালন, কুমারীর বিবাহে সাহায্য প্রভৃতি নেতার কাজ করিবার মত অর্থ বা ইচ্ছা নাই, অথচ দম্ভ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এরূপ দাবী করার এবং এরূপ দাবীদারের পক্ষে ও বিপক্ষে দলাদলি করার একমাত্র ফল আমাদের হতভাগ্য কায়স্থ সমাজকে আরও দুঃস্থ, আরও বিভক্ত, আরও হাস্যাস্পদ করা। কিন্তু কতকগুলি পরিবারের ইহাই একমাত্র কাজ। তাঁহারা যে আমার কথা শুনিবেন, অন্য প্রদেশের কায়স্থগণের মত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক হইবেন, এরূপ আশা করিবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি শুধু এক্ষেত্রে পারসিক কবি শেখ সাদীর সদুক্তিটি উদ্ধৃত করিব—"যদি পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি ভোগ করিতে চাও, তবে তাঁহাদের সদ্‌গুণগুলি অর্জ্জন কর।"

যুবক কায়স্থবৃন্দ! তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ! তামাদের দিকে চাহিয়াই আমরা অন্তিমে চক্ষু মুদিব, তোমাদের হস্তেই কায়স্থ সমাজ সঁপিয়া অবসর লইব। তোমাদের জন্যও আমি শেখ সাদীর বাক্যটি জীবনমন্ত্র স্বরূপ দিয়া যাইতেছি। প্রত্যেকে অবিশ্রান্ত সজাগ নিঃস্বার্থ চেষ্টায় পূর্ব্বজগণের সদ্‌গুণগুলি অর্জ্জন কর, তবেই নিজে বড় হইবে, সমাজকে বড় করিবে, দেশের প্রকৃত সেবা করিবে, জগতে গৌরবমণ্ডিত হইবে। মনে রাখিও যে, ভারতে কেন বিশ্বজগতে এমন কোন জাতি হয় নাই যাহারা বুদ্ধিবত্তায় কৃতিত্বে কায়স্থগণকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। এই কায়স্থ জাতিতেই জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মধুসূদন দত্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি আমরা ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে না পারি, তবেই প্রমাণ হইবে যে, আমরা কায়স্থ নহি হয়ত তাঁহারা দ্বিজ ছিলেন আর আমরা শূদ্রমস্তিষ্কযুক্ত, দাস মাত্র। মনে রাখিও যে, জ্ঞানের চর্চ্চা এবং চরিত্রগঠনই আবহমানকাল হইতে কায়স্থজাতির উন্নতি এবং জগতে প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ। এদুটি হারাইলে আমরা একেবারে অসাড় হইয়া পড়িব, বঙ্গের বাহিরের সতেজ অগ্রগামী প্রতিষ্ঠাবান্ কায়স্থ সমাজ আমাদের ভাই বলিয়া স্বীকার করিবে না। তোমরা যুবক, তোমাদের সম্মুখে

কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত পড়িয়া রহিয়াছে, এই জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রকৃত শিক্ষা লাভ কর, বীরের তেজে অগ্রসর হও। হতাশ হইও না, প্রকৃত সাধনা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে, কারণ, কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

তৎপর নিম্নলিখিত মন্তব্য সমুদয় সভাতে যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব—শোক প্রকাশ।

এই সভা বিখ্যাত সমাজহিতৈষী ও সংস্কারক ঋষি শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর এবং অন্যান্য হিন্দুসমাজসংস্কারকগণের পৈশাচিক হত্যায় গভীর ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যক্ত করিতেছেন ও তাঁহাদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

২য় প্রস্তাব—শোক প্রকাশ।

দিনাজপুরের পরম ভাগবত লোকপাবন রাজর্ষিতুল্য রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় গত ফাল্গুন মাসে লোকান্তর গত হইয়াছেন। সভার প্রারম্ভ হইতে তিনি ইহার পরম হিতৈষী সভ্য ছিলেন। তদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে সভার অকৃত্রিম সুহৃদ্ কলিকাতার দয়ালচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বসু ও রত্নেন্দ্রলাল মিত্র এবং বহরমপুরের অম্বিকাচরণ সেন বর্ম্মা, নিমতিতার যতীন্দ্রমোহন রায় বর্ম্মা ও জগতাইর স্বেচ্ছাপ্রচারক ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়গণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

৩য় প্রস্তাব—শোক প্রকাশ।

এই সভা রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সম্পাদক ও পরিচালক স্বামী সারদানন্দের তিরোভাবে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

৪র্থ প্রস্তাব—অভিনন্দন।

বিনা বিচারে আবদ্ধ কায়স্থগৌরব সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র এবং অপরাপর রাজবন্দিগণের বিনাসর্ত্তে মুক্তি লাভে এই সভা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের এবং আরও যাহারা এখনও বিনা বিচারে আবদ্ধ রহিয়াছেন তাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভ, দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

৫ম প্রস্তাব—প্রতিবাদ।

এই সভা পূতচরিত্রা ভারতনারীগণের প্রতি ক্যাথারিন মেও ও পিল্‌চার এবং ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ও জঘন্য উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—

এই সভা বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির সকল সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তন, উপবীতী ও অনুপবীতী নির্ব্বিশেষে নারী ও পুরুষের নামান্তে দেবী ও দেববর্ম্মা উপাধি ব্যবহার, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন এবং শ্রাদ্ধ, দশবিধ সংস্কার ও দেবপূজাদি সমস্ত কার্য্যে সম্যক্ দ্বিজোচিত আচার ও পদ্ধতির অনুসরণ কায়স্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
সমর্থক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ বি-এল্
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী বি-এল্,

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রায় ২ ঘণ্টা কাল ওজস্বিনী ভাষায় অতীব উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন।

৭ম প্রস্তাব—

বঙ্গদেশীয় চারি সমাজের কায়স্থগণ মধ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্ব শ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে কায়স্থ জাতির বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখার একীকরণ দ্বারা এক মহতী জাতি গঠন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে কর্ম্মগত সহযোগিতা স্থাপন—কেবল কায়স্থ জাতির হিতের জন্য নহে, পরন্তু সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য বাঞ্ছনীয় ও একান্ত আবশ্যক বলিয়া এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

৮ম প্রস্তাব—

কায়স্থ-সভার গৃহ নির্ম্মাণ, দরিদ্র কায়স্থ বালকবালিকাগণের সুশিক্ষালাভের উপায় বিধান, অসহায়া দরিদ্র কায়স্থ-বিধবাগণকে সাহায্য দান, সভার কার্য্যালয় ও পুস্তকালয় রক্ষা, সভার প্রচারক, কর্ম্মচারী ও বিভিন্নস্থানীয় আগন্তুক কায়স্থগণের অবস্থানের যথাসম্ভব সুবিধান, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও অর্চনা

প্রভৃতি সদুদ্দেশ্যে বহুবৎসর যাবৎ "চিত্রগুপ্তভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা তদ্ভাণ্ডারে অর্থদান করিতে স্বজাতিহিতৈষী সহৃদয় কায়স্থবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন, এবং বিবাহাদি সামাজিক উৎসব ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যোপলক্ষে যাহাতে কায়স্থমাত্রই এই ভাণ্ডারে অবস্থানুরূপ অর্থদান করেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে সভার সভ্য মহোদয়গণকে এবং কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

৯ম প্রস্তাব—

এই সভা কায়স্থ সমাজে সংস্কৃত-ভাষা ও হিন্দিভাষা শিক্ষা এবং সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ উচ্চ শিক্ষা, বিবিধ অর্থকরী পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং সমগ্র কায়স্থ সমাজকে এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কায়স্থ জাতিকে উন্নতি পথে অগ্রবর্ত্তী করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

এতদ্‌বিষয়ে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈষানচন্দ্র ঘোষ এম-এ মহাশয় যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা পঠিত হয় এবং পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হয়, নিম্নে উক্ত পত্র খানি প্রদত্ত হইল,—

"নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আমি আপনাদের সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

কায়স্থ জাতির মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বহুল প্রসার এবং সেই শিক্ষাকে যথাসম্ভব জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগিনী করা আমার বিবেচনায় উন্নতির একটী প্রধান সোপান। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই একবার কায়স্থ সভার সমক্ষে আমার প্রস্তাব উপস্থাপিত কারয়াছিলাম। অনেকে ইহার অনুমোদন করিয়াছিল বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ঐকান্তিক অনুষ্ঠান হয় নাই। যদি আপনারা এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়া একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার উদ্যোগ করেন এবং সেই চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে আমি আমার ক্ষুদ্রশক্তির অনুরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

নিবেদক—
শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

১০ম প্রস্তাব—

এই সভা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দেশীয় শিল্পপ্রসূত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে, সূত্র নির্ম্মাণ ও বস্ত্র বয়নাদি দেশীয় লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার বিষয়ে যত্নবান্ হইতে, দেশের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার শিল্পানুষ্ঠান এবং ব্যবসায়ের সহায়ক হইতে এবং স্বহস্তে হলকর্ষণ প্রচলন করিতে কায়স্থ-সমাজকে অনুরোধ করিতেছেন এবং বেকার কায়স্থ যুবকগণকে কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে এই সভা সনির্ব্বন্ধ উপদেশ দিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

তৎপর বরপণ সম্বন্ধে অনুকূল বাবুর রচিত একটী কবিতা তানলয় যোগে গীত হয়।

১১শ প্রস্তাব—

সমাজের ঘোর অনিষ্টকর পণ প্রথা নিবারণ এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচ করণ বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে একান্ত আবশ্যক ও করণীয় বলিয়া এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

সমর্থক— „ মণীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

মণীন্দ্রবাবু একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১২শ প্রস্তাব—

এই সভা বর্ত্তমান সমাজ পদ্ধতি হইতে অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দূরীভূত করা, তথাকথিত অনাচরণীয় জাতিসমূহের গৃহে শ্রাদ্ধবিবাহাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ, যোগদান ও আহারাদি করা, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদিগকে দেবমন্দিরাদিতে গমনের অধিকার দান করা ন্যায় সঙ্গত ও আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সরকার।

সমর্থক— „ ডাঃ মনোমোহন গুহ বর্ম্ম মজুমদার।

১৩শ প্রস্তাব—

এই সভা ন্যায়, ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অনুরোধে সন্তানহীনা বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ বসু এম-এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১৪শ—প্রস্তাব।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় মঘুয়া কায়স্থ নামে যে সম্প্রদায় আছে তাহাদের সমাজে তুলিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্ম।

সমর্থক — " ডাঃ মনোমোহন গুহ বর্ম্ম মজুমদার।

(এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগবর্ম্মা বি-এ আপত্তি উথাপন হইয়াছিল এবং তাহারা যবনদুষ্ট কায়স্থ সমাজে গ্রহনীয় হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন,—"সম্ভবতঃ" এবং "অনুমানের" উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। খৃঃ ১৬৬১ খৃঃ অব্দের লিখিত একখানা পারসীক গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগ যাহা এখন বিলাতে Bodlean Library তে রক্ষিত আছে তাহাতে উল্লিখিত আছে যে মিরজুম্‌লার শাসন সময়ে, আরাকানের মগেরা এদেশ বাকরগঞ্জ ও বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে লুটপাট করিত এবং ধনরত্নাদি আদায়ের জন্য ইহাদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত। উপরন্তু ইহারা ইহাদিগকে করপৃষ্ঠ ফুটো করিয়া বেতের ছিনায় বাঁধিত এবং ঐ ভাবে একত্রে অনেক গুলি হতভাগ্য জীবকে একত্র বন্ধন করিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিয়া দিত এবং বালেশ্বর ও তমলুকে আসিয়া উহাদিগকে বিক্রয় করিত। ঐ স্থান হইতে কোন ক্রমে তাহারা প্রচুর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিত; ইহারাই মগুয়া নামে পরিচিত। Reneell এর মানচিত্রে বাখরগণ বরিশাল প্রভৃতির ঐ সব অঞ্চল উৎসন্নীকৃত ভূমি (devastatced land) বলিয়া উল্লিখিত আছে। এ সম্বন্ধে আমি ১৯০৫ সালের Asiatic Society Journalএ সমালোচনা করিয়াছি।,

১৫শ প্রস্তাব—

এই সভা হিন্দু মহাসভার অনুমোদিত শুদ্ধি ও সংগঠন সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

১৬শ প্রস্তাব—

এই সভা দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীদের অবাধে সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং নারীদের রক্ষাকল্পে আততায়ীদের দমনের জন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিতে হিন্দুমাত্রকেই এবং বিশেষভাবে কায়স্থ-সমাজকে আহ্বান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহ বর্ম্ম রায়

সমর্থক— " নৃপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম রায় বি-এ, কবিভূষ

১৭শ প্রস্তাব—

স্বরাজলাভের জন্য দেশে যে প্রয়াস চলিতেছে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থজাতির স্বধর্ম বোধে তাহাতে অগ্রবর্ত্তী হওয়া এই সভা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

১৮শ প্রস্তাব—

সমুদয় কায়স্থ জনকজননীগণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণের শারীরিক উৎকর্ষ ও ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হউন। যেন তাহারা আত্মরক্ষা করিতে এবং স্বজনদিগকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারে এবং সামরিক শিক্ষালাভের যে কিছু সুযোগ আছে কায়স্থগণ তাহা গ্রহণ করুন। প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থমাত্রেরই আত্মরক্ষণোপযোগী দণ্ড সর্ব্বদা ব্যবহার করা সঙ্গত বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম মজুমদার।

সমর্থক— " হীরালাল ভৌমিক।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

১৯শ—প্রস্তাব

সভার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একজন বা একাধিক সম্পাদক নিয়োগ করা যাইতে পারিবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

সমর্থক— " মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী বি-এল।

২০শ—প্রস্তাব।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গঠন

আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন বিষয়ে ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী বি-এল মহাশয় এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বি-এল মহাশয়

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাবিত কর্ম্মচারী তালিকা এবং মনোরঞ্জন বাবুর প্রস্তাবিত তালিকা দুইই পাঠ করিয়া মনোরঞ্জন বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, পি আর এস এবং কলিকাতার সেরিফ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয়দ্বয়ের নাম সদস্য মধ্যে, এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম সহকারী সম্পাদক মধ্যে রাখিবার প্রস্তাব করায় কিঞ্চিৎ আলোচনার পর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির যে সভ্যতালিকা এবং আগামীবর্ষের যে কর্ম্মচারী তালিকা গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সভাপতি

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা, ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহকারী সভাপতিগণ

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ ঘোষ বর্ম্ম রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।

" মৃণালকান্তি ঘোষ দেববর্ম্মা, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস, কলিকাতা।

" রায় বাহাদুর কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্ম বাহাদুর, ৫৫নং হরীশমুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

" যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এল, জলপাইগুড়ী।

সদস্যগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় এম-এ, প্রাজ্ঞ ত্রিবেণী, হুগলী।

মাননীয় " কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস, সি-আই-ই

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

" কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত রত্ন, এম, এ, বি-এল, পি-আর-এস ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু ঠাকুর এম-এ, বি-এল
১১৫নং হরীশমুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ
,, যদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর-এস্, সি-আই-ই

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এম-আর এ-এস, ৬৬নং বেলেঘাটা
মেইন রোড, কলিকাতা।

সম্পাদকগণ

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম-এস-সি, বি-এল,
এম-এল-সি, ৬নং রেইনীপার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ, জমিদার
মালুচী, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, চাঁদশী, বরিশাল,
,, বিভূতিভূষণ মিত্র দেববর্ম্মা বি-এল ২৯নং হুজরীমল লেন,
কলিকাতা।

আয়ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস, ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, এফ-এস্-এস্
৯।১নং বনমালী চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা।

পত্রিকা-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

উত্তর রাঢ়ীয়

মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর, শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এল পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ) (১নং স্কটীশচার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্ম এম-এ, বি-এল ১০নং ডেহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এ, (কাঁন্দী, মুর্শিদাবাদ) দিনাজপুর, রাজবাটী। প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা পোপাড়া, সাগরদীঘি পোঃ, মুর্শিদাবাদ। বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, ১০নং ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা শরচ্চন্দ্র সিংহ কান্দী, মুর্শিদাবাদ। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কান্দী, মুর্শিদাবাদ—১নং হ্যরিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাঁশবাড়ীয়া, হুগলী, ২১ এফ রাণীশঙ্করী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম এ, বি-এল, এডভোকেট, পাটনা পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি-এল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ সুরকী মিল, ভাগলপুর (বিহার), রায় সাহেব পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায়, দিনাজপুর। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় দিনাজপুর, রাজবাটী। গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম এ বি, এল (কাঞ্চনরোড) দিনাজপুর। শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা কাঁন্দী, মুর্শিদাবাদ জেমো। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, ১নং ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা। ক্যাপটেন শ্রীযুক্ত রমানাথ সিংহ এম বি, চুঁচুড়া, হুগলী। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা বলতৈড়, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা। ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড।

দক্ষিণরাঢ়ীয়

রায় বিপিনবিহারী বসু, বাগবাজার, কলিকাতা। নিবারণচন্দ্র দত্ত ৪নং কমার-হাল বিল্ডিং, কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এটর্ণী এট্-ল, ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা; রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ফরিদপুর; প্রবোধকুমার দত্ত, ৭৮।৭ন নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ, দশঘরা, হুগলী, গোকুল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা; জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেন; সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা, ৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা; রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর এম-এ, বি-এল, কটক, সদাশিব মিত্র, এম-এ, বি-এল, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, কলিকাতা; শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বি-এল, বসিরহাট; মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, অমৃতবাজার-পত্রিকা আফিস, কলিকাতা; রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী, রাজসাহী; সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, বীরভূম, চিত্রগুপ্তাশ্রম; মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, বান্ধব-বস্ত্রালয়, কলিকাতা। বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, এম-এ বি-এল,

DOUBLE COLOUR

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু ঠাকুর এম-এ, বি-এল
১১৫নং হরীশমুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ
,, যদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর-এস্, সি-আই-ই

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন এম-আর এ-এস, ৬৬নং বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা।

সম্পাদকগণ

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম-এস-সি, বি-এল, এম-এল-সি, ৬নং রেইনীপার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ, জমিদার মালুচী, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, চাঁদশী, বরিশাল,
,, বিভূতিভূষণ মিত্র দেববর্ম্মা বি-এল ২৯নং হুজরীমল লেন, কলিকাতা।

আয়ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস, ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, এফ-এস্-এস্
৯।১নং বনমালী চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা।

পত্রিকা-সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

উত্তর রাঢ়ীয়

মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এল পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ) (১নং স্কটীশচার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্ম এম-এ, বি-এল ১০নং ডেহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি-এ, (কাঁন্দী, মুর্শিদাবাদ) দিনাজপুর, রাজবাটী। প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা পোপাড়া, সাগরদীঘি পোঃ, মুর্শিদাবাদ। বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, ১০নং ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা শরচ্চন্দ্র সিংহ কান্দী, মুর্শিদাবাদ। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কান্দী, মুর্শিদাবাদ—১নং হরিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাঁশবাড়ীয়া, হুগলী, ২১ এফ রাণীশঙ্করী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম এ, বি-এল, এডভোকেট, পাটনা পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি-এল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ সুরকী মিল, ভাগলপুর (বিহার), রায় সাহেব পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায়, দিনাজপুর। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায় দিনাজপুর, রাজবাটী। গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম এ বি, এল (কাঞ্চনরোড) দিনাজপুর। শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ বর্ম্মা কাঁন্দী, মুর্শিদাবাদ জেমো। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, ১নং ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা। ক্যাপটেন শ্রীযুক্ত রমানাথ সিংহ এম বি, চুঁচুড়া, হুগলী। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা বলতৈড়, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, কলিকাতা। ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড।

দক্ষিণরাঢ়ীয়

রায় বিপিনবিহারী বসু, বাগবাজার, কলিকাতা। নিবারণচন্দ্র দত্ত ৪নং কমারস্যাল বিল্ডিং, কলিকাতা। যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এটণী এট্-ল, ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি-এল, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা; রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ফরিদপুর; প্রবোধকুমার দত্ত, ১৮।৭নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ, দশঘরা, হুগলী, গোকুল মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা; জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেন; সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; বিধুভূষণ সরকার বর্ম্মা, ৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা; রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর এম-এ, বি-এল, কটক, সদাশিব মিত্র, এম-এ, বি-এল, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, কলিকাতা; শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্ম বিশ্বাস বি-এল, বসিরহাট; মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, অমৃতবাজার-পত্রিকা আফিস, কলিকাতা; রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী, রাজসাহী; সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, বীরভূম, চিত্রগুপ্তাশ্রম; মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা, বান্ধব-বস্ত্রালয়, কলিকাতা। বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, এম-এ বি-এল,

DOUBLE COLOUR

অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা ; রায় যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বাহাদুর, খুলনা; যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৯ মাণিকবসু ঘাট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব এম-বি (হোমিও) মারহাট্টা ডিচ্ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা, হাটগ্রাম, থাগজানা পোঃ ফরিদপুর ; নূতনচন্দ্র চৌধুরী, সুচীয়া, চট্টগ্রাম।

বঙ্গজ

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর (শেখর নগর, ঢাকা) ; যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায় চৌধুরী, আলোয়া কাগমারী, ময়মনসিংহ ; বিষ্ণুচরণ সেন বর্ম্মা, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ; রায় ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বরানগর ; আশুতোষ ঘোষ রায় চৌধুরী, ঢাকা রাজখাড়া (নরোত্তমপুর) ; নীতীশ চন্দ্র ঘোষ, বার-এট-ল, নরেন্দ্র প্রসাদ বসু, দিনেশচন্দ্র সরকার :মাণিকগঞ্জ, শ্রীযুক্ত তারিণাপ্রসাদ রায় বি-এল, (দিয়াবাড়ী, ঢাকা জলপাইগুড়ী; তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল ; মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী বি, এল (বাকাই বরিশাল) উকীল, গোয়ালনগর, ঢাকা ; সুরেশচন্দ্র গুহ, ৫১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; কেদারনাথ দেববর্ম্ম কুলভাস্কর, (বান্ধব দৌলতপুর, ফরিদপুর ১৬ নং মাণিকবসু ঘাট ষ্ট্রীট ; যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম উকীল, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মা (বর্ণি, ফরিদপুর) ১০৭ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; মাখনলাল ধর বর্ম্মা, (দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর) ; হরিপদ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, ১২১ নং হাজরা রোড ; বিরাজমোহন দাস বর্ম্মা এম এস সি, (লিডস্), ১৪৪ নং পেরেলাল রোড, কালীঘাট। পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বি-এল, টাঙ্গাইল ; রসিকলাল দেববর্ম্মা, ১০।বি, বোসপাড়া লেন ; যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা সিরাজগঞ্জ, পাবনা ; ইন্দুভূষণ সরকার বি-এ, ঈশানপুর (ফরিদপুর) ; রজনী-কান্ত ঘোষ জমিদার দেববর্ম্মা বি-এল, দেহের গতি; বরিশাল ; নগেন্দ্রনাথ সিংহ, দেববর্ম্মা, প্লিডার চাঁদপুর ত্রিপুরা ; মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল (এটর্ণি করমেটা এণ্ড কোং)

বারেন্দ্র

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, এম-বি-ই, কাকনা, রংপুর ; রায় রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর, তাড়াস, পাবনা ; ৫৫ নং হরিশ মুখার্জ্জিরোড ভবানী-পুর ; বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এম-এ, বি-এল সি-আই-ই কৃষ্ণনগর, নদীয়া ;

যাদবানন্দ রায় এম-এ, শ্রীনগর ভিলা, ঘুঘুডাঙ্গা ; বিনয়কুমার রায় বর্ম্ম বি-এল এড-ভোকেট্, পাবনা ; খগেশচন্দ্র রায় পোতাজিয়া পাবনা ; কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা ; হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী ; যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা এম-এ, বি-এল, কৃষ্ণনগর ; সরসীলাল সরকার এম-বি, সিভিল সার্জ্জন, নোয়াখালী , বৃন্দাবনচন্দ্র বর্ম্মা, রায় চৌধুরী, পয়োদা, পাবনা (টেপা রংপুর) ; লেপ্টেনেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, নেবুতলা ; যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, মাদলা, বগুড়া ; প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ ; ত্রৈলোক্যনাথ চাকী বর্ম্মা, পাঁড়কোলা সাহাজাদপুর পাবনা ; মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, দিনাজপুর ; প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল, বগুড়া ; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, বিদ্যারত্ন, নবদ্বীপ, নদিয়া ; ডাঃ বসন্তকুমার ভৌমিক বর্ম্মা, সিভিল সার্জ্জন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রাপ্য অবশিষ্ট বৃত্তি এবং প্রচারক ও অন্য কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সভাপতি মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

অদ্য ২৪শে ভাদ্র পর্য্যন্ত গিরিশবাবুর প্রাপ্য বৃত্তি এবং অন্যান্য প্রচারক ও কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য বৃত্তি শীঘ্র পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার ভার নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর দেওয়া হউক।

২১শ প্রস্তাব—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস, সি-আই-ই মহোদয় বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক কলিকাতা হইতে আসিয়া অসাধারণ ধীরতা ও যোগ্যতার সহিত অন্ত ৮ ঘণ্টাকাল এই সভা ও সম্মেলনের সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্ম এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের অনুপস্থিতির হেতু সভার প্রথম দিনে যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন—তজ্জন্য এই সভা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ড বি-এল সম্পাদক, অভ্যর্থনা-সমিতি।
সমর্থক— „ ললিতকুমার গুহ বর্ম্ম নিয়োগী এম-এ।

২২শ প্রস্তাব—

গত বর্ষের অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণকে, স্বেচ্ছাপ্রচারকগণকে, এবং সভার

সংবাদাদি প্রকাশের জন্য দেশবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, ফরওয়ার্ড, পঞ্চায়েৎ, চারুমিহির, টাঙ্গাইল-হিতৈষী, সঞ্জয়, ত্রিস্রোতা প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের কর্তৃপক্ষগণকে এই সভা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
সমর্থক— " ললিতমোহন গুহ বর্ম্ম নিয়োগী এম-এ

২৩শ—প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মাণিকগঞ্জ কায়স্থ-সম্মেলনের সফলতার জন্য অসাধারণ শ্রম করিয়াছেন. অতএব তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং রামনগরের শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু চন্দ্র পাল দুই দিন তানলয়-যোগে সভাতে যে মধুর সঙ্গীতালাপ করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্ম চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ
সমর্থক— ,, হেমন্তকুমার রায়, বি এল্

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতিকে স্বেচ্ছাসেবকগণকে ও মাণিকগঞ্জবাসী কায়স্থগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এবং বাজুসমাজের অতীত কীর্ত্তি ও গৌরবের উল্লেখ করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হয়।

শেষ-সঙ্গীত

বিদায়-বাসরে হৃদয়ের কথা কি আর কহিব কোথা ভাষা তার?
কি গাহিব গান? ব্যথিত পরাণ, বহিতে পারি না হৃদি-ব্যথা-ভার॥
শৌর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞানগুণ-গরিমায়,
সভ্যতা-সম্পদ শিক্ষা প্রতিভায়,
যে জাতি উজল সারা বাঙ্গালায় ছিন্ন ভিন্ন তার একতার তার॥
স্বার্থ হিংসা দ্বেষে ভুলি জাতীয়তা,
প্রভাহীন পড়ে আছে যথা তথা,
কে গাথিবে তায়, মৈত্রী একতায় কে নাশিবে তার মোহ অন্ধকার?
যুকতি বিহীন ধরম-অন্ধতা,
বেদ-বিধিহীন কর্ম্ম-প্রবণতা,

নমিল জাতির চিরোন্নত শির, ভুলিল কায়স্থ স্বধর্ম্ম আচার॥
স্মরিয়া জাতির গত গরিমায়,
শত অবদান ভূত মহিমায়,
ব্যথিত পরাণ যত মহাপ্রাণ খুলিল মহান্ মিলন-দুয়ার॥
আনিতে জাতির বিগত বিভব,
দানিতে জাতির বিগত গৌরব,
এ মহা-মিলন—শুভ উদ্বোধন—সার্থক হউক—সাধন-সবার॥
জাতীয় মিলনে অসীম পুলকে,
মিলে ছিলে সবে আসি একে একে,
স্বভাবে অভাবে, কত শত ভাবে দিয়াছি বেদনা সংখ্যা নাহি তার।
বিয়োগান্ত দিনে বিদায়ের গীতি,
পারে কি দানিতে হৃদয়ের প্রীতি?
ক্ষম যত কৃতী, ত্রুটি ও বিচ্যুতি, বিদায়-বাসরে লহ নমস্কার॥

অতঃপর রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

উপস্থিত প্রায় ২০০০ হাজার লোকের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নাম দেওয়া হইল—

ডাঃ শ্রীহরিবন্ধু ভট্টাচার্য্য এম্, এ, চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড; প্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ড; নরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, হিন্দু-সভার প্রচারক; আর্য্য সন্ন্যাসী সদানন্দ; মৌলবী আবদুল লতিফ বিশ্বাস এম-এ, বি-এল্; আবদুল খালেক চৌধুরী, সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জি এম-এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্; মহম্মদ আওলাদ হোসেন, মোক্তার; হরেন্দ্রমোহন বসাক বি-এল; রমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি-এল্; দেবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এল; সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি, এল; প্রিয়নাথ গুপ্ত এম, এ, বি, এল; শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ; প্রিয়নাথ চৌধুরী জমিদার; রজনীকান্ত গোস্বামী, বেড়িলা; সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল; গদাধর চক্রবর্ত্তী, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিরত্ন; কালিদাস চক্রবর্ত্তী; গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী, লোকনাথ চক্রবর্ত্তী; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, চাঁদসী, বরিশাল; পরিব্রাজক মঙ্গলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তাশ্রম, বীরভূম; শ্রীযুক্ত মাখমলাল ধর বর্ম্মা দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগবর্ম্মা বি-এ, জ্ঞানদীয়া, ফরিদপুর; বীরেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, আলগা, ফরিদপুর।

রাজা সীতারাম রায়ের প্রাচীন কীর্ত্তি

আমরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আমাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত—তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব দুইজন বিখ্যাত বীর ও যোদ্ধার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ রক্ষাকল্পে

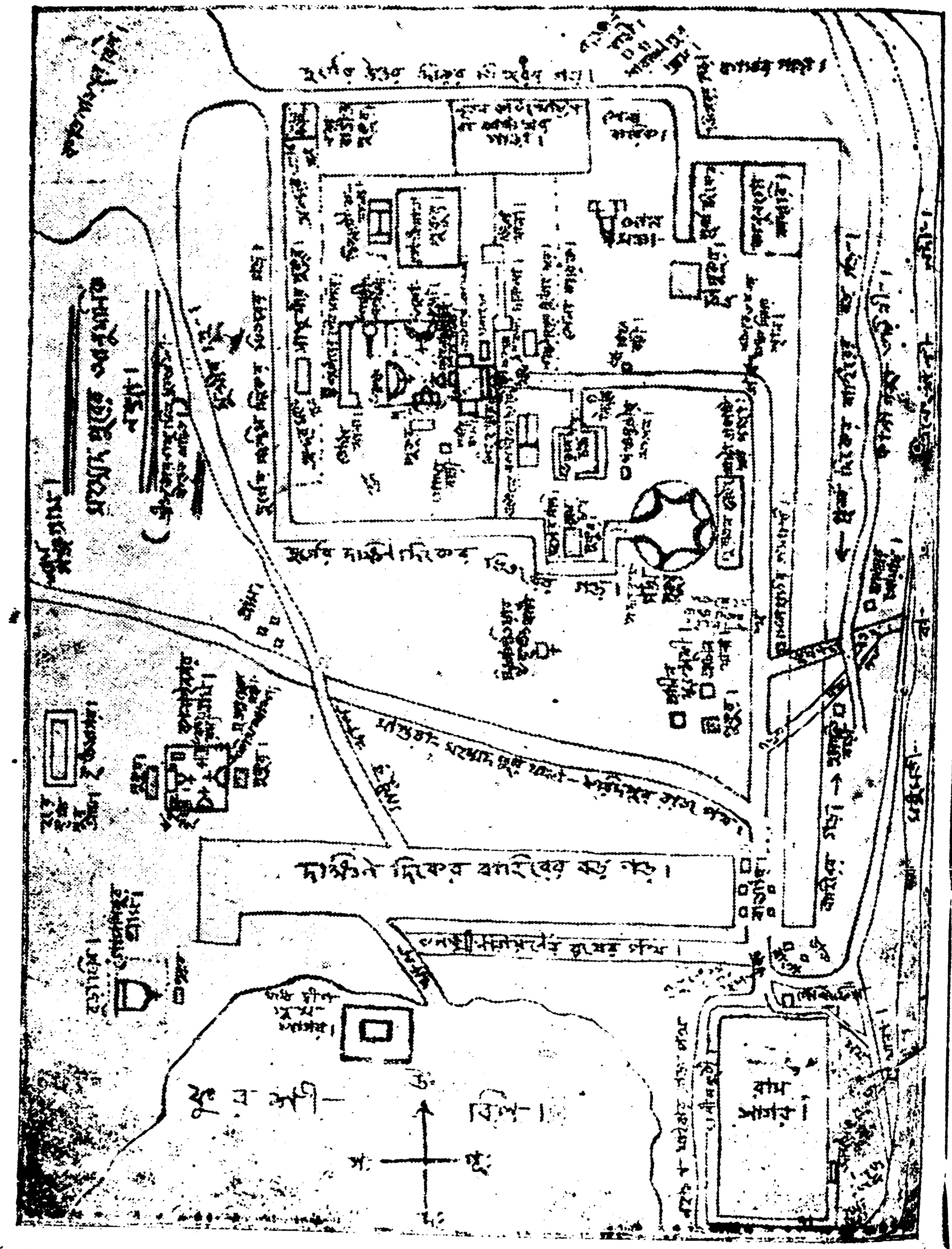

মহম্মদপুরের আনুমানিক নক্সা

কিরূপ যত্নহীন ও তাহার ফলে সেগুলির কিরূপ দুর্দ্দশা ও লুপ্তপ্রায় অবস্থা হইয়াছে তাহার কথা ক্রমে বলিতেছি। সে দুইজন বীর—যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং ভূষণাধিপতি রাজা সীতারাম রায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু সীতারামের কীর্ত্তিগুলির কথা বলিব।

সীতারামের ভূষণারাজ্যের রাজধানী মহম্মদপুরের অধিকাংশ স্থানের বর্ত্তমান ভূস্বামী নাটোরের বড় তরফের মহারাজা। নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীশ নাথ রায় যখন জীবিত ছিলেন সেই সময় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে

মহম্মদপুর—রাজা সীতারামের ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর

কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা দাদা মহাশয় ও অপর একজন বন্ধু সহ রাত্রের খুলনাগামী ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করি। তৎপর দিন প্রাতে খুলনা ঘাটে পঁহুছিয়া খুলনা-গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরগামী ষ্টীমারে কোন প্রকারে স্থান সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিলাম। আমাদের ষ্টীমার ২৷৷ ঘণ্টা লেট (Late) থাকায় উহা যথাসময়ে গোপালগঞ্জের ঘাটে পঁহুছিয়া

আমাদিগকে বোয়ালমারীগামী অন্ত ষ্টীমারটি ধরাইয়া দিতে পারিবেন বোধ হওয়ায় আমরা টোনা ঘাটে নামিয়া পড়িলাম। তথায় স্নান আহার সারিয়া নৌকাযোগে হালিফ্যাক্স খাল দিয়া মঙ্গলপুর ঘাটে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় ষ্টীমারে উঠিয়া রাত্রি ১২॥০ টার সময় মহম্মদপুর ঘাটে অতি সাবধানে অবতরণ করিলাম। মহম্মদপুরের নাটোর রাজ-কাছারির নায়েব মহাশয় পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত ষ্টীমার ঘাটে আমাদের জন্ম লণ্ঠন সহ কয়েকজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। ১॥০ মাইল পথ হাঁটিয়া আমরা সেই কৃষ্ণপক্ষের গভীর নিশীথে ব্যাঘ্র ও বন্ত শূকর-সমাকুল বনাকীর্ণ মহম্মদপুর দুর্গ মধ্যে রাণীভবাণীর ৺রামচন্দ্র জীউর ঠাকুরবাটীতে আশ্রয় পাইলাম।

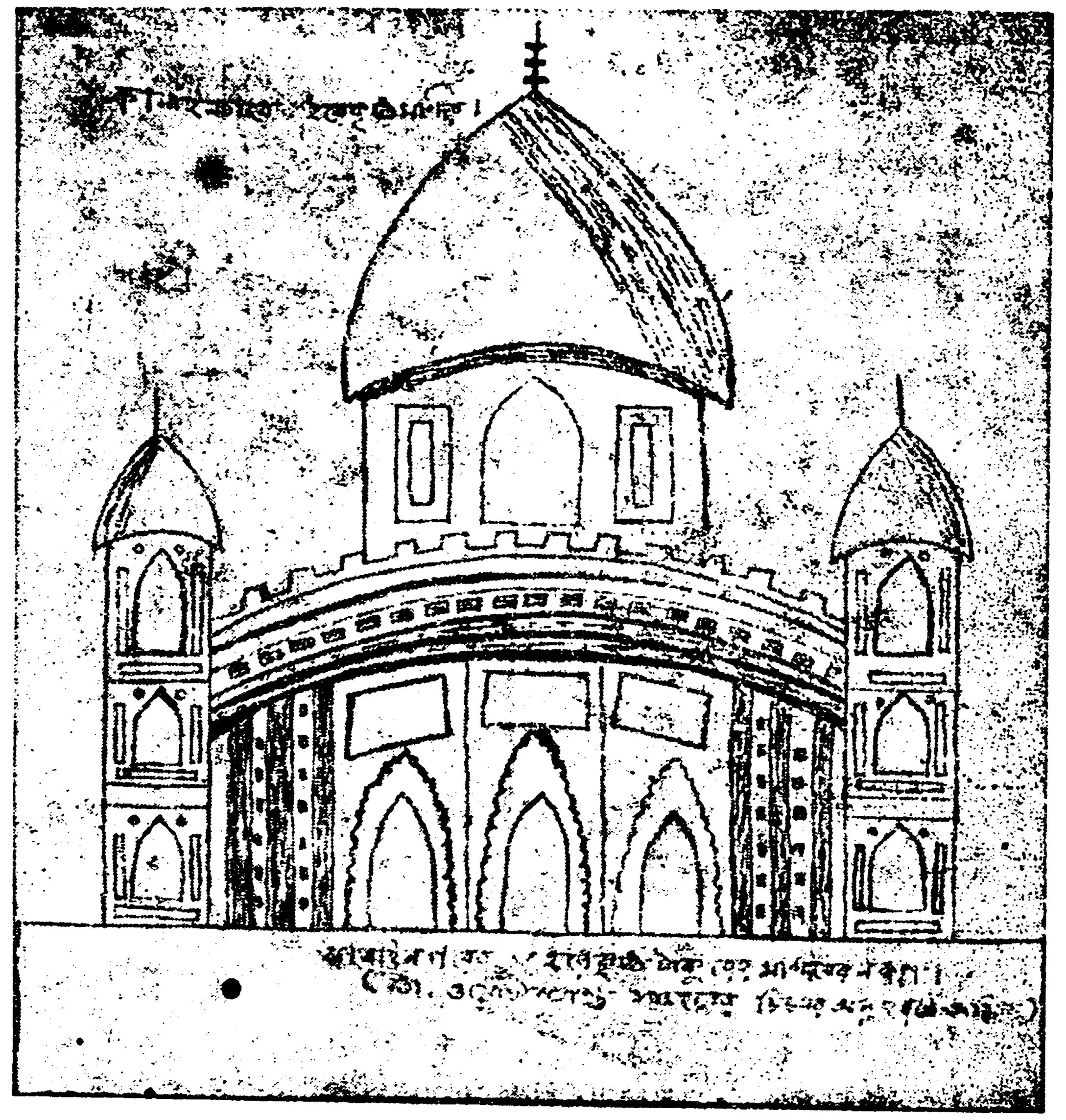

মহম্মদপুর কানাইনগরে ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা

রাজা সীতারাম রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৺হরেকৃষ্ণ ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা তাঁহাদিগের আপনাপন মন্দির হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এক্ষণে রাণী ভবানীর ৺রামচন্দ্রের ঠাকুর বাটীতে ৺রামচন্দ্রের সহিত একই ঘরে স্থাপিত হইয়া এক সঙ্গে পূজিত হইতেছেন ইহা দেখিয়াছি। ইহাতে হয়ত পৃথক পৃথক মন্দিরে

থাকিলে যে ব্যয় বাহুল্য হইত তাহার লাঘব হইয়া থাকিবে; কিন্তু ইহার ফলে ঐ মন্দিরগুলি আর ব্যবহৃত না হওয়ায় সেগুলি অযত্নে দ্রুত ধ্বংসপথে চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি।

মহম্মদপুরে সীতারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "রামসাগর" নামক দীঘি। ইহা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মধুমতী নদীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে, ইহার মাপ ১৭০৫ × ৮০৫ হাত, কিন্তু ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে ১০০০ × ৪০০ হাত। "যশোহর খুলনার ইতিহাসের" মতে ইহার মাপ ১৬০০ × ৬০০ হাত। ইহার জল পরিষ্কার। শীতকালে ইহাতে ৮।১০ হাত

মহম্মদপুর—রামসাগর দীঘি

গভীর জল থাকে। ইহা নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি। ইহাতে প্রচুর মৎস্য আছে। ইহার পাড়ে চাষ আবাদ আরম্ভ হওয়ায় বর্ষাকালে ঐ মৃত্তিকা দীঘির মধ্যে পড়িয়া দীঘিটিকে ক্রমে বুজাইয়া আনিতেছে। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ে যে শান-বাঁধান ঘাট ছিল তাহা বহুকাল পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া লোপ পাইয়াছে। আমরা যে সময় গিয়াছিলাম তখন মধুমতী নদী পাড় ভাঙ্গিয়া এই দীঘির দক্ষিণদিকে মাত্র কয়েকশত গজ দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় লোকে কহিল যে, মধুমতী এরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিলে আর ২।১ বৎসরের মধ্যে এই দীঘিটিকে গ্রাস করিয়া সীতারামের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি লোপ করিবে। বর্ত্তমানে দীঘিটির কি অবস্থা হইয়াছে জানিতে পারি নাই।

রামসাগরের উত্তর পাড়ে মহম্মদপুর পোষ্টাফিস ; তাহার উত্তর পার্শ্বে সরকারি ডাকবাঙ্গলা আছে। ডাকবাঙ্গলার উত্তরদিকে মহম্মদপুর দুর্গের বাহিরের পরিখা আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গের পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া বাহিরের গড় ও অপর দুই দিকে খাল বিল থাকিয়া দুর্গটিকে সুরক্ষিত করিত। দক্ষিণদিকের বাহিরের গড়ে ৭।৮ হাত গভীর জল আছে। এই গড় প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ ও ১৩০ হাত প্রশস্ত। ইহার পূর্ব্ব পাড়ে বাজার আছে। এই গড়ের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ের নিবিড় অরণ্য মধ্যে বন্য বরাহ, সর্প ও ব্যাঘ্র নির্ভয়ে বিচরণ করে।

দুর্গের পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়টি মজিয়া গিয়া বনাকীর্ণ ও ব্যাঘ্রের আবাসস্থল হইয়াছে। এই বাহিরের গড়দ্বয় ও খাল বিলের বেষ্টনীর মধ্যে আর একটি ভিতরের গড়ের বেষ্টনী আছে। উহা আজিও সম্পূর্ণ ও জলপূর্ণ আছে। ইহার জলের মধ্যে বড় বড় জিওল গাছ ও তীরে নিবিড় অরণ্য হইয়া আছে। নৌকাযোগে ভিতরের গড়ে ভ্রমণ করিলে সীতারামের দুর্গের গঠন-প্রণালী বুঝিতে পারা যায়।

দুর্গের পূর্ব্বদিকে যেখানে কালীগঙ্গা নামক খাল দুর্গের পূর্ব্বদিকের বাহিরের গড়ে আসিয়া মিশিয়াছে উহার উত্তর-পশ্চিম কোণে, ভূষণা যাইবার ও মহম্মদপুর দুর্গে যাইবার পথদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সীতারামের বিখ্যাত প্রভুভক্ত সেনাপতি দেবচরিত্র, চিরকুমার কায়স্থ-কুলতিলক মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের সমাধির স্থানটি বনের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিশ্বস্ত সেনাপতির সামাধির স্থান চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই সময় ঐ স্থানে কোন স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত না হইলে, আর কিছু দিন পরে ঐ স্থানটি চিনিতে পারা যাইবে না।

দুর্গের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত ৺রামচন্দ্রের ঠাকুরবাটীর সম্মুখে একটি উন্মুক্ত স্থানের প্রান্তভাগে সীতারাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলার সুউচ্চ ও অতি সুশ্রী দোলমঞ্চটি বহুকালের অযত্নে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেবার আমরা শুনিয়া আসিয়াছি যে ঐ স্থানে প্রতি বৎসর ৺লক্ষ্মীনারায়ণের দোল হয়, কিন্তু দোলমঞ্চটি মেরামত হয় না। মহম্মদপুরে নাটোরের মহারাজার যথেষ্ট দেবত্তর সম্পত্তি আছে, তথাপি কেন এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির এরূপ দুর্দ্দশা তাহা অনুমান সাপেক্ষ ও চিন্তার বিষয়।

দুর্গমধ্যে ৺রামচন্দ্রের বাটীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে সীতারামের চাকলা কাছারি বাটী ও জেলখানা ছিল। বর্ত্তমানে উহার ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহার পশ্চিমদিকে সীতারামের তোষাখানার পুকুর আছে।

উক্ত চাকলা কাছারির স্থান অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে সীতারামের বাটীর প্রথম সিংহদ্বারের ভগ্নস্তূপ ও দেওয়াল পথের উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে শত্রুপক্ষকে বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই স্থান হইতে সীতারামের ঠাকুরবাটী ও অন্দর-মহল আরম্ভ, কিন্তু তৎসমুদায়ের অধিকাংশই ব্যাঘ্র ও বন্য শূকরের আবাসস্থল নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ।

উক্ত সিংহদ্বার দিয়া ভিতরের দিকে যাইতে সীতারামের পুণ্যাহ ঘর ও মালখানার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমদিকে সীতারামের ঠাকুরবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুরবাটীর উঠানের দক্ষিণদিকে যে প্রবেশদ্বার ও নহবৎখানা ছিল তাহা বহু কাল পূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উঠানের উত্তরদিকে সীতারামের ৺দশভুজার কারুকার্য্যখচিত ভগ্নমন্দিরের দেওয়ালের

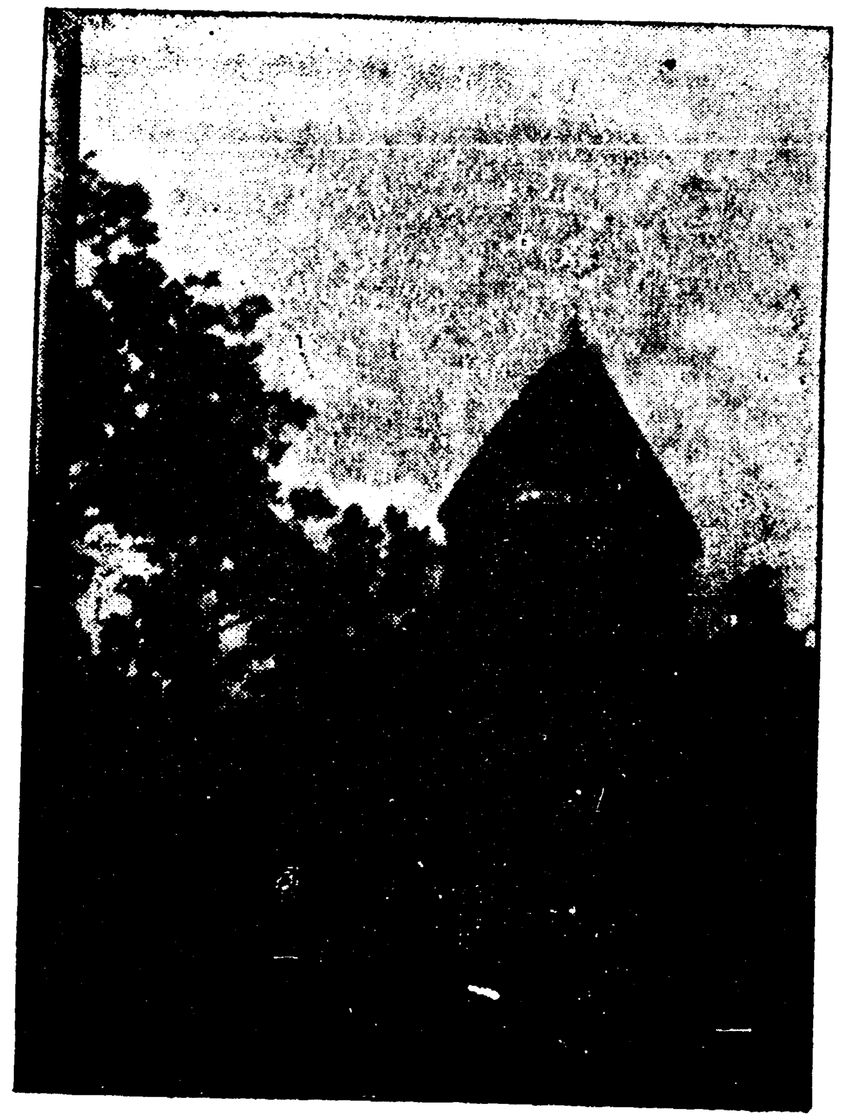

মহম্মদপুর ৺লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমঞ্চ

উপরে করগেট-টিনের আচ্ছাদন দিয়া তন্মধ্যে দশভূজাকে রাখা হইয়াছে। এই মন্দিরটি সীতারাম ১৬২১ শকে অর্থাৎ ১৬৯৯।১৭০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। বলা বাহুল্য ইহাও নাটোরের মহারাজের সম্পত্তি। দশভুজা মূর্ত্তিটি দেখিতে অতি

সুশ্রী। উহা অষ্টধাতুনির্ম্মিত বলিয়া কথিত। উহার উচ্চতা প্রায় ১।০ হাত। ঠিক এই প্রকার সুশ্রী কয়েকটি দশভুজা মূর্ত্তি জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বড়নগরের নাটোর-রাজের ঠাকুরবাটীতে দেখিয়াছি, কিন্তু সেগুলির এরূপ দশা হয় নাই। এখানে দশভুজার গৃহমধ্যে দুই মুখ সরু ৫।৬ হাত দীর্ঘ কাষ্ঠ নির্ম্মিত চড়কের একটি পাটবান আছে। উহা সীতারামের সময়ের বলিয়া কথিত।

ঠাকুরবাটীর উঠানের পশ্চিমদিকে সীতারামের ৺কৃষ্ণবিগ্রহের কারুকার্য্য-খচিত যোড়বাঙ্গালা মন্দিরের দেওয়াল মাত্র দণ্ডায়মান আছে। উহার সর্ব্বাঙ্গে অতি সুশ্রী লতা পাতা, পুত্তলিকা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত আছে। ৺কৃষ্ণ বিগ্রহটি সীতারামের পতনের পরে সীতারামের সর্ব্বনাশকারী নাটোরের রাজা রঘুনন্দনের দেওয়ান দীঘাপতিয়ার তিলি জাতীয় জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় লইয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিটি আজিও দীঘাপতিয়ায় পূজিত হইতেছে।

ঠাকুরবাটীর বাহিরে উত্তর-পশ্চিমদিকে সীতাশালগ্রাম শিলার অষ্টকোণ দ্বিতল মন্দির অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় অযত্নে দণ্ডায়মান আছে দেখিয়াছি। ইহার ছাদ খিলানকরা। ছাদের খিলান ভেদ করিয়া অশ্বথ ও বট বৃক্ষের শিকড় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাটিকে এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করায় ব্যবহারের ও সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি ধ্বংসপথে যাইতে বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার সংস্কার সম্ভবপর এবং তাহা সত্বর করা আবশ্যক। সীতারাম তাঁহার পিতৃ-পুণ্যার্থ এই মন্দিরটি ৺লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য ১৬২৬ শকে অর্থাৎ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। আমরা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাটিকে অদূরবর্ত্তী ৺রামচন্দ্রের গৃহে অবস্থিত দেখিয়া আসিয়াছি।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের পশ্চিমদিকে সীতারামের দ্বিতল তোষাখানার ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আজিও ভগ্নস্তূপ সমূহের মধ্যে অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহার গঠন-প্রণালীর পরিচয় দিতেছে। তোষা-খানার পশ্চাদ্ভাগে সীতারামের বিস্তৃত অন্দরমহলের স্থান বন্যবরাহ ও ব্যাঘ্র-বহুল নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। তোষাখানার ভগ্নবিশিষ্ট অংশ রক্ষা করা আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত দশভুজার ভগ্নগৃহের কিছু উত্তরদিকে সীতারামের দ্বিতল বৈঠক-খানা বাটী অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় অতীব অযত্নে বন জঙ্গলের মধ্যে দণ্ডায়মান আছে। ইহার উপরে বৃক্ষাদি হইয়া ইহাকে দ্রুত ধ্বংসপথে লইয়া চলিয়াছে। ইহার

ছাদের খিলান ভেদ করিয়া বৃক্ষের শিকড় মেঝিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইমারতটি এখনও রক্ষা করা যাইতে পারে।

উক্ত বৈঠকখানা বাটীর পূর্ব্বদিকে উহার পাদদেশে সীতারামের তোষাখানার পুকুর বা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের পুকুর আছে। পুকুরটির পূর্ব্বদিকে কাটখোট্টাপাড়া ও ও দক্ষিণদিকে ৺দশভুজার গৃহ বর্ত্তমান। পুকুরটি অপূর্ব্ব। ইহার চারিটি পাড় এবং জলের মধ্যে ইহার তলদেশ ইষ্টক দ্বারা আগাগোড়া বাঁধান আছে। পুকুরটির চতুর্দ্দিকে জলের ধারে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, এবং জলের দিকে উহার গাত্রে খিলানকরা কুলুঙ্গীর সারি ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের অভগ্ন প্রাচীরের মধ্যে আজিও কুলুঙ্গীর সারি দেখিতে পাওয়া যায়। সীতারামের সময় এই কুলুঙ্গী গুলিতে রাত্রে প্রদীপের সারি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। প্রবাদ আছে যে সীতারাম এই পুকুরের জলের মধ্যে স্বীয় ধনরত্ন রক্ষা করিতেন। একালেও লোকে ইহার জলের মধ্যে ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এই প্রকারের আগাগোড়া বাঁধান ধনরত্ন রক্ষার্থ একটি পাঠান আমলের পুকুর গৌড়ে হুসেন শাহের ভগ্ন প্রাসাদ হাবেলিখাসের বনজঙ্গলের মধ্যে আজিও বর্ত্তমান আছে। বহুকালের অযত্নে সীতারামের এই পুকুরটির শান-বাঁধান পাড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং ইহার জলে হোগলা জাতীয় তারাজি নামক এক প্রকার আগাছা ও শৈবালদল জন্মিয়া ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দুর্গের মধ্যে অন্যান্য স্থানে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে, কিন্তু তথায় প্রবেপ করা দুঃসাধ্য।

দুর্গের দক্ষিণদিকের বাহিরের গড়ের দক্ষিণদিকে ঝিল বেষ্টিত ও সীতারামের গ্রীষ্মাবাসের স্থান "সুখ-সাগর" আছে। ঝিলের মধ্যস্থ একটী দ্বীপের চতুর্দ্দিক ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। এই দ্বীপে সীতা-রামের গ্রীষ্মাবাসের উচ্চ বাটীকা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সামান্য স্তূপ মাত্র আছে। এই স্থানে নির্জ্জন বনের মধ্যে অতি বৃহদাকার বহু গোসাপ বাস করিয়া থাকে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সীতারামে" "চিত্তবিশ্রামের" উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের চরিত্র কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিয়া যে জঘন্য কার্য্যের জন্য "চিত্তবিশ্রাম" ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সীতারামের সেরূপ জঘন্য চরিত্র ছিল না এবং তাঁহার "সুখ-সাগর" ঐরূপ কোন দুষ্ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত না বলিয়া শুনা যায়।

দুর্গের দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বোক্ত বাহিরের গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে

কিঞ্চিৎ দূরে গোপালপুর নামক গ্রামে সীতারামের বুড়াশিবের বৃহৎ ভগ্নমন্দির ও তাহার সম্মুখদিকে একটি ক্ষুদ্র টিনের কুটীরের বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গটি বর্ত্তমান আছে। এই স্থানের ভগ্ন ঠাকুর বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটি ছোট পুকুরের খাত বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে শিবলিঙ্গটি সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা জানি না।

পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ দিকের বাহিরের গড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে বৃক্ষ-ছায়ায়—অন্ধকার কানাইনগর নামক লোক বিরল গ্রামে সীতারামের একটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত ঠাকুর বাটী আছে। ঠাকুরবাটীর উঠানের চারি দিকে এক একটি করিয়া ভগ্ন মন্দির আছে; তন্মধ্যে যেটি ছোট একতালা ঘর ও উত্তর দিকে অবস্থিত সেটি নাটোর রাজকুমারী তারাদেবীর ৺বলরামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উঠানের অপর তিন দিকের কারুকার্য্যখচিত বৃহৎ মন্দিরত্রয় সীতারামের সময়ের এগুলির উপরে এত বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ হইয়াছে যে এই ঠাকুর বাটীতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি উঠানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং উহার অঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কারুকার্য্য খোদিত আছে। মন্দিরটি দ্বিতল। ইহাই সীতারামের ৺হরেকৃষ্ণ নামক কৃষ্ণ বিগ্রহের মন্দির। নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ জীবিত থাকা কালে এই স্থান হইতে উক্ত বিগ্রহকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়ায়, এই ঠাকুর বাটীতে লোক চলাচল বন্ধ হওয়ায় অযত্নে ইহা ধ্বংস-পথে চলিয়াছে। ইমারতের মধ্যে ৺হরেকৃষ্ণের উক্ত মন্দিরটিই বর্ত্তমানে সীতারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। হরেকৃষ্ণের মন্দিরটি রক্ষা ও সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ উহাকে সংরক্ষিত প্রাচীনকীর্ত্তি (Protected monument) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু স্বত্বাধিকারী নাটোরের মহারাজা তখন পর্য্যন্ত স্বয়ং উহার সংস্কার না করায় এবং উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের হস্তে ছাড়িয়া না দেওয়ায় এই অপূর্ব্ব প্রাচীন কীর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বর্ত্তমানে নাটোরের মহারাজা এবং গবর্ণমেণ্ট উহার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানি না।

মহম্মদপুরে যাইয়া শুনিয়াছিলাম যে ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক রাত্রে সহসা সীতারামের প্রাচীন বিগ্রহ ৺হরেকৃষ্ণ, ৺দশভূজা ও ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতিকে নাটোরে লইয়া যাওয়া হয়। সেই হইতে উক্ত বিগ্রহগুলির মন্দির সকল পরিত্যক্ত হয়। সে সময় সংবাদপত্রে আন্দোলন হইয়াছিল। তৎপরে

প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ প্রায় ৫ বৎসর পরে ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে বিগ্রহগুলি মহম্মদপুরে ফেরৎ পাঠান। তখন হইতে সীতারামের বিগ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র দশভূজা ব্যতীত আর সকলগুলি রাণী ভবানীর ৺রামচন্দ্রের মন্দিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

এক্ষণে প্রত্যেক কায়স্থের কর্ত্তব্য এই যে সীতারামের ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীনকীর্ত্তিগুলি যাহাতে সুরক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা। সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া অথবা নাটোরের মহারাজা ও গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের সাহায্যে কীর্ত্তিগুলি এখনও রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালী জাতির তথা কায়স্থ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

সামাজিক বার্ত্তা

প্রচার-বিবরণ

জামালপুর হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ নাগ মহাশয় জানাইতেছেন,—

"গত বুধবার ৮ই জুন তারিখে জামালপুর (মুঙ্গের) বারোয়ারী তলায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অনুকূলচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল কর মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় বঙ্গীয় কায়স্থগণের এক সভার অধিবেশন হইরাছিল।

এই সভায় দিনাজপুর মহারাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রয়োগে কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব এবং তাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীতা বিশদরূপে প্রমাণ করেন। স্থির হইল যে শীঘ্রই স্থানীয় কায়স্থগণের আর একটী সভার অধিবেশন হইবে এবং ঐ সভায় কায়স্থ-জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও উপনয়ন গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

উপনয়ন

(১)

পুর্ণিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত বর্ম্ম মহাশয় লিখিতেছেন,—

নদীয়া জেলার মেচাপাতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কুলভূষণ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে

একটী কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন ও শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় যথাবিহিত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

(২)

গত ১লা আষাঢ় বৰ্দ্ধমান জেলার দেনুর গ্রামে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঠাকুর, রেবতীমোহন ঠাকুর ও মথুরানাথ ঠাকুর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে ও নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উপরোক্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়াছে।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বিগত ২রা আষাঢ় বৰ্দ্ধমান জেলায় দেনুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ঠাকুরের (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ) মাতৃশ্রাদ্ধ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৩এ শ্রাবণ সোমবার টাঙ্গাইল সবডিভিসনের অধীন গোপালপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষবৰ্ম্ম ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ঘোষ এ, বি (ভূপৰ্য্যটক) মহাশয়দ্বয়ের মাতা ৺গোবিন্দময়ী দেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয় রীত্যানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

বিগত ২৪এ শ্রাবণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বৰ্ম্ম ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বৰ্ম্ম মহাশয়দ্বয়ের মাতা ৺মোক্ষদাসুন্দরীদেবীর আদ্যকৃত্য কলিকাতা ৺গঙ্গাতীরে যথরীতি ক্ষত্রিয়াচারে দ্বিজোচিতবিধানে অন্নের পিণ্ডাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। অক্লান্তকৰ্ম্মা শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববৰ্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার স্বজাতিবৎসল কতিপয় সভ্য মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই শ্রাদ্ধ কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার অধীন শিরুয়াইল-নিবাসী বৈদিক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কাৰ্য্য করিয়াছিলেন।

বৰ্দ্ধমান প্রচার-প্রসঙ্গ

বৰ্দ্ধমান ঐতিহাসিক সহর, এবং বৰ্দ্ধমানের প্রশংসার কথা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মুখে অতীতকালে ঘোষিত হইয়াছে ইহাও সত্য। বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমানের সে পূৰ্ব্ব সম্পদ আছে কিনা জানি না. তবে স্বাস্থ্য, সমাজ এবং ধর্ম

নৈতিক ব্যাধিতে যে বৰ্দ্ধমান সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুসমাজ আজ নিবীর্য্য, হিন্দুর সনাতন-ধৰ্ম্ম আজ জীবন্মৃত। মাত্র মস্তক ও পদদ্বয় সংযুক্ত থাকিয়া স্কন্ধ হইতে ঊরু পৰ্য্যন্ত বিলুপ্ত হিন্দুর সমাজ দেহ আর কতকাল বিভীষিকা দেখাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? সমাজ দেহের বাহু বাংলার ঐ কায়স্থ জাতি অজ্ঞাতবাসে জীবনাতিবাহিত করিতেছে! কে আছে কায়স্থ সাধক! জাতির এই অজ্ঞাতবাস দূর করিয়া তাহাকে সুপ্রকাশ করিবে? আজ পূর্ণ পঞ্চবিংশবর্ষকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, জাতির এই অজ্ঞাতবাস দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কলিকাতার এত সন্নিকটে অবস্থিত বৰ্দ্ধমানে যাবৎ কোন কায়স্থান্দোলনের লক্ষণ-ই-দেখা গেল না। ৺মনস্বী সারদাচরণের জীবিতাবস্থায় ৺রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের সহায়তায় বৰ্দ্ধমানে একটী স্বজাতি সম্মেলন আহ্বানের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের উদাসীনতা ও প্রাণহীনতায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। বৰ্দ্ধমান কায়স্থ সমাজ বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের তাহার স্বজাতিগণের তুলনায় যে প্রাণহীন অবস্থায় অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৰ্দ্ধমানের বহু মনস্বী ও মেধাবী কায়স্থ সন্তান বর্ত্তমান থাকিতেও বৰ্দ্ধমানের কায়স্থগণের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয় মমত্ব বুদ্ধি জাগরিত হইতেছে না, বহু প্রতিভাবান্ কায়স্থসন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়াও বৰ্দ্ধমান তাহার গৌরবময় দ্বিজত্বের নিদর্শন গ্রহণ করিতে পারিল না। কি পরিতাপ ও লজ্জাস্কর ব্যাপার? বেদবিহীন হিন্দুসন্তান যে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক তাহাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? বিগত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন বৰ্দ্ধমানে যে সংকীর্ণ বিশেষবুদ্ধি লইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আত্মপ্রাধান্য রক্ষাকল্পে সৰ্ব্বজন ও সৰ্ব্বজাতির উন্নতির পথরুদ্ধ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং সর্ব্বোপরি পৌরোহিত্য ধৰ্ম্মকেই হিন্দুর সনাতন ধৰ্ম্মরূপে বজায় রাখিবার যে আয়াস অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহাতেও কি বৰ্দ্ধমানবাসী কায়স্থবৃন্দের চৈতন্যোদয় হইল না? কায়স্থজাতির দ্বিজাচার প্রতিপালন ও স্বধৰ্ম্মপালনে কটাক্ষ করিরা যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রদত্ত ও পঠিত হইয়াছিল এবং সম্মেলনের উদ্যোগপৰ্ব্ব হইতেই যে সব বিদ্বেষপূর্ণ লেখালিখি ও সংকীর্ণ চিত্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তৎপ্রতি বৰ্দ্ধমানবাসী তথা সমগ্র বঙ্গবাসী কায়স্থগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই, হায়ে আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য জাতি! আর কতকাল এভাবে পদে পদে জাতীয় কলঙ্কাপবাদ বহন করিয়া ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে চাও?

DOUBLE COLOUR

একটী কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন ও শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় যথাবিহিত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

(২)

গত ১লা আষাঢ় বৰ্দ্ধমান জেলার দেনুর গ্রামে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঠাকুর, রেবতীমোহন ঠাকুর ও মথুরানাথ ঠাকুর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে ও নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উপরোক্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়াছে।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বিগত ২রা আষাঢ় বৰ্দ্ধমান জেলায় দেনুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন ঠাকুরের (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ) মাতৃশ্রাদ্ধ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৩এ শ্রাবণ সোমবার টাঙ্গাইল সবডিভিসনের অধীন গোপালপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষবৰ্ম্ম ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ঘোষ এ, বি (ভূপর্য্যটক) মহাশয়দ্বয়ের মাতা ৺গোবিন্দময়ী দেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাযীতি ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয় রীত্যানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ

বিগত ২৪এ শ্রাবণ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দোলকুণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বৰ্ম্ম ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বৰ্ম্ম মহাশয়দ্বয়ের মাতা ৺মোক্ষদাসুন্দরীদেবীর আত্মকৃত্য কলিকাতা ৺গঙ্গাতীরে যথরীতি ক্ষত্রিয়াচারে দ্বিজোচিতবিধানে অন্নের পিণ্ডাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। অক্লান্তকৰ্ম্মা শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববৰ্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার স্বজাতিবৎসল কতিপয় সভ্য মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই শ্রাদ্ধ কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার অধীন শিরুয়াইল-নিবাসী বৈদিক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কাৰ্য্য করিয়াছিলেন।

বৰ্দ্ধমান প্রচার-প্রসঙ্গ

বৰ্দ্ধমান ঐতিহাসিক সহর, এবং বৰ্দ্ধমানের প্রশংসার কথা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মুখে অতীতকালে ঘোষিত হইয়াছে তাহাও সত্য। বৰ্ত্তমান বৰ্দ্ধমানের সে পূৰ্ব্ব সম্পদ আছে কিনা জানি না, তবে স্বাস্থ্য, সমাজ এবং ধর্ম

...তিক ব্যাধিতে যে বৰ্দ্ধমান সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুসমাজ আজ নিবীর্য্য, হিন্দুর সনাতন-ধৰ্ম্ম আজ জীবন্মৃত। মাত্র ...ক ও পদদ্বয় সংযুক্ত থাকিয়া স্কন্ধ হইতে উরু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হিন্দুর সমাজ দেহ ...র কতকাল বিভীষিকা দেখাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? সমাজ দেহের ...হ বাংলার ঐ কায়স্থ জাতি অজ্ঞাতবাসে জীবনাতিবাহিত করিতেছে! কে আছে ...স্থ সাধক! জাতির এই অজ্ঞাতবাস দূর করিয়া তাহাকে সুপ্রকাশ করিবে? ...জ পূর্ণ পঞ্চবিংশবর্ষকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা, জাতির এই অজ্ঞাতবাস ...র করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কলিকাতার এত সন্নিকটে অবস্থিত বৰ্দ্ধমানে ...বৎ কোন কায়স্থান্দোলনের লক্ষণ-ই-দেখা গেল না। ৺মনস্বী সারদাচরণের ...বিতাবস্থায় ৺রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের সহায়তায় বৰ্দ্ধমানে একটী স্বজাতি ...ম্মেলন আহ্বানের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের উদাসীনতা ও প্রাণহীনতায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। বৰ্দ্ধমান কায়স্থ সমাজ বঙ্গদেশের অন্যান্য ...নের তাহার স্বজাতিগণের তুলনায় যে প্রাণহীন অবস্থায় অতি পশ্চাতে ...ড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৰ্দ্ধমানের বহু মনস্বী ও মেধাবী কায়স্থ সন্তান বৰ্ত্তমান থাকিতেও বৰ্দ্ধমানের কায়স্থগণের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয় ...ত্ব বুদ্ধি জাগরিত হইতেছে না, বহু প্রতিভাবান্ কায়স্থসন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়াও বৰ্দ্ধমান তাহার গৌরবময় দ্বিজত্বের নিদর্শন গ্রহণ করিতে পারিল না। কি পরিতাপ ও লজ্জাস্কর ব্যাপার? বেদবিহীন হিন্দুসন্তান যে বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক তাহাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? বিগত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন বৰ্দ্ধমানে যে সংকীর্ণ বিশেষবুদ্ধি লইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আত্মপ্রাধান্য রক্ষাকল্পে সৰ্ব্বজন ও সৰ্ব্বজাতির উন্নতির পথরুদ্ধ ও অধিকার ...দ্ধ রাখিয়া এবং সর্ব্বোপরি পৌরোহিত্য ধৰ্ম্মকেই হিন্দুর সনাতন ধৰ্ম্মরূপে বজায় রাখিবার যে আয়াস অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহাতেও কি বৰ্দ্ধমানবাসী কায়স্থবৃন্দের চৈতন্যোদয় হইল না? কায়স্থজাতির দ্বিজাচার প্রতিপালন ও স্বধৰ্ম্মপালনে কটাক্ষ করিয়া যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রদত্ত ও পঠিত হইয়াছিল এবং সম্মেলনের উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই যে সব বিদ্বেষপূর্ণ লেখালিখি ও সংকীর্ণ চিত্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তৎপ্রতি বৰ্দ্ধমানবাসী তথা সমগ্র বঙ্গবাসী কায়স্থগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই, হায়ে আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য জাতি! আর কতকাল এভাবে পদে পদে জাতীয় কলঙ্কাপবাদ বহন করিয়া ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে চাও?

DOUBLE COLOUR

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় গত বর্ষের মাননীয় সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি আর এস, সি আই ই মহোদয় বর্দ্ধমানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে বর্দ্ধমানে সরকারী উকিল শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার বসু (বোস সাহেব) মহোদয়কে অনুরোধ পত্র দিয়াছিলেন এবং আমাকেও বীরভূম হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার সহায়তায় প্রচারকার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিগত ১০ই ভাদ্র আমি বর্দ্ধমানে গমন করিয়া সন্তোষ বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করি এবং স্থানীয় প্রধান কায়স্থবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া বর্দ্ধমান টাউন হলে একটী স্বজাতি সম্মেলন আহ্বান করিতে অনুরোধ করি। ডাঃ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মিত্র বি, এল, শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নারায়ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্রীমোহন সিংহ বি এল, শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব[illegible] এমএ,বি এল,সি এম এলমহাশয়ের, পুত্র শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মিত্র শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সত্যাংশুকুমার সিংহ বি, এল প্রভৃতি মহোদয়গণ আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া বিগত ১৩ই ভাদ্র তারিখে বর্দ্ধমান টাউন হলে একটী কায়স্থ-সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রায় অমূল্যচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মিত্র কো-অপা-ব্যাঙ্কের [illegible] শ্রীযুক্ত সত্যাংশুকুমার সিংহ বি এল, বর্দ্ধমান সাপ্তাহিক "শক্তি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবকীরঞ্জন বসু এবং শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসু (শ্রদ্ধেয় বোস সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র) আমার এই কাজের সহায়ক হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আইন সচিব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, [illegible] এল এবং শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার বসু মহাশয়দ্বয়েরও যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়াছি।

পল্লীভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমি নেতৃ স্থানীয় স্বজাতিবৃন্দের নিকট কোন আগ্রহ, উৎসাহ বা সহানুভূতি পাই নাই। বরং নিরুৎসাহ, আস্থাহীনতা ও উদাসীনতাই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনারায়ণ দত্ত এম এ, মহোদয়ের নিকটই আমি প্রথম এ সম্বন্ধে উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছিলাম। "কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়" "দত্ত কারো ভৃত্য নয়" এ কথাগুলি তিনি খুব দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির উল্লেখে কায়স্থ জাতির অতীতকীর্ত্তি ও রাজ্য গৌরব আমায় শুনাইয়া আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। শারীরিক অবস্থার

[illegible] একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যে সভাস্থ হইতে পারিবেন না তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৩ই ভাদ্র বর্দ্ধমান টাউনহলে সভার অধিবেশন হইল। "কায়স্থ-জাতির অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা করিব এই মর্ম্মে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশ জনের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বিতরিত হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৫টার সময় সভাধিবেশনের সময় নির্দ্ধারিত ছিল। আমি ঠিক পাঁচটার সময়েই টাউনহলে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম ৮।১০ জন লোক সভায় উপস্থিত এবং বোস সাহেব ব্যস্ততার সহিত চারিদিক্ পরিদর্শন করিতেছেন। বর্দ্ধমান সহরে সভা সমিতিতে ১০।২০ জনের বেশী লোক সমাগম হয় না এই আলোচনাই তখন হইতেছে। অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সভায় কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে "ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা" সংগীতটী শ্রীযুক্ত নবগোপাল বাবু গান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যাংশুকুমার সিংহ মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বর্দ্ধমানের অতি প্রাচীন ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মিত্র মহাশয়কে এই সভার সভাপতি পদে বরণের প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া একটী সময়োচিত সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন এবং আমাকে এই সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। তখন দেখা গেল প্রায় শতাধিক স্বজাতিমহোদয় সেই সভাগৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং ক্রমশঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ২।৩ জন ব্রাহ্মণ, ২।৩ জন উগ্রক্ষত্রিয়, ৪।৫ জন অপর জাতীয় লোক এবং ২।৩ জন মুসলমান ভাইকেও এ সভায় উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। হলগৃহের উভয় পার্শ্বের বারন্দায় নানাজাতীয় অনেক লোক দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা চলিল। সকলেরই মুখে একটা উৎসাহ ও আনন্দ ভাব ফুটিয়া উঠিল। ভালো আলোর ব্যবস্থা না থাকায় আমার বক্তৃতা উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম, এবং জাতীয় কথামৃত পানে অতৃপ্ত কায়স্থ সন্তানগণ অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সভাভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

আমার পরমাত্মীয় স্বজাতিবৃন্দ যে এত অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ এই জাতীয় সেবকের কথা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়া এবং আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি সেই দিনের মত বক্তৃতা শেষ করিলাম।

বর্দ্ধমানে এই আন্দোলনটী সজীব রাখিতে এবং মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানের নানা

স্থানে প্রচার কার্য্যের জন্য "বর্দ্ধমান কায়স্থ-সমিতি" নামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একটী স্থায়ী শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ঐ সমিতির কার্য-নির্ব্বাহক-সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য যত সত্বর সম্ভব একটী সাধারণ সভা আহ্বান করার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল।

হাইকোর্টের অন্যায় অশাস্ত্রীয় ও দেশাচার বিরুদ্ধ অযৌক্তিক রায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং তৎপ্রতি কায়স্থ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তৎপ্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিয়া এবং কায়স্থ জাতির দশসংস্কার ও দেব পূজাদি, অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সম্যক্ দ্বিজোচিত আচার ও পদ্ধতির অনুসরণ কায়স্থ নরনারী মাত্রেরই অবশ্য করণীয় বলিয়া আর একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিগণের কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় সমুদায় ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া সম্প্রতি ভারতীয় সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্ব প্রদেশস্থ কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত এবং তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ যে চৎকার রায় দিয়া বিচারালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে নামিয়াছেন তজ্জন্য সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া অতঃপর রাত্রি ৮৷৹ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সভাপতি মহাশয় অন্যান্য মাননীয় স্বজাতিগণ আমাকে আরও কিছুদিন বর্দ্ধমান থাকিয়া প্রচার করিতে বলেন কিন্তু মাণিকগঞ্জ কায়স্থ মহাসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য সময়াভাববশতঃ আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও আর বেশী দিন তথায় থাকিতে পারি নাই। তবে বীরভূমে শ্রীচিত্রগুপ্তাশ্রমে ফিরিবার পথে বৎসরে অন্ততঃ চারিবার বর্দ্ধমানে অবতরণ করিবার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় সন্তোষবাবু ডা… জগদ্বন্ধু বসু, রামেন্দ্রবসু প্রভৃতি মাননীয় স্বজাতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। স্বজাতির এ ঐকান্তিক আহ্বান রক্ষা করিতে শ্রীচিত্রগুপ্তদেব আমায় সময় ও সুযোগ দান করুন।

শ্রীযুক্ত মোহনীমোহন বসু, কমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, তারাপদ মিত্র এম এ বি এল, ক্যাপ্টেন বি বসু, জে এন ঘোষ, ডাঃ জে, সি, আইচ, জয়কৃষ্ণ বসু, নরেশ চন্দ্র মিত্র বি এল, রাখালদাস দাস বি এল, প্রভাসচন্দ্র দত্ত বি এল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার এবং অপরাপর বহু স্বজাতি মহোদয়গণকে যাঁহারা ঐ সভায় যোগদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছিলেন এবং ঐ

…লের অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত আমার স্বজাতিবৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছি …দের এবং যাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার আমার অবকাশ হয় নাই …দেরও প্রত্যেককে আমি নতজানু হইয়া আমার বিনীত অভিবাদন জানাই-…ছি এবং বর্দ্ধমান জিলায় কায়স্থ জাতির শূদ্রত্বের কলঙ্কাপবাদ যাহাতে সত্বর …রীত হয় এবং প্রচার কার্য্য রীতিমত অগ্রসর হয় তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ …রিতেছি। বন্দে পিতরম্ চিত্রগুপ্তম্।

পরিব্রাজক— অগ্নিহোত্রী

প্রচার প্রসঙ্গ—মাণিকগঞ্জ

মাণিকগঞ্জে নিখিলবঙ্গ কায়স্থ মহাসম্মেলনের পর বিগত ২৮শে ভাদ্র তারিখে …ণিকগঞ্জ মিত্রভিলায় একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়াছিল। নিম্নলিখিত কায়স্থগণ ঐ …কেন্দ্রে উপনীত হন।

১ম কেন্দ্র

আচার্য্য :—পারব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
পুস্তকাচার্য্য : - পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার
ক্ষত্রিয়াসন :—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা

১। নলিনীমোহন মিত্র বর্ম্ম বি এল
২। দীনেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা বি. এ, হেড মাষ্টার
আনন্দমোহন হাইস্কুল, ঝিটকা
৩। পরেশনাথ রায়
৪। অপূর্ব্বচন্দ্র নিয়োগী
৫। মহেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী
৬। নির্ম্মলচন্দ্র গুহ নিয়োগী
৭। অমরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
৮। প্রিয়নাথ ধর
৯। প্রমথনাথ ধর

২য় কেন্দ্র—কাটিগ্রাম

৩রা আশ্বিন

আচার্য্য :— { পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার— পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী— }

১। দুর্গাদয়াল গুহ খাসনবীশ
২। গিরিদয়াল গুহ খাসনবীশ
৩। জগদীশচন্দ্র গুহ খাসনবীশ
৪। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ খাসনবীশ
৫। ভবতোষ গুহ খাসনবীশ
৬। কালিদাস বসু
৭। যোগেশচন্দ্র সোম সরকার
৮। রমণীপ্রসাদ আইচ বিশ্বাস
৯। ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি, এ
১০। হৃদয়নাথ কর

আটিগ্রাম সভা

৪ঠা আশ্বিন তারিখে বিদ্যালঙ্কার ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়দ্বয় আটিগ্রাম গ... করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কায়স্থ মহোদয়গণে... উদ্যোগে তথায় একটী সভা আহূত হইয়াছিল। স্থানীয় স্বজাতিগণ এ... মহিলাবৃন্দ এই সভায় খুব আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। অন্য... জাতীয় অনেক লোক ও এসভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডি... গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার শাস্ত্রযু... ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনুপ্রাণি... হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় অতঃপর তাঁহা... ওজস্বিনী বক্তৃতায় সকলকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি ১০টায় সভা ভঙ্গ হয়। পূজা... সময় আত্মীয়স্বজনগণ সব দেশে আসিলে তাঁহাদের সকলকে লইয়া একটী... উপনয়নের দিন স্থির করিয়া সকলেই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন এই কথা... শ্রীযুক্ত যোগেশবসু, সুরেন্দ্র বসু প্রভৃতি সকলে বলেন। আমরা আশা করি আটি... গ্রামবাসী স্বজাতি মহোদয়গণ এতদিনে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া জাতীয় কর্ত্ত... প্রতিপালন করিয়াছেন।

৩য় কেন্দ্র—মাণিকগঞ্জ

তারিখ ১৩ই আশ্বিন—গোবিন্দ বাবুর বাসা
আচার্য্য :—পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
হোতা : হীরালাল চক্রবর্ত্তী

১। গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী (মোক্তার) সাং শিঙ্গাইর
২। বরদানন্দ নিয়োগী „
৩। মণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী এম, এ ও যে' পাঠি ছাত্র „
৪। প্রফুল্লচন্দ্র নিয়োগী „

প্রথম কেন্দ্রের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ...রকার বি, এ (প্রচারক), শ্রীযুক্ত পরেশনাথ রায়, দ্বিতীয় কেন্দ্রের জন্য শ্রীযুক্ত ...র্গাদয়াল গুহ খাসনবীশ, শ্রীযুক্ত গিরিদয়াল গুহ খাসনবীশ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ...োম সরকার তালুকদার এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি, এ; তৃতীয় কেন্দ্রের ...ন্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী বর্ম্মা মহোদয়গণকে ...আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি উৎসাহ ...ও উদ্যোগেই উপরোক্ত কেন্দ্রগুলি সম্ভবপর হইয়াছিল। আশা করি মাণিকগঞ্জে ...অপরাপর স্থানের স্বজাতি মহোদয়গণ তাঁহাদের এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ...জাতীয় কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্ম পালনে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিবেন। জাতীয় কার্য্যে ...স্বার্থত্যাগ স্বজাতি মাত্রেরই সাধ্যমত অবশ্য কর্ত্তব্য, আমরা তিল্লী, থলসী, মিওর, ...এবং অন্যান্য স্থানের নেতৃস্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ ...করি।

ভ্রম সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যায় পত্রিকার "আবেদনে"র ২১২ পৃষ্ঠায় পরিব্রাজক সরল-...চন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ঠিকানা ভুলক্রমে মামুদপুর পোঃ আঃ লিখা হইয়াছে। ...ঠিক ঠিকানা সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল :—

চরিচা, মামুদবাজার পোঃ আঃ বীরভূম।

BLANK PAGE(S)

পরিশিষ্ট (ক)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চবিংশ বর্ষ—১৩৩৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় এবং স্বজাতিবৎসল কায়স্থভ্রাতৃবৃন্দের সহানুভূতি ও সহায়তায় ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রারব্ধ এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গত আষাঢ়ে তাহার জীবনের ষড়্‌বিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যে মহাত্মগণের ঐকান্তিক যত্ন, আগ্রহ ও ত্যাগের ফলে এই মহাসভার উদ্ভব হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইহার মায়া কাটাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। আজ পরলোকগত শিবতুল্য সেই মহারাজ সার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহারাজা সার গিরিজানাথ, সার চন্দ্রমাধব, রাজর্ষি বনমালী, মহাপ্রাণ রমানাথ, রায় যতীন্দ্রনাথ, মহাতেজা কালীপ্রসন্ন, রায় নন্দলাল, রায় পশুপতিনাথ, রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ, মহামতি মতিলাল, কালীনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রমুখ মহাত্মগণের পুণ্যনাম ও মহতী স্বজাতিপ্রীতি স্মরণ করিয়া আমাদের স্বজাতীয়গণ অনুপ্রাণিত হউন। সভার কৈশোরে যাঁহারা ইহাকে সমধিক বলদান করিয়া শ্রী ও প্রভাবসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মনস্বী সারদাচরণের ও জজ বরদাচরণের নাম স্মরণ করিয়া আজ তাঁহারা উদ্বোধিত হউন। রায় বিনোদবিহারী, যিনি সঙ্কট-কালে সভাকে অশেষ যত্নে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তাঁহারা উদ্যম ও অধ্যবসায় লাভ করুন। সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে আজ বোধ হয় কেবল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ জীবিত আছেন। তিনি আজ ভগ্ন-স্বাস্থ্য, তথাপি আজও তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার স্তম্ভস্বরূপ। ভগবৎকৃপায় তিনি স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ চিন্তা ও মঙ্গল সাধনে নিরত থাকুন।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রদীপ্ততেজা কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের জাতীয়তার উদ্বেল আন্দোলন আজ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাহাতে যে কেবল বাংলার কায়স্থগণের হীনপ্রভ গৌরব উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিতেছে এমন নহে, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুমাত্রই সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও বৈদিক

সদাচার অবলম্বনে আজ যত্নবান হইতেছেন। এই ষড়্‌বিংশবর্ষকাল স্বজাতির হিতকল্পে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বঙ্গের সমাজ হিতৈষী কায়স্থগণকে স্বীয় সুমহৎ উদ্দেশ্য সকল সাধন করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছেন। শিক্ষিত ও অভিজাতগণ তাহার অপরিহার্য্য আকর্ষণীশক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সভার প্রকৃত কল্যাণকর উদ্দেশ্য সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন। ফলে নানাস্থানে নূতন নূতন কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং এই শুভ আন্দোলন ধীরে ধীরে বিশালতা লাভ করিতেছে। সমুন্নত কায়স্থ-জাতির মধ্যে নানা ভাবের ভাবুক বহু ধীমান্ ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তার ধারা স্বভাবতঃই বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে। যেখানে শিক্ষার প্রভাব অধিক সেখানে মতভেদও অধিক থাকিবেই। অধুনা অধিকাংশ কায়স্থই দেশের সার্ব্বজনীন শুভসাধনের বিপুল আন্দোলনে প্রভাবিত, স্বীয় সাম্প্রদায়িক ইষ্টানিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে যেন অবসর পাইতেছেন না। এজন্য কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইতেছে। তথাপি নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে যেখানে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় আছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ভিন্নতা এবং সাম্প্রদায়িক সভা সমিতি থাকিবেই এবং এইরূপ সাম্প্রদায়িক উন্নতিপ্রয়াস দেশোন্নতির পরিপন্থী নহে, বরং তাহার সহায়ক, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধন দ্বারাই দেশের উন্নতি-পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

এবার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টী সাধারণ অধিবেশন ও ১টী বিশেষ (emergent) অধিবেশন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশনও হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১ম অধিবেশন প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের ৮নং বিশ্বকোষ লেন ভবনে, ২য়টী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম বি-এল মহাশয়ের ৫৫নং হরীশ মুখার্জ্জি রোড্‌স্থিত আবাসে, ৩য় ও ৮ম অধিবেশন সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্-এ, সি-আই-ই মহোদয়ের ৪।১ নং বাদুড়বাগান রোডস্থিত আবাসে, ৪র্থ অধিবেশন ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্ম এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ১১৫নং হরীশ মুখার্জ্জি রোড্ ভবনে এবং অবশিষ্ট ৫টী এবং অধিবেশম ও বিশেষ সাধারণ অধিবেশন ২০৬ নং

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌স্থিত সভার নূতন কার্য্যালয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। কোরামের অভাব কখনও হয় নাই। কিন্তু অনেক অধিবেশনেই উপস্থিতি সন্তোষজনক হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি ১৬ জন কার্য্যভার প্রাপ্ত সদস্য ব্যতীত উত্তররাঢ়ীয় ১৮ জন, দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৫ জন, বঙ্গজ ২১ জন এবং বারেন্দ্র ২২ জন কায়স্থ কার্য্যনির্ব্বাহিক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত এই ১০২ জন সভ্য দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সভার নিয়মানুসারে বর্ষে বর্ষে একজন সভাপতি, ৪ সমাজ হইতে ৪জন সহকারী সভাপতি, এক বা একাধিক সদস্য, একজন সম্পাদক, একজন সহযোগী সম্পাদক, এক বা একাধিক সহকারী সম্পাদক, একজন ধনরক্ষক, একজন বা দুইজন আয়ব্যয়-পরীক্ষক, একজন পত্রিকাসম্পাদক, প্রয়োজন হইলে একজন সহকারী পত্রিকাসম্পাদক এবং একজন প্রচারকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। সভাপতি পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই ৪ সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশের জন্য পত্রিকা-সম্পাদক ব্যতীত কতিপয় যোগ্য ব্যক্তিকে লইয়া একটী পত্রিকা-পরিচালন-সমিতিও গঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে এই সকল নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা ও জাতীয় সম্মেলন

গত ২১শে কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে সভার উদ্যোগে সম্পাদক মহাশয়ের ৫৫নং হরীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত আবাসে কায়স্থ বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বার্ষিক পূজামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। দেবপূজায় কোটালীপাড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরোহিত এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রধারকের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় সম্মেলন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী উদ্দীপনাময়ী কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার বর্ম্মা এবং সভাপতি মহাশয় স্বজাতির উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সম্মেলনস্থলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় সদলবলে উপস্থিত হইয়া মধুর সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, ডি-এল্, সি-বি-ই, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র-নারায়ণ দেব, ডাঃ বীরেশ্বর মিত্র এম্, বি, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত সবজজ), শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কায়স্থ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। উৎসবে মোট ১০৫৫০ টাকা খরচ হইয়াছে এবং তজ্জন্য ১০২৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা স্বজাতির কল্যাণের জন্য যে সকল কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তন্মধ্যে সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তন একটী প্রধান কার্য্য। এ বিষয়ে এবারেও সভার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। খুলনা জেলা হইতে ১৯৯ জনের, ফরিদপুর হইতে ২০৯ জনের, ঢাকা হইতে ৮৪ জনের, পাবনা হইতে ১০৪ জনের, কলিকাতা হইতে ৬০ জনের, ময়মনসিংহ হইতে ৩৩ জনের, হুগলী জেলা হইতে ৩০ জনের, তদ্ব্যতীত বীরভূম চিত্রগুপ্তাশ্রম মুর্শিদাবাদ, রংপুর, নদীয়া, পূর্ণিয়া, বসিরহাট, বরিশাল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে কিয়ৎসংখ্যক কায়স্থের উপনয়নসংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অনেক স্থানে উপনয়ন হইয়াছে, সম্যক্ বিবরণ না পাওয়ায় তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অধিকাংশকাল সভার কার্য্যালয়ে এবং সুবক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় বীরভূমে চিত্রগুপ্তাশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বৈষয়িক জঞ্জালে আবদ্ধ থাকায় প্রচার, উপনয়ন ও সভায় নূতন সভ্য সংগ্রহ এবার আশানুরূপ হয় নাই। উপনীত কায়স্থের সংখ্যা মফঃস্বলে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে কলিকাতাবাসী আঢ্য কায়স্থগণ এ বিষয়ে এখনও উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনে বসিরহাট কায়স্থ-সমিতি, ভাঙ্গা ও সদরপুরের আর্য্যকায়স্থ-সভা এবং ফরিদপুর প্রচার-সমিতি, ইদিলপুর কায়স্থ-সমিতি, ঢাকা-মালুচির কায়স্থসমিতি, হুগলী-বাতানল কায়স্থ-সমিতির উদ্যম ও সফলতা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ, দেবদেবী পূজা বিবাহাদি ও সংস্কার সম্বন্ধে বহু স্থান হইতে বহু সংবাদ আমরা পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনাপণে-বিবাহ

পণপ্রথা নিবারণের জন্য কায়স্থ-পত্রিকায় শাস্ত্রযুক্তি পূর্ণ বহু প্রবন্ধ

এবার প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজ হইতে বরপণরূপ দুর্নীতি কেবল বক্তৃতা ও লেখনীচালনা দ্বারা দূরীভূত করা কখনও সম্ভব হইবে কিনা বলা যায় না। তথাপি সভার আন্দোলনের ফলে এই হইয়াছে যে, অনেক কায়স্থ এখন প্রকাশ্যে পণ দাবী করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন এবং অপেক্ষাকৃত কম পণ লইয়াও পুত্রের বিবাহ দেন। কেহ কেহ আদৌ গ্রহণ করেন না, ইহাও দেখা যায়। দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে অনেকে বিনাপণে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাই কিঞ্চিৎ আশার কথা।

বিনাপণে বিবাহের কতিপয় সংবাদ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ বিনাপণে এব অলঙ্কারাদির দাবি দাওয়া ত্যাগ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অনুরূপা পাত্রীর জন্য পাত্রের বংশ গোত্র ও যোগ্যতার উল্লেখ করিয়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা বিনামূল্যে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ কতিপয় বিজ্ঞাপন এবার প্রকাশ করা হইয়াছে। পাত্রসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপণ মাত্র ১৲ টাকা লইয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

আন্তর্গণিক-বিবাহ

বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান এখন অবাধে চলিতেছে। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সহিত আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধ এযাবৎ স্থাপিত হয় নাই। কেবলমাত্র দুই একটী এ যাবৎ হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এই রক্ষণশীলতা ত্যাগ করেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আন্তর্গণিক বিবাহের কতিপয় সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে মৌলিকের সহিত মৌলিকের বিবাহ সম্বন্ধ সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকায় মৌলিক কায়স্থগণের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এজন্য এই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে কায়স্থ-সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহসম্বন্ধ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে। তাহারও কতিপয় সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সভার সভ্য সংখ্যা

বর্ত্তমানে সভার সভ্যসংখ্যা কলিকাতায় ৩৯৬ জন, মফঃস্বলে ৫১৮ জন, মোট

৯১৪ জন মাত্র। আলোচ্য বর্ষে মাত্র ১১৬ জন নূতন সভ্য সভায় যোগদান করিয়াছেন। সভ্যতালিকা ও বাকী জায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে অনেক সভ্য ৩ বৎসরের মধ্যেও চাঁদা দেন নাই। তাঁহাদের নিকট হইতে বাকি আদায় হওয়ার এখনও সম্ভাবনা আছে কিম্বা তাহাদের নাম সভ্য তালিকা হইতে কর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিবেন। প্রচার কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালিত না হওয়ায় এবার আশানুরূপ সভ্য সংগ্রহ হয় নাই। ইহা বলা আবশ্যক যে কায়স্থ সমাজে স্বজাতি প্রীতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। বহুল প্রচার দ্বারা স্বজাতিপ্রীতি সম্যক্ জাগাইতে না পারিলে সভার পুষ্টি সাধন এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হইবে না। আমাদের জাতির শিক্ষা ও বিস্তৃতি অনুসারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য সংখ্যা আন্দাজ ৫০০০ হাজার হওয়া উচিত। কেবল কলিকাতাতেই ২০০০ হাজার সভ্য হইতে পারে। বর্ত্তমানে সভার ১০টী মাত্র শাখা সমিতি আছে, পূর্ব্ব বর্ষে ৮টী ছিল, এবার মাত্র ২টী শাখা বাড়িয়াছে। প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক কায়স্থপ্রধান স্থানে ও পল্লীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমরা আশা করি আগামী বর্ষে সভা এ বিষয়ে তৎপর হইবেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

বর্ত্তমান বর্ষে সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকা ১৩৩৩ সনের আষাঢ় হইতে ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি মাসের কাগজ সেই মাসের সংবাদাদি সহ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে ইহাই নিয়ম; কিন্তু প্রায় কোন মাসের কাগজই এই নিয়মানুসারে যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ কার্য্যালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন, তৎসঙ্গে ছাপাখানার পরিবর্ত্তন, ছাপাখানার শৈথিল্য, সভার অর্থাভাব এবং সময় সময় প্রবন্ধের অভাব—এই সকল কারণে পত্রিকা প্রকাশে প্রায়শঃ বিলম্ব ঘটিয়াছে। পত্রিকার কলেবর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া গত আশ্বিন সংখ্যা হইতে বৈশাখ সংখ্যা পর্য্যন্ত ৭ ফর্ম্মা স্থলে ৯ ফর্ম্মা এবং কোন কোন মাসে ১০ ফর্ম্মা আকারে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকার কাগজও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল দেওয়া হইয়াছে, প্রবন্ধ গৌরবেও পত্রিকা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত পরে এই উন্নতি সংরক্ষিত হয় নাই। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণসহ ভাদ্রের পত্রিকা আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে এবং তদবধি

গ্রাহকগণ প্রতিমাসে যথাকালে পত্রিকা পাইবেন। পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়াই সভার সভ্যসংখ্যা হ্রাসের কারণ।

প্রচার

আলোচ্য বর্ষে প্রচারকার্য্য ভালরূপে চলে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাগ্মিবর অগ্নিহোত্রী মহাশয় বীরভূমে প্রায় চারিশত বিঘা ভূমি লইয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু সেই ভূমির স্বত্ব ও দখল লইয়া নানারূপ বিভ্রাট ও মামলা উপস্থিত হওয়ায় তিনি সারা বৎসর অশান্তিতে কাটাইয়াছেন। সভা তাঁহাকে প্রচারকার্য্যের জন্য মাসিক ১০০৲ শত টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল বিভ্রাটের কারণ তিনি প্রচারকার্য্য বিশেষ করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গত বর্ষের শ্রাবণ মাস হইতে বৃত্তিভোগী সহকারী সম্পাদকরূপে সভারকার্য্যে কলিকাতায় আবদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার দ্বারাও প্রচারকার্য্য বিশেষ হয় নাই। সভার পুরাতন প্রচারক ও একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্ম মহাশয় সাধ্যানুরূপ প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। গত কার্ত্তিক মাস হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৲ টাকা স্থলে ৪০৲ টাকা হারে দেওয়া হইতেছে। স্বেচ্ছা-প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় বৃত্তি প্রার্থনা করায় গত মাঘ মাস হইতে মাসিক ২০৲ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে ৩ মাসের জন্য বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হয়; তাঁহার প্রচারকার্য্য আশানুরূপ ফলদায়ক হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্ম বিদ্যারত্ন মহাশয়ও স্বেচ্ছাপ্রচারক। তিনি সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে কমিশন পাইয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে তিনিও প্রচারকার্য্য বিশেষ করিতে পারেন নাই। প্রচারক মাখন বাবুর উদ্যম ও যত্নে কলিকাতায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ও কায়স্থপত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের ভবনে (বাগবাজার-লক্ষ্মীনিবাসে), ফরিদপুর বান্ধব-দৌলতপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্ম মহাশয়ের ১৬নং মাণিক বসু ঘাটষ্ট্রীটস্থিত আবাসে এবং উলা বা বীরনগরের শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বি-এল্ মহাশয়ের হুজরীমল লেন্স্থিত ৯নং বাটীতে যে ৩টী উপনয়ন কেন্দ্র সংগঠিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ৩ স্থলেই গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা উপনয়নের সম্যক্ ব্যয় বহন করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় কালীঘাটে শ্রীযুক্ত বংশধর বিষ্ণু মহাশয়ের বাটীতে

সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্ম ঠাকুর এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে, পদ্মপুকুর রোডস্থিত ৺গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভবনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং গড়পারের এথেনিয়ান্ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৩টী সভা হইয়াছে। এই সকল সভায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্ এ, খুলনা বেলফুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু বর্ম্মা, গড়পারনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা প্রভৃতি স্বজাতির সংস্কার সাধনকল্পে বক্তৃতা করিয়াছেন।

সভার গৃহ ও কার্য্যালয়।

ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালার কায়স্থসমাজে এত বদান্য ও ধনবান্ ব্যক্তি থাকিতেও কায়স্থ-সভার স্বকীয় একটী গৃহ নির্ম্মিত হইল না। গত ৭।৮ বৎসর হইতে সভার গৃহনির্ম্মাণের আলোচনা চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে বারবার কিঞ্চিৎ উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া অচিরেই তাহা নিবিয়া গিয়াছে। এই একান্ত বাঞ্ছিত বিষয়ে কিরূপে সফলতা লাভ করা যাইবে, স্বজাতিবৎসল মনীষিগণ তাহা নির্ণয় করুন।

গতবর্ষে সভার কার্য্যালয় ৯নং বিশ্বকোষ লেনে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের একাংশে ছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্ম মহাশয় আলোচ্য বর্ষের জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায়, তাঁহার ৫৫নং হরিশ-মুখার্জ্জি রোড্ স্থিত আবাসে কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। তখনই স্থির হইয়াছিল যে, অচিরে কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে স্বতন্ত্র ভাড়াটীয়া বাটীতে কার্য্যালয় স্থানান্তর করা হইবে। তদনুসারে গত অখিলভারত কায়স্থ-সভার অধিবেশনের প্রাক্কালে সভার কার্য্যালয় ২০৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কার্য্যালয়ের ভগ্ন আলমারী চেয়ার প্রভৃতি মেরামত করিতে নূতন আসবাব খরিদ করিতে এবং ২ বার কার্য্যালয় স্থানান্তর করিতে বর্ত্তমনে বর্ষে প্রায় ১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সভ্যতালিকা, বাকীজায়, লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকা প্রভৃতি যাহা অসম্পুর্ণ ছিল, তৎসমুদয় যথাসম্ভব সংশোধন করা হইয়াছে।

বিশেষ দান।

বর্ত্তমান বর্ষে সভার প্রচার ও উন্নতিভাণ্ডারে যাহারা বিশেষ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুর (দিনাজপুর)	২০০৲
" রায়সাহেব শরদিন্দুনারায়ণ বর্ম্ম রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ	২০০৲
" লেপ্টনেণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক	১০০৲
" মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা (বান্ধব-বস্ত্রালয়)	১০০৲
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা, সম্পাদক	১০০৲
" কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই-সি-এস্, সি-আই-ই	১০০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্-এ, বি-এল্, পি আর এস্	১০০৲
" যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল (এটর্ণি-এট-ল)	১০০৲
" যামিনীনাথ বসু বর্ম্ম রায়চৌধুরী (অলোয়া)	১০০৲
" প্রবোধকুমার দত্ত (নিমতলা দত্তবাটী)	১০০৲
" বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্	২৫৲
" শ্রীনাথ রায় (অবসরপ্রাপ্ত নাজির, জলপাইগুড়ী)	২৫৲
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট্)	৩০৲
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)	৫০৲
" সুরেন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা, (বর্ণি, ফরিদপুর)	৫০৲
" কেদারনাথ দেববর্ম্মা, (বান্ধবদৌলতপুর, ফরিদপুর)	২৫৲
" মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর	৫০৲

শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর চিত্রগুপ্ত উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সভার আজীবন সভ্য পরম স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্ম মহাশয় সভার উন্নতির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারেও মাসিক ১০৲ হারে ১২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অখিল ভারত কায়স্থ মহাসভা

গত ১৪।১৫ ও ১৬ই পৌষ কলিকাতা নগরে এলবার্ট হলে অখিল ভারত কায়স্থ-মহাসভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। নাগপুরের সুপ্রসিদ্ধ চিৎনভিস্ বংশীয় চান্দ্রসেনি প্রভু কায়স্থ শ্রীযুক্ত স্যার শঙ্কর রাও মাধব চিৎনভিস্ আই এস ও মহোদয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা-আই-সি-এস, সি-আই-ই। এই মহাসভার সম্যক্ বিবরণ

পৌষ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ মহাসভার বৃহৎ কার্য্য-বিবরণীতে সত্বর প্রকাশিত হইবে আশাকরি। এতদুপলক্ষে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার তহবিল হইতে পত্রমুদ্রণাদি বাবতে ন্যূনাধিক ৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই মহ'সম্মেলন উপলক্ষে আগত সভার সভ্যগণকে এবং সমাগত পশ্চিম ভারতীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে আমন্ত্রণ করিয়া সভার কার্য্যালয়ে সম্মেলনের পর দিন যে একটী বিশেষ সভা করা হইয়াছিল, তজ্জন্যও সভার প্রায় ২০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সম্বর্দ্ধনা

হায়দ্রাবাদের নিজামরাজসামন্ত মাথুর-কায়স্থ-কুলদীপক রাজা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর আসফজাহি বি-এ মহোদয় সপরিবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া কাশী বিন্ধ্যাচল গয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়া গত ১৩ই ফাল্গুন কলিকাতায় আগমন করেন; বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ সভা এবং "কায়স্থ মিত্র মণ্ডল" নামক কলিকাতা প্রবাসী হিন্দুস্থানী কায়স্থগণের সমিতি তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। উক্ত ১৩ই ফাল্গুন অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটাস্থিত সুরম্য প্রাসাদে একটী সভা আহুত হয় এবং রাজা ইন্দ্রকরণ বাহাদুরকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। কলিকাতার সেরিফ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর সভাপতি পদে বৃত হন। এই সম্বর্দ্ধনার সম্যক্ বিবরণ পত্রিকায় ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্বর্দ্ধনার জন্য সভার ৬৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাজা ইন্দ্রকরণ বাহাদুর সভার আজীবন সভ্য হইয়াছেন।

আনন্দ প্রকাশ

ইহা আনন্দের বিষয় যে আলোচ্য বর্ষে সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ; পি, আর-এস্; সি আই, ই, মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিয়োজিত হইয়াছেন। সভার সদস্য শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর কলিকাতার সেরিফ পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সভার সভ্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র এম, এ, ডি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল্ পি, আর, এস্ হাইকোর্টের বিচারপতি পদলাভ করিয়াছেন।

শোক প্রকাশ

দিনাজপুরের পরম ভাগবত লোকপাবন রাজর্ষি-তুল্য রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ গত ফাল্গুন মাসে লোকান্তরগত হইয়াছেন। সভার প্রারম্ভ হইতে তিনি ইহার পরম হিতৈষী সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে সভার অকৃত্রিম সুহৃদ্ কলিকাতার দয়ালচন্দ্র ... কৃষ্ণচন্দ্র বসু, ও রত্নেন্দ্রলাল মিত্র বহরমপুরের অম্বিকাচরণ সেন বর্ম্মা, নিমতিতার যতীন্দ্রমোহন রায় বর্ম্মা, জগতাইর স্বেচ্ছাপ্রচারক ও সুসাহিত্যিক ...তীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুতেও সভা ক্ষতিগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হইয়াছেন। দয়াল বাবু বহুকাল কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন এবং সভার কার্য্যে সতত উৎসাহী ছিলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, বসুমতী, ইংলিশম্যান, ফর্ওয়ার্ড, আনন্দবাজার, পঞ্চায়েৎ, চারুমিহির, ইষ্টবেঙ্গল, টাইমস্, টাঙ্গাইল হিতৈষী প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় আমাদের সভার বার্ষিক অধিবেশন, প্রচার কার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভা ও সমাজের মিলন বিষয়ক প্রস্তাব

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" মিলন সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ষে যে চেষ্টা হইয়াছে তাহার সম্যক্ বিবরণ ১৩৩২ সালের মাঘসংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম বি এল মহাশয় মিলনের যে সকল সর্ত্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার অধিকাংশ সর্ত্তে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। কিন্তু কতিপয় সর্ত্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য শরৎবাবুকে জানান হয়। শরৎ বাবু তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। আলোচ্য বর্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় মিলনের জন্য বিশেষ প্রয়াসী হন। ফলে মিলনের সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য একটী সব্ কমিটী গঠিত হয়। তাহার সদস্য সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র, সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং সভা ও সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত রায় ...নাথ বসু চৌধুরী। সম্পাদক যোগেশ বাবু অসুস্থতানিবন্ধন দীর্ঘকাল

মধুপুরে ও জলপাইগুড়িতে আবদ্ধ থাকায় উক্ত সব্‌কমিটীর অধিবেশন এক বারও হয় নাই। আমরা আশা করি আগামী বর্ষে সব্‌কমিটী এ বিষয়ে তৎপর হইবেন।

উন্নতি প্রয়াসে বিঘ্ন।

আলোচ্য বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় বর্ষের প্রথমে বিশেষ উদ্যমের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সভায় প্রচার ও উন্নতির জন্য প্রায় দেড় হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ছিল ৫০০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকার বিশেষ উন্নতি সাধন করিবেন এবং সারা বঙ্গের প্রচার কার্য্য উদ্যমের সহিত পরিচালন করিয়া প্রচুর সভ্য সংগ্রহ এবং বহু শাখা সমিতি স্থাপন করিবেন। দুঃখের বিষয় তিনি নিজের এবং নিজ পত্নীর শারীরিক অসুস্থতার দরুণ সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে বৃত্তিভোগী সহযোগী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কার্য্যালয় হইতে অনুপস্থিতির দরুণও সভার কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শক্তিশালী প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বীরভূমে উল্লিখিত বৈষয়িক বিভ্রাটে আবদ্ধ থাকাতেও সভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সভার ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে আয় বৃদ্ধি হয় নাই। সভার উন্নতি করিতে হইলে আয় বৃদ্ধি করিয়াই তাহা করিতে হইবে। স্বহৃদয় সজাতিবৎসল, সম্পন্ন কায়স্থগণ হইতে এককালীন দান গ্রহণ এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াই সভার আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতঃপর সভাকে কি ভাবে রক্ষা করিতে এবং কিরূপে তাহার উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনের তাহা চিন্তনীয় বিষয়।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

সভার একটী স্থায়ী ভাণ্ডার আছে, তাহার নাম চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। গত বার্ষিক অধিবেশনকালে তাহার মজুদ তহবিল ছিল ৩৬২৭।৵৬ পাই। তদ্ব্যতীত ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ তহসিলে গৃহীত হাওলাতের পরিমাণ ২৬৬॥৶৬ পাই। বর্ত্তমান বর্ষের মজুদ তহসিল হইতে সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের নিকট যে ৩২৭।৵৬ পাই ছিল, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির

নির্দ্ধারণ মতে গত বর্ষের দেনা শোধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের জমাখরচ বহি বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি-এল (এটার্ণি এট্‌-ল) মহশয়ের নিকট রহিয়াছে, আপাততঃ তিনি বিলাতে আছেন। ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে যে কোম্পানির কাগজ ও ওয়ারবণ্ড আছে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এযাবৎ তাহার সার্টিফিকেট্‌ না লওয়ায় ঐ টাকা বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের হাতে এখনও আসে নাই, তাহার সুদও আদায় হয় নাই। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাহাও কোষাধ্যক্ষ মহাশয় নিজ হাতে আনেন নাই। সভার নিয়মানুসারে আজীবন সভ্যের চাঁদার টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে জমা হইবে। ভাণ্ডারের টাকায় সুদ মাত্র সভার সাধারণ কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে। আলোচ্য বর্ষে দুইজন আজীবন সভ্য হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী (দিয়াবাড়ী-মানিকগঞ্জ) এবং শ্রীযুক্ত রাজা ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর (হায়দ্রাবাদ):। তাঁহাদের প্রদত্ত ২০০৲ শত টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে জমা হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা সভার সাধারণ তহবিলে জমা হইয়াছে। তবে এই ২০০৲ শত টাকা অনাদায়ী সুদের টাকা আদায় করিয়া সহজেই পরিশোধ করা যাইতে পারিবে। এই সুদের টাকা না পাওয়ায় আলোচ্যে বর্ষে ছাত্রসাহায্য বাবতে সাধারণ তহবিল হইতে মাত্র ১০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আজীবন সভ্যের চাঁদা পূর্ব্বোক্ত ২০০৲ শত টাকা ব্যতীত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে মাত্র ৩৲ টাকা দান এ বৎসরে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণ তহবিলে আমানত জমা করিয়া রাখা হইয়াছে। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে এবং ভাণ্ডারের গঠিত তহবিল শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় হইতে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় হইতে বুঝিয়া লইলে অনাদায়ী সুদ আদায় করিয়া ভাণ্ডারের জমাখরচ যথাযথরূপে লিখিত হইবে। এই সকল কারণে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের পৃথক্‌ হিসাব প্রদর্শন করিতে পারা গেল না।

সভার আয় ব্যয়।

আলোচ্য বর্ষে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ১ বৎসরে

সভার আয় হইয়াছে		পূর্ব্ববর্ষে
সভ্যগণ হইতে বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা আদায়	২১৩১৫০	১৬৭৯৲
প্রবেশিকা আদায়—	১০৬৲	৯৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য—	১০২৫৵০	১৬৲
পত্রিকা বিক্রয়—	২৩।/০	১৪৲
পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাবত—	৫০৲	২১৲
ডাকমাশুল ওয়াপেশ—	৪০।৶০	৩০৫৬
আজীবন সভ্যের চাঁদা—	২০০৲	×
	২৬৫৪।৵০	১৮৫৩৫৬

প্রচার ও উন্নতি ভাণ্ডারে বর্ত্তমান বর্ষের আয়—	১৪৫৫৲
প্রচার বাবত ক্ষুদ্র দানের সমষ্টি	১০০৲
	১৫৫৫৲
গত বর্ষের ১২ মাসের ঐ বাবতে মোট আয়—	৩০৫৲

তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষের আয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও আয়ের অনুপাতে ব্যয় অনেক বেশী হইয়াছে।

	বর্ত্তমান বর্ষের	পূর্ব্ববর্ষের
পত্রিকার খরচ—	১৭০৪।৶৬	৭৬৭৷/১৫
বৃত্তি ও বেতন খরচ—	১৪৬৩৫৵৯	৫৩৫৫১০
দপ্তর সরঞ্জামি—	২৩০৲	১০৫৶০
বাড়ীভাড়া—	১৫৮৷/৯	×

আয়-ব্যয়ের সম্যক্ বিবরণ (abstract) এতৎসহ সভ্যমহোদয়গণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩৩৩ ১লা শ্রাবণ হইতে ১৩৩৪।৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত পূর্ণ বৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ

যে যে খাতে জমা	১৩৩৩সালের ১লা শ্রাবণ হইতে ১৩৩৪ সালের ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত	যে যে খাতে খরচ	১৩৩৩সালের ১লা শ্রাবণ হইতে ১৩৩৪সালের ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত
বার্ষিক অধিবেশন	২০৲	পাথেয়াদি বাবদ	২৬৯৫/৩
বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা	২১৩১৫০	প্রচার	১৪৩৷৵৩
আজীবন সভ্যের চাঁদা	২০০৲	পত্রিকা	১৭০৪।৶৬
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	১০২৫৵০	কমিশন	১৩৩।৬
প্রবেশিকা	১০৬৲	বৃত্তি বা বেতন	১৪৬৩৫৵৯
পুস্তক বিক্রয়	৩৭।৵৬	ডাকখরচ	২০৬৶৯
পত্রিকা বিক্রয়	১৪।০	দপ্তর সরঞ্জামী	২৩০৲
ডাকমাশুল ওয়াপেশ	৪০।৶০	বাড়ীভাড়া	১৫৮৷/৯
পুরাতন পত্রিকা বিক্রয়	৯/০	দাতব্য	১৪।৵০
বিজ্ঞাপন	৫০৲	বার্ষিক অধিবেশন	৭৩৫৩
সভার উন্নতি ও		সভার বিশেষ অধিবেশন	১৫৵৯
প্রচার ভাণ্ডার	১৪৫৫৲	অখিল ভারত কায়স্থ-	
প্রচার	১০০৲	সভা বাবদ	৪২৵৬
পাথেয়	৫৭৫৶৩	কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি	২৪।/৬
দাতব্য	৬৲	বিজ্ঞাপন	৪৷০
ইন্দ্রকরণ সম্বর্দ্ধনা	১২৲	রসিদ ষ্ট্যাম্প	৶০
চিত্রগুপ্ত পূজা	১০২৲	বিবিধ মুদ্রণ	৩৷০
আমানত জমা	৪৫৫/০	বিবিধ ব্যয়	২১৷৵৩
হিসাব মিলের জন্য		ইন্দ্রকরণ সম্বর্দ্ধনা	৬৭/৬
নগেন্দ্র বাবুর দান	৫২	চিত্রগুপ্ত পূজা	১০৫৫০
চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে		আমানত শোধ	৪২৫/০
গৃহীত হাওলাত	৩২৭।৵১০	ব্যাঙ্কের চেক বহি ইত্যাদি	২৶০
চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সুদ	৯৪৲	হাওলাত শোধ	১০০৲
হাওলাত জমা	২০৭৷০	অগ্রিম দেওয়া	২০৯।০
পূর্ব্ববৎসরের তহবিল	২০৩৫/০		৫০৩৬৷৶৬
	৫৩১৩।৯		

নগদ তহবিল	৪১৫৩
ব্যাঙ্ক	৩৪৫/০
১৩২৭সালের চিত্রগুপ্ত পূজার হাওলাত	২০০৲
	২৭৬৷/৩

স্বাঃ শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মিত্র
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

স্বাঃ শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
সহযোগী-সম্পাদক

১৩৩৪ ১লা শ্রাবণ হইতে ১৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত একজাই জমা খরচ।

জমা—		খরচ—	
মাসিক চাঁদা	১০৲	পত্রিকা খাতে	৯৬৬৮
বার্ষিক চাঁদা	২৩১৲	অগ্রিম ঐ	২১৲
হাওলাত জমা	১১০৲	বাড়ী ভাড়া	৭২৲
অগ্রিম উদয় জমা		পাথেয়	৩৬॥৯
advance recouped	১০৪।০	দপ্তর সরঞ্জামী	৬৶৩
প্রবেশিকা	৩৯৲	কাঃ নিঃ সমিতি	৯॥৵১
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	২২৲	ডাক খরচ	৩৫৶০
পুস্তক বিক্রয় খাতে	৯/০	বৃত্তি বা বেতন	১২০৲
পত্রিকা বিক্রয়	১।০	অগ্রিম ঐ	৩৭৲
বার্ষিকাধিবেশন	২০৶০	বার্ষিকাধিবেশন	৪১।৬
ডাকমাসুল ওয়াপেস	৫॥৶০	কমিশন	১৩/৬
	৫৫০।৶০	অগ্রিম ঐ	৬৲
		দাতব্য	২৲
		বিবিধ	১॥০৶
			৪৯৬।/

জমা	৫৫০।৶০
পূর্ব্ব তহবিল	২৭৬।/৩
	৮৩৮৸৵৩
বাদ খরচ	৪৯৬॥/০
	৩৩২।৶৩

বিতং—

নগদ	৩৯॥/৩
চেক	১৬৲
ব্যাঙ্ক	৮৬৸/০
১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্ত পূজায় হাওলাত	২০০৲

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল

(স্বাঃ) শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত

আয়ব্যয় পরীক্ষক

১৯।৫।৩৫

(স্বাঃ) শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক

সম্পাদক

আনুমানিক আয়ব্যয়ের বিবরণ (বজেট্)

১৩৩৪—৩৫ সালের ১২ মাসের

আনুমানিক আয়—

প্রবেশিকা —	৩০০৲
সভ্যগণ হইতে চাঁদা আদায় বকেয়া সহ—	৩০০০৲
পত্রিকার গ্রাহক হইতে পত্রিকায় বার্ষিক মূল্য	১০০৲
বিজ্ঞাপনের আয়—	১২৫৲
ভিঃ পিঃ হইতে ডাকমাশুল আদায়	৬০৲
পত্রিকাদি নগদ বিক্রয়—	২৫৲
	৩৬১০৲
সভার প্রচার ও উন্নতির জন্য এককালীন দানসংগ্রহ—	১৮০০৲
	৫৪১০৲

আনুমানিক ব্যয়—

১।	কার্য্যালয়ের খরচ—	
(ক)	কর্ম্মচারীদের বেতন—	৮০০৲
(খ)	দপ্তর সরঞ্জামি—	৫০৲
(গ)	বিবিধ—পত্র ও ফর্ম্মমুদ্রণ	৬০৲
(ঘ)	ডাক ব্যয়—নিমন্ত্রণ পত্র, পত্রিকা প্রেরণ ও পত্র-লেখা (correspondence)—	২৬০৲
(ঙ)	কমিশন (কলিকাতার চাঁদা আদায় ও সভ্য সংগ্রহ বাবত	৩০০৲
		১৪৭০৲
২।	কায়স্থ-পত্রিকা বাবত—	১১০০৲
৩।	পাথেয় খরচ—	১০০৲
	পার্ব্বণী আদি	১০৲
	বার্ষিক অধিবেশনের খরচ—	১০০৲
		২১০৲
৪।	বাড়ীভাড়া	৪৩২৲
৫।	প্রচার বাবত	২০০০৲
৬।	আকস্মিক সখের খরচ—	৭০৲
		৫২৮২৲

সভার আয়ব্যয় পরীক্ষক মহাশয়দ্বয় অসুস্থতানিবন্ধন আলোচ্য বর্ষের হিসাব পরীক্ষা করিতে না পারায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারণ ও অনুরোধ মতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গত শ্রাবণ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করিয়া একজাই (abstract) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৩৪ { ৭ম সংখ্যা

বন্দে মাতরম্

এই কি সে শরতের শারদীয়া মহাপূজা
পুরাণ-বর্ণিত সেই, বন্দিত-সুরথ-রাজা !
অষ্টোত্তর শতদিনে যে যজ্ঞ হইত শেষ ;
কালের প্রভাবে আজি ত্রিদিনে পর্য্যবশেষ ।
শক্তি-পূজা, শক্তিলাভে সকলের অধিকার ।
আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের, ইথে না সংশয় আর ।
জগতের মহাশক্তি মূর্ত্ত হয়ে প্রতিমায়,
আসে কিগো বর্ষে বর্ষে এ শ্মশান বাঙ্গালায় ।
তা' যদি হইত তবে, কেন মোরা শক্তিহীন
কেন মোরা দীন হীন পদানত চিরদিন,
কানন-কুন্তলা মাতা নদনদী-পরিপূর্ণা
আজ কেন মরুভূমি, আজ কেন জরাজীর্ণা ।
শস্যক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক দীর্ণ অতিদীন
প্লাবনে নগর-গ্রাম নর-পশু-তরুহীন ।
কোথা মধুভরা ফুল, কোথা সে' রসাল ফল,
রূপ-রস-গন্ধ-হীন সে কমল-শতদল ।
বীর-প্রসূ বাঙ্গালার কোথা বীর পুত্রগণ,
এবে হীনবীর্য্য, সবে, নাহি কা'রো দৃঢ়পণ ।
শক্তির সম্মান কোথা ? শক্তির অবমাননা,
অসুর-লাঞ্ছিতা আজি শক্তি-রূপ সে ললনা ।

চারিদিকে জ্বালাতন দেশব্যাপী হাহাকার,
স্থাপিতে মঙ্গল-ঘটে পারিবে কি মাঝে তার।
মহাশক্তি আবাহনে যে তপস্যা প্রয়োজন।
সঞ্চয় ক'রেছ কি, হে, সে মহাদুর্ল্লভ ধন।
পূতমনে,পূতচিত্তে তাঁহারে স্মরণ করি
স্থাণুমত ব'স পণে—'লভিব নতুবা মরি'।
জল-মাত্রে নারায়ণ এ কথা অসত্য নয়,
কিন্তু, তবু, সব জলে দেবপূজা নাহি হয়।
দেশের অবস্থা বুঝি হও তুমি অগ্রসর,
সব পথ—পথ বটে, বুঝিয়া গ্রহণ কর।
দেশেতে মানুষ চাই—মনুষ্যত্ব-মূর্ত্তিমান্
ত্যাগ ও তপস্যা ভিত্তি, হও তাহে বলীয়ান্।
নানা স্থানে নানাবীর দেখায় নানান্ পথ
অচল অটল হ'য়ে থেকো তুমি দৃঢ় ব্রত।
উচ্চব্রতে ব্রতী তুমি ভয় কি তোমার সাজে ?
চরিত্র গঠন করি' লেগে যাও মহা কাজে।
অ-ভী হয়ে জাগ বীর, নিজ প্রাপ্য বুঝে লও।
কার সাধ্য রোধে তোমা' তুমি যদি স্থির রও;
শ্রী-পীঠ দক্ষিণেশ্বরে তোমার আদর্শ স্থিত—
শক্তি-পূজা-উদ্যাপন—রামকৃষ্ণ-রূপ-ধৃত।
শক্তি-পূজা-অধিকারী হ'বে তুমি সেই দিন,
প্রত্যেক স্ত্রী-মূর্ত্তি যবে মহামায়ে হ'বে লীন।
দাও দেবি, জয়-দুর্গে, করিতে তোমার পূজা,
সেই শক্তি, সেই ভক্তি, মহাদেবী দশভুজা।
মৃন্ময়ী প্রতিমা তব স্থাপে লোক ঘরে ঘরে,
চিন্ময়ি, প্রতিষ্ঠ হও, জগদম্বে, বিশ্বন্তরে।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

বিজয়া

এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য রহস্য। সে রহস্য উদ্ভেদে যুক্তি তর্ক সব ভাসিয়া যায়—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিচদেনম্ আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ"। যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, কোন ইন্দ্রিয় নাই, রূপ নাই, সেই অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ, অবাঙ্মনসগোচরের কোন্ অচিন্ত্য লীলাশক্তি হইতে তেজ, সলিল, অন্ন প্রকটিত হইয়া বিশ্বকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিল কে বলিবে ? যুগের পর যুগ ধরিয়া, পৃথিবীর সৃষ্টি হইল—তারপর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি মহাশক্তিময়ীর অচিন্ত্য শক্তিতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতির প্রাণ যে জীবকুল তারাও শক্তিময়ীর অঙ্কে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল। যুগের পর যুগ ধরিয়া যেমন পৃথিবী সৃষ্ট হয়, আবার কত যুগে যুগে তাহার লয় হয়। এই অনাদিসিদ্ধ যুগের পারে কি ছিল কে জানে ? ঘোর অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে শুধু একা মহামায়া-রূপিণী মহাশক্তি আপনার ভাবে বিভোর হইয়া আপনি কি গড়িতেছিলেন তাহা তিনি ভিন্ন অপরে কেমন করিয়া ভাবিবে ? অগ্রে এক ছিল। এক হইতে বহু হইল। আশ্চর্য্য, এই সকল বহুর মধ্যেও সেই এক। যাহা কিছু সব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সেই একমাত্র পরমা দেবী—আর তাঁহাতেই সমস্ত। আর একমাত্র মানুষই একত্ব-ও-বহুত্ব-তত্ত্বের অন্বেষণে দেবত্ব ঋষিত্ব ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। কল্পান্তে অকূল সাগরে অনন্ত নাগ দ্যুলোকে অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া যোগ-নিদ্রাভিভূত বিষ্ণুকে লইয়া ভাসিয়া উঠিল, আর মহাবিষ্ণুর নাভি হইতে মহাপদ্ম ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ ব্রহ্মা। হঠাৎ নিদ্রিত বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধুকৈটভাসুরের আবির্ভাব হইল। নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সাগর ক্ষণমধ্যে সোদ্বেল তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। মধুকৈটভ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। সে উদ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। নিরুপায় ব্রহ্মা তখন যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। তুষ্টা যোগনিদ্রা "জাগরণ" রূপ ধরিলেন। বিষ্ণু অমনই জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরদ্বয়ের নিধন সাধিত হইল। চারিদিকে বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। যোগনিদ্রারূপে আবির্ভূতা মহামায়ার বিজয়োৎসব হইয়া গেল।

সৌভাগ্যোদয়ে ঋষিত্ব লাভ করিয়া মানুষ একদিন সেই ভূমা পরাশক্তির

সত্তা হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করিল। ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া জগজ্জননীর অক্ষয় প্রদীপ হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খ-ঘণ্টায় মাতার আরতি করিল; মাতার চন্দন সুগন্ধি পবিত্র মন্দিরে পূজা দিবার সামর্থ্য তাহাদেরই। তাহারা তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া করুণাময়ীকে আপনাদের নিবেদন জানাইল। মা আনন্দময়ী তাঁহার ইন্দীবর নেত্রদুটী ফিরাইয়া তাহাদের মুখপানে চাহিলেন, তাহাদের পূজা সার্থক হইয়া গেল। সত্যের নূতন আলোকে ভারত উদ্ভাসিত হইল। প্রথম আনন্দের—শ্রেষ্ঠ আনন্দের সেই প্রথম শারদোৎসব। শারদোৎসবে সমস্ত মেঘ কাটিয়া গিয়া ভারত-জীবন রৌদ্রে ভরিয়া উঠিল।

মহামায়া নিত্যা। তাঁর লীলাও নিত্য। যুগে যুগে তাঁর কত লীলাই প্রকটিত হইল। বঙ্গদেশ শারদার শারদোৎসব করিয়া ধন্য হইল। দেখিতে দেখিতে ভরপুর আমোদের মধ্য দিয়া সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর বিরাট্ আনন্দের দিবসত্রয় কাটিয়া গেল। নবমীর রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই বিজয়ার শ্রবণ-ভৈরব বাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। মা আমাদের চৈতন্যরূপিণী উমা তিন দিন হৃদয়াভ্যন্তরে বিদ্যুৎ চমকাইয়া আজ কোথায় লুকাইলেন।

কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া কত আনন্দপূর্ণ রসাস্বাদের জন্য সারা বৎসর শোক তাপ দুঃখ দৈন্য ভোগ করিয়া পুত্র মাতার শুভ "আগমনী"র প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রাণমাতান সুমধুর সানাইয়ের ধ্বনি তাহাকে আকুল করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিতে করিতে তাহার আনন্দকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছিল। তাহার আশা পূরিতে না পূরিতে, সে সারাৎসারার চরণ-প্রান্তে সকল ব্যথা নিবেদন করিতে না করিতে বিজয়ার ঘোর বিষাদ বাদ্যে মা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। আনন্দময়ী মাকে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য মনে ভগ্ন হৃদয়ে বাঙ্গলার সন্তানেরা চিন্তাবিষ্ট :—একদিকে তিন দিনের অপার আনন্দ, অপর দিকে বিজয়ার নৈরাশ্য-বিজড়িত বিষম নিরানন্দ। একদিকে আনন্দময়ী মার শুভ সন্দর্শন, অপর দিকে তাঁর অদর্শন-জনিত নিদারুণ যন্ত্রণা। একদিকে মাতৃদর্শনে সংবৎসরের দুঃখ কষ্টের অবসান, অন্যদিকে বিজয়ার পর আবার লুপ্ত স্মৃতির, লুপ্ত শোকের নিদারুণ অভ্যুত্থান। আমরা এই বিজয়ার দিনে হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-নিরানন্দের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।

"তারা! তুমি করেছ পয়ান,
তবু আনন্দ-মগন পরাণ
স্বপন-আভাষ পাই।

যেন মনে হয়—আকাশ, সাগর,
নদ, নদী, হ্রদ, জঙ্গমাচর,
সবার ভিতর তুমি
বাহু পসারিয়া অমনি যে ধাই,
করি কোলাকুলি যারে কাছে পাই,
ফণীর অধর চুমি।"

আজ এই মহাসন্ধিতে মহাসম্মিলনের এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বঙ্গের সমগ্র হিন্দু আজ বিজয়ার বিষাদ অশ্রু মুছিয়া, দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, স্বার্থ-পরতা, নীচতাকে বিসর্জ্জন দিয়া উচ্চ-নীচ ছোট-বড় ভুলিয়া আনন্দময়ী মহামায়ার শুভাশীষ সূচক আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে প্রীতিবন্ধনে সম্বদ্ধ হইতেছে। আমরা আর হতাশ নই—হতাশার কারণ যে আর নাই। মার সেই স্মের মুখের দৃষ্টিতে মনে জাগিয়াছে সাধনা—অবিশ্রান্ত সেবা; অটল বিশ্বাস আর অচলা ভক্তি দাও মা আমাদের। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারি।

কায়স্থসভায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও বিগত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার (ইং ২৭এ অক্টোবর) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বাগবাজার ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কায়স্থগণের আদিপিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। লেখনী, মস্যাধার, অসি ও বজ্রদণ্ডধারী, মহিষবাহন, দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তিটী অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবারে অধিকতর সুন্দর ও সুসজ্জিত রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়-গণ সকলেই তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলিকাতা ও মফস্বলের বহুসভ্য, পল্লীস্থ বহু কায়স্থসন্তান এবং অনেক কায়স্থ মহিলাও দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় দুইশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সমাগত ভদ্রমহোদয়-গণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত অমৃত কৃষ্ণ বসু মল্লিক, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (সহঃ সভাপতি), রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, রায় বিপিন বিহারী বসু, মুনীন্দ্র মোহন মজুমদার, প্রবোধ কুমার দত্ত, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা, পাণ্ডে বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, কালিদাস বসু বর্ম্মা, মাখন লাল বিশ্বাস বর্ম্মা, যতীন্দ্র নাথ দত্ত, মন্মথ লাল বসু সর্ব্বাধিকারী, বিভূতি ভূষণ মিত্র বর্ম্মা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন পূজা মহোৎসবে আসিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন সভ্য বিশেষ কারণবশতঃ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

এবার পূজায় কোটালীপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য-পদে এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারক-পদে বৃত হইয়াছিলেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় স্বজাতিবর্গের প্রতিনিধিরূপে আচার্য্য বরণ করিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে তথায় একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছিল, এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কাব্যস্মৃতিরঞ্জন মহাশয় আচার্য্য-পদে, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় তন্ত্রধারক-পদে, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়গণ যথাক্রমে হোতা, ব্রহ্মা ও সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই কেন্দ্রে ৮ জন কায়স্থসন্তান গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম পৃথক্ স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। এবারকার উপনয়নকেন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, একজন বেহারবাসী কায়স্থ-সন্তান (শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ পাণ্ডে) এখানে আসিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় এরূপ ঘটনা এই প্রথম, এবং কায়স্থ সভার পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

পূজা ও উপনয়ন সমাপন হইবার পর উপনীত কায়স্থ সন্তানগণ এবং উপস্থিত সকলে খিচুড়ী প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈকালে ৫টার সময়ে একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার আহ্বান-পত্র সভ্যগণের নিকট অতি বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায়

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর আরতি আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বহুকায়স্থসন্তান, মহিলা, বালক ও কুমারীবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরতির ঘণ্টধ্বনিতে, উচ্চ ঢক্কানিনাদে, বালকগণের আনন্দ-কোলাহলে ও মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত "বন্দে পিতরং চিত্রগুপ্তম্"-রবে পূজাগৃহ প্রতিধ্বনিত এবং ধূপ ধূনা পুষ্প চন্দনগন্ধে আমোদিত হইয়াছিল।

আরতি শেষ হইলে পর পূজাগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় একঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া একটী সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদান করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি, কায়স্থগণের পূর্ব্ব গৌরব, প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয়গণের গরিমা, বসুরাজার উপাখ্যান, ক্ষত্রিয়রূপে বিষ্ণুর অবতারত্ব গ্রহণ প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়চার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। উপস্থিত নরনারী সকলেই মুগ্ধ হইয়া এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সমাগত সকলকেই মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করান হইয়াছিল। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

পূজার দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ হইতে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতমহোদয়গণকে বিদায় ও পাথেয় দেওয়া হইয়াছিল :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কলঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী; পণ্ডিত দেবকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত দর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত পুরাণদাস সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত রাজকুমার ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত বিপিনবিহারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যস্মৃতিরঞ্জন, পণ্ডিত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পরদিন ১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ঠাকুরের পূজা, অপরাহ্নে পুরমহিলা কর্ত্তৃক বরণ, এবং সায়ংকালে নিরঞ্জন হইয়াছিল। নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, মণীন্দ্র মোহন মজুমদার বর্ম্মা ফণীন্দ্র নাথ বসুবর্ম্মা,

বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা, মাখনলাল ধর বর্ম্মা, বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা প্রভৃতি বহু কায়স্থসন্তান, এবং বালকবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। নিরঞ্জনের পর ফিরিয়া আসিয়া সকলে শান্তিজল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবার পূজায় এ পর্য্যন্ত (১৪ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত) ১৭০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। যাঁহারা চাঁদা ও প্রণামী দিয়াছেন তাঁহাদেহ নাম দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত সতে ন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক (সম্পাদক) ২৫৲ বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্ম্মা (সহঃসম্পাদক) ২৫৲, রায় বিপিন বিহারী বসু ২০৲, যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সহঃসভাপতি) ১০৲ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ১০৲, গণপতি সরকার (কোষাধ্যক্ষ) ১০৲, গোলাপলাল ঘোষ ১০৲, রায় বটবিহারী বসু ৫৲, বনবিহারী বসু ৫৲, বাসন্তীচরণ সিংহ ৫৲, নিবারণচন্দ্র দত্ত ৫৲, নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৫৲, অনাথনাথ বসু ৫৲, শৈলেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৫৲, কেদার নাথ দেব কুলভাস্কর ৫৲, সুরেন্দ্রলাল দাস ৩৲, রসিকলালদেব ২৲, ফণীন্দ্র-নাথ বসু ২৲, মানদাকান্ত রায় ২৲, কুঞ্জবিহারী দে ২৲, উপেন্দ্রনাথ বসু ২৲, রায়বাহাদুর যতীন্দ্র মোহন সিংহ ২৲, রমাপ্রসাদ চন্দ ১৲, প্রবোধ কুমার দত্ত প্রণামী ১৲সতীশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণামী ১৲, শরৎচন্দ্র বসু প্রণামী ১৲, মথুরানাথ মিত্র ১৲ ।

এস্থলে ইহা বিষেরূপে উল্লেখযোগ্য যে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় পূজার উপকরণের এবং সায়াহ্নে জলযোগের সমস্ত ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছেন। কয়েক জনের সভ্যের নিকট হইতে কিছু কিছু টাকা এখনও বাকী আছে, আশা করি তাঁহারা শীঘ্রই তাহা দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

এবার পূজার খরচ, তৎসংক্রান্ত পাথেয় এবং উপনয়নের খরচ বাবত এ পর্য্যন্ত ১০৯৸৵৫ ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তাষ্টকম্

কৃত-সংস্থৃতি-দুর্গতি-ভার-শম
সুরসঙ্ঘ-নিবেশিত-শান্তিযম।
লিখনাসি-সমুজ্জ্বল-পুণ্যদ্যুতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥
কটকাবলিলাঞ্ছিতচারুকর
নয়দণ্ড-মরামর-ভীতিহর।
ভৃত-সাধুজনার্চ্চন-প্রহ্বনতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥
স্মৃতি-সূত্র-বিরাজিত-সৌম্যকবে
জলদর্চ্চিরলঙ্কৃত-দীপ্তরবে।
দিগধিষ্ঠিত-দৈবত মাত্রমিতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥
যশসার্চ্চিত-বিশ্ববিধাতৃপদ
শমগুষ্ঠিত-পৌরুষ-বীর্য্যমদ ।
গিরিশাশ্রিত-নিশ্চল-শুক্লধৃতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥
চরণাশ্রিত-ভীষণ-মৃত্যুগতে
সততোদ্ভূতবোধবিসারমতে ।
অসিভীষিতসংশিতশক্রততে
পিতরাগহি মাধবন্তিকৃতে ॥
ভুজপাদপশীতলমুগ্ধতলে
যতনাহিতবেদশশাঙ্ককলে ।
শমিতাখিলদুর্গতিবহ্নিচিতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥
দ্রুহিণাননসম্ভবতুল্যধিয়াম্
স্বররাতিবিনাশনবীর্য্যশ্রিয়াম্।
অবলোকিতদুঃখদহীনগতে

পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে
বিধিকায়সমুদ্ভবশুদ্ধমতে
তপসার্জ্জিতসমনিবাসকৃতে
অনুভাববিনাশিতদুঃখতে
পিতরাগহি মাধবকান্তিকৃতে ॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেব

স্বজাতি-প্রশস্তি

স্বাগতং কুলদৈবত চিত্রগুপ্তান্বয়াঃ সর্ব্বে
স্বজাতিহিতশংসিনঃ সঙ্ঘশরণধর্ম্মিণঃ ।১
প্রথমবেদবিজ্ঞানশ্রুতিসিদ্ধান্তদীপনাৎ
নবীনভাববিপ্লুতযুগসন্ধিনিয়ন্তারঃ ।২
ভূতভাবিকুলাচার্য্যাস্ত্যাগেন পুণ্যতেজসঃ
দুর্দ্ধর্ষ-বীর্য্য-বল্লভাঃ ক্ষতাদ্ভুবনতারকাঃ ।৩
রাজন্যপ্রিয়-বান্ধবা দক্ষলেখককোবিদাঃ
দুর্ব্বলবলবন্ধনে গৃহীতোগ্রমহাশয়ঃ ।৪
দেশসমাজসেবিনঃ শূদ্রত্বমোহমোচকাঃ
অতীতগৌরবোজ্জ্বলং স্বপদং পুনরীপ্সবঃ ৫
স্বগণশুভমানসপ্রিয়নাথাভিনন্দিতাঃ
আয়াস্থিমে গুণাজীবাঃ সমানুমতকায়স্থাঃ ।৬
সংহতিসুখসংসাদি প্রীতিসম্মিলনীভূমৌ
যূথভ্রষ্টা যথা ব্যস্তা বনে সমুৎসুকায়স্তে ।৭
নিশাম্যস্তাং করণীয়ং যদুনাথ-নিদেশতঃ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ এষা বাণী সনাতনী।

বঙ্গানুবাদ

কুলদেবতা চিত্রগুপ্তের বংশোদ্ভব স্বজাতি-হিতকামী সঙ্ঘবদ্ধ আপনাদের আগমন শুভ হউক ।১। শ্রুতিসিদ্ধ প্রথম বেদবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা উদ্দীপিত করিয়া এই বংশ নূতনভাবে পরিপ্লুত যুগসন্ধির নিয়ন্তা হইয়া ছিলেন ।২। ত্যাগ-মাহাত্ম্যে এই জাতি পুণ্যতেজঃসম্পন্ন হইয়া অতীত কালে কুলাচার্য্য ছিলেন এবং ইঁহারাই ভাবী

কুলাচার্য্য হইবেন। দুর্দ্দমনীয় বীরত্বই এই জাতির প্রিয় এবং পৃথিবীকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াই ক্ষত্রিয়পদবাচ্য ৩। ইঁহারাই রাজবল্লভ এবং নিপুণ লেখক ও পণ্ডিত। দুর্ব্বলের বলসঞ্চয়ে ইঁহারাই উগ্র ও মহান্ অসি ধারণ করিয়াছেন ।৪। এই জাতি দেশ ও সমাজের সেবাপরায়ণ এবং জাতির শূদ্রত্বের মোহনিবারক। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্বীয় মর্য্যাদার পুনরায় প্রাপ্তি প্রত্যাশী হইয়াছেন ।৫। স্বজাতির মঙ্গলকামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বগণপ্রিয় প্রিয়নাথ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেছেন। সমানমতাবলম্বী এই গুণসম্পন্ন কায়স্থবৃন্দ আগমন করুন ।৬। যূথভ্রষ্ট ব্যস্ত বনেচর বনে যেমন যূথান্বেষণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, এই প্রীতির সম্মিলনী-ভূমি একতার সুখসম্মিলনে আপনারা তাদৃশ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন ।৭। যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণ "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বাণী শুনাইয়া যেরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আজ এই যদুনাথ জাতীয় সংগ্রামের সম্মুখে কায়স্থের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিতেছেন, আপনারা এ বিষয়ে অবহিত হউন। বস্তুতঃ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক স্বধর্ম্মপালনই সনাতন উপদেশের একমাত্র বিষয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা কবিরত্ন

সুবুদ্ধি রায়

(১)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সুবুদ্ধি রায় নামক গৌড়ের জনৈক কর্ম্মচারীর নাম দেখা যায়। তিনি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ও বাদশাহ্ হুসেন শাহ্‌র অধীনে কোন্ কার্য্য করিতেন, তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সুবুদ্ধি রায়ের নামের পূর্ব্বে কবিরাজ গোস্বামী 'গৌড়াধিকারী' বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি বহুতীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্য-গণের নিকট লীলার প্রসঙ্গ শ্রবণ পূর্ব্বক ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থানুসরণ করিয়া শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চরিতামৃতে রূপসনাতন-শিক্ষা ও রায় রামানন্দের তত্ত্বকথা প্রভৃতি ও লীলা-সহচরগণের বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃত মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৮২ বর্ষ পর ১৫৩৭ শকাব্দে শেষ হয়। উক্ত গ্রন্থে সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে বর্ণনা এই—

"এথা রূপ গোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুব ঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা ॥

পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী।
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী ॥
দীঘী খোদাইতে তারে মন্‌সব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হইল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইল ॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহা নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তেঁহ পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহে তপ্তঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপনি বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইহাঁ হইতে যাও বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাষে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
কতক দিবস তেঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ আইলা॥

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া মনে বড় দুঃখ হইল॥
রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একক বোঝাতে॥
আপনে রহে পয়সার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন॥
রূপ গোসাঞি আইল তারে বহু প্রীতি কৈল।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইল॥
মাস মাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলে আইল সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা রাজসরাণ পথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হইল মিলন॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে॥
মথুরা-মাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যলীলা ২৫শ পরি

উক্ত পয়ার পাঠে জানা যায় যে রূপ গোস্বামীর মথুরাগমনের পর ধ্রুব ঘাটে তাঁহার সহিত সুবুদ্ধি রায় মিলিত হন। সুবুদ্ধি রায় যে সময় "গৌড়-অধিকারী" ছিলেন সেই সময় সৈয়দ হুসেন শাহ্ তাঁহার চাকরি করিতেন। সুবুদ্ধি রায়

তাঁহাকে দীঘি খননের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করেন। সেই কার্য্যের ত্রুটি হেতু সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে চাবুক মারেন। তৎপর হুসেন শাহ্ গৌড়ের রাজা হইয়া সুবুদ্ধি রায়কে বহু বিষয়ে উন্নত করেন। হুসেনের স্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুকের চিহ্ন দেখিয়া সুবুদ্ধি রায়কে মারিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন। স্বামী বলেন, সুবুদ্ধি রায় আমার প্রতিপালক পিতৃ-সদৃশ, তাঁহাকে আমার মারা সঙ্গত নহে। স্ত্রী বলেন প্রাণনাশ না করিলেও তাহার জাতিনাশ কর। হুসেন শাহ্ সঙ্কটে পড়িয়া "করোয়ার পানি" তাঁহার মুখে দেওয়াইলেন। সুবুদ্ধির মুখে জল দেওয়ায় তাঁহার জাতি নষ্ট হইয়াছে জানিয়া শাস্ত্র ব্যবস্থার জন্য কাশীধামে গমন করেন। পণ্ডিতগণ কেহ কেহ তপ্তঘৃত সেবন করিয়া প্রাণনাশের ব্যবস্থা দেন। কেহ কেহ লঘুপাপে গুরুদণ্ড অব্যবস্থা বলেন। এই সকল ব্যবস্থা শুনিয়া সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর কাশীতে আগমন হইলে তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বৃন্দাবানে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর ; নাম-গ্রহণ দ্বারাই তোমার পাপ দূর হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে আশ্রয় পাইবে।" প্রভুর আজ্ঞায় সুবুদ্ধি রায় প্রয়াগ অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। এদিকে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গমন করেন। সুবুদ্ধি রায় মথুরায় আসিয়া মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া দুঃখিত হইলেন। সুবুদ্ধি রায় শুস্ক কাষ্ঠ আনিয়া মথুরায় বিক্রয় করিতেন। প্রত্যেক বোঝা কাষ্ঠে পাঁচ ছয় পয়সা হইত। তিনি এক পয়সার "চানা চাবানা" খাইয়া থাকিতেন। অবশিষ্ট পয়সা মুদির নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। তদ্দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইতেন এবং গৌড়ীয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী আসিলে তাঁহাদিগের গাত্রে তৈল মর্দ্দনের দ্বারা দই ভাত দিতেন। সনাতনের সহিত তাঁহার মথুরায় মিলন হয় ইত্যাদি।

গৌড়ের জনৈক রাখাল বাদশাহ্ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রবাদের মূলে সৈয়দ হুসেন শাহ্‌র পূর্ব্ব-দারিদ্র্য লক্ষ্য করাই অনুমান হয়। তিনি ঐশ্বর্য্য-লালসায় স্বদেশ হইতে গৌড়-রাজধানীতে আগমন করেন। তিনি হজরত মহম্মদের বংশ-জাত বলিয়া গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার অভিজাত্য থাকায় তিনি গৌড়ের প্রবল মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আদৃত না হইয়া কাহারও গৃহে রাখালি করিয়াছেন তাহা সম্ভবপর কথা নহে। তাঁহার অভিজাত্য শুনিয়া চাঁদপুরের কাজী স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভবতঃ এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি সুবুদ্ধিরায় কর্ত্তৃক দীঘি-খননে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দারিদ্র্য

দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে অন্য রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত নূতন লোক বলিয়া দীঘি-খননের কার্য্যে নিয়োগ করেন। ইঁহার দরিদ্রাবস্থা দেখিয়া আপাতত অর্থকরী কোন বৃত্তি লাভ করেন ইহা রাজদরবারের সকলেরই অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। দীঘি খননের পরেই চাঁদপুরের কাজীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন। এই বিবাহ করায় রাজদরবারের উচ্চপদ-লাভের সুযোগ হয়। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ইনি গৌড়ের সম্রাট্ মুজঃফরের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্ব ১৪৯৮ খৃঃঅব্দ হইতে ১৫২২ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ছিল। (১)

পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত আছে যখন হুসেনের সামান্য অবস্থা তখন তিনি গৌড়ে সুবুদ্ধি খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চাকুরী করিতেন। এই সুবুদ্ধি খাঁ প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পঞ্চম পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ। ইনি তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি হুসেনকে একটী পুষ্করিণী কাটাইবার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। হুসেনের তাহাতে ত্রুটি হইয়াছিল তজ্জন্য সুবুদ্ধি খাঁ তাহাকে প্রহার করেন। প্রহারের চিহ্ন চিরজীবন হুসেনের অঙ্গে ছিল। হুসেন রাজা হইলে রাজমহিষী হুসেনের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হুসেন সমস্ত জানাইলেন। রাজমহিষী সুবুদ্ধি খাঁকে বিনাশ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। হুসেন শাহ্ বলিলেন "সুবুদ্ধি রায় (খাঁ) আমার পালক সুতরাং পিতৃতুল্য। আমি তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে পারি না।" রাজমহিষী বলিলেন "তবে তাহার জাতি নাশ কর।" সম্ভ্রান্ত হিন্দুর পক্ষে সে সময় জাতিনাশ বা প্রাণনাশ তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। হুসেন শাহ্ করোয়ারী পানি রায়ের মুখে নিক্ষেপ করাইলেন। রায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পণ্ডিতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা তুষানলের ব্যবস্থা করেন। তখন চৈতন্যের নাম গৌড়বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি সুবুদ্ধি খাঁকে মথুরা গমন পূর্ব্বক হরিনামে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতে বলিলেন। সুবুদ্ধি খাঁ তাহাই করিলেন। মথুরায় কেশবদেবের মন্দিরে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈষ্ণব গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক

(১) বঙ্গবাসীর মুদ্রিত ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস। ১২৫ পৃঃ

তিনি যে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারের অনুবাদ করিয়া কয়েকটী নূতন কথা সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায়।

কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পয়ারে সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বে "গৌড়-অধিকারী" বিশেষণ পদ দিয়াছেন। এই বিশেষণ পদের অর্থ একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি বলিলে তাঁহার অবস্থাগত পরিচয় হয় না। উদ্ধৃত পয়ারের "গৌড়-অধিকারীর" অর্থ কি? অধিকারী শব্দ দ্বারা দেশ-বিশেষের শাসন-সংরক্ষককে বুঝা যায়। সম্প্রদায়-বিশেষের কর্ত্তাকে ও যাহার কোন বিশেষ গুণের সত্তা আছে তাহাকেও সেই সম্প্রদায় বা গুণের অধিকারী বলা হয়। চৈতন্য-ভাগবতের শেষ খণ্ডে "প্রেম-অধিকারী" "রাজ্যের অধিকারী," এই ভাবে লিখিত হইয়াছে—

সেই প্রেম অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান্॥

*   *   *   *   *

তবে শেষে সর্ব্বজন লাগিল কহিতে।
এই অধিকারী প্রভূ দক্ষিণ রাজ্যেতে॥
প্রভু কহে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে যাই আমি কি মত সকাল॥

উক্ত "গৌড়-অধিকারী" বিশেষণ পদ দ্বারা গৌড়ের রাজা বলা সঙ্গত নহে। গৌড়েশ্বরের অধীনে দক্ষিণ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা রামচন্দ্র খান ছিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-রাজ্যের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। তদ্রূপভাবে "গৌড়-অধিকারী" দ্বারা গৌড়রাজ্যের কর্ত্তা অর্থ সঙ্গত হয়। এইকর্ত্তা হুসেন শাহ্ নহেন। তাঁহার রাজ্যের বিষয়-বিশেষের কর্ত্তা বলা যায়। সম্রাটের মন্ত্রিত্ব কার্য্য সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ-সনাতন) বর্ত্তমান প্রাইভেট সেক্রেটারী ন্যায় ছিলেন। সৈন্যবিভাগে আফগান, পাঠান ও হিন্দু ছিলেন। কাজীগণ বিচার করিতেন। কাজীগণ হিন্দুর ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দেশাচার শুনিতেন। বাদশাহ্ দপ্তরের বহু কার্য্যের মধ্যে রাজকর অবধারণ ও সংগ্রহকরা একটী প্রধানতম কার্য্য ছিল। সেনাপতির সৈন্য রক্ষার ব্যয়াদির জন্য ও সম্রাটের বহু বিষয়ের সংকুলনার্থ চাকলাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহার রাজস্ব অবধারণ করা প্রয়োজন হইত। তাহা কানুনগো বা জমা-সরেহার কার্য্য ছিল। এই কার্য্যের যিনি কর্ত্তা তাঁহাকে "গৌড়-অধিকারী" বলা হইত। রাজা মানসিংহ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হইয়া জমানবীশের উপাধি "নেউগী" করেন। বারেন্দ্র ঢাকুরে

…মুনিশার গোপীকান্ত রায়কে মানসিংহ কানুনগো পদে নিযুক্ত করিয়া নেউগী খেতাব দেন:

যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
জানিয়া উত্তম বংশ সম্মান করিলা॥
কানন গো দপ্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালাতে হয়।
সে দপ্তরে চাকর কৈলা গোপীকান্ত রায়॥
নেউগী খেতাব দিলা সন্তুষ্ট হইয়া।
নিজ গ্রাম খানে দিলা মিলিক লিখিয়া॥ ঢাকুর ৪০ পৃষ্ঠা

রাজা মানসিংহ "নেউগী" খেতাবের সৃষ্টি করিলেও গৌড় হইতে রাজধানী …বিভাগে ঢাকা নগরীতে স্থাপিত হইলে সাম্রাজ্যের নাম গৌড়ের পরিবর্ত্তে বঙ্গ …। ঢাকায় যাঁহারা জমানবিশ হইয়াছেন বঙ্গাধিকারী উপাধিজন্য তাঁহাদিগের বংশীয় …লোক অদ্যাপি বঙ্গাধিকারীর বংশ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। ঢাকা হইতে …মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও জমানবিশের পদ বঙ্গাধিকারী নামে …কথিত হইত। ঢাকা ও মুরশিদাবাদের জমানবিশের পদ "বঙ্গাধিকারী" নামে কথিত …হওয়ায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড় রাজধানী থাকার সময় ঐ পদ "গৌড় অধিকারী" নামে কথিত হইত সন্দেহ নাই। মোগলদিগের শাসনকালে বাঙ্গলার শাসন-সংরক্ষণ …কার্য্যে নবাবগণ ও রাজস্ব-সংগ্রহ কার্য্যে কানুনগো থাকিতেন। দিল্লীশ্বর …উভয়ের দপ্তর্পাত মোহরাঙ্কিত হিসাব গ্রহণ করিতেন। বঙ্গাধিকারী ও শেঠগণ …রাজা উপাধি পাইতেন।

কবিরাজ গোস্বামী যে কয়েক বৎসর বৃন্দাবন-ধামে বাস করিয়া গ্রন্থ রচনা …শেষ করেন সেই সময় মধ্যে গৌড় হইতে রাজধানী স্থানান্তারিত হইয়া কিছুকাল …রাজমহলে রাজধানী হইয়াছিল। বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে পর্টুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব …অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে সম্রাটের আদেশ-ক্রমে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সেখ …ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক ঢাকা নগরে রাজধানী নির্ম্মিত হয়। এই সময় কবিরাজ …গোস্বামীর গ্রন্থ শেষ হইবার সময় প্রায় একই হইতেছে। ১৬০৮ খৃঃ ১৫৩০শক। …মুরশিদাবাদ ১৭০২ খৃঃঅব্দে রাজধানী হয়। ঢাকায় রাজধানী হইলেও কয়েক …বৎসর "বঙ্গাধিকারী"কে লোকে গৌড়-অধিকারীই বলিত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বে ব্রাহ্মণগণই অনেক সময় মন্ত্রিত্ব করিতেন। শুল্ক বা কর …সংগ্রহ ও সান্ধিবিগ্রহিকাদি বহু কার্য্যে কায়স্থগণই অগ্রণী ছিলেন। মুসলমান …রাজত্বেও কায়স্থগণ জমিজমার কার্য্য করিতেন। হুসেন শাহের সময় সম্ভ্রান্ত হিন্দু

বংশের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সময়ে বহু কায়স্থ সকল বিষয়ে বিবিধ রাজপদে নিয়োজিত ছিলেন। রূপ সনাতন তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মের শপথ দিলে ও বেদের দোহাই দিলে তাঁহারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবেন না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই রূপ দেশত্যাগী হইলে তিনি সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব হইল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥

চৈঃ চরিতামৃত। মধ্যলীলা। ১৯শ পরিচ্ছেদ।

এ সময় হুসেনের রাজ্যের সামন্ত রাজগণ কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়াছেন। উড়িষ্যাদেশ জয় করা তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উপযুক্ত মন্ত্রনার লোক ধার্ম্মিক রূপ-সনাতনকে লাভ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। সতাতন বলিলেন—

সনাতন কহে নহে আমাহইতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রূপের বড় ভগিনীপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ॥
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্ব্বকার্য্য নাশ॥

মুসলমানগণ ভগিনীপতিকে ভাই বলেন।

ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে হুসেন শাহ্‌র রাজত্ব আরম্ভের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব-সময় মধ্যে তেরজন রাজা গৌড় রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রাদি সিংহাসন লাভ করিবার নিয়মের পরিবর্ত্তে যিনি কৌশলে সম্রাট্‌কে হত্যা করিতেন তিনিই সিংহাসন লাভ করিতেন। এই হত্যা-ব্যাপারকে ঐশ্বরিক কার্য্য মনে করিয়া হত্যার চক্রান্তকারীকেই প্রধান ব্যক্তিগণ সম্রাট্‌ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যখন রাজ্যের এইরূপ অবস্থা অধীন ব্যক্তির ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে বধ করা অথবা চাবুক মারা বীরত্বের ভাব ছিল।

হুসেনের সময়ে সম্রাট্‌ ও উজীর প্রভৃতি প্রধানতম কর্ম্মচারিগণ ক্রুদ্ধ হইলে

অধীন লোকদিগকে যে চাবুক মারিতেন তাহা "চরিতামৃত" পাঠেও উপলব্ধি হয়। "হুসেন শাহ্‌" সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইবার বিষয় উল্লেখ আছে—

হেনকালে রাজা গেল উঠিয়া মারিতে।
সনাতন কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহ কহে যাবে তুমি দেবতা দেখিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তাবে বাঁধি রাখি করিলা গমন।

হুসেনের দরিদ্রাবস্থায় গৌড়ে আগমন হইলেও তাঁহার আভিজাত্য-পরিচয়ে মুসলমান মাত্রেই তাঁহাকে সম্মান করা সম্ভব। এমতাবস্থায় সুবুদ্ধি রায় একমাত্র গৌড়ের সম্ভ্রান্ত অধিকারী হইলে তিনি রাজ-দরবারে বিচারপ্রার্থী না হইয়া নিজেই শাস্তি-বিধান করিতে পারিতেন না। সমস্ত অবস্থা মনে করিলে সুবুদ্ধির সহিত রাজ-দরবারের উচ্চতর সংশ্রব থাকাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুবুদ্ধির হস্তে রাজকার্য্য না থাকিলে তাঁহার জাতিনাশ না করিয়া অন্য প্রকারে শাস্তি বিধান হইতে পারিত।

গৌড়ের ইতিহাসে "গৌড়-অধিকারীর" অনুবাদ গৌড়ের রাজা করা হইয়াছে। আমরা তাহার যে বিশদ অর্থ হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত ইতিহাসে সুবুদ্ধি খাঁকে প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পঞ্চম (নিম্নস্থ) স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র ও রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় বলা হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ভাদুড়ী চক্র বা ভাতুরিয়া রাজ্যশীর্ষকে লিখিত হইয়াছে যে—

"সামসুদ্দিন হাজি ইলিয়াস শাহ্‌র(২) সহিত দিল্লীশ্বরের বিবাদ উপস্থিত হইলে ইলিয়াস শাহ্‌র সেনাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। মুসলমানেরা এ বিবাদের সময় স্বপক্ষে থাকিবেন কিনা এ বিষয়ে গৌড়েশ্বরের সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি ভাজনী গ্রাম

(২) ষ্টুয়াটের মতে সামসসুদ্দীনের রাজত্ব ১৩৪৪—১৩৫৮—খৃঃ অঃ।

উক্ত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ১২০৩ খৃঅব্দ হইতে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। সামসসুদ্দিন হাজী ইলিয়াস ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য স্বাধীন ছিল। দুইশত তেত্রিশ বর্ষপর সম্রাট আকবরের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হয়।

সামসসুদ্দিন ইলিয়াসের প্রায় দেড়শত বর্ষ পরে সেয়দ হুসেন খাঁর রাজত্ব হইতেছে। রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্রত্রয় জগদানন্দ,

হইতে সুবুদ্ধি ভাদুড়ী, কেশবরায় ভাদুড়ী ও জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহ্বান করিয়া সেনা সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়া জগদানন্দকে রায়, সুবুদ্ধিরায় ও কেশব রায়কে খাঁ উপাধি দিলেন। সুবুদ্ধি রায়কে লক্ষটাকার মুনাফা-বিশিষ্ট চাকনে ভাদুরিয়া জায়গীর দেওয়া হইল। সুবুদ্ধি রায় বার্ষিক একটাকা মাত্র গৌড়েশ্বরকে নজর দিতেন। তজ্জন্য লোকে এ বংশীয়গণকে এক টাকিয়া ভাদুড়ী বলিত। এক টাকিয়াদের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন তাঁহাকে খাঁ সাহেব বলা হইত।" আরো লিখিত হইয়াছে যে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্ ঐ বংশের এগার জনকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া তদীয় এগারটী কন্যাকে সম্প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় ঐ ভাদুড়ী-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

গৌড়ের ইতিহাসের উপরোক্ত দুইটী বর্ণনার দ্বারা চৈতন্য-চরিতামৃতের লিখিত সুবুদ্ধিরায় যে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। যে সুবুদ্ধি রায় ভাদুড়ী খাঁ উপাধি লাভ করিয়া একটাকিয়া জমিদার হয়েন ও যাঁহার রাজধানী সাতগড়া ছিল তিনি সৈয়দহুসেন শাহ্‌র দিঘি খনন করান বা করোয়ার পানী দ্বারা জাতি নষ্ট হইলে বৃন্দাবন গমনের আদেশ পাইয়া মথুরায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

একটাকিয়ার ভাদুড়ী সুবুদ্ধি রায় শাক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের বংশে তাহেরপুরের স্বনামধন্য রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর বর্ত্তমান আছেন। কেশব খাঁর বংশ খাজুরা প্রভৃতিতে খাঁ উপাধিতে পরিচিত। আমরা শুনিয়াছি সুবুদ্ধি খাঁর বংশে কেহ মুসলমান হইয়া রঙ্গপুরের কোন স্থানে জমিদার নামে সম্মানিত আছেন। সুতরাং এই সুবুদ্ধি রায়ের বৃন্দাবন গমন ও মথুরায় কাষ্ঠের বোঝা বিক্রয় করা হয় না।

চৈতন্য-ভাগবত ও চরিতামৃতের নির্দ্দিষ্ট কেশব খানকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক বটেন। কিন্তু তিনি যে কায়স্থ তাহার বিশদ প্রমাণ আছে। চৈতন্য-ভাগবতের বিভিন্ন গ্রন্থে কেশবের খান ও বসু উপাধি দৃষ্ট হয়।

কেশব ও সুবুদ্ধি। এই সুবুদ্ধি হুসেনের সমসাময়িক হইলে, সামসুদ্দিনের সময়ের জগদানন্দ ভাদুড়ী, কেশবরায় ভাদুড়ী ও সুবুদ্ধি রায় ভাদুড়ী পৃথক ব্যক্তি হয়।

হুসেন শাহ্ "একটাকিয়া বংশের এগার জন ব্যক্তিকে মুসলমান করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে সুবুদ্ধি রায় "একটাকিয়া ভাদুড়ীর" জাতিনষ্ট হইলে "করোয়ার জল" মুখে দেওয়ায় তিনি দেশত্যাগী হইয়া শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় করিবেন কেন ?

কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
কহত কেশব খান কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যদি নাম বল যার॥

চৈঃ ভাঃ শেষ খণ্ড।

কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
*   *   *   *
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবারে তবে প্রভুরে পাঠান কহিয়া॥

চৈঃ চঃ মঃ লীঃ ১ম পঃ

তবেই কেশব ব্রাহ্মণ নহেন। ছত্র'-কায়স্থকেই বলিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামী মালদহ শুভাগমন করিলে কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্ল্লভ ছত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। (৩)

---

(৩) রাম কেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
সে আইল প্রভুকে করিতে নিমন্ত্রণ॥
হস্তিরথ অশ্ব দোলা অনেক আইল।
দূরে রাখি পদ ব্রজে প্রভুপাশে আইল॥
এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র, গ্রাম্য লোক যত।
প্রভু কহে ইহা কোন ভাগ্যবান হয়।
আইস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয়॥
প্রভুকে জানায় ইহা রাজার উজীর।
কেশব ছত্রীর পুত্র পণ্ডিত গম্ভীর॥
নিকটে আইস বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
ভীত হইয়া দুর্ল্লভ ছত্রী নিকটে আইলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মৃতি।
পূর্ব্বে যেন দেখেছিল গৌরাঙ্গ মুরতি॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তারে মধ্যলীলায় উত্তরদেশ ভ্রমণ নামক অষ্টম স্তবক। মুক্তিয়ারপুর-নিবাসী শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক ১৮০৯ শকে প্রকাশিত।

উক্ত কেশব ছত্রী কায়স্থ ও রূপসনাতনের সমসাময়িক ও একই গ্রামবাসী তাহাই প্রমাণ হয়। খাজুয়ার ভাদুড়ী বংশের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পুত্র রামকেলির কেশবখাঁ নহেন।

কেশবখান বা ছত্রী যিনি বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি কায়স্থ। সুবুদ্ধি রায় যে কায়স্থ ছিলেন তাহা কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাতেও প্রকাশ পায়। সুবুদ্ধি রায় যে সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবন যান তৎকালে বৃন্দাবন ধাম লোকালয়পূর্ণ ছিল না। মথুরা অতি প্রসিদ্ধ স্থান ও তথায় নানা জাতীয় হিন্দুর মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠী দগের বসতি ছিল। সেখানেই হাট বাজার বা বন্দর ছিল। সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ হইলে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অনায়াসেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনিয়া তাহা ৫।৬ পয়সায় বিক্রয় পূর্ব্বক নিজে এক পয়সার ছোলা চাবানা খাইয়া অবশিষ্ট পয়সা তিনি মুদীর নিকট সঞ্চয় রাখিয়া দীন দুঃখীদিগকে দান করিতেন ও স্বদেশের লোক জনকে গাত্রে তৈল মাখাইয়া দধি ভাত ভোজন করাইতেন; তাঁহার জাতীয় ধর্ম্ম বিবেচ্য বিষয়। কায়স্থ মসীজীবী ক্ষত্রিয়; তাঁহারা সোপার্জ্জন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি পালন ও দরিদ্রগণকে অন্নদান করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সন্ন্যাসের মন্ত্র দেন নাই। তিনি দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম লইয়া ভিক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে জানিতেন। তিনি গৌড়ের বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার হৃদয়ে দান করিবার প্রবৃত্তি জাগরুক ছিল। তাঁহার হৃদয়ে রজস্তমের প্রাবল্য থাকায় রূপসনাতনের ন্যায় লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু তাহাকে আদেশ করেন নাই। মহাপ্রভু যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি তদনুরূপ থাকিবারই আদেশ করিতেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক ভবানন্দ রায়কে চৌর্য্যাপরাধে চাঙ্গে (শূলে) চড়ান হইলে তিনি মহাপ্রভুকে স্মরণ করায় অব্যাহতি পান। তৎপর তিনি ৫টী পুত্র সহ মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ কৃপালাভ করিবার ও বিষয়শূন্য হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে—

প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহা বিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর দাস॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞার পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূল ধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই কুল যায়
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায়॥ অন্ত্যলীলা—৯ম পঃ।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন :—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠাকর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ মধ্য ১৬শ পঃ।

সুবুদ্ধি রায় হুসেনের রাজত্বে ধনজনসম্পদে বর্দ্ধিষ্ণু হইবেন আশা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইল। তজ্জন্যই তিনি স্বীয় উদর-পোষণের মাত্র উপায় না করিয়া নিজের শারীরিক শ্রমের দ্বারা পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি মসিজীবী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অপমানজনক। যিনি বহু লোকের প্রতিপালক ছিলেন, তিনি স্বদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাদি সঙ্গে না লইয়া শারীরিক শ্রমের দ্বারা সামান্য পয়সা উপার্জ্জন পূর্ব্বক দরিদ্রকে দান করিতেন। সুবুদ্ধি রায়ের এই কার্য্য বাঙ্গালী কায়স্থগণের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। লোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া মোগলাই "খানদান" ভাবিয়া থাকে। ইহাই দারিদ্র্য-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বটে।

সুবুদ্ধি রায় কর্ত্তৃক হুসেনের সৌভাগ্য আরব্ধ। হুসেন গৌড়ের রাজধানী হইতে ধনাশায় সাতগড়া যান নাই। চরিতামৃতের লিখিত সুবুদ্ধি গৌড় রাজধানীতে বাস করিতেন। সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি হুসেনের ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় তিনি গৌড়ের রাজ্যের সীমানার বাহিরে গিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার ইচ্ছা ছিল দিল্লীশ্বরের দ্বারা প্রতিফল হইবে। কিন্তু মহাপ্রভুর বাক্যে তিনি সাত্ত্বিক ভাবান্বিত হন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ খণ্ডে এক জগদানন্দ নাম দৃষ্ট হয়।

স্নান করি সুবর্ণ-রেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর নরহরি॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সহিত তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ৯য় পরিচ্ছেদে :—

জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈলা নিত্যস্থিতি॥

আবার অন্ত্যলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে—

শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ; আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হইল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥"
জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিশিন্দারস॥

* * * *

শুনে মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হইল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥
জগদানন্দ নহে প্রিয় আমার তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥

এই জগদানন্দ পণ্ডিত ছিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদ।
উক্ত চরিতামৃতের আদি লীলায়—

সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন।

এই সুবুদ্ধি মিশ্র সুবুদ্ধি ভাহুড়ী নহেন। উক্ত জগদানন্দ ও সুবুদ্ধি মিশ্র মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলায় গৌড়ীয় ভক্তগণের যে নাম আছে তন্মধ্যে সুবুদ্ধি রায়ের নাম দৃষ্ট হয় না। হুসেনশাহ্‌র বদনার জল মুখে ঢালিয়া দেওয়ায় প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কাশীলীলায় সুবুদ্ধি নাম তৎপ্রতি মহাপ্রভু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উল্লেখ করেন। সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলে মথুরায় তাঁহার নাম অন্য ভাবে বিস্তার হইত।

জগদানন্দ ও সুবুদ্ধি নাম অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, তদালোচনায় প্রবন্ধ বিস্তৃত হইবে। সুবুদ্ধি রায় সনাতনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উভয়ের গৃহে থাকা কালের ভালবাসা ভাব ছিল। উভয়ে সংসার ত্যাগী হইলেও সুবুদ্ধি রায় মথুরায় সনাতনকে পাইয়া তৎপ্রতি বহু স্নেহ প্রকাশ করিতেন। সনাতন সেই স্নেহ বাক্যে বিরক্ত হইতেন। পরস্পরের স্নেহ ভালবাসা সংসার-বন্ধনের মূল ভাবিয়া সনাতন তাহাতে বিরক্ত হইতেন। সুবুদ্ধি রায় সনাতনকে স্নেহ করিতেন এই যুক্তিতে সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। হুসেনের রাজ-দরবারে উভয়েই ছিলেন। সুবুদ্ধি বয়োজ্যেষ্ঠ থাকায় সনাতনকে স্নেহ করায় তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে পারেন না এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। ব্রাহ্মণেতর বহু জাতি বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে স্নেহ করেন।

[যু]ক্তিতে সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। হুসেনের রাজদরবারে উভয়েই [ছি]লেন। সুবুদ্ধি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সনাতনকে স্নেহ করায় তিনি ব্রাহ্মণেতর [জা]তি হইতে পারেন না এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। ব্রাহ্মণেতর বহু জাতি [বয়]ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে স্নেহ করেন।

তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ ও কুলীন-সমাজে [মা]ননীয় ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় জগদানন্দ রায় কেশব খাঁ ও সুবুদ্ধি [...] বারেন্দ্র দেশে ক্ষমতাশালী ছিলেন। হুসেন শাহ্‌র অল্প পরেই ইহাদিগের [...] নির্ণীত হইতে পারে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত জগদানন্দ প্রভৃতির নাম [দে]খিয়া তাঁহাদিগের অন্য পরিচয় বা গুণের বিচার না করিয়া নাম সাদৃশ্যে ঐতি-[হা]সিকগণের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সম্ভবপর। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-প্রণেতার [মতে] শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী দর্পনারায়ণী অবসাদ আখ্যান প্রাপ্ত ৮জন কুলীনে কোন দোষ [না] থাকায় তারারায় নির্ব্বাচন নামকরণ হয়। তাঁহার পুত্র জগদানন্দ রায়ের [...] সুবুদ্ধি খাঁর সহিত লক্ষ্মণ সান্যাল প্রভৃতির করণ হইয়া জোনালী অবসাদ [উৎপ]ত্তি হয়। এ প্রমাণেও "গৌড়াধিকারী সুবুদ্ধি রায়" পৃথক্ ব্যক্তি [হই]তেছেন।

জগদানন্দ রায় হইতে অধস্তন মাননীয় কুমার শিবশেখরেশ্বরের পুত্র পর্য্যন্ত [...] পুরুষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-গ্রন্থে ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে যখন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে [...] খেলা করেন, তখন সুবুদ্ধি খাঁ গৌড় বাদসাহের পক্ষে নবদ্বীপের কর্ম্মচারী [ছি]লেন, এই একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে।...উদয়নাচার্য্য ভাহুড়ী হইতে [সুবু]দ্ধি খাঁ ৮ পুরুষের লোক।..."সুবুদ্ধি খাঁ নবদ্বীপে বাদসাহের কর্ম্মচারী থাকুন [বা না] থাকুন তিনি গৌরাঙ্গের সমকালের লোক তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে [না]" এই স্থানে টিপ্পনীতে লিখিত আছে "১০৫০ বাঙ্গলা সালে (শকাব্দা [১৫]৬৫ শকের) সমকালে বেণী অবসাদ হয়। সুবুদ্ধি খাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ী, [তাঁ]হার ভ্রাতা গোপীনাথ তৎপ্রপৌত্র রামবল্লভ ভাহুড়ীতে বেণী অবসাদ ঘটে। [সুবু]দ্ধি খাঁ রামবল্লভের পিতামহ স্থানীয় লোক।" এই হিসাব অভ্রান্ত ধরিলে [শ্রীকৃ]ষ্ণ ভাহুড়ীর পুত্রগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক হইতে পারেন। [আ]রো লিখিত হইয়াছে যে "সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র জনার্দ্দন খাঁ রোহিলা দোষ নিষ্কৃতি [...]" সুবুদ্ধি খাঁ (যিনি গৌড়ের ইতিহাসে (রায়) লিখিত হইয়াছেন করো[য়া] [...]পানী দ্বারা তাঁহার জাতি নষ্ট হইলে তাঁহার খোটা থাকিত। হয়ত তজ্জন্য

তাঁহার পুত্র জনার্দ্দন খাঁ সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া রোহিলা দোষ নিষ্কৃতি করিতে পারিতেন না।

"গৌড়ের ব্রাহ্মণ"—লেখক স্থবুদ্ধি খাকে নবদ্বীপে বাদশাহের কর্ম্মচারী থাকায় জনশ্রুতি দেখেন। তিনি "গৌড়ের অধিকারী" হইলে কুলজ্ঞগণের নিকট তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিত না। ভ্রাতৃত্রয়—জগদানন্দ, কেশব ও স্থবুদ্ধি তৎকালে বাদশাহ্ সরকারে উচ্চতম কর্ম্মের দ্বারাই রায় ও কবি উপাধি লাভ করেন। চরিতামৃতের স্থবুদ্ধি রায় উপাধি

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ-চিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান আলোচনার উদ্বোধনে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলাম আমরা এখানে সেইটি স্পষ্টভাবে দেখাইতে চেষ্টা করি। জাতি ও বর্ণ-বিষয়ক আলোচনা আজকাল সমাজ মধ্যে উঠিলেই বঙ্গের অদ্বিতীয় স্মার্ত্তাচার্য্য ও সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ামক শ্রীমদ্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সেই পুরাতনী কথা—সেই

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ।
শনৈকস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
তথৈব অম্বষ্ঠাদিনামপি"—(শুদ্ধিতত্ত্ব)

বচনটি উদ্ধৃত হয়।

কিন্তু সমাজ জানিতে চায় ক্রিয়া-লোপ ও ব্রাহ্মণ-অদর্শন হইলে বর্ণ-ধর্ম্ম লোপ হয়, না বর্ণ লোপ হয়? নিজ বর্ণ-ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারিলে, কর্ম্মলোপজনিত কিছু দোষ বা পাতিত্ব আসিতে পারে. লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম বর্ণানুমোদিত না হইলে তাহার কতক পরিমাণে ধর্ম্ম লোপ হয় বটে, কিন্তু তাহার বর্ণ-লোপ হইবার কারণ কি? বিশেষতঃ স্মার্ত্তপ্রবরের উদ্ধৃত বচনে দেখা যাইতেছে—ব্রাহ্মণাদর্শনেন তবে কি জঘন্য কলিযুগে সত সত্যই ব্রাহ্মণ-অদর্শন বঙ্গের তথা ভারতের সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছিল? 'ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ'—এই কথাটি তুলিবার আর আবশ্যক দেখি না। বৃষলত্বের ব্যাখ্যাও ত আজপর্য্যন্ত কত রকম শুনিলাম। এই সকল আলোচনা কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির মুখপত্রে অনেক বার হইয়াছে—ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিতে পারে, এই ভয়ে নিরস্ত হইলাম। যাঁহারের

...ন্দ্রে বক্ষ্যমান প্রবন্ধের জিজ্ঞাস্য ভাগ লিখিত হইল, তাঁহারা সকলেই ইহার ...কৃত তাৎপর্য্য অবগত আছেন। তবে একটা কথা বলি, যদি ব্রাহ্মণই অদর্শন ...ইলেন এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ক্রিয়া লোপ হইল, তাহা হইলে ত্রিবর্ণ শূদ্রের ধর্ম্ম ...ম্ম কে করাইলেন, এখনও কে করাইতেছেন? শূদ্রেরাইবা এত রকম ধর্ম্ম-কর্ম্ম ...রে কি প্রকারে? কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও নবশায়ক-বৈশ্যগণের বাড়ীতে কোন্ ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান বাকী আছে? ব্রাহ্মণ 'অদর্শন' হইলে ত ব্রাহ্মণই গেলেন—...ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ'—অন্য বর্ণের কতকটা কর্ম্ম ত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন ...ইতে পারে। ব্রাহ্মণ-অদর্শন হইলে ব্রাহ্মণদের অভিমানী ও দাবী-পরায়ণ তৎ-...কালীন ও আজকালকার ব্রাহ্মণগণ কিরূপে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন? ...ঘুনন্দন-বচনের অংশ-বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশের উপর নির্ভর করিয়া ...েন একটি জঘন্য উপদ্রব হিন্দু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর কিরূপে আসিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ...হাশয়রাই বলিতে পারেন। বারাণসীর 'বেদোদ্বোধিনী সভা' হইতে প্রকাশিত ...র্ণাশ্রম' নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এই সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আমরা প্রথম ...দেখি। উহার পরিচালকগণ স্পষ্ট করিয়া এই বিষয়ে মীমাংসার কথা উত্থাপন ...করিয়া লিখিয়াছেন—

(১ প্রস্তাবনা হইতে—* * * আচারভ্রষ্ট হইলেই বর্ণনাশ বা বর্ণচ্যুতি ঘটে ...না। সংস্কার অথবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাচারীর শুদ্ধি হয়। গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান ...করিলেও বর্ণভ্রষ্ট হয় না, পাতিত্যাদি দোষ ঘটে।" * * * "বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ...শূদ্র বর্ণ ভিন্ন অন্য ... স্বীকৃত হয় না। এদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের কোন ...অস্তিত্ব ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই ইহা কখনও বিশ্বাস করা ...যাইতে পারে না।"

যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যে ইতঃপূর্ব্বে কেহ বর্ণচ্যুত করিয়াছিলেন, ...তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ বর্ণচ্যুতির কোন সঙ্গত কারণও দৃষ্ট হয় ...না। সুতরাং নিঃসংশয়ে ইহা বলা যাইতে পারে, যে বর্ত্তমান উচ্চ জাতিগুলির, ...মধ্যে এই দুই বর্ণের লোক নিশ্চয়ই আছেন। কেবল মাত্র সংস্কার ও আচার-...ভ্রষ্টতা নিবন্ধন তাঁহারা শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদিগকে যে শূদ্রবর্ণ ...মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, এই কঠোর বিধান শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ ...হয় না। * * *

(২) শাস্ত্রবিচার হইতে—* * * "যাহারা বলেন—বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র

ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই. তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে চীন-শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশেও ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল। বিশেষতঃ সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রতিই উক্ত হইয়াছে ও কোনরূপ জাতির প্রতি উক্ত হয় নাই!

বঙ্গের স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বঙ্গে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ছিল এবং ক্রিয়ালোপ হেতু তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। * * * * *

এখন বুঝিতে হইবে যে, শূদ্রত্ব-প্রাপ্তির অর্থ কি? শূদ্রধর্ম্ম-প্রাপ্তি কিংবা শূদ্র-বর্ণ প্রাপ্তি? ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রবর্ণ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্তিই সম্ভব। কেন না ক্রিয়া অর্থে উপনয়নাদি সংস্কার, সেই সংস্কার লোপ হইলে ব্রাত্যাদি দোষই ঘটে, বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না, বর্ণান্তর প্রাপ্তির প্রতি ক্রিয়ালোপ কারণ হয় না, জন্মান্তরই কারণ হয়। মনুসংহিতা—১০ অঃ ৬৪ ৬৫ শ্লোক ইহার প্রমাণ। স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণজাতিবিবেক প্রসঙ্গের মীমাংসা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি—

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥

ও 'গৌতম-ধর্ম্মসূত্র' হইতে—"বর্ণান্তরগমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমে পঞ্চমে বাচার্য্যাঃ"—উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, "ক্রিয়ালোপ হেতু তত্তদ্বর্ণ-ধর্ম্মপ্রাপ্তিই হয়, বর্ণান্তর প্রাপ্তি হইতে পারে না * * * এক বর্ণ অন্য বর্ণের আচরণ করিলে সেই আচরণ-ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয় না।"

"আচরণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বর্ণান্তরের তুল্য বা অতুল্যও হইতে পারে না। যথা, মনু—

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

অতএব স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দন যে, তৎকালের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ জাতির শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি অর্থে শূদ্রাচার বা শূদ্রধর্ম্ম-প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে।"

"যাঁহারা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া শূদ্রত্ব

প্রাপ্তির এই বাক্যের শূদ্রবর্ণ-প্রাপ্তি অর্থ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের এই প্রয়াস সম্পূর্ণই ভ্রান্তি-মূলক। যেহেতু সেইরূপ অর্থ কোন প্রকারেই সমীচীন নহে. বিশেষতঃ সেই অর্থ মন্বর্থের বিপরীত বলিয়া সর্ব্বথা অনুপাদেয়"।*

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধার স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ; পি, আর, এস্ মহাশয় তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'যজ্ঞ-কথা' নামক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে--- (পৃঃ ১)

"বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে পাইত না, এক বারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব স্বীকারের জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল।"

'বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী, বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন। আগে বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত, ও পুনরায় দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী।" (২১ পৃঃ)

ইহা ব্যতীত অধুনা পরলোকগত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের "প্রাচীন রাজমালা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 'বঙ্গদেশ'—অধ্যায়ে (৩৮৫-৪৭৭) "বঙ্গদেশে আর্য্য-প্রভাব—বঙ্গদেশের আর্য্য সংখ্যার আধিক্যবৃদ্ধি-প্রভাব—

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১২৩৯ শালের বৈশাখে বারানসীধামের "বেদোদ্বোধিনী-সভা" হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত বর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাশ্রমী ও শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'বর্ণাশ্রম' পত্রিকা দেখুন। অথবা 'কায়স্থ-পত্রিকা' ১২৩৯ সাল ৪৭২ হইতে ৪৭৬ পৃষ্ঠাগুলি দেখুন।—লেখক।

বৌদ্ধ-ভিত্তির উপর নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—স্মার্ত্ত শূলপাণি—বঙ্গদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার—বর্ণ-সঙ্কর বিচার—বৌদ্ধপ্রভাব বশতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণ-গৌরব রক্ষা-সম্বন্ধে ঔদাসিন্য—ঐ অধ্যায়ের শেষ ভাগে চন্দ্রবংশ—বর্ম্মবংশ ঐ আদি পুরুষ বজ্র বর্ম্মা ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ—সেনবংশ, বীরসেন, ব্রহ্মক্ষত্রিয় সামন্ত সেন প্রভৃতি—বিজয় সেন সমগ্র গৌড়বঙ্গে আধিপত্য-স্থাপন বল্লাল সেনের শৌর্য্য বীর্য্য পাণ্ডিত্য দানসাগর প্রভৃতি কীর্ত্তিকথা-পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত আছে। এই সকলঐতিহাসিক তথ্য হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গদেশ কোন কালে চাতুবর্ণহীন হয় নাই এবং কলিযুগেও চাতুর্ব্বর্ণ সনাতন সমাজ এখনও বর্ত্তমান—তবে ক্রিয়ালোপ—সকল বর্ণের মধ্যই কিছু না কিছু, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বহইতেই সূচিত হইয়া অল্প বিস্তর, এখনও চলিতেছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নমহোদয় যেমন লিখিয়াছেন—(প্রবন্ধের প্রথম অংশে শ্রাবণ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) 'যে প্রমাদ ও আলস্য হেতু আধুনিক অনেক ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে বীতরাগ—এমন কি সন্ধ্যা গায়ত্রী পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ মাত্র উপবীতধারী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতেছেন সেই মত প্রমাদ, আলস্য ও তদুপরি দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মোহাবর্ত্তেও প্রভাবে ক্ষত্রিয় বর্ণজাত ব্যক্তিবর্গ ও বৈশ্যবর্ণেরও বহু লোক নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ ও কোন কোন স্থলে অপারগ। এ জন্যই বলিতেছিলাম যে—'কলাবান্তশ্চ অন্তশ্চ'—ইহা পুথিগত থাকাই উচিত—ইহার প্রচলন আর চলে না।

আর এক খানি চিত্রের এক অংশ দেখাই। বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ সেন—রাজনগরে যাঁহার বিপুল প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনও বর্ত্তমান প্রথম স্বজাতির শির উত্তোলন করিতে প্রয়াসী হইয়া তৎকালীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের দ্বারস্থ হইলেন—শতাধিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লইয়া সমাজে প্রমাণ ও প্রচার করিলেন যে বঙ্গের অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত, এ-জন্য বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করিলে তাঁহারা বৈশ্যবর্ণ মধ্যে অনায়াসে বর্ণিত হইবেন। কতকগুলি অগ্রসামী বৈদ্য তাহাই হইলেন—অদ্যাবধি তাঁহারা সেইরূপ সংস্কৃত হইয়া উপাধি ব্যবহার পূর্ব্বক বৈশ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন—তবে এমনও এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা বৈদ্য জাতি ভুক্ত থাকিয়াও গুপ্ত বলেন না—এমন কি মাসাশৌচ প্রতিপালন করেন—ও উপনয়ন গ্রহণ করেন না বা কেহ কেহ লোক দেখান এক গাছা সূত্র গলায় দেন।

রাজা রাজবল্লভের গৃহীত বৈদ্য-বৈশ্য বর্ণের ব্যবস্থাপত্র যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ রায় সংগৃহীত ও শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত 'কায়স্থের ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও সংস্কার' নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট দেখুন। (বর্ত্তমান লেখকের কাছে ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে ঐ পুস্তকের কয়েক খানি এমনও আছে)

ঐ চিত্রের অপরাংশ বর্ত্তমানের 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ-সমিতি' ও সেন গুপ্তের পরিবর্ত্তে 'সেনশর্ম্মা' ভ্রাতৃবর্গের আবির্ভাব।

'বৈদ্য-প্রবোধনী' নামক নবপ্রকাশিত পুস্তকখানিতে পাঠকবর্গ এই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতির মন্তব্য ও বক্তব্য পাঠ করিবেন এবং পরিশিষ্টে প্রকাশিত কলিকাতার অধুনাবিলুপ্ত পণ্ডিত-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয়-প্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থাপত্র আছে।

এবং এই সকল বৈদ্য-প্রধানগণের মধ্যে জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ, ডাক্তারি পাস করাও বটে, নাকি ঘোষণা করিয়াছেন—We are not only Brahmins, but are better Brahmins কারণ আমরা প্রতিগ্রহ করি না। গোটা দুই কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। যে সকল বৈদ্য বৈশ্য-সংস্কারে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কয়েক পুরুষ বৈশ্যাচারে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই কয়েকজন আজ বিনা সংস্কারে অর্থাৎ সংস্কারান্তর গ্রহণ না করিয়াই ব্রাহ্মণ হইয়েছেন।

২। কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক বৈদ্য ভ্রাতা দাসগুপ্ত ও দাস পদবী 'স' দিয়া বানান করিতেন কিন্তু আজকাল তাঁহাদের বংশধরগণ 'দাশ গুপ্ত' ও 'দাশ' পদবী, তে 'শ' ব্যবহার করিতেছের—বোধ হয় 'দাস' 'স'-যুক্ত থাকিলে তাঁহারা শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইবেন এই ভয়ে ঐ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা। ১৪শ বর্ষ 'সাহিত্য' পত্রে ১৩১০ সালে শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি, এ, ও শ্রীবিভূতিভূষণ দাস গুপ্ত এম এ, মহাশয়দ্বয় নিজ পদবীর দাস শব্দ 'স' যোগই ব্যবহার করিয়াছেন।

আবার বর্ত্তমান লেখকের ইহাও শোনা ও জানা আছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে কোন এক শ্রেণীর কয়েকঘর কায়স্থের সঙ্গে স্থানীয় বৈদ্য জাতির বৈবাহিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যা'ক, এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই—আমরা ছবি দেখাইতে বসিয়াছি মাত্র।

ওদিকে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় মাসিক বসুমতীর ২য় বর্ষে প্রকাশিত তাঁহার 'শ্রীনাথদ্বার-

যাত্রা' নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে—"তাঁহার (রায় বাহাদুর রামপ্রতাপ চমরিয়া) সঙ্গে যজ্ঞশালায় চলিলাম। তাঁহার প্রধান গৃহসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিশাল যজ্ঞশালা রচিত হইয়াছে। সমুচ্চ তৃণাচ্ছাদিত সুপ্রশস্ত যজ্ঞমণ্ডপ, চারিদিকে ফল-পুষ্পপত্রে ও মাল্যে অলঙ্কৃত বিচিত্র পতাকা বিরাজিত সুশোভন স্তম্ভরাজি, মণ্ডপের মধ্যে বিশাল অগ্নিকুণ্ড বিধি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে। উপর হইতে বিলম্বিত প্রকাণ্ড তাম্রময় ঘটের স্বল্পায়তন ছিদ্র হইতে গব্যঘৃত দিবারাত্র ক্ষরিত হইয়া হোমাগ্নিকে সতত প্রদীপ্ত রাখিতেছে। চারিদিকে প্রধান অগ্নিকুণ্ড অপেক্ষা অৰ্দ্ধ পরিমাণ চারিটি অগ্নিকুণ্ডেও ঐভাবে হোমাগ্নি উদ্দীপিত রহিয়াছে। যথাবিহিত স্থানে ঋত্বিক্, হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্য প্রভৃতি বসিয়াছেন। উদ্গাতৃগণ সকলে মিলিত হইয়া সামন্তন আহুতির পর সামগান করিতেছেন, সংস্কৃত অগ্নিতে সংস্কৃত গব্য হবির আহুতি জনিত দিব্য সৌরভে দিঙ্মণ্ডল সর্ব্বদা পরিপূরিত। এখানে আসিয়া এই মধুর পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম জনিত অবসাদ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলাম। বৈদিক ব্রাহ্মণ-যুগের সরস্বতী সৈকতে আর্য্য মহর্ষিগণে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের স্বপ্নময় শান্ত ও পবিত্র দৃশ্যরাজি মানসচক্ষুতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সুন্দর পুণ্যময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাচীন ভারতের কত কাহিনী উদ্বেল কল্পনা বারিধির উত্তাল তরঙ্গাবলীর ন্যায় সংস্কারময় বেলাভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। 'যজ্ঞেন যজ্ঞম যজন্ত দেবাঃ তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসনং' এই মন্ত্রময়ী দেবতা যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মধুর হাসির জ্যোৎস্নায় অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত সংশয় ও অবিশ্বাসের তিমিরাবলী সরাইয়া দিলেন।"

"শ্রীনাথদ্বারযাত্রা"—মাসিক বসুমতী, ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩০—পৃষ্ঠা ৬১৩।১৪

"এই কার্য্যে যিনি প্রধান আচার্য্য,অগ্রে তাঁহারই একটু পরিচয় দিব। কাশী-ধামের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতপ্রবর দেবকীনন্দন শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই এই মহা সাবিত্রা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। পণ্ডিত দেবকীনন্দন শাস্ত্রী মাড়োয়ারী গৌড় ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন, কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ টেকমানী সংস্কৃত কলেজের ইনি অধ্যক্ষ্য, ইনি কাশীধামের পণ্ডিতকুলরাজ, পুণ্যচরিত মহামহো-পাধ্যায় স্বর্গীয় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রধান ও প্রিয় ছাত্র। এমন সুপণ্ডিত মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ভদ্র ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান সময় একান্ত দুর্লভ বলিলেও বোধ

হয় অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারই উপদেশানুসারে এই মহাসাবিত্রা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছিল। কাশী হইতে প্রায় একশত জন ক্রিয়াকাণ্ডদক্ষ মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, সরযুপারী, গৌড় ও কান্যকুব্জ বৈদিক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের জন্য শেঠজী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঋত্বিকের কার্য্য করিতেছিলেন। পূর্ণাহুতির সময় বিনীত-বেশ যজমান ও তৎপত্নী যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মিলিতভাবে যখন প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন, তখন সত্যই বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধির সহিত শ্রদ্ধা মিলিত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপের অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছিলেন।"

"শ্রীনাথদ্বারকাযাত্রা"—মাসিক বসুমতী ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩০, ৬১৪ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ বর্ত্তমানকালেও বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই এবং মহামহো-পাধ্যায় প্রমথনাথ-প্রমুখ বহু নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিকগণ শেঠজির পুত্রের বৈশ্য বর্ণোপযোগী উপনয়ন সংস্কারে উপস্থিত থাকিয়া বৈশ্যসংস্কারের সাহায্য করিতেছেন। অদ্যাবধি বঙ্গের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার তর্পণবিধিব্যবস্থায় লেখা আছে—পিতৃমাতৃমাতামহকুলের তর্পণের সময় ব্রাহ্মণেরা 'দেবশর্ম্মা ও' 'দেবী বলিবেন এবং শূদ্রেরা তৎতৎ স্থানে 'দাস' ও 'দাসী' বলিবেন। কিন্তু পরেই ইহাও ব্যবস্থা দেওয়া আছে যে, "ক্ষত্রিয়েরা 'দেববর্ম্মন্ ও দেবী" এবং বৈশ্যেরা 'গুপ্ত' ও 'দেবী' বলিবেন। বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অস্তিত্ব না থাকিলে এই ব্যবস্থা প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল না। বঙ্গের কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রি-য়ের চিহ্ন বা ছবি আঁকিয়া দেখাইবার আবশ্যক বোধ করি না। ক্ষত্রিয় বলিলে যাহা বুঝায়, সেদিন তাহাও প্রকট ছিল। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদকেদার মোহন লাল, অদ্‌রেল কালু, মেনাহাতী—আর কত নাম বলিব। বর্ত্তমান সময়েও লেফটেনেণ্ট সুরেশ বিশ্বাস ও মল্লবীর যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (গোবর বাবু) World champion জাজ্বল্যমান। কায়স্থ-প্রতিভা বা ক্ষত্রিয়-প্রতিভা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্রে দেখুন। ধর্ম্মে ও ধার্ম্মিকতায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম মাত্র অবিখ্যাত নহে—জগজ্জয়ী; দানে দেবনারায়ণ, তারক পালিত রাসবিহারী ঘোষ; ক্ষেত্রে তাড়াসের রাজর্ষি বনমালী রায় ও দিনাজপুরের রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কায়স্থের প্রতিভা, কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্র মহত্ত্ব উজ্জ্বল ও ক্ষাত্রমনোনীত পৌষ ১৩৩৩এর কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক-লিখিত "বাঙ্গালী কায়স্থ বন্দনা" নামক কবিতায় পাঠকগণ কায়স্থকুল

প্রদীপগণের নাম কতক পাইবেন। আর একখানি চিত্র দেখাইয়া এবারের মত এ প্রসঙ্গ শেষ করিব, বারান্তরে অন্যান্য চিত্র দেখাইবার বাসনা রহিল। স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রের ১৩১০ সাল পৌষ সংখ্যায় তৎকালীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত 'স্মৃতি' নামক প্রবন্ধ হইতে একখানি চিত্র দিলাম, পাঠকগণ ও হিন্দুসমাজ দেখিয়া বিচার করিবেন—

"ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ ক্ষত্রিয়, পূর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ হইতে এই দুই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যে সকলক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত আচারমার্গের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়বলিয়া স্মৃতি গ্রন্থসমূহে নিন্দিত হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-সময়ে ব্রাহ্মণ জাতি যেমন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই অনেক অকার্য্যও করিয়াছেন। যাহারা প্রথমে পূর্ব্ব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা যেমন অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল, অন্যে তেমন অনুগ্রহ পায় নাই। * * * যে সকল ক্ষত্রিয় পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ।" (সাহিত্য-১৪ বর্ষ ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীশশধর দত্ত বর্ম্মা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তব্রতকথা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

দত্তাত্রেয় কহিলেন—

সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ভীষ্ম মহা অনুভব,
ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিকুলর্ষভ
পুলস্ত্য সমীপে গিয়া ইহা জিজ্ঞাসয়
হে ব্রাহ্মণ! চাতুর্ব্বর্ণ আশ্রম-চতুষ্টয়।
সঙ্কর যে সব জাতি তাদের উৎপত্তি
সে সবে বিশেষরূপে আছে অবগতি ॥ ১ । ২ ।
কায়স্থ যে লোকখ্যাত ওহে মহাবাহো!
সেই তত্ত্ব শুনিতে মোর হয়েছে আশয় ।৩।

দেব পিতৃপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত দাতা,
কাব্য অলঙ্কারে বিজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ।৪।
স্বজাতি ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পালক,—
হেন গুণগণপূর্ণ কল্যাণদায়ক,
কায়স্থগণের এই উৎপত্তি-বিষয়—
কহি মোরে মহামুনে ঘুচাও সংশয়।
এইরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহামুনি
কহিলেন শুন সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ।৫।৬.

পুলস্ত্য কহিলেন—

শুন ভীষ্ম কায়স্থের উৎপত্তি কারণ
অজ্ঞাত যা ছিল পূর্ব্বে করিব বর্ণন ॥৭।
যিনি এই চরাচর স্থাবর জঙ্গম
সৃজন পালন পুনঃ করেন নিধন ।৮।
অব্যক্ত পুরুষ ব্রহ্মা লোক-পিতামহ
যেরূপে সৃজেন বিশ্ব কহি তা শুনহ ॥৯
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখে; ক্ষত্রিয় বাহুতে,
পদ হইতে শূদ্র জন্মে; বৈশ্য উরু হতে।
দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, ষট্পদগণ,
সরীসৃপ-বর্গ-আদি, কীট, প্লবঙ্গম,
হে ভারত! এক কালে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ,
সৃজিলেন স্ব-ইচ্ছায় লোক-পিতামহ।
বহু বিধানেতে বিশ্ব করিয়া সৃজন
সুতেজস্বী জ্যেষ্ঠপুত্রে করি আবাহন,
কহিলেন হে পুত্র! হে কশ্যপ ধীমান্!
অতি যত্নে এ জগৎ করহ পালন ॥
কশ্যপে আদেশ দিয়া ব্রহ্মা মতিমান্,
করিলেন পরেতে যা' করুন শ্রবণ—
এগার হাজার বর্ষ সমাধিতে রহি
ঘটিল যা, অতঃপর সেই কথা কহি।
মহাবাহু শ্যাম-অঙ্গ কমললোচন,

কম্বুগ্রীব গূঢ়শিরা চন্দ্রনিভানন,
লেখনী-ছেদনী-হস্ত মসীপাত্র-যুত
তাঁহার শরীর হ'তে হলেন নিঃসৃত ।
পরম সুন্দর ধ্যান-স্তিমিত লোচন,
অব্যক্ত-জন্মা তাঁরে (পুরুষে) করি দরশন ।
ওহে ভীষ্ম ! উঠি ব্রহ্মা সমাধি ত্যজিয়া
আপদ-মস্তক সে পুরুষে নিরখিয়া
কে তুমি পুরুষোত্তম কহিলেন তায় ।
মম অগ্রে অধিষ্ঠিত দেহ পরিচয় ॥

পুরুষ বলিলেন—

বিধাতারে কহিলেন সেই মহাশয়
তব দেহে মম জন্ম নাহিক সংশয় ॥
কি নাম আমার হবে বল মোরে তাত !
মম উপযুক্ত কার্য্যে কর নিয়োজিত ॥

পুলস্ত্য বলিলেন—

স্ব-উদ্ভব পুরুষের এই বাক্য শুনি ।
আনন্দিত চিত্তে ব্রহ্মা কহেন আপনি ।

ব্রহ্মা বলিলেন—

সুন্দর সুস্থির চিত্তে সমাধিস্থ হ'লে
আমার কায়েতে তুমি জনম লভিলে ॥
তাইতে কায়স্থ নামে হবে তুমি খ্যাত ।
আজ হতে তব নাম হবে চিত্রগুপ্ত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থ ধর্ম্মরাজপুরে—
তব স্থান নির্দ্দেশিত হ'ল অতঃপরে ।
স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম করিবে পালন
ওহে পুত্র পৃথিবীতে করহ সৃজন ;
ভার সমন্বিত প্রজা করি বরদান ;
সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা বলি হ'ন অন্তর্ধান ॥

পুলস্ত্য বলিলেন—

শুন শুন পরে কুরুবংশ-বিবর্দ্ধন।

চিত্রগুপ্ত-বংশকথা করিব কীর্ত্তন ।
(১) ভট্টনাগর (২) সেনক (৩) গৌড় (৪) শ্রীবাস্তব্য
(৫) মাথুর (৬) অহিষ্ঠান (৭) শৈকসেন (৮) অম্বষ্ঠ
মহামতি চিত্রগুপ্তের প্রিয় দরশন ।
অষ্টপুত্র করে জনম গ্রহণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিদ এই সন্তান সকলে ।
স্থাপিলেন আনন্দেতে পৃথিবী-মণ্ডলে ॥
যথাবিধি কর্ত্তব্যের করিয়া আদেশ
দেন সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ শ্রেষ্ঠ উপদেশ ॥
ভক্তিভরে করিবেক দেবতা অর্চ্চন ।
ব্রাহ্মণ-পালন আর অতিথি-সেবন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া প্রজা-কর লও ।
পুত্রোৎপাদন করি স্বর্গ-কামী হও ॥
মহামায়া চণ্ডীশক্তি চণ্ড-প্রকর্ষিণী ।
যাহার সাধন, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥
মহাপুরুষেরা এই চণ্ডীর কৃপায় ।
স্বাধিকার লভি স্বর্গে যজ্ঞ-ভাগ পায় ॥
ফল, মূল, ধূপ, দীপ, নানা উপাচারে ।
মিষ্ট-অন্ন, সুরা-আদি দিয়া পূজে তাঁরে ।
তা' হলে সে মহামায়া হইয়া প্রসন্ন
ধন, পুত্র, সিদ্ধি দিয়া করিবেন ধন্য ॥
দ্বিজাতি অপেয় সুরা ; হইলেও দ্বিজ,
তোমাদের পেয় হবে যদি শক্তি পূজ ॥
ত্রিলোকের হিতে বিষ্ণুধর্ম্ম আচরিবে ।
ইহাই আমার আজ্ঞা অবশ্য জানিবে ॥
পুত্রগণে চিত্রগুপ্ত দিয়া উপদেশ
ধর্ম্মপুরে ভীষ্ম ! তিনি করেন প্রবেশ ॥
কায়স্থোৎপত্তি এই পূত উপাখ্যান ।
শ্রবণেচ্ছু আপনি করুন অবধান ॥
একে একে কহিলাম সবিশেষ তথ্য ।
অতঃপর কহিব চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য ॥

(চিত্রগুপ্ত-মাহাত্ম্য)

পুলস্ত্য বলিলেন—

শ্রীসৌদাসনরপতি, পৃথিবী-মণ্ডলে স্থিতি,
পাপে রত ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি জ্ঞান।
তবু কোন্ পুণ্যফলে, স্থির স্বর্গে যান চলে
সেই সুমধুর কথা বলিব এখন ॥
সর্ব্ব পাপকর্ম্মরত, সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত
দুরাচার রাজা, নীতি ধর্ম্ম না মানয়।
একদা স্বদেশে তিনি, এই অধর্ম্মের বাণী
দামামা ঘোষণা করি সকলে জানায় ॥
দান, যজ্ঞ, দৈব, পিত্র্য, জপ, তপ, কি আতিথ্য,
নিষেধ এ সব কার্য্য, রাজার আজ্ঞায় ॥
স্বদেশে আদেশ দিয়া বিদেশেও বাহিরিয়া,
ঘুরে ফিরে যথা তথা দেশ দেশান্তরে।
ব্রাহ্মণ যে ছিল যথা, ভয়ে না কহয়ে কথা
না যজ্ঞ, না পিতৃকার্য্য পারে করিবারে ॥
তদবধি কুরুবর! যজ্ঞকর্ম্ম পুণ্যকর,
পারিত না কোথাও হইতে অনুষ্ঠিত।
ধর্ম্ম-বিদূষক রাজা সে সৌদাস মহাতেজা
ব্রাহ্মণেও কর-ভারে পীড়িত সতত।
শুন শুন কুরুজ্যেষ্ঠ! হে ভীষ্ম ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ!
তাহার করম-ফল অতি সাবহিতে।
এক দিন পাপমতি সে সৌদাস নরপতি,
দেখিলেন পৃথিবীতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে—
কার্ত্তিক মাসেতে তথি, শুক্লাদ্বিতীয়ার তিথি,
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তে পূজে
মহতী ভকতি ভরে ধূপ দীপ অলঙ্কারে ॥
দৈবে তথা আসি সৌদাস উপজে।

ইহা দেখি নররায় কহে কহ পূজ কা'র?
বিবরণে সবিশেষ পরিচয় দিয়া ॥
কায়স্থেরা নৃপে কয়, শুন শুন মহাশয়!
করিতেছি চিত্রগুপ্ত-শুভপূজা-ক্রিয়া ॥
সে সৌদাস নৃপবর, কহিলেন অতঃপর,
চিত্রগুপ্তে আমিও করিব পূজা তবে,
এতবলি নর-নিধি স্নানকরি যথাবিধি
শ্রদ্ধাসহকারে পূজে চিত্রগুপ্তদেবে ॥
পরে চিত্রগুপ্তদেবে, পূজি অতি ভক্তিভাবে
সৌদাস ভূপাল হয়ে সর্ব্ব পাপমুক্ত—
চিত্রগুপ্ত-প্রভাবেতে চলি যান স্বরগেতে,
শুন চিত্রগুপ্তকথা বিচিত্র মাহাত্ম্য।
আরো কি শুনিবে নৃপ? কহ মনোমত ॥
মুনির একথা শুনি কহে ভীষ্ম নরমণি
চিত্রগুপ্ত-পূজাবিধি কিবা মোরে কন।
কিবা মন্ত্রে কি বিধানে পূজি ওহে মহামুনে!
শ্রীমান্ সৌদাসরাজা স্বর্গপ্রাপ্ত হন? ॥

বলেন পুলস্ত্য—ওহে গঙ্গার-সন্তান!
বলি শুন চিত্রগুপ্ত-পূজার বিধান ॥
যথা-কাল-জাত-ফল ঘৃতজ নৈবেদ্য।
গন্ধ-পুষ্প উপহার ধূপ দীপ গন্ধ ॥
সুশোভন পট্ট বস্ত্র, বিবিধ নৈবেদ্যে।
শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পটহাদি বাদ্যে ॥
মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে
পূজিবেন চিত্রগুপ্তে প্রযত্ন অন্তরে ॥
নূতন কলস লয়ে পূর্ণ জলভরা।
তদুপরি রাখি সরা পূর্ণিত শর্করা।
পূজান্তে দ্বিজাতিগণে দান করি দিবে।
ব্রাহ্মণ [illegible] কায়স্থে পরে ভোজন করাবে ॥

(প্রণাম)

মসীপাত্র সুসংযুক্ত, লেখনী, ছেদনী, হস্ত
ওহে দেব চিত্রগুপ্ত ! ধরণীতে করহ বিহার।
লহ মোর লহ নমস্কার।
নম চিত্রগুপ্ত প্রভু ! ধর্ম্মরূপী নমি বিভু।
হে নিত্যপালক প্রভু লহ মোর লহ নমস্কার।
শান্তিদান কর সবাকার।
নমস্কার পুন নমস্কার॥

হে রাজেন্দ্র এইরূপ চিত্রগুপ্ত-পূজা।
এই মন্ত্রে-পূজাকরি' শ্রীসৌদাস রাজা
বিধিবৎ ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্ত দেবে
অচিরে সকল পাপ হ'তে মুক্তি লভে॥
রাজ্যভোগ অন্তে তাঁর আয়ু হলে ক্ষয়।
যম হতে ভীতিকর যমপুরে লয়॥
তাঁরে দেখি চিত্রগুপ্তে ধর্ম্মরাজ কন।
অতি দুরাচার এই সৌদাস রাজন্॥
পাপকর্ম্মে রত সেই থাকি নিরন্তর।
সংসারেতে করিয়াছে বহু পাপাচার।
যমদ্বারা তবে হয়ে জিজ্ঞাসিত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশারদ সেই চিত্রগুপ্ত,
হাসিয়া বলেন, আমি জানি সব তার
কর্ম্ম ফল যত সেই সৌদাস রাজার
রত ছিল সদা পাপে, এ সৌদাস নৃপে,
ইহা আমি সবিশেষ সব জ্ঞাত আছি।
হে সৌরে ! তোমার করে পূজ্য আমি ধরাপরে
তব দত্ত বরে আমি শ্রেষ্ঠত্ব লভেছি॥
ধরায়
একদা দেখিয়া পূজা আমারে পূজিল রাজা
পাপী বটে ভক্তিভাবে পূজিয়াছে মোরে।
তুষ্ট হয়ে এই হেতু বিষ্ণুপদ প্রাপ্তিহেতু
শ্রেষ্ঠতম বরদান করিনু তাহারে।

ইহা শুনি ধর্ম্মরায় সৌদাসেরে অচিরায়
বিষ্ণুপদ পাইবার অনুমতি করে।
অতএব যে কায়স্থ আজ হতে চিত্রগুপ্ত
পূজিবেন পৃথিবীতে শ্রদ্ধাভক্তি ভরে,
পাপমুক্তি পরাগতি লভিবে অচিরে॥
তুমিও পূজহ ভীষ্ম যথাবিধি তাঁরে॥

দত্তাত্রেয় বলিলেন :—

পুলস্ত্য বচন শুনি ভীষ্ম মহাশয়।
তার পরে শুক্লপক্ষে শুভ দ্বিতীয়ায়॥
কার্ত্তিক মাসেতে পূজে শ্রদ্ধাভক্তি ভরে।
চিত্রগুপ্ত, যমদূত, যম যমুনারে॥
যম-দ্বিতীয়া তিথি প্রখ্যাত এ নামে।
রক্তচন্দনাক্ত চিত্র, বিচিত্র কুসুমে,
গুড়যুক্তমোদক ও নৈবেদ্যাদি লয়ে,
চিত্রগুপ্ত পূজা করে গঙ্গার তনয়ে।
ভগ্নী-হস্ত পাক-দ্রব্য এদিনে খাইবে।
পুষ্টি, বুদ্ধি, নিত্যযশ আয়ু বৃদ্ধি হবে॥
সকল কামনা আর অর্থ সিদ্ধি হবে।
ভোজনান্তে দেয় দ্রব্য ভগিনীকে দিবে॥

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা

(চিত্রগুপ্তদেবের মন্ত্র)

উৎপত্তি প্রলয়ে দানে, পাপে আর ধর্ম্মে পুণ্যে
হে শ্রীমান্ চিত্রগুপ্ত লেখক হে তুমি।
সমুদ্র-মথনে তব লক্ষ্মীসহ সমুদ্ভব
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো। তোমারে প্রণাম।
বর দাও অদ্য মোরে বর দাও তুমি॥
চিত্রগুপ্ত তুষ্ট হয়ে, ভীষ্মে দেন বর।
মৎপ্রসাদে মহাবাহো ! রহিবে অ-মর॥
"যদি মৃত্যু ইচ্ছা কর তবে মৃত্যু হবে"।

ভীষ্মে বর দিয়া তিনি গেলেন ত্রিদিবে ॥
এ বিধিতে চিত্রগুপ্ত যে করে পূজন।
তাহার যে পুণ্যফল করহ শ্রবণ ॥
ইহলোকে নানাবিধ করি সুখভোগ।
পরলোকে প্রাপ্তি তার হয় বিষ্ণুলোক ॥
দীর্ঘায়ু হয় সদা রোগে পায় মুক্তি।
চিত্রগুপ্ত-ব্রতকথা কায়স্থোৎপত্তি ॥
ভক্তিযুক্ত মনে ইহা যে নর শুনয়।
ইহাতে সংশয় নাই শুনহ নিশ্চয় ॥
যে স্বর্গ যাইতে বাঞ্ছা করে ঋষিগণ।
সেই বিষ্ণুলোকে তাঁরা করেন গমন ॥

ইতি

চিত্রগুপ্ত-ব্রতকথা অমৃত-নিঝর।
যেইজন শুনে হয়ে একান্ত অন্তর ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম্য লোভি, ভুঞ্জে প্রেমানন্দ।
গীতিছন্দে গায়িলেন দ্বিজ উমানন্দ ॥

মফস্বলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা

(১)

বিগত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শুভ যমদ্বিতীয়া তিথিতে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাতানল গ্রামে 'বাতানল-কায়স্থ-সমিতির' উদ্যোগে শ্রীশ্রীযম যমুনা ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের অষ্টাদশ বার্ষিক পূজা ও উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উষাকালে মধুর উষাকীর্ত্তনে সুপ্ত জনবৃন্দ অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীশ্রীভগবানের নাম সঙ্গীতে মত্ত হওয়ায় কায়স্থ-পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যাহ্নে যথাবিধি পূজা, হোম, ও আরতি, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ দান পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও পরিশেষে সুগায়ক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের বন্দনা ও স্তবগীতি গীত হয়। **অপরাহ্নে** কায়স্থ-সভার অধিবেশন ও সমাগত আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে শ্রীশ্রীভগবানের প্রসাদ ও ভোগরাগ প্রদানে আপ্যায়িত করা হয়। **সায়াহ্নে** আরত্রিকের বাদ্যযন্ত্রগুলি সমস্বরে বাজিয়া উঠিলে বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। এই সময় ঠাকুরের বন্দনা-গীতিগুলি ও জাতীয় সঙ্গীতাদি সুমধুর স্বরে গীত হয়। তাহার পর বাদ্যকারগণ ঢোল এবং সানাইএর সাহায্যে রাগরাগিণীর আলাপ করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে আশাতীত-রূপ পরিতৃপ্ত করে।

১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার—

যথারীতি পূজা, বিসর্জ্জন, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ চতুপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের নিমন্ত্রিত স্বজাতি, বহুসংখ্যক সমাগত কাঙ্গালীগণকে খেচরান্ন ও নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি দধি মিষ্টান্নাদি সহ ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। তাহার পর ভূতযজ্ঞ, গো, মহিষ কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশু এবং পক্ষিগণকেও আহার দানে তুষ্ট করা হয়। পরদিন যাত্রাগান হইবার ব্যবস্থা থাকায় ঐদিন নিরঞ্জন-ক্রিয়া বন্ধ থাকে।

পর দিবস ১২ কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যায়—

অপেরা পার্টি কর্ত্তৃক 'সগরাভিষেক' গীতাভিনয় হয়। তদুপলক্ষে সহস্রাধিক নরনারী সমাগত হইয়াছিল।

শেষ দিন ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার নিরঞ্জন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় 'শঙ্খভেরী মৃদঙ্গ পটহাদি' বাদ্যের নিনাদে ও শ্রীশ্রীভগবানের জয়ধ্বনিতে দশদিক্ বিকম্পিত করিয়া শোভা-যাত্রা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলে, দলে দলে নরনারী বালক বালিকা সুসজ্জিত মনোরম রথোপরি বিরাট্ কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ মহাবাহু ভাগ্য-লেখক বিধাতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন আকাঙ্ক্ষায় পথিপার্শ্বে সমাগত হইতে লাগিল। এইরূপে চারি ঘণ্টাকাল শোভাযাত্রা সহ গ্রাম ভ্রমণ করিয়া নিরঞ্জন-ক্রিয়া সমাপন হয়। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দেব সরকার বর্ম্মা মহাশয় মন্ত্রপূত শান্তিবারি দান করেন।

(২)

পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা সম্পন্ন হইয়াছে।

(৩)

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ... দেববর্ম্মা মহাশয়ের দোলকুণ্ডী গ্রামস্থ (জেলা ফরিদপুর) বাটীতে

উনবিংশবার্ষিক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ মুকুন্দলাল ধর দেব বর্ম্মা ও পুরোহিত শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে, (৫) মুর্শিদাবাদে নিমতিতা গ্রামে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে, (৬) গয়াধামে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি এল মহাশয়ের ভবনে, এবং (৭) ত্রিপুরা জেলান্তর্গত গোকর্ণ গ্রামে শ্রীবিনয়ভূষণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তপূজা সম্পন্ন হইয়াছে।

উপনয়ন সমাচার

কলিকাতা—বাগবাজার

কেন্দ্র—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে
১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট।

তারিখ—১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহীতার সংখ্যা—৮

আচার্য্য	শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন
তন্ত্রধার	" সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী
সদস্য	" মাখনলাল ধর দেব বর্ম্মা
অধ্বর্য্যু	" শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার বিদ্যারত্ন
ব্রহ্মা	" অমৃতকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্ম ভক্তিভূষণ

উপনয়ন-গ্রহণকারিগণের নাম—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভৌমিক বর্ম্মা (পাবনা)	শ্রীগিরিজা ভূষণ নন্দী বর্ম্মা, নদীয়া
শ্রীসুবোধকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা (কলিকাতা)	শ্রীরাখালদাস চন্দ্র বর্ম্মা (যশোহর)
শ্রীগৌরমোহন সেন বর্ম্মা (মেদিনীপুর)	শ্রীঅমূল্যচরণ রায় বর্ম্মা
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা (দোলকুণ্ডী)	গয়াপ্রসাদ বর্ম্মা (পাটনা)

খুলনা—সেনহাটী

কেন্দ্র— সেনহাটী

তারিখ—২২এ আশ্বিন, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারিগণের সংখ্যা—৭

আচার্য্য	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (মহেশ্বর পাশা)
তন্ত্রধার	" শৈলেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (নন্দনপুর)
সদস্য	" অমৃত কৃষ্ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ

উপবীত-গ্রহণকারিগণের নাম—

শ্রীচন্দ্রকান্ত কর	শ্রীউমেশ চন্দ্র গুহ মজুমদার
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ মজুমদার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুহ মজুমদার,
শ্রীসতীশ চন্দ্র রাহা	শ্রীযতীন্দ্র নাথ রাহা
শ্রীমতিলাল রাহা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ রাহা

ঢাকা—আহুলিয়া

কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটী

উপনয়ন গ্রহণকারীর সংখ্যা—২৭

আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ভাদুড়ী)

উপনয়ন-গ্রহণকারিগণের নাম—

শ্রীমহেশচন্দ্র দে সরকার	শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দে সরকার
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস	শ্রীকেদার নাথ দাস
শ্রীকেশব চন্দ্র দাস	শ্রীকুমুদ নাথ দাস
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস	শ্রীরাজকুমার দাস
শ্রীকেদার নাথ কর	শ্রীঅমরচন্দ্র কর
শ্রীদুর্গানাথ কর	শ্রীমনোমোহন কর
শ্রীফণিভূষণ কর	শ্রীরমণী মোহন কর
শ্রীপার্ব্বতী নাথ দাস	শ্রীধীরেন্দ্র মোহন কর
শ্রীযতীন্দ্র মোহন কর	শ্রীজগৎ চন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরণীধর ঘোষ	শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ
শ্রীরাম চন্দ্র দে সরকার,	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দে সরকার
শ্রীমোহিনীকান্ত পাল	শ্রীরজনীকান্ত দত্ত
শ্রীরমণীকান্ত দত্ত	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দত্ত
শ্রীনলিনী মোহন দত্ত,	

ঢাকা

কেন্দ্র—বনীয়ারা ও রামনগর

তারিখ ৩০ এ আশ্বিন, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারীর সংখ্যা—৭০

বরিশাল—চাঁদসী

কেন্দ্র—দারোগা বাড়ী

তারিখ—২৯এ আশ্বিন, ১৩৩৪

উপনয়ন—গ্রহণকারীর সংখ্যা—১৪

আচার্য্য	শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দেবশর্ম্মা (শিবালা)
হোতা	" অনন্তকুমার দেবশর্ম্মা
ব্রহ্মা	" শিশিরকুমার দেবশর্ম্মা
তন্ত্রধার	" গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

উপনীত ব্যক্তিগণের নাম—

শ্রীঅন্নদাচরণ বসু মজুমদার	শ্রীকৃতান্ত নাথ বসু মজুমদার
শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু মজুমদার	শ্রীহরিপদ বসু মজুমদার
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু মজুমদার	শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুহ
শ্রীশচীন্দ্র কুমার গুহ	শ্রীসুধীরকুমার বসু মজুমদার
শ্রীজয়ন্তনাথবসু মজুমদার	শ্রীমন্তনাথ বসু মজুমদার
শ্রীসুমন্ত নাথ বসু মজুমদার	শ্রীমুকুন্দনাথ বসু মজুমদার
শ্রীঅরুণকুমার বসু মজুমদার	শ্রীরাইমোহন নাগ (কাশীপুর)

বরিশাল—কুশঙ্গল

কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দত্ত উকিল মহাশয়ের বাটী

তারিখ—২৯এ আশ্বিন, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারী সংখ্যা—২১

আচার্য্য	শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ
তন্ত্রধার	" সতীশচন্দ্র বর্ম্মা

উপনীত ব্যক্তিগণের নাম—

শ্রীপ্রসন্ন কুমার গুহ	শ্রীগোপচন্দ্র গুহ
শ্রীরমেশচন্দ্র গুহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ পাল বি এল,
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পাল	শ্রীভূপেন্দ্র নাথ পাল
শ্রীকেশব চন্দ্র ঘোষ	শ্রীবিজন লাল বসু
শ্রীলাল বিহারী দত্ত (ডাক্তার)	শ্রীপরেশ চন্দ্র বিশ্বাস
শ্রীরাজকুমার দত্ত	শ্রীজানকীনাথ দত্ত
শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত বি এল	শ্রীরসিকচন্দ্র দত্ত
শ্রীবসন্তকুমার দত্ত	শ্রীহরেন্দ্র লাল দত্ত
শ্রীঅনন্তলাল দত্ত	শ্রীজ্যোতীন্দ্রলাল দত্ত
শ্রীদলীপকুমার দত্ত	শ্রীপ্রিয়লাল দত্ত
শ্রীনিশিকান্ত দত্ত	

বরিশাল—সাহাজিরা

কেন্দ্র—বসুদের বাড়ী

তারিখ—১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারী—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দত্ত (হিজলা)

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ বিদ্যাবিনোদ

ফরিদপুর—কালারায়

কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুহ মহাশয়ের বাটী

তারিখ—২২এ আশ্বিন, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারীর—সংখ্যা—২০

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিরোমণি (কালারায়)

তন্ত্রধার— " মাখন লাল ধর বর্ম্মা

উপবীতিগণের নাম—

শ্রীদীনবন্ধু গুহ	শ্রীকুলচন্দ্র গুহ বিএ
শ্রীযতীন্দ্র মোহন গুহ	শ্রীনরেন্দ্রমোহন গুহ
শ্রীসুশীলকুমার গুহ	শ্রীসুধীরকুমার গুহ
শ্রীসুচারুকুমার গুহ	শ্রীসুরাজকুমার গুহ
শ্রীনলিনীকান্ত গুহ	শ্রীযামিনীকান্ত গুহ
শ্রীহরিপদ গুহ	শ্রীকালীপদ গুহ
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীরাসবিহারী মিত্র

শ্রীরাজকুমার মিত্র	শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র
শ্রীমুকুন্দলাল ভদ্র	শ্রীনিরঞ্জন বিহারী দেব উকীল
শ্রীহেমচন্দ্র দাস	শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত (বাহাদুরপুর)

বাগবাজার

কেন্দ্র—কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভবন।

তারিখ—১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪

উপনয়ন-গ্রহণকারীর সংখ্যা—৮

আচার্য্য	শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য
হোতা	” সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী বর্ম্মা
যজ্ঞরক্ষক	” মাখমলাল ধর বর্ম্মা

উপবীতিগণের নাম :—

শ্রীযুগলকিশোর ঘোষ বার-এট্-ল (কলিকাতা)	শ্রীঅজিতকুমার বসু, কলিকাতা
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেবরায় (কোলাপাড়া ঢাকা)	শ্রীঅমিতকুমার বসু, কলিকাতা
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, সমাজ ইশিবপুর	শ্রীইন্দুভূষণ গুহ, সমাজ ইশিবপুর
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু (চাঁদনী)	শ্রী শৈলেন্দ্রমোহন মজুমদার

ভ্রম-সংশোধন

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার বিত্থারত্ন ভক্তিভূষণ মহাশয় জানাইয়াছেন যে, কায়স্থ-পত্রিকার গত ভাদ্র সংখ্যায় ২২৬ পৃষ্ঠায় মাণিকগঞ্জের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে মাসতাড়ার গুহবংশকে উদয় গুহের ধারা বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা ভুল। ঐ বংশ নীলাম্বর গুহের পুত্র উগ্রকণ্ঠ গুহের ধারা হইবে।

গত শ্রাবণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় কতকগুলি ভ্রম ঘটিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত রূপে সংশোধন করিয়া পাঠ করিতে হইবে :—

১৯৭	পৃ	২৩ পঙক্তি		ব্রাহ্মণাদর্শণের	ব্রাহ্মণাদর্শনেন
২০০	”	১৫	”	“বঙ্গবাণী”	“বঙ্গবাসী”
২০১	”	২১	”	বন্ধন করিয়া	বন্ধন ছিন্ন করিয়া
২১২	”	২১	”	শ্রীমৎ ও শ্রীমৎ	ও শ্রীমৎ
২১৪	”	১৯		১৩২০	১৯২০

যাঁহারা মাণিকগঞ্জের কায়স্থ-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথগুহ বর্ম্ম মজুমদার, বিত্থারত্ন ভক্তিভূষণ (মোক্তার পাবনা) মহাশয়ের নাম ভ্রমবশতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই :—

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ { ৮ম সংখ্যা

কায়স্থ কবি

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

পৌনে দু শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় পদ্মানদীর তীরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের একটী বড় কুঠী (salt-factory) ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত পৈতালগ্রামবাসী বাবু বলরাম ঘোষ নামে একজন অসাধারণ ধীসম্পন্ন কুলীন কায়স্থ এই কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। এই খানে কর্ম্ম করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৭৯৮ সালে কোম্পানী ঢাকায় কুঠী বন্ধ করিবার আদেশ প্রচারে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুন্সী তুলসীরাম ঢাকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। বিশেষ কারণে তিনিও কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ঢাকা নগরের সহিত সমস্ত সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং খিদিরপুর গ্রামে তাঁহার শ্বশুর রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী (বসু) মহাশয়ের ভবনে কয়েক বৎসর বাস করেন। এই খানে থাকিয়াই তিনি কলিকাতা শ্যামবাজারে একটী প্রাসাদতুল্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বাড়ীটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে তিনি তথায় আসিয়া বাস করেন। খিদিরপুর বাসকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদের একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্রই কাশীপ্রসাদ। কাশীপ্রসাদের জন্ম-তারিখ ৫ই আগষ্ট শনিবার ১৮০৯। ২২এ শ্রাবণ ১২১৬ বঙ্গাব্দ। এই দিন কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়।

কাশীপ্রসাদ অকালে সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শিশু কাশীপ্রসাদকে সকলেই আদর করিত। বেজায় আদুরে হইয়া ওঠায় ১২ বৎসর পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিবার তেমন সুযোগ হয় নাই। বাঙ্গালা, পার্সী ও ইংরেজীর অক্ষর

পরিচয় ও যৎসামান্য জ্ঞানলাভ হইয়াছিল মাত্র। পুত্র লেখা পড়া করে না দেখিয়া পিতা একদিন বিশেষ তিরস্কার করেন। পিতার এই তিরস্কারে কাশী-প্রসাদের মনে ধিক্কার জন্মে। ১৮২১ সালে ৮ই অক্টোবর তিনি পিতামহের উপদেশ-ক্রমে হিন্দু কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। অসাধারণ মেধাবী কাশীপ্রসাদ অধ্যবসায়-বলে অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। তিনি আট বৎসর হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে একজন অসামান্য পণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রতি বৎসরই বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন, এবং আট বৎসরের মধ্যে পাঁচটী রৌপ্যপদক, তিনটী স্বুবর্ণ পদক, সাড়ে তিন শত পুস্তক এবং নগদ ছয়শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। আচার্য্য হেনরী হেমান উইলসন তখন হিন্দু কলেজের পরিদর্শক ছিলেন। ১৮২৭ সালের মাঝামাঝি যখন তিনি কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে কবিতা লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি কাশীপ্রসাদের ইংরেজী ভাষায় অধিকার দেখিয়া তাঁহাকে কবিতা লিখিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি এক কবিতা লেখেন—নাম,—"The young poet's first attempt"। ১৮২৭ সালের বার্ষিক পরীক্ষার সময় ছাত্রদিগকে যে কোন একখানি ইংরেজী পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে বলা হয়। তদনুসারে কাশীপ্রসাদ একটী সমালোচনা লেখেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স্ মিল তাঁহার ভারতের ইতিহাস নামক পুস্তকে ভারতবাসিগণকে অন্যায়রূপে গালি দেন। বার্ষিক পরীক্ষায় বসিয়া অজাতশ্মশ্রু কাশীপ্রসাদ মিলের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া এক প্রকাণ্ড রচনা লেখেন। তাঁহার এই পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ রচনার নাম—

"A short Review of James Mill's History of British India এই প্রবন্ধটী তখনকার দুইখানি বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮২৮ সালের Asiatic Journal এবং Goverment Gazetteএ (১৮২৮, ১৪ই ফেব্রুয়ারি) এই প্রবন্ধটী ছাপা হয়। ইহার পর ১৮২৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি হিন্দু কলেজ হইতে বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করেন এবং তৎপরে কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর কাশীপ্রসাদ অনেকগুলি ইংরেজি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার লেখা "The Ministrel," 'The shair,' 'The Hindu Festivals,' "The poems,' The mother land,' India, the ancient land of glory' প্রভৃতি কবিতা সে সময়ে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ

করিয়াছিল। সে সময়কার কাগজ Calcutta literary Gazette, Mookerjee's Magzine, Bengal Annual প্রভৃতি সাময়িক পত্রে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত Memoirs of Indian dynasties নামক গদ্য প্রবন্ধগুলি প্রথমে "Literary Gazetteএ বাহির হয়; পরে ১৮৩৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি ছয় খানি ভাল গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন; তন্মধ্যে On Bengalee works & Writers বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকে তিনি নিধিবাবু ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি চারিদিকে এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে David Hare, Bishop Archde, D. L Richardson প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী কাশী-প্রসাদের কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। Captain Richardson তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"Let some of the narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt, read Baboo Kashi Pershad's poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own."

১৮৪৩ সালে রিচার্ডসন সাহেব তাঁহার selections from British poets নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বিলাতী কবিদের রচনা গৃহীত হইলেও কাশীপ্রসাদের রচনাও তাহাতে স্থান পাইয়াছিল। ১৮৪৫-৪৬ সালে কাশীপ্রসাদ এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই সংবাদপত্র খানির নাম Hindu Intelligencer। বার বৎসর তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত এই কাগজখানি চালাইয়া ছিলেন। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে আইন জারি হওয়ায় কাগজখানি উঠিয়া যায়। বিলাত, আমেরিকা, ও ভারতবর্ষের বড় বড় লেখকেরা এই ইংরেজি সংবাদপত্র হইতে বহু প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কাশীপ্রসাদ ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি পারস্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষারও বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। বিশেষতঃ সঙ্গীতের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তিন শত গান রচনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী-সংগৃহীত কাশীপ্রসাদের দুইটী গান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্র অদর্শন।
উৎপত্তি পালন লয় তোমার নিয়মে হয়
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন।

২। শ্বেত শত দলোপরে শ্বেতাম্বর কলেবরে
শ্বেতমাল্য গলে পরে, বিরাজে শ্বেতবরণী।
বেদ বেদাঙ্গ তন্ত্র নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্র
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা মধুলোভে মধুলোভা
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভ বরদা অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমন্ত্রে নারায়ণী।

১৮৭৩ সালে ৯১ই নভেম্বর (১২৮০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক) মহানুভাব কবি কাশীপ্রসাদ কলিকাতার হেদুয়ার (Cornwallis Square) উত্তরে স্থিত বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

মহাত্মা কাশীপ্রসাদ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যথেষ্ট ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মিউনিসিপাল কমিশনর এবং জষ্টিস্ অফ দি পিস ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, অপরদিকে তেমনই দরিদ্র-বৎসল ছিলেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বিধবার দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। শত শত ভিক্ষুককে বস্ত্র দান করিতেন। তাঁহার চিত্ত এরূপ দয়াপ্রবণ ছিল যে কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। আবার তিনি স্পষ্ট বক্তা এবং নিতান্ত ন্যায়-পরায়ণও ছিলেন। কর্ত্তব্য ও ন্যায়পরতা তাঁহার জীবনের নীতি ছিল। অমায়িক স্বভাব কাশীপ্রসাদের জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখি—তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ অধ্যাত্মসাধক ছিলেন। তাঁহাতে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব একাধারে বিরাজিত ছিল।

শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা

করণ সমস্যা

বিগত ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় বরিশাল—কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রেরিত "অসত্য প্রচার" শীর্ষক যে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমটিতে লিখিত হইয়াছে যে,—শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পদ্যানুবাদ ছাপা হইয়াছে; তাহার ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

বৈশ্যের ঔরসে আর শূদ্রার জঠরে।
কায়স্থ জাতির সৃষ্টি জানিবে অন্তরে॥

এই লেখকটি যে কে তাহা আমরা অবগত নহি এবং এই পণ্ডিতম্মন্যের বিদ্যার দৌড়ই বা কতদূর তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। ইঁহাদের ন্যায় না পড়া পণ্ডিতের অকর্ম্মণ্য লেখনী-প্রসূত অনৃত উক্তি দ্বারাই যে বর্ত্তমানের বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নাম সম্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিদের উপর উত্তরোত্তর হীনশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন ইহা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের উপরোক্ত অনুবাদ সঙ্গত কি অসঙ্গত, ভ্রমপূর্ণ কি নির্ভুল হইয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকার করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্মণ সমাজের উন্নতি ও পুষ্টিকামী ব্রাহ্মণ-সভাকে সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রতিবাদ ব্যপদেশে নিবেদন করিতেছি:—

বিগত ১৩১৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় রাজসাহীর বিখ্যাত উকীল, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র সি, আই, ই মহোদয় 'গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, নন্দী মহাশয়ের রচিত ও নেপালে প্রাপ্ত 'রামচরিত' নামক পুস্তক প্রকাশের ৮০০ শত বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত টীকায় অজয়পালের বিশ্ববিখ্যাত 'নানার্থ সংগ্রহ' নামক কোষে করণ শব্দ দ্বারা কায়স্থ বুঝাইত এবং এই কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রাজাত সঙ্কর করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী অসঙ্কর করণ কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি ব্রাত্যক্ষত্রিয়।

উক্ত 'নানার্থ সংগ্রহে' করণ শব্দের এইরূপ অর্থ আছে:—

করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগাতপ্রভেদয়োঃ।
পুমাঞ্চ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ততে॥

কোষকারগণ কোষগ্রন্থ লিখিবার সময় তৎকালোচিত যে শব্দের যে অর্থ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। হাতগড়া মৌলিক, যৌগিক বা যোগরূঢ় শব্দ যাহা কোষকারের কোষ লিখিবার পূর্ব্বে প্রচলিত বা ব্যবহৃত ছিল না বা যাহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ শব্দকে কোষগ্রন্থে স্থান দেন না বা দিতেন না। কিন্তু বৃহৎ কোষগ্রন্থে যাহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাও স্থানপ্রাপ্ত হয় এরূপ দেখা যায়। অজয় পাল যখন তাঁহার কোষগ্রন্থে করণ অর্থে কায়স্থ এবং শূদ্রাবিশোঃ পুত্র উভয়ই লিখিয়াছেন তখন বুঝা

যাইতেছে যে, তৎকালে কায়স্থ জাতিকে সঙ্কর বর্ণান্তগত কেহ বলিত না এবং তৎকালে প্রাপ্ত গ্রন্থাদিতেও তাহা ছিল না ও করণ শব্দের তৎকালে কায়স্থকেও বুঝাইত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজত্বকালে—মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বা মুসলমান রাজত্বকালের পূর্ব্বে কায়স্থ ও সঙ্কর করণ জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে করণ শব্দ দ্বারা দুইটি জাতি বুঝায়। একটি মনুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান, অপর শূদ্রাবিশোঃ পুত্র। প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্র—যাহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহার কোন খানির মধ্যেই কায়স্থ শব্দ যে করণ শব্দের নামান্তর তাহা লিখিত হয় নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে করণ এই সংজ্ঞাধারী দুইটি জাতির অস্তিত্ব দেখা যায় এবং কোষকার তাহার মধ্যে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান করণের স্থলে কায়স্থের উল্লেখ করিতেছেন এবং বর্ত্তমানে করণ সংজ্ঞাধারী জাতি যখন বঙ্গদেশে দেখা যায় না তখন কোষ লিখিবার সময় কায়স্থই যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান ইহা লোক প্রসিদ্ধি থাকায় কোষকার কোষগ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। অন্যান্য কোষ-শাস্ত্রেও করণ অর্থে কায়স্থের উল্লেখ দেখিতে পাই :—

(ক) করণো লিপিবৃত্তিকঃ। কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।
অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক।

(খ) রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ানাং গণে ক্রমাৎ।
লিপিকারোঽক্ষর চণোঽক্ষর চঞ্চুশ্চ লেখকঃ॥ অমরকোষ।

(গ) করণ—কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
(মেদিনী)।

(ঘ) করণং কারণং কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে চ করন্ধেনা নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্তিতে॥ রসভকোষ

(ঙ) করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেপি জ্ঞেয়ং করণমিন্দ্রিয়ম্॥ শব্দরত্নাকর।

(চ) করণং ক্ষেত্রে গাত্রে চ সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
বলিগাদৌ চ কায়স্থে করণস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ
মথুরেশধৃত শব্দমালাকোষ

অমরকোষোষে কায়স্থ শব্দের কোন উল্লেখ নাই। লেখক শব্দ ক্ষত্রিয়বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে। করণ শব্দ শূদ্রবর্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অমরের এই করণ শব্দ শূদ্রাবিশোঃ সুত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ বৈশ্যশূদ্রাজাত

সন্তানের জাতি বিচার লইয়া—কেবল বৈশ্য শূদ্রজাত সন্তান কেন—অনন্তরজ সন্তানের জাতি বিচার লইয়া মনুর সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ দৃষ্ট হয়। মেদিনী কোষ ও শব্দরত্নাকর কোষে নানার্থ-সংগ্রহের মত কায়স্থকে বৈশ্য শূদ্রাজাত সন্তান হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। রসভকোষের সহিত অজয় পালের নানার্থ কোষের মিল আছে। কেবল 'ব্রতবন্ধে চ' স্থলে 'করন্ধেনা' লিখিত আছে। উল্লিখিত প্রমাণে আমরা দেখিলাম, কোষগ্রন্থের সকল গুলিতে অজয় পালের নানার্থ-সংগ্রহের ন্যায় কায়স্থ এবং শূদ্রাবিশোঃ সুতের উল্লেখ নাই। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ ও বৈশ্যশূদ্রাজাত করণ এই দুইটী করণই প্রাচীন স্মৃতিশস্ত্রানুসারে বিদ্যমান; একটী করণ কায়স্থ জাতির নামান্তর অপরটী শূদ্রা বৈশ্যজাত; একটী ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অন্যটী শূদ্র।

স্মৃতি-বচন দ্বারাও সমর্থিত হয় যে,—

সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো নচেষ্যতে।
বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং॥
তুল্যপ্রমাণসত্বে তু ন্যায় এব প্রবর্ত্তকঃ॥

অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের অর্থ এক বাক্যতায় করিতে হইবে। একবাক্যতায় অর্থ না হইলে অধিকাংশ গ্রন্থ যাহা বলে তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রমাণ সমতুল্য হইলে ন্যায়ের অনুসরণ কর্ত্তব্য। আবার শাস্ত্র ইহাও বলিয়াছেন যে, 'যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।' সুতরাং যুক্তিযুক্ত বিচারই কর্ত্তব্য। কিন্তু কায়স্থের অদৃষ্টের দোষে, ব্রাহ্মণগণের কায়স্থবিদ্বেষ-বশে, শাস্ত্র-প্রমাণের অনুবর্ত্তী না হইয়া, সত্য মিথ্যার দিকে দৃক্পাত না করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অনুবাদক বরিশালের বিদ্যাভূষণ আসল ছাড়িয়া নকল অস্থা স্থাপন করিয়া অর্থাৎ মূল শ্লোকের করণ শব্দের আভিধানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া এবং করণ শব্দে অভিধানে কোন্ কোন্ জাতিকে বুঝায় তাহা আদৌ লক্ষ্য না করিয়া দুই এক খান কায়স্থ বিদ্বেষ পূর্ণ অধুনাতন কালে রচিত অপ্রমাণিক পুস্তকের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সমাজের একটী বিরাট্ জাতির বিশাল ও সম্মানিত সমাজের উপর কদর্থ আরোপিত করিয়া কায়স্থ বিদ্বেষের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গরজ বড় বালাই! এই গরজের বশবর্ত্তী হইয়া এবং তাঁহারই প্রতিবেশী কায়স্থকে হীন প্রতিপন্ন করিবার অদম্য লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিপথগামী হইয়া তাঁহারই অনূদিত যাজ্ঞবল্ক্য-ধৃত বৈশ্যশূদ্রাজাত বর্ণসঙ্কর করণের উল্লেখ না করিয়া, তাঁহারই অনূ-

দিত শ্লোকে 'করণ' শব্দ স্থানে 'কায়স্থ' শব্দ সন্নিবেশ করিয়া সত্যের অপলাপ ও শাস্ত্রের মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

বর্ণসঙ্কর করণ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত। তজ্জন্যই কায়স্থগণ আপনাদিগকে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়সন্তান ইহা শাস্ত্র প্রমাণে অবগত হইয়া তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, লাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্র ইত্যাদির প্রমাণের বলে প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন। কায়স্থ উপবীত বিরোধিবর্গ কায়স্থের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করিয়া শাস্ত্রের বক্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকানেক অবিদ্যাভূষণই বলিয়া থাকেন—

বৈশ্যের ঔরসে আর শূদ্রার জঠরে।
কায়স্থ জাতির সৃষ্টি জানিবে অন্তরে॥

সেই জন্যই বড় দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয় "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়"। অর্থাৎ 'করণ' শব্দ দেখিলেই তাঁহাদের কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণের কথা মনে পড়ে; কাজেই এ হেন জাতিকে যেমন করিয়াই হউক হীন প্রতিপন্ন ও নির্যাতিত বিড়ম্বিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ঈদৃশ বিদ্বেষিবৃন্দ বলিয়া থাকেন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'।

রুদ্রযামল গ্রন্থে আছে :—শূদ্রা বিশোস্ত করণো দ্বিজাগ্রে ধারক কৃতং।

অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরষে জাত করণ জাতি দ্বিজাতির আজ্ঞাবহ।

এই প্রমাণেও দেখা যাইতেছে যে করণ কায়স্থ অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থেরা কোন দিনই দ্বিজাতির আজ্ঞাবহ ছিলেন না। কায়স্থের লেখকের বৃত্তি অত্র অতি উচ্চ। "বৃত্তিরেব গরীয়সী" এই ব্যাস বচনবলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে উচ্চ বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে নীচ বলা যাইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

উত্তর রাঢ়ীয় কারিকা বলিতেছেন :—

বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে উপনীত আদিশূরের ভবন॥

এখানেও আমরা 'করণ' শব্দে কায়স্থকেই বুঝিতেছি। কারণ আদিশূরের সভায় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, পাঁচ জন কায়স্থ, পাঁচ জন ভৃত্য তাঁহাদের সঙ্গে পরিচর্য্যার জন্য আসিয়াছিলেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি বলিতে চাহেন? (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী

পণ-প্রথা

পণ-প্রথা যে আমাদের সমাজের একটা বিষম গ্লানিকর ব্যাপার এ বিষয়ে বহু লোক এক মত হইলেও এবং অনেকে ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও এই প্রথার সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোককে তর্ক করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, ইহা আমাদের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যুক্তি দিয়া তাহাই প্রথমতঃ দেখাইতেছি। অনেকেই অবশ্য পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে প্রথাটার পক্ষপাতী তাহা নহে। যদি প্রথাটাই উঠিয়া যাইত, অর্থাৎ কন্যা-বিবাহেও কিছু না দিতে হইত এবং পুত্র-বিবাহেও যদি কিছু না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে অধিকাংশই তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ প্রথাকেই সমর্থন করেন—সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন এ বিষয়ে কন্যাকর্ত্তাদেরই দোষ—সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। যদিও চাকরীর বাজারে ইহাদের অনেকেরই বিশেষ কোন মূল্য নাই, তথাপি বিবাহের বাজারে অনেকে সেইটাই যেন পোষাইয়া নিতে চান। এ ক্ষেত্রে, তেমন অর্থসঙ্গতি না থাকিলে জানিয়া শুনিয়া এদের কাছে যাওয়া কেন? কথাটা শুনিতে কতকটা যুক্তিযুক্ত (plausible) মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক ভিত্তিহীন (fallacious) ইংরেজী শিক্ষাই এক্ষণে দেশে প্রচলিত শিক্ষা। অন্য ভাবে শিক্ষিত লোক দেশে থাকিলেও, সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। শিক্ষিত যুবকের হস্তে কন্যাদানই পিতামাতার কর্ত্তব্য। অন্ততঃ, নিজে যে অবস্থার ও পদমর্য্যাদার লোক, এবং নিজের পুত্রগণ যেরূপ শিক্ষিত, কন্যাদিগকে সেইরূপ পাত্রের নিকট দেওয়া পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। চাকরীর বাজারে তাহাদের মূল্য কম—ইহা দেশের দুরবস্থা ও শিক্ষার একদেশিকতার (one-sidedness এর) ফল। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষার অভাব। কিন্তু যাঁহারা অল্পশিক্ষিত তাঁহারাই যে গড়ে অধিক উপার্জ্জন করেন, তাহা কথনই নহে। অবশ্য অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, কিন্তু অবস্থাপন্ন এমন অনেক পাত্র পাওয়া যাইতে পারে, যাহাদের দাবী কম। তবে সেরূপ স্থলে ভবিষ্যতে অর্থের অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাবনা কিন্তু কম নহে। আবার অবস্থা ভাল বলিয়া তাঁহারাও যে দাবী না করেন, তাহাও নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দাবীর কারণ অভাব নহে। পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেই দাবী হইয়া থাকে। অনেকে সামান্য অবস্থা হইতে, ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া উন্নতি লাভ

করেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। সুতরাং কন্যাকর্ত্তাদের সেদিকে তেমন ধাবমান না হওয়া বিচিত্র নহে।

কতক শিক্ষিত লোকের মত এই যে বরপণ ব্যাপারটা অর্থনীতিমূলক—Economic demand ও supplyএর উপরে নির্ভর করে। ভাল পাত্র তুমিও চাও, আমিও চাই, কিন্তু এরূপ পাত্রের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তাহাদের এরূপ উচ্চদর না হইবে কেন? কথাটা ঠিক এবং এই ভাবেই যে পণপ্রথা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে তাহাও কতকটা ঠিক। কিন্তু এটা বিশ্লেষণ হইল মাত্র, সমর্থন তো ইহাতে হয় না। এক হিসাবে যাহা কিছু সংসারে ঘটিতেছে, তাহাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন বিষয়ের প্রতীকারের প্রয়োজন নাই?

বরপণের স্বপক্ষে এই যে যুক্তি, ইহা তো সকল সময়ে সকল দেশের সকল সমাজের সম্বন্ধেই খাটে, তবে সর্ব্বত্র ইহা প্রচলিত নাই কেন? আমাদের সমাজেও পূর্ব্বে ছিল না কেন? নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত আছে, ভদ্র সমাজেও নাকি এক কালে ছিল। কিরূপেই বা তখন ছিল এবং কিরূপেই বা সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া গেল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে বিষয়টা পরিবর্ত্তনীয় এবং প্রকৃষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিতে পারিলে ইহার সমাধানও হইতে পারে। অধিকাংশ কন্যাপিতার উপরে যে ইহা অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়ে, তাহা অতীব সত্য কথা। এ বিষয়ে অনেকের অভিজ্ঞতাও আছে এবং সকলেই সর্ব্বদা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। মধ্যবিত্ত অবস্থার একজন লোকের রূপে ও গুণে মধ্যম প্রকারের একটী কন্যাকে মধ্যম শ্রেণীর একটী পাত্রের নিকট বিবাহ দিতে গেলে, সে স্থলে পণ দিতে হয় কেন? যৌতুক অলঙ্কারই বা কেবল এক পক্ষ ফরমায়েস ও এক পক্ষ সরবরাহ করিবে কেন? দায়িত্ব তো উভয় পক্ষেরই। কোন কোন গৃহস্থ ক্রমাগত কয়েকটী কন্যার বিবাহ-ব্যয়ে যে বিষম ঋণ ভারগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং নিজের পুত্রগণের জন্য এক রাশি দেনার-খত-দলিল ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন না, ইহা কাহার জানা নাই?

যে পরিবারের মাসিক আয় ১০০৲ টাকা তাহারাও সাধারণতঃ কন্যা-বিবাহে দেড় হাজার টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হন। ইহা যে কতদূর অস্বাভাবিক, তাহা অন্য কোন সভ্য সমাজের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কোন কোন দেশে কন্যার বিবাহে ২ মাসের, বড় জোর ৩।৪ মাসের আয়ের পরিমাণ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, এই অনুপাতই সঙ্গত; কারণ এক বৎসরের আয় হইতে ২।৩ মাসের আয়ের অধিক সঞ্চয় করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আর এক কন্যার বিবাহে এক বৎসরের সঞ্চয়ের অধিক ব্যয় করা পরিমিতও নহে; কারণ কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী ভগিনী প্রভৃতি অনেকেরই কয়েকটী থাকে এবং সমগ্র সঞ্চিত অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত, ইহা কোন মতেই বলা যায় না। সঞ্চয়ের বহুবিধ প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ইহা একটী মাত্র। আমাদের এই ব্যয়ের হার (standard) যে কতদূর অস্বাভাবিক তাহা আমরা কেবল দীর্ঘকাল অভ্যস্ত থাকার দরুণই বুঝিতে পারিতেছি না।

এই প্রথা রহিত করিবার জন্য এক সময়ে বহু আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সভা, সমিতি, বক্তৃতা, সঙ্গীত, সংবাদপত্রে রচনা, যুবকদিগকে শপথ করান, অর্থলোভী অভিভাবকদিগকে গালিমন্দ দেওয়া প্রভৃতি বহুউপায়েই চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু, স্থায়ী ফল কিছুই হয় নাই। যে যুবকেরা, এমন কি যে অভিভাবকেরা শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকে শপথ রাখিতে পারেন নাই। তাহা কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য নহে, বরং না বুঝিয়া পূর্ব্বে শপথ করাটাই বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগের পক্ষে কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। যাঁহাদিগকে নিজেদের কন্যার বিবাহের সময়ে টাকা দিতেই হইবে এবং যাঁহারা পুত্রবিবাহে সহজেই ভালরূপ প্রাপ্তির প্রস্তাব (offer) পান, তাঁহারা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ হইয়া অনায়াস-লব্ধ ধন অগ্রাহ্য করিবেন কিরূপে? স্নেহলতার আত্মহত্যার কথা আপনাদের অনেকেরই মনে থাকিবে, কিন্তু সেই ঘটনারই অল্প কয়েক বৎসরমাত্র পরেই যে সেই স্নেহলতার সহোদর ভ্রাতা বহু অর্থ, (সম্ভবতঃ ২৩০০৲) পণ লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা হয়তো সকলে জানেন না। কিন্তু না জানিলেও তাহাদিগকে দোষ দেওয়া বৃথা; অধিকাংশ লোকেই এ ক্ষেত্রে ইহাই করিতেন। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় শপথ করার মূল্য খুব বেশী নয়, নিছক sentimentও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

পণপ্রথা যে সমাজে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে তাহাতো সভাসমিতির ফলে হয় নাই—শুধু সভাসমিতি বক্তৃতা ও মন্তব্যের ফলে ইহা যাইবেও না। কোন কোন সমাজে পূর্ব্বে কন্যাপণ ছিল, এখন, অল্পদিনের মধ্যেই বরপণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ইহাও আন্দোলন দ্বারা ঘটে নাই। এই সমস্যাপূরণের প্রকৃত উপায় নিম্নে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের দেশে কন্যাবিবাহে সমাজের অনুশাসন বড় কঠিন। পুরুষের বিবাহ, অনেকটা স্বেচ্ছাধীন। সমাজ বা public opinion সে বিষয়ে কাহাকেও বাধ্য

করে না। কেহ কেহ অবিবাহিত থাকিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতেছেন, কেহ কেহ অনেক অধিক বয়সে বিবাহ করেন, কিন্তু কন্যা বিবাহের বয়স সমাজ দ্বারা কতকটা নির্দ্দিষ্ট। নির্দ্দেশের সীমা অবশ্য ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বয়স যখন ১৪।১৫ও উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহার কারণ অধিকাংশ স্থলে কন্যাপিতার সত্বর বিবাহ দিতে অনিচ্ছা নহে, প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য বিলম্ব। সর্ব্বথা, পাত্রের বিবাহের বয়সে যতটা অভিরুচি খাটে, পাত্রীর বেলায় তাহা নিশ্চয়ই এখনও খাটিতেছে না। এই স্বেচ্ছামত অপেক্ষা করার অক্ষমতা, বরপণের এত আধিক্যের একটা কারণ। কন্যা একটু বয়স্কা হইলেই আমাদের ব্যস্ত হইবার কোন প্রকৃত কারণ নাই। প্রতিবেশীর কন্যা বড় হইতে দেখিলেই, তাহাকে ব্যস্ত করিবার বা পরোক্ষে তাহার নিন্দা করিবার কারণও নাই। অনেক যুবক দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিয়াও সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র থাকে, কিন্তু মেয়ের বেলায়ই আমরা এত ব্যস্ত হইয়া পড়ি কেন, তাহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অষ্টাদশ বা বিংশতি বর্ষে বিবাহিতা কোন কোন কন্যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যাহারা অনেক বিষয়ে হিন্দুকন্যার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ঠিক রাখিয়াছেন; সুতরাং প্রয়োজন হইলে এই বয়স পর্য্যন্ত সকলেই অপেক্ষা করিতে পারেন। বালবিধবারা চিরজীবন সংযমের পরা কাষ্ঠা দেখাইতে পারিলে কুমারীরা না পারিবে কেন? কদাচ যে কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা অভিভাবকের দৃষ্টির শৈথিল্যে মনে করিতে হইবে।

আর, খুব বাল্যকালে বিবাহ দিলে, একটু শিক্ষাই আমরা দিই কখন্? পণপ্রথা সমস্যার সমাধানের জন্যও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আমরা বড় কম দিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেরই মনুষ্যত্ব-বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা কথাটা অবশ্য, বিস্তৃতভাবে, wide sense এ গ্রহণ করিতে হইবে। আর সাধারণতঃ, স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীজাতির জীবন-প্রণালীর অনুযায়ীই হওয়া উচিত এবং পুরুষ-জাতির শিক্ষাপ্রণালী হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হওয়াই উচিত মেয়েদের স্বাভাবিক প্রতিভা ছেলেদের চেয়ে কম নয়, একথা সকলেই জানেন। বরঞ্চ সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা ও অন্যান্য চারুশিল্পে বোধ হয় তাহাদের ক্ষমতাই অধিক। কিন্তু এরূপ কয়জন মনস্বিনী রমণী বর্ত্তমানযুগে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহাদের জন্য দেশ গৌরব বোধ করিতে পারেন, যাঁহাদিগকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র নাথ বা জগদীশ চন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই কি ইহার কারণ নয়? পূর্ব্বেই

[ব]লিয়াছি, তাহাদের শিক্ষার ধারা সাধারণতঃ স্বতন্ত্র হইবে, কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে [অ]সাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে উচ্চতম শিক্ষার ও [গ]বেষণার সুযোগ (scope) অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। মেয়েদের শিক্ষা আমরা [এখ]নে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি ভদ্রশ্রেণীর মেয়েদের অধিকাংশই ১৪।১৫ এর ভিতরে বিবাহিতা হইয়া যায়; সুতরাং এই বয়সের ভিতরে যে শিক্ষা [দে]ওয়া সম্ভব, অনেকে তাহাই পাইয়া থাকে। তাহাও অবশ্য সকলে নহে। সুতরাং [স]কলেই মানুষ হিসাবে প্রায় একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

[কাহা]র D Sc বা M B কন্যা উচ্চপ্রাইমারী শ্রেণীর ছাত্রী, একটু হয় তো সূচীকার্য্য [শি]খিয়াছেন। এরূপস্থলে, অর্থনীতির মূলসূত্র (Demand ও supply) অনুসারে, [কে]ন পণের আবির্ভাব হইবে না? মেয়ে অবশ্য D Sc, ই যে হইবে এমন কথা [না], কিন্তু শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও নারীজাতির বাঞ্ছিত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় ও সম্পদে, তাহাকে যোগ্যতমা হইতে হইবে তো? ছেলেদের মধ্যে [যে]মন কতক প্রথম শ্রেণীর, কতক দ্বিতীয় শ্রেণীর ও কতক তৃতীয় শ্রেণীর হইয়া [দাঁ]ড়ায়, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলে মেয়েদের মধ্যেও সেইরূপ, শিক্ষা ও অনুশীলনের [ত]ারতম্যে শ্রেণীবিভাগ হইয়া দাঁড়াইবে। ১ম শ্রেণীর পাত্রের জন্য তখন ১ম [শ্রে]ণীর পাত্রীরই খোঁজ পড়িবে এবং সেক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই পণ দিতে হইবে না [প]ণপ্রথা সমস্যার সমাধানের জন্যও ১ম শ্রেণীর পাত্র ২য় বা ৩য় শ্রেণীর পাত্রীকে [বি]বাহ করিলে অবশ্য পণ পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষই লাভবান্ [হই]বেন। এখনকার মত তখনও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিলে, রূপহীনা কন্যা [যো]গ্য পাত্রে দেওয়া যাইবে।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা [ক]রা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু একথা শিক্ষিত লোক মাত্রেই [স্বী]কার করিবেন যে, কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করা তাহাদের [প]ক্ষেও দরকার তাহা সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, [ধা]ত্রীবিদ্যা, পাকপ্রণালী প্রভৃতি যে সব বিষয় সম্বন্ধেই হউক। অবশ্য শিক্ষার [জন্য]ই শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য, শুধু বরপণ নিবারণের জন্য নহে। কিন্তু এমন [সম]য় আসিতেছে ও আসিবে যখন নারীদের মধ্যে উচ্চচিন্তার (culture) [এ]ব প্রয়োজনীয়তা অনেকে অনুভব করিবেন এবং সুশিক্ষিতা পাত্রীকে ঘরে আনা [অ]নেকে গৌরবের বিষয় মনে করিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু

কায়স্থ-বংশ ও বীজ-পুরুষ

বঙ্গদেশে যে সকল কায়স্থ, দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ সমাজ পাওয়া যায়, তাঁহাদের গোত্র, উপাধি ও বীজ-পুরুষের নাম দেওয়া গেল। আজকাল অনেকে বীজপুরুষের নাম ভুলিয়া গিয়াছেন এবং ভুল করিয়া অনেক সময় পুরোহিতের গোত্র লইয়া শুভ কার্য্যের সম্পাদন করা হয়। অনেকের সমাজের নাম ও দেওয়া গেল।

বাসুকি গোত্র পৌলব পুত্র বিশ্বনাথ সেন পুত্র মহীপতি সেন। ঐ বংশে রামনাথ সেন তিনি গৌড়ে আসিলেন। নাগবংশের বীজ কীর্ত্তিনাগ ৭০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কর্কোটক কীর্ত্তিনাগ পুত্র সুবৃষ ও জয়কৃষ্ণ নাগ। নারায়ণ সিংহ দক্ষিণ রাঢ়ে ভরদ্বাজ গোত্রের সিংহ বংশের বীজ।

ঘোষ-বংশের সৌকালীন শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য গোত্র। বসু গৌতম গোত্র। গুহবংশে কাশ্যপ, কঙ্কাশ ও কম্বিষ গোত্র। মিত্র বংশে বিশ্বামিত্র গোত্র। দত্ত বংশে অগ্নিবেশ্য, আলম্যান, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, ঘৃতকৌশিক, পরাশর, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, ও সৌপায়ন গোত্র। সেনবংশে, শাণ্ডিল্য, অত্রি, আলম্যান, কাশ্যপ, বাসুকি, ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য। দেব-বংশে আলম্যান, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য। দাস-বংশে আত্রের, আলম্যান, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, ঘৃতকৌশিক, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য ও শালঙ্কায়ন। সিংহ-বংশে গৌতম, ঘৃতকৌশিক, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য সাবর্ণ, মৌদ্গল্য-সৌপায়ন, ও কাশ্যপ। পালিত-বংশে ভরদ্বাজ, ও শাণ্ডিল্য, গোত্র। নাগ সৌপায়ন ও সোকালিন। নাথ-বংশে কাশ্যপগোত্র। করবংশে আলম্যান, কাশ্যপ, জামদগ্নি, মৌদ্গল্য, ও গৌতম। চন্দ্র-বংশে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য ও গৌতম গোত্র। পাল-বংশে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য। নন্দীবংশে আলম্যান ও কাশ্যপ গোত্র। কুণ্ড-বংশে কাশ্যপ ও গৌতম গোত্র। রাহাবংশে শাণ্ডিল্য গোত্র। সোমবংশে লৌহিত ও কাশ্যপ। বলবংশে গৌতম ও আলম্যান। রুদ্রবংশে কাশ্যপ গোত্র। গুপ্ত-বংশে আলম্যান ও কাশ্যপ। ভদ্রবংশে আলম্যান, কন্দ্র ঋষি ও ভরদ্বাজ। রক্ষিতবংশে বাৎস্য, ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য। অঙ্কুরবংশে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ। হোড়-বংশে কাশ্যপ ও মৌদ্গল্য। রাহুতবংশে আলম্যান ও শক্তি। বর্দ্ধনবংশে

কাশ্যপ ও ঘৃতকৌশিক। আদিত্যবংশে আলম্যান। ভদ্রবংশে আলম্যান। ...রী-বংশে গৌতম। ধর-বংশে কাশ্যপ। ব্রহ্মবংশে ভরদ্বাজ। বিষ্ণু-বংশে ...ব্রপদ, ভরদ্বাজ-শাণ্ডিল্য ও গৌতম। কুলবংশে কাশ্যপ। রাণা-বংশে কাশ্যপ, দাল্ভ্য, ও হংসল। নন্দন-বংশ কাশ্যপ ও গৌতম। আঢ্যবংশে মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য। দীপবংশে আত্রেয় গোত্র।

"পেঙ্গুটিতে কর, কোনা, বারাসত পালিত।
আমুল, ময়দো দুই সিংহের বসত ॥
ইহা বাদে যায় যত সমাজ আশ্রয়।
উপসমাজ বলিতা পুরন্দর কয় ॥"

আমুলিয়া মহলের রাজা শুভানন্দ সিংহ পুত্র জনার্দ্দন ও রঘুনাথ সিংহ। ...শাণ্ডিল্য গোত্রে দেববংশে দৈত্যারিদেব পুত্র দামোদর পুত্র ভুবরাজ, ও শুভরাজ। ...বরাজ পুত্র মীনকেতন পুত্র ধনঞ্জয়, পুত্র রঘুপতি, ধনপতি, নরপতি। ...পতি পুত্র প্রিয়ঙ্কর, সুদেশ্বর, রঘুশ্বর, কেশব, শ্রীরঘুদেব, শ্রীমুখ, শ্রীধর। প্রিয়ঙ্কর পুত্র যদু, সুধাকর, মধু, রাম, রাঘব। সুধাকর পুত্র কমলাকান্ত. ...ত্র কৃষ্ণদাস, দেবরাজ, কাশীরাম দাস, গদাধর দাস। কাশীরাম দাস পুত্র নন্দ-...দাস। কাশীরাম ১৫২৬ শকে বা ১০১১ সালে মহাভারত রচনা করেন।

সপ্তগ্রাম—প্রিয়বস্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাত পুত্রই ঋষি এবং ...কে এক একটী গ্রামে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। তাঁহাদের তপঃস্থলী ...। উহা সপ্তগ্রামে আখ্যাত হয়। রাজা হরিবর্ম্মদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র হরিশ্চন্দ্রদেব ...২৩৬ সংবতে জীবিত ছিলেন। ১২৩৬ সংবতে পৌষমাসের অমাবস্যা তিথিতে ...গ্রহণ হয়।

আকনা—সমাজ চাকদা গ্রাম। ২১ পর্য্যায় গোকুলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ...তা বাস। তৎপুত্র জয়চন্দ্র ঘোষ ২২ পর্য্যা। তৎপুত্র দীননাথ ঘোষ একজন ...না ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কোলার মিত্রবংশে বিবাহ করেন এবং সিতীর ঘোষ ...লিয়া খ্যাত ছিলেন। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ ঘোষ, ভাগ্যবান্ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ, ও ...রাজকৃষ্ণ ঘোষ, তিন ভ্রাতা ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ ঘোষ পুত্র সুপ্রকাশ ...প্রকাশ ঘোষ। অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্র ...নাথ, মণীন্দ্রনাথ।

চোর বাগানের মিত্রবংশ। বড়িশা সমাজ। আদি নিবাস কোন্নগর।

কালিদাস মিত্রের ষোড়শ অধ্বস্তন বংশধর রাজীবলোচন মিত্র হইতে এই বংশের শাখা আরম্ভ হয়। রাজীবলোচন মিত্র পুত্র শিবরাম মিত্র পুত্র রামরাম পুত্র অযোধ্যারাম পুত্র কৃপারাম মিত্র পুত্র জগন্নাথ কৃপারাম মিত্র সাং সুঁড়া। জগন্নাথ মিত্র পুত্র রামসুন্দর ও রামহরি। রামসুন্দর মিত্র ওরফে খেঁদারাম মিত্র তৎপুত্র মদনমোহন, পুত্র দীননাথ, পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের কনিষ্ঠা কন্যা রাণী কৃষ্ণা উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করেন।

মৌদগল্য গোত্র দেব বিশ্বাস বংশ—শান্তিপুর, ইতিনা, কট দৌলতপুর, বিভাগদি গ্রাম বাস। ভৃগুরাম বিশ্বাস পুত্র কমলাকান্ত বিশ্বাস।

কমলাকান্ত সেন বাসুকী গোত্র। প্রবাদ আছে, যুদ্ধের পর কমলাকান্ত সেন দিগ গা হইতে উঠিয়া বর্দ্ধমান জেলায় বিটরৈ গ্রামে বাস করেন। ঐ বংশে বেচারাম সেন পুত্র রামরাম সেন পুত্র গোপীচরণ সেন পুত্র রাসবিহারী সেন পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ সেন পুত্র অনুকূল চন্দ্র সেন পুত্র বলাইচন্দ্র সেন। কমলাকান্ত যখন বিটরে গ্রামে বাস করেন, তখন ঐ গ্রাম ছিল না। ঐ স্থানে বল্লুকা নামে একটী নদী ছিল। সেই নদীতে মাটী চাপা দিয়া বাস করেন। বিটরে গ্রাম রাণীহাটী পরগণান্তর্গত ছিল।

বেতুড় গ্রাম, বাঁকুড়া জেলা। সরকার বংশ, মধুকুল্য গোত্র। স্বরূপচন্দ্র দে সরকার পুত্র মাখনলাল সরকার পুত্র সত্যচরণ সরকার।

বড়্গড়া কায়স্থসমাজ। বসু বংশে গৌতমগোত্রে লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু। ঘোষবংশে সৌকালীন গোত্রে চতুর্ভুজ ঘোষ। গুহ বংশে কাশ্যপ গোত্রে দশরথ গুহ। মিত্রবংশে বিশ্বামিত্র গোত্রে তারাপতি মিত্র। দত্তবংশে মৌদগল্য গোত্রে নারায়ণ দত্ত। নাগবংশে সৌপায়ন গোত্রে দশরথ নাগ। নাথ বংশে পরাশর গোত্রে মহানন্দ নাগ। দাসবংশে কাশ্যপ গোত্রে চন্দ্রশেখর দাস। সেনবংশে বাসুকি গোত্রে গঙ্গাধর সেন। করবংশে আলম্যান গোত্রে দামোদর কর। দাসবংশে শাণ্ডিল্য গোত্রে উষাপতি দাস। পালিতবংশে ভরদ্বাজ গোত্রে নারায়ণ চন্দ্র। পালবংশে কাশ্যপ গোত্রে আব পাল। রাহাবংশে কাশ্যপ গোত্রে কৃষ্ণ রাহা। ভদ্রবংশে ভরদ্বাজ গোত্রে দিগম্বর ভদ্র। ধরবংশে কাশ্যপ গোত্রে ব্যাস ধর। নন্দীবংশে কাশ্যপ গোত্রে প্রভাকর নন্দী। দেববংশে কাশ্যপ গোত্রে কেশবদেব। কুণ্ডবংশে শাণ্ডিল্য গোত্রে অধিপতি কুণ্ড। সোমবংশে লৌহিত্র গোত্রে বংশধর সোম, সমস্ত লৌহিত্র গোত্রের বীজপুরুষ। রক্ষিতবংশে মৌদগল্য গোত্রে নারায়ণ রক্ষিত। অঙ্কুর বংশে

কাশ্যপ গোত্রে বেদগর্ভ অঙ্কুর। বিষ্ণুবংশে বৈরাভ্র পদ্য গোত্রে দৈত্যারি বিষ্ণু। আঢ্যবংশে মৌদগল্য গোত্রে ত্রিলোচন আঢ্য। নন্দন-বংশে কাশ্যপ গোত্রে উষাপতি নন্দন।

ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম স্থান নিবাসী দত্তবংশের কুর্শিনামা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, তত্রস্থ দত্ত-বংশের পূর্ব্বপুরুষ অনন্ত দত্ত ছিলেন। দেব উপাধিধারী যতগুলি বংশ আছে, তন্মধ্যে বন্দ্যঘাট্য নামক গ্রামবাসী দেববংশই শ্রেষ্ঠ। শাণ্ডিল্য গোত্র।

"বাসুকি ঋষির শিষ্য পৌলব পাইল।
তেঁই সে বাসুকি গোত্র পৌলব পাইল॥"

বারেন্দ্র-সমাজের বীজী কীর্ত্তিনাগ ছিলেন। অগ্নিগোত্র দাস বংশ, আদি সজ্ঘাদাস পুত্র টঙ্কপানি, পুত্র চাকাদাস পুত্র বীর দাস ও সুর দাস। আলম্যান গোত্রের দেব-বংশ, আদি শিখিধ্বজ দেববংশ। তৎপুত্র শ্রীকেশব পুত্র একদেব পুত্র যোগদেব। কাশ্যপ গোত্র নন্দীবংশ আদি মাণিক্য নন্দী পুত্র শিবনন্দী। গৌতম গোত্রের চাকি বংশ, আদি গণপতিদেব পুত্র মহামতিদেব। সৌপায়ন গোত্রের নাগবংশ, আদি মহাসামন্ত নাগ।

কোনাই বাঁকা গ্রাম। হুগলী জেলা। পদ্মলোচন ঘোষ পুত্র শ্রীনাথ ঘোষ, ইনি রাম বাগানের গিরিশচন্দ্র বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপুত্র শশিভূষণ ঘোষ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ২৫ পর্য্যা দেব-বংশ। কর্ণসোনা, মৌদগল্য গোত্র। বিদহরি দেব পুত্র দুর্গাচরণ পুত্র বিশ্বেশ্বর পু বিঘ্নেশ্বর পুত্র পূর্ণানন্দ পুত্র পীতাম্বর খাঁ পুত্র পৃথ্বীধর খাঁ পুত্র শিবদাস চতুর্ভুজ, শ্রীনাথ ও নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ পুত্র শ্রীমন্তরায় পু চণ্ডীবর রায় পুত্র পরমানন্দ মল্লিক। দেববংশ ভবদেব দে মৌদগল্য গোত্র। পুত্র শিব, শম্ভু, মুরারি, পু বিকর্ত্তন পু রামশরণ পু পরশুরাম পু গোবর্দ্ধন পু আনন্দরাম পু কুশল পু কেবলরাম পু পুরুষোত্তম পু নসীরাম পু কৃপারাম, পু রামদেব দে পুত্র বলভদ্র দে।

শ্রীবটুকৃষ্ণসিংহ

প্রতাপাদিত্য-কীর্ত্তির দুর্দ্দশা

ইতিপূর্ব্বে "কায়স্থ-পত্রিকার" পাঠকবর্গকে ভূষণার রাজা বীর সীতারাম-রায়ের পরিত্যক্ত কীর্ত্তি সমূহের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকবর্গকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বীর কায়স্থ-কুলতিলক মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পরিত্যক্ত কীর্ত্তি-সমূহের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছি। সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরের কীর্ত্তি-সমূহের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-জমিদারের অধিকারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। প্রতাপাদিতের কীর্ত্তি-সমূহের অধিকাংশ বিভিন্ন কায়স্থ-জমিদারের অধিকার মধ্যে থাকিয়া দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কতকগুলি কীর্ত্তিকে "সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্ত্তি" (protected monument) বলিয়া ঘোষণা করিলেও জমিদারগণ তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগকরিয়া সেগুলি গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দেন নাই; কাজেই সেগুলি অসংস্কৃত অবস্থায় থাকিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশের জমিদারগণ নিজেরা এই সকল কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন না, বা তাঁহাদের করিবার ক্ষমতা নাই, এবং ইজ্জত(prestige)যাইবার ভয়ে গবর্ণমেণ্টকেও ঐ সকল কীর্ত্তি রক্ষা করিতে দিবেন না। আরও দুঃখের ও লজ্জার কথা এই যে, কায়স্থ-জমিদারগণ স্বাধিকারের অন্তর্গত কায়স্থ-বীরের কীর্ত্তি-রক্ষায় অমনোযোগী। যদি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বীর প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি-সমূহ আমাদের অমনোযোগিতার জন্য লোপ পায় তাহা হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া আমাদিগের গৌরব না করাই ভাল। যদি জমিদারগণ প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি-সমূহের সংস্কার করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে চাঁদা তুলিয়া বা পূর্ত্ত-বিভাগের হস্তে তুলিয়া দিয়া কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির—বিশেষতঃ কায়স্থ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সত্বর যদি প্রতাপাদিত্যের প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহ রক্ষার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই সকল গৌরবময় কীর্ত্তির কিরূপ গঠন ছিল ও কোন্‌টি কোথায় ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় থাকিবে না।

ইংরেজী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে বৈকালে আমরা তিন ব্যক্তি (তন্মধ্যে কায়স্থ-সভার শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত একজন) মার্টিন কোম্পানীর বেলগাছিয়া রেল ষ্টেসন হইতে হাসনাবাদের টিকিট কিনিয়া যাত্রা করিলাম। রাত্রি ১২॥ টার সময় ট্রেণ হাসনাবাদে পঁহুছিল। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের

খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের অন্যতম বংশধর কাটুনিয়া-নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত আমাদিগের জন্য একটি টাপুরে নৌকা

রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়

পাঠাইয়াছিলেন, আমরা উহাতে স্থান পাইয়া রাত্রি ২টার সময় ভাঁটার টানে নৌকা খুলিয়া দিলাম। এ অঞ্চলে জোয়ার—ভাঁটার টানে নৌকা গমনাগমন করে। নদীর জলে অত্যন্ত কুম্ভীর ও কামটের উপদ্রব আছে, উহার জল লবণাক্ত।

১০ই এপ্রেল প্রাতে বসন্তপুরের পার্শ্বদেশ দিয়া নৌকা চলিল। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় গৌড় হইতে আসিয়া বন জঙ্গল কাটাইয়া এই স্থানেই

যশোহর রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানে এক্ষণে বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়-বংশীয় প্রসিদ্ধ জমিদার হরি-মোহন ও প্যারীমোহন রায়ের বংশধরদিগের জমিদারী কাছারি ও একটি বাজার আছে। বসন্তপুরের নীচে সংযুক্ত যমুনা, ইছামতী ও কালিন্দী নদী এবং কাকশিয়ালী খালের ত্রিমোহনা আছে। যমুনা ও ইছামতী প্রতাপাদিত্যের সময় যেরূপ অতি প্রবলা নদী ছিল এখন আর সেরূপ নহে, তৎপরিবর্ত্তে কালিন্দী এক্ষণে প্রবলা হইয়াছে। একই খাত দিয়া যমুনা ও ইছামতী এক সঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। এই সংযুক্ত নদীর এক তীর পবিত্র ও অপর তীর অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং পবিত্র তীরে শব লইয়া গিয়া দাহ করা হয়।

আমাদের নৌকা কালিন্দী নদী দিয়া চলিল। প্রাতে ৮॥০ টার সময় আমরা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত মুস্তাফাপুরের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের অতি প্রাচীন নথি পত্রে ইহার নাম "ডামরানা-মুস্তাফাপুর" দেখিয়াছি) বর্ত্তমান পত্তনীদার কলিকাতা-ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষের জমিদারী কাছারির একতলা কোঠা বাড়ী আছে। কাছারি বাটীটি কালিন্দীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই সময় ভাঁটা হওয়ায় আমরা নৌকা হইতে কর্দ্দমের উপর অবতরণ করিবা মাত্র আমাদের কটিদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া গেল। মাঝির সাহায্যে পঙ্ক-সমাধি হইতে কোন প্রকারে উদ্ধার পাওয়া গেল। শুনিলাম এ অঞ্চলে জোয়ারের সময় ১০।১৫ হস্ত পরিমিত জল বৃদ্ধি হয়। উক্ত কাছারির কর্ম্মচারিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া জলযোগাদি সারিয়া আমরা দ্রব্যাদি সহ নৌকার মাঝিকে কাটুনিয়ার রাজবাটীতে চলিয়া যাইতে বলিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলাম।

উক্ত কাছারি বাটী হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে উন্মুক্ত ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে একটি অত্যুচ্চ ও বৃহৎ অর্দ্ধ ভগ্ন মন্দির আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে উহা প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নবরত্ন-মন্দির। গড় মুকুন্দপুরের ব্রাহ্মণ-জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র রায় আমাদিগকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত উক্ত কাছারি বাটীতে তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে পাঠাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত হাঁটিয়া নগ্নপদে খাল পার হইয়া উক্ত মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে এই মন্দিরটি আছে উহা জেলা হুগলীর চুপি কাঁক-শিয়ালীর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষের জমিদারীর অন্তর্গত, কিন্তু এক্ষণে উহা পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষের পত্তনী মহালভুক্ত হইয়াছে। ৮০।৮৫ বৎসর

পূর্ব্বে বন কাটাইয়া আবাদ করার সময় এই মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। প্রান্তর মধ্যে এই মন্দিরটির চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত কয়েকটি ভগ্ন-মন্দির ও ইমারতের

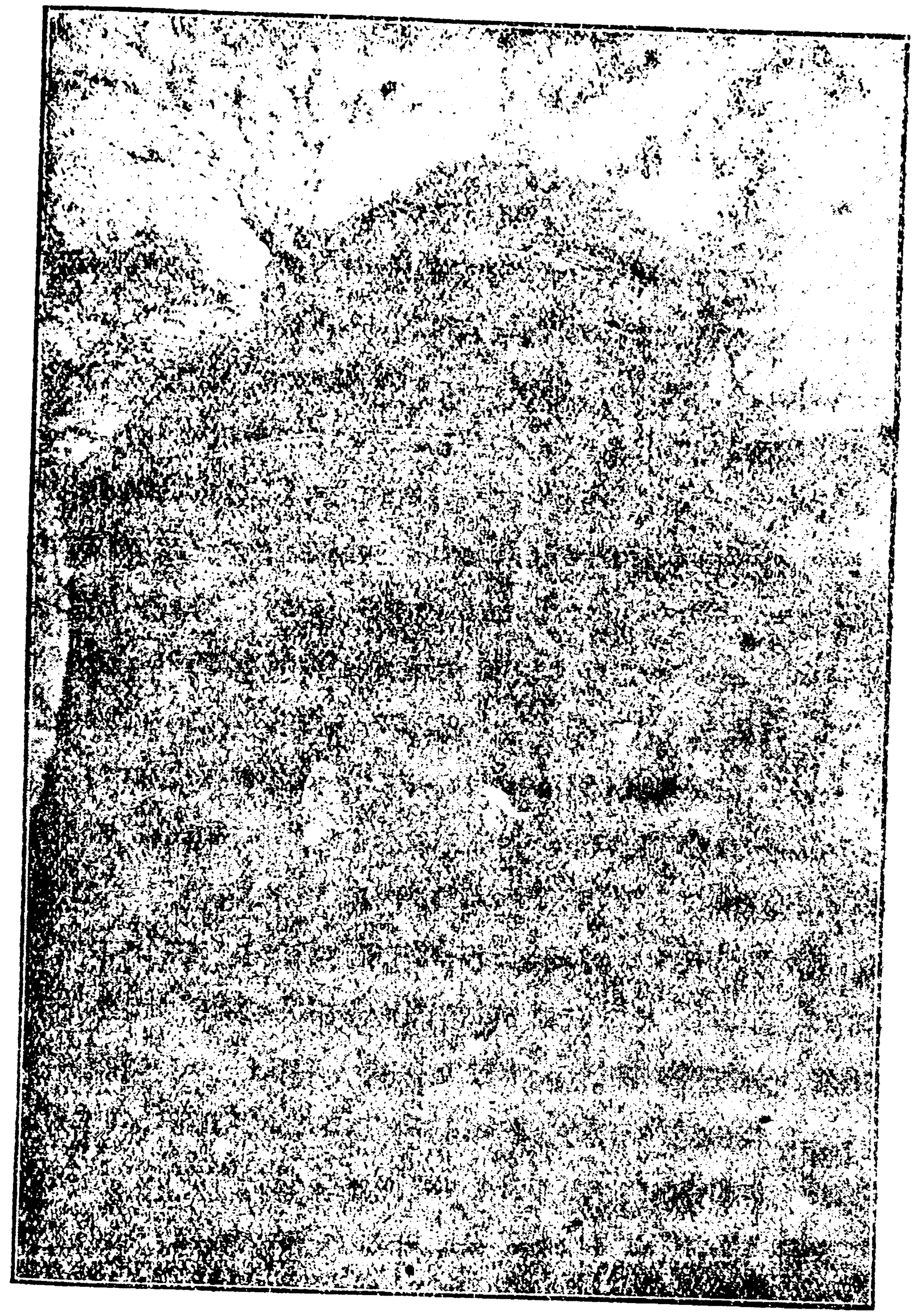

ডামরাইল—মুস্তাফাপুরের নবরত্ন মন্দির।

স্থান আছে। মন্দিরটি চতুষ্কোণ। উহার ভিতরের খিলান ও ইষ্টকাদি গৌড় মহানগরীর পাঠান আমলের খিলান ও ইষ্টকের অনুরূপ। গর্ভ-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খিলান করা ছাদ শোভিত বারন্দা আছে। উত্তর দিকের বারন্দাটির বহির্দ্দেশ

প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া প্রকোষ্ঠের ন্যায় করা আছে। মন্দিরের ছাদের উপরে আগাছা হইয়া ইষ্টকাদি খসিয়া পড়িতেছে। উপরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া মন্দিরটির বিকৃতি ঘটিয়াছে। উত্তর দিক্ ব্যতীত অপর তিন দিকে মন্দির-গাত্রে ও উহার ললাটদেশে ইষ্টকে লতা পাতা, নানাবিধ কারুকার্য্য ও পুত্তলিকার সারি আজিও নানাস্থানে বর্ত্তমান আছে। এই সকল কারুকার্য্যের অধিকাংশ নোনা লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে মন্দিরের বহির্দ্দেশে একটি ভগ্ন দ্বারের ন্যয়ে আছে, অন্য তিন দিকে যে কয়টি দ্বারের খিলান ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের বারান্দার সম্মুখে দুইটি করিয়া স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া তিনটি করিয়া দ্বারের খিলান ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গর্ভ-মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া খিলান করা দ্বারের ফোঁকর ভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। দেখিয়া বোধ হইল লোকে উহার ইষ্টক খুলিয়া লইয়াছে; গর্ভ-মন্দিরের বহির্দ্দেশে পশ্চিম দিকের দ্বারের কিঞ্চিৎ উপরে একটি স্মৃতিফলকে সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সেকালের বাঙ্গালা অক্ষরে যাহা লিখিত আছে তাহার অনেক অংশ এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া পদ্ম পুষ্প ও নানা কারুকার্য্য-খোদিত আছে। এই মন্দিরটি ১৫০৪ শকাব্দে বা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। গর্ভ মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে ঐরূপ কারুকার্য্য ও দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে গরুড়-পৃষ্ঠে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটির গাঁথনি প্রাচীন গৌড়ের ইমারত গুলির ন্যায় ঝিনুকের চূণ মেশান মিহি সুরকীর মসলা দ্বারা করা হইয়াছে, গাঁথনি আজিও বজ্রের ন্যায় মজবুদ আছে। যে ভূমিখণ্ডের উপর এই অর্দ্ধভগ্ন মন্দিরটি ও উহার চতুষ্পার্শ্বের ইমারতগুলির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে উহা চতুর্দ্দিকের ধান্যক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ। এই প্রাচীন মন্দিরটির যত্ন করিবার কেহ নাই, পরন্তু অযত্ন করিবার অনেকে আছেন। পূর্ত্ত বিভাগের হস্তে ইহাকে তুলিয়া দিবার মত লোক এই বাঙ্গলা দেশে কি কেহই নাই?

এই স্থান হইতে প্রায় ৮৸০ টার সময় যাত্রা করিয়া মাঠের পর মাঠ ও খাল আদি পার হইয়া প্রায় এক ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম পূর্ব্বক গড়মুকুন্দপুরে উপস্থিত হইলাম গড়মুকুন্দপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায় মহাশয় অতি যত্নে আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দিলেন। পরিখা-বেষ্টিত প্রাচীন গড়মুকুন্দপুরের দক্ষিণে উক্ত রায় মহাশয়ের বাটী। পরিখা-বেষ্টিত উচ্চ ভূমিতে এক্ষণে বাগান আছে। পরিখাটি ৩০ হস্ত প্রশস্ত, উহার

স্থানে স্থানে বারমাস জল থাকে। এই পরিখা-বেষ্টিত স্থানে বসন্তরায় যশোহর-রাজ্যের প্রথম দুর্গ ও রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁর পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অনুমান ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধনরত্ন এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। গৌড়ের সমৃদ্ধি হরণ করিয়া এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান ও ইহার চতুর্দ্দিকের বহুদূর পর্য্যন্ত "যশোহর" নামে অভিহিত হইত। এই পরিখা-বেষ্টিত স্থানে এক্ষণে প্রাচীন কীর্ত্তির কিছুই নাই।

গড়মুকুন্দপুরের পূর্ব্বপার্শ্বে একটি মুসলমান-প্রধান গ্রাম আছে উহার নাম পরবাজপুর। এই স্থানে একটি সুশ্রী কারুকার্য্য-খচিত অর্দ্ধ ভগ্ন মসজিদ আছে। লোকে কহিয়া থাকে যে উহা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মসজিদটির গঠন-প্রণালী, ভিতরের খিলান ও উহার গাত্রের কারুকার্য্য গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার (মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়া) কয়েকটি মসজিদের অনুরূপ। এই মসজিদের পূর্ব্ব দিকে খিলান করা ছাদ শোভিত বারান্দা আছে। পূর্ব্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে এক একটি দ্বার আছে! ছাদের উপরে নানাবিধ আগাছা জন্মিয়াছে ও গাঁথনির ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু ভিতরের খিলানের আজিও কোন ক্ষতি হয় নাই। মসজিদের বহির্গাত্রে কোন মূর্ত্তি খোদিত নাই কিন্তু ইষ্টকে নানাবিধ লতা পাতা ও কারুকার্য্য খোদিত আছে। ঘরের মধ্যে মেঝের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১৪॥ হাত। মেঝে হইতে মধ্যের গুম্বজের উচ্চতা প্রায় ১৯৷২০ হাত। দেওয়ালে পংখের কাজ করা ছিল, আজিও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বালির সহিত ঝিনুকের চুণ মিশাইয়া মসলা প্রস্তুত করিয়া গাঁথনি করা হইয়াছে। মসজিদটির বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩৪৷৩৫ হাত ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২৫৷২৬ হাত। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর মতে এই মসজিদটি প্রতাপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে ইহা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

পূর্ব্বকালে এই মসজিদের পূর্ব্বদিক্ দিয়া যমুনা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত, এখন তাহার শুষ্ক খাতে চাষ আবাদ হইতেছে।

বৈকালে ৫৷ টার সময় আমাদের সঙ্গের সামান্য দ্রব্যাদি একখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া আমরা কালীগঞ্জ—নুরনগর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তা ধরিয়া পদব্রজে কটুনিয়ার রাজবাটীর উদ্দেশে চলিলাম। পথে যাইতে মুকুন্দপুরের প্রান্তভাগে মাঠের মধ্যে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি বৃহৎ তালপুকুর আছে। লোকে

কহিয়া থাকে যে উহা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের। রাস্তার অদূরে পশ্চিম পার্শ্বে বিক্রমাদিত্যের "কাছারির ভিটার" ভগ্ন ইষ্টক পড়িয়া আছে।

তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় কাটুনিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। রাজা যতীন্দ্রমোহনের

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব

বৈঠকখানা ঘরের পশ্চাতের উঠানের পার্শ্বে গোবিন্দদেব বিগ্রহের নবনির্ম্মিত গুম্বজ শোভিত ঠাকুর দালান আছে। কথিত আছে যে প্রতাপ উড়িষ্যা দেশ হইতে এই বিগ্রহটি আনিয়াছিলেন; তৎপরে তদীয় খুল্লতাত বসন্তরায় অদূরবর্ত্তী গোপালপুরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে বিগ্রহটিকে প্রতিষ্টিত করেন। তৎপরে ৺গোবিন্দ দেব ক্রমে ক্রমে আঁথারমানিক গ্রামে, পরমানন্দ কাঠি গ্রামে ও রায়পুরগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাস হইতে এই বিগ্রহটি রাজা যতীন্দ্রমোহনের বাটীতে স্থান পাইয়াছেন। বিগ্রহটি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ও প্রায় ৷৹ হস্ত পরিমিত উচ্চ। অষ্টধাধুর রাধিকা মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ৺গোবিন্দদেবের গৃহে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উচ্চ আর একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন। উহা প্রতাপের পিতামহ রামচন্দ্র গুহ যখন হালিসহরে বাস করিতেন সেই সময়ের।

যতীন্দ্র রাজার স্নেহময় আশ্রয়ে রাত্রটি কাটাইয়া পর দিন ১১ই এপ্রেল প্রাতে ৮৷৹ টার সময় কাটুনিয়ার নিকট বিদায় লইয়া ক্রমে সুরনগর ও রামনগর গ্রামের ভিতর দিয়া গোপালপুরে ৺গোবিন্দদেবের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাত্রা করিলাম। কাটুনিয়া গ্রামের ১ মাইল দক্ষিণে রামনগর নামক যে গ্রাম আছে উহার প্রান্তভাগে কুল্যান বা কল্যাণী নামক একটি নদীর কর্দ্দমপূর্ণ

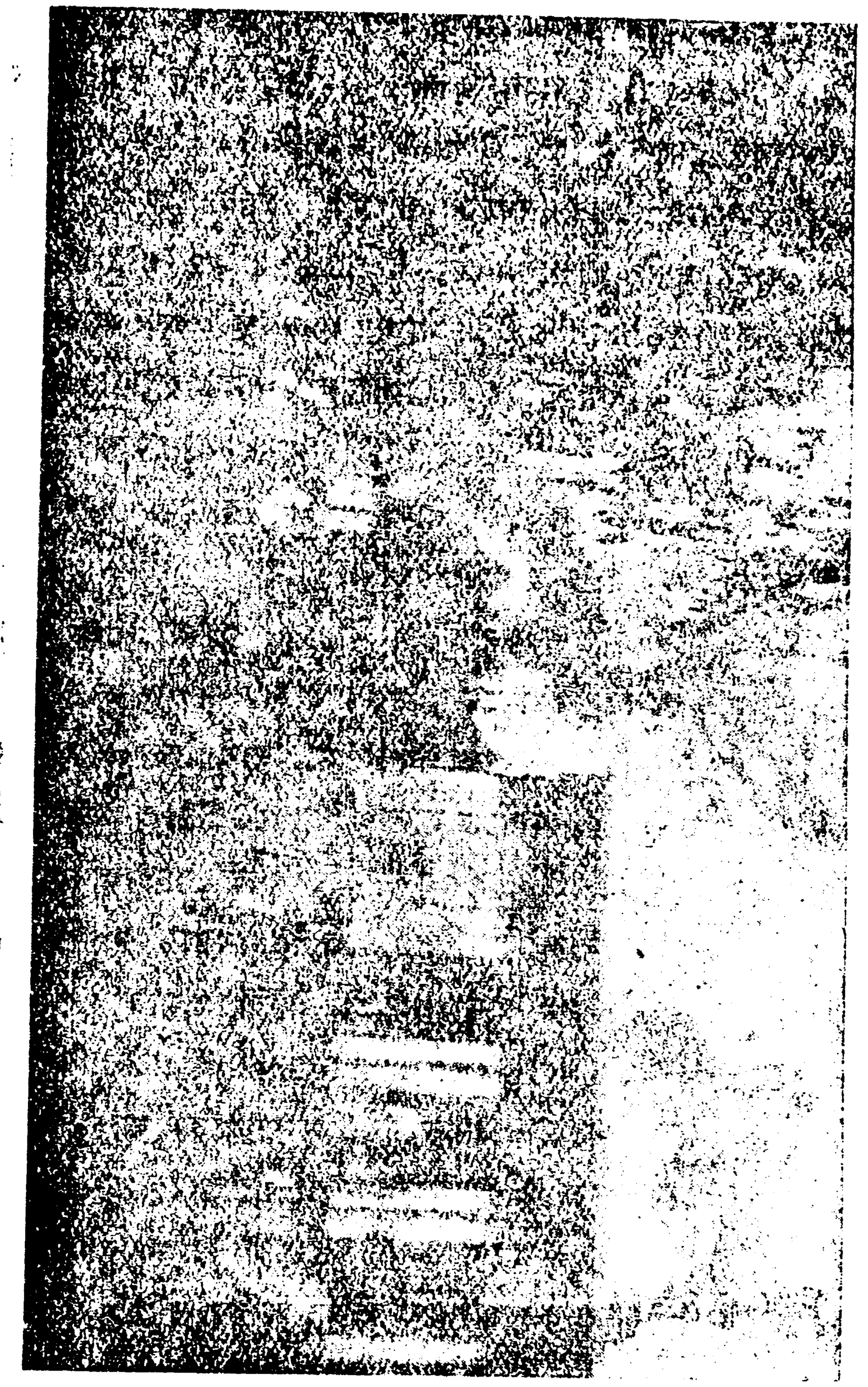

ঈশ্বরীপুরে—৺যশোরেশ্বরীর বাটী

সুগভীর খাত আছে। ভাঁটার সময় বলিয়া নদার খাতে যৎসামান্য জল ছিল। নদীর খাত পদব্রজে পার হইতে গিয়া সুগভীর কর্দ্দমের মধ্যে আমাদিগের কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইয়া গেল। সঙ্গী দুইজন লোকের সাহায্যে কোন প্রকারে

সেই কর্দ্দমের দহ পার হইয়া পর পারে উঠিলাম। নদীর পর পারে যশোহর বা ঈশ্বরীপুর হইতে প্রেরিত গো-যান আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঈশ্বরীপুরের ৺যশোরেশ্বরী দেবীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত প্রেরণ করিয়াছিলেন। গো-যানে আরোহণ করিয়া যখন আমরা যাত্রা করিলাম তখন বেলা ১০টা। বেলা ১১টার সময় ছোঁয়ানি নামক গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের লবণাক্ত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র খাল নগ্নপদে পার হইয়া বেলা ১২টার সময় গোপালপুরে উপস্থিত হইলাম। গোপালপুরের মধ্যস্থ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উত্তর দিকে গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুবৃহৎ একটি দীঘি আছে, উহাতে আজিও ৪।৫ হাত গভীর জল আছে। জলে নল খাগড়া দাম ও শৈবালাদি হইয়াছে এবং পাড়ে কেয়া বন হইয়া আছে। প্রায় ১০০ বিঘা ভুমির উপর দীঘিটি খনিত হইয়াছিল। এককালে ইহা এতদঞ্চলের বিখ্যাত সুপেয় জলের আধার ছিল, এক্ষণে অযত্নে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ইহা এক্ষণে কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত উকীল ৺শ্রীনাথ দাসের বংশধরদিগের জমিদারীর অন্তর্গত।

উক্ত দীঘির ৭।৮ শত হাত দক্ষিণ দিকে মাঠের পর পারে ও গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে একটি বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপ বনাকীর্ণ হইয়া আছে ইহাই ৺গোবিন্দ দেবের ঠাকুর বাটীর ভগ্নাবশেষ। ঠাকুর বাটীর মধ্যস্থলের উঠানের চতুর্দ্দিকে মন্দির ও গৃহাদির ইষ্টকময় ভগ্ন স্তূপ পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে। এই স্থানে অত্যন্ত কাঁটা বন। উঠানের পূর্ব্বদিকে উচ্চ পোতার উপরে ৺গোবিন্দ দেবের সুবৃহৎ ও উচ্চ দ্বিতল মন্দির আজিও অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। উড়িষ্যা হইতে ৺গোবিন্দ দেবকে প্রতাপাদিত্য লইয়া আসার পরে রাজা বসন্ত রায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মন্দিরে দ্বিতলের যে গৃহে ৺গোবিন্দ দেব বিশ্রাম করিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ছাদের উপরে ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপ ও বন জঙ্গল হইয়া আছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে ইষ্টকের কারুকার্য্য অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দিক এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগ। পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলের বৃহৎ গুম্বজও খিলান আজিও অটুট অবস্থায় আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে উত্তর দিকের দেওয়ালের কতকাংশ কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে। শুনিলাম যে জনৈক হিন্দু কনট্রাক্টর লাভের আশায় মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া লইয়া তাঁহার কনট্রাক্টরি কাজে লাগাইবার চেষ্টায় ছিলেন। দয়া করিয়া কেন যে তিনি ঐরূপ মহৎ পুণ্য কার্য্য

লাগাইবার চেষ্টায় ছিলেন। দয়া করিয়া কেন যে তিনি ঐরূপ মহৎ পুণ্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। মন্দিরাভ্যন্তরে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দ্বার আছে ও তাহার পশ্চাতে একটি ভগ্ন প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে। এই স্থানে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দা ছিল। ইহার গাঁথনি গৌড়ের প্রাচীন মসজিদগুলির ন্যায় বালি ও চুণ মেশান দিয়া করা হইয়াছে, ইহার মাপ প্রত্যেক দিকে ১১৷৹ হাত ও দেওয়ালের স্থূলতা ৫৷৹ হাত। মন্দিরটি এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বংশধরদিগের জমিদারী-ভুক্ত, কিন্তু তাঁহারা বা অপর কেহই ইহার রক্ষার জন্য সচেষ্ট নহেন।

শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

সিঙ্গাইরের দেবনিয়োগী বংশ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যে ধলেশ্বরী নদীতীরে সিঙ্গাইর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে পুলিশ থানা, সব রেজিষ্টারি অফিস্, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। অধুনা ইহা পাট ও রবিশস্য প্রভৃতির ব্যবসায় স্থান। এই গ্রামে নিয়োগী উপাধিধারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় দেব-বংশের বাস। ইহারা বঙ্গজ কায়স্থ এবং চন্দ্রদ্বীপাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। বাজুসমাজে ইহারা প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানিত।

এক্ষণে চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলায় অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা ঢাকা জেলার অতর্গত ছিল। মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবই বঙ্গজ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। লক্ষ্মণ বসু ও পূষণ বসু বঙ্গজ বসুবংশের আদি কুলীন, সুতরাং মহারাজ বল্লাল সেন দেবের সমসাময়িক। ঘটক-কারিকা হইতে জানা যায় যে, পূষণ বসুর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ পুরেন্দ্র বসুর (পুরবসুর) কন্যাকে দনুজমর্দ্দন বিবাহ করেন। অতএব বুঝিতে হইবে দনুজমর্দ্দন বল্লালের অনধিক আড়াইশত বর্ষ পরে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য

স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন, তৎপুত্র রাজা রামবল্লভ, তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র রাজা হরিবল্লভ ও তৎপুত্র রাজা জয়দেব রায় ক্রমান্বয়ে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান বরিশাল সহরের অনতিদূরে কচুয়া নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইঁহারাই প্রথমে বঙ্গজ সমাজের সমাজপতি, নায়ক ও শাসক ছিলেন; তন্মধ্যে রাজা রমাবল্লভ চন্দ্রদ্বীপের বাহিরেও বহুস্থান জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং কায়স্থগণের শ্রেণীবিভাগ এবং তাঁহাদের কুল ও বিবাহ সম্বন্ধে নানারূপ বিধান করিয়াছিলেন।

দেববংশের শেষ রাজা জয়দেবের পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার দৌহিত্র পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকার সূত্রে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা জয়দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার নীলাম্বর ও কুমার দিগম্বর রায় রাজকোষ হইতে প্রচুর বৃত্তি পাইতেন। কিন্তু মহারাজ পরমানন্দ রাজত্ব-প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় বৎসর পরে ঐ বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তৎকালে মুরশিদাবাদে বাঙ্গলার মুসলমান নবাবের রাজধানী ছিল। নীলাম্বর প্রতিকার মানসে স্বীয় ভবন পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হন। বালক নীলাম্বর অতিশয় মেধাবী ও সুপুরুষ ছিলেন। শিঙ্গাইর-নিবাসী রামরত্ন বসু তৎকালে মুরশিদাবাদের নবাব-সরকারে পেস্কারের কার্য্য করিতেন। নীলাম্বর রামরত্নের বিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াও যে দুঃখের প্রতিকারের আশায় মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। রামরত্নের পুত্র সন্তান ছিল না, একটী মাত্র কন্যা ছিল। রামরত্নের ঐকান্তিক স্নেহে আবদ্ধ হইয়া নীলাম্বর তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং নবাব-সরকারে সাধারণ-পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে স্বীয় প্রতিভাবলে নিয়োগ-বিভাগের অধ্যক্ষ (Head of the establishment department) পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়োগী উপাধি প্রাপ্ত হন।

রামরত্ন বসু মহাশয়ের যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি ছিল। অদ্যাপি রামরত্ন বসু নামীয় ঢাকা-কলেক্টরীর তৌজিভুক্ত তালুক সিঙ্গাইর-নিয়োগীগণ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। রামরত্ন বসু মহাশয়ের মৃত্যুর পর কুমার নীলাম্বর রায় চৌধুরী তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সিঙ্গাইর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং চন্দ্রদ্বীপ কাঠাদিয়া হইতে বন্দ্যঘটি বংশীয়-জনৈক ব্রাহ্মণ আনাইয়া পৌরোহিত্য কার্য্যে নিয়োগ করেন। সম্ভবতঃ ইনি তাঁহাদের কুলপুরোহিতের বংশজাত। এখনও তাঁহার বংশধরগণই সিঙ্গাইরের নিয়োগী বংশের পুরোহিত

এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পুরাতন ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন। নীলাম্বরের সিঙ্গাইরে বসতিস্থাপনের কিয়দ্দিন পরে কুমার দিগম্বরও চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন এবং সিঙ্গাইরে বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিলেন।

এই সময়ে জলদস্যুগণের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। তাহারা নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নদীতীরস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিত। তজ্জন্য নীলাম্বর রায় ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সিঙ্গাইর গ্রামের দক্ষিণের মাঠে কিঞ্চিদধিক ১০০ বিঘা জমির উপর সুরক্ষিত বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখা এবং পূর্ব্বদিকে উভয় পার্শ্বে দুইটী পুকুরের মধ্যস্থলে একমাত্র প্রবেশ-পথ। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা "নীলাম্বর রায়ের বাড়ী" বা "ফতুপুরার বাড়ী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শিত হইল।

তদীয় ভ্রাতা দিগম্বর রায়ের জন্যও আর একটী বাটী নির্ম্মিত হয়। ইহা ফতুপুরার বাড়ীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহারও ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা "নলি আইলের বাড়ী" বলিয়া কথিত হয়। ইহাও প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিম দিকে একটী বৃহতী দীর্ঘিকা এবং ইহার উত্তর-পূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে ষট্‌কোণ বিশিষ্ট দুইটী বৃহৎ জলাশয়। এই দুই জলাশয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিকে বাড়ীর প্রধান প্রবেশ-পথ। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অপর দুইটী প্রবেশ-পথ।

বাড়ী দুইটী এমন ভাবে নির্ম্মিত যে ফতুপুরার বাড়ী দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নলি আইলের বাড়ীর পশ্চাতের দুই পথ দিয়া সৈনিকগণ বাহির হইয়া শত্রুর উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিতে পারিত, পরন্তু নলি আইলের বাড়ী আক্রান্ত হইলে পশ্চাতের পথে ফতুপুরায় সংবাদ পৌঁছাইলে তথা হইতে সাহায্যকারী যোদ্ধৃগণ পশ্চাতের ঐ দুই পথে নলি আইল বাটীতে প্রবেশ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিত। প্রত্যেক প্রবেশ-পথেই কামান রাখিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গত কতিপয় বৎসরের অসাধারণ বন্যার স্রোতে কোথাও নিম্নভূমি উচ্চ হইয়া, কোথাও উচ্চভূমিতে নূতন খাল (জলপথ) হইয়া দুইটী বাড়ীরই আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

ধলেশ্বরী নদী বিক্রমপুরের উত্তরাদিক্ দিয়া গিয়া মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। মেঘনার অপর পার এবং আরাকান অঞ্চল হইতে মঘ ও অন্যান্য জলদস্যুগণ আসিয়া সর্ব্বদাই বিক্রমপুরে অত্যাচার করিত। ধলেশ্বরী

নদী দিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া সাভার সিঙ্গাইর, গড়পাড়া প্রভৃতি স্থানেও উপস্থিত হইত এবং নদীর উভয়তীরস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত। নীলাম্বর ও দিগম্বরের বংশধরগণ ৩।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত বহু জলদস্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী বহু জনপদকে তাঁহারা দস্যুহস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। কিন্তু পরে জলদস্যুগণের হস্তেই তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

নিয়োগীদের সৈন্যবল

পরে নীলাম্বরের বংশে গোবিন্দপ্রসাদ নিয়োগী নামক এক ব্যক্তি জলদস্যু নিবারণের জন্য যুদ্ধব্যবসায়ী একদল বলিষ্ঠ ও অসম-সাহসী মুসলমান বীর আনাইয়া উল্লিখিত দুইটী বাড়ীর উত্তরদিকে এবং সিঙ্গাইর গ্রামের দক্ষিণ ভাগে ধলেশ্বরী-তীরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারাই আপৎকালে সর্ব্বাগ্রে জলদস্যুগণের সম্মুখীন হইত। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছে এবং অদ্যাপি তাহারা বিশেষ বলিষ্ঠ, সাহসী ও কলহ-প্রিয়। গোবিন্দের নামানুসারে তাহাদের বাসস্থানের নাম গোবিন্দধল হইয়াছে। নিয়োগীদের হিন্দু সৈন্যও ছিল—একদল নমঃশূদ্র ও একদল বনুয়া। পশ্চিম বঙ্গ হইতে আনীত বনুয়াগণ গ্রামের পশ্চিমে এবং নমঃশূদ্রগণ গ্রামের পূর্ব্বদিকে স্থাপিত হইয়াছিল। বনুয়ারা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ইহাদের বংশ এখন লুপ্ত-প্রায়। নমঃশূদ্রেরা যুদ্ধ কবিরার সময় একপ্রকার আঙ্‌রাখা (অঙ্গরক্ষা, বর্ম্মবিশেষ) ব্যবহার করিত এবং আঙ্গারিয়া পল্টন বলিয়া অভিহিত হইত, এজন্য তাহাদের বাসভূমির নামও আঙ্গারিয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধনা মনা নামে দুই ভাই ছিল। কথিত আছে যে তাহারা দুইহাতে দুইখানা রাম দা লইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিত এবং তাহাদের বিকট যুদ্ধনিনাদ ও দাহস্তে লম্ফপ্রদানের ভঙ্গি শত্রুপক্ষকে ভীতিবিহ্বল ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিত। এই নমঃশূদ্র যোদ্ধৃগণের বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

কথিত আছে নীলাম্বর নিয়োগী মহাশয় দস্যুনির্যাতনের জন্য প্রথমে একজন প্রাচীন মুসলমান সেনাপতিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার অধীনে হিন্দু ও মুসলমান নয় জন প্রবল বীর ছিল। তাহার বাসস্থান পাড়িল গ্রামের দক্ষিণাংশে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি নয় হাজারি এবং নয়জন প্রধান যোদ্ধার অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া তাহার বাসস্থানের নাম পরে নবযোদ্ধা বা নওদ্ধা হইয়াছিল। তাহার

বংশধরগণ এখনও উক্তস্থানে বাস করিতেছেন। এই স্থানটী ফতুপুরার দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। উক্ত সেনাপতির সহিত রামকান্ত নামক একজন নমঃশূদ্র এবং অপর চারিজন মুসলমান বড় যোদ্ধা এদেশে আসে। রামকান্ত সেনাপতির অতি বিশ্বাসভাজন ছিল, তাহাকে কতুপুরায় উত্তর পশ্চিমদিকে একদল সৈনিকের অধিনায়ক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐস্থান এখনও রামকান্তপুর নামে অভিহিত হইতেছে। আর কতকপুরার বাড়ীর দক্ষিণে যেখানে উক্ত চারিজন মুসলমান বীরকে রাখা হইয়াছিল তাহা এখনও চারিগ্রাম নামে উক্ত হইতেছে। তাহাদের বংশ একাও তথায় বাস করিতেছে। উক্ত ৯জন প্রধান যোদ্ধার মধ্যে লস্কর উপাধিধারী একজন কায়স্থ বীর ছিলেন। তাহাকে সকলেই সম্মান করিত এবং গুরুতর কার্য্যে সর্ব্বদাই তাহার পরামর্শ গৃহীত হইত। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বদিকে আঙ্গারিয়াতে দুইজন নমঃশূদ্র যোদ্ধা ও পশ্চিম দিকে একজন বনুয়া যোদ্ধা সহ মোট ৯জন প্রধান যোদ্ধা দলবল সহ রাখিয়া নীলাম্বর ও দিগম্বর মধ্যস্থলে বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন।

নীলাম্বরের বংশধর পঞ্চানন্দ নিয়োগী নামীয় তালুকাদি তাঁহাদের সন্ততিগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। এই বংশের রঘুনিয়োগী মহাশয় পঞ্চশালা ও দশশালা বন্দবস্ত সময়ে ঢাকাতে কাননগো ছিলেন। ঢাকা বিভাগের নাখেরাজ, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতির বহু পাট্টায় তাঁহার দস্তখত দৃষ্ট হয়। নীলাম্বরের বংশের প্রধান শাখা বীরনারায়ণের সন্তানাদিগণ অদ্যাপি সিঙ্গাইরে বসতি করিতেছেন। অন্যান্য শাখা মানিকগঞ্জের অন্তর্গত বরুণ্ডি গ্রামে এবং ঢাকা সদরের অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। দিগম্বরের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। সিঙ্গাইরের নিয়োগী বংশে বর্ত্তমানে মাণিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র নিয়োগী দেব বর্ম্মা, প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র নিয়োগী দেব বর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সব্‌জজ রায় মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

এতাবৎ বিবরণ মাণিকগঞ্জের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ হইতে গৃহীত হইল। তিনি সিঙ্গাইরের নিয়োগী মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত পুরাতন কাগজ পত্র এবং দেশ প্রসিদ্ধ প্রবাদ অবলম্বনে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন আমি তাহাই কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছি। সিঙ্গাইরের দেব-নিয়োগী বংশ চন্দ্রদীপের দেব-রাজবংশ সম্ভূত কিনা তদ্বিষয়ে তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে।

নিয়োগী মহাশয়েরা ভরদ্বাজগোত্রীয়, কিন্তু গয়ার পাণ্ডাদের রক্ষিত প্রাচীন পুথি অনুসারে চন্দ্রদ্বীপের দেব রাজবংশ শাণ্ডিল্য গোত্র বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের-দেব বংশের ইতিহাস মূলক "দেববংশম্" নামক যে প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও ঐ বংশ শাণ্ডিল্য গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং তদ্বংশজাত চন্দ্রদ্বীপের রাজা মহেন্দ্র দেবের উল্লেখও দেখা যায়। দনুজমর্দ্দন দেব এই মহেন্দ্র দেবেরই বংশধর কিনা তাহা নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণীত হয় নাই। দনুজমর্দ্দন দেব কোন্ গোত্রীয় ছিলেন ঘটকগ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ হইলেও তদ্বংশীয় নীলাম্বরের সন্তানদিগের ভরদ্বাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। আমরা উল্লিখিত "দেববংশম্" নামক পুস্তকেই দেখিতে পাই যে কর্ণসুবর্ণের দেব বংশ সপ্তগোত্রে বিভক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন গোত্রীয় পুরোহিত বা আচার্য্য অবলম্বনে এক বংশই বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হইত। আসামে বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজিত কায়স্থ শঙ্কর দেবের বংশধরগণও এইরূপ কারণে দুই গোত্রে বিভক্ত হইয়াছেন, কামরূপের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। পুরুষ-পরম্পরাগত প্রবাদ ও নিজবংশে কুর্শীনামা অনুসারে নিয়োগী মহাশয়েরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের দেবরাজবংশ জাত। এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। সামাজিক ঐতিহ্য তত্ত্বের গবেষণায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা এবিষয়ে আরও অনুসন্ধান করুন।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

আমার জীবন-কথা।

[২]

সাহিত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়

ছাতুবাবুর বাড়ীতে পিতামহী ও পিতৃদেবের সহিত অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। অর্থাভাবে অনেক দিন পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইবার অন্ন জোটে নাই। বহু দাস দাসী ও একাধিক পাচকপাচিকা যাঁহার সেবার জন্য ব্যাপৃত থাকিত, এক দিন যিনি বহু লক্ষ টাকার অধিকারিণী ছিলেন, সেই পিতামহী এখন স্বহস্তে পাক করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। পিতৃদেব, আমি ও আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অনাথ আমরা তিন জন এবং উদয় নামে এক পুরাতন ভৃত্য—আমরা এই চারি জনে পিতামহীর পোষ্য ছিলাম। ১৫৪ নং আপার চিৎপুর রোডে পিতামহীর একটী ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল, এবং কাশীমিত্রের ঘাটের নিকট একটী ভাড়াটিয়া জায়গা ছিল, দুইটীর ভাড়া ১২।১৩ টাকার অধিক পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি পিতৃদেব উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন, অর্থাভাবে তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্য্যা হইত না। পিতামহী তজ্জন্য সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। বৃদ্ধ উদয় আমার পিতার বাল্যকাল হইতেই আমাদের বাড়ীতে চাকরী করিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে দেশে বেশ সঙ্গতিও করিয়াছিল। এখন আমাদের দুঃসময়ে সে ফেলিয়া যায় নাই। এখন বেতন না পাইলেও অথবা কোন প্রকার উপার্জ্জনের সম্ভাবনা না থাকিলেও সে সস্তায় জিনিষ আনিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটী করে নাই।

নাটক-রচনা

ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখেই বঙ্গ-রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটার) ছিল। সম্মুখের বারাণ্ডা হইতে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় কিছু কিছু দেখা যাইত। এখানে ত্রিতলের বারাণ্ডায় নিয়তই থাকিতে হইত। সর্ব্বদাই থিয়েটারের সম্মুখে থাকিতে থাকিতে থিয়েটারের নাটক লিখিবার ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি তাহার পূর্ব্বেই 'কর্ণবীর' নামে Macbeth এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ সময় গ্রেট ইডেন প্রেসে সর্ব্ব-

দাই যাইতাম। এই প্রেসেই বঙ্গবাসী-সম্পাদক বাবু (পরে রায় বাহাদুর) বিহারীলাল সরকারের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, তৎকালে তিনি 'প্রভাতী' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, বঙ্গবাসীর সহিত সম্পাদকীয় সংস্রব ছিল না। তিনি আমার 'কর্ণবীর' পাঠ করিয়া নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। এ সময় দর্জ্জিপাড়ায় সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের চেষ্টায় একটী থিয়েট্রিকাল ক্লাব ও তাঁহাদের যত্নে একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিহারী বাবু আমায় এক দিন তথায় লইয়া যান। এখানে অভিনয়ের জন্য আমি ক্রমান্বয়ে পার্শ্বনাথ, শঙ্করাচার্য্য, হরিরাজ ও লাউসেন নামে চারি খানি নাটক রচনা করি। এই চারি খানির মধ্যে মহাসমারোহে পার্শ্বনাথের অভিনয় হইয়াছিল।

পার্শ্বনাথ নাটক

পার্শ্বনাথ জৈন-সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য ২৩শ তীর্থঙ্কর। তাঁহার পবিত্র চরিত্র অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়। এই নাটকের অভিনয় উপলক্ষে কলিকাতার জৈন-সম্প্রদায়ের মান্যগণ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অভিনয় দর্শনে পরিতোষ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে মহাপুরুষকে ত্রিকালবিৎ দেবাধিদেব বলিয়া পূজা করেন, তাঁহার ভূমিকা লইয়া এক জন সামান্য মানব রঙ্গমঞ্চে লীলা করিবেন, তাহা জৈন সম্প্রদায় যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহারা সভা করিয়া স্থির করেন, যে তাঁহাদের উপাস্যগণকে অভিনয়ের পাত্র করিতে দিবেন না। তদনুসারে তাঁহারা দরজীপাড়া থিয়েট্রিকাল ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানাইলেন, যে তাঁহাদের চির-উপাস্য পার্শ্বনাথকে রঙ্গমঞ্চে আনিলে তাঁহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে। তাঁহাদের অনুরোধে পার্শ্বনাথ অভিনয় বন্ধ হইল। অভিনয়ের সাজ সরঞ্জমের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। জৈন সম্প্রদায় সেই টাকা দিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করেন। পার্শ্বনাথ নাটক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই নাটকের গীতগুলির যিনি সুললিত সুর দিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সুহৃদ্ জানকীনাথ বসুর নিকট পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তার ফেরত পাইলাম না, সুতরাং আর ছাপা হইল না।

হরিরাজ নাটক

দরজীপাড়ার থিয়েট্রিকাল-ক্লাব 'হরিরাজ' অভিনয়ের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয় আমার সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ

চৌধুরী অভিনেতৃবর্গকে অভিনয়ের চালচলন এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র জানকীনাথ বসু সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। দৈব দুর্ঘটনায় অল্প দিন মধ্যেই দরজীপাড়ার রঙ্গমঞ্চ ভাঙ্গিতে হইল। সকল আয়োজন বৃথা হইল। তৎপরে চৌধুরী বন্ধু আমার হরিরাজের পাণ্ডুলিপি লইয়া কাটিয়া ছাটিয়া বিসদৃশ আকারে একখানি অভিনব পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। সেই পুস্তক খানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। বসু মহাশয় জানিতে পারেন যে গ্রন্থের মূল রচয়িতা আমি। আমাকে তিনি ডাকাইয়া পাঠান। ষ্টার থিয়েটারে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি। ১৮৮৩ সালের কথা। বসু মহাশয় আমাকে কএকটী প্রশ্ন করেন, এবং চৌধুরীর পাণ্ডুলিপি আমায় দেখিতে দেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম—কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস কল্হণের রাজতরঙ্গিণী হইতে হরিরাজের চরিত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট ও কিংলিয়র হইতে কতকটা উপাদান লইয়াছি। তবে বিলাতী চরিত্রের অনুকরণ করি নাই। ভারতীয় চরিত্রগুলি ভারতীয় রীতি নীতি ও প্রকৃতি অনুসারে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমার কথা শুনিয়া বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে আলোচ্য গ্রন্থে হরিরাজের মুখে মৃত পিতার চিত্র দেখাইয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া হ্যামলেটের যে অনুবাদ বসান হইয়াছে, তাহা কি ভারতীয় রুচি-সঙ্গত হইয়াছে?

আমি বলিলাম, কখনই রুচিসঙ্গত হয় নাই। আমি পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের চরিত্র নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে রণজিৎ যখন তাঁহার মাতার অপবাদ শুনিয়া ছিলেন, তৎকালে মাতার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইরূপ কাশ্মীর রাজকুমার হরিরাজের মনেও জিঘাংসাবৃত্তি জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে সতীত্বের মূল্য মহার্ঘ নহে, সেখানকার সমাজে হ্যামলেটের মুখে মাতাকে পিতৃ আলেখ্য দর্শনের কথা উঠিতে পারে। কিন্তু আদর্শ চরিত্রের লীলাস্থলী ভারতবর্ষে পুত্র ও মাতার মধ্যে ওরূপ বাক্‌বিতণ্ডা কখনই প্রকৃতিসঙ্গত বা শোভনীয় নহে। আমার হরিরাজ গ্রন্থে এরূপ রীতিবিরুদ্ধ কথা কোথাও লিখি নাই অথবা সেক্ষপীয়র হইতে কতকটা উপাদান গ্রহণ করিলেও সেক্ষপীয়রের কোন অংশের অনুবাদ করি নাই।

বসু মহাশয় আমার কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। চৌধুরীর গ্রন্থ তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। চৌধুরী তাহাতে বিরক্ত

হইয়াছিলেন। তিনি নিজে অভিনেতা ছিলেন। কএক জন বন্ধুবান্ধবকে শিখাইয়া ও কএকজন অভিনেত্রী লইয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার যত্নে ন্যাসনাল রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে হরিরাজের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ের পরই সেই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। গ্রেট ইডেন প্রেসের কর্ত্তা সুহৃদ্ সুরেশচন্দ্র বসু গ্রন্থের প্রকাশক হইলেন।

সুরেশবাবু আমার একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইতাম। তিনি হরিরাজ নাটকের বিষয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চৌধুরী আমার হরিরাজ কাটিয়া ছাটিয়া ও তন্মধ্যে হ্যামলেটের স্থান বিশেষের অনুবাদ বসাইয়া তাঁহার মনোমত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন গ্রন্থকাররূপে তাঁহার নাম ছাপাইতে তিনি সাহসী হইলেন না। প্রকাশকের নামে বাহির হইল। অল্প দিন পরেই চৌধুরী গতাসু হইলেন। কিছুকাল পরে হরিরাজ প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয়-নৈপুণ্যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইল। তখন হরিরাজ বেওয়ারিস মাল। পুস্তকের বিপুল সমাদর দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থকাররূপে হরিরাজের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে নগেন্দ্রদ্বয়ের গ্রন্থ রচনার কথা চাপা পড়িল। অমরেন্দ্রনাথ কেবল প্রসিদ্ধ অভিনেতা বলিয়া নহে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। যাঁহারা হরিরাজের জন্ম-পরিচর অবগত ছিলেন, তাঁহারা সংবাদপত্রে এই অপূর্ব্ব ও বিসদৃশ ব্যাপার প্রকাশ করিতে পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে নাটককার রূপে খ্যাতি লাভের আমার কোন দিন স্পৃহা নাই। অমরেন্দ্রনাথ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অনুজ, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। যদিও হরিরাজ সম্বন্ধে সকল কথাই বহুকাল চাপা ছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশ্বকোষ সমাপ্তি উপলক্ষে ১৯১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আমায় যখন অভিনন্দিত করেন, সেই অভিনন্দন উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথের সমক্ষে আমার প্রিয়বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তফী সুললিত কবিতার মধ্যে আমার হরিরাজের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময় হরিরাজের রচনা বিষয় জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু আমি নিজ মুখে কোন কথাই কাহাকেও বলি নাই। আজ সে নগেন্দ্রনাথ বা অমরেন্দ্রনাথ কেহই ধরাধামে নাই। আমারও জীবনসন্ধ্যা উপস্থিত! হরিরাজের কথা প্রকাশ করিবার আর কেহ নাই। আমার জীবনের সহিত হরিরাজের যে টুকু সম্বন্ধ, তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম শোকাবেগ ও গুদামে চাকরীর চেষ্টা

আমাদের দুরবস্থার কথা লিখিয়াছি। এই দুরবস্থার উপর আমাকে প্রচণ্ড শোকশেলে বিদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতা নিমতলার প্রসিদ্ধ ৺কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকুমার মিত্রের সহিত আমার কনিষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হয়। এক দিন বৈকালে ছাতুবাবুর বাটীর চৌতালের ছাদে বসিয়া আছি, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম যে আমার ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের মাথার উপর দিয়া অল্প দিনের মধ্যে অনেক বিপদ্ আপদ্ গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমাকে কিছু মাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু অল্পবয়স্কা ভগিনীর বৈধব্য সংবাদে আমার হৃদয়ে যেরূপ বিষম আঘাত লাগিয়াছিল, আমি জীবনে তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। আমার হৃদয়ে কেন যে এত দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই শোকের সময় শঙ্করাচার্য্য রচিত হয়। সেই সময় আমার মনের ভাব শঙ্করাচার্য্যের মুখে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছি—

"কেহ যার এ সংসারে নাই,
হেন জনে কোথা আমি পাই?
শিখিব কেমন মন তার!
কার স্নেহে নহে সে জড়িত,
কার তরে নহে সে বিব্রত,
সীমাশূন্য হৃদয় তাহার—
বহিতেছে প্রীতি-পারাবার
আপনার ভাবে চমৎকার—" ইত্যাদি

শঙ্করাচার্য্য নাটক লিখিবার সময় আমাকে শঙ্করাচার্য্যের উপনিষদ্ ভাষ্য ও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য এবং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাগ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল। এই অধ্যয়নের ফলে আমার শোকাবেগ তিরোহিত হইয়াছিল। মানবের ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না, সকলই ভগবানের কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন—ইহাই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে শিশু কন্যাসহ ভগিনী আসিয়া আমাদের গলগ্রহ হইল। আমাদেরই যথেষ্ট অভাব, তাহার উপর বিধবা ভগিনী ও শিশু ভাগিনেয়ীকে

লইয়া জড়িত হইয়া পড়িলাম। একদিন মাতামহ আসিয়াছেন, পিতামহী নিতান্ত দুঃখিত ভাবে তাঁহাতে বলিতেছেন, "বেহাই! নগেনের একটা ব্যবস্থা করুন। নগেন কি এরূপ ভাবে ঘরে বসিয়া থাকিবে? সংসারের অবস্থা ত সমস্তই জানেন" দাদামণি আমায় ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন—"তুমি আগামী কল্য দ্বিপ্রহরের পর আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমি তোমাকে রেলিব্রাদারের আপিসে লইয়া যাইব।' তাঁহার আদেশমত পরদিন তাঁহার সঙ্গে রেলিব্রাদারের আপিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহার এক ভাগিনেয় গুদামের বড়বাবু। তাঁহার কাছে যাইবা মাত্র তিনি যথেষ্ট আদর যত্ন দেখাইলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আমার উন্নতি হয় ও দুপয়সা রোজগার করিতে পারি, এ বিষয়েও কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম। পরদিন নূতন পড়ুয়ার মত কার্য্য শিখিবার আশায় রেলির গুদামে আসিলাম। বড়বাবু একজন কর্ম্মচারীকে কাজ শিখিবার জন্য বলিয়া দিলেন। অপরাহ্ণের পূর্ব্বেই নিজের কাছে ডাকাইয়া বেশ জলযোগ করাইলেন। এইরূপে পাঁচদিন কাটিয়া গেল। ক্রমশঃই গুদামের কাজে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, মূর্খ কর্ম্মচারিগণ কিরূপে দুপয়সা ফাঁকি দিয়া রোজগার করিবে, তাহাতেই ব্যস্ত। আমাকেও কিসে উপরি পাওনা হয়, ঈঙ্গিতে শিখাইতে লাগিল। আমার কিন্তু এসব ভাল লাগিল না। ষষ্ঠ দিবসে গুদামে আসিয়াই মাথা ধরিল,—দুই ঘণ্টা পরেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, কে যেন আমায় বলিতেছে "আর গুদামে যেও না, গুদামে তোমার কিছু হ'বে না।" পরদিন শয্যা হইতে উঠিয়া ঠাকুরমাকে স্বপ্নের কথা জানাইয়া বলিলাম, 'আমি আর গুদামে যাইব না।' ঠাকুরমা অনেক ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু আর আমি গুদামে গেলাম না। স্বপ্ন আমি ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরদিন ঠাকুরমা দাদামণিকে ডাকাইয়া আমার কথা জানাইলেন। তিনি আমাকে গুদামে গিয়া কাজ শিখিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। আমি তাঁহাকে করজোড়ে বলিলাম, আমার প্রকৃতি যে কাজ চায় না, আমি সে কাজ করিতে পারিব না। দেখুন দাদামণি সকলই ভগবদিচ্ছা। যতদিন অদৃষ্টে কষ্টভোগ আছে, কেহ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। নচেৎ আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় উড়িয়া যাইবে কেন? এ কথায় দাদামণি বিরক্তিভাবে বলিয়াছিলেন, "কাজ না শিখিলে রোজগার করিতে না পারিলে পেট চলিবে কিরূপে?" উত্তরে আমি বিনীত ভাবে বলিয়াছিলাম "দাদামণি! আপনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী! আপনার মুখে এরূপ কথা শুনিব আশা করি না। যিনি জীবন

দিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ই আহার জোগাইবেন। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, সেই চিন্তামণিই আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন।" পরমজ্ঞানী একথার আর কি উত্তর দিবেন? তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে গদগদ কণ্ঠে আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সংস্কৃত শিক্ষা

সেই দিন হইতে আমার হৃদয়ে কে যেন এক অনির্দ্দিষ্ট শক্তিসঞ্চার করিয়া দিলেন। আমি কোন্ পথে চলিয়াছি, তাহা বুঝিলাম না। পর দিনই একটী সম্ভ্রান্ত ছাত্র জুটিল, মাসিক ১২৲ টাকা পাইব ঠিক হইল। এই ১২৲ টাকার মধ্যে ৭৲ টাকা ঠাকুরমাকে দিতাম। এ সময় সংস্কৃত শিক্ষা করিবার আমার একান্ত ইচ্ছা। পাণিনি অভ্যাস করিতে না পারিলে সংস্কৃত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনের সুবিধা হইবে না, ইহাই আমার ধারণা। তৎকালে আমার বাল্যবন্ধু রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক গোবিন্দ শাস্ত্রীর নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ শেষ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মাসিক ৫৲ টাকায় এক ঘণ্টা পড়াইবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার নিকট আমি প্রথমে লঘুকৌমুদী ও পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ করি।

শব্দেন্দু-মহাকোষ

এই সময়ে আমার গ্রেট ইডেন প্রেসের সুহৃদ্ সুরেশচন্দ্র বসুর পরামর্শে ইংরাজী ও বাঙ্গলা মহাকোষের আবশ্যকতা অনুভব করি। স্থির হইল তিনি সমস্ত খরচা জোগাইবেন, তাঁহারই প্রেসে ছাপা হইবে, আমি মহাকোষ সঙ্কলন করিব। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে আমাদের সঙ্কলিত মহাকোষ 'শব্দেন্দু মহাকোষ' নামে ফর্ম্মা ফর্ম্মা বাহির হইতে থাকে। একাকী এই মহাকোষ সঙ্কলনকল্পে আমাকে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত। অনেক সময় উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে মেট্‌কাপ হল (অধুনা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) নামক পুস্তাকাগারে কাটাইতে হইত। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আমার কঠিন শিরঃপীড়া জন্মিল। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির থাকিতাম। সর্ব্বদাই মাথায় বরফ দিতে হইত। এ সময় সুরেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় আমার নিকট থাকিয়া অনেক পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে সদাশয়তা আমি জীবনে কখন ভুলিব না। শব্দেন্দু-মহাকোষের প্রথম ২৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ১০০ পৃষ্ঠা একমাত্র আমার হস্তে সঙ্কলিত হয়। শিরঃপীড়ার কারণ কএকদিন ছাপা বন্ধ থাকে। অল্পদিন মধ্যেই এই

মহাকোষের প্রায় দুই হাজার গ্রাহক হইয়াছিল। সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া প্রকাশকের উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার শিরঃপীড়া লক্ষ্য করিয়া তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় উপেন্দ্রবাবু আমার সঙ্কলন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ও রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ নামক দুই জনকে মিলাইয়া দিলেন। উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত ও পরিশ্রমী ছিলেন।

শব্দেন্দু মহাকোষে ৩টী স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ইংরাজী আদ্য বর্ণমালা অনুসারে ইংরাজী শব্দ, তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গলা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ হইতে তাহায় প্রমাণ প্রয়োগ এবং যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গলা ভাষায় বিবরণ এবং তৃতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গলা ভাষার প্রচলিত হইয়াছে, সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ প্রয়োগ এবং পর্য্যায় শব্দ বিস্তৃত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বাবু ও রাজেন্দ্রবাবু প্রথম স্তম্ভের ভার গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। ৯০ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত বেশ চলিল। আমার সহযোগী রাজেন্দ্র বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, হেডমাষ্টারী করিতেন, দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। তিনি কিছু স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে স্ত্রীর কি হইবে এই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল।

একদিন গ্রেটইডেন প্রেসে রাজেন্দ্রবাবু, বিশ্বেশ্বরবাবু, উপেন্দ্রবাবু ও সুরেশবাবু আমরা পাঁচজনে একত্র হইয়াছি। শব্দেন্দুমহাকোষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রাজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিলেন, শরীর অনিত্য কাহার কখন কি হয় কেহ বলিতে পারে না। যদিও মহাকোষ হইতে উপস্থিত আমাদের লাভের আশা নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা একটী মূল্যবান্ সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। সুতরাং একটী পাকাপাকী লেখাপড়া হওয়া কর্ত্তব্য। খরচ খরচা বাদে ভবিষ্যতে আমরা কে কি পাইব তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক।" সকলেই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। উকীলের বাড়ীতে আমাদের অংশনির্দ্দেশে পাকা লেখাপড়া হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দলিল রেজেষ্টরী হইবার পরই রাজেন্দ্রবাবু পীড়িত হইলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহার কার্য্য চালাইয়া লইলেন। ১০০ ফর্ম্মা বাহির না হইতে হইতেই রাজেন্দ্রবাবু প্রিয় পত্নীকে ফেলিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। এখন আমরা মহাবিভ্রাটে পড়িলাম। রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী তখনও নাবালিকা। লেখাপড়া বাঁধা

থাকির ফলে সুরেশবাবু মহাকোষ-প্রকাশে সাহসী হইলেন না। আমার প্রথম উদ্যম ও সাধনার বীজ মুকুলিত হইতে না হইতে শুকাইয়া গেল। শব্দেন্দুমহাকোষে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় ইংরেজী "A" অক্ষরের এবং বাঙ্গালা "অ" অক্ষরের এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিক্ষাগুরু আনন্দকৃষ্ণ বসু

শব্দেন্দু-মহাকোষ প্রকাশের শেষাবস্থায় উপেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে স্যর্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজার-রাজবাটীতে লইয়া গেলেন এবং রাজা বাহাদুরের দৌহিত্র অসাধারণ বিদ্বান্ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। যিনি চল্লিশ বর্ষের চেষ্টায় অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ ও বিতরণ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্তদেবের ভবনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। বিশেষতঃ তাঁহার দৌহিত্র ঋষিকল্প আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন এক অনির্ব্বচনীয় তাড়িতশক্তি সঞ্চালিত হইয়াছিল। দর্শন মাত্রই সেই মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে সাদরে নিকটে বসাইলেন। আমার মনে হইল আমি জ্ঞানমন্দিরে উপস্থিত। চারিদিকে জ্ঞানসম্ভার অমূল্য পুস্তকরাজি, মধ্যে পবিত্র কাষ্ঠাসনে সেই জ্ঞানময় তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মহাপুরুষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্ননিচয় তাঁহার সেই বিশ্রামকক্ষের চারিদিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেই দিব্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাব উদিত হইল। তখনই যেন আমার মনে হইল, আমার ভ্রান্তচিত্ত এতদিন যাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছিল, বিধি আজ বুঝি তাঁহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। বলিতে কি, সেই দিন হইতেই সেই মহাপুরুষকে গুরু বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই তিনি আমাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

উপনয়ন-সমাচার

ফরিদপুর মোণ্ডা

কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটী
তারিখ—১১ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪,
উপনয়ন-গ্রহণকারীর সংখ্যা—৩৮
আচার্য্যদ্বয়—শ্রীযুক্ত মহানন্দ মল্লিক
" নগরবাসী মল্লিক
তন্ত্রধার—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায়বর্ম্মা

উপবীতি কায়স্থগণের নাম

শ্রীবিমলাচরণ দত্ত
শ্রীহরিমোহন দত্ত
শ্রীসুখেন্দ্রলাল দত্ত
শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত
শ্রীমনোমোহন দেব বর্ম্মা
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
শ্রীপ্রিয়নাথ দাস
শ্রীরাখাল চন্দ্র দাস
শ্রীরমেশ চন্দ্র দেব
শ্রীসূর্য্য কুমার দত্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল গুহ
শ্রীবিভূতি ভূষণ গুহ
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়
শ্রীসুধীর চন্দ্র দেব
শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সরকার
শ্রীহারাণ চন্দ্র দত্ত
শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস
শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দাস
শ্রীহরনাথ দত্ত
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত
শ্রীমাথমলাল দাস
শ্রীঅমরচন্দ্র দেব
শ্রীভু ন মোহন দেব
শ্রীনিশিকান্ত দেব
শ্রীরাজকুমার দত্ত
শ্রীসুশীল কুমার দত্ত
শ্রীচিত্তবিনোদ গুহ
শ্রীযোগেশ চন্দ্র সুর
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ রায়
শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র সরকার
শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল দত্ত
শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
শ্রীপ্রাণকুমার দত্ত
শ্রীঅশ্বিনী কুমার ঘোষ

বারশাল—পুনিরহাট

কেন্দ্র—পুনিরহাট আশ্রম
তারিখ—৩০এ আশ্বিন, ১৩৩৪
উপনয়ন-গ্রহণকারীর সংখ্যা—১৫
আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ
তন্ত্রধার— " সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রাহা, রায় এম, বি, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, (দস্তিদার) ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীআশুতোষ নাগ, শ্রীকুমুদবিহারী দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নাগ, শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীমুকুন্দলাল পাল, শ্রীলালবিহারী দত্ত, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বসু।

ফরিদপুর—সিঙ্গারডাহা

কেন্দ্র সিঙ্গারডাহা
তারিখ— ১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪
উপনয়ন-গ্রহণকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী
আচার্য্য " কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য
তন্ত্রধার " সুশীলকুমার বসু বর্ম্মা

ফরিদপুর—টেংরা

কেন্দ্র— শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায় চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের বাটী টেংরা
তারিখ ১৬এ আশ্বিন, ১৩৩৪
উপনয়ন গ্রহণকারীর সংখ্যা—২
আচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশী কান্ত ভট্টাচার্য্য (সিঙ্গার ডাহা)
তন্ত্রধার " গোলোক চন্দ্র বশিষ্ঠ (খুলনা)
সদস্যদ্বয় " অন্নদা চরণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা ও
" কিশোরীমোহন রায় (বেজনীসার)

বরিশাল—সাহসপুর

তারিখ—·ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪,
আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ
উপবীতিগণের নাম :—
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঘোষ
„ প্রভাতচন্দ্র চন্দ্র
„ যতীন্দ্রমোহন রাহা
„ উপেন্দ্রমোহন রাহা

ঢাকা—মূলঘর

কেন্দ্র—শ্রীযুক্ত রাজমোহন কর মহাশয়ের বাটী
উপবীতিগণের নাম।
আচার্য্য—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী
সদস্য—শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ বিদ্যারত্ন

১। শ্রীরাজমোহন কর
২। „ শশধর কর
৩। „ সচ্চিদানন্দ কর
৪। „ অমৃতলাল গুহ
৫। „ অবনীমোহন গুহ

দশের কথা

ঘরে

(১)

নিরাপণে বিবাহ

বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার বর্ম্মা মহাশয় সংবাদ দিয়াছেন যে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী পাংসা রেলষ্টেসনের নিকট পেমটীয়া গ্রাম নিবাসী মালদহের সিভিল সার্জ্জন বঙ্গজকায়স্থ সদাশয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বক্‌সী মহাশয়ের পুত্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র

শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্‌সীর সহিত বহরমপুরের জমীদার সেনবংশীয় ৺যোগেশ চরণ সেন বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীনারাণীর শুভবিবাহ গত ৩রা অগ্রহায়ণ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে বক্‌সী মহাশয় একটী পয়সাও লয়েন নাই এবং দাবীর কোনরূপ প্রস্তাবও করেন নাই।

(২)

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

বিগত ১১ই আশ্বিন বুধবার ফরিদপুর জেলার অধীন বান্ধব দৌলতপুর নিবাসী শ্রীচন্দ্রকুমার দাস বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র দ্বিজাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য স্বজাতিহিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্ম কুলভাস্কর মহাশয়ের উদ্যোগে কলিকাতা ভবানীচরণ দত্ত লেনে এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রায় তিনশত স্বজাতিকে নানাবিধ আহার্য্যদ্রব্যে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। শ্রাদ্ধসভায় কায়স্থজাতির পরম শুভাকাঙ্খী কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় ও সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ বর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিগত ২৭এ আশ্বিন শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত শৈলভুবী গ্রামে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেববর্ম্ম মজুমদার মহাশয় তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গ্রামস্থ স্বজাতি এবং আত্মীয় কটুম্ব ও ব্রাহ্মণ ভোজনের কোন ত্রুটি হয় নাই।

বিগত ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত কালারায় গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেব উকীল মহাশয়ের স্ত্রীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দেববর্ম্ম মহাশয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে এবং সিরুয়াইন নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য (বৈদিক) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য যথারীতি দ্বিজোচিত বিধানে সম্পাদিত হইয়াছে।

কাশীপুর (বরিশাল) হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মুন্সীমহাশয় সংবাদ দিয়াছেন—

(১) কাশীপুর নিবাসী শ্রীরামকানাই ঘোষ বর্ম্মার ৬ই কার্ত্তিক তারিখে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দুইপুত্র শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ বর্ম্মা ও মতিলাল ঘোষ বর্ম্মা ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে ত্রয়োদশ দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাদের কুলগুরু ও পুরোহিত এবং অন্যান্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও স্বজাতিগণ এই কার্য্যে রীতিমত যোগদান করিয়াছেন।

(২) কাশীপুর বিশ্ববাড়ীস্থ শ্রীবিমলাচরণ গুহ বর্ম্মার ৮ই কার্ত্তিক তারিখে মৃত্যু হয়। তাঁহার ৩টী পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সুশীলচন্দ্র ও অনিলচন্দ্র গুহ। এই ৩জনেই অনুপবীতী কিন্তু তাঁহারা সবল মনে ২০এ কার্ত্তিক তারিখে ত্রয়োদশাহে অন্তশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ এবং নানা গ্রামস্থ বহুসংখ্যক কায়স্থ প্রথমে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিয়া পরে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের যুক্তি তর্কে পরাজিত হইয়া অবশেষে সন্তোষের সহিত যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এই শ্রাদ্ধে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়াছিলেন। প্রায় ৩০০-৪০০ লোক আহারাদি করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রায় ৪০ জন ব্রাহ্মণ।

বাহিরে

(১)

ভারতে কায়স্থ-ব্যাপার প্রচার বিশেষতঃ কায়স্থ জাগরণের জন্য বিগত ১৫ই আগষ্ট (১৯২৭) হইতে ডক্টর এম্, সি, সিংহ BA, M, Sc (Agr.) মহাশয় লক্ষ্ণৌ হইতে একখানি ইংরেজী মাসিক সমাচার-পত্র সম্পাদন করিয়া বাহির করিতেছেন। পত্র খানির নাম—"The Kayastha Gazctte (Lucknew)" মাসিকপত্র খানির উত্তম বিশেষ প্রশংসাই। এ পর্য্যন্ত চারিটী সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

উৎসব

(২)

বিগত নাগপঞ্চমীর দিন (মঙ্গলবার ২রা আগষ্ট ১৯২৭) সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় করাচী শ্রীকায়স্থ-সভার নাগবংশী দরবার উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। এই বিরাট্ উৎসবে বাবু গিরধরিলাল বর্ম্মা মহাশয় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

হিন্দীসাহিত্যসেবায় কায়স্থ-মহিলা

(৩)

দিল্লী হইতে "ঊষা" নামক একখানি হিন্দী মাসিক বাহির হয়। পত্রিকাখানি অতি সুন্দর। ছাপাও খুব ভাল। এই কাগজখানি প্রধানতঃ মহিলাদের জন্য লিখিত। ইহার লেখিকাদের মধ্যে সকলেই কায়স্থ। সকলেরই ভাষা সরল ও সুন্দর। বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে আলোচিত। হিন্দী পত্রিকা 'মাধুরী' ও "সরস্বতীর" পাঠক এই পত্রিকা পাঠে আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

কায়স্থ-ছাত্রবৃত্তি

এলাহাবাদ সচীপুর ও বিশ্বানের Kayastha Scholarhip Trust ভাণ্ডারের গত ১৯২৬-২৭ সালে মোট আয় ছিল ৭৯, ৯৭৬৲। এই ভাণ্ডারের আলোচ্য বর্ষের মোট ব্যয় ৭৬, ৪৪৫; তন্মধ্যে ১৫০০ কায়স্থ ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ৩৫০ জন সাধারণ শিক্ষার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৭২ জনকে বৃত্তি ও ২০ জনকে সাহায্য দেওয়া হয়। শিল্পশিক্ষার জন্য ১০৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৪৬ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশের কায়স্থদের এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয় কি?

চিত্রগুপ্ত-মন্দিরে দান

লক্ষ্ণৌ আদালতের এড্ভোকেট বাবু ঈশ্বরী দয়াল সাহেব অযোধ্যায় শ্রীচিত্রগুপ্তজী মন্দিরে ৫০০৲ দান করিয়াছেন এবং মৌজা নতিয়া নগরের সম্পত্তি মন্দির-ভাণ্ডারের নামে অর্পণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী কায়স্থের চিত্রগুপ্ত মন্দিরই নাই, দান তো দূরের কথা।

শ্রাদ্ধ

বিগত ২১এ কার্ত্তিক সোমবার খুলনা জেলার বারাকপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ছত্রধর দেববর্ম্ম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্দ্দশবয়স্ক ননীগোপাল দেববর্ম্মা আত্মকৃত্য কলিকাতা গঙ্গাতীরে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে (ত্রয়োদশাহে) সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পুরোহিত ছিলেন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য (বৈদিক) মহাশয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্ম মহাশয় ইহার যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়াছেন।

মফঃস্বলে কায়স্থ-সভা

গয়েশপুর (পাবনা) কায়স্থ-সভা

বিগত ২৬এ কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীযুত মনোমোহন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে একটা কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। সভাতে গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শাঁখারীপাড়া চৌবাড়িয়া ও মালঞ্চী প্রভৃতি গ্রাম হইতে কায়স্থ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত কেদার নাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র কর বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুত বনমাধব সরকার বি, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

এক ঘণ্টা ব্যাপী একটী হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর হিন্দু সভার প্রচারক শ্রীযুত কেদারনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ-তত্ত্ব এবং হিন্দু-সভার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া উপসংহারে অনুরোধ করেন যে এই গ্রামে একটী কায়স্থ-সভা গঠিত হউক এবং তাহার নিয়মপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করা হউক।

সিরাজগঞ্জ কায়স্থ-সভা

গত ২০এ কার্ত্তিক সিরাজগঞ্জস্থ কায়স্থগণের একটী সভায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" শাখা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত হইয়া অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে স্থায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠনের জন্য গত ১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার পুনরায় একটী সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১। গত অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" শাখা স্বরূপে নিম্নলিখিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভ্য লইয়া সিরাজগঞ্জে একটী স্থায়ী সমিতি গঠিত হইল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি।

শ্রীযুক্ত শশীলাল রায় বি, এল (সভাপতি)
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (সহঃসভাপতি)
" প্রথমনাথ দে বি, এল (সম্পাদক)
" অক্ষয়কুমার চন্দ্র— } (সহঃ সম্পাদক)
" দানেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ }
" প্রমথনাথ বিশ্বাস
" রামচন্দ্র রায় চৌধুরী
" যোগেন্দ্র নারায়ণ দত্ত বি, এল
" যোগেশ দত্ত বর্ম্মচৌধুরী সাহিত্য সরস্বতী
" শতীশচন্দ্র দাস বি, এল
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল
" মাখনলাল দত্ত বি, এল
" মহিমচন্দ্র মজুমদার

প্রিয়নাথ গুহ, জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র বসু, যোজ্ঞেশ্বর ধর,

২। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সভার নিয়ম প্রণয়ন করিয়া সমাজের কল্যাণার্থ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকর উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

৩। এই সভা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" এবং "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" এই উভয় সভারই সহানুভূতির আশা রাখেন। উপরোক্ত সভাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিলে এই সভা কোন বিশেষ পক্ষ সমর্থন করেন না।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } পৌষ ১৩৩৪ { ৯ম সংখ্যা

আমার জীবন-কথা

(৩)

সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম দর্শনের পর সপ্তাহের মধ্যে তিন চারি বার সেই সাধুপুরুষের নিকট উপদেশ লইবার জন্য যাতায়াত করিতাম।

স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রিয় জামাতা অমৃতলাল মিত্র ও প্রিয়তম দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে নানাভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের টোল বিভাগে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত-কলেজের টোলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সে কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতে প্রকাশ আছে। আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ও উপযুক্ত ভাবে সংস্কৃত, পারসী, আরবী, ফরাসী, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি নানাভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার মত ইংরাজী লেখক কমই ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সুপণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অনেক সময় আসিয়া আনন্দকৃষ্ণের সহিত নানাশাস্ত্রের পরামর্শ লইতেন। জামাতা ও দৌহিত্রের মেধায় মুগ্ধ হইয়া রাজা রাধাকান্ত দেব উভয়কে শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্ব দিয়া যান। রাজা ইয়ুরোপ ও আমেরিকার রাজন্যমণ্ডলী ও পণ্ডিত সমাজে "শব্দকল্পদ্রুম" উপহার পাঠাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা বঙ্গাক্ষরে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করেন, একারণ নানা দেশ বিদেশ হইতে নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ করিবার অনুরোধ আসে। অমৃতলাল

মিত্র ও আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় উভয়ে বৈদিক শব্দ সহ নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের আয়োজন করেন। তাঁহাদের সম্পাদকতায় নাগরাক্ষরে এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় উভয়ের পাণ্ডিত্য ও সঙ্কলননৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে মিত্র মহাশয় কালগ্রাসে পতিত হন এবং বসু মহাশয় কঠিন হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের প্রথম আয়োজন মুকুলেই বিলয় হয়। কিছুকাল পরে রাজা নবকৃষ্ণের বংশধর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও রাজবংশের জামাতা কুলীনপ্রবর বরদাকান্ত মিত্র মহাশয় শব্দকল্পদ্রুমের একটী বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করেন, এই ২য় সংস্করণে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় "কায়স্থ" শব্দের পাদটীকায় 'কায়স্থ' জাতির ক্ষত্রিয়ত্বমূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা রাধাকান্তদেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ-কালে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা-কল্পে 'কায়স্থকৌস্তুভ' প্রকাশ ও ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে কুলীনগণের একজাই করিয়া রাজা রাধাকান্তের পিতা রাজা গোপীমোহন গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন, তৎপরে রাজা রাধাকান্ত পিতৃপদে সম্মানিত ছিলেন। কি বৃটীশ গভর্মেণ্ট কি স্থানীয় হিন্দু সমাজ কোন বিষয়ে শাস্ত্রীয় মীমাংসা করিতে হইলে রাজা রাধাকান্তের দ্বারস্থ হইতেন। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রাজা রাধাকান্তের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি সে সময়ের কতিপয় প্রধান অধ্যাপকের ব্যবস্থা লইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা রাজা রাধাকান্তদেবের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার পিতা রাজা গোপীমোহন দেব ১২১২ সালে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ সংগ্রহে যত্নবান্ হইলেও আন্দুলের রাজা রামচাঁদের সময় হইতে শোভাবাজার রাজের সহিত সামাজিক প্রতিযোগিতা থাকায় রাজা রাধাকান্ত রাজা রাজনারায়ণের প্রতিকূল হইয়াছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতগণ—পূর্ব্বেই স্বকপোলকল্পিত আচার-নির্ণয়-তন্ত্রের দোহাই দিয়া শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থের শূদ্রত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, রাজা রাধাকান্ত প্রথমতঃ তাঁহারই সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে প্রয়াগ হইতে আনীত ও পিতৃরক্ষিত—সেই 'কায়স্থ বয়ান' রাজার পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। বয়ান গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার ভ্রম দূর হইয়াছিল। বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি তিনি উপবীত গ্রহণ না করিলেও পৌত্রের বিবাহে প্রথম কুশণ্ডিকা চালাইয়াছিলেন এবং শেষাবস্থায় বৃন্দাবন বাসকালে প্রিয় দৌহিত্র বসু মহাশয়কে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। সেই জন্যই বসু মহাশয় শব্দকল্পদ্রুমের

বঙ্গাক্ষরে ২য় সংস্করণে ক্ষত্রিয়ত্বমূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তবে এই সংস্করণে বসু মহাশয়ের চিরপোষিত আকাঙ্খা তৃপ্ত হয় নাই। নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের বাসনা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল।

বরদাপ্রসাদ বসু ও হরিচরণ বসু উভয় ভ্রাতা বসু মহাশয়ের নিকট শব্দকল্পদ্রুমের স্বত্ব ক্রয় করেন। বসু মহাশয়ের উৎসাহে ও অনুরোধে মহামনা বসুভ্রাতৃদ্বয় নাগরাক্ষরে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের উপদেশে শব্দকল্পদ্রুমের প্রকাশ কার্য্য চলিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সহযোগী রাজেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে আইনের কূটজালে শব্দেন্দু-মহাকোষ বন্ধ হইয়া যায়। বসু মহাশয়ের উপদেশে আমি জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলাম এবং একজন মৌলবীর নিকট ফারসী পড়িতে আরম্ভ করি। এ সময় আমার সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয়। ছাত্র পড়াইয়া যে ১৫৲ টাকা পাইতাম, তন্মধ্যে আমার সংস্কৃতাধ্যাপক রজনীকান্ত বিদ্যারত্নকে ৪৲ টাকা এবং মৌলবী সাহেবকে ৫৲ টাকা দিতাম, ৭৲ টাকা মাত্র পিতামহীর হস্তে যাইত। অল্পদিন পরে এই ছাত্রটীও আমায় ছাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে আমি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম, কি করিয়া পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতন দিব, এই চিন্তায় আমায় অধীর করিয়া ফেলিয়াছিল। আমার মলিন বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়া একদিন বসু মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আমার মুখে সমস্ত শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হন। আমার সৌভাগ্যক্রমে সে দিন বসু মহাশয়ের নিকট শব্দকল্পদ্রুম-প্রকাশক হরিচরণ বসু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বসু মহাশয় অনুরোধ করেন যে শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টের শব্দসংগ্রহের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। হরিচরণ বাবু সাদরে আমায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিনই মাসিক ২৫৲ বেতনে আমি নিযুক্ত হইলাম। স্থির হইল, প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা শব্দকল্পদ্রুম আপিসে গিয়া বেলা ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইবে। আমার উপর ভার হইল শব্দকল্পদ্রুমে যে সকল শব্দ নাই, নানা পুথি পাঠ করিয়া সেই সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে হইবে। শব্দকল্পদ্রুমে বৈদিক, দার্শনিক, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় সংস্কৃত শব্দ সমূহ সম্যক্ নাই, সুতরাং আমাকে ঐরূপ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে হইত।

আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বরাবর শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে যাইতাম এবং বৈকালে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতাম।

হরিচরণ বাবু এ সময়ে আমার প্রতিপালক হইলেও কনিষ্ঠ সহোদরের মত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদারতা আমি এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সমূহ উপদেশ ও হরিচরণ বসু মহাশয়ের আশ্রয় না পাইলে আমার জীবন কোন্ পথে ধাবিত হইত বলিতে পারি না। বলিতে কি শব্দকল্পদ্রুমের কার্য্য গ্রহণ হইতেই আমার যেন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ও জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

রাজবাটীতে সর্ব্বদা গতিবিধি হেতু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের নিকট পরিচিত হই। তখনও রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যম পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর জীবিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই নিকট শুনি, রাজা নবকৃষ্ণের দৌহিত্র (আমার পিতামহীর পিতা) কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অনেক সময় এই রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। যে ঘরটীতে তিনি থাকিতেন, তাহাও একদিন দেখাইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর যে ঘরে বসিতেন, তাহার পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে রাজা রাধাকান্তদেবের সংগৃহীত হস্ত-লিখিত ও মুদ্রিত ফরাসী ও প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ থাকিত, মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইতে বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত। রাজা বাহাদুরের উক্ত বিশ্রাম-কক্ষের পূর্ব্বধারে বৈঠকখানা ও তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে শেষ একটী ক্ষুদ্র কক্ষে রাজা রাধাকান্তদেবের বহু অর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত সংস্কৃত পুথিগুলি সুশোভিত। রাজা রাজেন্দ্র বাহাদুরের অনুমতি লইয়া ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি প্রায় মাসাধিক পরিশ্রম করিয়া উক্ত সংস্কৃত পুথি সমূহের তালিকা করিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিগুলি দেখিবারও সুযোগ হইয়াছিল।

এখানে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুরের সামাজিকতা সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি। আমি তখনও ছাতুবাবুর বাড়ীতে থাকি। এই বাটীর পূর্ব্বদিকে শিবমন্দিরের উত্তরে সাবেক ছাতুবাবুর বাটীর এক অংশ ভাড়া দেওয়া ছিল। এই ভাড়া বাড়ীতে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাতুবাবুর পূজার দালানে ও চাঁদনীতে সভা হইয়াছিল, কলিকাতার গণ্য মান্য প্রায় সকল ব্যক্তিই সভাস্থ হইয়াছিলেন। প্রায় বেলা সাড়ে এগারটায় রাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর উপস্থিত হন। রাজা বাহাদুর জানিতেন আমি এই বাড়ীতে থাকি। তিনি চোপদারকে সঙ্গে দিয়া কএকবার আমায় খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। সভায় পদার্পণ করিয়াই তিনি চোপদারকে পাঠাইয়া আমার সন্ধান লয়েন। আমিও সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার নিকট আসিয়া উপবেশন করি। স্বয়ং আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় রাজা বাহাদুরকে অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে মাল্য চন্দন লইয়া আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি নিজে অগ্রে মাল্য না লইয়া আমার গলদেশে অগ্রে মাল্য দিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, "এ বাড়ীতে অগ্রে মাল্য লইবার আমি অধিকারী নহি।" এ কথায় সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে বলি, যে ভবনে আজ রাজাবাহাদুর উপস্থিত, তাহার গৃহস্বামী অনাথনাথ দেব, তিনি একরাই করিয়া শেষ গোষ্ঠীপতি হইয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মীয়রূপে আমি এখানে উপস্থিত। আমার গলদেশে অগ্রে মাল্য দেওয়ায় সেই গৃহস্বামীরই সম্মানরক্ষা করা হইল। মানীই মানীর মান রক্ষা করিতে জানেন। পূর্ব্বে এইরূপ সামাজিক প্রথা ছিল, আজকাল এরূপ সামাজিকতা বড় দেখা যায় না।

শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে ছাপাখানা ছিল। হরিচরণ বাবু আমার "শঙ্করাচার্য্য" পাঠে আনন্দিত হইয়া ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন, কারণ এ সময় আমার ছাপাইবার ক্ষমতা ছিল না। পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই গ্রন্থ খানির প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক জনের উপদেশ আমি কখনই ভুলিব না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ভীমঘোষের গলিতে গ্রেট ইডেন প্রেসে আমি প্রায় প্রত্যহই যাইতাম। এই প্রেসে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের গ্রন্থ ছাপা হইত। যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে তাঁহার "বিবাহ বিভ্রাট" ছাপা হইতেছে। এক দিন বেলা ঠিক ২টার সময় গ্রেট ইডেন প্রেসে গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর শুইয়া আছি, আমার তন্দ্রা আসিয়াছে সেই সময় অমৃত বাবু প্রুফ দেখিতে আসিয়াছেন। আমার সুহৃদ্ সুরেশবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন? পুস্তক সম্বন্ধে মত কি? অমৃত বাবু বলেন, "পুস্তকের মুখবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে এ লোকটা নাটক লিখিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যদি পুরাতত্ত্বের আলোচনা করে, তাহা হইলে নিজের যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে।

অমৃত বাবুর কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। তাঁহার উপদেশ-বাণী আমার ...স্পর্শ করিল। বলিতে কি সেইদিন হইতে পুরাতত্ত্বের দিকে আমার ঝোঁক পড়িল। আমার উপদেষ্টা আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় একজন পুরাবিদ্ ছিলেন।

তাঁহার উপদেশে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে আমি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করি। তাঁহার নিকট পুস্তকের সন্ধান লইয়া আমি অনেক সময় মেটকাপ হলে (বর্ত্তমান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) গিয়া ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সেখানে বা বাড়ীতে আনিয়া রাত্রি জাগিয়া পাঠ করিতাম। এদিকে শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে বসিয়া বৈদিক ও দার্শনিক সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া অপ্রকাশিত শব্দ সংগ্রহ করিয়া অকারাদি ক্রমে সাজাইতাম। নেপালী বৌদ্ধ সমাজে যেরূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, জৈন সমাজেও সেইরূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংবাদ পাইয়া আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পরামর্শে বঙ্গীয় জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র আজিমগঞ্জ, বালুচর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি দর্শনে যাত্রা করি। স্থির হয় নাগরী শব্দকল্পদ্রুমের গ্রাহক সংগ্রহ এবং পরিশিষ্টের জন্য জৈন পুথি সংগ্রহ করিব।

তৎকালে আজিমগঞ্জে আমার মাতার ছোট মাতুল অমৃতলাল কর মহাশয় মিউনিসিপালিটীর ডাক্তার ছিলেন। তিনি সপরিবারে এখানে বাস করিতেন। তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে মাতামহের সহিত বর্ষাধিক কাল কাটাইয়াছিলাম। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আজিমগঞ্জে আসিলে তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্যে পত্রদ্বারা ডাক্তার দাদাকে জানাইয়াছিলাম। তিনি যেখানে যেখানে পুথির সন্ধান হইতে পারে সকলকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মচারগণকে আমায় সাহায্য করিতে আদেশ করেন। আজিমগঞ্জে ধনপৎসিংহের একটী সুন্দর জিনমন্দির আছে। তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি সটীক ছাপাইয়া মন্দিরের একটী প্রকোষ্ঠে রক্ষা করেন। এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলির মূল অর্দ্ধ মাগধী ভাষায় ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমি সটীক ভগবতীসূত্র, উত্তরাধ্যয়নসূত্র, প্রশ্নব্যাকরণসূত্র, সূত্রকৃতাঙ্গ ও জ্ঞাতাধর্ম্ম কথাসূত্র উপহার পাইয়াছিলাম। সটীক ভাগবতীসূত্র খানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ, তৎকালে সাত শত টাকা মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যদিও এই সকল গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট-কার্য্যে উপযোগী ছিল না, কিন্তু আমার আত্মোন্নতির সহায়ক ভাবিয়া এই সকল গ্রন্থলাভে অতি পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে জৈনশাস্ত্র চর্চ্চায় ও অর্দ্ধমাগধীভাষা শিক্ষায় আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

ধনপৎসিংহের জিনমন্দির ব্যতীত রায় মেঘরাজ বাহাদুর, গোলাপচাঁদ নৌলক্ষা,

সিতাবচাঁদ নাহার ও ছত্রপৎ সিংহের সংগৃহীত জৈনশাস্ত্রের পুথি দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। এ ছাড়া জিয়াগঞ্জের মহান্তের আখড়ায় এবং স্থানীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আবাসেও বিস্তর হিন্দুশাস্ত্রের পুথি দর্শন করিয়া তালিকা লইয়াছিলাম।

একদিন মহান্তের আখড়া হইতে ফিরিতেছি পথে এক ডাকপিয়নের সহিত দেখা, তাহার নামটি স্মরণ নাই, কথায় কথায় তাহার নিকট শুনিলাম তাহাদের ঘরে অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি ছিল, কীটদষ্টের কারণ ও জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য পাটা খুলিয়া লইয়া অনেক পুথি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এখনও কএক খানি তাহাদের ঘরে আছে। তাহার সহিত বরাবর তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পিয়ন নামাবলি দিয়া জড়ান ২টা পুথির তাড়া বাহির করিল। আমি দেখিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা আগত। অনেকটা পথ আসিতে হইবে, অথচ পুথি দেখার লোভ ছাড়িতে পারিতেছি না। পিয়ন একজন পরম বৈষ্ণব, মনটা বেশ সাদা, আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিল, ‘চলুন, পুথিগুলি আপনার বাসায় পৌছিয়া দিয়া আসি, আঁধার রাতে আপনার পথে কষ্ট হইবে।’ এই বলিয়া সে তাড়া দুটী বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া আমার সঙ্গে আসিয়া বাসায় পৌঁছিয়া দিল। আমি তাহার সদাশয়তায় মুগ্ধ হইলাম। আমি তাহাকে বলিলাম “ভাই, আমি তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি তোমার অপরিচিত, অথচ তুমি পরমাত্মীয় বন্ধুর ন্যায় কাজ করিলে! তুমি কি পুথিগুলি আমায় বিক্রয় করিবে? না, আবার ফেরত লইয়া যাইবে?” পিয়ন উত্তর করিল, “না বাবু, আমি আর ফেরত লইয়া যাইব না। এ কয়দিন আপনাকে আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আপনি পুথির জন্য পাগল, আপনার মত এই অল্প বয়সে পুথির অনুসন্ধান করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। পুথির নাম শুনিলে আজকাল ভাল লোকেও মুখ ফিরাইয়া চলে। আমি অনেক পুথি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছি। এগুলি আপনাকে দিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছি।”

আমিও বলিলাম, ‘তুমি যথার্থই বলিয়াছ, তবে ভাই, আমি পুথির পাগল নহি, আমি পুথির কাঙ্গাল, তুমি এই কাঙ্গালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে যেরূপ উদারতা দেখাইলে তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিব না।” রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় পিয়ন বিদায় হইল। আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিল না, পিয়নের চরিত্র চিন্তা করিতে লাগিলাম। সামান্য পিয়নের কার্য্য করিলেও তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব তাহার বৈষ্ণবীয় দৈন্য, তাহার সরলতা স্মরণীয়। এরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তি আজ কাল অতি বিরল। পিয়নের কথায়

বুঝিলাম যে কেবল রাষ্ট্রবিপ্লব, গৃহদাহ বা স্থান পরিবর্ত্তন বলিয়া নহে, কত শত বাঙ্গালার পুথি এইরূপ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে! প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। তৎপর দিন সংগৃহীত পুথি ও জৈন শাস্ত্রগুলি ডাক্তার দাদার বাসায় রাখিয়া ষ্টিমারে বহরমপুরে চলিলাম। হরিচরণ বসু মহাশয়ের ভগিনীপতি নিতাইবল্লভ সেন কার্য্যোপলক্ষে বহরমপুর গোরাবাজারে বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ গৌরবল্লভ সেন এখানকার একজন বড় উকীল ছিলেন। আমি এখানে আসিয়া তাঁহাদের বাসায় উঠিলাম। সে দিন শনিবার নিতাই বাবুর আফিস হইতে আসিয়া বৈকালে রেসমবিভাগের বড়কর্ত্তা কথিতনামা নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমায় লইয়া গেলেন। তিনি মুখার্জী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার নিকট রেশম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাইলাম। কীট হইতে আরম্ভ করিয়া কত প্রকার গুটী ও তাহা হইতে কত প্রকার সুতা বাহির হয়, তাহা দেখাইলেন। রেশম সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আর কেহ ছিল না। তিনি ইয়ূরোপ ঘুরিয়া রেশমতত্ত্ব শিখিয়া বিবি-বিবাহ করিয়া এদেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি রেশম সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতেছেন. গভর্মেণ্টের ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টের জন্য আমি বৈদিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছি কথা প্রসঙ্গে অবগত হইয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন—"বেদে রেশম সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আছে কিনা? আমি উত্তর করিলাম, "ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে বেদ পাইলে দেখিয়া বলিতে পারি" মুখার্জী সাহেব বলিলেন, "এখানে ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে শুনিয়াছি চারি খান বেদই আছে। আপনাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইতে পারি।"

আমারও বহুদিন হইতে ডাক্তার রামদাস সেনের বিখ্যাত পুস্তকালয় দেখিবার বাসনা। মুখার্জী সাহেবকে বলিলাম, আপনি যদি কৃপা করিয়া আমায় লইয়া যান তাহা হইলে আমার বহু দিনের আশা পূর্ণ হইতে পারে।" মুখার্জী সাহেব জানাইলেন "আমি কালই সংবাদ লইব এবং আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" নিতাই বাবুর সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম—কাসিমবাজারের রাজবাটীতে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হইবে। যাহারা গোপাল উড়ের সহিত অভিনয় করিত, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তাহারাই অভিনয় করিবে। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আমরা কখনও দেখি নাই,—তবে এই যাত্রার দলের অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচয় বহু গুণী লোকের নিকট শুনিয়াছিলাম। নিতাই বাবু আমায় সঙ্গে লইয়া যাত্রা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। আমিও এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া আমরা কাশিমবাজার-রাজবাটীতে আসিলাম। সেখানে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর নাম শুনিয়া বহু দূর হইতে বহুলোক আসিয়াছে — রাজবাটীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, অতিকষ্টে রাজকর্ম্মচারিগণের যত্নে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইলাম। গোপাল উড়ের শিষ্যগণ বাস্তবিক সঙ্গীতকলায় সর্ব্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অত্যাধিক জনতায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যাত্রা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে উঠিয়া পড়িতে হইল। আমরা যে গাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতেই প্রায় রাত্রি ৯টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন গৌরবল্লভ বাবু আমাকে বহরমপুরের সর্ব্বপ্রধান উকীল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে নাগরী শব্দকল্পদ্রুম দেখাইয়া গ্রাহক হইবার জন্য। অনুরোধ করিলাম। তিনি শব্দকল্পদ্রুমের এই সংস্করণ দেখিয়া বিশেষ উৎসাহ দেখাইলেন এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুস্তকাগারের জন্য একসেট শব্দকল্পদ্রুমের গ্রাহক হইলেন। পুথি সংগ্রহেও তিনি উপযুক্ত সাহায্য করিবেন আশা দিয়াছিলেন।

আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মুখার্জী সাহেবের পত্র পাইলাম। তিনি ৪টার সময় আমাকে ডাক্তার রামদাস সেনের গ্রন্থাগার দর্শনে লইয়া যাইবেন সংবাদ দিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। উভয়ে রামদাস সেনের ভবনে উপস্থিত হইলাম। সেন মহাশয় তৎকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মূল্যবান্ পুস্তকালয় দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তিনি অর্থব্যয় করিয়া যে জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, উপযুক্ত যত্নাভাবে তাহা বিশৃঙ্খলা অবস্থায় দেখিলাম। তাঁহার পুস্তকালয় হইতে মোক্ষমূলর সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা বাহির করিলাম, প্রায় একঘণ্টা ঘাঁটিয়া রেশমীয় বস্ত্রের সন্ধান হইল। কিন্তু তাহা রেশম কি পশম তাহা লইয়া সন্দেহ থাকিল।

এখানে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টের জন্য পুথি সংগ্রহ করিতেছি, এ কথাও প্রকাশ করি। তথায় কএকজন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন যে শব্দকল্পদ্রুম পণ্ডিত সমাজের আদরণীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই মহাগ্রন্থের উপযোগিতা দেখি না। সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে বিশ্বকোষ অতি প্রয়োজনীয় আদরের সামগ্রী হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই মহা-

গ্রন্থ এক ভাগ হইয়া বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা বলিবার নহে। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে এক জন বড় লোক ও শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশকের পরমাত্মীয় মনে করিয়াছিলেন। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যদি আপনারা কোন প্রকারে বিশ্বকোষ প্রকাশের আয়োজন করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত দেশহিতকর মহাকার্য্য করা হইবে। উত্তরে বলিয়াছিলাম—বিশ্বকোষ প্রকাশ সহজ ব্যাপার নহে! বহু আয়াস, বহু লোকের আনুকূল্য ও বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের কি সাধ্যায়ত্ত হইবে? যে কার্য্যে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, সেই শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট প্রকাশই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যার সময় গোরাবাজারের বাসায় ফিরিলাম। জলযোগের পর পুথি সংগ্রহ ও শব্দকল্পদ্রুম প্রচার কল্পে মুর্শিদাবাদ জেলায় কোথায় কি করিতে হইবে, গৌরবাবু ও নিতাই বাবুর সহিত তাহার পরামর্শ হইল।

আহারান্তে শয়ন করিলাম, অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। সেই নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব্বে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম—যেন সেই গৃহ উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে হইতে বামাকণ্ঠে আমাকে সস্নেহ সম্বোধন করিয়া কে যেন আমায় বলিতেছেন, "যাও, কলিকাতায় চলিয়া যাও, বিশ্বকোষের ভার গ্রহণ কর!" এ ডাকে আমি কোন সাড়া দিলাম না। মনে করিলাম—

"অচেতনে চেতন, ঘুমন্তে জাগা।
সকলই স্বপ্নের কাণ্ড গোড়া নাই আগ॥"

মা জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া পার্শ্ব ফিরিয়া শুইলাম—ঘড়িতে ৩টা বাজিল শুনিলাম। আবার ঘুমিয়া পড়িলাম। ঠিক কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি বলিতে পারি না; আবার সেইরূপ জ্যোতিঃ—আবার সেইরূপ সস্নেহ মাতৃবাণী—"যাও, বিশ্বকোষের ভার গ্রহণ কর।" স্বপ্ন দেখিয়া মন চঞ্চল হইল, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া বসিলাম। তখনও রাত্রি আছে—নীরব নিস্তব্ধ সেই ঘরে আমি একাকী! কেন আমি এরূপ স্বপ্ন দেখিলাম বুঝিতে পারিলাম না। দুর্গতিনাশিনী দুর্গানাম স্মরণ করিয়া আবার শয়ন করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আবার সেই স্বপ্ন—এবার যেন দেখিলাম জগজ্জননী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে ঘর আলো করিয়া আমায় বলিতেছেন—'আমার কথা শোন, বিশ্বকোষ বাহির করগে।' আমি তাঁহার কথায় শিহরিয়া উঠিলাম—কাঁপিতে কাঁপিতে যেন বলিলাম, 'মা, আমি যে অতি মূঢ়মতি আমি যে অতি গরিব, আমার কি সাধ্য বিশ্বকোষ প্রকাশ

করি।" অভয়-বাণী শুনিলাম "কোন চিন্তা নাই, আমি তোর সহায়।" বলিতে বলিতে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কোথায় মিশিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বুঝিলাম ভোর হইয়াছে। প্রভাতের স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয়, এই বিশ্বাসে উঠিয়া বসিলাম, যেন কি এক দৈবশক্তিতে আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আর এখানে ক্ষণকাল থাকিতে মন চাহিল না। উঠিয়া চাকরকে ডাকিয়া গৃহস্বামীকে সংবাদ দিতে বলিলাম। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ষ্টিমার ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গৌরবাবু ও নিতাই বাবু উভয়ে বাহিরে আসিলেন—আমার বিদায় যাত্রার সাজ দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইলেন। গৌরবাবু কহিলেন, "একি, হঠাৎ চলিয়া যাইবার কারণ কি? আমাদের কি ক্রটি পাইয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"আপনাদের আদর যত্ন আমি কখন ভুলিব না। কোন একটী বিশেষ কারণে আজই আমাকে কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে।" অকস্মাৎ স্থান ত্যাগের কারণ জানিবার জন্য তাঁহারা উভয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু আমি কোন কথা বলিলাম না। মনে মনে স্থির করিলাম এ স্বপ্ন কাহাকেও প্রকাশ করিতে নাই। শুনিলে কি বলিবে? তবে যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়,—বিশ্বকোষ পাই; বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইলে একথা প্রকাশ করিব। মা জগদম্বার সেই অভয়বাণী সফলা হইয়াছে—২৭ বর্ষ সাধনার পর মার ব্রত উদ্যাপন করিয়াছি। বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইলে ২২শ ভাগের মুখবন্ধে এই স্বপ্নের বাণী জানাইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তির দুর্দ্দশা

৺গোবিন্দদেবের মন্দির দেখিয়া অপরাহ্ণ ২।০ টার সময় ঈশ্বরীপুর অভিমুখে চলিলাম। কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা রোড ধরিয়া অপরাহ্ণ ৩॥০ টার সময় ঈশ্বরীপুর পঁহুছিলাম। ইহাই এক্ষণে প্রাচীন যশোহর নগর বলিয়া বিদিত। ৪ টার সময়

৺যশোরেশ্বরীর বাটীর দ্বারের সম্মুখে গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। ৺যশোরেশ্বরী মাতার অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ঠাকুর বাটীর পশ্চিম দিকের দ্বারের উত্তর দিকের একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আশ্রয় পাইলাম ৺যশোরেশ্বরীর বাটী ঈশ্বরীপুর গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা চতুষ্কোণ, প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুবৃহৎ। ইহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। বর্ত্তমানে উত্তর দিকের দ্বারটিই প্রধান প্রবেশদ্বার। সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ দিকের দ্বারটি ও তাহার বহু পরে পশ্চিম দিকের দ্বারটি প্রধান প্রবেশদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। বাটীর মধ্যস্থলে পাকা চাঁদনী বা নাটমন্দির আছে। উহার পূর্ব্ব দিকে এক কোঠা ঘরের মধ্যস্থলে বেদীর উপরে ৺যশোরেশ্বরী কালী পশ্চিমাস্যা হইয়া আছেন। দেবীর কৃষ্ণ-বর্ণ বদনমণ্ডল মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বিশাল ও ভীষণ-দর্শন। দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া কেহ মহিষ, কেহ পাঁঠা বলি দিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর অদূরে দক্ষিণ দিকে ৺চন্দ্রভৈরব নামক একটি বৃহৎ কষ্টিপাথরের বাণলিঙ্গ শিব আছেন। ইনিই ৺যশোরেশ্বরীর ভৈরব। এই স্থানের ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে প্রতাপাদিত্য এই লিঙ্গাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। গৃহ মধ্যে ৺যশোরেশ্বরীর বামদিকে কৃষ্ণপ্রস্তরে ৺গঙ্গা দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহা অতি সুশ্রী মূর্ত্তি। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটিকে অজ্ঞতাবশতঃ অন্নপূর্ণা বিমলাদেবী জ্ঞানে পূজা করা হইত। ৺যশোরেশ্বরী দেবীর নিকটে একটি খাটের উপরে ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামক শালগ্রাম শিলা আছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে উহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের। ৺যশোরেশ্বরীর বর্ত্তমান গৃহের সন্নিকটে দেবীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের গাঁথনি আজিও পথিককে দেখাইয়া দেওয়া হয়। এই ঠাকুর বাটীর অদূরে পশ্চিমদিকে একটী বৃহৎ পুকুর আছে, উহা দীঘিকা না হইলেও উহার নাম "মণিকর্ণিকা দীঘি", ঠাকুর বাটীর পূর্ব্বদিকে ত্রিকোণ ক্ষুদ্র "খর্পর পুকুর" আছে। উহা প্রতাপাদিত্যের সময়ের। পূর্ব্বে উহাতে বলিদানের রুধিরস্রোত আসিয়া পড়িত। ঠাকুর বাটীর উত্তর দিকে ৺চন্দ্রভৈরবের পরিত্যক্ত ও অর্দ্ধভগ্ন ত্রিকোণ গৃহ আছে।

৺যশোরেশ্বরীর বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে হামামখানার অর্দ্ধভগ্ন বাটী আছে। কেহ কেহ ইহাকে হাফিজখানা বা কারাগার কহে। ইহার সম্মুখদেশ পশ্চিমদিকে। ইহার ছাদ কয়েকটি গুম্বজ দ্বারা গঠিত। গৃহটির সম্মুখ ভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহমধ্যে দুই সারি স্তম্ভ আছে, তদুপরি গুম্বজগুলি

অবস্থিত। ইহার দেওয়ালের মধ্যে তিনটি চৌবাচ্চা আছে। বর্ত্তমানে এই গৃহে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান অধিবাসীদিগের গরু থাকে। পূর্ত্তবিভাগ প্রতাপাদিত্যের সময়ের এই প্রচীন কীর্ত্তিটিকে সংরক্ষিত (protected) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান অধিস্বামী টাকীর মুন্সী রায়চৌধুরী মহাশয়গণ স্বত্ব ত্যাগ না করায় গভর্ণমেণ্ট ইহার সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না।

হামামখানার পশ্চিমদিকে অদূরে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত টেঙ্গা নামক সুবৃহৎ মসজিদ আছে। পূর্ব্বদিকে ইহার সম্মুখভাগ। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। ৫টি সুবৃহৎ গুম্বজ এই মসজিদের উপরিভাগে শোভা পাইত, সর্ব্ব দক্ষিণদিকের গুম্বজটি আজ কয়বৎসর হইল বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেঝে হইতে ইহার গুম্বজের উচ্চতা ৩৬ ফিট। পূর্ত্তবিভাগ ইহাকে সংরক্ষিত কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী জমিদার টাকীর মুন্সী রায় চৌধুরীগণ ইহার স্বত্বত্যাগ করিয়া লেখা পড়া করিয়া না দেওয়ায় ইহার সংস্কার হইতেছে না এইরূপ লোকমুখে শুনিয়া আসিয়াছি। মসজিদটির বহির্ভাগে কতকগুলি প্রাচীন কবরের ভগ্নাবশেষ আছে। কেহ কেহ ইহাদিগকে "বার-ওমরাহের গোর" কহে।

টেঙ্গা মসজিদের প্রায় ৫০০ হাত দূরে পশ্চিমদিকে রাস্তার দক্ষিণ-পার্শ্বে প্রাচীন রূপরায়ের দীঘি আছে। উহাতে ১০।১২ হাত গভীর জল আছে। ইহার অদূরে উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রতাপাদিত্যের প্রাচীন যশোহর দুর্গের উচ্চ প্রাকার-বেষ্ঠিত সমতল নিম্নভূমি আছে। উহা দেখিতে উচ্চ পাড়-বেষ্টিত দীঘির ন্যায় বলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণ ইহার "চাঁদরায়ের দীঘি" বলিয়া নামকরণ করিয়াছে। এই দুর্গের মধ্যস্থ সমতল ভূমির পরিমাণ ১০ বিঘা উহাতে এক্ষণে ধান্যের চাষ হইতেছে। চতুর্দ্দিকের উচ্চ প্রকারে লোকের বসতি হইয়াছে। পশ্চিম দিকের প্রাকারের উপরে টাকীর জমিদার মুন্সী রায় চৌধুরীদিগের কাছারী ঘর আছে। একটি ছোট খাল দুর্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দুর্গের পশ্চিম দিকৃস্থ কামারখালি বা শরৎ খানার খালে যে স্থানে মিশিয়াছে ঐ মিলন স্থান হইতে "শরৎ খানার দহ" নামক একটি খাল উত্তরদিকে বহিয়া যমুনায় মিশিয়াছে। উহাতে ২।৩ হাতগভীর জল আছে। প্রবাদ আছে যে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁর নিকট প্রতাপাদিত্য আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি তাঁহাকে সযত্নে ঢাকায় সুবাদারের নিকটে প্রেরণ করেন। ইসলাম খাঁ

প্রতাপকে ঢাকায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। এদিকে প্রতাপের রাজধানী যশোহরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে পশু-প্রকৃতি মোগল সৈন্যগণ গৃহস্থদিগের উপর যে সকল অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য কুশলীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। যখন এই দুইটি ভীষণ সর্ব্বনাশের সংবাদ যশোহরের রাজ-অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল তখন প্রতাপের প্রধানা মহিষী শরৎসুন্দরী সতীত্ব ও মানরক্ষার জন্য প্রতাপের অন্যান্য মহিষী ও শিশুপুত্রগণ সহ একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া নিভৃতে উক্ত খাল দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহাদিগের তরণী এই শরৎখানার দহ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে উহার তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহারা সকলে সলিল-সমাধি লাভ করিলেন। প্রতাপের প্রধানা মহিষীর নামানুসারে এই স্থানকে লোকে আজিও "শরৎখানার দহ" কহে। এই স্থানে আজিও ভাবপ্রবণ বাঙ্গালা জাতি কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার অবকাশ পায় নাই।

"শরৎখানার দহের" নিকট হইতে একটি অত্যুচ্চ মৃন্ময় প্রাকার পূর্ব্বদিকে গিয়া ইচ্ছামতীর দক্ষিণতীরে শেষ হইয়াছে। লোকে ইহাকে প্রতাপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উত্তরের গড় কহে। এই প্রকারের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানটিকে "প্রধান বুরুজপোতা" কহে। যশোহর নগরীর এইদিক্ সুরক্ষিত করিবার জন্য এই গড়টির উপরে ও পূর্ব্বোক্ত দুর্গের পশ্চিমদিকের প্রাকারের উপরে কামান-শ্রেণী সজ্জিত থাকিত, আজিও স্থানে স্থানে কামান দাঁড়াইবার জন্য ইষ্টকের গাঁথনি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৺যশোরেশ্বরীর বাটীর একটি প্রকোষ্ঠে সাধারণের দৃষ্টির জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রধান বুরুজপোতা হইতে নামিয়া মাঠের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর গেলে মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রতাপ দিত্যের "রাজবাটীর ভিটা" আছে। এই স্থানে প্রতাপের বারদুয়ারী বা দেওয়ানী আমের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাংশ, পুষ্করিণী ও রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ইষ্টকখণ্ড সকল আছে। এই স্থানে নিম্নশ্রেণী লোকের বসতি থাকায় প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ক্রমেই লোপ পাইতেছে। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি খালের ধারে স্থানে স্থানে ইষ্টকের গাঁথনি আছে। এই স্থানে কামান থাকিত ও প্রতাপের সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ হইত।

১৩ই এপ্রেল প্রাতে আমরা প্রাচীন যশোহর বা ঈশ্বরীপুরের নিকট বিদায়

লইয়া গোযানারোহণে কালীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন ৺যশোরেশ্বরীর বাটীর সম্মুখে চড়কের মেলা বসিতেছে,—ডাব নারিকেল ও বিলাতি কুমড়া গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিতে আরম্ভ করিতেছে।

ঈশ্বরীপুর হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া প্রায় ২॥০ ক্রোশ পথ গেলে পথিপার্শ্বের এক স্থানে পথের দুই দিকে প্রতাপাদিত্যের পর্ত্তুগিজ নৌ-সেনাপতি-দিগের আবাসগৃহ ও হামামখানা বা স্নানাগার প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ আছে। উক্ত হামাম দেখিতে ঈশ্বরীপুরের হামামের ন্যায়। এই স্থানকে দুধলে ডক কহে। প্রতাপের পোতাশ্রয় একটি বন্দর এই স্থানে ছিল। প্রতাপের পর্ত্তুগীজ নৌ-সেনাপতি দুধলের (Dudley) নামানুসারে ইহার নাম করণ হইয়াছে। এই স্থানের পার্শ্বে যমুনার শুষ্কপ্রায় খাত আছে। এই স্থানে পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারিদিগের বহু গৃহ ছিল সেগুলি অতি অল্পকাল পূর্ব্ব হইতে কনট্রাক্টরগণ রাস্তা প্রভৃতি মেরামতের জন্য ভাঙ্গিয়া লইতেছে। এ গুলির চূণ সুরকীর গাঁথান আজিও বজ্রের ন্যায় কঠিন আছে। যাঁহারা এরূপ হীনভাবে বাঙ্গালী জাতির গৌরব এই প্রাচীনকীর্ত্তি গুলি অর্থলোভে ভাঙ্গিয়া লইতেছেন ও যাঁহারা এ গুলির অধিস্বামী হইয়া ভাঙ্গিয়া লইতে দিতেছেন তাঁহাদিগকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার কি কেহই এ দেশে নাই?—কোনও উপায় কি নাই?

এই ভগ্ন গৃহগুলির অদূরে উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যে প্রতাপ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ মসজিদ আছে। এই স্থান ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দক্ষিণদিকে পরমানন্দ কাঠি নামক একটি বনজঙ্গল পূর্ণ ছোট গ্রাম আছে। এই স্থানে ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ এক সময় যে গৃহে অবস্থান করিতেন তাহার ও দোলমঞ্চের ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোক্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বড় রাস্তা ধরিয়া আর কিছুদূর গেলে যমুনার তীরে এক স্থানে অনেকগুলি গুঁদি বা ডক আছে। গুঁদিগুলি দেখিতে পুষ্করিণীর ন্যায়। এই স্থানে প্রতাপের পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ সকল নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত।

পূর্ব্বোক্ত পরমানন্দ কাটী গ্রামের ভিতরের শাখা পথ ধরিয়া কালীগঞ্জের দিকে যাইতে এক স্থানে পথের দুই পার্শ্বে গৌড়ের অনুকরণে নির্ম্মিত উচ্চ ও অতি দীর্ঘ মৃন্ময় প্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও প্রতাপাদিত্যের সময় যশোহর রাজ্য রক্ষার্থ নির্ম্মিত। ইহার নাম মহৎপুরের গড়। সেই দিন অপরাহ্নে কালী-গঞ্জের সরকারি ডাক্তার খানার বাবুর বাসায় স্নানাহার শেষ করিয়া সন্ধ্যার

মুখে লৌকারোহণে হাসনাবাদ অভিমুখে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

বাঙ্গালীর গৌরব এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বাঙ্গালী মাত্রেরই দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য। দলে দলে বঙ্গবাসিগণ ঐ সকল কীর্ত্তি দেখিয়া আসুন ও কিরূপে সেগুলি সংরক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। আর কিছু না হউক অন্ততঃ সেগুলি গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের হস্তে তুলিয়া দিলেও অনেক উপকার হইবে। যাঁহারা ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে চান তাঁহারা ৺যশোরেশ্বরীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে (পোঃ ঈশ্বরীপুর, জেলা খুলনা), রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়কে (গ্রাম কাটুনিয়া, পোঃ নূরনগর, জেলা খুলনা) অথবা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র রায় মহাশয়কে (গ্রাম গড়মুকুন্দপুর, পোঃ মথুরেশপুর, জেলা খুলনা) পত্র লিখিয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন।

শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফী

অখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসভার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

(ডাল্টনগঞ্জ, মিথিলা)

গত ৩০এ ও ৩১এ ডিসেম্বর (১৪।১৫ পৌষ) প্রাচীন মিথিলার—বর্ত্তমানে ছোটনাগপুরের—অন্তর্গত পর্ব্বতরাজিবেষ্টিত, শোননদের শাখা এক প্রশস্ত পার্ব্বত্য নদীর তটস্থিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত ডাল্টন্গঞ্জ নগরে অখিল ভারত কায়স্থ-মহাসভার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গত কলিকাতা অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে বিহার প্রদেশে, সম্ভবতঃ পাটনায়, বড়দিনের বন্ধে এই অধিবেশন হইবে। গয়ার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর প্রসাদ খালিশ ও মহতা দেবনারায়ণ প্রসাদ সিংহ প্রমুখ কর্ম্মিগণ পরে ডাল্টন্গঞ্জে অধিবেশন করার প্রস্তাব করেন এবং স্থানীয় ও বিহারের বিভিন্ন জেলার

বিশিষ্ট কায়স্থগণকে লইয়া একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেন। বড়দিনের বন্ধে সভা আহ্বান করিলে রাজনীতিক মহাসভা কংগ্রেসের সহিত একসময়ে পড়ার জন্য অনেকের উপস্থিতির ব্যাঘাত হয় বলিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গত পূজাবকাশ মধ্যে ২৪এ ২৫এ অক্টোবর (৭।৮ কার্ত্তিক) সভ্যগণকে আহ্বান করেন এবং সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন করেন। সুনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দেশ-প্রেমিক কায়স্থকুলগৌরব আচার্য্য স্যর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়কে তাঁহারা সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন, এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও সভাপতি পদগ্রহণ করিতে সম্মত হন। তখন কায়স্থ মহাসভার কার্য্যকরী সমিতি (লক্ষ্মৌ-প্রবস্থিত কায়স্থসদরসভাহিন্দ) অভ্যর্থনাসমিতিকে জ্ঞাপন করেন যে, পূর্ব্ববর্ষের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী বড়দিনের বন্ধে সভা আহ্বান না করিয়া অন্য কোন সময়ে আহ্বান করিলে, তাঁহারা বড়দিনের বন্ধে পুনরায় মহাসভা আহ্বান করিবেন এবং ঐ নিয়মবিরুদ্ধ সভার নির্দ্ধারণ ও কার্য্য বাতিল করিয়া দিবেন। গয়ার কায়স্থ-কর্ম্মিগণের সহিত লক্ষ্মৌ সদরসভাহিন্দের এই দুই বৎসর যাবৎ অসদ্ভাব চলিতেছে, তাহারই ফলে এই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক, পরে অভ্যর্থনা-সমিতি দেশনায়ক শ্রীযুক্ত লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ-প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপদেশে বড়দিনের বন্ধেই অধিবেশন করা স্থির করিয়া আচার্য্য রায় মহোদয়ের সম্মতি লইয়া তদ্রূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন।

জৌনপুর অধিবেশনে যেমন লোক সমাগম হইয়াছিল, ড্যাল্টন্গঞ্জে সেরূপ হয় নাই। পটমণ্ডপে স্বাগত সমিতি, প্রতিনিধি, দর্শক ও স্বেচ্ছাসেবক সমুদয় লইয়া ৬।৭ শত কায়স্থ, ব্রাহ্মণাদি জাতীয় প্রায় ১০০ শত, দর্শক এবং মহিলাদের জন্য নির্ম্মিত মণ্ডপে ন্যূনাধিক ১০০ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত (অভ্যর্থনা) সমিতির অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন—মজঃফরপুরের বাঘী ষ্টেটের যুবক-জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সহায় বি, এ। প্রথমে সূর্য্যপুরাধিপতি রাজা রাধিকা-রমণ প্রসাদ সিংহ মহাশয়কে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়, অবকাশাভাব প্রযুক্ত তিনি অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলে দেশপ্রেমিক লালা রাজেন্দ্র প্রসাদ উক্তপদে বৃত হন; কিন্তু তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান আবশ্যক বলিয়া অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে বলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সহায় নির্ব্বাচিত হন। তিনি তরুণ যুবক হইলেও তাঁহার যোগ্যতা এবং কর্ত্তৃত্ব শক্তি, বিষয়বোধ এবং হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতা দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কালে দেশপ্রসিদ্ধ লোক হইবেন

ইহা আমরা আশা করিতে পারি। উপাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছিলেন—পাটনার জষ্টিস শ্রীযুক্ত কুলবন্ত সহায়, ড্যালটনগঞ্জের উকিল রায় শিশিরকুমার ঘোষ বাহাদুর, পাটনার উকিল বলদেব সহায় এম্, এ, বি, এল্, এম্. এল্ সি, ঠাকুর জগদীশ্বর দয়াল সিংহ, জমিদার (নৃসিংহপুর, পালামৌ), রায় বাহাদুর লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহ, জমিদার (মুঙ্গের), রায়সাহেব রাধাকৃষ্ণ, জমিদার (গয়া), মুন্সী নবরঙ্গ লাল (ড্যাল্‌টনগঞ্জ) প্রমুখ ২৪ জন। বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন—ঠাকুর ভোলানাথ সিংহ (উকিল) শ্রীযুক্ত দয়াবন্ত সহায় বর্ম্মা, মহন্ত দেবনারায়ণ প্রসাদ সিংহ, জগেশ্বরপ্রসাদ খালিশ, ঠাকুর কমলেশ্বরী প্রসাদ সিংহ প্রভৃতি ৮ জন। ড্যাল্‌টনগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বাহাদুর এবং উকিল শ্রীযুক্ত নলিনীবিহারী দত্ত এম্ এ. বি, এল্ প্রমুখ কতিপয় প্রবাসী বাঙ্গালীকায়স্থও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (চাঁদশী, বরিশাল), শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা দেবী (বার্থি, বরিশাল) এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা খুলনা কায়স্থসম্মিলনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন— শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা বি-এল। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি-এল্, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম, এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভদ্র বর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহিলা প্রতিনিধিদ্বয় সহ ২৯এ তারিখ মধ্যাহ্নে ড্যাল্‌টন্ গঞ্জে পৌঁছেন। অপর সকলে পূর্ব্বদিন রাত্রিতে পৌঁছিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহিলাপ্রতিনিধিসহ যাইতেছেন—ইহা সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্ম বি, এল্ মহাশয় পূর্ব্বেই স্বাগত-সমিতির প্রধান মন্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন, এবং পৌঁছিবার পূর্ব্বে তারও করা হইয়াছিল। তাহাতেই একটী বৃহৎ বাঙ্‌লায় তাঁহার সপরিবার বাসের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের জামাতা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, (হার্ভার্ড), রায়-বাহাদুর স্বয়ং এবং স্থানীয় কনট্রাক্টর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র শর্ম্ম মজুমদার, খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নন্দকিশোরলাল বি-এল ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন,

এবং রায় বাহাদুরের মটর গাড়ীতেই মহিলাগণ সভামণ্ডপে ও রেলষ্টেসনে যাতায়াত করিয়াছিলেন। এইরূপ যত্ন ও সুব্যবস্থার জন্য আমরা তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সভামণ্ডপের অদূরে চৈনপুররাজের বৃহৎ পাকা-বাড়ীতে সভাপতি মহোদয় ও বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণের এবং স্থানীয় হাইস্কুলের বৃহৎ বাড়ীতে অপর সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের যত্নের কোন ত্রুটি কোথায়ও হয় নাই। সভার প্রথমদিন রাত্রিতে স্থানীয় প্রধান মোক্তার শ্রীযুক্ত নবরঙ্গলাল তাঁহার গৃহে প্রতিনিধিগণকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন, এবং দ্বিতীয়দিন মধ্যাহ্নে নৃসিংহপুরের (পাথরার) ঠাকুর সাহেব তাঁহার বাসা বাটীতে ও রাত্রিতে ঠাকুর ভোলানাথ সিংহ উকিল মহাশয় তাঁহার গৃহে সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। তিন স্থলেই অভ্যর্থনাকারিগণের তাঁহাদের যত্নে ও নানারূপ উপাদেয় বস্তু ভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজনে আচার্য্য রায় মহাশয়কে লইয়া সকলে একত্র বসিয়াছিলেন। তদ্দেশের একরূপ স্বচ্ছন্দ-বনজাত অতি ক্ষুদ্র তণ্ডুলের উপাদেয় পরমান্ন রায় মহাশয় এবং বাঙ্গালী সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছিলেন; স্বেচ্ছাসেবকগণের সেবাযত্নও প্রীতিকর হইয়াছিল।

সভার পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে সভাপতি আচার্য্য রায় মহোদয় মীরাট হইতে ...গোণ ইষ্ট্ ব্যাঙ্কে পৌঁছিয়া তথা হইতে মটরকার যোগে সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার মধ্যে ড্যাল্‌টন্‌গঞ্জে পৌঁছিবেন এইরূপ কথা ছিল, এবং মটরযান যথাসময়ে তথায় পাঠান হইয়াছিল। সুসজ্জিত ৩টী হাতী ও কতিপয় অশ্ব এবং আন্যান্য যানবাহন সহ শোভাযাত্রার সমুদয় আয়োজন করিয়া সকলে যথাস্থানে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, রাত্রি ৭॥ ঘটিকার মধ্যেও তিনি না আসাতে শীতের কষ্টে অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিনি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ড্যাল্‌টন্‌গঞ্জে পৌঁছেন এবং ক্লান্তিবশতঃ অতরাত্রিতে সহর প্রদক্ষিণ বিষয়ে অনিচ্ছাপ্রকাশ করাতে শোভাযাত্রা পরিত্যক্ত হয়।

পরদিন প্রাতে স্কুলপ্রাঙ্গণে সভার আলোচ্য কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে বিহারী কায়স্থগণের এক বৈঠক হয়। মুঙ্গের জেলায় বহু অম্বষ্ঠ কায়স্থের বাস; তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ একটী দলাদলি চলিতেছে। একদল বৃহৎ, অপর দল ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রদলের আদান প্রদান নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও এই দলাদলি মিটে নাই। গত বর্ষে স্বামী বিদ্যানন্দ এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন

এবং বড় দলের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছেন। এবারের মহাসভা এ বিষয়ে কিরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন—তাহা লইয়াই এই বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হয়। উক্ত বৈঠকে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং আমি যোগদান করিয়াছিলাম। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এ বিষয় মন্তব্যের যে খসড়া করেন তাহাই সমীচীন বিবেচিত হয়। কিন্তু কেহ কেহ মুঙ্গেরের বিশিষ্ট কায়স্থগণের মত সবিশেষ না জানিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, এইরূপ মত প্রকাশ করায়, মুঙ্গেরে ঐ উদ্দেশ্যে তিনটী তার প্রেরিত হয়।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় সভামণ্ডপে প্রতিনিধিগণ সমাগত হইলে, আচার্য্য রায় মহোদয় স্থানীয় ও বিভিন্ন দেশের কায়স্থ নেতৃগণ সহ প্রভূত হর্ষধ্বনির মধ্যে সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করেন। শীতে স্বল্পতোয়া তথাপি খরস্রোতা-কৃষ্ণশৈল-খণ্ড শোভিতবক্ষা প্রশস্ত নদীতটে উচ্চভূমির উপরে রক্ত ও পীত বস্ত্র এবং নানাবর্ণের পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত পট-মণ্ডপ অতি সুশোভন হইয়াছিল। নদীবক্ষের বালুকা-রাশির অপর পারে (পশ্চিম তীরে) উত্তরে দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত উচ্চ অনুচ্চ পর্ব্বতরাজি দৃশ্যমান ভূমিকে আরও নয়নাভিরাম করিয়াছিল। সভা-মণ্ডপের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৩ শত লোকের সমাবেশ হয় এরূপ একটী বৃহৎ বেদী এবং তদুপরি মধ্যস্থলে আর একটী ছোট বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই ছোট বেদীতে সুন্দর খদ্দরের আস্তরণের উপর সভাপতি মহোদয় এবং স্বাগত সমিতির অধ্যক্ষ মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভা-মণ্ডপের দক্ষিণে মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকগণের জন্য উচ্চতায় উক্ত বেদীর সমান এবং দুই শত মহিলা সমাবেশযোগ্য আর একটী জালবেষ্টিত সুন্দর পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মেলনের জন্য যত ব্যয় হইয়াছে, সভামণ্ডপ নির্ম্মাণের ব্যয় অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধাংশ হইবে; ইহা সহজে অনুমেয়।

সভারম্ভে মঙ্গলাচরণ ও সঙ্গীতাদির পর প্রথমে স্বাগত সমিতির অধ্যক্ষ মজঃফরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সহায় বি. এ. মহোদয় তাঁহার হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত উপাদেয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি কায়স্থ বীজপুরুষ ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মহনীয়তা, প্রাচীন মিথিলার কীর্ত্তিকলাপ, যে পর্ব্বতাকীর্ণ বনভূমিতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন—তাহা প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের একাংশ, ইহার অদূরে সূর্য্যবংশীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি, রোহিতাশ্ব দুর্গ ও পালামৌর প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং অদূরস্থিত সরগুজা করদ রাজ্যের গিরি-কন্দরে ভগবান্ রামচন্দ্রের তপোভূমি ও জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সত্যভূমি এবং উত্তম রাজনীতি কৌশলে সুরবার রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা ও চৈনপুর রেকা প্রভৃতি সুরবার রাজ্যের সংঘটনকারী ঠাকুর উপাধি-ধারী অতি প্রাচীন কায়স্থ জমিদার-বংশের বাসভূমি নৃসিংহপুর প্রভৃতির উল্লেখ করেন। তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষের বরণ্যে সভাপতির নেতৃত্বে উৎকট বরপণের প্রতিকার ও অন্যান্য সংস্কার দ্বারা কায়স্থ-জাতির কল্যাণ-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণে অবহিত হইতে প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার নিজের ও স্বাগত সমিতির শত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রভূত আনন্দধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দী ভাষায় অভিভাষণ লিখিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। (১) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের হিন্দী অনুবাদ, অভ্যর্থনা সমিতির বিবরণ এবং মহাসভা পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন মতে পূজাবকাশে না হইয়া বড়দিনের বন্ধে কেন হইল, তাহার কৈফিয়ৎ-যুক্ত এক খানি সুন্দর পুস্তিকা অভ্যর্থনা-সমিতি পূর্ব্বেই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহা এবং সভাপতির মুদ্রিত ইংরেজী অভিভাষণ সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়, এবং রাত্রি ৬॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় হাইস্কুলের বৃহৎ হলে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির বৈঠক বসে। আচার্য্য রায় মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের এক খানি পত্র পঠিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে, ১৯২৫ সালের শেষ ভাগে গয়া কন্ফরন্সের নির্দ্ধারণ-মতে যে ডেপুটেশন্ বাঙ্গালী কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি মূল অনুসন্ধানের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তাহার জন্য কায়স্থ সমাজের যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা তিনি এ যাবৎ পান নাই। এই পত্রে তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতি অযথা অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন, কলিকাতায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নামে একটী বিরুদ্ধ (antagonistic) সভা আছে, তাঁহারা যে কায করিতে যাইবেন, তাহাতেই ঐ সভা বাধা প্রদান করেন, এজন্য কলিকাতায় তাঁহারা ডেপুটেশনের ব্যয়ের বাবদ অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা তাঁহাদের গত বার্ষিক অধিবেশনে (অর্থাৎ ১৩৩১ সালের অধিবেশনে) সমগ্র ভারতের কায়স্থদের মিলন-বিষয়ক

(১) সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রস্তাবও পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই পত্র পঠিত হইলে কেহ কেহ বলেন, এই ডেপুটেশন অখিল ভারত-কায়স্থ-মহাসভা দ্বারা গঠিত হয় নাই, গয়ার প্রাদেশিক সভায় বিহারী কায়স্থগণ এই ডেপুটেশন গঠন করেন, অতএব অঃ ভাঃ কাঃ সভার ইহা আলোচ্য বিষয় নহে; এবং ঐ টাকাও মহাসভার দেয় নহে। কেহ প্রশ্ন করেন—এক প্রদেশের কায়স্থদের অপর প্রদেশের কায়স্থের জাতি-মূল অনুসন্ধানের কি অধিকার? উহা কেবল অখিল ভারত মহাসভাই করিতে পারেন। আবার কেহ বলেন—প্রথমে ফৈজাবাদে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সহ অঃ ভাঃ কাঃ মহাসভা হইয়াছে, তারপর কলিকাতায় প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে অঃ ভাঃ কাঃ মহাসভা হইয়া গিয়াছে; তারপরে আবার বাঙ্গালী কায়স্থের মূল অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন হইল? তৎপর গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন,—"দেখিতেছি এই ডেপুটেশনটী বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে। ডেপুটেশনের রিপোর্ট গত পূর্ব্ব বর্ষে জৌনপুরে অঃ ভাঃ কাঃ মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় যাইয়া তদ্বিষয়ে কোন কথাই শুনিলাম না, কোন রিপোর্ট লেখাও হয় নাই, দাখিল করাও হয় নাই। এ জন্যই বলিতেছি, এই ডেপুটেশনটী বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। এই বৃথা কাজে অর্থ ব্যয়ই বা কেন হইল, আর যাহার ফলাফল অখিল-ভারত-কায়স্থ সভার গোচরীভূত হইল না তাহার ব্যয় সম্বন্ধে এই বিতণ্ডাই বা আমরা কেন করিতেছি। আর একটী কথা বক্তব্য এই যে, শরৎবাবু তাঁহার পত্রে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার-বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার কোন ভিত্তি নাই। ডেপুটেশনের সভ্যগণ জানেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা তাঁহাদের সাদর সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত প্রশ্ন সমূহের যথাযথ লিখিত উত্তর দিয়াছেন। কায়স্থ-সভা ডেপুটেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের কোন প্রতিকূলতা করেন নাই, শরৎবাবুর উক্তি শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি এবং তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি।" ইহাতে সভাপতি মহাশয় বলেন,—"এবিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে"। তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন"—"যখন পত্র এই সভায় পঠিত হইয়াছে, তখন এস্থলেই ইহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক, তা না হইলে সভ্যগণের মনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা ধারণা জন্মিতে পারে।" অবশেষে ইহা স্থির হয় যে, শরৎবাবুর দণ্ড হওয়া উচিত নহে, প্রান্তিয় সভা হইতে উহা শরৎবাবুকে দেওয়া হইবে।

অতঃপর কতিপয় মন্তব্যের মুদ্রিত খসড়া সভায় আলোচিত হয়। আমি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভি-

ভাষণ মধ্যে কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনের আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক; অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বর্ম্ম মহাশয়ও এ বিষয়টী চিন্তা করিতেছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক বসু ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করা স্থির করেন:—

With a view to bring about the fusion of all sections of Kayasthas in the different provin es of India it is desirable that their Sanskaras of customary observances should be uniform as far as practicable and that they should conform to rules prescribed for the Kshatriyas.

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বামী বিদ্যানন্দকে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলেন। মুদ্রিত খসড়াতে সকল শ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে একজাতীয়তা সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব রহিয়াছে বলিয়া তিনি উহা উপস্থিত করিতে অসম্মত হন। তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রস্তাবটী দেখাইলে তিনি উহা সম্যক্ অনুমোদন করেন এবং নিজেই তাহাতে সহি দিয়া উহা সভাপতির নিকট দাখিল করেন। মুদ্রিত খসড়ায় একজাতীয়তা স্থাপন বিষয়ে আর একটি মন্তব্য রহিয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হওয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন যে, দুইটী প্রস্তাবের মর্ম্ম ঠিক একরূপ নহে। তখন স্থির হয় যে, ঐ দুইটী প্রস্তাবই মহাসভায় উপস্থিত করা হইবে। ইহার পর সভাপতি মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির অধ্যক্ষ মহাশয়কে সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া বিশ্রামার্থ গমন করেন। অপরাপর প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার পর রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

পরদিন ৩১এ ডিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির পুনরায় অধিবেশন হইয়া অন্যান্য প্রস্তাব স্থির হয়, এবং তৎপরে নৃসিংহপুরের ঠাকুর সাহেবের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ২ ঘটিকার সময় সভারম্ভ হয়। সহানুভূতিজ্ঞাপক তার ও পত্র পঠিত হইলে সভাপতি মহোদয় গতবর্ষের পরলোকগত বিশিষ্ট কায়স্থ-গণের নামোল্লেখ করিয়া একটী শোক ও সমবেদনা প্রকাশক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বাঙ্গলার পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তৎপর বিদ্যাভূষণ মহাশয় সকল শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে

একইরূপ সংস্কার ও আচার প্রবর্ত্তন বিষয়ে যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন তাহা সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত করেন। ইহার পর স্বামী বিদ্যানন্দ মুঙ্গেরের অম্বষ্ঠ-কায়স্থদিগের দলাদলি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটী এই,—"কায়স্থ-দের জাতীয় কল্যাণের প্রতি, মুঙ্গেরের বহু বিশিষ্ট কায়স্থের অভিমতের প্রতি এবং গতবর্ষে কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, শুদ্ধি ও সঙ্গঠনের সমর্থক নির্দ্ধারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, মুঙ্গেরের অম্বষ্ঠ কায়স্থ-ভ্রাতৃগণের সুচিরকালের দলাদলি অদ্য হইতে রহিত হইল, এবং অতঃপর সকল কায়স্থই সামাজিক সকল কার্য্যে উক্ত দলের সকলকে সমভাবে গ্রহণ করিবেন"। এই প্রস্তাবের পক্ষে ক্ষুদ্রতর দলের শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণলাল বি, এল এবং আরও কেহ কেহ বক্তৃতা করিলে গয়ার জমিদার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ ও রায় হরিপ্রসাদ মুঙ্গেরে প্রেরিত তারের প্রত্যুত্তর সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া উক্ত প্রস্তাবের শেষ অংশে নিম্নোক্তরূপ সংশোধক প্রস্তাব করেন—"এই সভা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, অবিলম্বে মুঙ্গেরে এক মহতী সামাজিক সভা আহূত হউক এবং সেই সভা সত্বর এই দলাদলির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করুন।" এই সংশোধক প্রস্তাব কেহ কেহ সমর্থন করিলে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার আর একটী সংশোধক প্রস্তাব করিতে চাহেন। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলেন, "প্রথম সংশোধনেরই মীমাংসা হউক, আর সংশোধনের প্রয়োজন নাই, আর দুই ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, ইহার মধ্যে সকল কাজ শেষ করিতে হইবে।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবটী উপস্থিত করিবার অবসর না পাইয়া দুঃখিত হইলেন। প্রথম সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে কিঞ্চিৎ তর্কের পরে তাহা ভোটে দেওয়া হয়; সংশোধনের পক্ষে ৪৮ টী ও মুল প্রস্তাবের পক্ষে ৪৬ ভোট গণনা করা হইল। তখন স্বামী বিদ্যানন্দ প্রভৃতি বলিলেন, যখন ভোট সংখ্যার সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে—তখন হস্তগণনার উপর নির্ভর না করিয়া বেলট্ করা আবশ্যক। সভাপতি মহোদয় এ আপত্তি নামঞ্জুর করায় রায় সাহেব রাধাকৃষ্ণের সংশোধিত প্রস্তাবই গৃহীত হইল; বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সময় সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সভাপতি মহাশয় যদিও সময়ের অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তাঁহার সংশো-ধিত প্রস্তাব উত্থাপিত করার অনুমতি না দেওয়া এবং সন্দেহস্থলে পুনরায় ভোট গ্রহণের আপত্তি অগ্রাহ্য করা নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

অতঃপর বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের একীকরণ-বিষয়ক প্রস্তাব অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয় উত্থাপন করেন। তৎসঙ্গে তিনি কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বাংশে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করেন, এবং সভাপতি মহাশয় তদীয় অভিভাষণে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও মানবতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন ও উপনয়নের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, মানবতত্ত্ব-বিদ্যার (anthropology) তিনি যতই আলোচনা করিয়াছেন—ততই বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত একবারেই নির্ভর-যোগ্য নহে। মুখ-মস্তকাদির গঠন দ্বারা আর্য্যত্ব-অনার্য্যত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। মানবতত্ত্ববিদেরা এক জনক-জননীর ৩টী সন্তানের মধ্যে একটীকে দেখিয়া বলেন ককেশীয় (আর্য্য), দ্বিতীয়টীকে মঙ্গোলীয় এবং তৃতীয়টীকে দ্রাবিড়ীয়, ইহা দ্বারা ভারতের হিন্দুর বর্ণ নির্ণয় হইতে পারে না। পরশুরামের ক্ষত্রিয়-নিধন-বার্ত্তা বালকেরও হাস্যো-দ্দীপক। নিঃক্ষত্রিয়করণ ২১ বার কিরূপে সম্ভব হয়? আর দেখা যায়—এই নিঃক্ষত্রিয়করণের পরে তিনি ত্রেতায় রামচন্দ্রের সহিত এবং দ্বাপরে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। তবে নিঃক্ষত্রিয় করণের অর্থ কি হইল? ক্ষত্রিয়বর্ণতা ও দ্বিজাচারই কায়স্থের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি। এই ভিত্তি না থাকিলে এইরূপ সভাসমিতিরও অস্তিত্ব থাকিবে না। সভাপতি মহাশয় এস্থলে আপত্তি করিয়া বলেন—"আপনি আমার কথা ঠিক বুঝেন নাই, আমি বলিয়াছি মানবতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণা হইতে জানা যাইতেছে যে, তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-কায়স্থ, বৈশ্য কাহারও খাঁটি আর্য্যত্ব নাই; দ্রাবিড়ীয় ও মঙ্গোলীয় রক্তের সহিত বহুল মিশ্রণ হইয়াছে। আমি এই বলিতেছি না যে, কায়স্থ অন্য কোন জাতি হইতে কোন বিষয়ে হীন, বরং তাহাকে শ্রেষ্ঠই মনে করি। আর্য্য রক্ত না থাকি-লেই, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় না হইলেই, যে কেহ ছোট হইল তাহাও মনে করি না; তবে আমি আর্য্যত্বের গর্ব্ব ব্রাহ্মণের পক্ষে সঙ্গত মনে করি না, কায়স্থের পক্ষেও না"। যাহা হউক সভাপতি মহাশয় যখন অভিন্নরূপ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার কায়স্থজাতির সর্ব্বাংশে প্রচলন দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের একীকরণ সাধনের প্রস্তাব প্রথমে স্বয়ংই উপস্থিত করিয়াছেন, তখন তিনি যে সামাজিক প্রয়োজনে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচারের বিরোধী নহেন তাহাও নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অভিভাষণে তাঁহার এই তর্কের বিষয়ীভূত মন্তব্য

পাঠ কালেও তিনি বলিয়াছিলেন—"এবিষয়ে মতভেদ আছে আমি জানি, তাহার প্রকাশেও আমার আপত্তি নাই।

অধ্যাপক বসুমহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত হইলে পণপ্রথা-নিবারণ, এলাহাবাদ কায়স্থ-পাঠশালার সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ে এবং গত বর্ষের কলিকাতা অধিবেশনের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের নির্দ্ধারণ সমর্থন করিয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং অঃ ভাঃ কাঃ মহাসভার কার্য্যকরী-সমিতির প্রধান মন্ত্রী রায় সাহেব ডাক্তার রামনারায়ণলাল সভার গতবর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর সায়ংকৃত্যাদির জন্য ৫টার সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। ৬ ঘটিকার সময় পুনরায় মিলিত হইলে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য হয় এবং সভাপতি মহোদয়কে, গতবর্ষের কর্ম্মচারিবর্গকে, অভ্যর্থনা-সমিতিকে ও স্বেচ্ছাসেবকবর্গকে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মহতা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, যদি বঙ্গদেশ হইতে আগত মহিলা-প্রতিনিধিগণ কোন কোন প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে আনন্দের বিষয় হয়। তদনুসারে শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা দেবী অভিন্নরূপ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার সমাজের সর্ব্বাংশে প্রচলনদ্বারা সকল শ্রেণীর একীকরণ সাধন বিষয়ে একটী লিখিত বক্তৃতা সভাপতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহা কাহারও দ্বারা পাঠ করাইতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীও বরপণ প্রতীকার বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, এবং তাহা পাঠ করাইতে অনুরোধ করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যথাসময়ে উভয় প্রবন্ধ সভাপতি মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত তিনি প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিতে না দিয়া কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রণের অনুমতি প্রদান করেন। বরিশাল বার্থি নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার এস্, সি, ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমানে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসায় করেন. সুবর্ণপ্রভা দেবী তাঁহার পত্নী এবং চান্দশীর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বসু বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের কন্যা। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

এই অধিবেশনে সকল শ্রেণীর মিলন অখিল-ভারত-কায়স্থ আন্তর্গণিক-বিবাহ সমিতি ("All India Kayastha Inter-marriage Bureau") নামে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অঃ ভাঃ কাঃ মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি বাঙ্গলার পক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি এল, এবং সদস্য বাঙ্গলার পক্ষে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু বর্ম্মা এম-এ, এবং লেফটন্যাণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক এম্, এস্-সি, বি-এল্, নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত কমিটী ও কার্য্যকরী সমিতির গঠন পরে যথাযথ প্রকাশিত হইবে।

হায়দ্রাবাদের নিজামরাজ-সামন্ত রাজা ইন্দ্রকরণ ধর্ম্মবন্ত বাহাদুর কায়স্থ-মহাসভার আগামী বর্ষের অধিবেশন তাঁহার স্বদেশে ও স্বভবনে আহ্বান করিয়া পত্র ও তার প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা—পঠিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্ম মহাশয় দ্বিতীয় দিনের সভারম্ভের পূর্ব্ব বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। অপর বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণ রাত্রিতে ঠাকুর ভোলানাথ সিং মহাশয়ের ভবনে নিমন্ত্রণ ভোজনের পরে ১১টার গাড়ীতে ড্যাল্‌টন্‌গঞ্জ ত্যাগ করেন। ড্যালটন্‌গঞ্জের মধুরস্মৃতি বহুকাল তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা
(প্রচারক)

অখিল-ভারত-কায়স্থ-সম্মেলনে

সভাপতির অভিভাষণ

গত ৩০এ ডিসেম্বর (১৯২৭) তারিখে ড্যালটনগঞ্জে অখিল-ভারত-কায়স্থ-সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

আপনারা আমাকে এই অখিল-ভারত-কায়স্থ-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করায় আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই সম্মেলনের সভাপতিপদে বৃত হইলে ভাল হইত, এ কথা মনে হইলে আমার হৃদয়ে যুগপৎ ত্রাস ও চাঞ্চল্যের উদ্রেক হয়। তাহা হইলেও আমি আপনাদের সহযোগিতায় এই গুরুভার কর্ত্তব্য সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কায়স্থগণের কীর্ত্তি

যে মহান্ কায়স্থ-সম্প্রদায় ভারতে রাজনৈতিক এবং মানসিক উন্নতির ইতিহাসে গৌরবময় অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া প্রকৃতই গর্ব্ব অনুভব করি। আমার অভিভাষণ-প্রসঙ্গে যদি আমি আমার স্বদেশ অর্থাৎ বঙ্গভূমির চিত্রগুপ্তবংশধরদিগের কীর্ত্তি-কলাপের কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সম্রাট্ অকবরের সময় বারভূঁইয়াগণ অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বারভূঁইয়া অর্থাৎ দ্বাদশ প্রদেশাধিপতিরা অনেকেই বঙ্গজ-শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন। বাঙ্গালায় হিন্দুদের ভিতর চাঁদরায়, কেদাররায়, কন্দর্পনারায়ণ এবং রামচন্দ্র রায়ের ও মুকুন্দরামের নাম কে না জানে? কিন্তু যে মহাবীর প্রতাপাদিত্য এক দিন স্বদেশকে যবনের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য মহাপ্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের আধিপত্য অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, এবং মহাবীর মানসিংহের সহিত সমর করিতেও সঙ্কুচিত ও ভীত হন নাই, সেই প্রতাপাদিত্য এই বঙ্গজ কায়স্থকুলকেই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাসদ্ মহাকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত অন্নদামঙ্গল নামক কাব্যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ"।

মহাবীর প্রতাপাদিত্য জলে স্থলে তিন দিন কাল মহারাজা মানসিংহের সহিত সংগ্রাম করিয়া শেষে বাঙ্গালী জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় সমরে পরাজিত হইয়াছিলেন। নবাব মুরশিদকুলীখাঁ-এর সময়ে বঙ্গের শেষ বীরও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহাকে দমন করিতে নবাবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই কায়স্থবংশেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা দনুজমর্দ্দন স্বাধীনভাবে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ প্রায় এক শতাব্দী কাল স্বাধীনভাবে আধিপত্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি

দনুজমর্দ্দন দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল মুদ্রায় বঙ্গাক্ষরে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তিনি শাক্ত ছিলেন এবং, ১৩৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ মুদ্রা দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, প্রচলিত বঙ্গাক্ষরকে যত আধুনিক মনে করা হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা তত আধুনিক নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ইতিহাস পাঠে কায়স্থদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। উক্ত পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, গুপ্ত রাজাদিগের রাজত্বকালে বরেন্দ্রভূমের অনেক প্রসিদ্ধ কায়স্থকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণদিগেরই মত রাজার অধীনে অনেক উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আরও বহু তাম্রলিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, রাজা আদিশূরের সময়ে কনৌজ হইতে কুলীন কায়স্থদের বঙ্গে আগমনের বহু পূর্ব্বেও বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, নন্দী, দাস, সেন, কুণ্ডু, নাগ, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থকুলতিলকগণ রাজার অধীনে মন্ত্রী, সচিব, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। অনেক কায়স্থবংশধর যে ধর্ম্মাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী এবং দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন বঙ্গের কায়স্থগণ যে—কেবল লিপিকর ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা দেশ-শাসন কার্য্যেও নিযুক্ত হইতেন। উঁহাদের ভিতর অনেকেই পাণ্ডিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সামরিক কার্য্যেও তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ্‌র রাজত্ব কালে—দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত গোপীনাথ বসু নবাবের মন্ত্রিত্বপদও লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি প্রধানতঃ পুরন্দর খাঁ এই নামে পরিচিত। তিনি সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এর সময়ে রাজা জানকীরাম পাটনার দেওয়ান, তাঁহার পুত্র রায়রায়াঁ রাজা দুর্লভরাম উড়িষ্যার দেওয়ান এবং পাঁচ হাজারী সেনাপতি এবং শ্যামসুন্দর দেব পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ও সকতজঙ্গের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া গেলেও বীরবর মোহনলাল পলাসীযুদ্ধের সময় সিরাজদৌলার পক্ষ হইয়া অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই কায়স্থ ছিলেন।

অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ সমাজে ব্রাহ্মণদিগের-অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। আধুনিক বঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম-

দাতা মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগরের সহিত সমানভাবে আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্নসিংহ, প্যারিচাঁদমিত্র সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রত্নতত্ত্বালোচনায় পথপ্রদর্শক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বামীবিবেকানন্দ, হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথমিত্র রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং সারদাচরণমিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু এবং লর্ড সিংহ প্রভৃতি প্রথিতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে দুই জনের প্রদত্ত দানে বঙ্গের বিজ্ঞান কলেজের সৃষ্টি অর্থাৎ রাসবিহারী ঘোষ এবং তারকনাথ পালিত দুই জনেই কায়স্থ। রাসবিহারী ঘোষের মত কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যবহারাজীব ভারতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসকদিগের অগ্রগণ্য সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং নীলরতন সরকার কায়স্থবংশকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

বাঙ্গলার বাহিরে

কেবল বঙ্গ দেশেই যে কায়স্থগণ সমাজে শ্রেষ্ঠ অংশ অভিনয় করিয়াছেন, এইরূপ নহে। মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় কায়স্থগণ সমাজে কম প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সেনাপতিরূপে বালাজী আপজী চিটনিস এবং তাঁহার পুত্র খান্দে বল্লাল বাজী দেশপাণ্ডে এবং মুরার বাজী প্রভৃতির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

আসামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং চৈতন্যদেবের ন্যায় সমভাবে পূজিত মহাত্মা শঙ্কর দেব এই কায়স্থকুলকেই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

যুক্ত প্রদেশে রাজা রঘুনাথ সম্রাট শাজাহানের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তিনি মাথুর শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন। সকসেনীয় কায়স্থ দিনায়ত রায় সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময় দক্ষিণাত্যের দেওয়ান ছিলেন। মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে পাটনার যুদ্ধে রাজা সিতাব রায় ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া ইংরেজ সেনাপতি কাপ্তেন নক্সকেও বলিতে হইয়াছিল যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে কোন দেশীয়কে এতাদৃশ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে দেখেন নাই।

রাজা নওয়াল রায় এটওয়ার এক জন সক্‌সেন-কায়স্থ। ইনি সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থা

আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতীত কালে কায়স্থগণ ভারতের ইতিহাসে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমাদের ভবিষ্যৎই গৌরবময় না হইবে কেন? দুর্ভাগ্য ক্রমে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। আমরা আমাদের গৌরবপূর্ণ অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভের জন্যই লালায়িত হইয়াছি। উপাধি লাভ করিতে গিয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ত নষ্ট হইতেছেই, পরন্তু আমরা একটা পান বিড়িওয়ালা অথবা রেল ষ্টেশনের কুলী যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা উপার্জ্জন করিতেও পারিতেছি না। আমরা বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, একথা ভুলিয়া গিয়াছি। তথাকথিত বৈশ্যগণ বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধনবান্ হইতেছে। আর আমরা দিন দিন দারিদ্র্যের অন্ধতম গহ্বরে নিমজ্জিত হইতেছি।

ভদ্রমহোদয়গণ! এখন আমাদিগকে নিজেদের ঘর সামলাইতে হইবে। কুপ্রথা সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে; বরপণ-গ্রহণ-প্রথা, এবং বাল্য-বিবাহ দূর করিয়া দিতে হইবে। বালিকাদিগকে শিক্ষিতা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মে অবরোধ-প্রথার কথা কোথাও উল্লিখিত নাই। দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রে গুজরাটে মাদ্রাজে কোথাও অবরোধ প্রথার প্রচলন নাই।

নানা সমস্যা

আর একটি কথা আমি এ স্থানে উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। বর্ত্তমানে কায়স্থগণ দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়াতে তাহাদের উন্নতি লাভের বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করিয়া যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের ভিতর বিবাহের আদান-প্রদান হয়; তাহা ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অন্য প্রদেশের মাথুরীয়, সক্‌সেনীয়, ভাটনগর-

প্রভৃতি কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত যাহাতে ঐ ভাবে মিলন হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে বরপণ-গ্রহণ প্রথাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

উপসংহারে পরলোকগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিতে পারি না। সমগ্র কায়স্থ-সমাজের একীকরণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এমন কি, উহা তাঁহার এক প্রকার বাতিক ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র কায়স্থ-সমাজকে একীকৃত করিতে পারিলে তাঁহার পরলোকগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে এবং আমরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রচুর শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিব। সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

কায়স্থ-সমাচার

প্রচার-বিবরণ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় গত অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতা সহরের নানাস্থানে এবং হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া সবডিভিসনের অধীন নানা গ্রামে, ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার সবডিভিসনের অন্তর্গত মূণ্টী গ্রামে ড্যালটনগঞ্জে ও বারাণসী ধামে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া যথেষ্ট সফলতা লাভ এবং আশ্বস্ত হইয়াছেন।

তন্মধ্যে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অধীন বাগনান অঞ্চলে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে যথা,—১। গোপালপুর ও খাদিনানে দত্ত মহাশয়দিগের ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ পাল, ২। দুল্লভপুরে—শ্রীযুক্ত সাধনহরি ঘোষ (উত্তররাঢ়ীয়), ৩। খালোড়ে শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ রায় (উত্তর রাঢ়ীয়), এবং উক্ত গ্রামের ৺কালী বাড়ীতে, ৪। মুগকল্যাণে—শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র বি-এল, ৫। গোবর্দ্ধনপুরে—স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ মিত্র, ৬। রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্ত্তী মানকুর নামক গ্রামে-শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭। ঘোড়াঘাটে—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন প্রমুখ উল্লেখিত মহাশয়দিগের ভবনে সভা ও আলোচনা করিয়া উপরোক্ত গ্রাম সমূহের উপস্থিত কায়স্থগণকে সংস্কার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আশা করা যায় অতি সত্বর ঐ অঞ্চলের কায়স্থগণ মধ্যে অনেকে উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, মাখন বাবুর প্রচারফলে কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তি সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া সভার সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছেন। উক্ত সভ্য মহোদয়গণকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মূণ্টী—২৪ পরগণা

বাগনান অঞ্চল হইতে আসিয়া প্রচারক মহাশয় ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের অন্তর্গত মূণ্টী গ্রামে প্রচারে গিয়াছিলেন। মূল্টীতে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস এবং ইঁহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা উন্নত। বহু পূর্ব্বে এই গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। কাল প্রবাহে এখন মাসুরধুনী গ্রামের নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্করিণী ও খাদ এবং শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ক্ষীণ রেখাদ্বারা পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার সর্ব্ব প্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দত্ত মহাশয় তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা স্বনামধন্য ৺সারদাপ্রসাদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমোদাচরণ দত্ত মহাশয়গণের মহানুভবতা সহৃদয়তা ও পল্লীসংস্কারাদি অসংখ্য সৎকার্য্যাবলীর প্রশংসা এ অঞ্চলের আপামর সর্ব্বসাধারণে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইঁহারা বালীর সুপ্রসিদ্ধ দত্ত কুল সম্ভূত। পীতাম্বর বাবুর ভাগিনেয় বিখ্যাত চিত্রকর (আর্টিষ্ট) এবং শিল্পকলানিপুন, বহু প্রসংসাপত্র ও সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত (ওলিম্পিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার সরকার একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মিত্র এবং স্বজাতি-হিত পরায়ণ, পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরোজকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্ম সরস্বতী, আলীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বি-এল, প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানের এই গ্রামে বাস। অট্টালিকাদি পরিশোভিত এবং বংশ-বীথিকা ও নানা বৃক্ষরাজী সমাকীর্ণ এই পল্লী গ্রামখানির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। মূল্টী হইতে আহ্বান পত্র প্রাপ্ত হইয়া গত ২৫এ অগ্রহায়ণ প্রচারক মহাশয় উক্ত গ্রামে প্রচারে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া পীতাম্বর-বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল, অমূল্যচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ও ডাক্তার এস, কে সরস্বতী মহাশয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হন। সরস্বতী মহাশয়ের অনেক দিনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই গ্রামের কায়স্থদিগের

সংস্কার-গ্রহণ আন্দোলন সঞ্জীবতা লাভ করে; প্রচারক মহাশয় তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে অতি সত্বর উপনয়ন গ্রহণ জন্য বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। অনেক আলোচনার পর আগামী ১১ই মাঘ উপনয়ন গ্রহণের দিন অবধারিত হয়।

ডাল্টনগঞ্জ।

প্রচারক মহাশয় মূল্‌টী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহরের নানাস্থানে প্রচার কার্য্যে ও সভার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির ৩য় অধিবেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে পত্রিকা সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া "অখিল-ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-মহাসভা" (All India Kayastha Conference) উপলক্ষে ডাল্টনগঞ্জে গমন করেন। ডাল্টনগঞ্জে অবস্থান সময়ে প্রচারক মহাশয় স্থানীয় বাঙ্গালী কায়স্থ মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং অনেকের বাসায় গিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছিলেন। কন্‌ফারেন্সের কার্য্যাবসানে গিরিশবাবু ও মাখনবাবু ড্যাল্টনগঞ্জ হইতে ৺কাশীধামে গমন করেন।

কাশী।

তাঁহারা কাশীধামে চৌখাম্বার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়দিগের রাজপ্রসাদ তুল্য দুর্গপ্রতিম সুরম্য ভবনে এবং কাশীরাজের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিস্‌ট্রেট ৺শ্রীশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের আলয়ে, আঠা'র বাড়ীর (ময়মনসিংহ) জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদ রঞ্জন রায়চৌধুরীর ভবনে এবং কাশীবাসী বহু বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা দ্বারা সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। এস্থলে আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, চৌখাম্বার স্বধর্ম্ম পরায়ণ, বদান্য জমিদার স্বর্গীয় রায় সারদাদাস মিত্র মহাশয়ের দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল মহাশয় উপনয়ন গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের বিখ্যাত কুলীন (সুগন্ধার মণিবসু বংশীয়)। উপেন্দ্রবাবুর

কনিষ্ঠ অপর তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান সকলেই সুশিক্ষিত এবং নানাগুণে বিভূষিত। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি প্রকৃতই ক্ষত্রিয় জনোচিত তেজোদীপ্ত। ইহাদের আচারাদি ও প্রকৃত আর্য্যত্ব ব্যঞ্জক। স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় গুরুদাস মিত্র মহাশয়ের প্রপৌত্র রায় শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র মহোদয় এবং স্বজাতিহিতৈষী শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ দেববর্ম্ম বিশ্বাস ও খোদাই চৌকীর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বর্ম্মা মহাশয়গণ স্থানান্তরে থাকায় প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহারা কায়স্থ-সভায় কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য দিনাজপুরের কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের নিকট কাশীধামে কায়স্থ আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হন; এবং প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইর ব্রহ্মপুরীতে শ্রীযুক্ত সীতানাথ বেদতীর্থ ও শ্রীযুক্ত অনন্তদেব তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত এ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়া উৎসাহিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের কৃপায় আমরা অতি সত্বরই কাশীধামের অনুপবীতী বাঙ্গালী কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে সোপবীত দেখিতে পাইব।

গয়া।

কাশী হইতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ও মাখমবাবু গয়াধামে গিয়া গভর্ণমেণ্ট ...কিল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বি-এল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথাকার বাঙ্গালী কায়স্থগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কার গ্রহণ বিষয়ে—এবং গয়ার পাণ্ডা জঙ্গম-...ল টে'ইয়ার গৃহে রক্ষিত অতি প্রাচীন খাতায় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ ...ডিভিসনের অধীন পুড্ডারদেব বংশের পূর্ব্ব পুরুষ "রাজা সুবুদ্ধি রায়ের" যে ...শ তালিকা আছে তাহার অনুসন্ধান লইবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিলেন। ...র্ণবাবু বিশেষ জরুরী কার্য্যের জন্য ঐ দিন বাঁকীপুরে যাওয়ায় এবং কন্‌সেসন ...কিটের সময় নাথাকায় উহা হইতে পারে নাই।

গয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মূল্‌টী গ্রামের উপনয়ন জন্য বিদ্যা-...ার ও প্রচারক মহাশয় তথায় গমন করেন। গত ১৩ই মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতী ...জার দিবস মূল্‌টী গ্রামে ২টী কেন্দ্রে তত্রত্য ৪০ জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থের উপনয়ন ...রোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। (তদ্বিবরণ উপনয়ন সংবাদ মধ্যে দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর প্রচারক মাখনবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং উদ্যোগে গত ২২এ ...রবিবার পবিত্র মাঘী পূর্ণীমা দিবসে বাগবাজার, ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটে

সভাপতি মহাশয়ের ভবনে তাঁহার ব্যয়ে একটী কেন্দ্র হইয়া বরিশাল, বাঁকুড়া, ঢাকা এবং ফরিদপুর জেলার নানাগ্রামের ২৫ জন কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। (তদ্বিবরণ মাঘ সংখ্যায় উপনয়ন সমাচার মধ্যে দ্রষ্টব্য।)

স্বরূপকাঠীতে-সভা

বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠী নামক স্থানে প্রায় ৩০০শত ঘর প্রসিদ্ধ কায়স্থ আছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অনুপবীতী তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার বিদ্যারত্ন, ভক্তিভূষণমহাশয় উদ্যোগী হইয়া ঐস্থানে একটী সভা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের মহাকর্ম্মী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ের নাটমন্দিরে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত বিশ্বাস মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাস্থলে শূদ্রত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক ও শাস্ত্র আলোচনার পর বহু ভদ্রসন্তান উপবীত গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উপনয়ন-সমাচার

(১)

বিগত ২২এ আশ্বিন রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে ফরিদপুর জেলান্তর্গতঃ মাদারিপুর সবডিভিসনের অধীন কালারায় গ্রামে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুহ মহাশয়ের ভবনে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছে। উক্তকেন্দ্রে ৯৩ বর্ষের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুহ বর্ম্ম মহাশয় তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র গুহ বর্ম্ম বি-এ, এবং পৌত্র চতুষ্টয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি জ্ঞাতি, এবং আত্মীয় স্বজন সহ যথাশাস্ত্র মুণ্ডনাদি করতঃ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে সুপ্রসিদ্ধ কবিবল্লভের বংশীয় উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয় আচার্য্য এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধার কার্য্যে বৃত ছিলেন। উপনয়নকার্য্য শেষ হইলে ব্রহ্মচারীগণকে লইয়া একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। ব্যাণ্ডবাদ্য ও কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, প্রভৃতির এবং পুরমহিলাদিগের মুহুর্মুহু উলুধ্বনী ও শোভাযাত্রীদিগের সমস্বরে "বন্দে পিতরম্ চিত্রগুপ্তম্" রবে গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। সকলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া কুমার নদীর তীরে গ্রাম্য কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রণাম ও

হরিলুট-দিয়া, নদীতে দণ্ড বিসর্জ্জনান্তে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র বাবু স্বয়ং বহন করিয়াছেন; উপস্থিত সকলকে দিব্য নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। (উপবীতীগণের নামধাম কার্ত্তিক সংখ্যার ৩২৭।৩২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২)

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু রায় বর্ম্মা মিত্রবহর মহাশয় বরিশাল হইতে ফিরিয়া না আসিতেই—ফরিদপুর জিলার দক্ষিণ বিক্রমপুর এবং কার্ত্তিকপুর হইতে সতীশ বাবুকে তথায় নেওয়ার জন্য লোক আসে, সতীশবাবু বাড়ী ফিরিবার পর দিবসই কার্ত্তিকপুর অঞ্চলে রওয়ানা হন। তথায় ক্রমান্বয়ে তিনটী সভা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গত ১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার, সোণ্ডা গ্রামে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয়ের বাড়ীতে এক কেন্দ্রে তিনি তন্ত্রধার এবং শ্রীযুক্ত মহানন্দ ও শ্রীযুক্ত নগর বাসী মল্লিক মহাশয়দ্বয় আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া ৩৮ জন কায়স্থের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, প্রায় দুই শত লোক দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সোণ্ডা এবং পার্শ্ববর্ত্তী শালদহ, তেলিপাড়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক মহিলা অতিকষ্টে গ্রাম্য পথের জল কাদা অতিক্রম করিয়া ব্রত ভিক্ষার নানাবিধ দ্রব্যাদি সহ কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমবেত উলুধ্বনিতে সতীশ বাবু এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আশা করা যায় অতিসত্বরই এতদাঞ্চলের সংস্কার কার্য্য ক্রমেই প্রসারতা লাভ করিবে।

(৩)

বিগত ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার পুণ্যতিথিতে ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সভাপতি মহাশয়ের ভবনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একটী উপনয়ন কেন্দ্র সুসম্পন্ন হইয়াছে। (নাম ধাম গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। কায়স্থ সভার সুযোগ্য সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মিত্র বর্ম্মা বি-এল, পত্রিকা সম্পাদক বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, প্রাচীন উপবীতি কায়স্থ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-

মোহন বর্ম্মা মজুমদার প্রভৃতি স্বজাতি মহোদয়গণ এই উপনয়ন যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় এই কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবু এবং তদানুজ শ্রীযুক্ত ফণীভূষন বসু বর্ম্মা মহোদয়দ্বয় এই উপনয়ন যজ্ঞের জন্য কোন ব্যবস্থার ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ আদর ও আপ্যায়নে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ঘোষ মহোদয়ের উপনয়ন সংস্কার সম্ভব হইয়াছে। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইয়া এই উপনয়ন যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। সুরভি চন্দন-গন্ধ, ঘনায়াত যজ্ঞীয় ধুম এবং বেদমন্ত্র ধ্বনিতে বসু-ভবম পরিপুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় ভার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয় বহন করিয়াছেন এবং যজ্ঞ শেষে উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দ এবং গৃহীতোপবীত কায়স্থ সন্তানগণকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

আমরা কায়স্থ সভার নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক স্বজাতি মহোদয়ের এইরূপ স্বজাতি প্রীতি ও স্বধর্ম্মানুরাগ দেখিতে উৎসুক রহিলাম।

পরিব্রাজক-সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

(৪)

শ্যামনগর—ঢাকা

বিগত ৩রা কার্ত্তিক ঢাকাজেলার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্রে মালুচি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তন্ত্রধারকতার নিম্নলিখিত ৮জন কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

উপবীতীগণের নাম ধাম :—

১। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, শ্যামনগর,	৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্যামনগর,
২। শ্রীজগচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, ঐ	৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, ঐ
৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, ঐ	৭। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, ঐ
৪। শ্রীবিজয়চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, ঐ	৮। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, ঐ

সাহসপুর—বারশাল

গত ৬ই কার্ত্তিক জিলা বরিশাল—ষ্টেশন মেহেন্দিগঞ্জের অধীন সাহসপুর-গ্রামে "সাহসপুর আর্য্য কায়স্থ-সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঘোষ ও রামানন্দী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চন্দ্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রাহা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রাহা মহাশয় ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ইদিলপুর সিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

তেলিপাড়া-ফারদপুর।

শ্রীযুক্ত বিধুমোহন দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র

তারিখ ৫ঠা অগ্রহায়ণ (১৩৩৪)

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য, ধুানুকা, ফরিদপুর
তন্ত্রধার— „ সতীশচন্দ্র বসু রায়বর্ম্মা, মিরবহর, ইদিলপুর
যজ্ঞরক্ষক—„ শরৎচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, স্বর্ণঘোষ, ফরিদপুর

উপবীতী কায়স্থগণের নাম :—

১। শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র দত্ত	৮। শ্রীহারাণচন্দ্র সরকার
২। শ্রীমুনীন্দ্রলাল দত্ত	৯। শ্রীমনোমোহন দত্ত
৩। শ্রীফণীভূষণ দত্ত	১০। শ্রীহরকুমার দত্ত
৪। শ্রীহরমোহন দত্ত	১১। শ্রীবিধুমোহন দত্ত
৫। শ্রীনিশিকান্ত দত্ত	১২। শ্রীমধুসূদন ঘোষ
৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত	১৩। শ্রীমাখনলাল ঘোষ
৭। শ্রীঅধীরচন্দ্র দত্ত	১৪। শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ

১৫। যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার
১৬। শ্রীমনোমোহন দেব
১৭। শ্রীউমেশচন্দ্র দেব
১৮। শ্রীকালীপদ দেব
১৯। শ্রীজীবনকুমার রায়
২০। শ্রীশিবচন্দ্র গুহ
২১। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস
২২। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
২৩। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস
২৪। শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র গুহ
২৫। শ্রীমতিলাল দাস
২৬। শ্রীহরকুমার দেব
২৭। শ্রীশশিমোহন ঘোষ
২৮। শ্রীভূবণমোহন লোধ

ঢাকীজোড়া-ঢাকা।

বিগত ২১এ অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ঢাকীজোড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সোম বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পিতা ৺হৃদয়নাথ সোম মহাশয়ের স্মরনীয় দিনে নিজ ব্যয়ে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রায়পুর পাচুরা কোটাঠরা গ্রামের আত্মীয় বান্ধব লইয়া উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন; গ্রামের নিজ পুরোহিত কোটাধরা নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালী-দাস চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী হোতা ও তন্ত্রধারকাদি কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপবীতীগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সোম
২। „ রজনীকান্ত সোম
৩। „ নন্দকিশোর সোম
৩। „ অনাথ বন্ধু সোম
৫। „ গয়ানাথ সোম „
৬। „ নিবারণচন্দ্র সোম „
৭। „ রাসবিহারী সোম „

৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সোম
৯। „ সূর্য্যকুমার সোম
১০। „ হরেন্দ্রনাথ সোম
১১। „ জন্মেজয় সোম
১২। „ ললিতমোহন সোম
১৩। „ যোগেশচন্দ্র সোম
১৪। „ উমেশচন্দ্র সোম
১৫। „ পূর্ণচন্দ্র দাস
১৬। „ মাখনলাল দাস
১৭। „ লোকনাথ সরকার
১৮। „ সতীশচন্দ্র সরকার
১৯। „ বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার
২০। „ হীরালাল সরকার
২১। „ মতিলাল সরকার
২২। „ বিনোদবিহারী কর
২৩। „ কৃপানাথ দাস
২৪। „ কানাইলাল „
২৫। „ জগন্নাথ „
২৬। „ জীবনচন্দ্র „
২৭। „ নিবারণ চন্দ্র „
২৮। „ গঙ্গাধর „
২৯। „ ভুবনচন্দ্র „
৩০। „ বিজয়গোবিন্দ „
৩১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস
৩২। „ যামিনীকান্ত „
৩৩। „ সুরেশচন্দ্র „
৩৪। „ দীনেশচন্দ্র দাস
৩৫। „ রমেশচন্দ্র দাস
৩৬। „ প্রসন্নকুমার দাস
৩৭। „ সর্ব্বেশ্বর গুহ
৩৮। „ ভবেশ্বর গুহ
৩৯। „ সতীশচন্দ্র সরকার
৪০। „ যোগেন্দ্রকুমার গুহ
৪ । „ লালবিহারী রাহুত
৪২। „ সুরেশচন্দ্র রক্ষিত
৪৩। „ নগেন্দ্রনাথ দত্ত
৪৪ „ বৈকুণ্ঠনাথ সোম
৪৫। „ অনাথবন্ধু সোম
৪৬। „ গজেন্দ্রনাথ সোম
৪৭। „ রতিকান্ত সোম
৪৮। „ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
৪৯। „ নরেন্দ্রকুমার ঘোষ
৫০। „ বিশ্বম্ভর ঘোষ
৫১। „ কেদারনাথ দত্ত
৫২। „ পার্ব্বতীচরণ দত্ত
৫৩। „ সুধন্যকুমার সরকার

দাসেরজঙ্গল (ই দলপুর)—ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্র
তারিখ ১১ই পৌষ (১৩৩৪)

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ শর্ম্মা
তন্ত্রধার— „ হরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা
যজ্ঞরক্ষক— „ অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম রায় চৌধুরী

উপবীতী কায়স্থগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা এম্-এ, বি, এল্
২। " জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা সাব এ, সার্জ্জেন
৩। " নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা

রামনগর—ঢাকা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-মহাসম্মিলনীর বিগত অধিবেশনের ফলে এবং পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার বিশেষ চেষ্টায় ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার প্রসিদ্ধ রামনগর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র পাল দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবা উনসত্তর জন কায়স্থ-সন্তান গত ৩০শে আশ্বিন সোমবার যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে পবিত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ২৫এ আশ্বিন তারিখে মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতষ্পুত্র নীরবকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভূষণ পাল বি, এল্ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার কর্তৃপক্ষকে রামনগর যাওয়ার জন্য আহ্বান করিলে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সম্পাদক উকীল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী এবং সহকারী সম্পাদক ইডেন্-কলেজের সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় দেববর্ম্মা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল বর্ম্মা মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ বিগত ২৮শে আশ্বিন তারিখে রামনগর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। তৎপর দিবস বৈকালে মহেন্দ্র বাবুর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে কায়স্থের বর্ণ ও উপনয়নার্হত্ব বিষয়ক আলোচনার জন্য রামনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী বানিয়ারা, চান্দহর প্রভৃতি গ্রামবাসী কায়স্থ সন্তানগণের একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ঢাকার প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ মহোদয়ও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের মহিলাকুল এই সভায় যোগদান করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে রামনগর নিবাসী সুগায়ক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনাথ পাল দেববর্ম্মা মহাশয় একটী সুন্দর গান করিলে মনোরঞ্জন বাবু প্রায় তিন ঘণ্টাকালব্যাপী একটী সুযুক্তিপূর্ণ ও সারবান বক্তৃতা দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নার্হত্ব এবং উপনয়নের আবশ্যকতা প্রমাণ করেন। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় নীলমনি মুখোপাধ্যায়

এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির স্বপক্ষমত এবং বহু মহামহোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণের অনুকূল ব্যবস্থা এবং কলিকাতা, এলাহাবাদ, ও পাটনা হাই-কোর্টের নজির প্রভৃতির সুন্দর আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় অতি দক্ষতার সহিত সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নীরবে এবং অতি আগ্রহের সহিত এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির পরম শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এক অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার রসপূর্ণ, অথচ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ ভঙ্গীতে সভামণ্ডপ হাস্য ধ্বনি এবং ঘন ঘন করতালিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে প্রবীন উকীল পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মহোদয় মনোরঞ্জন বাবুর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিলে সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হয়। এই দুই বক্তার অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনের সকল সংশয় দূরীভূত হয় এবং উপস্থিত কায়স্থ সন্তানগণ একবাক্যে উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্থিরসঙ্কল্প করেন।

পরদিন প্রত্যুষে শানাইর মধুর ললিত ও ভৈরব রাগ উপনয়নোৎসবের সূচনা করিয়া দিল। বিস্তৃত অঙ্গনোপরিস্থিত বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে গোময়লিপ্ত স্থানে ও চণ্ডীমণ্ডপে উৎসবের আয়োজন চলিতে লাগিল। উপনয়নাকাঙ্ক্ষী কায়স্থ সন্তানগণ দলে দলে প্রাতঃস্নান করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা সকলে পবিত্র কুশাসনোপরি উপবেশন করিলে—ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, বিল্বপত্র, তৈজস, কুম্ভ, আম্রপল্লব নারিকেলফল সমাযোগে উৎসব-ক্ষেত্র দিব্য শ্রীধারণ করিল। তিনটী প্রকাণ্ড পুষ্পপাত্রে যখন প্রস্ফুটিত রক্তকমলস্তূপ রাখা ছিল তখন উহার সুমধুর গন্ধে ও মনোরম দৃশ্যে সকলেরই প্রাণমন মোহিত হইয়াছিল। কাসর, ঢোল, জয়ঢাক, সানাই প্রভৃতির তুমুল বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মহিলা-কণ্ঠের মধুর উলুধ্বনি মিশ্রিত হইল। ইহার পর সুগায়ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত রায় দেববর্ম্ম মহাশয় সুমধুর স্বরসংযোগে গাইলেন,—

"ওঁ যো দেবগ্নৌ যোপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"

এই বেদ গানটী গীত হইলে, তিনি স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয় রচিত বক্ষ্যমান সঙ্গীতটী গাইয়া সকলকে উদ্বোধিত করিলেন,—

ভীমপলশ্রী—আড়াঠেকা।

"পিতৃপূজা মহাযজ্ঞে জাগুক সবার প্রাণ।
প্রাণে প্রাণে সবে মিলি কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
পুণ্যক্ষেত্র বঙ্গভুমে এ যজ্ঞের মহাধুমে
জাগুক জাতীয় ধর্ম্ম, স্বজাতি কল্যাণ, মান,
স্বজাতি কল্যাণতরে, যাচ সবে যুক্ত করে,
হউক আবার বঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান॥
দেববৃত্তি, দেবকীর্ত্তি, দেবধর্ম্ম, দেবমূর্ত্তি
লভিতে চাহিলে পুনঃ ক্ষত্রিয় সন্তান,
জীবনে পবিত্র হও, যজ্ঞসূত্রে মন্ত্র লও,
যজ্ঞের দক্ষিণা দাও স্বার্থ অভিমান।"

গানশেষে যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত হইলে সাবিত্রী পূজান্তে পবিত্র হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল এবং যথাসময়ে সকলে পরম, পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া প্রণবসহ পূর্ণগায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণে ধন্য হইলেন। নবোপবীতীগণকে শান্তিজল ধারায় অভিষিক্ত করিয়া আচার্য্যগণ তাঁহাদের ললাটে যজ্ঞতিলক এবং মস্তকে এক একটী প্রস্ফুটিত রক্তকমলের নির্ম্মাল্য আশীর্ব্বাদ দিলেন। অতঃপর তুমুল বাদ্য ও উলুধ্বনির সঙ্গে উৎসব সাঙ্গ হইল।

ইহার পর রক্তপদ্মহস্তে নবোপবীতী কায়স্থসন্তানগণ ও ব্রাহ্মণগণের এবং উপস্থিত কায়স্থবৃন্দের একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

সায়ংসন্ধ্যান্তে মহেন্দ্রবাবুর আহ্বানে পূর্ণেন্দুবাবু এবং মহেন্দ্রবাবুর পরিবারস্থ কন্যাগণ সুমধুর কণ্ঠসঙ্গীত এবং এস্রাজের সুধাশ্রাবী আলাপ দ্বারা সমাগত ভদ্র মহোদয়গণকে আনন্দিত করেন।

বাস্তবিক মহেন্দ্র বাবু, তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র সুধাংশু বাবু, তাঁহার পুত্রগণ এবং গ্রামবাসী কায়স্থগণের ভদ্রব্যবহার ও আদর আপ্যায়নে নিমন্ত্রিত বিদেশীয় অভ্যাগতগণ পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি মহেন্দ্র বাবু প্রমুখ রামনগর এবং বানিয়ারা নিবাসী কায়স্থসন্তানগণের চেষ্টা ও আন্তরিকতায় এই উপনয়ন সংস্কাররূপ জাতীয়কার্য্য এমন সুন্দর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সিঙ্গাইর নিবাসী মনোমোহন ও উমেশ বাবুর চেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিগত ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে মনোরঞ্জন বাবু এবং প্রসন্নকুমার পাল

বর্ম্মা মহাশদ্বয় মানিকগঞ্জের বৈদ্যগ্রামে সর্ব্বপ্রথম যৌবীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুরিত কাণ্ডের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

বিভিন্ন স্থানের উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা বসন্ত রায়ের সন্তান শ্রীনগর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ রায়, সিঙ্গাইর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব বর্ম্মা নিয়োগী এবং ঐ গ্রাম নিবাসী মানিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব বর্ম্মা নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ কর দেববর্ম্মা রিফাইৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রাহুত।

নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এই উপনয়ন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন,—

পালবর্ম্মা মহাশয়দিগের কুলগুরু রামনগর নিবাসী শ্রীযুত যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ। বিক্রমপুর ধলছত্র নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন। টোলবাসাইল নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ।

স্থানীয় কুলপুরোহিত বিক্রমপুর নাগরনন্দীস স্বর্গীয় নিত্যানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র কাশিহরনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীমোহন ঠাকুর ও রামনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী এবং কোটালীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় উপস্থিত থাকিয়া পৌরোহিত্য কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

উপনীতী কায়স্থগণের নাম ধাম ঃ—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র	পাল	রামনগর	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন পাল	রামনগর
" সতীশচন্দ্র	"	"	" সুরেন্দ্রমোহন "	"
" শরচ্চন্দ্র	"	"	" ভূপেন্দ্রমোহন "	"
" শৈলেন্দ্রনাথ	"	"	" অনিলমোহন "	"
" পুলিনচন্দ্র	"	"	" রণেন্দ্রমোহন "	"
" ধীরেন্দ্রচন্দ্র	"	"	" জগবন্ধু গুহ	"

শ্রীযুক্ত	প্রবোধচন্দ্র পাল		রামনগর	শ্রীযুক্ত	নৃপেন্দ্রমোহন পাল		রামনগর
"	নগেন্দ্রচন্দ্র	"	"	,,	নরেন্দ্রমোহন	,,	,,
"	নৃপেন্দ্রচন্দ্র	"	"	,,	বিনয়ভূষণ	,,	,,
"	নলিনচন্দ্র	"	"	,,	ভবেশচন্দ্র	,,	,,
"	রবীন্দ্রচন্দ্র	"	"	,,	ফণীন্দ্রপ্রসাদ দাস		,,
"	তেজেন্দ্রচন্দ্র	,,	"	,,	ধীরেন্দ্রপ্রসাদ	,,	,,
"	শচীন্দ্রমোহন	,,	"	,,	বীরেন্দ্রপ্রসাদ	,,	,,
"	বটকৃষ্ণ	"	"	,,	যতীন্দ্রকুমার দেব বিশ্বাস		,,
"	কালিদাস	"	"	,,	দেব দাস রাহা	,,	,,
"	সুধাংশুভূষণ	" বি-এল্	"	,,	গুরুদাস	,,	,,
"	শৈলেন্দ্রচন্দ্র	"	"	,,	অবিনাশচন্দ্র	,,	,,
"	পূর্ণেন্দুনাথ	"	"	,,	গণেশচন্দ্র দেব সরকার		বানিয়ারা
"	বিপিনচন্দ্র	"	"	,,	রমনভূষণ	,,	,,
"	হরিদাস	" বি-এস-সি	"	,,	রমেন্দ্রচন্দ্র	,,	,,
"	শশীমোহন বসু	"	"	,,	মধুসূদন	,,	,,
"	রাধিকামোহন	"	"	,,	প্রিয়ভূষণ	,,	,,
"	ধরণীমোহন	"	"	,,	অবনীভূষণ	,,	,,
"	বিভূতিভূষণ ধর	" বি-এল্	বনিয়ারা	,,	ফণীভূষণ ধর	,,	,,
"	নরেন্দ্রকান্ত দাস চৌধুরী		"	,	কৃষ্ণকিশোর নাহা মজুমদার		,,
"	নিশিকান্ত	"	"	,,	রাইকিশোর	,,	,,
,,	সুরেশচন্দ্র	,,	,,	,,	ক্ষিতীশচন্দ্র	,,	,,
,,	হরমোহন দাস	"	,,	,,	রবীন্দ্রকিশোর	,,	,,
,,	প্রভাতরঞ্জন	,,	,,	,,	নীতীশচন্দ্র বসু	,,	,,
,,	প্রমোদরঞ্জন	"	,,	,	যতীন্দ্রকুমার	,,	,,
,,	প্রমথরঞ্জন	,,	,,	,	রতিকান্ত	,,	,,
"	সুধাংশুকিশোর নাহা মজুমদার		"	,,	মাধবচন্দ্র নিয়োগী		সিঙ্গাইর
"	নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ		সিঙ্গাইর	,,	ভূপেন্দ্রমোহন দত্ত		,,
"	জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র	"	"	,,	রাজেশ্বর আইচ		নবগ্রাম
"	বিনোদবিহারী সরকার		ভাটপাড়া				

—(পঞ্চায়েৎ)

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

দোলকুণ্ডী (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল ঘোষ রায় বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—

বিগত ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন দোলকুণ্ডী গ্রামে শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবী ৺বামাসুন্দরী-দেবীর আত্মকৃত্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৈতরণী, গোদান, হেমগর্ভতিলদান এবং ষোড়শ দানাদি ও বৃষোৎসর্গ এবং আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ দ্বিজোচিত বিধানে যথারীতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে ও অন্নের পীণ্ডদ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বৈদিক মহাশয় পুরোহিতের এবং আর্য্য দত্ত পাড়া-সমাজের বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী…প্রভৃতি মহাশয়গণ শ্রাদ্ধের আনুষঙ্গিক কার্য্যে বৃত ছিলেন।

এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে আর্য্য-দত্তপাড়া, শিরুয়াইল, ভাষড়া, কালামৃধা, নিলখী প্রভৃতি গ্রামের বহু স্বজাতীয় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং নিজ গ্রামস্থ পুরুষ, মহিলা ও অন্যান্য নানা জাতীয় প্রায় ৬।৭ শত ব্যক্তি যোগদান করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহু কাঙ্গালী উপস্থিত ছিল। সমাগত ব্যক্তিদিগকে আদর আপ্যায়নে এবং লুচী, মণ্ডা, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা ভুরি ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। মধু বাবুর আত্মীয় দোলকুণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ রায় বর্ম্মা মহাশয় এই কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এবং সহিষ্ণুতায় সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সহিত নির্ব্বাহ হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয়—এই গ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ বর্ত্তমানে যদিও কায়স্থোপনয়নের এবং ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধের পক্ষপাতি নহেন, তথাপি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠীত হন নাই; ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাষ বর্ম্মা শ্রীযুক্ত কালী মোহন সেন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলালঘোষ রায় বর্ম্মা, এবং শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রঘোষ বর্ম্মা প্রমুখ মহাশয়গণ ও "দোলকুণ্ডী যুবক-সঙ্ঘের'' কর্ম্মীবৃন্দ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সকল কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণে ইহার সফলতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন। কৃতীর মামাত ভ্রাতা বঙ্গদেশীয়

কায়স্থ সভার সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক স্বজাতি হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয় অখিল-ভারত কায়স্থ-মহাসভা উপলক্ষে ডাল্‌টন্‌গঞ্জ যাইয়া কাশীধামে যাওয়ায় বাটীতে আসিতে না পারিয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা কৃতীকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

অনুপবীতী কায়স্থের ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

গত ২৬এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার খুলনা জেলার নন্দনপুর নিবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত দৈবচরণ কর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺মাধবচন্দ্রকর মহাশয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত করমহাশয় অনুপবীতী ছিলেন, তাঁহার একাদশবর্ষ বয়স্ক নাবালক পুত্রই এই শ্রাদ্ধের উত্তরাধিকারী। অনুপবীতী বলিয়া এই প্রকার শ্রাদ্ধে তাঁহাদের প্রথমতঃ অমত থাকিলেও বয়োঃ-প্রবীন শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেনবর্ম্মা মহাশয়ের সৎপরামর্শে ও চেষ্টায় তাঁহারা এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকের সম্মান।

কায়স্থজাতি তাহার সামাজিক অনুষ্ঠানে এতদিন কায়স্থপণ্ডিতগণের প্রতি তাহার কোন কর্ত্তব্যের পরিচয় দিবার আবশ্যক মনে করেন নাই। বহুদিন পূর্ব্বে দিনাজপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা বাহাদুর কে-সি, আই-ই, নিমতিতার জমিদার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী, কায়স্থ সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব-বর্ম্মা আই-সি, এস্, সি-আই, ই, এবং সভার গত বর্ষের সম্পাদক ও বর্ত্তমানবর্ষে সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা প্রমুখ কয়েকজন স্বজাতি বৎসল, সমাজ-হিতৈষী মহানুভাব ব্যক্তি এই সদানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের সহিত কায়স্থ সাধারণকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটী সমারোহ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে।

দিনাজপুরের পরম ভাগবত, রাজর্ষি জনকপ্রতিম স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায় সাহেব বাহাদুরের সাপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্র কায়স্থ সভার সদস্য কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা এম-এ, প্রাজ্ঞ বাহাদুর এবং কুমার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা বাহাদুর যথাশাস্ত্র দ্বিজাচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কুমার বাহাদুর কতিপয় বিশিষ্ট কায়স্থপণ্ডিত ও প্রচারককে পণ্ডিত বিদায়দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। আমরা কুমার বাহাদুরদ্বয়ের এই সদনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } মাঘ ১৩৩৪ { ১০ম সংখ্যা

কন্যাদায়

৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে "কন্যাদায়" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত ছিল না। তখন পিতৃ-মাতৃ-দায় ছিল সর্ব্ব প্রধান। এই দায় হইতে উদ্ধার হইবার সময় ব্রাহ্মণদিগের মনস্তুষ্টির জন্য যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইত, তাহা হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা সহজসাধ্য হইত না। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ-দায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিরা কাচা গলায় দিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দারস্থ হইতেন, সকলেই আপনা-পন অবস্থানুযায়ী সাহায্য করিয়া তাহাকে এই দায় হইতে মুক্ত করিতেন। তখন ব্রাহ্মণদিগের অযথা অত্যাচার থাকিলেও দ্রব্যাদি দুর্মূল্য ও ব্যয় বাহুল্য না থাকায় অনেকেরই অর্থের অসচ্ছলতা ছিল না। বিশেষতঃ পিতৃমাতৃ দায় হইতে উদ্ধার করা একটা পুণ্যকার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হইত।

তখন পুত্র-কন্যার বিবাহ একটা প্রধান দায় বলিয়া বিবেচিত হইত না। কাহারও পুত্র-কন্যার বিবাহ দিবার আবশ্যক হইলে ঘটককে ডাকিয়া উপযুক্ত পাত্র কি পাত্রী অনুসন্ধান করিতে বলা হইত। ঘটক পাত্র পাত্রী স্থির করিয়া বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তাকে সংবাদ দিতেন। তখন দেখাশুনা ও লগ্ন পত্র করা হইত। কন্যার পিতা ঘরবর অর্থাৎ বর সবল ও সুস্থ এবং আহারের সংস্থান আছে তাহাই দেখিয়া কন্যা পাত্রস্থ করিতেন, পুত্রের পিতাও কন্যার বয়স, মর্য্যাদা, অঙ্গসৌষ্ঠ, মুখশ্রী ও সুলক্ষণ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে গৌরাঙ্গী কি শ্যামাঙ্গীর অর্থ আদান প্রদানের কোন কথা উঠিত না। তবে কুলমর্য্যাদা বলিয়া কুলীনদিগের

একটা প্রাপ্য ছিল, তাহাও অতি সামান্য। এই মর্য্যাদা কেবল কুলীনেরাই পাইতেন—তা' তিনি পুত্রের পিতাই হউন আর কন্যার পিতাই হউন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে আমরা যখন প্রথম কলিকাতায় আসিলাম, তখন আমার এক খুল্লতাতের বিবাহের জন্য একটি ঘটকী এক সম্বন্ধ আনিয়া বলিল কন্যার পিতা কন্যাকে বাউটি সুটের গহনা ও বরকে ঘড়ি, চেইন ও আংটি দিবেন। এই প্রথমে দেনা পাওনার কথা শুনিলাম। তখন কেবল কলিকাতায় ইহা প্রচলিত হইয়াছে, মফঃস্বল পর্য্যন্ত পৌছে নাই।

এই পণপ্রথার উৎপত্তি ইউরোপ ও আমেরিকা। সেখানে কন্যার বিবাহ দেওয়া এক বিষম ব্যাপার। আমাদের সমাজে অনূঢ়া কন্যা থাকিবার যো নাই, কিন্তু সেখানে কত শত রমণী যে অবিবাহিত অবস্থায় চিরজীবন যাপন করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যদিও বিলাতী-সমাজে মেয়েদের আপনাপন পতি বাছিয়া লইবার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু মূল্যবান্ যৌতুক না পাইলে অনেক পুরুষই বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। সুতরাং সেখানে সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে কন্যা পার করা একরূপ অসম্ভব। কাজেই কোটি কোটি অনূঢ়া কন্যা বিলাতী সমাজে বিচরণ করিতেছে।

বিলাতী সভ্যতা অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা তাহাদিগের গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক গ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই পণপ্রথা একটি প্রধান অনিষ্টকর প্রথা। সাহেবেরা সে সময় এদেশীয়দিগের সহিত অধিক মেশামিশি করিতেন—বিবাহ ও অন্যান্য সমাজিক কার্য্যে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এদেশীয়রা বিলাতী বিবাহে যৌতুকের ঘটা দেখিয়া অবাক্ হইতেন। তখন কলিকাতায় এদেশীয়দিগের মধ্যে সুবর্ণ-বণিকেরাই অধিক ধনশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা কম থাকায় ইংরেজদিগের অনুকরণে অর্থের সাহায্যে ভাল ছেলে সংগ্রহ করিবার স্পৃহা ক্রমে তাহাদিগের বৃদ্ধি পাইত লাগিল। আমরা যখন প্রথমে কলিকাতায় আসিলাম তখন এই পণপ্রথা সুবর্ণ বণিক্‌দিগের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল এবং কায়স্থদিগের মধ্যেও ইহা আস্তে আস্তে প্রবেশ করিতেছিল। এখন এই পণপ্রথা কেবল মাত্র কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই—এখন ইহা সমগ্র ভারতের প্রায় সকল জাতির মধ্যে অন্তঃশীলা ফল্গু নদীর ন্যায় আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়াছে।

এখন আমরা এই পণপ্রথাকে কুপ্রথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এই কুপ্রথা তখন আমাদের সমাজে এরূপভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, বিশেষ চেষ্টা

করিয়াও আমরা এই প্রথাকে নির্ম্মূল করিতে পারিতেছি না। পুত্রের পিতার নিকট এখন এক একটি ছেলে এক এক খানি তালুক বলিয়া বিবেচিত হয়; সুতরাং সে লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়ে। আবার কন্যার পিতাও ভাল ছেলের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। কাজেই আমাদের সমাজ হইতে পণপ্রথা বিদূরিত হওয়া এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সংস্থাপিত হইলে পাথুরিয়া ঘাটার স্বর্গীয় রমাপ্রসাদঘোষ মহাশয়ের ভবনে ইহার একটি সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে কলিকাতার অধিকাংশ গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে পণপ্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় পুত্রের পিতারা স্বাক্ষর না করিয়া সরিয়া পড়িলেন, আর কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত স্বাক্ষর করিলেন, সুতরাং প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা কোন সুফল লাভ হইল না। ইহার পরে এই সম্বন্ধে অনেক সভা-সমিতি, অনেক আন্দোলন চলিতে লাগিল, অবিবাহিত যুবকদিগকে এই পণপ্রথার কুফলের কথা নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাহাদিগের সাহায্যও সহানুভূতি যাচ্ঞা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই এই সর্ব্বনাশা প্রথা রহিত হইল না।

পূর্ব্বে দেশের রাজা ছিলেন হিন্দু। ব্রাহ্মণদিগেরও তখন এরূপ অধঃপতন হয় নাই। সমাজের বন্ধনও সুদৃঢ় ছিল। সমাজপতিরা আপনাপন সমাজ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালন করিতেন। সমাজপতি যেখানে অকৃতকার্য্য হইতেন, সেখানে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া সমাজপতিদিগকে সাহায্য করিতেন। এখন রাজা বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় অধঃপাতিত, সমাজপতিদিগেরও সমাজের উপর সেরূপ আধিপত্য নাই। এখন স্ব স্ব প্রধান, কেহই কাহারও কথামত চলিতে চাহেন না। ইহার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। যদি আজ সমাজপতির আদেশে সমাজ পরিচালিত হইত, তাহা হইলে কায়স্থসভার চেষ্টা সফল হইত, যুবকেরা পণপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, আর পুত্রের পিতারাও অর্থের আশায় কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

তবে এখন উপায় কি?—এই কথাই সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যখন অপরের সাহায্য পাইবার কোন আশা আদপে না থাকে, তখন দুঃস্থ ব্যক্তি নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং কন্যার পিতা বা অভিভাবককেই আপনাদের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি উপায় এখানে বিবৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ পুত্র ও কন্যাকে সমান বক্ষে দেখিতে হইবে। পিতার গৃহে পুত্রের ও কন্যার সমান অধিকার আছে ইহাই কার্য্যদ্বারা দেখাইতে হইবে। পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া আপনাকে ভরণপোষাণ করিবার মত সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। কন্যা যদি বুঝিতে পারে যে পিতার পক্ষে তাহাকে সৎপাত্রস্থ করা একরূপ অসম্ভব, আবার পিতারও অবস্থা এরূপ সচ্ছল নহে তাহাতে তিনি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া আপনাদিগকে অর্থোপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে।

ইউরোপ ও আমেরিকার অবিবাহিত রমণীর সংখ্যা অনেক অধিক তাহারা শৈশব হইতে সুশিক্ষা পায় এবং বড় হইয়া আপন ভরণ-পোষণ ও সেই সঙ্গে সমাজের ও দেশের কার্য্য সাধ্যমত করিয়া থাকে। বিবাহের জন্য তাহারা ব্যাকুল হয় না। তবে যদি দৈবক্রমে কোন পুরুষের সহিত গাঢ় ভালবাসা জন্মায় এবং বিবাহ করিলে উভয়েই সুখী হইবে ইহা বুঝিতে পারে,তবে তাহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। আমাদিগের মেয়েদিগকেও গৃহের মধ্যে অবরোধ করিয়া না রাখিয়া যাহাতে তাহারা আপনাদিগের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হয় তাহাদিগকে সেই ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের গ্রামের একটি ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিবার পর একমাস গত না হইতেই সে বিধবা হইল। ব্রাহ্মণ শোকে অভিভূত হইলেন, শেষে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন "আমি কন্যার আবার বিবাহ দিব" ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। এক দিকে দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা সংসারের কোন ধার ধারে না, এমন কি, তাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার অবস্থা তাহার হয় নাই। সে যত বড় হইতে থাকিবে, ততই নিজের দুরবস্থার কথা তাহার মনে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে। আবার পিতার অবর্ত্তমানে তাহাকে কে আশ্রয় দিবে তাহাই ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহার পিতা যদি পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে পারেন তাহা হইলে কন্যার ভবিষ্যতের ভাবনা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর ভাবিতে হয় না। কিন্তু অপর দিকে হিন্দু সমাজের কঠোর শাসন অমান্য করিয়া সমাজে বাস করিবার সাহস কয় জনের আছে ?

এই সকল কথা ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া পরে বলিলাম "কন্যা শিশু এখনও ভালমন্দ বুঝিবার অবস্থা তাহার হয় নাই। এমন কি বিবাহ যে কি তাহাও সে

জানে না। এরূপ অবস্থায় এখন তাহার বিবাহ না দিয়া তাহাকে কলিকাতার কোন বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং এ রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে দাও। লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়া সে যদি স্বেচ্ছায় বিবাহ করে তবে তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না তোমাকেও লাঞ্ছিত হইতে হইবে না।" আমার এই কথা ব্রাহ্মণের মনে ধরিল, মনও অনেকটা শান্ত হইল। তখন আমি যোগাড় করিয়া কন্যাটিকে বালিগঞ্জে শিক্ষয়িত্রী হইবার যে সরকারী বিদ্যালয় আছে সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। কয়েক বৎসর হইল বালিকাটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার সামান্য আয় ছিল, তাহাতে কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং পরিবারগণের গ্রাসাচ্ছাদন কোন উপায়ে তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। এখন কন্যার উপার্জ্জনের উপরই সংসারের চলাচল নির্ভর করিতেছে। মেয়েটি এখন বিদ্যালয় ও সংসার লইয়া ব্যস্ত, অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর তাহার নাই। ব্রাহ্মণ যদি কন্যাটিকে লেখাপড়া শিখিতে না দিতেন তাহা হইলে পিতার সংসার লইয়া আজ তাহার বিষম বিপদে পড়িতে হইত। তাহার পর কন্যার বিধবা বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও সফলকাম হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ, আর পারিলেও তাহাতে কন্যা সুখী হইত কি দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইত তাহা কে বলিতে পারে ?

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি সরকারি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সামান্য কিছু পেন্সন পান, পরিবারবর্গও কম নহে। দুইটি অবিবাহিতা কন্যা, তন্মধ্যে একটীর বয়স ১৪।১৫ বৎসর। পুত্র দুটী, কিন্তু কেহই উপার্জ্জন ক্ষম নহে। যাহা পেন্সন পান তাহাতে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া আমি বিনা মূল্যে কয়েক দিবস তাহার বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপিলাম। কয়েক খানি পত্রও আসিল, ২।১ জন দেখিতেও আসিলেন। কন্যার অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও মুখশ্রী মন্দ নহে, গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম সমস্ত বেশ জানে। কিন্তু বরপক্ষ হইতে পছন্দ হইল না, ওজর করা হইল কন্যাটী গৌরাঙ্গী নহে, প্রকৃত কারণ কিন্তু অর্থ। কন্যাটি শ্যামাঙ্গী ও অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ, এ কথা বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিলেও, হয় ত বরপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে একেবারেই কিছু পাওয়া যাইবে না, তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু

যখন কন্যার পিতার নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন "ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিতে চাহে না" বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। আমি শেষে কন্যার পিতাকে বলিলাম কন্যাকেও এখন ৩।৪ বৎসর বিবাহ না দিয়াও রাখিতে পারেন, সুতরাং তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাহাকে লেখাপড়া, শেলাই কি ধাত্রীবিদ্যা—এইরূপ কিছু শিখিতে দিউন, যাহাতে ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে সে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে।

যশোহর সহরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে এক কায়স্থ রমণী আছেন। কায়স্থ-পত্রিকায় যিনি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। শুনিতে পাই তিনি নাকি আজও অবিবাহিতা আছেন—তাঁহার প্রতিজ্ঞা যিনি বিবাহের পন স্বরূপ একটি কড়িও চাহিবেন তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন না। কেরোসিন তৈলে পুড়িয়া মরা সৎসাহসের কার্য্য নহে। যদি কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিবার অবস্থা পিতার না থাকে, তবে কি আত্মহত্যা না করিয়া পণপ্রার্থী কোন যুবককে বিবাহ করিব না এইরূপ সংকল্প কন্যার করা কর্ত্তব্য। আজকাল সুশিক্ষিতা রমণীরা সভাসমিতি করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন, তাঁহারা এই পণপ্রথা উঠাইবার জন্য যদি প্রাণপনে চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় সুসিদ্ধ হইবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই কুপ্রথা রহিত করিতে পারিলে হিন্দু সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে এবং তাঁহারা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

করণ সমস্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকারের করণ আছে। বৈশ্যজাত করণ ও বৈবৈশ্য-করণ; বৈশ্যজাত করণ জাতিতে তৈলী তাম্বুলীর সহিত অভিন্ন, কিন্তু বৈবৈশ্যজাত করণ, জাতিতে ক্ষত্রিয়। বৈবৈশ্য—বিবৈশ পুত্র; এই 'বিবৈশ' শব্দের 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিকৃত' অর্থাৎ অসংস্কৃত বা ব্রাত্য, এবং 'বৈশ' অর্থ (বিশ + ষ্ণ, ঈশ্বরার্থে) বিশাংপতি বা রাজা; সুতরাং 'বিবৈশ' ব্রাত্য রাজা এবং 'বিবৈশ্য' ব্রাত্য রাজন্য। মনূক্ত করণ ব্রাত্য রাজন্য-জাত। 'বৈবৈশ্য' শব্দ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য। আমরা প্রথমতঃ মনূক্ত করণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ মনু ১০।২২।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রাবিড় জাতি জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইহারা সকলেই এক জাতি, কেবল নাম মাত্র প্রভেদ—সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, করণজাতি খস ও দ্রবিড় জাতির সহিত সর্ব্বাংশেই সমান। কিন্তু খস ও দ্রবিড় জাতি আবার বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ মনু ১০।৪৩

অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন জন্য এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥ মনু ১০।৪৪

পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, ও খশ।

উক্ত বচন বলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, করণ জাতিও বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ করণ জাতিও কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণের সহিত অভিন্ন। কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ ও পহ্লব রাজা সগর কর্ত্তৃক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়; ইহা আমরা হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণাদি গ্রন্থে দেখিতে পাই। সগর রাজার পূর্ব্বে উহারা পরাক্রান্ত ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু সগরের পিতা বাহু নরপতিকে ঐ পাঁচটি জাতি সম্মিলিত হইয়া রাজ্যচ্যুত করায় সগর উহাদিগের ধ্বংস-সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। উহারা বশিষ্ঠের শরণাগত হইলে সগর বশিষ্ঠের নিকট নিজ প্রতিজ্ঞার কথা জ্ঞাপন করেন। তখন বশিষ্ঠ সগরকে নিবৃত্ত করিয়া উক্ত জাতি পাঁচটিকে ধর্ম্মহীন করিতে উপদেশ দেন, কারণ ধর্ম্মনষ্ট হইলেই উহাদের আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন হইল। এইরূপে সগরের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রহিল ও কাম্বোজ যবনাদি জাতি ধর্ম্মভ্রষ্ট ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল।

তে চ আত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি—বিষ্ণুপুরাণম্।

মনুতে সাগর শব্দের উল্লেখ আছে (১।২৪)। সগর রাজার নাম হইতেই সাগর নামের সৃষ্টি; সুতরাং মনূক্ত কাম্বোজাদি জাতি বশিষ্ঠাদেশে সগর কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় ইহা বলা যাইতে পারে। এই জন্যই মনূক্ত—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥

শ্লোকের "ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ" চরণের ব্যাখ্যা "ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মপুত্রস্য বশিষ্ঠস্য আদর্শনেন আজ্ঞাপনেন চ" এইরূপ বলা অসঙ্গত নহে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠের আদেশে কাম্বোজাদি জাতি সকল (ক্ষত্রিয়গণ) বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক ইহা স্থিরীকৃত যে, করণজাতি খশ ও দ্রবিড় জাতি হইতে অভিন্ন এবং খশ ও দ্রাবিড় ম্লেচ্ছের সহিত এক, সুতরাং করণ ও ম্লেচ্ছ উভয়েই সমান। উভয়েরই পিতা ও মাতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ম্লেচ্ছ ও করণের একত্ব নিবন্ধন ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ম্লেচ্ছ মিশ্র জাতি নহে। আমরা এস্থলে জাতি ম্লেচ্ছের কথাই বলিতেছি। কর্ম্ম ম্লেচ্ছ, মিশ্র বা অমিশ্র যে কোন জাতিই হইতে পারে। গৌতমের মতে চণ্ডাল বৃত্তিস্থ হইলে হইলে ব্রাহ্মণ বাচ্য হয় এবং বৌধায়নের মতে যে কোন জাতিই হউক গোমাংস-ভুক্ ও আচার-হীন হইলে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মম্লেচ্ছের জাতির নির্ণয় নাই কিন্তু জাতি ম্লেচ্ছ অবিমিশ্র ক্ষত্রিয়। রাজা বেণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইলে দেশ অরাজক হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মৃত বেণের শরীর মন্থন করিয়া পুরুষের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে রাজা করিতে কৃতনিশ্চয় হন। সেই মন্থনে প্রথমতঃ বেণের শরীর হইতে ম্লেচ্ছ জাতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে রাজার অযোগ্য বিবেচনা করেন ও পুনরায় শরীর মন্থন করিয়া ধার্ম্মিক নৃপতি রাজা পৃথুকে লাভ করেন। মৎস্য-পুরাণোক্ত—

তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ

এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায় যে, ম্লেচ্ছ শরীরে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন মিশ্রণ নাই। কারণ ক্ষত্রিয় রাজা বেণের শরীরই ম্লেচ্ছের একমাত্র উপাদান। মহাভারতেও আছে—

যদোশ্চ যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ জাতাস্তু বৈ ভোজা অনোশ্চাম্লেচ্ছ জাতয়ঃ ॥

যেমন যদু হইতে যাদবগণ, তুর্ব্বসু হইতে যবনগণ, দ্রুহ্য হইতে বৈভোজগণ সেইরূপ অনু হইতে ম্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়রাজ যযাতির পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য অনু ও পুরু। অতএব প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতে দেখা গেল ম্লেচ্ছগণ অবিমিশ্র ক্ষত্রিয় বংশজাত, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ম্লেচ্ছ উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ম্লেচ্ছ জাতিকে মিশ্রজাতি বলিয়াই অনুমান হয় কিন্তু একটু ধীরতা অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলেই ঐ বিরুদ্ধ ভাব তিরোহিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিতেছেন—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।
বলবত্যো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ১০।১১৯

ক্ষত্রবীর্য্য হইতে শূদ্রাগর্ভে ঋতুদোষ "পাপহেতু বলবান ও দুরন্ত ম্লেচ্ছ জাতিগণ জন্মে"। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত ম্লেচ্ছোৎপত্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছোৎপত্তির কতকটা মিল আছে। উভয় মতেই ম্লেচ্ছপিতা ক্ষত্রিয়-সম্ভূত, কিন্তু গোলযোগ মাতা লইয়া। পূর্ব্বোক্ত মতে ম্লেচ্ছের পিতা মাতা উভয়েই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, কিন্তু পরবর্ত্তী মতে পিতৃস্থলে ক্ষত্রবীর্য্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রাত্য ক্ষত্রবীর্য্যও ক্ষত্র-বীর্য্য হইতে পারে, সুতরাং পিতৃস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতেও বিরোধ নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত মতে মাতা ব্রাত্যক্ষত্রিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে মাতা শূদ্রা। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াই কি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শূদ্রা বলিয়া অভিহিতা হয় নাই? মনু বলেন—

ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যাত্যবদেব তু। ৮।৩৭৩

অর্থাৎ ব্রাত্যাগমন চাণ্ডালী-গমনের সমান। ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বেও স্ত্রীর শূদ্রের সহিত সমতা লক্ষিত হয়।

স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজের বেদাধিকার নাই। ফলতঃ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া দ্বিগুণিত শূদ্রা, কারণ প্রথমতঃ সে স্ত্রী বিধায় শূদ্রা দ্বিতীয়তঃ সে শূদ্রা—কেন না সে ব্রাত্যা। কিন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পক্ষে দ্বিগুণিত শূদ্রত্ব উপলব্ধ হয় না। এজন্য পিতৃস্থলে ক্ষত্র-বীর্য্য ও মাতৃস্থলে 'শূদ্রা' শব্দ প্রয়োগ। মনুও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বিলুপ্ত করেন নাই। তিনিও ব্রাত্য রাজন্য অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই বলিয়াছেন। ফলতঃ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের 'ক্ষত্র-বীর্য্যেণ শূদ্রায়াং' উক্তিতে 'ব্রাত্যক্ষত্রাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ায়াং' বুঝিতে হইবে, কারণ—একবাক্যত্ব সম্ভবহইলে বাক্যভেদ কখনই প্রযুক্ত নহে। আবার দেখা যাইতেছে 'ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং' নাই; উহাতে আছে—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং ঋতুদোষেণ পাপতঃ।

এই 'ঋতুদোষেণ পাপতঃ' উক্তির উপায় কি? উপায় এই ঃ—ঋতুকাল ষোল দিন। ঋতু ভিন্ন সন্তান জন্মে না। ঋতুকালের প্রথম তিন দিন স্ত্রী অপবিত্রা বলিয়া অগম্যা। ঐ তিন দিন গমনে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাও অপবিত্র। পরাশর বলেন—

প্রথমেঽহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুদ্ধতি ॥ ৭।২৯

স্ত্রী ঋতুর প্রথম তিন দিনে চণ্ডালীর ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনীর ন্যায়, তৃতীয় দিনে ধোপানীর ন্যায় এবং চতুর্থ দিনে স্ত্রী শুদ্ধ হইয়া থাকে। আবার মনু বলেন—

DOUBLE COLOUR

ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যা তাবদেব তু।

অর্থাৎ ব্রাত্যা-গমন চণ্ডালী গমনের তুল্য।

স্বতরাং ম্লেচ্ছ মাতা ব্রাত্যা ক্ষত্রিয়ায় ঋতুদোষ লাগিয়াই আছে; সকল সময়েই সে চণ্ডালী শুধু ঋতুর প্রথম দিনে নহে। মোট কথা, ব্রাত্যা নিতান্ত অপবিত্রা বলিয়া তাহার অপবিত্র শরীরজাত ঋতুকে দুষ্ট ঋতুবোধেই ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণকার 'ঋতুদোষেণ পাপতঃ' লিখিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥ ১০।২২

ইহার ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন যে, ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ, দ্রবিড় ইহা এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম; স্বতরাং করণও যাহার নাম খশও সেই জাতিরই নাম। খশ জাতি কিন্তু ম্লেচ্ছের মধ্যে পরিগণিত—

বেণস্য স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতে ম্লেচ্ছো নাম সুতোবরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্কশ শ্চৈব খশো বৈ যবনস্তথা॥
সুহ্মকাম্বোজশবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সংবভূবুশ্চ ম্লেচ্ছভেদাস্ত এব হি। বৃঃ ধঃ উঃ খঃ ১৩।২২।৫৪

অর্থাৎ বেণ রাজার শরীর হইতে ম্লেচ্ছ নামে এক পুত্র জন্মে; ঐ পুত্রের পুলিন্দ, পুক্কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কাম্বোজ, শবর, খর প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছ ভেদ মাত্র। করণ ও খশ যদি এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে খশও ম্লেচ্ছ, করণও ম্লেচ্ছ।

ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণের মাতাও কোন কোন শাস্ত্রে শূদ্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্রবচন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় ম্লেচ্ছোৎপত্তি বিষয়ক বচনের অনুসরণকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। করণ বা ম্লেচ্ছের মাতা শূদ্রা বলিয়া উক্ত হইলেও ম্লেচ্ছ যে মিশ্র জাতি নহে। ম্লেচ্ছের শরীরে ক্ষত্রিয়-শোণিত ভিন্ন অন্য কোন মিশ্রণ নাই। যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যায় যে, রাজা বেণের সময়েই করণের কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

বৃহধর্ম্মেন উত্তরখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

পুরা বেণো ধর্ম্মপথমুৎসৃজ্যোগ্রমকারয়ৎ।
তস্যাধিকারকালে তু জাতীনাং সংকরোঽভবৎ॥
স্বভাবপীড়কো বেণো লব্ধ্বা সিংহাসনং পুনঃ।
ধর্ম্মান্ নিষেধয়ামাস বর্ণাশ্রমকুলোচিতান্।
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ।

ইতি ন্যবারয়ৎ ধর্ম্মান্ ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ॥ ২।১৭।১৮ শ্লোক।

পুরাকালে রাজা বেণ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার অধিকার-কালে জাতিদিগের বর্ণসঙ্কর ঘটিয়াছিল। স্বভাবপীড়ক বেণ সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রজাবৃন্দের বর্ণাশ্রম-কুলোচিত ধর্ম্ম রহিত করিয়াছিলেন। কেহই যজ্ঞ, দান, হোমাদি করিতে পারিত না। রাজার নিষেধাজ্ঞা ভেরী দ্বারাও রাজ্য মধ্যে বিঘোষিত হইয়াছিল। স্বতরাং দেখা যাইতেছে রাজা বেণ বর্ণধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ও যজ্ঞ নিষেধ করিয়া যজ্ঞোপবীত হইতে না দিয়া অনেক অবিমিশ্র দ্বিজাতিকেও বর্ণসঙ্কর করিয়াছিলেন। সেই বিপ্লব সময়েই করণের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছে। এই স্বকর্ম্মত্যাগ-জনিত বর্ণসাঙ্কর্য্য প্রথমে ঘটে। সেজন্য বৃহদ্ধর্ম্মে বর্ণসঙ্করগণের তালিকায় প্রথমেই, অর্থাৎ মিশ্র সঙ্করগণের উল্লেখের পূর্ব্বে, করণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় :—

শূদ্রায়াং বৈ সুতো যজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকোবণিক্॥

শূদ্রাগর্ভে করণ এবং বৈশ্যায় ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিক জন্মে। এ স্থলে শূদ্রাগর্ভে করণ এই উক্তিতে ব্রাত্যক্ষত্রিয়াগর্ভে জাত করণ বুঝিতে হইবে। কেননা, করণ ম্লেচ্ছ বলিয়া তন্মাতা ব্রাত্যা ক্ষত্রিয়া হইলেও ঋষিবাক্যে শূদ্রা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই করণ কিরূপে বিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র লেখকে পরিণত হইল তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়, বেণপুত্র ধার্ম্মিক পৃথু, বেণপাপ-সম্ভূত সঙ্করদিগের নিমিত্ত মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ সঙ্করগণকে পৃথিবী ধারণ করিতে অক্ষমা হইয়া অন্নশূন্যা হইয়াছিলেন—

তদ্ধারণাক্ষমা পৃথ্বী প্রজাভ্যো নান্নদায়িনী।

এজন্য রাজা পৃথু সঙ্করগণ বধ্য বা রক্ষণীয় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণগণ, সঙ্করগণকে বধ করা উচিত নয়, এইরূপ উপদেশ দিয়া উহাদের বৃত্তি ও ধর্ম্ম কল্পনায় সচেষ্ট হন। তখন পৃথু সঙ্করদিগকে ব্রাহ্মণগণ সমীপে একত্রিত করিলেন। ঐ সময়ে সঙ্করদিগের বিকৃতাকার, ছিন্নবাস, জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ও মলিন বদন ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা সঙ্করদিগকে স্ব স্ব অবস্থা বর্ণন করিতে বলিলে, প্রথমেই করণ বলিল :—

বয়ং মূর্খা জাতিহীনাঃ প্রজ্ঞাশূন্যা বিশেষতঃ।
ভবদ্বিধাস্ত সর্ব্বজ্ঞা কুরুধ্বং তু যথোচিতম্॥ বৃঃ ধঃ

DOUBLE COLOUR

অর্থাৎ আমরা মূর্খ, জাতিহীন, বিশেষতঃ বুদ্ধিশূন্য, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন। করণের এই উক্তিতে দেখা যায়, সে আপনাকে জাতিহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। জাতিহীন শব্দ নিতান্ত অপবিত্রকেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে (মনু ১০।৩৫) ; সুতরাং এই বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণই ব্রাত্য বা ম্লেচ্ছ করণ বলিয়া রা সঙ্গত। করণের উল্লিখিত বিনীত উক্তির পর ব্রাহ্মণগণ কি বলিয়াছিলেন?

অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তেন বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্।
রাজকার্য্যং করোত্বেব নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্॥
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্বপি॥
এষ এব হি সংশূদ্রে ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্বন্তু দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥ বৃহদ্ধর্ম্ম।

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তবৎসু বিপ্রেষু করণো নাম সঙ্করঃ।
প্রণনাম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিসংযুতঃ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তমূচুর্বৈ বৎস তিষ্ঠেত ভূতলে
রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ॥
কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণে ভক্তিস্ত্যাজ্যং মাৎসর্য্যমেব চ
সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্তস্ত্বং কৃত্বা ত্বং কুশলী ভবেঃ॥
ভব ত্বং বংশবান নাবং অবংশ্যাস্তুৎসমা ইত

ব্যাস উবাচ

এবমুক্তঃ স বৈ বিপ্রৈঃশ্চাদ্রূপোঽভবত্তদা

অর্থাৎ এই করণই সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত থাকুক। ইনি বিনয় ও আচার সম্পন্ন হইয়া যেরূপ উত্তম বাক্য বলিয়াছেন তাহাতে ইহাকে নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হওয়ায় ইনি রাজকার্য্যই করিতে থাকুন। ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ইহার ভক্তি থাকুক ইনি সংশূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবতা আরাধনায় মতি ও মাৎসর্য্য বিহীনত্ব উত্তম স্বভাব ইহাই সংশূদ্রের লক্ষণ। ব্যাস কহিলেন এই কথা বলিলে পর করণ নামক সঙ্কর, ব্রাহ্মণদিগের চরণে ভক্তি সহকারে,

প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, হে বৎস! তুমি এই সংসারে রাজকার্য্য অভিজ্ঞ ও লিপিকর্ম্মপটু, হইয়া অবস্থান কর। ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি থাকুক; মাৎসর্য্য পরিহার কর; সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্ত হইয়া কুশলে কালাতিপাত কর। তোমার বংশ অবিলুপ্ত হউক। ব্যাস কহিলেন—তখন ব্রাহ্মণের তদৃশ আশীর্ব্বাদ-বচনে করণের রূপ অতি সুন্দর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মাধষদেব

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শঙ্করদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মাধবদেব। ইহার পিতার নাম ছিল গোবিন্দ গিরি। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। রংপুর জেলার অন্তর্গত ধরলা বা ধর্ল। নদীতটস্থ 'বাণ্ডুকা' গ্রাম গোবিন্দ গিরির জন্মস্থান। এই স্থান তৎকালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এখানে তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি পুত্র দামোদরকে রাখিয়া টেম্বয়ানীতে আগমনপূর্ব্বক ভূঞাগণের আশ্রয়ে বাস করেন। এখানে তিনি জনৈক ভূঞার কন্যা 'মনোরমা'কে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে ১৪১১ শকে নারায়ণপুরের অন্তর্গত লেটেপুখুরী নামক স্থানে মহাপুরুষ মাধবদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় গোবিন্দ গিরি হরসিঙ্গা বরা নামক জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে ছিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিবার পর ঘাঘরি মাঝি নামক অপর একজন বন্ধুর আশ্রয়ে যান। সেখানে সস্ত্রীক অবস্থানকালে তাঁহার 'উর্ব্বশী' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দগিরির পূর্ব্বপুরুষ কনৌজ হইতে রংপুরে আসিয়া বাস করেন। ইহার কর্ণ দীর্ঘ থাকায় লোকে ইহাকে বড়কণ্ঠা, দীর্ঘকর্ণা, কানলমা নামে ডাকিতেন। উর্ব্বশী বিবাহযোগ্য হইলে ইনি যশোপাল ভূঞা নামক জনৈক কায়স্থের পুত্র গয়াপাণির সহিত বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরে দীর্ঘকর্ণা গিরি, মাধবদেবকে লইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দামোদরের নিকট বাণ্ডুকাতে যান। দামোদর তাঁহাদিগকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি মাধবদেবকে কিছুকাল ন্যায়, তর্কনীতি ও তন্ত্রশাস্ত্র পড়াইবার পর মাধবদেব একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর বাণ্ডুকাতে দীর্ঘকর্ণা গিরির মৃত্যু হইল।

DOUBLE COLOUR

অর্থাৎ আমরা মূর্খ, জাতিহীন, বিশেষতঃ বুদ্ধিশূন্য, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন। করণের এই উক্তিতে দেখা যায়, সে আপনাকে জাতিহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। জাতিহীন শব্দ নিতান্ত অপবিত্রকেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে (মনু ১০।৩৫) ; সুতরাং এই বৃহদ্ধর্ম্মোক্ত করণই ব্রাত্য বা ম্লেচ্ছ করণ বলিয়া রা সঙ্গত। করণের উল্লিখিত বিনীত উক্তির পর ব্রাহ্মণগণ কি বলিয়াছিলেন?

অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তেন বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্।
রাজকার্য্যং করোত্বের নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্॥
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্বপি॥
এষ এব হি সৎশূদ্রে ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্বন্তু দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥ বৃহদ্ধর্ম্ম।

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তবৎসু বিপ্রেষু করণো নাম সঙ্করঃ।
প্রণনাম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিসংযুতঃ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তমুচুর্বৈ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে।
রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ॥
কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণে ভক্তি স্ত্যাজ্যং মাৎসর্য্যমেব চ।
সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্তত্বং কৃত্বা ত্বং কুশলী ভবেঃ॥
ভব ত্বং বংশবান্ যাবৎ ত্বদ্বংশ্যাস্তৎসমা ইহ।

ব্যাস উবাচ

এবমুক্তঃ স বৈ বিপ্রৈশ্চারুরূপোঽভবত্তদা।

অর্থাৎ এই করণই সর্ব্বদা শ্রীযুক্ত থাকুক। ইনি বিনয় ও আচার সম্পন্ন হইয়া যেরূপ উত্তম বাক্য বলিয়াছেন তাহাতে ইহাকে নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হওয়ায় ইনি রাজকার্য্যই করিতে থাকুন। ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ইহার ভক্তি থাকুক। ইনি সৎশূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবতা আরাধনায় মতি ও মাৎসর্য্য বিহীনত্ব উত্তম স্বভাব ইহাই সৎশূদ্রের লক্ষণ। ব্যাস কহিলেন এই কথা বলিলে পর করণ নামক সঙ্কর, ব্রাহ্মণদিগের চরণে ভক্তি সহকারে,

প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, হে বৎস! তুমি এই সংসারে রাজকার্য্য অভিজ্ঞ ও লিপিকর্ম্মপটু হইয়া অবস্থান কর। ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি থাকুক ; মাৎসর্য্য পরিহার কর ; সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্ত হইয়া কুশলে কালাতিপাত কর। তোমার বংশ অবিলুপ্ত হউক। ব্যাস কহিলেন—তখন ব্রাহ্মণের তদৃশ আশীর্ব্বাদ-বচনে করণের রূপ অতি সুন্দর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা

আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মাধবদেব

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শঙ্করদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মাধবদেব। ইহার পিতার নাম ছিল গোবিন্দ গিরি। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। রংপুর জেলার অন্তর্গত ধরলা বা ধর্ল। নদীতটস্থ 'বাণ্ডুকা' গ্রাম গোবিন্দ গিরির জন্মস্থান। এই স্থান তৎকালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এখানে তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি পুত্র দামোদরকে রাখিয়া টেম্বুয়ানীতে আগমনপূর্ব্বক ভূঞাগণের আশ্রয়ে বাস করেন। এখানে তিনি জনৈক ভূঞার কন্যা 'মনোরমা'কে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে ১৪১১ শকে নারায়ণপুরের অন্তর্গত লেটেখুপুখুরী নামক স্থানে মহাপুরুষ মাধবদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় গোবিন্দ গিরি হরশিঙ্গা বরা নামক জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে ছিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিবার পর ঘাঘরি মাঝি নামক অপর একজন বন্ধুর আশ্রয়ে যান। সেখানে সস্ত্রীক অবস্থানকালে তাঁহার 'উর্ব্বশী' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দগিরির পূর্ব্বপুরুষ কনৌজ হইতে রংপুরে আসিয়া বাস করেন ইহার কর্ণ দীর্ঘ থাকায় লোকে ইহাকে বড়কণা, দীর্ঘকণা, কানলমা নামে ডাকিতেন। উর্ব্বশী বিবাহযোগ্য হইলে ইনি যশোপাল ভূঞা নামক জনৈক কায়স্থের পুত্র গয়াপাণির সহিত বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরে দীর্ঘকণা গিরি, মাধবদেবকে লইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দামোদরের নিকট বাণ্ডুকাতে যান। দামোদর তাঁহাদিগকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি মাধবদেবকে কিছুকাল ন্যায়, তর্কনীতি ও তন্ত্রশাস্ত্র পড়াইবার পর মাধবদেব একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর বাণ্ডুকাতে দীর্ঘকণা গিরির মৃত্যু হইল।

DOUBLE COLOUR

মাধবদেব মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উজনীয়া অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি মাতাকে ভগিনীপতি গয়াপাণির নিকট রাখিয়া পুনরায় বাণ্ডুকাতে আসেন এবং ভ্রাতার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন। কিছুদিন পরে পরস্পর মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি পৃথক্ হন। অতঃপর মাধবদেব মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে আসিতে আসিতে তিনি শ্রীদুর্গার নিকট মানসিক করেন যে, তাঁহার কৃপায় মাতা আরোগ্যলাভ করিলে তিনি তাঁহার নিকট জোড়া পাঁঠা দিবেন। মাতা আরোগ্যলাভ করিলে তিনি ভগিনীপতিকে দুইটী পাঁঠা আনিতে বলিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে, রামদাস, শঙ্করদেবের নিকট 'শরণ' লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। মাধবদেবের হাত এড়াইবার নিমিত্ত পাঁঠা আনিয়া দিব বলিয়া কয়েক বার দিন ফেলিয়া দেওয়ায় তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিখেন। এই বিষয়ের অসারতা বুঝাইয়া দিবার জন্য তখন রামদাস তাঁহাকে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের নিকট লইয়া যান। উভয়ের ঘোর শাস্ত্রীর তর্ক হইল। মাধবদেব, শঙ্করদেবের নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

এই শঙ্করদেব বড়ডুয়াতে কাছারিদিগের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া মজলীস্থ ধুঞাঘাটে আসিয়া সত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন।

ধুঞাঘাট বা বেলগুড়িতে শঙ্করদেবের অবস্থানকালে আহোমরাজ হাতি ধরিবার জন্য (১৪৫২—৫৩ শকে) 'খেদা' পাতিয়া ভূঞাদিগকে তাঁহাদিগের লোকজন সহ গড় রক্ষা করিতে বলে। রাজ-আজ্ঞায় শঙ্করদেবও এই কার্য্যে আদিষ্ট হন। তিনি প্রিয়তম শিষ্য মাধবদেব ও স্বীয় জামাতা হরিকে লইয়া গড় পাহারা দিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের

প্রাণদণ্ড হইতে মাধবের অব্যাহতি লাভ

দিকের গড় ভাঙ্গিয়া হাতি পলায়ন করে। আহোমরাজ এই সংবাদ পাওয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ভূঞাদিগকে ধৃত করিবার জন্য কতকগুলি 'পাইক' পাঠাইয়া দেন। যাঁহারা সুবিধা পাইলেন, প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পাইকরা শঙ্কর-দেবকে ধরিতে আসিলে তিনি এক লম্ফে একটী চৌদ্দ হাত প্রস্থ গড়খাই পার হইয়া কলং নদীর তীরে আসিলেন। এই নদী ও তৎপরে কলাকাটা (১) নদী অতিক্রমপূর্ব্বক বড়দোয়ায় পলাইয়া আসিলেন। পাইকেরা তাঁহাকে ধরিতে

(১) কলাকাটা—পূর্ব্বে ইহা ব্রহ্মপুত্রের সূতি বা নদী ছিল। শঙ্করদেব কলার মান্দার করিয়া এই সূঁতি দিয়া বড়দোয়ায় গিয়াছিলেন বলিয়া ইহা কলাকাধা নামে খ্যাত হয়।

পারিল না। কিন্তু তাহার শিষ্য মাধবদেব ও জামাতা হরিকে ধরিয়া লইয়া গেল। রাজআজ্ঞায় হরির শিরশ্ছেদ হইল। মাধবদেবের বেশভূষা সন্ন্যাসীর মত দেখিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুতে এ সংসারে কেহ কাঁদিবার নাই ভাবিয়া অহোমরাজ তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে শঙ্করদেব তাঁহাকে লইয়া তাঁতিকুছি (অধুনিক বড়পেটা) গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন। তৎকালে এই স্থান শাক্তধর্ম্মাবলম্বী কোচ নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

শঙ্করদেবের পুত্র হরিচরণ উক্ত রামদাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এ কারণ তিনি সম্পর্কে মাধবদেবের ভাগ্নীজামাই হইতেন। দ্বিজ রামানন্দ বলেন, "শঙ্করদেব, মাধবদেব, রামদাস ও অন্যান্য ভক্তগণসহ তীর্থপর্য্যটনের পথে কবিরের মঠে গিয়া-ছিলেন। কবির (২) তৎকালে জীবিত ছিলেন না। তাঁহার নাতিনীর সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।" চরিত-লেখক কণ্ঠভূষণ বলেন—"মাধবদেব, গুরুর সহিত গিয়া, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন।" যাহা হউক, তীর্থযাত্রাকালে গুরুপত্নী কালিন্দী গোপনে তাঁহাকে কাতরভাবে বলেন —"তুমি প্রভুকে বৃন্দাবনে যাইতে দিও না। এবারে সেখানে তিনি যাইলে আর গৃহে ফিরিবেন না।" মাধবদেব তাঁহার অনুরোধ স্মরণ করিয়া ৮ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন যাত্রায় এই বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করেন যে, পুঁথিতে বৃন্দাবনের যে মধুর বর্ণনা আছে, বর্ত্তমানে সেই বৃন্দাবন নাই। পুঁথি-বর্ণিত বৃন্দাবন যদি চাক্ষুষ দেখিতে নাই, তাহা হইলে পুঁথির উপর অবিশ্বাস জন্মিতে পারে।" ইহাতে মাধবদেবকে ছাড়িয়া তিনি বৃন্দাবন যাইতে বিরত হইলেন। যাহা হউক, কণ্ঠ-ভূষণও বলেন, "ইহারা কবিরের মঠে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন।"

পাঠবাস তে শঙ্করদে। – মাধবদেব বারাদি হইতে গণককুছিতে আসিয়া শঙ্করদেবের নিকট চলিয়া আসেন। এইখানে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে তিনি তাঁহার প্রধান সহায়। উজনী অঞ্চলে ধর্ম্ম হ্রাস হইতে থাকায় অত্রত্য ভূঞাগণ ব্যথিত হইয়া শঙ্করদেবকে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা ও লোক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি সেখানে যাইতে পারিবেন না বলিয়া

মাধবের উজান যাত্রায় ঠাকুর আতার বাধাদান

মাধবদেবকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বঢ়ার পো'! তুমি সেখানে সাবধানে যাও মাধবদেব তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হইতে যাত্রা করিয়া উজনীয়ার জন্য

(২) কবির—১৪৩০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

গণককুছিতে আসিলেন। এখানে ঠাকুর আতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। তিনি সকল কথা শুনিয়া বাধবকে কোনরূপ উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ পাটবাউসীতে আসিলেন এবং শঙ্কর গুরুকে দেখিয়াই " যেনে কৃপার সাগর, দৈবকীনন্দন পুরিও মনর কাম। ভকতর সঙ্গ সদা মুগুচোখ, মুখে তুয়া নাম॥"—ইত্যাদি পদ আবৃত্তি করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন শঙ্করদেব তাঁহাকে বলিলেন,—উজান দেশে ধর্ম্মের ব্যাঘাত হওয়াতে বারভূঞারা আমাকে লইতে লোক ও নৌকা পাঠাইয়াছেন। এখন কি করা উচিত, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বল। তদুত্তরে ঠাকুর আতা বলিলেন—বাপ! আপনার কথাটী মনে লাগিতেছে না। আপনি 'হাতিধরা, টেঙ্গা রোয়া' * আদি ঘটনার কথা এখন একবার স্মরণ করুন। যে সব কারণে সে দেশে থাকিতে না পারিয়া এদেশে চলিয়া আসিলেন, আমার মতে সে দেশে আপনার যাওয়া সঙ্গত নহে। তখন শঙ্করদেব বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। 'বেঢ়ারপো'কে সেখানে পাঠাইলে হয় না? তাহা শুনিয়া ঠাকুর আতা বলিলেন, তাঁহাকে সেখানে যেন না পাঠান হয়। এজন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। এমন সময় ভূঞাদিগের আর কয়েক জন লোক নৌকাসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল—বাপ! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইবে কি না ঠিক করিয়া বলুন। শঙ্করদেব বলিলেন-আমি সেকথা কেমন করিয়া তোমাদিগকে বলি। তিনি ঠাকুর আতাকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনি বড় বিশ্বাসী। চুণপোরা, কুমারকুছি ও এই পাটবাউসীতে আমি ইহার নিকট নানাপ্রকার উপকার পাইয়াছি। ইনি আমাকে তোমাদের ওখানে যাইতে বাধা দিতেছেন।" ভূঞাদিগের লোকেরা তাহা শুনিয়া শঙ্করদেবকে লইয়া যাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তবেআমাদের দেশে ধর্ম্মরক্ষার উপায় কি? তখন শঙ্করদেব তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে কয়েকটী উপদেশ দিলেন। অতঃপর ঠাকুর আতা মাধবদেবের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।

বড়পেটায় অবস্থানকালে শঙ্করদেব একদিন মাধবদেবের মন বুঝিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে মাধবদেব এইরূপ উত্তর দিলে :—

তোমাঠের সঙ্গ আমি যি কালে পাইলোঁ।
সেই কালে জোড়ণ কন্যা এড়ি আইলোঁ॥

---

* টেঙ্গারোয়া—রামচরণ ঠাকুর কৃত শঙ্কর-চরিতের ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোমাঠের পদ সেবা করিবে ইচ্ছায়।
এতেকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই॥ ৪৮৩—দৈত্যারি ঠাকুর

উপযুক্ত কন্যা পাইলে মাধবদেব হয়তো বিবাহ করিতে পারে, শঙ্করদেব এইরূপ ভাবিয়া স্বীয় কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তাহা শুনিয়া মাধবদেব দুঃখিতভাবে বলিলেন :—

করোঁ করোঁ নুবুলিবা বিহা করিবাক।
তাকে লাগি গুরু মানি নাহিকো॥
যাক আশে গুরু মানি থাকে তোমাথেক।
তাকে মাত্র শিক্ষা আতা লাগয় দিবাক।৪৮৬
অনাদি জনম ভোগ করা বিষয়ক।
তাকে এরাইবাক কহিয়োক উপায়ক॥

—দৈত্যারি ঠাকুর

রামানন্দের মুখে গুরুর দেহত্যাগের কথা শুনিয়াই মাধবদেব তাঁহার গলা জড়াইয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন :—

আজি সে জানিলোঁ মোর বুরিল সমূলি।
* * * *
মাধবে বোলন্ত আবে অন্ধ ভৈলো আমি।
এরি গৈলা কৈক মোর প্রাণপ্রভু স্বামী॥
গুরু অবিহনে মই জীবন্তে মরিলোঁ।
জগত নগৈয়া মই কি সক রহিলোঁ॥৩৮৪৪ *

—রামচরণ ঠাকুর

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের দেহত্যাগের পর তদীয় ধর্ম্মগদী লইয়া মাধবদেব ও দামোদর দেবের মধ্যে বিরোধ হয়। রামানন্দের কথায় ও অধিকাংশ ভক্তের মধ্যস্থতায় মাধবদেব উহা প্রাপ্ত হন। দামোদর দেব ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া একটী স্বতন্ত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন করিলে মাধবদেব তাঁহার সংশ্রব চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন :—

দামোদর গুরুক যে মাধবে বুলিলা॥৩৮৯৮

---

(১) ৩৮৪৪—এই পদটী আমি সাঁচ পাতায় লিখিত রামচরণ ঠাকুর-কৃত পুঁথিতে পাইয়াছি। শ্রীযুত হলিরাম মহন্ত প্রকাশিত পুঁথির পদের সহিত এই উদ্ধৃত পদের কিঞ্চিৎ অমিল থাকিলেও পরস্পরের ভাব মধ্যে অমিল নাই।—লেখক

বোলে কোন মতে গুরু প্রবর্ত্তাও তুমি।
তিনি গুটি কথা আবে কোয়া শুনু আমি ॥
হেন শুনি দামোদর কৈলা মাধবত।
বোলে প্রবর্ত্তহো আমি ভাগবত মত ॥৩৮৯৯
আরো দুই গুটি তাক পাছে কহিলন্ত।
হেন শুনি মাধবে তাহাঙ্ক বুলিলন্ত ॥
বরিষেক হৈছে গুরু বৈকুণ্ঠে যাইবার।
এতেকে লরিল মতি জানিলোঁ তোমার ॥৩৯০০

*   *   *   *

আপুনার মতে তুমি প্রবর্ত্তহা যাই।
তোমার আমার ॥৩৯০২আর সম্ভাষণ নাই

—রামচরণ ঠাকুর

মাধবদেব কামরূপের লোকদিগের সহিত কেবল ধর্ম্ম বিষয়ের সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন, এমন নহে—পরন্তু তাঁহাদিগকে তিনি কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও সুপরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি বংশীগোপাল দেব শর্ম্মা, শ্রীহরিদেব শর্ম্মা, যদুমণি দেবশর্ম্মা, রামচরণ ঠাকুর, গোপাল আতা, মথুরা দাস, গোপাল আতা, গোবিন্দ আতা, বিষ্ণু আতা (চমরিয়া সত্র), লক্ষ্মীকান্ত আতৈ (ধোপাগুরি সত্র), পদ্মপাণি আতা ও গোপাল (নামান্তর পরিহা) আতা এই ১২ জন প্রধান ভক্তকে ধর্ম্মাচার্য্য পদে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে তৎকালীন কামরূপ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দেন। এই ১২ জন ধর্ম্মাচার্য্যকে 'বারজনীয়া' বা 'বার মহাপুরুষ শ্রেণীর মহন্ত' বলা হয়।

শ্রীশ্রী৺কুরুয়াবাহী সত্রে রক্ষিত গোপালদেব চরিত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উজনী অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে দামোদর দেব, মাধবদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বংশীগোপাল দেবকে শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত পাটবাউসী সত্রে ধর্ম্মাচার্য্য পদে বরণ করেন এবং তাঁহার সহিত দুই জন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়া দেন :—

এই মতে শ্রীমন্ত মাধব সমন্বিত।
থাকন্ত গোপাল দেব হরিকথামৃতে ॥
ক্ষণো ক্ষণো থাকে দেব দামোদর থানে ॥

কদা থাকে মাধব সহিতে সাবধানে ॥
ভক্ত সবে মাধব সহিতে আলোচন্ত।
অসম দেশের প্রজা নিষ্ফল জীবন্ত ॥১৮ পৃঃ—২ পং
এহি মতে আলোচিয়া থির করি মনে।
বুলিবে লাগিলো তাঙ্ক মধুর বচনে ॥১৮ পৃঃ—৭ পং
যিতো দামোদর গুরু সাধু মহাজন।
তেহো সমে আলোচিয়া বুলিয়া বুলিয়া বচন ॥
শ্রীভাগবত মত দেখাইবেকে প্রতি।
চলিয়োক দেব তুমি আসামক প্রতি ॥
এক গুটি বীজির তযি ফল লভয়।
ব্রহ্মাণ্ড দানেও তায় নোহে সম হয়
নকরিবা হেলা দুঃখ নমানিবা মনে।
হরিভক্তির পথ দেখায়ো যতনে ॥
এহি মতে দুই হন্তরে বচনক ধরি।
দুয়ো সত্র ভকতক পুছিলা সভা করি ॥
মূর্ত্তি ভাগবত আগে গোপাল দেবক।
অভিষেক করি ধর্ম্মাচার্য্য পাতিলেক ॥
দামোদর মাধবর সত্রর ভকতে।
বারম্বার হরিধ্বনি করিয়াউন্মতে ॥
দুয়ো মহন্তর বাক্য ধরিয়া মনত।
গীতা ভাগবত লইলা সঙ্গত ॥
লরিলন্ত করযোড়ে কান্দিয়া প্রেমত।

*   *   *   * ॥

গোপালদেব চরিত

সন্তমালা পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে, মাধবদেব, অচ্যুতগুরু দেবশর্ম্মাকে ও ...গুদাস আতাকে ধর্ম্মাচার্য্য পদে বরণ করিয়াছিলেন :—

মাধব পুরোহিত অচ্যুত ব্রাহ্মণ।
কালুদাস আসা সমে এই বার ছন ॥
মাধবদেবর বাক্যে ভৈল মহাজন।
যৈত যিবা সত্র কৈলা শুনা বিবরণ ॥

রহিত অচ্যুত গুরু বেহারত যাই।
কালুদাস আতা নতি পৃথিবীত নাই॥

মাধবদেবের দেহত্যাগকালে উক্ত অচ্যুত গুরুকে 'ভেলা' সত্রের অধিকারী করেন। বর্ত্তমানে এই সত্র 'ভেলাভেঙ্গা' নামে পরিচিত। কুচবিহার রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ১॥০ মাইল।

শঙ্করদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দ ও তৎপুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর মাধবদেবের নিকট 'শরণ' লইয়াছিলেন :—

শঙ্করর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দ সন্ত।
পিতৃবাক্যে মাধবত শরণ লৈলন্ত॥
নামত পুরুষোত্তম তাহান সন্তান।
এহো মাধবর পায়ে লৈল শরণ॥

—সন্তাবলী

এতদ্ব্যতীত নিম্ন-আসামের সুন্দরী, বারাদি, গণককুছি, বেটবাড়ী, ভবানীপুর প্রভৃতি গ্রামের অসংখ্য ব্যক্তি মাধবদেবের নিকট 'শরণ' লইয়াছিলেন। কোচ-বিহারে অবস্থানকালে বহুসংখ্যক কোচ ও মেছ জাতীয় লোকেরা তাঁহার উপ-দেশ পাইয়া জাতীয় কদাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচারী হইয়াছিলেন :—

দকাছ মেছ লোক সবে এড়িলেক
পূর্ব্বের যত আচার।
মাধব দেবর উপদেশ পায়া
ভৈল সবে সদাচার॥

—দৈত্যারি ঠাকুর

শঙ্করদেব চুণপোরা হইতে কুনারকুছিতে গিয়া অবস্থান করিলে মাধবদেব বারাদি ত্যাগ করিয়া কালাবাড়ী (?) গ্রামে গিয়া থাকেন। এখান হইতে তিনি গণক কুছিতে আসেন। এখানে বস্থানকালে নারায়ণ দাস, মহেন্দ্রনাথ দৈবজ্ঞের নিকট হইতে জমী কিনিয়া বাসস্থানের জন্য তাঁহাকে প্রদান করেন। মহা-কালীরাম নামক জনৈক শুদ্ধমতি বৈষ্ণব গণককুছিতে মাধব দেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। মহাপুরুষ মাধবদেব গণককুছি হইতে সুন্দরীদিয়ায় আসিয়া ১৫৯৩ শকে সত্র নির্ম্মাণ করেন। ৬নীলকণ্ঠ দাস বলেন :—

"শঙ্করর আজ্ঞা পাই সুন্দরীদিয়াত যাই
সত্র করি মাধবের যতনে।

প্রসঙ্গক করি তহি মাধব থাকিলা রহি
লোক ভজাই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়া॥"

মাধবদেব বিরচিত পুঁথি ১। নামঘোষা, ২। শেষ কাণ্ড রামায়ণ, ৩। ৪। কুলুপীয়া ঘোষা, ৫। দেহ বিচার, গুরু ভটিমা, ৭। বৈষ্ণব কীর্ত্তন ৮। ভক্তি রত্নাবলী, ৯। ভোজন ব্যাপার, ১০। জন্মরহস্য, ১১। রাজসূয়, ১২। নামমালিকা, ১৩। পিশড়া গুচুয়া, ১৪। রত্নস্তনকার টীকা, ১৫। ভূষণ হেরুয়া, ১৬। ভুমি লোটয়া, ১৭। দধি মঙ্গল, ১৮। চোরধরা প্রভৃতি।

মাধবদেব কোচবিহারে বীরু কাজির আদেশে সংস্কৃত 'নামমালিকা' অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সুন্দরীদিয়াতে ঘোষা পুথি রচনা করেন। ইহার পরে তৎকর্ত্তৃক রাজসূয়যজ্ঞ লিখিত হয় :—

রঘুরাজা যেবে কালে মরিলন্ত পাছে।
সুন্দরীদিয়াত আসি কত দিন আছে॥
ঘোষা পুথি রাতস্থই তাহার পাছত॥ ৩৯৯৭

—৬রামচরণ ঠাকুর

* * * * *

না মালিকার পদ করিলা মাধব দেবে
জানা বীরু কার্য্যার বচনে॥ ১৫১২—দৈত্যারি ঠাকুর

কোচরাজ নরনারায়ণ যখন শঙ্করদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, কোম্‌জাতি, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ও কোন্ আশ্রমী। তাহার উত্তরে শঙ্করদেব রাজাকে যাহা বলিয়া-ছিলেন, এই মহাপুরুষ স্বরচিত ঘোষার এক স্থানে তাহা এইরূপ ভাবে লিখিয়া-ছেন :—

নোহো জানো আমি চাতি জাতি চারিও আশ্রমী নাহে আতি
নোহো পুণ্যশীল দানব্রত তীর্থগামী
কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্রর গোপীভর্ত্তা পদ কমলর
দাসর দাস তান দাস ভৈলো আমি॥ ৬৬৯*

মহাপুরুষ মাধবদেব তৎকৃত 'নাম ঘোষা'য় লিখিয়াছেন॥—

মাধবে বোলন্ত স্মৃতি শ্রুতি মোর আজ্ঞা বাণী জানা মিষ্ট
যিটো জনে আক উলঙ্ঘিয়া প্রবর্ত্তয়
ভৈলো সিটো মোর আজ্ঞা ছেদি মোর দ্বেষ কাণলেক আতি
মোর ভক্ত লস্তো বৈষ্ণব সিটো নোহয়॥ ৬২৫

ইহার তাৎপর্য্য—ভগবান্ বলিতেছেন, আমার ভক্তগণ হিন্দুসমাজের পরিচালক বেদ, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হউন, এরূপ ভাব আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। স্মৃতি, শ্রুতির সার অর্থ হইতেছে—হরিভক্তি, হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা ; উগ্রতপ যাগ-যজ্ঞ, দান ও পুণ্য কর্ম্ম করা নহে। যাঁহারা বেদের সার মর্ম্ম (insignificance) প্রকৃতপক্ষে বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, হরিভক্তি ও হরিনামই হইতেছে বেদের সার বস্তু। মহাপুরুষ মাধবদেব উপরিউক্ত কবিতাস্তবকের ভাবটী নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশ্লেষণ করিয়াছেনঃ—

যত উগ্রতপ জ্ঞান গুণ মাগ যোগ যজ্ঞ দান পুণ্য
কিবা প্রয়োজন সাধিবেক তাসম্বার।
কৃষ্ণ জগতের গুরু মিষ্ট গুথ মোক্ষপ্রদ দেব ইষ্ট
তাহান চরণে ভকতি নাহিক যার ॥৬২৬

এই কথার প্রমাণ 'নাম ঘোষা'র আর একটী শ্লোকে পাওয়া যায় ঃ—

চারিয়ো বেদর চারি অক্ষর সার কাঢ়ি আনি ব্রহ্মদেবে
বেকত করিয়া থৈল নারায়ণ বাণী
সেহি নারায়ণ নাম লৈয়া শুদ্ধ করোঁ আসি চিত্ত কায়া
হরি সন্তোষের কারণ আন নজানি ॥ ৬৬৪

ঈশ্বর হিন্দুসমাজ পরিচালনের জন্য সাধারণতঃ স্মৃতি, শ্রুতির মধ্য দিয়া বিধি বিধানগুলি প্রচার করিয়া ছিলেন সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও সেগুলি পালন করা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের উচিত কারণ—সে গুলি সমাজ ও ধর্ম্ম-গঠন কার্য্যে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার যে সকল সন্তান ভক্তির উচ্চ স্তর লাভ করিয়া একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল বিধি-বিধানের বহির্ভূত হইলেও, সে গুলির প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করা তাঁহাদের উচিত নহে কারণ—ঈশ্বর জনসাধারণের পরিত্রাণ হেতু স্মৃতি, শ্রুতির বিধান দিয়াছেন

স্মৃতি, শ্রুতিতে যে সকল বিধি-বিধান আছে, চিত্তশুদ্ধির জন্য বৈষ্ণবদিগের সেগুলি ততদির আচরণ করা আবশ্যক, যত দিন পর্য্যন্ত না পার্থিব সকল বস্তুতে তাঁহাদের বিরক্তি জন্মে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ অনুরক্তি হয়। যখন বৈষ্ণব ভক্তের বিরক্তি জন্মে, তখন তিনি বেদবিহিত বিধি-বিধান না মানিলেও কোন দোষ (অর্থাৎ—বেদ উলঙ্ঘন দোষ) তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কারণ —তাঁহার জাতি বিচার, সান্ধ্য পূজা, শ্রাদ্ধ শান্তি করিবার আবশ্যক হয় না। মাধবদেব এই কথা তাঁহার 'ঘোষা'তে স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ—

"অবিরক্ত ভকতর বেদ লঙ্ঘিবার দোষ
জানিবাহা ইহাক নিশ্চয়।
পরম বিরক্ত যিটো কৃষ্ণত ভকত ভৈল
ত্যর একো নাহিকে নির্ণয় ॥"৫৯৬

আর বৈষ্ণব ভক্তগণের মনে যখন শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ 'রতি' (অনুরক্তি) জন্মে তখন তাঁহাদের কর্ম্মগুলি বেদবিহিত। কেন না—সেগুলি কৃষ্ণভক্তির বিরোধী নহে। যে সকল বিধি-বিধান কৃষ্ণভক্তির বিরোধী অর্থাৎ—যাহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভের পক্ষে অন্তরায়, সেগুলি বেদবিহিত হইলেও প্রথম অবস্থা (stage)র কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি কখনও আচরণ করিবেন না। মাধবদেব তদীয় 'ঘোষা'য় এই উক্তির সমর্থনা করিয়াছেন, যথাঃ—

"তাবত কৃষ্ণর ভক্ত নরে ভক্তি অবিরোধী কর্ম্ম করে
কৃষ্ণর কথাত রতি দেবে নুপজয়।
যেবে ভৈল কৃষ্ণকথা রত নিত্য নৈমিত্তিক আদি যত
কথার বিরোধী জানিয়া সবে ত্যজয় ॥" ৫৯৭

শ্রীরাম আতা (কেয়লীয়া)—ইনি শঙ্করদেবের নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিবার পর সংসারের সকল ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন। ইনি উদর পূর্ত্তির জন্য কখনও ভিক্ষায় ব্যাহির হইলেন না। যিনি যাহা দিতেন, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্ত্র কিংবা কোন দিন অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সেগুলি তিনি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার একখানি কাঁথা, দুইখানি বস্ত্র ও জল খাইবার জন্য একটী লাউখোলা সম্বল ছিল। মাধবদেব ইঁহার মন বুঝিবার জন্য একদিন একটী লোটা দেন এবং সেই লোটাটী লইয়া তিনি কি করেন দেখিবার জন্য গোপনে একজন এবং সেই লোটাটী লইয়া তিনি কি করেন দেখিবার জন্য গোপনে একজন ভক্তকে পাঠাইয়া দেন। লোটাটি থাকিলে পাছে তাঁহার মোহ জন্মায় ও ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আপন গৃহে বসিয়া লোটাটীর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবপক্ষে ইঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ ভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ আসামে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন

গোবিন্দ আতা—ইনি মহাপুরুষ মাধবদেবের নিকট সুন্দরীদিয়াতে গিয়া শরণ

লন। গোবিন্দ আতা প্রথমে ‘গোঁয়ার গোবিন্দ’ নামে খ্যাত ছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর কৃত পুথির ১১৮৯নং পদ হইতে ১১৯৫নং পদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি কোন সময়ে গুরু বাক্য অবহেলা করায় ইঁহার নাম হয় ‘লেচাকনীয়া’। গোবিন্দ আতা ‘খটরা সত্র’ স্থাপন করেন। এই সত্রটী মঙ্গলদৈ হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

বিষ্ণুআতা বড়--মহাপুরুষ মাধবদেবের অন্যতম শিষ্য বড়বিষ্ণু আতা বঙ্গদেশের বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি জনীয়া গ্রাম হইতে আতার সহিত সুন্দরীদিয়ায় গিয়া মাধবদেবের নিকট শরণ লন

শ্রী বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

আমার জীবন-কথা

[৪]

(বিশ্বকোষের পূর্ব্বাভাস)

সেন বাবুদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বেলা ৮টার সময় গোরাবাজার ঘাটে ষ্টীমারে চড়িলাম। প্রায় ১২॥ টার সময় আজিমগঞ্জে পঁহুছিলাম। আমার ডাক্তার দাদা যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নিকটই রেল-ষ্টেসন। দেড়টার সময় গাড়ী ছাড়িবে, সুতরাং সত্বরই আমায় কাজ সারিয়া লইতে হইবে। ডাক্তার দাদা তখনও তাঁহার ডাক্তারী ডাক হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার স্ত্রী ছোট দিদিমার নিকট গিয়া বলিলাম—“আমায় সত্বর দুইটী ভাত দিন। আমায় আজই কলিকাতায় ফিরিতে হইবে।” তিনি আমায় দেখিয়া প্রথমে বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার আর এখানে থাকা হইবে না শুনিয়া দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ভাই—কলিকাতা হইতে কি কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে ?” আমি বলিলাম, “না দিদি, কলিকাতার সংবাদ ভাল, তবে আমার নিজের দরকারে এখনি ফিরিতে হইবে।”

তিনি হাসিয়া বলিলেন, “এখনি তোমায় বিদায় দিতে পারি না। তোমার ডাক্তার দাদা আসিয়া বলিবেন কি ?” সেই সময় ডাক্তার দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি—আমায় দেখিয়া বলিলেন, “এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে যে ?” সঙ্গে সঙ্গে দিদিমা উত্তর করিলেন, “তোমার নগেন এখনই র বাড়ী ফিরিতেছে।” ডাক্তার দাদা বলিলেন,—“তা কি হয়, আজ কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। আমি অনেককে পুথির কথা বলিয়াছি। কএক দিন এখানে থাকিলে অনেক জৈন ও হিন্দু পুথি সংগ্রহ হইতে পারিবে।” আমি বলিলাম—“দাদা, আজই আমায় যাইতে হইবে, আজ আর থাকিতে পারিতেছি না। আবার আমি ফিরিয়া আসিব। শীঘ্র আমায় ভাত দিন।” দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, “নিশ্চয় নাতীর বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত! তাই বাড়ী যাইবার এত তাড়া।” আমি উত্তর করিলাম—“না দিদিমা, বিবাহের সম্পর্কই নাই, আমার প্রাণ বড় অস্থির, আজ কিছুতেই থাকিতে পারিব না।”

ডাক্তার দাদা ও দিদিমা অনেক হাস্যরসিকতা করিলেন। যখন তাঁহারা বুঝিলেন আমার থাকা হইবে না, তখন অবিলম্বে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আহারান্তে আমার সংগৃহীত পুথি ও পুস্তক ঠিক করিয়া লইলাম। ডাক্তার দাদা বলিলেন, “পুথিতেই কি তোমার পেট ভরিবে ? গোটা কএক লেডীকেনি লইয়া যাও।” আমি বলিলাম, “লেডীকেনি কোথায় পাইব ?” “তার জন্য চিন্তা কি ?” এই বলিয়া ডাক্তার দাদা ৩টা লেডীকেনি আনাইয়া দিলেন। তাঁহার বাসার নীচেই দোকান। বেশী প্রস্তুত ছিল না। ক্ষীরে প্রস্তুত এক একটী ওজনে এক সেরের কম নহে, এরূপ প্রকাণ্ড পানতুয়া কলিকাতায় কখন দেখি নাই। ৪২ বর্ষের পূর্ব্বের কথা। তৎকালে আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে যেরূপ উৎকৃষ্ট বৃহৎ পানতুয়া পাওয়া যাইত, আজকাল আর সেরূপ হয় না। সেই বৃহৎ লেডিকেনি দেখিয়া কলিকাতার আত্মীয় স্বজন চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে ও একটী পাথুরিয়াঘাটার হরিচরণ বসু মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। বাড়ীতে সকলে মিলিয়া একটী খাইয়াছিলাম। প্রথমে নরম জিনিস মনে করিয়া রসনার্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু লেডীকেনি যে পাষাণবৎ কঠিন হয়, তাহা স্বপ্নের অগোচর। যখন ছুরিতে কাটা সুবিধা হইল না, তখন কাটারি দিয়া যেরূপ ডাব কাটে সেইরূপ ভাবে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। উপরে এত শক্ত হইলেও ভিতরে অতি মোলাএম—অতি নরম—অতি সুখাদ্য।

ডাক্তার দাদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ষ্টেসনে পৌঁছিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সুতরাং সে দিন আর আসা ঘটিল না, তৎপর দিন দেড়টার গাড়ীতেই ফিরিলাম। তৎকালে আজিমগঞ্জ হইতে নলহাটী পর্য্যন্ত যে রেলপথ ছিল, তাহা দিয়া মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে রেল চলিত, চলন্ত গাড়ীতে ইচ্ছা করিলে নামা উঠা যাইত। এরূপ গাড়ী সকলের পক্ষেই বিরক্তিকর, আমার ত কথাই নাই। আমার প্রাণের উন্মাদনা—মনের উদ্বেগ—কতক্ষণে কলিকাতায় পৌঁছিব। নলহাটীতে আসিয়া বড় গাড়ীতে উঠিয়া কিছু শান্তিবোধ করিলাম।

পরদিন ১০টার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার সারিয়া পাথুরিয়াঘাটায় শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। এত শীঘ্র আমায় ফিরিতে দেখিয়া সকলেই ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি সদুত্তর দিতে পারি নাই। হরিচরণ বাবু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তবে শব্দকল্পদ্রুমের গ্রাহক ও জৈন পুঁথি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। সেই দিনই শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়ের শিরোনামাযুক্ত পত্রে যাদুঘরে বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলাম। তৎপর দিনই আমার পত্রের উত্তর আসিল। একদিন পরে যাদুঘরে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তৎকালে যাদুঘরে তিনি একজন বড় কর্ম্মচারী। বহু কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি আমার সহিত অনেক আলাপ করেন। তৎকালে আমার বয়স ১৯ বর্ষ মাত্র। আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক যুবককে দেখিয়া তিনি বিশ্বাস করেন নাই যে আমি বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছি। তিনি আমায় খুলিয়া বলেন—"এই অল্প বয়সে মহাদায়িত্বপূর্ণ বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে কি সমর্থ হইবেন? আমাদের যথেষ্ট সুবিধা ও সহায় সম্বল থাকিলেও আমরা বাধ্য হইয়া বিশ্বকোষ বন্ধ করিয়াছি।"

আমার সম্পাদিত শব্দেন্দু-মহাকোষ সঙ্গে ছিল, তাঁহাকে দেখাইয়া মহাকোষের ইতিহাস ও যে কারণে বন্ধ হইয়াছে তাহাও বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি শব্দেন্দু-মহাকোষের ফর্ম্মাগুলি পরীক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। আমি ছাতুবাবুর বাড়ীতে থাকি, ছাতুবাবুর আত্মীয়, শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট কার্য্যে জড়িত, এ সমস্ত শুনিলেন। তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপের পর বলিলেন, "বিশ্বকোষের স্বত্ব স্বামিত্ব যাহা কিছু আমার আছে, আপনাকে আজই লিখিয়া দিতেছি। সঙ্কলনকার্য্যে আমার

আনুকূল্য ও উপদেশ সর্ব্বদাই পাইবেন। এই বলিয়া তিনি স্বত্বত্যাগ পত্র লিখিয়া দিলেন।

বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্য বাবুর উপদেশে যাদুঘরে বসিয়াই বিশ্বকোষ প্রকাশ সম্বন্ধে রঙ্গলাল বাবুকে পত্র লিখিলাম। তাহার তিন দিন পরেই তিনি এক উৎসাহসূচক পত্র লেখেন, সেই সঙ্গে তাঁহার স্বত্বত্যাগপত্রও পাইলাম। সেই পত্র লইয়া পরদিন যাদুঘরে গিয়া ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখাইলাম এবং বিশ্বকোষ প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লইলাম। এই দিন ত্রৈলোক্যবাবুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহারা বিশ্বকোষ প্রচার বন্ধ করিলে কিছুদিন পরে বঙ্গবাসী-সম্পাদক স্বনামধন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশ্বকোষ বাহির করিবার ইচ্ছা করেন। তাঁহারাই বিশ্বকোষের গ্রাহকের খাতাপত্র লইয়া যান। ত্রৈলোক্য বাবুর পত্র লইয়া আমি তাঁহাদের সহিত দেখা করি। যোগেন্দ্রবাবুর সহিত পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। তিনি আমার অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন, এক সময় তাঁহার বিশ্বকোষ প্রকাশের ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় এখনও এরূপ গুরুতর সাহিত্যসাধনার সময় আসে নাই। বাঙ্গালী মুখে উৎসাহদান করিলেও কার্য্যতঃ কয়জনে গ্রাহক হইবেন? সেরূপ উৎসাহ পাইলে রঙ্গলাল বাবু কখনই বিশ্বকোষ বন্ধ করিতেন না। তাঁহাকে আমি বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়—আমি যেন বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে পারি। লাভালাভের প্রতি আমার লক্ষ্য নাই—যা করেন মা জগদম্বা!"

আমার কথায় যোগেন্দ্রবাবু অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশবাবুর ঠিকানা দিলেন, তাঁহার নিকট খাতা ছিল। সে সময় শ্রীশবাবু বহুবাজার শ্রীনাথ দাসের লেনে একটী মেসে অবস্থান করিতেছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। আমার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীশবাবু বলিয়াছিলেন, "আপনার এই অল্প বয়সে এরূপ উৎসাহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি কিন্তু আপনি কি কৃতকার্য্য হইবেন? প্রায় দুই বর্ষ বিশ্বকোষ বন্ধ হইয়াছে। আর কি কেহ বিশ্বাস করিয়া গ্রাহক হইবে? এই আশঙ্কায় এই বৃহৎ ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই।" আমি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—"মা জগদম্বার উপর নির্ভর করিয়া এই মহাকার্য্যে অগ্রসর হইতেছি। আশা করি আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করিবেন।"

আপিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল। আমিও খাতাপত্র পাইয়া সোৎসাহে ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন প্রাতে শব্দকল্পদ্রুমের কাজে যাইতে পারি নাই। আহারান্তে কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইলে সকলেই অসময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এপর্য্যন্ত বিশ্বকোষ সম্বন্ধে কোন কথা এখানে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ সকলের সমক্ষে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। সকলেই শুনিয়া অবাক্! বিশেষতঃ হরিচরণ বসু মহাশয় আমার আর্থিক অবস্থা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন্ সাহসে এই গুরুতর কার্য্যে নামিতেছেন? কে খরচা যোগাইবে? এই শব্দকল্পদ্রুম-প্রকাশ-কার্য্যে আমি বিশ হাজার টাকা ফেলিয়াছি, এখনও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে! বিশ্বকোষ প্রচার কার্য্যে ইহার সাতগুণ খরচ হইবে।''

আমি বলিলাম—''আমি ঠিক বলিতে পারি না কিরূপে এই গুরুভার বহন করিব? তবে একজন অংশীদার ঠিক করিতেছি। তিনি আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু।" বাস্তবিক কথা প্রসঙ্গে একদিন উপেন্দ্রবাবুকে বিশ্বকোষের কথা জানাইয়াছিলাম। প্রয়োজন হইলে তিনি সাহায্য করিবেন আশা দিয়াছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর উপেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করি। তাঁহার উদারতার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। স্থির হইল, আমি সঙ্কলন করিব, তিনি কাগজ আদির খরচা যোগাইবেন এবং তাঁহাদের গ্রেট ইডেন প্রেসেই ছাপা হইবে। কিরূপভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিব, তাহার উপদেশ লইবার জন্য পরদিন রবিবার প্রাতে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। স্বপ্নের কথা ছাড়া বিশ্বকোষসংক্রান্ত সকল কথাই জানাইলাম। তিনি ভিন্ন আর যাঁহার কাছে বিশ্বকোষের কথা বলিয়াছি তিনিই বিপরীত উপদেশ দিয়া আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মা বসু মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহমাখা ভাষায় আমার বিবিধ উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এমন কি সেই অশীতিপর বৃদ্ধ আমার বিশ্বকোষে অতি কঠিন শব্দগুলি লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বিধাতার অপূর্ব্ব যোগাযোগ বলিতে হইবে সেইদিন পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানেই তাঁহার সহিত প্রথম আলাপ হইল। তৎকালে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান্ ও পুরাবিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী। বিশ্বকোষের প্রথমভাগে তিনি দুই একটী শব্দ লিখিয়া-

ছিলেন। সুতরাং বিশ্বকোষের প্রকাশভার আমি গ্রহণ করিয়াছি শুনিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি শুনিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমন কি তৎপরদিনই শাস্ত্রী মহাশয় ছাতুবাবুর বাড়ীতে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমার সংগৃহীত পুথিগুলি দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। আনন্দবাবুর সহিত প্রথম আলাপ হইতে তিনি যেমন পরমাত্মীয় হিতৈষীর ন্যায় নানা উপদেশ ও সৎপরামর্শদানে আমার ভাবী জ্ঞানোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, বলিতে কি শাস্ত্রী মহাশয়ও প্রথম পরিচয় হইতেই আমাকে সেইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আমাকে তাঁহার আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অমূল্য পাঠাগার আমার জন্য যেরূপ উন্মুক্ত ছিল, শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল লাইব্রেরীও আমার সেইরূপ সহজ আয়ত্ত হইয়াছিল। বলিতে কি বসু মহাশয়ের ন্যায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতের ভূয়ঃ ভূয়ঃ উপদেশে বিশ্বকোষের আয়তন সময়োপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,—আর শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশে যাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সুবিধা পাইয়াছিলাম।

বিশ্বকোষ হাতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। রঙ্গলালবাবু ও ত্রৈলোক্যবাবুর সম্পাদকতায় বিশ্বকোষের প্রথমভাগ 'অ' বর্ণ এবং ২য় ভাগের (আ অক্ষরের) এক খণ্ড মোট ২৫ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আমি ক্ষীয়' শব্দ হইতেই আমাকে লিখিতে হইল। 'আরসুলা' শব্দ লিখিবার সময় ত্রৈলোক্যবাবু যাদুঘরের লাইব্রেরী হইতে আরসুলা সম্বন্ধে এক বৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থ দেখিতে দেন। সেই সময় বিশ্বকোষ সঙ্কলন যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার তাহা বেশ বুঝিতে পারি। বিশ্বকোষের এক একটী সামান্য শব্দ লিখিতেও এইরূপ বহু গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছিল।

বিশ্বকোষ হাতে আসিলেও প্রথম প্রথম শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাতে কাজ করিতে যাইতাম। ১১টার পর বাড়ী আসিয়া আহার ও সামান্য বিশ্রামের পর বিশ্বকোষের কপি লিখিতে বসিতাম। ৫টার পর উঠিয়া কোন দিন শোভাবাজার রাজবাটীতে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট, কোন দিন বা গ্রেট ইডেন প্রেসে যাইতাম। উপেন্দ্র বাবু ৮টার পর স্নানাহার করিয়া আপিসে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পর ফিরিতেন। সুতরাং রাত্রি ভিন্ন তাঁহার সহিত পরামর্শের সুবিধা হইত না। তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া

আসিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত লেখা শব্দ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া একখানি খাতায় জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিতাম। পর দিন উপযুক্তভাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতাম। কিছুদিন একমাত্র আমাকেই সকল কাজ করিতে হইত। মুখে অনেকেই আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য কালে কাহারও নিকট উপযুক্ত সাহায্য পাই নাই। এ সময় সর্ব্বদাই একমাত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিবিধ উপদেশ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেন। কঠিন শব্দগুলি বুঝাইয়া দিতেন। প্রথমেই তিনি 'আয়ন-বলন' শব্দ লিখিয়া দেন। মধ্যে মধ্যে বেঙ্গল-লাইব্রেরীতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিতও দেখা করিতাম। কিরূপে চালাইলে বিশ্বকোষ সকলের আদরণীয় হইবে এসম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ এবং কয়েকটি শব্দও লিখিয়া দিয়াছেন।

১২৯২ সালে শুভ বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমার সম্পাদিত এক সংখ্যা বিশ্বকোষ বাহির হইল। বিশ্বকোষের ২৬শ সংখ্যা প্রথম আমার নামে দেখা দিয়াছিল। আমি সম্পাদক হইলেও এই সংখ্যা হইতে পরবর্ত্তী কতকগুলি সংখ্যার বিশ্বকোষের মলাটে প্রকাশকরূপে আমারও শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম মুদ্রিত হইয়াছিল। কথা থাকে আমি লেখাপড়ার কাজ লইয়া থাকিব, উপেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। প্রথমেই কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। গ্রাহকের তালিকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যাগুলি আমাদের কাছে ছিল না। এ কারণ কেহ গ্রাহক হইতে চাহিলে পুস্তক দিতে পারিতাম না। ইহাতে উপেন্দ্রবাবু আমার উপর বিরক্ত হন। প্রথম ভাগ ছাপাইতে গেলে অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। সে টাকাই বা কে দেয়? আমি ত্রৈলোক্য বাবুকে গিয়া এই অসুবিধার কথা জানাইলাম। তিনি আমায় হাসিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই। আমাদের রাহুতার বাড়ীতে এখনও তিন চারি শত খণ্ড বিশ্বকোষ ১ম ভাগ মজুদ আছে। আপনি ইচ্ছা করিলেই লইতে পারেন। তবে কছু দিতে হইবে।"

আমি কহিলাম, "কি দিতে হইবে?" তিনি উত্তর করিলেন, "অৰ্দ্ধমূল্যে পাইবেন।" আমার প্রকৃত অবস্থা তিনি জানিতেন না। আমাকে বড়লোক মনে করিতেন। আজ আমার নিকট সব শুনিলেন—আমি নিতান্তই গরিব, অর্থ সম্পদ কিছুই নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কিরূপে তাঁহাকে টাকা দিব। তিনি অবাক্ হইয়া আমার শোচনীয় দুঃখের কথা শুনিয়াছিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তবে আপনি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন?

বিশ্বকোষ ব্যাপার ছেলেখেলা নয়। আপনাকে যিনি অর্থসাহায্য করিবেন, সেই উপেন্দ্রবাবুকে ধরুন। বিশ্বকোষ ব্যাপারে আমাদের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আপনারা বিক্রয় করিয়া যখন টাকা পাইবেন, তখন অবশ্য কতক মূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমি সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার অবস্থা শুনিয়াছেন। পুস্তক বিক্রয় করিয়া কবে টাকা আদায় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় আপনি কত টাকা দিতে বলেন?"

ত্রৈলোক্য বাবু হাসিয়া বলিলেন, "রাহুতায় দুই তিন হাজার টাকার পুস্তক আছে। আপনাকে একহাজার টাকা দিতে হইবে। আপনার অংশীদার উপেন্দ্র বাবুকে ধরুন।"

সে দিন আর বেশী কথা হইল না। সন্ধ্যার পর উপেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিয়া সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি টাকার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বিরক্তিভাবে কহিলেন, "বিশ্বকোষ কিনিতে হইবে, টাকা দিতে হইবে, একথাত পূর্ব্বে শুনি নাই। শুনিলে এ কাজে যোগ দিতাম না। আপনি নিজ হইতে টাকা দিয়া খরিদ করুন, পরে পুস্তক বেচিয়া আপনার টাকা তুলিয়া লইবেন।"

উপেন্দ্রবাবুর কথায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি করি ঠিক করিতে পারিলাম না। পরদিন যাদুঘরে গিয়া ত্রৈলোক্য বাবুকে সব বলিলাম। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এরূপ অংশীদার লইয়া আপনি কিরূপে কাজ করিবেন। যাহা কিছু সমস্তই আপনি করিতেছেন, তিনি কেবল কাগজের দাম দিতেছেন, আর কিছুই নয়। এ অবস্থায় তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করাই আপনার কর্ত্তব্য।"

তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীতভাবে বলিলাম, "আপনার দয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। আমি আপনাদের পুস্তকের জন্য ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু এখন দিতে পারিব না। ছয়মাস পরে পুস্তক বেচিয়া আপনার দেনা শোধ করিব। এখন পুস্তকগুলি ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

ত্রৈলোক্যবাবু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আমার নিকট হইতে পাঁচশত টাকার একখানি Handnote লিখিয়া লইলেন এবং বিশ্বকোষের সংখ্যাগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক খানি পত্র দিলেন। সেই পত্র লইয়া আমিও উপেন্দ্রবাবু রাহুতায় উপস্থিত

হইলাম। শ্যামলালবাবু উপযুক্ত ভাবে আমাদের আতিথ্য সংকার করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকগুলি পাঠাইবার ভার লইলেন। পাঠাইবার খরচা দিয়া আসিলাম। তিনিদু'খানা শকটে বোঝাই দিয়া কলিকাতায় পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রবাবুর সময়াভাব—তিনি রবিবার ভিন্ন কোন চেষ্টাই করিতে পারেন না। কাজেই আমাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। লেখা পড়ার কাজত্ত পূরা দস্তর ছিল, তাহার উপর গ্রাহকের চেষ্টা এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের দ্বারস্থ হইয়া উৎসাহভিক্ষা করিতাম। কেহ বিশ্বকোষের পুনঃ প্রকাশ সংবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন—কেহ কেহ অসময়ের অনুপযোগী কার্য্য বলিয়া অবশ্য নিন্দা করিতে বা তীব্র কটুভাষা ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। নূতন গ্রাহক পাওয়া দূরের কথা অনেক পুরাতন গ্রাহক আমার পত্রোত্তর লিখিয়া ছিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলে? বিলাতের কাজ কি শেষ হইয়াছে?" এরূপ লিখিবার কারণ এই ত্রৈলোক্যবাবু গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য একজন সাহেব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সাহেব অনেকের নিকট অগ্রিম টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিল। যে সময় বিশ্বকোষ বন্ধ হয়, সেই সময় গ্লাসগো-প্রদর্শনী উপলক্ষে ত্রৈলোক্যবাবু বিলাত যাত্রা করেন, সংবাদ পত্রে একথা প্রকাশিত হয়। তাহাতে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল যে ত্রৈলোক্যবাবু গ্রাহকগণের টাকা আত্মসাৎ করিয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। বহুদিন বিশ্বকোষ প্রকাশ বন্ধ ও ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ বিশ্বকোষ প্রকাশ কার্য্যে আমাকে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ও বাধা পাইতে হইয়াছিল।

পেটের দায়ে তখনও শব্দকল্পদ্রুমের কার্য্য ছাড়িতে পারি নাই। এদিকে বিশ্বকোষে আর্য্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি বহু অনুসন্ধান সাপেক্ষ কএকটী শব্দ আসিয়া পড়িল। এজন্য আমাকে ৪ খানা বেদ ও ১৮ খানা মহাপুরাণ এবং সেই সঙ্গে পুরাতত্ত্বমূলক বহুতর ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছিল। "আর্য্য" শব্দে মৌলিক গবেষণা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই আমাকে উৎসাহ সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের একখানি বৃহৎ মানচিত্র প্রকাশিত হয়। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত সমুদয় জনপদাদির নাম ও সংস্থান আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎকালে বাঙ্গালী প্রেসে এরূপ মানচিত্র ছাপাইবার সুবিধা না হওয়ায় নিউম্যানের

ছাপাখানায় বহু অর্থ ব্যয়ে ছাপাইবার ব্যবস্থা করি। সে সময়ের সর্ব্বপ্রধান মানচিত্রকার দেবেন্দ্রনাথ ধর আমার নির্দ্দেশ মত মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় সেই আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দর্শনে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে প্রদর্শন করেন এবং এই মানচিত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্বয়ং ছোটলাট সেই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে সেই সভায় পরিচিত করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক যুবকের কার্য্য দর্শনে সকলেই আমাকে সমাদর করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রেও সেই প্রাচীন মানচিত্রের প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রভূত ত্যাগস্বীকার করিলেও আমি সাধারণের নিকট সেরূপ উৎসাহ পাইলাম না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সময় বিশ্বকোষের প্রায় ৮শত গ্রাহক হইয়াছিল। কিন্তু এ সময় আমার অনুনয় বিনয় সূচক আবেদন পত্র পাইয়াও অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বকোষ গ্রহণ করিলেন না। মাত্র একশত পাকা গ্রাহক পাইয়াছিলাম। তাহাতে কি হইবে? যথাসময়ে বিশ্বকোষের সংখ্যা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল। ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে টাকার জন্য তাগিদ দিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া বলিলাম, "অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এ কারণ আরও ছয় মাস সময় দিতে হইবে।" বিশ্বকোষ যথাসময়ে বাহির হইতেছে, মধ্যে মধ্যে লেখাও সুন্দর হইতেছে—তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ জানাইলেন, কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না, সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইতেছি না, এ সংবাদে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে আবার ছয়মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য-হানির আশঙ্কায় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের উপদেশে শব্দকল্পদ্রুমের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় ছাতুবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া ২নং জগদীশ নাথ রায়ের লেনস্থ বাড়ীতে আমরা উঠিয়া আসিলাম। এদিকের প্রতিশ্রুত টাকা দিবার সময় আসিল। কি করি, উপেন্দ্রবাবু ঘাড় পাতিলেন না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি আমাদের অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত সহায় সম্বল সমস্তই গিয়াছিল। কেবল আমার মাতার একছড়া সাতনর মুক্তার মালা এবং একটী হীরকাঙ্গুরী ছিল। তাহাই বন্ধক দিয়া এক হাজার টাকা সংগ্রহে অগ্রসর হইলাম। মুক্তার মালা ও হীরকাঙ্গুরী পিতামহীর নিকট ছিল, প্রথমে তিনি কিছুতেই

হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না। এ সময় আমাকে ঘোর বিপদ্গ্রস্ত বুঝিয়া আমার বড় পিসিমা পিতামহীকে অনেক বলিয়া কহিয়া সেই মুক্তার মালা ও হীরকাঙ্গুরী বাহির করিলেন। সাশ্রুপূর্ণনয়নে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য তাহা বন্ধক দিতে চলিলাম। সেদিন পিতামহীর তীব্র ভৎসনা, পিসিমার সস্নেহ উৎসাহবাক্য এবং আমার নয়ন সলিল আজও আমি ভুলিতে পারি নাই। মাতৃস্মৃতির শেষ নিদর্শন যখন বাহির করি, তখন মাতৃশোকে আমায় অধীর করিয়াছিল। আমি মনে মনে মা জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলাম—মা, একি করিলে?

একহাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া ৫০০৲ টাকা ত্রৈলোক্য বাবুকে দিলাম। গ্রেটইডেন প্রেসের পরিচালক উপেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর সুরেশবাবুর মধ্যস্থতায় এপর্য্যন্ত উপেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ-প্রকাশ-কল্পে যে টাকা বাহির করিয়াছিলেন, তাহাও হিসাব করিয়া মিটাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতে বিশ্বকোষের মলাটে সম্পাদক ও প্রকাশকরূপে কেবলমাত্র আমার নাম ছাপা হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বসিরহাট সাতক্ষীরা প্রচার প্রসঙ্গ

বসিরহাট

মাণিকগঞ্জে প্রচার-কার্য্য করিয়া ২১এ আশ্বিন তারিখে পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় বসিরহাট রওনা হন এবং ঐ অঞ্চলে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া তথাকার সর্ব্বসৎকর্ম্মের অগ্রণী অক্লান্তকর্ম্মী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব বিশ্বাস বর্ম্মা বি, এল, সরকারী উকিল স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম, এ, বি, এল, স্বজাতিহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মোহিতকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা প্রভৃতি স্বজাতিবৃন্দের সহিত প্রচার সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করেন, এবং বসিরহাট "কায়স্থ-পরিষদকে" শক্তিশালী করিতে এবং তাহার কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়ানুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে বসিরহাটে একটী চিত্রগুপ্তাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সাতক্ষীরা ও বসিরহাট

মহকুমার মধ্যে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান যে জাতির অশেষ কল্যান-সাধন করিবে তাহাতে সকলেই একমত হন। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু নিজের দুর্ব্বল স্বাস্থ্য লইয়া ঐ মহকুমার সকল সাধারণ অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে জড়িত না করিলে বসিরহাটে কায়স্থ-জাতির এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান এতদিন বাকী থাকিত না। আমরা এইবার তাঁহাকে একবার কিছুদিনের জন্য স্বজাতির কল্যাণে ব্রতী দেখিতে চাই। কায়স্থ-জাতির অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রবাবু এইরূপ একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বসিরহাট কাছারী ষ্টেশনের সন্নিকট তিনবিঘা জমী দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শরৎবাবু এবং প্রবোধবাবু উদ্যোগী হইলে এই সদনুষ্ঠান অচিরেই আরম্ভ হইতে পারে। আমরা শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র বাবু শরৎবাবু ও প্রবোধ বাবুর সানুগ্রহ দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

শিকড় কুলীন গ্রাম

শ্রদ্ধেয় প্রবোধ বাবুর উদ্যোগে বিগত ২৩এ আশ্বিন তাঁহারই ভবনে একটী আলোচনা সভা হয়। উপবীতী হইয়াও এখানকার স্বজাতিবৃন্দ অনেকেই পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—তাই মধ্যে মধ্যে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ সমস্যায় তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। স্ত্রীলোকগণের সংস্কার এবং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধই তাহার কারণ। প্রচারকগণের বর্ষে অন্ততঃ একবার করিয়াও উপবীতী কায়স্থ-পল্লীতে না যাইতে পারা এবং কেন্দ্রীয় সভা ও শাখা সমিতিগুলির প্রাণহীনতাই উপবীতী কায়স্থ-পরিবার মধ্যে একটা অবসাদ আনয়ন করিয়াছে। প্রচারক প্রেরণ, কেন্দ্রীয় ও শাখা-সভার নেতৃবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ দান এবং তৎতৎস্থানীয় জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধান আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে ব্রতীচালক ত ছাত্র প্রচারক গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই এই জাতীয় আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। অগ্নিহোত্রী মাহাশয়ের এস্থানে আগমনে কায়স্থগণেয় অনেক সংশয় নিরসন হইয়াছে—অবসাদ স্থলে উৎসাহ আসিয়াছে।

বাজিৎপুর সমাজ—(১) ভাড়াশিমলা

প্রেসিডেণ্ট রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিগত ২৪শে আশ্বিন তারিখে অগ্নিহোত্রী মহাশকে ভাড়াশিমলা লইয়া যান। গত বৎসর বসিরহাট কায়স্থ পরিষদ ও প্রচার পরিষদের সম্মিলিত চেষ্টায় রণশার্দ্দুল প্রতাপাদিত্যের লীলাভূমি বাজিৎপুর

ও ধুলিয়াপুর সমাজে প্রচার কার্য্য বেশ সফলতা লাভ করিয়াছিল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় বীরভূমের অরণ্য মধ্যে শ্রীচিত্রগুপ্তধাম প্রতিষ্ঠার নানা বৈগুণ্যে আবদ্ধ না হইলে এতদিন এতদঞ্চলের বহু কায়স্থ পরিবার ক্ষাত্রধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বার বার আহ্বান করিয়া না পাওয়ায় বহুলোকের উৎসাহ ভঙ্গ ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাড়া শিমলার শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ গত বৎসর এই প্রচার কার্য্যের একজন অন্যতম সহকর্ম্মী ছিলেন—অশৌচ কালাশৌচ জন্য গত বৎসর তিনি উপবীতী না হইতে পারায় যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশও করিয়াছিলেন। ভাড়া-শিমলার ঘোষ পরিবারগুলি অনেকেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। সরিকী পূজাদিতে পূজক ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত পাওয়া যাইবে না এই কারণেই অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও পৈতা লইতে সাহসী নহেন—অথচ অদূরে ঘলঘলিয়াতে দশকর্ম্মান্বিত বৈদিক ব্রাহ্মণ যথেষ্ট রহিয়াছেন যাঁহারা উপবীতী কায়স্থের মমস্ত দ্বিজোচিত কার্য্যেই ব্রতী হইতেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র-হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অথবা অন্য কোন গ্রাম্যনীতি এ বৎসরও জীবন বাবুকে পৈতা গ্রহণে বিরত করিল তাহা আমরা বুঝিলাম না। এবৎসর তাঁহার পৈতা না লওয়ায় যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ হইল তাহা চিরদিনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহির্ভূত।

ভাড়া সিমলার উদীয়মান কায়স্থ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট কায়স্থ জাতি তাহার এই দ্বিজত্বের আন্দোলনে কোন সহানুভূতি বা আর্থিক সাহায্য পাইল না ইহা বাস্তবিক লজ্জা ও ক্ষোভের কথা। তিনি স্বগ্রামে এ বৎসর নূতন দুর্গোৎসব ও কালী পূজা করিলেন। উপবীতী কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ সাহায্যে নিন্দিতবিধানে পূজাদি করাইয়া তিনি পরোক্ষে কায়স্থের উপবীত-গ্রহণান্দোলনের বিরোধিতাই করিয়াছেন। জাতীয় সম্মানবোধে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের কোন্ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহা বুঝিবার বুদ্ধিটুকুও আজ আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে। "চৈত্রকুলাম্বুজ" দশরথ বসুর সন্তান আজ শূদ্রাচারে নিমজ্জিত! তিনি ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতা ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উপবীত গ্রহণ বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলেও, অস্বাস্থ্যকর দেশাচার, যুক্তিহীন বিধি নিষেধ, অজ্ঞতা ও দৌর্ব্বল্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু জাগ্রত কায়স্থ জাতি তাহা আর মানিবে না। ভাড়া শিমলার নাগপাড়ার অনেকেই কেশব বাবুর মুখাপেক্ষী; শ্রীভগবান্ তাদের চিত্তস্বাধীনতা দান করুন। মনে রাখিতে হইবে একমাত্র ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে

আসে ও অন্তে সঙ্গে যায়। এই সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে ঈশ্বরকে কখনও সন্তুষ্ট করা যায় না।

উপনয়ন কেন্দ্র

ভাড়া সিমলায় প্রচার কার্য্য ফলে বিগত ২৯এ আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। একাদশ জন কায়স্থ সন্তান এই কেন্দ্রে মুণ্ডিত মস্তকে, প্রায়শ্চিত্ত ভোজোৎসর্গ বসুধারা ও যজ্ঞাদি সহ গৈরিকবাসে দণ্ডধারী হইয়া যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই "মুখ্য বসু" বংশীয়।

আচার্য্য :—অগ্নি (যজ্ঞীয় হুতাশন)

হোতা :—অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

পুস্তকাচার্য্য :—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী

উপবীতীগণের নাম ও ধাম :—

১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু—ভাড়া সিমলা—(মোক্তার)
২। শ্রীনলিনাক্ষ বসু— ,,
৩। শ্রীকমলাক্ষ বসু— ,,
৪। শ্রীতুলসীদাস বসু— ,,
৫। শ্রীবিমলচন্দ্র বসু— ,,
৬। শ্রীসুশীলকুমার বসু— ,,
৭। শ্রীহারাধন বসু— ,,
৮। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু— ,,
৯। শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ্র— ,, কলেজ ছাত্র
১০। শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ— ,,
১১। শ্রীজহরলাল মিত্র—চৌবাড়িয়া

উপনয়ন সংস্কারের সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের বাঙলা ব্যাখ্যা করিয়া যজ্ঞের সময় অগ্নিহোত্রী মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। সে সময়ে যজ্ঞগৃহটী কায়স্থ নর-নারীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যজ্ঞশেষে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া দণ্ডধারী তিলকশোভিত মানবকগণ সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুবর্ম্মা মহোদয় অতঃপর মানবকগণ ও নিমন্ত্রিত

স্বজাতি নর-নারীবৃন্দকে দিব্য নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। সপ্তাহকাল মানবকগণ সংযম অবলম্বন করিয়াছেন।

(২) নলতা

নলতার ভঞ্জ বাবুরা প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি বিজয়রাম ভঞ্জ চৌধুরীর বংশধর এবং আজিও বাজিৎপুর সমাজের সমাজপতি বলিয়া পরিচিত। গতবৎসর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তখন দেশে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সভাপতিত্বেই এতদঞ্চলের কায়স্থ সভাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল এবং উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও তাঁহাদের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। গতবৎসরই নলতায় একটী উপনয়ন-কেন্দ্র হওয়া একরূপ স্থিরই ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর চির-কলঙ্কাপবাদ কার্য্যকালে "খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ" হইতে নলতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভঞ্জ-চৌধুরী বংশও মুক্ত হইতে পারিল না, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। শুনা যায় সরিকী বিবাদ এবং পরস্পর হিংসা দ্বেষ ও প্রাধান্যলিপ্সাই এই ইতিহাস—বিশ্রুত বংশের বাক্য ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে দিতেছে না। ব্রাহ্মণ্য-মন্ত্রণা ফলে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সরিকগণ অবস্থাহীন সরিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাতীয়কার্য্যে ব্রতী হইতেও পারিতেছেন না—ইহা কায়স্থ জাতির গভীর অধঃপতনেরই লক্ষণ। বংশের মান ও বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে স্ব স্ব ক্ষুদ্রস্বার্থ, বিবাদ বিসংবাদ দূর করিয়া দিয়া—জাতীয় কল্যাণে আত্মনিয়োগ প্রত্যেক জীবন্তজাতির আদর্শ। এই মত বিরোধ ও গৃহবিবাদের সূত্র পাইয়াই তো বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের দ্বিজধর্ম্ম প্রতিপালনের ঘোরতর শত্রুতা করিতেছেন। এই আত্মঘাতী বুদ্ধিই তো সর্ব্বত্র কায়স্থ জাতির স্বধর্ম্ম-পালনের ঘোর অন্তরায় হইয়াছে। বাজিৎপুর ও ধুলিয়াপুর সমাজের রতনপুর হইতে চৌবাড়িয়া পর্য্যন্ত কায়স্থগণ দ্বিজধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িতেছেন, ঈশ্বরীপুর ও পানিয়াতেও শীঘ্রই এ ঢেউ গিয়া লাগিবে। ব্রাহ্মণগণ যতই এ আন্দোলনকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন ততই এই আন্দোলন শক্তি লাভ করিবে। এরূপ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় নলতার বাবুগণ যদি সর্ব্বশেষেই জাতীয় কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্ম পালন করিতে চাহেন, তবে তখন কি তাঁহাদের নেতৃত্বের ও বংশের গৌরব বজায় থাকিবে? অথবা এই নবজাগ্রত ক্ষাত্রধর্ম্মদীপ্ত কায়স্থসমাজ তাঁহাদের সমাজপতি বলিয়া স্বীকার করিবে? নলতার ভঞ্জ মহোদয়গণ আপনারা

এ সব বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করুন—জাতীয় কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত হউন "পর সহবাদে একশত পঞ্চ ভাই মোরা জ্ঞাতি যুদ্ধে অন্যমত, পঞ্চ ভাই মোরা "তারা শত সহোদর'' মহাভারতের এ কথা আপনাদের ঐক্য ও সদ্ভাব আনয়ন করুক। হে ইতিহাস বিশ্রুত ভঞ্জ বংশীয় যুবক সম্প্রদায়, আপনাদের উপরই আপনাদের এই মহিমময় বংশের ভবিষ্যৎ গৌরব বত নির্ভর করিতেছে।

ধুলিয়াপুর সমাজ—মুকুন্দপুর।

ভাড়া সিমলা হইতে ডাঃ চন্দ্রবর্ম্মা, প্রেসিডেণ্ট বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চন্দ্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বর্ম্মা, প্রমুখ কর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবকগণ সহ ১লা কার্ত্তিক অগ্নিহোত্রী মহাশয় নদী পার হইয়া মুকুন্দপুর রওনা হইলেন। ধুলিয়াপুর কায়স্থ সমাজের উদ্যোগে ঐ দিন অপরাহ্নে মুকুন্দপুর গড়ে একটা মহতী হিন্দু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নানাজাতীয় বহু হিন্দু সন্তান এ সভায় যোগদান করেন। অনেক মুসলমান ভাইও এ সভায় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিমন্ত্রণ ও আহ্বান সত্ত্বেও বিশেষ কোন ব্রাহ্মণ ভাইকে এ সভায় দেখা যায় নাই। পরিব্রাজক মহাশয়, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ও হিন্দুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় তিন ঘণ্টা কাল বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। জনৈক মুসলমান পণ্ডিত উর্দ্দু, ফার্সী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এবং বলেন "এই শক্তিশালী ধর্ম্ম-প্রচারক শুধু কায়স্থ বা হিন্দুর কল্যাণকামী নহেন, ইনি সমস্ত নরকুলেরই মঙ্গল-প্রার্থী। হিন্দু মুসলমান আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য এই রূপ পবিত্রলোকের অনুসরণ করিয়া চলা।" প্রভূত উৎসাহ ও আনন্দরবে এই সভা ভঙ্গ হয়। ভাড়াসিমলা মুকুন্দপুর, রতনপুর ধনবেড়ে হইতে বহু কায়স্থ সন্তান এ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধনবেড়ের শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এ সভার সভাপতি ছিলেন।

উপদেশ সভা

পরদিন প্রাতে ডাঃ জলধর ঘোষ মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় দ্বিজাচারী বালক ও যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় বৈদিক সন্ধ্যা গায়ত্রী ও দ্বিজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ সহ

যথারীতি সন্ধ্যোপাসনা করা কায়স্থ সন্তান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রায় দুই বৎসর তাহাদের উপনয়ন হইলেও তাহারা তাহাদের উপদেষ্টার নিকট এতদসম্বন্ধে কোন উপদেশই প্রাপ্ত হয় নাই এই আলোচনার ফলে তাহা বেশ বুঝা গেল। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উপবীত দিতেছেন তাঁহারা শুধু নিজ নিজ প্রাপ্যাদির ন্যায় এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। গুরু শিষ্য পুরোহিত যজমানের সংস্কৃত মন্ত্রগুলির অর্থবোধ থাকা উচিত, তাহা নাই বলিয়াই আজ হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের এত দুর্গতি। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত "নিত্যকর্ম্মমঞ্জরী" নামক পুস্তকে প্রত্যেক বৈদিকমন্ত্রের ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যা করা আছে ; কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে তাহা পাওয়া যায়।

[২ রতনপুর

মুকুন্দপুরের কায়স্থ সন্তানগণকে দ্বিজধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কাজেই পূর্ব্বদিনের কথামত ঐ দিন ২রা কার্ত্তিক প্রতঃকালেই অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের রতনপুর যাওয়া ঘটে নাই, ইহাতে রতনপুর বাসী কায়স্থগণ কেহ রুষ্ট হইয়াছিলেন। বেলা ২টার পরই ডাঃ জলধর ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুণীলাল দাস বর্ম্মা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু এম, এ, বি, টী এবং ব্রতী বালকগণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে লইয়া রতনপুর রওনা হইলেন—প্রখর সূর্য্য-কিরণে, আহারের পরই প্রায় দুই ঘণ্টা পদব্রজে যাইতে সকলেরই কিছু কষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু তো প্রাতঃকালে রোগী দেখিতে বাহির হইয়া ৮।১০ মাইল হাঁটিয়া মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। রতনপুর পোঁছাইয়া দেখা গেল তাঁহারা সামিয়ানা নামাইয়া লইয়া বাঁধিয়া ফেলিতেছেন এবং যাহাদের অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে লইয়া যাইবার কথা ছিল তাঁহাদের উপর খুবই বিরক্ত হইয়াছেন ; অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদের আসিবার বিলম্বের কারণ সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্নে ৬টার সময় জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র জমিদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে রতনপুর মিত্র ভবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে সুদৃশ্য সামিয়ানা নিম্নে কায়স্থ জাতির সভাধিবেশন হইয়াছিল। অত্যুজ্জ্বল গ্যাসালোকে সেই সভাস্থল আলোকিত হয়। ধনবেড়ের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, মুকুন্দপুরের শ্রীযুক্ত ডাঃ জলধর ঘোষ, চুণীলাল দাস বর্ম্মা, অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র বসু এম,এ ভাড়া সিমলার শ্রীযুক্ত ডাঃ অমূল্যকুমার চন্দ্র বর্ম্মা এম্ ডি, প্রেসিডেণ্ট রমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা,

উপনয়ন

বিগত ১১ই মাঘ বুধবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে উক্ত দাসবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয়-দ্বয়ের উদ্যোগে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস বর্ম্ম মহাশয় উপবীতি এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জলযোগের বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমূল্যবিহারী চক্রবর্ত্তী, বেণীনগর, ফরিদপুর
হোতা— " হরিপদ ভট্টাচার্য্য, কাঁকিলাদাইর, ফরিদপুর
যজ্ঞরক্ষক— " শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, চন্দ্রনারায়ণপুর, ফরিদপুর

উপবীতিগণের নাম—ধাম :—

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস, লক্ষ্মীপুর
" কীর্ত্তিচন্দ্র বসু, "
" কিরণচন্দ্র বসু, "
" মন্মথনাথ পাল, "
" যতীন্দ্রনাথ পাল, "
" নরেন্দ্রনাথ ভদ্র, "
" তারকনাথ দেব, "
" নবকুমার দেব, "
" জানকীনাথ দেব, "
" কেদারনাথ সিংহ, গঙ্গাপ্রসাদপুর
" মহেশচন্দ্র সিংহ, "
" আশুতোষ দাস, "
" দেবেন্দ্রনাথ বসু, "
" মহেন্দ্রনাথ বসু, "
" সতীশচন্দ্র গুহ, "
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, লক্ষ্মীপুর

,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ,,
,, কৃপানাথ দেব, ,,
,, সতীশচন্দ্র দত্ত, ,,
,, নিবারণচন্দ্র সরকার, ,,
,, যদুনাথ দাস, গঙ্গাপ্রসাদপুর
,, দ্বিজপদ বিশ্বাস, চন্দ্রনারায়ণপুর
,, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, ,,

ভোলা—বরিশাল

ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন :—

বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায়চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে গত পৌষ মাসের প্রথমভাগে ইদিলপুর কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা উপাধ্যায় মহাশয়কে ভোলা পাঠান হয়। সতীশবাবু ভোলা যাইয়া ক্রমান্বয়ে তিনটী সভায় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াতে ঐ স্থানের কায়স্থগণ মাঘমাসে উপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। তদনুসারে পুনরায় গত ৮ই মাঘ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কশ্যপ বিদ্যাবিনোদকে নিয়া সতীশবাবু রওনা হইয়া ৯ই মাঘ ভোলাতে পৌছেন এবং উপরোক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর বাসায় এক কেন্দ্রে ১১ই মাঘ তারিখে তন্ত্রধার থাকিয়া উপরোক্ত কাশ্যপ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২৪ জন কায়স্থের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করেন; তৎপরে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর এক ফটো তোলা হয়।

উপবীত-গ্রহণকারী কায়স্থগণের নাম—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায়চৌধুরী বি-এল, শ্রীযুক্ত জীবনকুমার সরকার
" বীরেন্দ্রবিজয় ঘোষ রায়চৌধুরী " গিরীশচন্দ্র বসু
" স্বর্ণকমল ঘোষ " " সত্যেন্দ্রকুমার বসু
" শৈলেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ " " প্রিয়নাথ সরকার
" রথীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ " " যতীন্দ্রনাথ সরকার
" অন্নদাচরণ ঘোষ " " শচীনাথ সরকার
" যতীন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা " পুলীনবিহারী সরকার
" অবিনাশচন্দ্র বসু " মহেন্দ্রচন্দ্র সোম

" নন্দলাল ঘোষ " নকুলেশ্বর ঘোষ
" মনোমোহন দেব " ললিতমোহন কর
" ভুবনমোহন সরকার " বিধুমোহন দেব
" ভগবানচন্দ্র বসু " বিধুভূষণ দাস

ঢাকা—শাখিনী

বিগত ১১ই মাঘ বুধবার ঢাকাজেলান্তর্গত শাখিনী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ ধর মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে গাংধাইর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নিম্নলিখিত ৩০ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীতিগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ধরবর্ম্মা। " বিপিনবিহারী হারবর্ম্মা।
" অভয়চরণ ধরবর্ম্মা। " সুধন্যকুমার হারবর্ম্মা।
" তারিণীচরণ ধরবর্ম্মা। " বিনোদবিহারী হারবর্ম্মা।
" দেবেন্দ্রকুমার ধরবর্ম্মা। " সুরেন্দ্রলাল হারবর্ম্মা।
" প্রসন্নকুমার ধরবর্ম্মা। " হরিপ্রসন্ন বিশ্বাসবর্ম্মা।
" বনমালী ধরবর্ম্মা। " সতীশচন্দ্র বিশ্বাসবর্ম্মা।
" শ্রীপতিচরণ ধরবর্ম্মা। " নেপালচন্দ্র ভৌমিকবর্ম্মা।
" ত্রিপতিচরণ ধরবর্ম্মা। " কালীনাথ সরকারবর্ম্মা।
" মহেন্দ্রকুমার ধরবর্ম্মা। " তারকচন্দ্র সরকারবর্ম্মা।
" মণীন্দ্রকুমার ধরবর্ম্মা। " গয়ানাথ সরকারবর্ম্মা।
" সুরেন্দ্রকুমার ধরবর্ম্মা। " দিগিন্দ্রপ্রসাদ সরকারবর্ম্মা।
" বিনোদবিহারী ধরবর্ম্মা। " দিগিন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা।
" ননীমাখন ধরবর্ম্মা। " মণীন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা।
" যতীন্দ্রনাথ ধরবর্ম্মা। " অবিনাশচন্দ্র সরকারবর্ম্মা।
" রজনীকান্ত ভৌমিকবর্ম্মা। " হরমোহন চন্দ্রবর্ম্মা।

রামভদ্রপুর—ফরিদপুর

গত ১১ই মাঘ বুধবার দিবস রামভদ্রপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়নকেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৩৬ জন কায়স্থ যথারীতি

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। রামভদ্রপুর-নিবাসী চাঁদরায় কেঁদাররায়ের গুরু সিদ্ধপুরুষ গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধর স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মহানন্দ মৌলিক মহাশয় আচার্য্য এবং পুরোহিত্য পদে বৃত হইয়াছেন। স্বর্ণঘোষনিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রাহা বর্ম্মা জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় এখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত উপনয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয় ক্ষত্রিয়াসনে বৃত ছিলেন। উক্ত জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও অর্থ সকলকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। মামুদপুর ও অন্যান্য গ্রামের বহু লোক উপস্থিত হইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন, মুহুর্মুহু বামাকণ্ঠ বিনিঃসৃত হুলুধ্বনি এবং আনন্দ কোলাহলে মুখরিত রামভদ্রপুর যেন অবসন্ন হিন্দু জাতির পক্ষে এক অনির্ব্বচনীয় সঞ্জীবনী সুধা আনয়ন করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত রামভদ্রপুর ৮২ জন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহারা এখনও উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই তাঁহারাও অচিরাৎ উপবীত গ্রহণ করিবেন। উপবীতিগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র দত্ত (ডাক্তার)	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার নাহা
„ অনাথবন্ধু দেব	„ মনোমোহন নাহা
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব	„ মহিমচন্দ্র নাহা
„ কুঞ্জবিহারী দেব	„ হরিচরণ নাহা
„ ক্ষীরোদচন্দ্র দেব	„ মাখনলাল নাহা
„ শরৎচন্দ্র দেব	„ গিরিশচন্দ্র কর
„ কালীমোহন রায়চৌধুরী	„ পূর্ণচন্দ্র কর
„ রসিকচন্দ্র রায়	„ প্রসন্নকুমার দাস
„ মনোমোহন রায়	„ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
„ নবকুমার দত্ত	„ হীরালাল দাস
„ প্যারীমোহন দত্ত	„ সতীশচন্দ্র দেব
„ চণ্ডীচরণ দত্ত	„ মহানন্দ দেব
„ লালমোহন দত্ত	„ চন্দ্রকুমার দেব
„ যামিনীমোহন দত্ত	„ রাসবিহারী দেব
সতীশচন্দ্র দত্ত	„ গোপালচন্দ্র দেব

„ মনোমোহন দত্ত	„ দুর্য্যোধন দেব
„ মনোমোহন দেব	„ চুনীলাল নন্দী
„ জিতেন্দ্রচন্দ্র দেব	„ অমৃতলাল নন্দী

গত ১৩ই মাঘ নিম্নলিখিত ৩ জন কায়স্থ যথারীতি উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীত কায়স্থগণের নাম :—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার নাহা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী।

তেলিপাড়া ফরিদপুর

সপ্তপল্লী কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

গত ১৮ই মাঘ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তেলিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে উক্ত দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। রামভদ্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ও স্বর্ণঘোষ নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রাহা বর্ম্মা জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় তন্ত্রধারক পদে ব্রতী হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ধানুকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী কান্ত ভট্টাচার্য্য ও বেজনীসার নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ বশিষ্ঠ মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রায় ১০০।১২ লোক সভায় উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তেলিপাড়া হইতে ভূমখাড়া গ্রামে সংকীর্ত্তন ও বাদ্যসহ নবীন ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া সকলের মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। সভাস্থলে শরচ্চন্দ্র রাহা বর্ম্মা জ্যোতিবিনোদ মহাশয় উপনয়নের উদ্দেশ্য ও মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এবং হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সকলকে হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেব বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত হরনাথ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়গণ জাতীয় উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহাতে আশা করি অচিরে বহুসংখ্যক কায়স্থ উপনীত হইবেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ দত্তবর্ম্মা মহাশয় অতি সুন্দরভাবে গীতা পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible]লচন্দ্র দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা মহাশয় ক্ষত্রিয়পদে বৃত হইয়াছিলেন।

উপবীতিগণের নাম ধাম

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ রায়চৌধুরী,	সালধ	শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রনাথ নন্দী	যোগপাট
" হরেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়চৌধুরী	সালধ	" যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব	ভুমখাড়া
" হারাণচন্দ্র দাস	সালধ	" গগনচন্দ্র দেব	ভুমখাড়
" দীপচন্দ্র গুহ	জয়মঙ্গল	" গোপালচন্দ্র দেব	ভুমখাড়া
" রজনীকান্ত লোধ	সোণ্ডা	" সন্তোষকুমার সোম	ভুমখাড়া
" সুরেন্দ্রমোহন লোধ	সোণ্ডা	" ইন্দুভূষণ কর	ভুমখাড়া
" রেবতীমোহন দত্ত	তেলিপাড়া	" বিভূতিভূষণ দেব	ভুমখাড়া
" মাখনলাল দত্ত	তেলিপাড়া		

হেলাচিয়া ঢাকা

বিগত ১৮ই মাঘ বুধবার ঢাকা জিলার অন্তর্গত হেলাচিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবিধি ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা।

হাটশানি পাবনা

পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় মোক্তারী ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার স্বেচ্ছাপ্রচারকরূপে স্বজাতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হাটসানি নামক গ্রামে গিয়া বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ৫ জন কায়স্থ সন্তানকে উপবীত দিয়াছেন। উপবীতিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন বর্ম্মা
,, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা
,, মনোমোহন মজুমদার বর্ম্মা
,, ললিতচন্দ্র সরকার বর্ম্মা
,, জিতেন্দ্রনাথ পাল বর্ম্মা।

মূলটী, — ২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র

গত ১৩ই মাঘ ২৪-পরগণার ডায়মণ্ড হারবার উপবিভাগের অন্তর্গত মূলটী গ্রামে শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে নিম্নলিখিত ১৬ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমারোহের সহিত প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দত্ত,	পীতাম্বর বাবুর পৌত্র
(বয়স ৭৯ বৎসর)	শ্রীমান্ সুধীরকুমার দত্ত
ভূম্যধিকারী এবং	শ্রীমান্ সুশীলকুমার দত্ত
পোর্টক্যানিংএর ল্যাণ্ড	শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দত্ত
ইম্প্রুভমেণ্ট কোম্পানীর	শ্রীমান্ করুণাকুমার দত্ত
সুপার ভাইজার,	শ্রীমান্ কণককান্তি দত্ত
পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত	পীতাম্বর বাবুর জ্ঞাতি
" শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত
" শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত
" শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত বি-এল	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মিত্র
উকিল, ডায়মণ্ড হারবার	শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

পীতাম্বর বাবুর গুরু বারুইপুর নিবাসী দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় আচার্য্যপদে মূলটী-নিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তন্ত্রধারকের পদে, বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হোতৃপদে মূলটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গড়গড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মাপদে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় ক্ষত্রকার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। স্বগ্রামের প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্মণ গোকর্ণ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শতাধিক কায়স্থ নিমন্ত্রিত হইয়া পীতাম্বর বাবুর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত হাঁসগাড়িয়া আশ্রমের শ্রীযুক্ত স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী এবং খড়দহ নিবাসী নিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীযুক্ত মোদলাল গোস্বামী মহোদয়গণ কার্য্যকালে উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মুলটী, ২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র

গত ১৩ই মাঘ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের গৃহে মুলটীর দ্বিতীয় কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ২৪ জন দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বি-এল
 উকিল, জজকোর্ট, আলিপুর
শ্রীমান্ প্রভাতকুমার দেব
শ্রীমান্ ভবানীচরণ দেব
শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রলাল দেব

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সরকার
 ভূম্যধিকারী, ক্যানিং টাউন

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত
 ভূম্যধিকারী
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দত্ত
" হরেন্দ্রভূষণ দত্ত
" বারীন্দ্রকুমার দত্ত
" পুলিনবিহারী দত্ত

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রকুমার দত্ত
শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র দত্ত
শ্রীমান্ বিমলেন্দু দত্ত

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু
শ্রীযুক্ত অনাদিগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার
" বেনোয়ারীলাল সরকার
" শৈলেন্দ্রনাথ সরকার
" বিভূতিভূষণ সরকার
" কালীপদ দেব
" সুবোধচন্দ্র দেব

মুলটী নিবাসী দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যপদে, বরিশাল চাঁদশী নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার সদস্য-পদ, মুলটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গড়গড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মাপদে এবং শ্রীযুক্ত মাথনলাল ধরবর্ম্ম, প্রচারক, ক্ষত্রিয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৪ই মাঘ শনিবার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দত্ত বর্ম্ম মহাশয়ের গৃহে, এবং ১৫ই মাঘ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সরকার বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীতে এবং ১৬ই মাঘ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছেন।

মূলটী-নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দত্তবর্ম্ম সরস্বতী এই দুইটী উপনয়নযজ্ঞের সফলতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, যতীশ বাবুদের গুরু খড়দহের নিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গোস্বামী প্রভু এবং পীতাম্বর বাবুর গুরু শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের মহাপ্রাণতা দর্শনে আমরা বিশেষ প্রীতি ও আনন্দলাভ করিয়াছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সহকারী সম্পাদক ও প্রচারক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থ চিন্তামণি মহাশয় যেরূপ যোগ্যতার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বেদমন্ত্র সমুহের ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি শিক্ষা দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাথনলাল ধরবর্ম্ম মহাশয়ও পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া সংস্কার কার্য্যে সকলকে উৎসাহিত করিয়া এবং উপনয়ন যজ্ঞে সাধ্যানুরূপ সহায়তা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সরকার বর্ম্মা।
স্বত্বাধিকারী, ওলিম্পিয়া আর্ট হাউস, মুলটী।
(Olympia Art House, Multi, Bengal)

☞ মুলটীর দত্তবংশ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বালির দত্তবংশ সম্ভূত। পীতাম্বর বাবুর পিতামহ ৺ কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় শোভাবাজার রাজষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার নামে কলিকাতায় কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। পীতাম্বর বাবু অতি সদাশয় ব্যক্তি, তিনি ছয়টী পুত্রের বিবাহেই পণগ্রহণ বা কোনরূপ দাবি দাওয়া করেন নাই, অথচ ৪ কন্যা ও পৌত্রীদের বিবাহে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পণ দিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহকালে পাকা দেখার দিনে তিনি কন্যার পিতার গৃহে যাইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাড়ী ঘর বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; জানিবা-মাত্র তিনি কন্যার পিতাকে বলেন যে তিনি এক পয়সাও চাহেন না, অধিকন্তু তিনি নিজ ব্যয়ে কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিয়া পুত্রের বিবাহ সম্পাদন করাইয়া বধূসহ গৃহে ফিরিয়াছিলেন। এই মহানুভাব ব্যক্তি বৃদ্ধকালেও কায়স্থ-সমাজের সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে উৎসাহশীল। আমরা তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা এবং তাঁহার ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব বর্ম্ম মহাশয়ের আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছি। দুই বাড়ীতেই উপনয়ন কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত এবং যথাযথ শাস্ত্রবিধান মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

বিগত ৬ই পৌষ যশোহর জেলার পরমেশ্বরপুর নিবাসী ৺চন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বসু বর্ম্ম মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় সভ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয় ষোড়শ দান, বৃষোৎসর্গ, আদ্য একোদিষ্ট প্রভৃতি ক্রিয়া যথারীতি দ্বিজোচিত বিধিতে বেদমন্ত্রোচ্চারণে অন্নের পিণ্ডদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহাঠা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ ভট্টাচার্য্য পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতচরণ মিশ্র শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় বিরাট ও গীতাপাঠে ব্রতী ছিলেন। সত্যবান্‌পুর, মনঃখালি, নহাটা, পাণিঘাটী, সালধা, নালিয়া,মিঠাপুর, সিঙ্গা, রায়গ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রয়ে ৫০০শত স্বজাতি এবং ভাঙ্গরা ও পরমেশ্বরপুর নিবাসী বৈদ্যগণ সোৎসাহে যোগদান করিয়া কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছে।

পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্ম মহাশয় ক্ষত্রিয়াচার প্রচার কল্পে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাকে ধনবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীশ্রীরাধারমন জীউ।

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মহোদয়ের বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা। এই শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজক সভাপতি মহাশয়ের অনুজ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্ম মহোদয়। তাঁহারই পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণীর ঐকান্তিক আগ্রহে এই শ্রীবিগ্রহও শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদির নিত্য ভোগ এবং হোমযজ্ঞ শ্রীবিগ্রহের সেবার একটী বিশেষ অঙ্গ। গত কয়েক বৎসর হইতে এই স্বধর্ম্ম পরায়ণ কায়াস্থ-দম্পতির সানুরাগ ঐকান্তিকতায় যথাশাস্ত্র দ্বিজাচারে শ্রীবিগ্রহ-যুগলের সেবা পূজা চলিতেছে। বার মাসে তের পার্ব্বণ পূজা মহোৎসব প্রভৃতি প্রতিবর্ষে অন্নকূট মহোৎসব বহুরূপের সেবায় সমারোহে সম্পন্ন হয়। ইহা কায়স্থ জাতির একটী গৌরবের নিদর্শন। বংঙ্গের বহুস্থানে এইরূপ কায়স্থ গৌরব ও কায়স্থের অধিকার আজকাল প্রায় বিলুপ্ত। জাতির উদাসীনতা ও পরমুখাপেক্ষতাই তাহার কারণ। ভূপেন্দ্রবাবু আমাদের কায়স্থজাতির একজন নীরব সাধক। বহু দিন হইতেই তিনি নীরবে জাতি-দেবতার এই সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। কায়স্থ জাতির স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বাধিকার রক্ষায় তাঁহার এই প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

বিগত ২২এ মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে এবং অক্লান্ত কর্ম্মী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটে (বাগবাজার কলিকাতা) সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া পঁচিশ জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। কোটালিপাড়া-নিবাসী বৈদিক গোষ্টীপতি সুপ্রসিদ্ধ হরিহর চক্রবর্ত্তীর বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের পদে এবং ফরিদপুর—শিরখাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মা ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারের পদে ব্রতী ছিলেন।

কেন্দ্রস্থলে মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাপরায়ণ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্মা মহাশয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের আদর আপ্যায়ন এবং সমস্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া কেন্দ্রটী সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন।

কায়স্থ-সভার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা বি এল, সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা কুলভাস্কর, শিরখাড়া (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুহ বর্ম্মা, ত্রিপুরা—গোকর্ণ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় বর্ম্মা, কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহ রায় বর্ম্মা বি-এ,…প্রমুখ কতিপয় স্বজাতি হিতৈষী উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সমস্ত কার্য্য প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় শেষ হইয়াছিল এবং উপস্থিত সকলে গৃহস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রসাদ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্তিলাভ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সমস্ত ব্যয়ে এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, সভা এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

উপবীতিগণের নাম ধাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু, (চন্দ্রদ্বীপ সমাজ) মণিনাগ (বরিশাল), ২। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেব, উকিল, কালারায় (ফরিদপুর), ৩। শ্রীযুক্ত সুধন্বকুমার ঘোষ শ্যামপুর (ফরিদপুর), ৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, দোলকুণ্ডী

(ফরিদপুর), ৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল সেন, দোলকুণ্ডী (ফরিদপুর), ৬। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বিশ্বাস, দোলকুণ্ডী (ফরিদপুর), ৭। শ্রীযুক্ত রাজমোহন ঘোষ, দামেরচর (ফরিদপুর), ৮। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ, দামেরচর (ফরিদপুর), ৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঙ্গারপাড় (ফরিদপুর), ১০। শ্রীযুক্ত রসিকলাল নন্দী, শ্রীনদী (ফরিদপুর), ১১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার কর, মোচনা (ফরিদপুর), ১২। শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরকার, মালিগ্রাম (ফরিদপুর), ১৩। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র গুহ, ভাষড়া (ফরিদপুর), ১৪। শ্রীযুক্ত রোহিণীমোহন নাগ, হোসেনপুর (ফরিদপুর), ১৫। শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মহলানবীশ, হোসেনপুর (ফরিদপুর), ১৬। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব বিশ্বাস, শিরখাড়া (ফরিদপুর), ১৭। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেব বিশ্বাস, শিরখাড়া (ফরিদপুর), ১৮। শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন গুহ, শিরখাড়া (ফরিদপুর), ১৯। শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দত্ত, শিরখাড়া (ফরিদপুর), ২০। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, বাজিৎপুর (ফরিদপুর), ২১। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দেবলোধ, কাউয়াকুড়ি (ফরিদপুর), ২২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, দিগনগর (ফরিদপুর) ২৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেব ভৌমিক, (বিক্রমপুর-সমাজ) চারিগাঁ, (ঢাকা), ২৪। শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল দেব ভৌমিক, (বিক্রমপুর-সমাজ) চারিগাঁ (ঢাকা) ২৫। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার, ইন্দেশ, বাঁকুড়া।

আন্তর্গাণিক বিবাহ

(১)

(বিনাপণে—মৌলিকে মৌলিকে)

ফরিদপুর জেলান্তর্গত রামনগর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পৌত্র বর্ত্তমানে কাশীধাম ২৩১নং শিবালাবাসী শ্রীযুক্ত হিরণকুমার চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী লীলাদেবীর শুভ বিবাহ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় নীলমণি দেব মহাশয়ের ৫ম পুত্র সহৃদয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দেবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই বিবাহ উপলক্ষে দেব মহোদয় এবং তাঁহার দয়াবতী সহধর্ম্মিনী যেপ্রকার মহানুভাবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই দেবচরিত্রের পরিচায়ক। কোন প্রকার দাবী দাওয়া না করিয়া তাঁহারা যে ভাবে পুত্রের বিবাহ দিয়া এই কন্যাদায়-সঙ্কট হইতে একজন বিপন্ন-স্বজাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

(২)

বিগত ১৩ই মাঘ শুক্রবার পাবনা জেলান্তর্গত বিখ্যাত পোতাজিয়া সমাজের বারেন্দ্র সিদ্ধ বংশীয় (কুলীন) পাবনার সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায় বর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা বি-এ (নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী [S. D. O.]) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইলাদেবীর শুভবিবাহ জেলা ২৪ পরগণার ধপধপে—বারুইপুর নিবাসী দক্ষিণ-রাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র ঘোষের সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘজীবন এবং শান্তি সুখ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি।

বিনাপণে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ

(১)

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ শনিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত গোয়ালন্দ সাবডিভিসনের অধীন পেমটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বক্সী এম-বি (মালদহের সিভিল-সার্জ্জন) মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত বহরমপুরের জমিদার ৺ যোগেশচরণ সেনবর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী মিনারাণী দেবীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে; বরপক্ষ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই।

এই বিবাহোপলক্ষে যোগেশ বাবুর সুযোগ্য পুত্র কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর সেন বর্ম্মা মহাশয় এবং বহরমপুরের কায়স্থ পুরমহিলাগণের সংগৃহীত ৩২৲ টাকা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় দান করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ও পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ২৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘজীবন ও শান্তি সুখ কামনা করি।

বহরমপুর ও খাগড়ার জমিদার উক্ত সেন মহাশয়েরা উপবীতী কায়স্থ এবং মিত্র সেন পট্টির সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয়।

(২)

বিগত ২৩এ মাঘ সোমবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য এবং তাড়াশ ষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার, বর্দ্ধমান জেলার আনুখাল—বালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র বর্ম্ম মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কালসী নিবাসী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে মহানুভব শ্রীযুক্ত সদাশিব বাবু কোন প্রকার পণাদির দাবী বা গ্রহণ করেন নাই। বিবাহ সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় সমবেত ব্যক্তিদিগের সহিত সভার উদ্দেশ্য বিষয় বহু আলোচনা করেন। সদাশিব বাবু অতি সত্বরই উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যথোচিত ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমরা আশা করি মিত্র মহোদয়কে শীঘ্রই সোপবীত দেখিতে পাইব।

(৩)

যশোহর জেলার অন্তর্গত শূলগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাধ মিত্রের সহিত রাজঘাট (যশোহর) নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রীতিরাণীর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহোপলক্ষে পাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত সুরেন বাবু যেরূপ মহা-প্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন,তাহা অনুকরণীয়। বিবাহের দুদিন পূর্ব্বে অবিনাশ বাবু কন্যার অলঙ্কার ও তৈজসপত্র, বরশয্যা এবং যথাসাধ্য দান সামগ্রীর দ্রব্যাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত রওনা হয়েন। গহনা ও দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ভোরের ট্রেণে বাটী ফিরিবার জন্য মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিবার সময় হ্যারিসন রোডে বৈঠকখানার নিকট রাত্রি অনুমান ৪টার সময় ৩ জন দস্যু (গুণ্ডা) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে সুরেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া অকপটে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। সকল বিষয় অবগত হইয়া সুরেন্দ্র বাবু পুত্রের বিবাহ দিতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া মাত্র শাখা শাড়ী দিয়া কোনমতে কন্যা সম্প্রদান করিলেই হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। তিনি অবিনাশ বাবুকে নানা প্রকার প্রবোধবাক্য দ্বারা উৎসাহিত করিয়া বাটী পাঠাইয়া দেন এবং যথাসময়ে বর লইয়া বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সুরেন্দ্র বাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত কায়স্থ ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

সিউড়ীতে উপনয়ন

বিগত ১১ই মাঘ বুধবার সিউড়ীর সর্ব্বজনমান্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণ সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মিত্র মহাশয়ের ভবনে মহাসমারোহে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ কেন্দ্র সিউড়ীতে বোধ হয় এই প্রথম। কৃষ্ণগোপাল বাবু তাঁহার সপ্তকৃতি ও বালক পুত্র সহ এই কেন্দ্রে মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিকবাসে দণ্ড শোভিত হইয়া যথাশাস্ত্র বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। বেলা ৯টার সময় শুভকার্য্যারম্ভ হইয়া অপরাহ্ণ ৪টায় তাহা পরিসমাপ্ত হয়। স্বজাতি কায়স্থগণ ও বহু কায়স্থমহিলা এই অভিনব যজ্ঞ সন্দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রায় পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ পরিতোষসহ ভোজন করেন এবং সমাগত ভিক্ষুক ও দরিদ্রগণকে আহার ও অর্থদান করা হয়।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণগোপাল বাবু, তাঁহার কুলগুরু ভরতপুর মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ গোস্বামী, বর্দ্ধমান মাহাতা নিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর ও আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বীরভূম তেজহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, বাটিকার নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য এবং সিউড়ী জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ষটতীর্থ মহোদয়গণকে যজ্ঞের আচার্য্য হোতা ব্রহ্মা সদস্যাদি পদে ব্রতী করিয়া এই উপনয়ন যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত উদার হৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ চিরদিনই হিন্দু সমাজের নমস্য এবং কায়স্থ জাতির অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রচারক বীরভূম শ্রীচিত্রগুপ্তধামের পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় যজ্ঞরক্ষায় ব্রতী হইয়া উপনয়ন যজ্ঞের তন্ত্রধারকের কার্য্য কয়াছিলেন।

নিম্নে উপনীত কায়স্থগণের নাম প্রদত্ত হইল :

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মিত্র, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জমীদার, ৩। শ্রীযুক্ত অনাদীশচন্দ্র মিত্র বি, এল,

৪। শ্রীযুক্ত বারুণীশবন্দ্র মিত্র এম, বি, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীশচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, ৬। শ্রীমান্ সত্যগোপাল মিত্র, ৭। শ্রীমান্ আনন্দগোপাল মিত্র এম, এ, ও ল' ছাত্র, ৮। শ্রীমান্ ব্রহ্মগোপাল মিত্র ছাত্র, ৯। শ্রীমান্ সুধাকর ঘোষ ছাত্র।

(১)

রাজসাহী হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

রাজসাহী—নাটোর মহকুমার সন্নিকটবর্ত্তী হরিশপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ কর বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভূতি বাবুর অনুপবীতী মাতুল ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন, ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ হইলে তত্রত্য অনুপবীতী কোন কায়স্থই যোগদান করিবেন না। কিন্তু পিতৃশোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃযুগলের আন্তরিক একান্ত ইচ্ছা যে, এই শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়প্রথায় নির্ব্বাহিত হয়। ঐ সময় আমি সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে নাটোর থাকায় বিভূতি বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ কর বর্ম্মা আমাদের নিকট আসিয়া নিজেদের অভিপ্রায় ও প্রতিকূল মতের বিষয় জানাইলে আমরা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য এবং প্রতিকূলাচরণের প্রতি দৃকপাত না করিতে ও আবশ্যক অনুযায়ী স্বজাতীয়গণ সহ শ্রাদ্ধ সভায় সমবেত হইবে এরূপ আশা ভরসা দিয়া বিশেষতঃ স্বপক্ষ বিপক্ষ উপবীতী অনুপবীতী তাঁহাদের সমাজভুক্ত প্রত্যেক কায়স্থের দ্বারস্থ হইয়া নিমন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিলে বৃতিদ্বয় তদনুরূপ করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমরা শ্রাদ্ধ বাসরে সমবেত হইয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, তাঁহাদের সমাজভুক্ত পক্ষ বিপক্ষ সকল কায়স্থই যোগদান করিয়া ভোজনাদি করিয়াছেন, কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পণ্ডিত ও পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া সুন্দর সুব্যবস্থা ও অন্যতম পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। হরিশপুর স্কুলের প্রধান ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাশয় বিশেষ চেষ্টা যত্ন দ্বারা এই শ্রাদ্ধে অনেকগুলি স্থানীয় ব্রাহ্মণকে সমবেত করাইয়াছিলেন। আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি যে, কৃতিদ্বয় পিতৃদেবের প্রীত্যর্থে অবস্থার অনুপাতে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় ১০০শত স্বজাতি ১০০ শত ভিন্ন জাতীয় এবং ২৫।৩০ জন ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৩৪ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীচরিতামৃতে

সুবুদ্ধি রায়

(২)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থে এমন কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদ্দারা সুবুদ্ধিরায়কে ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্ব-কালের প্রথমাবস্থায় রাজকার্য্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। ঐ রাজত্বের মধ্যসময়ে ব্রাহ্মণ রাজকর্ম্মচারী ও জমিদার—সংখ্যা বেশি দৃষ্ট হয়। মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাঙ্গলার জমিদার কায়স্থ থাকাই বর্ণিত হইয়াছে। হুসেন শাহ্‌র রাজত্বকালে কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ রূপসনাতন দবীর খাস ও শাকর মল্লিক উপাধিতে তাঁহার মন্ত্রিত্ব কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম লিখিত আছে।

গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতনে রূপে আনি দিলা রাজ্যভার॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তার॥
রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া॥
রাজ্যভোগ করয় কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ইন্দ্র সম সনাতন রূপের সভাতে।

অন্য স্থানে—

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হইতে যাত্রা কৈল গৌর হরি॥
কেশব ছত্রিন আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন।

ভক্তিরত্নাকরেও "কেশব ছত্রিন" লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

লোভে কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥

রজোগুণ-সম্পন্ন কাগস্থগণ রাজকার্য্য করিতেছেন, আর সনাতন ঘরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন।

রূপ সনাতনের পূর্ব্ব পুরুষগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা হুসেন শাহ্‌র মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিলেও রামকেলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা স্থাপন পূর্ব্বক ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র পাঠ ও পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার নিকট অনেকবার উভয় ভ্রাতা দৈন্য-পত্রী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় স্বাত্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। তাঁহারা যে মন্ত্রিত্ব কার্য্য করিতেন তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অনুকূলতা জনক ছিল না তজ্জন্যই তাঁহাদিগের উক্তি—

ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ দ্রোহী সনে আমার সঙ্গম॥

সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ হইলে, ব্রাহ্মণের সত্ত্ব গুণ অন্ততঃ রূপ সনাতনের দৃষ্টান্তেও কতকাংশে বিকাশ হইত। তিনি ধনবান বিধায় রূপসনাতনের সমকক্ষতায় শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হউন শাস্ত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার অবশ্যই থাকিত। ভক্তি শাস্ত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে তিনি তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। কাষ্ঠ আহরণ ও কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে করিয়া সময় নষ্ট করিতেন না। শাস্ত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলে মহাপ্রভু তাহাকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের সাহায্য জন্য পন্থা প্রদর্শন করিতেন। যাহা হউক সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ হইলে কবিরাজ

গোস্বামীর রচনায় কোন স্থানে তাহা পরিস্ফুট হইত। কবিরাজ গোস্বামীর লিপিচাতুর্য্যে অত্যুক্তি দোষ অল্পই আছে।

পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণ লোকে কায়স্থকে লালা বলে। সম্রাট্ ও রাজগণের কোষাধ্যক্ষ কার্য্য বানিয়া বা বৈশ্যগণ ও রাজকর নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ কার্য্য কায়স্থগণ করিতেন। কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক মথুরার বাজারে বিক্রয় ও তাহা মুদিঘরে সঞ্চয় করা, স্বজাতি ও স্বদেশবাসী এবং দরিদ্রের সেবা করার ভাব মনে উদয় হওয়া আশ্চর্য্য বিষয় বটে। তাঁহার বহু ধন সম্পদ সঞ্চয় ছিল। তাঁহার জাতি নাশ হওয়ায় তিনি সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল সহজসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত হইলে তদ্দারা শুদ্ধ হইয়া হুসেনের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। তুষানল প্রায়শ্চিত্তে জীবন বিসর্জ্জন না করিয়া মহাপ্রভুর বাক্য কৃষ্ণনাম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত জন্য অভিনব প্রণালীতে জীবন ধারণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বয়সকালের সময় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বয়স কালের সময় গ্রন্থে লিখিত না থাকায় সুধী-সমাজে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। কেহ ১৪৫৭ কেহ ১৪৬০ কেহ ১৪৯৭ শক অনুমান করেন। যাহাই হউক মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সামান্য পূর্ব্বে বা পরে শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক গ্রন্থ রচনা হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং কেশব ছত্রী সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সত্য। উক্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশমালা গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা কোন্ সময়ে রচিত হয় তাহা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ নাই। ইহার রচনা ভাব লালিত্যাদি দৃষ্টে ইহা যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হয়। কবি স্বীয় গুরু শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর লীলা ঐগ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই বলেন—

কৃপা করি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সভে।
নিত্যানন্দ চন্দ্রের গুণ গাইবার লোভে॥
শ্রীবীরচন্দ্রের গুণ গাহিতে মন হয়।
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয়॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ, শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরিদাস ঠাকুরেরর রচিত। ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও তাঁহার ভাণ্ডার বিশ জন্য সরকার উপাধি। ইনি মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত ও ভক্ত বলিয়া পূজিত ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্‌র চিকিৎসক ছিলেন। ১৪৭৮—১৫৪০ অব্দ নরহরির

সময়। শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যগণের নিকট ইঁহার বংশ মহাবংশ নামে পরিচিত। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তজ্জন্য গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

এই গ্রন্থে কেশব ছত্রীর বর্ণনা যথার্থই আছে। কেশব ব্রাহ্মণ হইলে ইনি কখনই "ছত্রী" লিখিতেন না।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার প্রাচীন পুরাবৃত্ত সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। তজ্জন্য সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখার যত্ন যাঁহারা করিবেন তাহারা দেশের শত্রু হইবেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য, সাহা পৌণ্ড্রক, তিলি, কৈবর্ত্ত ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি বহু জাতি বঙ্গবাসীর অঙ্গ বিশেষ ছিল। ব্রাহ্মণ সকল সময় শীর্ষ স্থানে ছিলেন ও এখনও আছেন। তাই বলিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির যে টুকু প্রাপ্য গৌরব থাকে তাহাকে উপস্থিত রাখিবার উদ্যম অপ্রশংশনীয় নহে।

হুসেন শাহ্ নিজে উচ্চবংশজাত বিধায় এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিতেন। আফগান ও পাঠান সেনাপতিগণের ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট চাকলার অধিকংশ রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য কায়স্থগণই করিতেন। রাজদরবারে কায়স্থগণেরই প্রতিপত্তি ছিল। হুসেনের সময় উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের সংখ্যা বেশি ছিল। উত্তর রাঢ় ও বারেন্দ্র গৌড়ে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের হুসেনের সময় উভয় সম্পদ লাভ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হয়া যায়! দক্ষিণ রাঢ়ীয় মাহীনগরের পুরন্দর খাঁর নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রকৃত নাম গোপীনাথ বসু ছিল। হুসেন শাহ্ তাঁহাকে উজীর পদ প্রদানানন্তর পুরন্দর খাঁ নাম করণ করেন।(৪)

---

(৪) পুরন্দরখাঁ পুস্তিকা মহাত্মা সারদা চরণ মিত্র প্রণীত। তন্মধ্যে বসু বংশের বিবরণ আছে। দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম স্থানীয় শুক্তি মুক্তি ও অনন্ত কর্ত্তৃক পৃথক রূপে সমাজ হয়। দশরথের অধস্তন ১২শ স্থানীয় ঈশান বসু খাঁর পুত্র গোবিন্দ (গন্ধর্ব্ব খাঁ) গোপীনাথ (পুরন্দর খাঁ) ও বল্লভ (সুন্দরবর খাঁ)। উক্ত পুরন্দর খাঁর অধস্তন ১৩শ পুরুষের জন্ম—অর্থাৎ দশরথ বসু হইতে এখন পর্য্যন্ত উর্দ্ধ সংখ্যা ২৬শ পর্য্যায় হইয়াছে।

ঈশান চন্দ্রের শ্রীমন্তরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ বসুর গন্ধর্ব্ব খাঁ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণবল্লভ বসুর সুন্দরবর খাঁ এবং পুরন্দরের পিতামহ মহীপতি বসুর সুবুদ্ধি খাঁ নামকরণ হয়। পুরন্দরের পিতামহ হইতেই রাজদরবারে উচ্চতম রাজপদ লাভের পরিচয় হইতেছে। তাঁহার পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁ হুসেন শাহ্র বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি। হুশেন শাহ্র দরবারের উজীর কেশব বসু বা কেশব খাঁ ঐ বসু বংশের লোক। ইঁহাদিগের বংশগত রাজপদ জন্য কেহ কেহ রামকেলিতে জমিদারী লাভ করেন। (৫।

মহানন্দো ধারে এক মালদহ গ্রাম!
বহু ভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয়।

শুভবীরচন্দ্রের নিকট দুর্ল্লভ ছত্রী মহোৎসব দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বীরচন্দ্র আজ্ঞা করেন। দুর্ল্লভ বীরচন্দ্রকে উত্তর দেশীয় দুইটী অশ্ব, বহুবিধ বস্ত্র, দুই সহস্র রৌপ্য মুদ্রা ও একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এবং মহোৎসবের স্থানের ভূমি প্রভুকে দেবোত্তর অর্পণ করেন। সেই হইতে শ্রীপাট মালদহ নাম হইয়াছে। তদ্বংশীয়েরা ঐ শ্রীপাটে সেবাইত অদ্যাপি আছেন। জমিদার অন্য ব্যক্তি হইলেও ঐ ভূমির করধার্য্য নাই।

প্রভু আয়োজন দেখি সন্তুষ্ট হইলা।
কৃষ্ণ নিবেদন করি মহাপ্রসাদ কৈলা॥
সেই প্রসাদ লয়ে গেল স্থানে স্থানে।
যার যত ইচ্ছা বসি করয়ে ভোজনে॥
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ অবশেষ পাত্র পাইল।
সবংশের নিমিত্ত বসনে বাটি নিল॥
দুই সহস্র মুদ্রা সুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব দুই বহু বিধ বস্ত্র॥
মহোৎসব স্থান দেবোত্তর পার্থালিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি॥
তারে কপাকাষ্ঠ প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থানে প্রসিদ্ধ হইলা বলিয়া কৈলা॥

---

(৫) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তারে মধ্য-লীলায় লিখিত—

কুল গ্রন্থে (৬) দশরথ বসুর অধস্তন ১৩শ পর্য্যায় পুরন্দর খানস্থ কুল লিখিত হইয়াছে। তদীয় পুত্র কেশব খাঁ ১৪শ পর্য্যায় লিখিত আছে কেশবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণবসু বিশ্বাস খান। সম্ভবতঃ ইহা দুর্ল্লভ ছত্রীর নামান্তর থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় আর্য্য ১৬শ পর্য্যায় অনন্ত রায়। তৎপুত্র ১৭শ পর্য্যায়ে বসু ও চাঁদমল্লিক এবং সুন্দরবর খাঁ লিখিত হইয়াছে। ১৭শ পর্য্যায়ে পর হইতে 'খাঁ' "রায়" "মল্লিক" উপাধি বংশে কাহারো নূতন হওয়া দৃষ্ট হয় না। এই সময় গৌড় হইতে ঢাকায় রাজধানী হয়। তজ্জন্যই নবাব-সরকারে বিষয়কর্ম্ম বহু দূরদেশে কেহ যান নাই ইহাই মনে হয়। যাহা হউক, পুরন্দরের বংশ বিদ্যাবিভব সম্পন্ন হইয়া কিছুকাল রামকেলিতে বাস করিয়া রাজদরবারের কার্য্য করিতেন।

উক্ত বংশে যে সুবুদ্ধি খাঁর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি হুশেনশাহ্‌র পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বটেন। কারণ পুরন্দরের পুত্র কেশবখাঁন হুশেন শাহ্‌র উজীর ছিলেন। হুশেনের রাজত্বের প্রথম ভাগে পুরন্দর খাঁ উজীর পদে থাকা সম্ভব। কিন্তু পুরন্দরের পিতা সুবুদ্ধি খাঁ কখনই হুসেন শাহ্‌র সম-সাময়িক নহেন। ইহার সম্বন্ধে যবনাঘাতের কোন জনশ্রুতি নাই। হুসেন শাহ্‌র বদনার জলে জাতি নষ্ট হইলে তাহার জনশ্রুতি অবশ্যই থাকিত। বিশেষতঃ ইনি সুবুদ্ধি খাঁ হইতেছেন। রায় নহেন। রায় ও খাঁ অবশ্যই পৃথক্।

শ্রীধরদাস ঠাকুরের বংশে জনৈক সুবুদ্ধি রায় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যবনাঘাতের কোন জনশ্রুতি নাই। গোপীকান্ত নেউগীর বংশেও একজন সুবুদ্ধি খাঁ ছিলেন। তিনি হুশেন শাহ্‌র পরবর্ত্তী সময়ের লোক। নরদাস ঠাকুরের অন্য শাখায় গৌরি ও সুবুদ্ধি দুই ভ্রাতা ছিলেন। এই সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের জমীদার ছিলেন। হুশেন শাহ্‌র বদনার জলে তাঁহার জাতি নষ্ট হইলে তিনি দেশত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করেন। সেখানে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন বাসের অনুমতি দেন। বাদসাহ হুশেন শাহ্‌ তাঁহার জাতি নষ্ট হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া গৌরির পুত্র বাণীরায়কে রায় রাঞা পদ দান ও জমিদারী দেন। ঢাকুরে দাস বংশ অধ্যায় লিখিত আছে—

(৬) কায়স্থ পত্রিকা ৫ম বর্ষ ১৩১৩। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন ঢাকুরী। ৩২৮ পৃষ্ঠা হইতে।

পুরন্দর খাঁ সম্পর্য্যায়ে বিবাহদ্বারা কুলের বন্ধন করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কুলীনগণের একটী থাক করিয়াছেন। তাহাকে পুরন্দরী মত বলে।

সেই বংশে বাণী রায়, বাঙ্গলার রায় রাঞা হয়,
বংশ দোন জমিদারী।

লিপিপ্রমাদে "বংশ দোন" কোন ২ ঢাকুরে বংশ গোপাল হইয়াছে।

সুবুদ্ধি রায়ের বংশ লোপ হইয়াছে। তিনি কালীগ্রামের চৌধুরীর ঘরে কন্যাদান করেন। ঐ বংশ বর্ত্তমান আছেন। এবং ১৩।১৪ পুরুষ হইয়াছে। বাণীরায়ের বংশ পরশ পাথরের দাস নামে পরিচিত আছেন। তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এস্থানে সম্ভবপর নহে। প্রাগুপ্ত কারণে চরিতামৃতের গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধি রায়কে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুবুদ্ধি রায় মথুরায় বাসকালে দেশস্থ আত্মীয় স্বজনাদির বিষয় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রিগণের নিকট তথ্য লইতেন। তাঁহার কাষ্ঠ বেচার পয়সার দ্বারা নিঃস্ব আত্মীয় ২জন বৃন্দাবন বাস করিতেন এরূপ গল্প শুনা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

মৌদ্গাল্য সিংহ-বংশ

গড় মান্দারণের রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পরিচয় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা পাইয়াছি এবং শোভা-সিংহের বিদ্রোহের কথা বাঙলার ইতিহাসে পড়িয়াছি। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক সমিতির উদ্যোগে উক্ত জেলার ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। সংগ্রহ-কালে রাজা বীরেন্দ্র সিংহ ও শোভা সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণের এবং জ্ঞাতি-বংশের একটী বংশ-তালিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে যাহা পাইয়াছি নির্ব্বিচারে তাহাই প্রকাশ জন্য পাঠাইয়াছিলাম। ইহা ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ কি না জানি না, যদি থাকে কেহ সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব। তালিকাটী পাইয়াছি আমার বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ার সিংহ বংশের শ্রীযুক্ত মহেশ নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট। তিনি উক্ত মৌদ্গল্যবংশ-সম্ভূত এবং এখন গ্রামের মধ্যে একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ব্যক্তি।

শকুন্তলার পুত্র ভরতের মন্ত্রীর জ্যোতি ও সতী নামে দুই কন্যা জন্মে। সেই দুই কন্যাকেই ধর্ম্মজ্ঞকে দান করা হয়। ধর্ম্মজ্ঞের দ্বিতীয়া পত্নী সতীর গর্ভের তৃতীয় পুত্র সহস্রাক্ষ মুদ্গল মুনির শিষ্য ছিলেন বলিয়া মৌদ্গল্য বা মধুকুল্য গোত্র হয়। তাঁহার বংশে সিংহ বিক্রমশালী রাজা হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তদবধি বংশের উপাধি "সিংহ" হয়। মাধব-বংশে জয়হরি মজুমদার সেই বংশে রাণা রাঘব সিংহ ও রাজা হরিশ্চন্দ্র (চৌধুরী) জন্মগ্রহণ করেন। "আন্দুল্যাতে সিং সাঁখরালে দাস গেলা প্রতাপেতে সিংহ"। সেই বংশে মহেন্দ্র সিংহ বা "হিন্দু মামুদ খাঁর" জন্ম হয়। বৈষ্ণব কবি মুকুন্দরাম ইহার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"সরকার সলিমাবাদের ডিহিদার।
ছত্রিশ পরগণার জায়গীরদার॥"

ইহার পুত্র রাজা মূল সিংহ নবাব বাহাদুর—

"যেন মলয় চন্দন।
যাঁহার পরশে হইল কায়স্থ শোভন॥"

তাঁহার দুই পুত্র রাজা গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ ও রাজা কন্দর্প খাঁ সিংহ। রাজা গন্ধর্ব্ব সম্বন্ধে দেবীবর ঘটক লিখিয়াছেন—

"হৃদয় গন্ধর্ব্ব খানি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কুলস্থাল কুলে শাল রাধবেতে জানি॥"

রাজা গন্ধর্ব্বের পুত্র রাজা নকুলেশ্বর সিংহ। বিশ্বেশ্বর ঘটক কায়স্থ কারিকার ১৪ পর্য্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইনি আন্দুলিয়া পরগণায় বাস করিতেন। নকুলেশ্বরের পুত্র রাজা বিজয়রাম সিংহ চৌধুরী। এই সময় হইতে এই বংশে কেহ কেহ রায় চৌধুরী কেহ বা সিংহ সরকার উপাধি ব্যবহার করিতে থাকেন। কমলপুরের সিংহরা সিংহ মজুমদার লেখেন। বিজয়ের পুত্র রাজা কন্বয় সিংহ ইনি বিদ্রোহী হন। ইহার জ্ঞাতি রাজা শত্রুজিৎ সিংহ ও লক্ষীকান্ত সিংহ। বিদ্রোহে যোগদান করেন। কন্বয়ের পুত্র রাজা দুর্ল্লভ সিংহ চৌধুরী-দুর্ল্লভ সিংহের পুত্র মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্র সিংহ মহেন্দ্র বাহাদুর—ইনি চেতোয়া ও বরোদা পরগণার ভূস্বামী ছিলেন।

বীরেন্দ্র সিংহের ভ্রাতা অনুপসিংহ হাড়া ঠাকুর। অনুপের পুত্র রাজা কৃষ্ণ সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জ্জয় সিংহের বিধবা ভাগিনেয়ী রাণী কুমুদ্বতীকে হরণ করিয়া লইয়া আসেন। রাজা কৃষ্ণ সিংহের চারি পুত্র রাজা সভারাম সিংহ, হিম্মৎ সিংহ (আজিম সিংহ) বাবু সিংহ, ইন্দ্র সিংহ ও দাতারাম সিংহ। রাজা সভারাম সিংহ ইতিহাসে শোভারাম সিংহ নামে পরিচিত—

"ঢাকানিতে হয়ে বিঙ্গি।
ধেয়ে এলো শোভা সিঙ্গি॥"

শোভাসিংহ বঙ্গদেশে রজিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ করেন।

"হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে।
রাজারাম সিংহ কৈল পৃত॥"

শিবায়ন

পূর্ব্বে ইঁহাদের নিবাস ছিল যদুপুরে। তাহার পর আন্দুলিয়া। কনিষ্ঠ দাতারাম সিংহ দত্ত পুথুরিয়ায় বাস করেন। দাতারামের পুত্র রামেশ্বর সিংহ বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার মিত্র পরিবারে বিবাহ করিয়া সেইখানে আসিয়া বাস করেন। আন্দু ঘর গোষ্ঠীপতি বংশের সন্তান বলিয়া খ্যাত। ১৯ পর্য্যার মেল কাটিয়া গোষ্ঠীপতিত্বের একজায়ী করা হয়। রামেশশ্বরের বংশধরেরা কতক বাঁশবেড়িয়ায় কতক আক্নায় বাস করেন। রামেশ্বরের দুই পুত্র প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে রাজারাম ও দ্বিতীয় পক্ষের গৌরচরণ। রাজারামের পুত্র কালীচরণ সিংহ-তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী সহমৃতা হন। রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণের দুই পুত্র—শ্যামচরণ ও রামচন্দ্র। শ্যামচরণের চারি পুত্র—সহস্র, ঈশ্বর, ভৈরব ও ঈশান। সহস্রের পুত্র রামলোচন; ইহার স্ত্রী সহমৃতা হন। রামলোচনের পুত্র ব্রজমোহন। তাঁহার নাবালকি আমলে কোম্পানীর করভারে নিপীড়িত হইয়া বর্গীদের হাঙ্গামে ও কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় জমীদারি মালগুজারি খাজনার জন্য প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। ব্রজমোহনের দুই পুত্র দুর্গাচরণ ও শিবনাথ। দুর্গাচরণ আকনায় বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র বেণীমাধব ও নবীন। বেণী-মাধবের দুই পুত্র শিবপ্রসন্ন বি, এল ও কৃষ্ণপ্রসন্ন বি, এল, শিবপ্রসন্নের পুত্র দিলীপসুন্দর। নবীনচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রনাথ, বি, এল, মুন্সিফ, বটকৃষ্ণ বি, টি, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি, এ, শচীন্দ্রসুন্দর বি, এ,। ক্ষেত্রনাথের দুই পুত্র শুভেন্দুসুন্দর ও দিব্যেন্দুসুন্দর (২৯ পর্য্যায়) ব্রজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শিবনাথ; তাঁহার দুই পুত্র নগেন্দ্র ও করুণা। নগেন্দ্রের পুত্র মণীন্দ্র এবং করুণার পুত্র সুধাময় ও সুধীর-ময়।

শ্যামচরণের দ্বিতীয় পুত্র ঈশ্বর, তাঁহার পুত্র দুর্গাগতি। দুর্গাগতির তিন পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, মহেশনারায়ণ, পরেশনারায়ণ; ইহাদের সকলের বংশধর আছেন।

এবং সকলেই সুশিক্ষিত। মহেশনারায়ণ এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার বাঁশবেড়িয়ার বাটীতে বাস করিতেছেন। মহেন্দ্র নারায়ণের পুত্র পূর্ণেন্দুনারায়ণ আমার সহপাঠী ছিলেন, এখন দিল্লীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়

বসিরহাট-সাতক্ষীরা প্রচারপ্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৪৬৪ পৃঃ পর)

বিশ্বেশ্বর সেন, যতীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, তিনকড়ি বসু. রতনপুরের শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু, কানাইলাল সরকার, বিপিনবিহারী বসু, কেশবচন্দ্র বসুবর্ম্মা, অবিনাশচন্দ্র বসুবর্ম্মা জিতেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, হরিচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার বসুবর্ম্মা, যতীন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, বিরাজমোহন সরকার, বিহারীলাল সরকার, ললিত মোহন কুণ্ডুবর্ম্মা প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত লোকসংখ্যা ২৷৩ শত ব্যতীত বহু কায়স্থমহিলাও এই জাতীয় সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এ গ্রামের অধিকাংশ কায়স্থই উপবীতী এবং মুকুন্দপুরের ন্যায় এই সমস্ত উপবীতী কায়স্থ-পরিবার, উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে বৈদিকমার্গে এবং দ্বিজধর্ম্মে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; মহিলাগণের পূর্ব্বসংস্কারও দূরীভূত হয় নাই। কায়স্থ-জাতির দ্বিজত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর সহ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের তিন ঘণ্টাকালব্যাপী জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতায় কায়স্থ-নরনারীর অনেক ভ্রান্তধারণা ও কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে।

আলোচনা-সভা

রতনপুরের প্রাচীন ও কৌলিন্যাভিমানী কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু মহাশয় উপবীত-গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন না, বিষম বিরোধী ছিলেন এবং সরকার বাড়ীর সকলেই তাঁহারই মুখাপেক্ষী এই সংবাদ অবগত হইয়া ৩রা কার্ত্তিক প্রাতে শ্রীযুক্ত

অক্ষয়কুমার বসুবর্ম্মা, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, চুনীলাল দাসবর্ম্মা, বিশ্বেশ্বর সেন, তিন কড়ি বসু প্রভৃতি স্বজাতিগণ সহ অগ্নিহোত্রী মহাশয় সরকারপাড়া গমন করেন। সরকার বাড়ীতে একটী আলোচনা সভা আহূত হইল—ওপাড়ার সমস্ত উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল ৯টা হইতে বেলা ১২৷৷০টা পর্য্যন্ত এ সভায় ব্যক্তি-সমাজ-জাতিগত নানা আলোচনা ও বাদানুবাদ অন্তে অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রভাতবাবু ও সরকার বাবুগণকে ৫ই কার্ত্তিক তারিখে উপবীত গ্রহণ করিতে সবিনয় অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদের গ্রাম্যনীতি এই জাতীয় কর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে বলেন। তাহাতে প্রভাতবাবু অসম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহাদের বসু ও সরকার বাড়ীর পুত্রগণকে ঐ তারিখে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া কতকাংশেও জাতীয় কর্ত্তব্যপালন ও তাঁহার একান্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে বলেন। ব্যক্তিগত মান অভিমান, ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জিদের বশবর্ত্তী হইয়া এই জাতীয় মহা কর্ত্তব্য পালন হইতে বিচ্যুত না হন সে বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেন। একজন বিদেশী স্বজাতি-অতিথির ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। ঐ দিন প্রচারক মহাশয়ের ভাড়াসিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা ছিল, সেখানেও ঐ ৫ই কার্ত্তিক তারিখে আর একটী উপনয়ন কেন্দ্র করিবার চেষ্টা হইতেছিল, এ কারণ প্রচারক মহাশয় জানান যে যদি অন্ততঃ সরকারবাড়ীর যুবকবৃন্দ ৫ই তারিখে গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হন তাহা হইলে ভাড়াসিমলা রওনা হওয়া তিনি স্থগিত রাখিতে পারেন। সরকার বাড়ীর প্রাচীনগণ বিনীতভাবে জানাইলেন যে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ করিয়া ঐ দিনই বেলা ৪টার মধ্যে মিত্রভবনে তাঁহাকে সংবাদ দিবেন। তাহাই হইল। বেলা ৪টার সময় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় স্বয়ং আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানগণকে ৫ই তারিখেই উপনয়ন সংস্কার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সকলেই আনন্দের সহিত এ সংবাদ গ্রহণ করিলেন। প্রচারক মহাশয় ঐ দিন ভাড়াসিমলা যাইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন ও অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়দ্বয় ক্ষুণ্ণমনে ভাড়াসিমলা রওনা হইলেন। তথাকার আর একটী উপনয়ন কেন্দ্রের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু ও আর দুই একজন স্বজাতি সহ প্রচারক মহাশয় মজুমদার পাড়ায় গমন করেন, এবং তথায় প্রায়

দুই ঘণ্টাকাল মজুমদার মহাশয়দিগের উপবীত-গ্রহন সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করেন। ইহারা শীঘ্র উপবীত গ্রহণের তত পক্ষপাতী নহেন। জাতীয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও সৎসাহসের কিছু বিলম্ব ইহাদের আছে বলিয়া মনে হয়।

সরকারপাড়া মহিলা-সভা

শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। উপবীতগ্রহণ সম্বন্ধে কায়স্থমহিলাগণ সর্ব্বত্রই প্রায় বিঘ্ন আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণ-অভিসম্পাত ও শ্রাদ্ধ বিবাহ পূজাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ-সমস্যাই তাহার কারণ। শাস্ত্রজ্ঞানহীনতাই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। কাজেই স্ব স্ব সন্তানগণকে যজ্ঞসূত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া একটা ভবিষ্যৎ বিপেদর আশঙ্কা তাঁহাদের মাতৃপ্রাণ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ৪ঠা কার্ত্তিক সংস্কার গ্রহণেচ্ছু কায়স্থ-সন্তানগণের মুণ্ডন ও সংযমের দিন। ঐ দিন প্রাতে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ঐ সংবাদ ব্রতী বালকগণের নিকট অবগত হইয়া তাহাদের সহিত সরকারভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসুবর্ম্মা প্রভৃতি এ পাড়ার কেহ কেহ তাহার সহগামী হইলেন। সরকার বাড়ীর আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপ-নিম্নে একটী সভার অধিবেশন হইল। আঙ্গিনার চারিধারে ঘরের বারান্দায় চিকের অন্তরালে মহিলাবৃন্দের স্থান ছিল। পল্লীর প্রায় সমস্ত মহিলাই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, আঙ্গিনাটীও কায়স্থ-সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্নানাহ্নিককৃত, তিলক বহির্ব্বাস-শোভিত প্রচারক মহাশয় সুসজ্জিত চৌকি সম্মুখে রক্তকম্বলাসনে উপবেশন করিয়া উপনয়ন-সংস্কার ও কায়স্থনারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গায়িয়া জনৈক কায়স্থ-সন্তান তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি কুসুমমাল্য পরাইয়া দেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত, হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম, কায়স্থজাতির স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-এবং গীতোক্ত উপদেশামৃত ও নানা উপাখ্যান-সম্বলিত মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়া তিনি সকলকে মোহিত করেন। কায়স্থগণের উপবীতগ্রহন বিষয়ে সকল কায়স্থ-নর-নারীর সকল সংশয় দূরীভূত হইল। প্রাতঃকালীন রন্ধনকার্য্য স্থগিত রাখিয়া কায়স্থ-মহিলাগণ এ সভায় আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল উপবীত-গ্রহণের ঘোর বিরোধী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু মহাশয়ও তাঁহার এক পুত্রকে পরদিন সরকার

বাড়ীর কেন্দ্রে যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। বহুদিনের একটা গ্রাম্যদলাদলি মিটিয়া গেল।

গীতা-পাঠ

ঐ দিন সন্ধ্যার পর রতনপুর মিত্র-ভবনে অগ্নিহোত্রী মহাশয় গীতাপাঠ করিয়া গীতোক্তধর্ম্মে কায়স্থনরনারীকে উদ্বুদ্ধ করেন। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মোপদেশ চলিয়াছিল।

উপনয়ন-কেন্দ্র

আচার্য্য—অগ্নি (যজ্ঞীয় হুতাশন)
হোতা—পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী
যজ্ঞরক্ষক—রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ৫ই কার্ত্তিক তারিখে সরকারবাড়ীতে যথারীতি উপনয়ন কেন্দ্র হইল। ভাড়াসিমলা, মুকুন্দপুর, ধলবেড়ে, রতনপুর প্রভৃতি স্থানের বহু কায়স্থ এবং স্থানীয় মহিলাবৃন্দ এ উপনয়নযজ্ঞ দর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মুকুন্দপুরের শ্রীমান্ বিজনবিহারী ঘোষবর্ম্মা ও ভাড়াসিমলার প্রেসিডেণ্ট রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা এই যজ্ঞে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহকারী ছিলেন। মুণ্ডিতমস্তকে, গৈরিকবাসে দণ্ডধারী ও চন্দনতিলক শোভিত হইয়া নিম্নলিখিত একাদশ সংখ্যক কায়স্থসন্তান বৈদিক গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীইন্দুভূষণ ঘোষ	২। শ্রীতারাপদ ঘোষ
৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু	৪। শ্রীকালিদাস বিশ্বাস
৫। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র	৬। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দেব
৭। শ্রীঅনিলকুমার সরকার	৮। শ্রীবিনয়কুমার সরকার
৯। শ্রীঅমিয়কুমার সরকার	১০। শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার
১১। শ্রীঅখিলকুমার সরকার	

উপনয়ন সংস্কারের সমস্ত মন্ত্রগুলির বাঙ্গালা অর্থ "যজুঃসংস্কার-পদ্ধতি" ধরিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় মানবকগণকে বুঝাইয়া দেন এবং মানবক মাত্রকেই ন্যূনপক্ষে দ্বাদশাহ অথবা সপ্তাহকাল হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ ভোজন করিতে উপদেশ দেন। যজ্ঞের তিলক দিয়া মন্ত্রঃপূত শান্তিবারি তিনি

সকলকে প্রদান করেন, বহু কায়স্থনরনারী আগ্রাহান্বিত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন।

মুকুন্দপুর মহিলাসভা

সরকার বাড়ীর কেন্দ্র ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি শেষ করিয়া ডাঃ জলধর ঘোষ প্রমুখ মুকুন্দপুরের স্বজাতিকর্ম্মিবৃন্দ সহ প্রচারক মহাশয় ওপাড়ার মিত্রভবনে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র প্রমুখ স্বজাতিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুকুন্দপুর রওনা হন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর সুযোগ্য পুত্র এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসুবর্ম্মা প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট স্বজাতি তাঁহার সহিত কিছুদূর গমন করেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় তাঁহারা মুকুন্দপুরে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর ডাক্তার শ্রীযুক্ত জলধর ঘোষ মহাশয়ের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ফরাসের বিছানায় চন্দ্রাতপ নিম্নে সভাধিবেশন হইয়াছিল। ধলবেড়ের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মুকুন্দপুরের ডাঃ জলধর ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু এম, এ, শ্রীযুক্ত তারাপদ দাসবর্ম্মা বি, এল, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস, ভাড়াসিমলার প্রেসিডেণ্ট রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা প্রমুখ বহু কায়স্থ এ সভায় যোগদান করেন। বিস্তৃত আঙ্গিনার চারিধারে প্রশস্তবারান্দা স্বজাতিমহিলাবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পুষ্প সজ্জিত "ব্যাসাসনে" বসিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ-জাতির স্বধর্ম্ম ও স্বাধিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। এ সভার শ্রোতৃ-মণ্ডলী অধিকাংশ উপবীতি-পরিবারভুক্ত হইলেও পৌরোহিত্যধর্ম্মের প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্য বিভীষিকা হইতে মুক্ত নহেন। উপবীত গ্রহণ করিয়া "তদ্"-ভাবে অনু-প্রাণিত হইতে না পারিলে উপবীত গ্রহণের সার্থকতা থাকে না তাহা অনেক উপবীতী ও নেতৃস্থানীয় স্বজাতি বুঝেন না। প্রচলিত দেশাচার, পূর্ব্বপুরুষাচরিত সংস্কার আস্বাস্থ্যকর ও অযৌক্তিক হইলেও পৌরোহিত্যধর্ম্মের প্রভাবে সহজে যাইবারও নহে। প্রচারক মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বিবৃত করেন, "জ্ঞান ও কর্ম্মে" নারীর অধিকার সম্বন্ধেও উপদেশ দেন, দেশাচারের বিশ্লেষণ করিয়া সকলের চক্ষুরুন্মীলন করেন, সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান, দৃষ্টান্ত, শাস্ত্রকথা ও গীতোক্ত-উপদেশ-সম্বলিত সুললিত সরস অভিভাষণ দিয়া কায়স্থ নর-

নারীবৃন্দের অযথা, অযৌক্তিক ও অন্যায় চিত্তদৌর্ব্বল্য দুরীভূত করেন। "যাহারা পরসাহায্যে যজ্ঞ-পূজা, পরকর্ণে শাস্ত্রতত্ত্বশ্রবণ, পরমুখে শাস্ত্রপাঠ, পরচক্ষে ঈশ্বরদর্শন এবং পরানুগ্রহে ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ভর করিয়া পরলোকে সুখী ও স্বর্গবাসী হইতে বাসনা করেন সেই সমস্ত স্বর্গলোভী ও পুণ্যকামী নরনারী, হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের ভারবাহী জীবমাত্র। সনা-তনধর্ম্মের অমৃতাস্বাদ তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও লাভ হয় না; তাঁহাদের বণিগ্ বুদ্ধি কোন দিন ঈশ্বরের সন্ধান জানিতে পারে না। "দেহবুদ্ধি"ই তাঁহাদের চিরদিন প্রবল থাকিবে, "আত্মবুদ্ধি" কোন দিন জাগরিত হইবে না। ঈশ্বরানুভূতি বা ঈশ্বরানুগ্রহ হইতে তাহারা চিরদিনই বঞ্চিত থাকিবেন" এই সব কথা তিনি অতি দৃঢ়ভাবেই কায়স্থ নরনারীবৃন্দের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। "প্রায় অনেক স্থলে উপবীতী কায়স্থগণের নিকট ব্রাহ্মণ-সমস্যা ও ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার কথা শুনা যায় কিন্তু উপযুক্ত গুরু-পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বিধি শাস্ত্রে আছে সেরূপ ব্রাহ্মণ ও সে প্রকার গুরু পুরোহিত কোথায়? শাস্ত্রজ্ঞানহীন সদাচার ভ্রষ্টব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম আদৌ বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, করাইলেও পাপ হয় ইহা শাস্ত্রবাক্য। "ব্রাহ্মণ-সমাজ" ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গুণ-কীর্ত্তন করিতেই ব্যস্ত, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সমাজে রক্ষিত থাকিলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হইল ভাবিয়া তাঁহারা নিরুদ্বেগচিত্ত হইতে পারেন কিন্তু উপযুক্ত গুরু পুরোহিত এবং সদ্‌ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে তাঁহারা কি অধ্যবসায় করিতেছেন? হিন্দুজাতি যতদিন না তাঁহাদের গুরু পুরোহিত অধ্যাপক পণ্ডিতের সংস্কার করিতে পারিবে, ততদিন হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম তিমিরাবৃতই থাকিবে। কায়স্থ নরনারী যদি এই গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকেন তাহা হইলে পৈতা লইয়াও কায়স্থ জাতির প্রকৃত সংস্কার হইবে না। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গুরু পুরোহিতের উৎপাত অত্যাচারে জর্জ্জরিত। আমাদের যজ্ঞসূত্র-গ্রহণের অজুহাতে ইহাদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠিয়াছে। "ব্রাহ্মণ-সমাজ" ইহাদের সংশোধন করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। এই সব সঙ্গীন ক্ষেত্রে কায়স্থ নরনারীকে নিজহস্তে দেবদেবীপূজা ও যজ্ঞকার্য্যাদি সম্পাদনের শাস্ত্রীয় অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে—উপায়ন্তর নাই। এ কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মকর্ম্মে স্বরাজ, স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে কায়স্থ জাতির প্রকৃত দ্বিজত্ব আসিবে না। জাতির অজ্ঞাতবাস দূর

করিতে বহু আয়াস ও অধ্যবসায় এক কথায় বহু পুরুষকার আবশ্যক। কায়স্থ নরনারীকে, কায়স্থ ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে জাতির মুক্তির জন্য সে কঠোর সাধনা সংযম, সে তিতিক্ষা ও মনোবল দেখাইতে হইবে; বহু কঠিন সমস্যার ও জটীল ব্যাপারের সমাধান করিতে হইবে। সম্মুখে সেই পরীক্ষাস্থল, এ কঠোর পরীক্ষায় আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইতেই হইবে; কায়স্থ আবালবৃদ্ধবনিতা তার জন্য প্রস্তুত হও। দেশাচারের নাগপাশে আবদ্ধ, অনিষ্টাশঙ্কার শক্তিশেলে হতচেতন মারীচমায়া বিভ্রান্ত কায়স্থ নরনারী! ক্ষত্রিয়কুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও। বিশ্ববারা, ঘোষা, কাক্ষীবতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাবৃন্দের মহীয়সী কীর্ত্তি গরিমা ও দীপ্তিময়ী প্রতিভা তোমাদের চিত্তৌজ্জ্বল্য আনয়ন করুক—তোমাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশের সহায়ক হউক।" পরিব্রাজক মহাশয়ের এই সমস্ত অমৃতময় অমূল্য উপদেশ মহিলাবৃন্দের বহুদিন সঞ্জাত কুসংস্কার ও অভিসম্পাত বিভীষিকা বিদূরিত করিয়াছে, অতি বৃদ্ধা প্রাচীন মহিলাগণও উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এ অঞ্চলের কায়স্থসমাজে নবভাব ও নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে।

ছাত্র-প্রচারক

বাজিৎপুর সমাজের ভাড়াসিমলা নিবাসী শ্রীমান্ নলিনাক্ষ বসুবর্ম্মা, তুলসী দাস বসুবর্ম্মা, সুশীলকুমার বসুবর্ম্মা এবং প্রতিভাবান্ কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র চন্দ্রবর্ম্মাকে ধুলিয়াপুর সমাজের মুকুন্দপুর নিবাসী শ্রীমান্ বিজন বিহারী ঘোষবর্ম্মা, শ্রীমান্ কালীপদ ঘোষবর্ম্মাকে এবং রতনপুর নিবাসী শ্রীমান্ তেজেন্দ্রকুমার সরকারবর্ম্মাকে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ছাত্র প্রচারক-পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

আনন্দ-সংবাদ

বিগত ৪ঠা মাঘ বুধবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (বর্ত্তমান সহঃ সভাপতি) স্বজাতিবৎসল, ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ রায়বর্ম্ম বাহাদুরের একটী কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নবকুমারকে দীর্ঘজীবী ও যশস্বী করুন এবং মহারাজ বাহাদুর ও শ্রীযুক্তা মহারাণীর দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্য ও শান্তি দান করুন।

কায়স্থের দশাহাশৌচ

স্থানান্তরে আমার পূজনীয় অগ্রজ প্রভাসচন্দ্র ঘোষঠাকুরের দেহত্যাগ ও শ্রাদ্ধ-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কায়স্থ সমাজে দশাহাশৌচ প্রথা প্রচলন উদ্দেশ্যে তাঁহার দেহত্যাগে আমরা দশ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ এবং একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি।

শাস্ত্র হিসাবে "সত্রতী" ও "আহিতাগ্নি" ব্রতী ও অগ্নিহোতৃগণের কোনও অশৌচ নাই এবং আমিও এযাবৎ নিজ আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তমগণের মৃত্যুতে কোন অশৌচ গ্রহণ করি নাই। কায়স্থধর্ম্ম প্রচার আমার ব্রত, আজ বিংশ-বর্ষের অধিককাল আমি এ ব্রতে "ব্রতী", এবং যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ণ দ্বাদশবর্ষ কাল নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং সুচিরকাল সংরক্ষিত দেবাগ্নির সেবা করিয়া অগ্নিহোত্রী বলিয়া পরিচিত। সেই জাতবেদা জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি আমাদের সহিত নানা স্থানে অবস্থান করিয়া আজ বীরভূমে শ্রীচিত্রগুপ্তধামে স্বতেজে ও সমহিমায় বিরাজ করিতেছেন। যতদিন আমাদের বংশ থাকিবে এ পবিত্র হব্যবাহন প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। ব্রতভঙ্গ ও নিত্য যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রতপরায়ণ ও সাগ্নিক দ্বিজাতির অশৌচ ব্যবস্থা করেন নাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কোন অশৌচ না থাকিলেও, জাতিগত কর্ত্তব্য বোধে কায়স্থ-জাতির দশাহ অশৌচ গ্রহণ সম্বন্ধে আমি বহু দিন হইতেই চিন্তা করিতেছি; অনেকের সহিত এ সম্বন্ধে নিস্ফল আলাপও করিয়াছি। আমার উপবীতী স্বজাতিবৃন্দের উদাসীনতা এবং নেতৃবৃন্দের উদ্যোগহীনতা অনেক সময়ে আমাকে উৎসাহহীন করিয়াছে, মৌখিক কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ তাহা সম্পাদন করিবার সৎসাহসের অভাব এবং কাহারো কাহারো কাল্পনিক আশঙ্কা ও বিভীষিকা, কাহারো বা সময় প্রতীক্ষার উপদেশ প্রভৃতি এ প্রথা প্রবর্ত্তনের নানা অন্তরায় আমি অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমি আশা করিতেছিলাম কোন উপযুক্ত কর্ম্মিস্বজাতি দশদিন অশৌচপালন করিয়া পথপ্রদর্শক হইবেন। আমি ইহাও আশা করিতেছিলাম যে যোগ্যতর কোন স্বজাতি নিজজাতির দশাহাশৌচ গ্রহণের বৈধতা ও

করিতে বহু আয়াস ও অধ্যবসায় এক কথায় বহু পুরুষকার আবশ্যক। কায়স্থ নরনারীকে, কায়স্থ ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে জাতির মুক্তির জন্য সে কঠোর সাধনা সংযম, সে তিতিক্ষা ও মনোবল দেখাইতে হইবে; বহু কঠিন সমস্যার ও জটীল ব্যাপারের সমাধান করিতে হইবে। সম্মুখে সেই পরীক্ষাস্থল, এ কঠোর পরীক্ষায় আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইতেই হইবে; কায়স্থ আবালবৃদ্ধবনিতা তার জন্য প্রস্তুত হও। দেশাচারের নাগপাশে আবদ্ধ, অনিষ্টাশঙ্কার শক্তিশেলে হতচেতন মারীচমায়া বিভ্রান্ত কায়স্থ নরনারী! ক্ষত্রিয়কুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও। বিশ্ববারা, ঘোষা, কাক্ষীবতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাবৃন্দের মহীয়সী কীর্ত্তি গরিমা ও দীপ্তিময়ী প্রতিভা তোমাদের চিত্তোজ্জ্বল্য আনয়ন করুক—তোমাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশের সহায়ক হউক।" পরিব্রাজক মহাশয়ের এই সমস্ত অমৃতময় অমূল্য উপদেশ মহিলাবৃন্দের বহুদিন সঞ্জাত কুসংস্কার ও অভিসম্পাত বিভীষিকা বিদূরিত করিয়াছে, অতি বৃদ্ধা প্রাচীন মহিলাগণও উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এ অঞ্চলের কায়স্থসমাজে নবভাব ও নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে।

ছাত্র-প্রচারক

বাজিৎপুর সমাজের ভাড়াসিমলা নিবাসী শ্রীমান্ নলিনাক্ষ বসুবর্ম্মা, তুলসী দাস বসুবর্ম্মা, সুশীলকুমার বসুবর্ম্মা এবং প্রতিভাবান্ কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র চন্দ্রবর্ম্মাকে ধুলিয়াপুর সমাজের মুকুন্দপুর নিবাসী শ্রীমান্ বিজন বিহারী ঘোষবর্ম্মা, শ্রীমান্ কালীপদ ঘোষবর্ম্মাকে এবং রতনপুর নিবাসী শ্রীমান্ তেজেন্দ্রকুমার সরকারবর্ম্মাকে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ছাত্র প্রচারক-পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

আনন্দ-সংবাদ

বিগত ৪ঠা মাঘ বুধবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (বর্ত্তমান সহঃ সভাপতি) স্বজাতিবৎসল, ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ ঘোষ রায়বর্ম্ম বাহাদুরের একটী কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নবকুমারকে দীর্ঘজীবী ও যশস্বী করুন এবং মহারাজ বাহাদুর ও শ্রীযুক্তা মহারাণীর দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্য ও শান্তি দান করুন।

কায়স্থের দশাহাশৌচ

স্থানান্তরে আমার পূজনীয় অগ্রজ প্রভাসচন্দ্র ঘোষঠাকুরের দেহত্যাগ ও শ্রাদ্ধ-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কায়স্থ সমাজে দশাহাশৌচ প্রথা প্রচলন উদ্দেশ্যে তাঁহার দেহত্যাগে আমরা দশ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ এবং একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছি।

শাস্ত্র হিসাবে "সব্রতী" ও "আহিতাগ্নি" ব্রতী ও অগ্নিহোতৃগণের কোনও অশৌচ নাই এবং আমিও এযাবৎ নিজ আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তমগণের মৃত্যুতে কোন অশৌচ গ্রহণ করি নাই। কায়স্থধর্ম্ম প্রচার আমার ব্রত, আজ বিংশ-বর্ষের অধিককাল আমি এ ব্রতে "ব্রতী", এবং যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ণ দ্বাদশবর্ষ কাল নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং সুচিরকাল সংরক্ষিত দেবাগ্নির সেবা করিয়া অগ্নিহোত্রী বলিয়া পরিচিত। সেই জাতবেদা জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি আমাদের সহিত নানা স্থানে অবস্থান করিয়া আজ বীরভূমে শ্রীচিত্রগুপ্তধামে স্বতেজে ও সমহিমায় বিরাজ করিতেছেন। যতদিন আমাদের বংশ থাকিবে এ পবিত্র হব্যবাহন প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। ব্রতভঙ্গ ও নিত্য যজ্ঞ সম্পাদনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রতপরায়ণ ও সাগ্নিক দ্বিজাতির অশৌচ ব্যবস্থা করেন নাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কোন অশৌচ না থাকিলেও, জাতিগত কর্ত্তব্য বোধে কায়স্থ-জাতির দশাহ অশৌচ গ্রহণ সম্বন্ধে আমি বহু দিন হইতেই চিন্তা করিতেছি; অনেকের সহিত এ সম্বন্ধে নিষ্ফল আলাপও করিয়াছি। আমার উপবীতী স্বজাতিবৃন্দের উদাসীনতা এবং নেতৃবৃন্দের উদ্যোগহীনতা অনেক সময়ে আমাকে উৎসাহহীন করিয়াছে, মৌখিক কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ তাহা সম্পাদন করিবার সৎসাহসের অভাব এবং কাহারো কাহারো কাল্পনিক আশঙ্কা ও বিভীষিকা, কাহারো বা সময় প্রতীক্ষার উপদেশ প্রভৃতি এ প্রথা প্রবর্ত্তনের নানা অন্তরায় আমি অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমি আশা করিতেছিলাম কোন উপযুক্ত কর্ম্মিস্বজাতি দশদিন অশৌচপালন করিয়া পথপ্রদর্শক হইবেন। আমি ইহাও আশা করিতেছিলাম যে যোগ্যতর কোন স্বজাতি নিজজাতির দশাহাশৌচ গ্রহণের বৈধতা ও

যৌক্তিকতা শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে কায়স্থ-পত্রিকায় উত্থাপন ও অলোচনা করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন স্বজাতির চক্ষুরুন্মীলনে সহায়তা করিবেন। বাঙ্গলা দেশে বহু কায়স্থপণ্ডিত আছেন; তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা বহু দিন হইতেই দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। স্বজাতীয় অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ আপনাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় এ জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলুন। বঙ্গদেশের নানা স্থানের সভা-সমিতির পরিচালকগণ জাতির স্বধর্ম্মরক্ষায় আপনাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অসীম কর্ম্মশক্তি দেখিয়াছি; জাতির দশাহাশৌচ প্রথাপ্রবর্ত্তনে আপনাদের সেই অদম্য অধ্যবসায় দেখিবার আশায় বসিয়া রহিলাম।

আমি বিশ্বাস করি যে আমার জাতি দশাহাশৌচ গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। ভারতের নানাস্থানের প্রচলিত রীতি নীতি ও জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়াছে। সমাজ-সংস্কার ও প্রচার কার্য্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অশৌচতত্ত্বালোচনা করিয়া কায়স্থের দশাহাশৌচ পালনের বৈধতা ও যৌক্তিকতা আমি উপলব্ধি করিয়াছি এবং তৎ-প্রথা প্রবর্ত্তনের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি কায়স্থজাতির দশাহাশৌচ গ্রহণ, একাদশাহে একোদ্দিষ্টাদি সম্পাদন ও দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন করার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। শাস্ত্র-বিধিও তাহার অনুকূল। এ সন্ধিক্ষণ সারিয়া যাইলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কায়স্থজাতিকে অনুতাপ করিতে হইবে। আমি কাহারো মাতাপিতাকে মৃত্যুর পর পূর্ণ এক বৎসর বা ততোধিককাল "প্রেত" করিয়া রাখার পক্ষপাতী নহি; এবং কোন বর্ণকেই বলপ্রয়োগে বা কৌশলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা দেশাচার বা পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়া বা শাস্ত্র-বিভীষিকা দেখাইয়া নিরর্থক ও স্বার্থকতা শূন্য দশ দিনের অধিককাল অশৌচ গ্রহণ সমর্থন করিতে পারি না।

১৩৩৩ সালের কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে আমার এ প্রস্তাব আনিবার ইচ্ছা ছিল; কার্য্যগতিকে ঐ সভায় আমি যোগদান করিতে পারি নাই। ১৩৩৪ সালের বিগত মাণিকগঞ্জের নিখিলবঙ্গ কায়স্থ-মহাসম্মেলনে কায়স্থজাতির একাদশাহে শ্রাদ্ধসম্পাদনসম্বন্ধীয় প্রস্তাব আমার উত্থাপনের সঙ্কল্পও ছিল। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার স্বজাতিগণের চিত্তদৌর্ব্বল্য ও অহৈতুক আশঙ্কায় নিতান্ত অনিচ্ছা-

সত্ত্বেই আমি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি বিশ্বাস করি অচিরে কায়স্থ-মহাসম্মেলনে আমার এ প্রস্তাব গৃহীত হইবে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রণীত "কায়স্থ-সমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে অশৌচতত্ত্ব নামে একটী অধ্যায় আছে—এই অধ্যায়টী প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানের পাঠ করা উচিত।

অশৌচ কি, কেন আমাদের অশৌচ পালন করিতে হয়, শ্রাদ্ধ কেন করিতে হয়, শ্রাদ্ধে দানের পাত্রবিচার, পংক্তিদূষক ও পংক্তিপাবনব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, কিরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন শ্রাদ্ধে করান উচিত এবং মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা ও আত্মার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নানা অত্যাবশ্যক তথ্য জাতির জানিবার আছে এবং জানাও অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধকালে যেমন গীতা ও বিরাট পাঠ হয়, পশ্চিম ভারতে তদ্রূপ গরুড়পুরাণের প্রেতকল্প পঠিত হয়, তাহাতে অশৌচ ও আত্মা সম্বন্ধেয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এ দেশে শ্রাদ্ধকালে আমাদেরও গরুড়পুরাণ পাঠের প্রচলন করা উচিত। আলোচনা তথ্যলাভের উপায়; এ কারণ এই সমস্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা কায়স্থ-পত্রিকায় হওয়াও উচিত, তাহাতে জাতির বহু তথ্যলাভ হইবে, বহু কুসংস্কার এবং অনর্থক ব্যয়বাহুল্য ও আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্ম হইতে জাতি নিষ্কৃতি পাইবে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে এই সকল বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। শ্রদ্ধাভাজন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত পত্রিকা-সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শ্রাদ্ধ, অশৌচ এবং মৃত্যুর পর আত্মার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় উপদেশ জাতি অবশ্যই শুনিতে চাহে; কায়স্থ-পত্রিকায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ এ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখিতে আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। দক্ষিণ টাঙ্গাইলের পণ্ডিত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী এবং টাঙ্গাইল কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক আমার সোদরোপম পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ বি, এল, মহাশয়দ্বয়কেও অশৌচ ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কায়স্থ পত্রিকার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করি। পূর্ণেন্দুমোহন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অশৌচ সম্বন্ধীয় একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে তাহাতেও নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। বহরমপুরের বৈদান্তিক পণ্ডিত বিদ্যানিধি নরেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা বি, এল, বেদান্তবিনোদ মহাশয় ইচ্ছা করিলে নিজ জাতিকে মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেক উপাদেয় কথাই জানাইতে ও শুনাইতে পারেন। নবদ্বীপ কাশিমবাজার মহারাজের টোলের পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব

পঞ্চতীর্থ এবং পাংসা সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত ললিতকুমার বসু সাংখ্যতীর্থ বেদরত্ন মহাশয়দ্বয়ের অনুগ্রহ-দৃষ্টি ঐ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা জাতির মধ্যে দ্বিজাচার বিস্তারের যেমন চেষ্টা করিতেছেন, জাতির দ্বিজাচার রক্ষার চেষ্টা ততোধিক করা কর্ত্তব্য। ঈপ্সিত বস্তু লাভে আত্মহারা হইয়া প্রাপ্তবস্তু রক্ষায় অবহেলা করিলে জাতির "যোগ" ও "ক্ষেম" উভয়ই অতি শোচনীয়ভাবেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই অবহেলার বিষময় ফল কায়স্থ-জাতি সহস্রাধিক বর্ষকাল ভোগ করিতেছে এখনও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। তাই কায়স্থসভাকে জাতির যোগসাধনের অন্তরায়গুলি দূর ও যোগলব্ধ বস্তু রক্ষাকল্পে অনুপ্রাণিত দেখিতে চাই—তাই সভার মুখপত্র কায়স্থ পত্রিকায় জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, সাধনা সিদ্ধির কথায়, জাতির প্রাণের কথা ও মর্ম্মবেদনায়, জাতির সংহতি, শক্তি ও মুক্তির প্রেরণায় ভরপুর দেখিতে চাই। সকল জাতিতেই সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবসম্পন্ন লোক আছে এবং ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্মের পার্থক্য সকল বর্ণেই থাকিবে। এক জাতির মধ্যে ভিন্নাচার চিরদিন ছিল ও থাকিবে, থাকাও স্বাভাবিক। আমি ক্ষত্রিয়জাতি সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় মহা মহিমময় জাতি পৃথিবীর কোন দেশে কখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। মানব-জাতির সার এই ক্ষত্রিয় জাতি, ইহারা অবনীর অলঙ্কার স্বরূপ। আমি ক্ষত্রিয় জাতিকে কোন জাতি অপেক্ষা হীন মনে করি না এবং এই ক্ষত্রিয়বর্ণ অপেক্ষা অন্য কোন বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করি না।

ক্ষত্রিয় জাতিকে অবলম্বন করিয়া ভারতের রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র স্থাপক পালক নাশক এই ক্ষত্রিয় জাতি। "রাজবিদ্যা" বা ব্রহ্মবিদ্যায় এই ক্ষত্রিয়জাতিই অধিকারী; যুগে যুগে এই ক্ষত্রিয়-সন্তানই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন এবং এই ক্ষত্রিয়-সন্তানের নাম দুটীই তারক ব্রহ্মনাম রূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (১,৪,১১) স্পষ্টই বলিয়াছেন "ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি" ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আমি কায়স্থ-জাতিকে এই ক্ষত্রিয় ভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতে চাই; কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-পত্রিকাকে এই শাস্ত্রোক্ত ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রচারে ব্রতী দেখিতে চাই। যজ্ঞ-সূত্র গ্রহণ করিয়া যদি আমাদের এই ক্ষত্রিয়ত্ব না আসে, যদি আমরা "তদ্"-ভাবে

অনুপ্রাণিত হইতে না পারি তবে অকারণ হীনাচারকে উজ্জ্বল করিতে যজ্ঞসূত্র ধারণ ও প্রচলনের প্রয়োজন দেখি না। মৃত্যুকালীন রাজসজ্জার ন্যায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে করি।

অনেকে হয়তো মনে ভাবিবেন যে আমি কায়স্থর দশাহাশৌচ সমর্থন করিয়া প্রকারান্তরে তাহাদের ব্রাহ্মণ হইবার ইঙ্গিত করিতেছি; তাহা নহে। ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে আমার ধারণা পূর্ব্বেই লইয়াছি। কায়স্থ চিরদিনই ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, সুতরাং সে ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবে কেন? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ক্ষত্রিয়-জাতির বিভূতি অবগত নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবার ও ব্রাহ্মণ থাকিবার জন্য লালায়িত হইতে পারেন। শাস্ত্র ক্ষত্রিয়জাতিকে পরমপুরুষের "বাহু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মস্তককে ব্রাহ্মণ, উরুকে বৈশ্য বলিয়াছেন এই মস্তক ও উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানটী ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত। এইস্থান টুকুর মধ্যেই মানবদেহের মেরুদণ্ড ও হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড অপারগ হইলে মানব-দেহের অনিবার্য্য পতন যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, ক্ষত্রিয়াভাবে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনিবার্য্য ধ্বংসও তদ্রূপ সত্য। যাঁহারা কলিযুগে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া তথাকথিত শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘোষণাই করেন। মনে রাখিতে হইবে আমরা সমাজদেহের বাহু, আমরা বর্ণাশ্রমের মেরুদণ্ড, আমরাই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের হৃৎপিণ্ড। আমরা সক্ষম থাকিলে হিন্দুর সনাতনধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, আমরা অক্ষম হইলে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। আমি এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের উপাসক।

শুধু কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর দেশাচার ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধের অর্থবিহীন বন্ধনে আবদ্ধ থাকা ও তাহাকেই পিতৃপুরুষাচরিত ধর্ম্ম বলিয়া বজায় রাখা সমীচীন নহে—ধর্ম্ম ও নহে। আর্য্যাবর্ত্ত ভারতের সর্ব্ববর্ণই দশাহাশৌচ গ্রহণাধিকারী। ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহার দৃঢ়সমর্থক। ক্ষত্রিয়কুলতিলক মহারাজ ভরত রাজা দশরথের মৃত্যুতে দশদিন মাত্র অশৌচপালন, একাদশাহে একোদ্দিষ্টাদি ও দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ সম্পাদন করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজও তাঁহার ভাষ্যে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া ক্ষত্রিয়ের দশাহাশৌচ পালন সমর্থন করিয়াছেন। তবে কায়স্থ জাতি এই দশাহাশৌচ পালন করিবে না কেন? চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় আয়ু ও ক্ষত্রবৃদ্ধ দুই সহোদর ভাই। আয়ুর বংশধরগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধরগণ বৈদিক ঋষি ও গোত্রপ্রবর্ত্তক। একই ক্ষত্রিয় বংশে শুনক শৌনক গৃৎসমদ প্রভৃতির ন্যায় তপোবলসম্পন্ন ঋষি, পুরূরবা যযাতি

ভরত কুরু শান্তনুর ন্যায় নৃপতি, ভীষ্মার্জ্জুন শিবি পরীক্ষিতের ন্যায় রাজর্ষি এবং ভোজ অন্ধক বৃষ্ণি-বংশের ন্যায় ব্রাত্য যাহাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাদের পক্ষে ব্রত ও কর্ম্মভেদে কায়স্থের একাহ ত্র্যহ বা দশাহাশৌচ সমর্থন না করার কোন শাস্ত্রযুক্তি-সমন্বিত হেতু তো দেখিতে নাই না। ক্ষত্রিয় পুরূরবা ও মনুর বংশে বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২৬ সালের কায়স্থ পত্রিকার 'সেকাল এ একাল' প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। শান্তনু ও দেবাপি দুই ভাই একজন রাজা, অপর জন ঋষি। রাজাভাইয়ের যজ্ঞে ঋষি ভাইকে যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতীও দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের সপ্তমমণ্ডলে একই সুদাস রাজার যজ্ঞে সপুত্র বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে ব্রতী দেখিতে পাই। "অধীত-বেদ উক্তোপনিষৎক" ক্ষত্রিয় রাজা জনক বশিষ্ঠবংশের শুকদেবের গুরু। ঐ ক্ষত্রিয় 'জনক' ব্রাহ্মণ 'বুড়িল' ঋষিকে গায়ত্রীর গূঢ় রহস্য উপদেশ দিয়াছিলেন। যে গায়ত্রী বেদবিদ্যার চরম, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব সেই গায়ত্রী ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়া আসিতেছেন, সেই গায়ত্রীর দ্রষ্টা ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র। রাজর্ষিগণের অধ্যাত্মজ্ঞান-গৌরবে সমস্ত উপনিষদ্ গুলি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। "পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা" "বৈশ্বানর-বিদ্যা" প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণের নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম ও সশিষ্য আরুণিক রাজর্ষি জৈবালি ও অশ্বপতি কৈকেয় হইতে ঐ ঐ বিদ্যা প্রথম উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বেদবিদ্যাভিমানী ব্রাহ্মণ বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে যাইয়া শেষে নিজেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ উপনিষদে বহু পরিদৃষ্ট হয়। "রাজবিদ্যা" ব্রহ্মবিদ্যারই নামান্তর এবং তাহার একমাত্র অধিকারী ও উত্তরাধিকারী ঐ ক্ষত্রিয় জাতি। যাঁহারা ক্ষত্রিয়কে শুধু শস্ত্রোপজীবী বলিয়াই জানেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন ক্ষত্রিয় অসি ও মসি উভয়ই পরিচালনা করিতে জানে। রণবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা কোন বিদ্যাই তাহাদের অজ্ঞাত নহে এবং অর্থকরী বুদ্ধি লইয়া তাঁরা কোন দিন সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে প্রবৃত্তও হন নাই। অসিবিদ্যা ও মসিবিদ্যা বিবিক্ত ও বিযুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সংগ্রামে অস্ত্র সঞ্চালন ও শত্রু সংহার এবং শান্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পঠন পাঠন এই ক্ষত্রিয় জাতিকে বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরহস্য শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়দেব ও পিতৃগণ বিমুগ্ধ, বিভাবসু রোমাঞ্চিত—ইহা কায়স্থজাতির ব্রহ্মবিদ্যারই ইঙ্গিত করিতেছে।

সূর্য্যবংশীয় সগর ইক্ষ্বাকু হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র ভগীরথ ও রঘু প্রভৃতির পবিত্র চরিত্রোপাখ্যান আজও হিন্দু জাতিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্রাত্য বংশে স্বয়ং বাসুদেব ও রঘুবংশে রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া ভাগবতী লীলায় ও ক্ষত্রিয়-মহিমায় সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কায়স্থ জাতি! চক্ষুষ্মান্ হও, নিজ জাতিকে চিনিবার চেষ্টা কর। মাত্র দশাহাশৌচ গ্রহণের কথায় স্তম্ভিত হইও না, আরও অনেক কঠোর কর্ত্তব্য করিতে হইবে। আজও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জাতিভেদে অশৌচভেদ লোকে অবগতই নহে। বাঙ্গলার সংলগ্ন বীরভূম জেলায় বাঙ্গালী ভাবাপন্ন আমার পরিচিত বহু লালাকায়স্থ আছেন যাঁহারা দশদিন অশৌচ পালন ও দ্বাদশাহে সপিণ্ডকরণ সম্পাদন করিতেছেন। এ দেশের বাঙ্গালী গোপগণের মধ্যেও দশদিন অশৌচ প্রচলিত রহিয়াছে। অশৌচের হ্রাস বৃদ্ধি উল্লেখ কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে থাকিলেও পিণ্ডসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কুত্রাপি প্রচলিত নাই এবং বোধ হয় তাহার কোন শাস্ত্রীয় বিধিও নাই। দশদিনে দশপিণ্ড সকল বর্ণকেই দিতে হয়, বার পনের বা ত্রিশ পিণ্ডের ব্যবস্থা দ্বাদশাহ পঞ্চদশাহ বা মাসাশৌচ গ্রহণকারীদের নাই। দশদিনে দশপিণ্ড শেষ হইলে একাদশাহে শ্রাদ্ধকার্য্য অনিবার্য্য, কারণ তৎপরবর্ত্তী দিনসমূহে পিণ্ডপ্রদানের প্রথা কুত্রাপি প্রচলিত নাই এবং তাহার কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাও নাই। নয়দিনের একত্রিত পিণ্ড, দশমদিনে প্রদান করা ও একটী মাত্র পিণ্ড অশৌচান্তের দিনে প্রদানের যে প্রচলিত বিধি আছে তাহা মৃতের সুবিধার জন্য নহে, পুরোহিতের সুবিধার জন্য বটে এবং উহা জীবিত মনুষ্যকে নয় দিন নিরম্বু উপবাসী রাখিয়া দশমদিনে নয়দিনের একত্রিত খোরাক দেওয়া এবং পরে দুই পাঁচ ও বিশদিন উপবাসী রাখিয়া একদিনের মাত্র খোরাক দেওয়ার ন্যায় ঘোর অন্যায় অধর্ম্ম অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। উহা একটা হাস্যকর প্রহসন মাত্র।

জানি আমার স্বজাতিবৃন্দ অনেকেই আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। দশাহাশৌচ পালন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সমর্থক নেতৃবৃন্দই বা কয়জন হইবেন জানি না; জানি এই বিষয় লইয়া কেহ কেহ আমায় উপহাস শ্লেষ ও কটাক্ষপূর্ণ প্রবন্ধাঘাত করিবেন, বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়াও স্থির করিবেন। কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে অচিরে বহু কায়স্থসন্তান পিতামাতার দেহত্যাগে দশাহাশৌচ পালন ও একাদশাহে শ্রাদ্ধসম্পাদন করিয়া নিজজাতির মধ্যে ঐ শাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মসঙ্গত এবং আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য প্রথা প্রবর্ত্তনে সাহসী ও

উদ্যোগী হইবেন এবং জাতিকে গৌরবান্বিত করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর অঙ্গিরা দেবল বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র এবং গরুড়পুরাণ ও রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ, আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্য এবং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানসুমতি কমলাকর ভট্টের "নির্ণয়সিন্ধু" স্মৃতিনিবন্ধ এবং "মিতক্ষরাপ্রকাশ" প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদি যে প্রথার উপদেশক ও সমর্থক এবং আর্য্যাবর্ত্ত ভারতের বহু স্থানে যে প্রথা আজও অপ্রতিহত প্রভাবে প্রচলিত বাঙ্গলার কায়স্থ সমাজে তাহার প্রবর্ত্তন অসম্ভব নহে। রীতিমত প্রচার কার্য্যের দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা যজ্ঞসূত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মধ্যে দশাহাশৌচ পালনপ্রথাও প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। কায়স্থসভা সে নেতৃত্ব লইবেন কি ?

সভা-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন এবং দশসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে যখন আমি কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণের বিদায় সম্মানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, তখনও অনেকে আমাকে ঐরূপ উপহাস ও কটাক্ষ করিয়াছিলেন কেহ বা আমায় অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ উহা একটা dead resolution অসাড় প্রস্তাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ প্রস্তাব গ্রহণের মাসত্রয় অতীত না হইতেই ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে করিবার ইচ্ছা রহিল। আমি খুবই বিশ্বাস করি কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারক বিদায়ের ন্যায় কায়স্থের দশাহাশৌচপ্রথা ও শীঘ্রই অবলম্বিত হইবে। কায়স্থ পণ্ডিত ও প্রচারকগণ এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইবেন আমি এরূপ আশা অবশ্যই করিতে পারি। নিম্নে কয়েকটী শাস্ত্র বাক্যের প্রতি কায়স্থ জাতির দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ কয়িয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে চাই।

"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতাপোঽব্রবীৎ।"
—অঙ্গিরা ও যাজ্ঞবল্ক্য।

"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকেঽপি বা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরিতেষ্য কলৌ শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষন্মাসে বৎসরেঽপি বা।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ময়া তু প্রোচ্যতে তার্ক্ষ্য শাস্ত্রধর্ম্মানুসারতঃ।
চতুর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিণ্ডনম্॥

অনিত্যত্বাৎ কলিধর্ম্মানাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
অস্থিরত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্যতে॥ গরুড়পুরাণ প্রেতকল্প।

অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণই জনন ও মরণাশৌচ দশদিন মাত্র পালন করিবে। সর্ব্ব বর্ণই দশদিনে শুদ্ধ হইবে, ইহাই কলির জন্য শাস্ত্রের আদেশ। বারদিনে, ত্রিপক্ষে ছয়মাসে বা একবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহাই তত্ত্বদর্শী মুনিগণের ব্যবস্থা। হে গরুড় ! শাস্ত্রধর্ম্মানুসারে চারিবর্ণই দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ করিবার অধিকারী। কলিধর্ম্ম অনিত্য, মানবের পরমায়ুও এ যুগে অতি অল্প, শরীর ক্ষণস্থায়ী এই জন্য কলিকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণই বার দিনে সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন করিবে।

অশৌচ সম্বন্ধে সর্ব্ববর্ণেরই দশদিন অশৌচ বিষ্ণুস্মৃতির ইহাই মত। পরাশর বলিয়াছেন শুদ্ধাচারী ক্ষত্রিয়ের অশৌচ দশদিন; দেবলঋষির মতে সর্ব্ববর্ণেরই জন্ম ও মরণে দশদিন অশৌচ হইবে। অশৌচতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে অশৌচের হ্রাস বৃদ্ধিতে কোন প্রত্যবায় নাই; পরন্তু চতুর্ব্বর্ণই দশদিন অশৌচ পালন করিয়া এগার দিনে একোদ্দিষ্ট এবং বার দিনে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারেন। সপিণ্ডীকরণের অজুহাতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থের অন্নপ্রাশন উপনয়নাদি সংস্কারে আপত্তি করিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত কায়স্থ নরনারী পূর্ণ একবৎসর পিতামাতাকে "আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত" প্রেত কল্পনা করিয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত নহেন তাঁহাদিগকে সবিনয়ে ও সসম্মানে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতে অনুরোধ করি। শাস্ত্রাদেশের আবরণে শাস্ত্র অমান্যের অপরাধের জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। ধর্ম্মরক্ষার অজুহাতে ধর্ম্মভক্ষণের জন্য তাঁহাদের অনুতাপ করা ও ঐ কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্ব নহে কি ?

উপসংহারে আমি বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারক ধর্ম্মও শাস্ত্রোপদেশক, প্রচারক ও পরিব্রাজক এবং সভা সমিতির পরিচালক এবং নেতৃবৃন্দকে ধর্ম্মসঙ্গত ও সদ্‌যুক্তি সমন্বিত উপরোক্ত চিত্তাকর্ষক শাস্ত্রবাক্যগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, হিন্দু সমস্যা এবং প্রত্যেক বর্ণের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের গতি ও পরিণতি যাঁহারা লক্ষ্য ও চিন্তা করেন আশা করি তাঁহাদের নিকট কায়স্থের দশাহাশৌচ প্রচলনের প্রস্তাব উপেক্ষিত ও আশ্চর্য্য বোধ হইবে না।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তধাম
বীরভূম } পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী

প্রচার-পরিষদ্-সংবাদ

শ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীনামরামায়ণপাঠ

ঢাকা মাণিকগঞ্জ প্রচার কার্য্যোপলক্ষে বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু বি, এল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মিত্র বর্ম্মা বি, এল, শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী বর্ম্মা প্রমুখ কায়স্থ মহোদয়গণের ভবনে শ্রীযুক্ত সরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় শ্রীনারায়ণপূজা, শ্রীগীতাপাঠ ও শ্রীশ্রীনামরামায়ণকীর্ত্তন করিয়া এতদঞ্চলের কায়স্থ আবালবৃদ্ধবনিতাকে হিন্দুর সনাতনধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত গীতোপদেশামৃত পান ও শ্রীরামনাম কীর্ত্তন শ্রবণ একটা নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচলিত পৌরহিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম যে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম নহে এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যে ভগবদ্ভক্তি নহে তাহা প্রচারক মহাশয় অতি বিশদভাবে প্রাঞ্জলভাষায় সকলের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে নিত্য সাধ্যমত নারায়ণপূজা, গীতাপাঠ ও রামনাম গান করিতে তিনি সকলকেই উপদেশ দিয়াছেন। সকাম পূজাদি ত্যাগ করিতে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের লক্ষ্মীপূজা, ইতুপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা এবং বার ব্রতাদি স্বয়ং করিবার শাস্ত্রীয় অধিকার ও আদেশ আছে এবং করাও অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা তিনি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সকাম পূজাদির মোহে একবার পড়িলে পৌরহিত্য কর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়া ঈশ্বর হইতে বহুদূরে পড়িয়া যাইতে হইবে ইহাও তিনি সকলকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে বলেন।

প্রধানতঃ কায়স্থ মহিলাবৃন্দের উৎসাহ উদ্যোগ ও আগ্রহে এই সব ধর্ম্ম সভাগুলির আয়োজন হইয়াছিল। নানাবর্ণের পত্র, সুগন্ধ কুসুম চন্দন এবং মনোহর মাল্যদাম ও পুষ্পস্তবকে ভক্তি ও নৈপুণ্যের সহিত তাঁহারা পবিত্র "ব্যাসাসন" বিরচিত করিতেন। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহিলাগণও এই সব সভায় ধর্ম্মোপদেশ ও শ্রীরামনাম গান শ্রবণ করিতে আসিতেন; চরণামৃত ও হরিরলুট পাইয়া সকলে কৃতার্থ হইতেন। সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ সানন্দে ও সোৎসাহে তাহাদের কোমলকণ্ঠে এই মধুর রামনাম গানে যোগদান করিত।

গৃহস্বামিগণের সহানুভূতি ও সাহায্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতা, মাতৃগণের ঐকান্তিকতা ও শিশুগণের আনন্দ নর্ত্তন এই সব ধর্ম্মসভাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে।

শ্রীদুর্গা পূজায় অন্নভোগ

বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কায়স্থ-জাতির অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহোদয়ের ১৩নং দুর্লাল মিত্র ষ্ট্রীটস্থ (বাগবাজার) ভবনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও যথারীতি দ্বিজাচারে শ্রীদুর্গা মাতার পূজার্চ্চনা সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালাদীপ্ত বসু ভবন দিনত্রয়ব্যাপী আনন্দকোলাহল পরিপূর্ণ এবং দীয়তাং ভূজ্যতাং রব মুখরিত হইয়াছিল এবং পূজামহোৎসবের রাজন্যোচিত সমারোহের কোন ত্রুটীই ছিল না। মাতৃপূজায় দুর্ব্বল ছাগশিশু হত্যা করিয়া জগন্মাতার দুর্ব্বল শিশুরক্তে হিন্দুর পবিত্র মাতৃযজ্ঞ কলঙ্কিত করা হয় নাই—এবং জাত্যাচার ও কুলাচারের দোহাই দিয়া কায়স্থজাতির অস্বাস্থ্যকর দেশাচারের দাসত্ব করিবার প্রশ্রয় দেওয়া ও হয় নাই।

কায়স্থ মহিলাবৃন্দের স্বহস্ত প্রস্তুত বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদি জগন্মাতার ভোগরাগ নিবেদিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের পরস্পরের সহযোগিতায় এই পূজা মহোৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কায়স্থ ব্রাহ্মণের সাগ্রহ সহানুভূতিপূর্ণ এইরূপ সাত্ত্বিক শক্তিসাধনা বাঙ্গলার আদর্শ হউক।

শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা

জলপাইগুড়ির ফালকাটা-চাবাগানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মানসিক সত্যনারায়ণ পূজা বিগত ৭ই কার্ত্তিক তারিখে তাঁহার স্বগ্রাম ভাড়াসিমলায় নিজ বাড়ীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলের ঐকান্তিক আগ্রহে ও ইচ্ছায় কায়স্থ-সভার পরিব্রাজক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই পূজায় ব্রতী হইয়া হোম ও গীতাপাঠ সহ ষোড়শোপচারে পূজা সুসম্পন্ন করেন। গ্রামস্থ এ পাড়া ওপাড়ার সমুদয় পরিবারের নরনারী বালকবালিকা উপবীতী অনুপবীতী নির্ব্বিশেষে এই অভিনব ও চিত্তাকর্ষক পূজোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। ঘটস্থাপনা করিয়া আবাহন পূজা ও বিসর্জ্জন হইয়াছিল। দুরাশা ও বাসনা উদ্দীপক "সত্যনারায়ণ-কথার" পরিবর্ত্তে শ্রীগীতার ষষ্ঠ দ্বাদশ ও অষ্টাদশাধ্যায় মূল ও সুললিত বাঙ্গলা-পয়ারে পঠিত হইয়াছিল।

আরত্রিকের ও বেশ বিশেষত্ব ছিল। ১০৮ যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ গব্যঘৃত সংযুক্ত হইয়া বৈদিক মন্ত্রে আহুতি প্রদত্ত হয়। শান্তিবারি, চরণামৃত ও প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রায় মধ্য রাত্রে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করেন।

মাত্র এক বাড়ীর কায়স্থ এই উৎসবে যোগদান করেন নাই, কায়স্থের ভগবদারধনা তাঁহার চক্ষে সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এ বৎসর ও বসন্তপঞ্চমী তিথিতে সিউড়ীর উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী, এম, এ, বি, এল, জমিদার মহোদয়ের ভবনে বাৎসরিক সরস্বতী পূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। বীরভূম শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তধামের পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় নগেন্দ্র বাবুর পঞ্চ বালক পুত্র ও ভাগিনেয়গণ যথাশাস্ত্র যোড়শোপচারে বাগেদবীর আরাধনা করিয়াছে। ফলমূল আতপ এবং বিবিধ ভর্জিত শস্য, খৈ চিড়া মুড়কী বাতাসা তিলেখাজা, ছানা সন্দেশ প্রভৃতি বিবিধ গৃহপ্রস্তুত দ্রব্যের নৈবেদ্য বিদ্যাদেবীর উদ্দেশ্যে ঐ বালকভক্তবৃন্দের দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তিসহ নিবেদিত হইয়াছিল। নানাবর্ণের সময়োচিত পুষ্প এবং চ্যুতমুকুল, পঞ্চপল্লব ও মনোরম বৃক্ষপত্রে শোভিত দেবীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চন্দনচর্চ্চিত বালক পূজকবৃন্দ কোমলকণ্ঠে বেদমন্ত্র গানসহ মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান এবং স্থিরাসনে মুদ্রিতনয়নে মন্ত্র আবৃত্তি সহ মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিল। প্রত্যেক পূজোপচার স্বতন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ সহ দেবীর উদ্দেশ্যে ঐ বালক পূজকগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়াছিল। আরত্রিকের সময় তাহারা ভক্তিভরে দণ্ডায়মান হইয়া সরস্বতী স্তুতিবন্দনা গান করিয়াছিল। মা বীণাপানি বাগ্দেবী তাঁর এই বালকভক্তগণের চিত্তে অধিষ্ঠিতা হউন— আত্মবিদ্যা ও আত্মজ্ঞানে তাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল করুন।

আরত্রিক কার্য্যের পর অগ্নিহোত্রী মহাশয় দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন খেচরান্ন পরমান্ন ভোগাহুতি সম্পাদন করেন। এই সমস্ত ভোগরাগ নগেন্দ্রবাবুর ভক্তিমতী মাতৃদেবী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে দিব্য-নিরামিষ প্রসাদে সকলেই পরিতৃপ্ত ও পুলকিত হইয়াছিলেন। আমরা কায়স্থের ঘরে ঘরে এইরূপ সাত্ত্বিক দেবদেবী পূজারাধনা দেখিতে চাই।

কায়স্থ সমাচার

উপনয়ন

উভাজানি ঢাকা

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার দেববর্ম্ম-সরকার মহাশয়ের বাটী

৪ঠা ফাল্গুন (১৩৩৪)

আচার্য্য, তন্ত্রধারকাদিকার্য্যেব্রতী ব্রাহ্মণগণের নাম ধাম :—

শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী, হেমরাজপুর, ঢাকা
" বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, উভাজানি
" হরেন্দ্রকুমার রায়, "
" নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নালী, ঢাকা
" ক্ষীরোদকান্ত চক্রবর্ত্তী, "

উপবীতী কায়স্থগণের নাম ধাম :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, যতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ক্ষীতিশচন্দ্র বিশ্বাস, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, উমেশচন্দ্র বিশ্বাস, পূর্ণচন্দ্র সরকার, শশিভূষণ সরকার, রামদিয়া, ঢাকা; ভীমচন্দ্র দত্ত, নালী, ঢাকা; মহেন্দ্রকুমার সরকার, যোগেন্দ্রকুমার সরকার, মাখনলাল সরকার, রমেশচন্দ্র সরকার, (১) যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার, হরিপদ সরকার, রমেশচন্দ্র সরকার, (২) দেবেন্দ্রচন্দ্র সরকার, যদুনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, মেঘলাল সরকার, যতীন্দ্রমোহন চন্দ্র, কুঞ্জমোহন চন্দ্র, ননীমোহন চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস, প্রসন্নকুমার দাস, অবিনাশচন্দ্র দাস, যদুনাথ দাস, কালীনাথ দাস, গয়ানাথ দাস, আদ্যপ্রসাদ দাস, যতীন্দ্রনাথ দাস, সতীশচন্দ্র সিংহ, সাং উভাজানি, ঢাকা

ঝিঝারী—ফরিদপুর

বিগত ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত লোণসিংহ থানার অধীন ঝিঝারী গ্রামে একটী উপনয়নকেন্দ্র হইয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ১৯ জন কায়স্থের যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঝিঝারী গ্রামের লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ জমিদার অশীতি বর্ষীয় শ্রীযুক্ত শশিকুমার কর রায় এবং শ্রীযুক্ত-বসন্তকুমার কর রায় মহাশয়দ্বয়ের যুবজনোচিত উৎসাহ ও একাগ্রতায় অনেকেরই অবসন্ন দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল। উক্ত করমহাশয়দ্বয়ের, পুত্র পৌত্রাদি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সহ ব্রহ্মচারীবেশে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ সমাগত ব্যক্তিদিগের চিত্তাকর্ষন করিয়াছিল। ঝিঝারী নিবাসী শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র কর রায়ের (মার্চ্চেন্ট, কলিকাতা) পূর্ণ উৎসাহে এই কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন কর রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ইহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। স্বর্ণঘোষ নিবাসী স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রাহাবর্ম্ম জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় উপনয়নের তুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্র স্থলে উপস্থিত হইয়া কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করেন। তুলুখণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য পদে বৃত এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রাহাবর্ম্মা তন্ত্র ধারক, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন কর রায় বর্ম্মা মহাশয় যজ্ঞ রক্ষক ও সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। ঝিঝারী, ভড্ডা, আক্শা, আচুড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল; সমবেত ব্যক্তিদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছে।

উপবীতী গণের নাম

১।	শ্রীযুক্ত শশিকুমার কর রায়	১০।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কর রায়
২।	„ বসন্তকুমার কর রায়	১১।	„ অবনীমোহন কর রায়
৩।	„ উপেন্দ্রমোহন কর রায়	১২।	„ পূর্ণচন্দ্র দেব
৪।	„ রণজিৎকুমার কর রায়	১৩।	„ বিমলাকান্ত দেব
৫।	„ ক্ষীরোদকুমার কর রায়	১৪।	„ রাইমোহন দেব
৬।	„ রাইমোহন কর রায়	১৫।	„ জ্যোতিষচন্দ্র দেব
৭।	„ নরেশচন্দ্র কর রায়	১৬।	„ শচীন্দ্রকুমার দেব
৮।	„ রোহিণীকুমার কর রায়	১৭।	„ মনোমোহন দেব (নায়েব)
৯।	„ তারাপ্রসন্ন কর রায়	১৮।	„ যোগেশচন্দ্র দেব

১৯। মহেন্দ্রকুমার দাস

কলিকাতা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিম্নলিখিত তুইজন পদস্থ কায়স্থ ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট)
৮নং রসিকলাল ঘোষ লেন, হাটখোলা

২। „ ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র দাস, এল্-ডি-এস্, [Edin]
(ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস এম-ডি, সি-আই-ই মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র)

ইদিলপুর কায়স্থ সভা

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন (সাধারণ ১০ম)

তারিখ ৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার সন ১৩৩৪।

সময় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা; স্থান টেংরা চৌধুরী-বাড়ী

উপস্থিত সভ্য—ব্রাহ্মণ ৩ জন, কায়স্থ ৪৫ জন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্ম, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন।

গত সভার কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করা হইল এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

১৩৩৩ সনের ২রা কার্ত্তিক ইদিলপুর কায়স্থ সভার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। এক শারদীয়া পূজা হইতে পরবর্ত্তী পূজা পর্য্যন্ত এই সভার বৎসর গণণা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রথম শ্রীযুক্ত তুর্গামোহন গুহ বর্ম্মার বাড়ী এক কেন্দ্রে সাঙ্ক্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তৎপরে দাসেরজঙ্গল এক কেন্দ্রে শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র রায় চৌধুরী সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যোগেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ৮ জন এবং গত ২৬শে আশ্বিন তারিখে টেংরা শ্রীযুত বিপিনবিহারী রায় চৌধুরীর বাড়ীর কেন্দ্রে শ্রীযুত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী এবং মালাখান নিবাসী শ্রীযুত দ্বীজেন্দ্রনাথ বসু উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বৎসর অকসা নিবাসী শ্রীযুত রাসমোহন ভৌমিক দেববর্ম্মা হইতে ২৮

বরিশাল জজকোর্টের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন বসু হইতে ১৲ ভরাকৈর নিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ হইতে ২৲ এবং কুমারভোগ নিবাসী মুন্সেফ শ্রীযুত অমূল্যরঞ্জন গুহ এম, এ, বি, এল হইতে ২৲ মোট ৭৲ সহানুভূতির দান পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসুরায় বর্ম্মা-মিরবহর মহাশয় ফরিদপুর জিলায় দক্ষিণ বিক্রমপুর ও বরিশাল জিলায় নলচিঠি থানার অন্তর্গত কুশঙ্গল ইত্যাদি গ্রামে শতাধিক কায়স্থের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কার্ত্তিকপুর ভেলিপারা ইত্যাদি স্থানে প্রচার কার্য্যে ব্রতী আছেন।

এই কায়স্থ-সভার প্রতি অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি না থাকায় চাঁদা আদায় হয় না; যাঁহাদিগকে চাঁদা আদায়ের জন্য অনুরোধ কয়া হইয়াছিল, তাঁহারা ও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেহ বলেন অমুকে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করেন না সুতরাং আমি এ সভায় যাইব না; কেহ বলেন এবার কুম্ভকারগণ কায়স্থের ঘরে খাইয়া প্রতিমা গড়িতে স্বীকার করিল না অথচ কায়স্থেরা তাহার কোন প্রতিবিধান করিল না সুতরাং আমি এই সভায় চাঁদা দিব না ইত্যাদি। বাস্তবিক কায়স্থের মধ্যে মতানৈক্য থাকাতেই কোন কাজ হইতেছেনা। তারপর অনেকেই হয়ত ভুলিয়া যান যে এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য কায়স্থের উপবীত প্রচার করা। কায়স্থ আচার ভ্রষ্ট হওয়াতেই আজ মহামান্য হাইকোর্ট হইতে অধস্তন অনেকেই কায়স্থের অন্যায় অপবাদ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। যে সমস্ত জাতি সেদিনও কায়স্থের ভাত আগ্রহের সহিত খাইত তাহারা এখন অপরের প্ররোচনায় খায় না, আজ যাহারা খায় কাল হয়তো তাহারাও খাইবেনা। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় কায়স্থই কায়স্থের শত্রু। কায়স্থের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা উপবীত গ্রহণের উদ্দেশ্য না বুঝিয়াই ক্ষত্রিয়াচারের বিরোধী। শিক্ষিত কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন নিন্দিত-বিধানে শ্রাদ্ধাদি না করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে; কাজেই কেবল ব্রাহ্মণদের উপর দোষ চাপাইলে লাভ নাই। তবে একথাও ঠিক যে গুরু পুরোহিতগণ অনেক স্থলে শিষ্য যজমানদিগকে বর্ম্ম ও দেবী শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুরায় বর্ম্মা মিরবহর মহাশয়কে "উপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করা হউক।

উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয়ের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বর্ম্মা সভাপতি, সমর্থক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্মা রায়চৌধুরী সম্পাদক, অনুমোদক শ্রীযুক্ত অমূল্যরঞ্জন গুহ এম, এ, বি এল মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়চৌধুরী বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী এবং অন্যান্য সভ্যগণ।

উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপাধি অনুমোদন করিয়া সভায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে প্রচারকার্য্যের জন্য সম্পাদক মহাশয় সভার তহবিল হইতে ১০৲ টাকা অগ্রিম দিতে পারিবেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে যে সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমরা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু কায়স্থগণের মধ্যে কোন মনোমালিন্য না হয় সর্ব্বদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী (স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বর্ম্মা
সম্পাদক সভাপতি

উপনয়ন-সংবাদ

ইদিলপুর

ইদিলপুর কায়স্থ সভার সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন—

গত ২৬এ আশ্বিন তারিখে ইদিলপুর টেংরা নিবাসী শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরীর বাড়ীতে তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ রায়চৌধুরী এবং মালাখানা নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সিঙ্গার ডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য, মুলগা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ এবং টেংরা নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী বর্ম্মা যথাক্রমে আচার্য্য তন্ত্রধারক এবং সদস্যের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বেজনিসার নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া উপনয়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

ভূমখারা-নিবাসী

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। জিলা ফরিদপুর থানা ভেদরগঞ্জ, তারিখ ১০ই ফাল্গুন ১৩৩৪

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, সাং ধানুকা

তন্ত্রধারক— ,, সতীশচন্দ্র বসু রায়বর্ম্মা উপাধ্যায়, সাং ধীপুর।

উপবীতি কায়স্থগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দেববর্ম্মা	৫। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র কর বর্ম্মা
২। ,, বিশ্বেশ্বর ,,	৬। ,, নিকুঞ্জ মুন্সী ,,
৩। ,, তরণীকান্ত ,,	৭। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
৪। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র ,,	

জিলা ফরিদপুর থানা ভেদরগঞ্জ তেলিপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামমোহন দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। তারিখ ১১ই ফাল্গুন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

আচার্য্য—শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, ইদিলপুর

তন্ত্রধারক— ,, সতীশচন্দ্র বসু রায়বর্ম্মা উপাধ্যায়, ধীপুর।

উপবীতি কায়স্থগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত রামমোহন দাস	৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত
২। ,, ফণীভূষণ দাস	৫। ,, প্রফুল্লরঞ্জন দত্ত
৩। ,, দক্ষিণারঞ্জন দত্ত	৬। ,, হরিপদ ধর

রামভদ্রপুর ফারদপুর

বিগত ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত রামভদ্রপুর গ্রামে তত্রত্য কায়স্থসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৯ জন কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত চাঁদ-কেদার রায়ের গুরুদেব রামভদ্রপুর নিবাসী সিদ্ধ গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধর স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুত মহানন্দ মৌলিক মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

উপবীতিগণের নাম

১। শ্রীযুক্ত লালমোহন বসুবর্ম্মা
২। ,, অশ্বিনীকুমার দাষবর্ম্মা
৩। ,, সুরেন্দ্রমোহন দাষবর্ম্মা
,, রজনীকান্ত দত্তবর্ম্মা

৫। ,, রাইমোহন দেববর্ম্মা
৬। ,, নলিনীমোহন দেববর্ম্মা
৭। ,, ললিতমোহন দেববর্ম্মা
৮। ,, কুঞ্জবিহারী নাগবর্ম্মা
৯। ,, নরেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা

পাবনা

পাবনা হইতে আমাদের সভার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় জানাইয়াছেন,—

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা নিবাসী সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের বংশধর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম-এ, পি-আর-এস্, মহাশয় এবং বারেন্দ্র কায়স্থকুলোদ্ভব পাবনা কাশীপুর নিবসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস সিংহ বি-এ, (পাবনা সরস্বতী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী) মহাশয়দ্বয় বিগত ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার যথাশাস্ত্র সংস্কারান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সপুত্র এই উপনয়ন-যজ্ঞে পুরোহিতের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন অপর একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সদস্য পদে ব্রতী ছিলেন। তাঁতিবন্দের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি ভোজনের বিশেষ সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

কলিকাতায় উপনয়ন-কেন্দ্র

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় বিগত ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমার দিনে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতি জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রস্থলে সভার সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভুতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা বি-এল, সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম প্রমুখ অনেক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত

ভূপেন্দ্র বাবুর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এস্-সি মহোদয়ের আদর আপ্যায়নে ও সৌজন্যে উপস্থিত সকলে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। উপনয়ন শেষে নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারী ও উপস্থিত কায়স্থগণ সহ সানুজ সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রসাদ গ্রহণ করেন। উপনয়ন যজ্ঞের যাবতীয় ব্যয় সহৃদয় সভাপতি মহাশয় বহন করিয়াছেন।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কোটালীপাড়া, ফরিদপুর,
তন্ত্রধারক— ,, মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক

উপবীতিগণের নাম ধাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ বসু (চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়) কেশবকাঠী, বরিশাল, ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, হোসেনপুর, ফরিদপুর, ৩। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মিত্র, আর্য্য-দত্তপাড়া, ফরিদপুর, ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ডাঙ্গার পাড়, ফরিদপুর, ৫। শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত রাহুত, দোলকুণ্ডী ফরিদপুর, ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দেব, শ্রীনদী, ফরিদপুর, ৭। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দাস, চণ্ডীদাসদী, ফরিদপুর, ৮। শ্রীযুক্ত রমণীভূষণ দত্ত, বান্ধব-দৌলতপুর, ফরিদপুর, ৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হোড়, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১২। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসু, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১৫। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দাস, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১৬। শ্রীযুক্ত রামমোহন দাস, মালিগ্রাম, ফরিদপুর, ১৭। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র বিশ্বাস, মালিগ্রাম, ফরিদপুর ১৮। শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র, বরুরিয়া, ফরিদপুর, ১৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেব অধিকারী, চরপাড়া, ফরিদপুর, ২০। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, ফলসী, ফরিদপুর, ২১। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দত্ত, ফলসী, ফরিদপুর, ২২। শ্রীযুক্ত কালিপদ দত্ত, ফলসী, ফরিদপুর, ২৩। শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত, ফলসী, ফরিদপুর, ২৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ফলসী, ফরিদপুর।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

বিগত ২৮শে মাঘ পাবনা জেলার ফকিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নলিনীমোহন বর্ম্মা মজুমদারের সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভেড়ামারা ষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌর-

গোপাল সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শচীরাণী দেবীর শুভবিবাহ উক্ত চণ্ডীপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ দেববর্ম্মা মজুমদার বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে বিবাহ দিবস পূর্ব্বাহ্লে শ্রীমান্ নলিনীমোহনের উপনয়ন ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারকল্পে সভার বর্ত্তমান বর্ষের সদস্য স্বজাতি হিতপরায়ণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষবর্ম্ম রায় প্রাজ্ঞ এম-এ, মহোদয় সম্প্রতি সভার প্রচারভাণ্ডারে ২০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন। সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

আন্তর্গণিক বিধবা-বিবাহ

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" ও "সিরাজগঞ্জ কায়স্থ সভার" কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা চৌধুরী সাহিত্য সরস্বতী-মহাশয় জানাইয়াছেন,—চামারী (টাঙ্গাইল) নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সরকার বর্ম্মার বালবিধবা কন্যার সহিত নওগাঁ (রাজসাহী) মহকুমার রঘুনাথপুর নিবাসী, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চাকী অধিকারী মহাশয়ের শুভবিবাহ গত ৩রা ফাল্গুন তারিখে রঘুনাথপুর গ্রামে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবহের পাত্র পক্ষ বারেন্দ্র এবং পাত্রীপক্ষ বঙ্গজ কায়স্থ। আটীয়া মামুদপুর (টাঙ্গাইল) নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গোস্বামী মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করেন। চাকী মহাশয় গুরুগিরি করেন। তাঁহার তিন শতের ও অধিক শিষ্য বিবাহে যোগদান করিয়া আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

হিন্দু মিশন পত্রিকা (১৬ই ফাল্গুন) হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

(১)

গত ১৭ই মাঘ টাঙ্গাইল পাইকাইন নিবাসী শ্রীকান্ত সরকার বর্ম্মার বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী চারুবালার শুভ বিবাহ বেহালী নিবাসী শ্রীঅভয়াচরণ কর বর্ম্মার সহিত হইয়াছে।

(২)

গত ২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী) বুধবার আমাদের মিসন গৃহে একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। পাত্র ২৪ পরগণার মুলচোর গ্রামের শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ নাগ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ; বয়স ২৭ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী কমলারাণী দেবী ; বয়স ২২ বৎসর। উভয়েই জাতিতে কায়স্থ। মিশনের ব্রাহ্মণ স্মার্ত্তপণ্ডিত মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে সকলকেই জলযোগে তৃপ্ত করা হইয়াছিল।

(প্রাপ্তি স্বীকার)

৺প্রভাসচন্দ্র ঘোষ

(শ্রাদ্ধ—দ্বিজাচারে)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য, ও প্রচারক এবং প্রচার পরিষদের সম্পাদক পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের পূজনীয় অগ্রজ অগ্নিহোত্রী প্রভাসচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বিগত ৩০শে কার্ত্তিক তারিখে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সাজাহান পুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বালক পুত্রদ্বয় শ্রীমান ক্ষিতীশ ও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ উভয়ে তাহাদের পিতৃদেবের ঔর্দ্ধ-দেহিক ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথা শাস্ত্র দ্বিজাচারে সুসম্পন্ন করিয়াছে।

উপবীত-বিহীন প্রবাসী-বাঙ্গালী-কায়স্থ-সমাজে দীর্ঘ-ষোড়শ-বৎসর-কাল অতিবাহিত করিয়াও প্রভাসচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কায়স্থ-জাতির স্বধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। এই বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজে পবিত্রাচারে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে কোন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণও এই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন না করেন সে জন্য চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গোলোকগত স্বামীর স্বধর্ম্মরক্ষায় কৃতনিশ্চয় পতিপরায়ণা সদ্যোবিধবার মনোবল ও দৃঢ়তায় যজ্ঞ পণ্ডের এই সমস্ত আসুরিক অন্তরায় দূরীভূত হইয়াছিল। নিন্দিত বিধানে কায়স্থের সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পাদন শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও হিন্দুর তথাকথিত এই সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশকগণ পয়োপান পরিত্যাগ করিয়া রুধির পানেই প্রমত্ত। "ক্ষত্রিয়ান্নং

পয়ঃস্মৃতম্"। "শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্ ॥ এই শাস্ত্রানুশাসনে ও তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না। সুখের বিষয় এই শ্রাদ্ধক্রিয়া একজন পবিত্রস্বভাব শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা দ্বিজাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মানবের এই চরমবিপৎ পাতেও যাঁহারা সহানুভূতি সমবেদনা ও সহায়তার পরিবর্ত্তে জাতিবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মৃতের ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ড করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার বিপদকাতর ও শোক সন্তপ্ত পরিজনগণের শোক ও বিপদের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার ও জাতিগত অন্যায়জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহাদের এবংবিধ অপমানজনক অধর্ম্মব্যবহার কায়স্থজাতি আর কতকাল নীরবে সহ্য করিবে? দেহত্যাগী আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাসহকারে বিবিধ দানসামগ্রী ও অন্নপরমান্ন ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টকাদি সাধ্যমত উৎসর্গ ও প্রদান করার নাম শ্রাদ্ধ, সে শ্রাদ্ধাধিকারী মৃতের আত্মজ ও আত্মীয়-গণ ;—পুরোহিত নহেন। শ্রাদ্ধাধিকারিগণ তাহাদের জনক জননী বা পর-মাত্মীয়ের তৃপ্তি-সম্পাদনে শাস্ত্রসম্মত যে বিধানে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া করিতে চাহেন পুরোহিত মহাশয়গণের অবিচারিতচিত্তে তাহারই সহায়তা করা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, অথবা সে ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রতী না হওয়াই সমীচীন, পরন্তু জাতিবিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অসহযোগ এবং তাহা পণ্ড করিবার চেষ্টা অথবা কৃতীর বর্ণধর্ম্ম-বিরোধী অশাস্ত্রীয় নিন্দিত বিধানে তাহা সম্পাদনের অন্যায়জিদ্ ঘোর কাপুরুষতা ও আসুরিকতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। একথা নিশ্চয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমার মাতাপিতা স্বামী পুত্র পরমাত্মীয়ের তৃপ্তি সম্পাদনের পবিত্র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমার নিজের ভাড়াটীয়া পুরোহিত বা যজমানী ব্রাহ্মণের নহে। আমার সে কর্ত্তব্য ও দয়িত্ব আমি খুব সংক্ষেপে ও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন করিলেও তাহা শাস্ত্রসম্মত ও যদুদ্দেশ্যে কৃত তাহার তৃপ্তি সম্পাদক ; পরন্তু জাতির বর্ণধর্ম্ম-বিরোধী অনার্য্যোচিত নিন্দিত বিধানে যতই আড়ম্বর-সমারোহপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম্ম হউক না কেন তাহা অশাস্ত্রীয় অন্যায় ও অধর্ম্ম এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত তাঁহার অতৃপ্তি দায়ক সুতরাং নিরর্থক ও নিস্ফল।

এইরূপ মহাবিপদ ও প্রতিকূলতার মধ্যে ৺ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিনীর জাতীয় কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্ম পালনের দৃঢ়তা বাঙ্গালী কায়স্থ মহিলাবৃন্দের আদর্শ হউক বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এইরূপ মনোবলসম্পন্না স্বধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী কায়স্থ-মহিলার আবির্ভাব হউক। কায়স্থনারী-শক্তি জাগরিত হইলে অচিরেই জাতির দৈন্য দূরীভূত হইবে, জাতি পুণ্য ও ধন্য হইবে।

উপসংহারে, স্বজাতি গর্ব্বোজ্জ্বলা এই ভাগ্যহীনা কায়স্থ-মহিলা ও তাঁহার অসহায় শিশু পুত্র কন্যাগণ ও শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের এই দারুণ শোক ও মহাবিপদে আমরা গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক সমবেদনা জানইতেছি। ঈশ্বর তাঁহাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন, এবং সর্ব্বাপদ বিপদে তাহাদের সহায় ও রক্ষক হউন!

সন্ন্যাসী লছমনদাস স্বামী

ধর্ম্মরাজ শ্রীচিত্রগুপ্তধাম
চরিচা, মামুদবাজার পোঃ
বীরভূম।

শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে

ভাঙ্গা ও সদরপুর আর্য্যকায়স্থ সভা এবং ফরিদপুর প্রচার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল মহাশয় জানাইয়াছেন,—

বিগত ১২ই পৌষ বুধবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত গৌরচর নিবাসী ৺সাগরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আদ্যকৃত্য যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। নয়াকান্দী নিবাসী অশীতিপরবৃদ্ধ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয় (বৈদিক), এবং বরিশাল জেলার পিঙ্গলিয়াকাঠি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। গৌরচর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্তবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তবর্ম্মা ও শৈল ডুবী নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেব বর্ম্ম মজুমদার মহাশয়দিগের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং উদ্যোগে এই শ্রাদ্ধকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

ফরিদপুরজেলান্তর্গত মাদারিপুর সবডিভিসনের অধীন ঘটমাঝি গ্রামে (১) ৺মধুসূদন ঘোষ রায় বর্ম্মার, (২) ৺মদনমোহন দাস বর্ম্মার, (৩) শ্রীযুক্ত বিনোদলাল দাষ বর্ম্ম মহাশয়েরস্ত্রীর, (৪) শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র দাষ বর্ম্ম মহাশয়ের-স্ত্রীর, (৫) শ্রীযুক্ত মতিলাল দাষবর্ম্ম মহাশয়ের স্ত্রীর এবং (৬) শ্রীযুক্ত হরিহর রায় মহাশয়েরস্ত্রীর আদ্যকৃত্য শ্রাদ্ধ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঘটমাঝি আর্য্য কায়স্থ-সভার সভাপতি স্বজাতি হিতৈষী পরম ভাগবত

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস বর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসবর্ম্মা প্রমুখ মহাশয়গণের উদ্যোগে উপরোক্ত শ্রাদ্ধ কয়েকটী সুনির্ব্বাহ হইয়াছে। মাদারিপুরের সুপ্রসিদ্ধ পাঠকবংশীয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক (বৈদিক) মহাশয় এবং ঘটমাঝি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কলিকাতা নন্দনবাগানের স্বর্গীয় ডাক্তার হরনাথ বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ৭৮ বৎসর বয়সে গত ২৭এ অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ গত ৯ই পৌষ তারিখে ত্রয়োদশাহে তদাদ্যকৃত্য যথারীতি ক্ষত্রিয়-চারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ইঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই যোগদান করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পুরাণদাস সপ্ততীর্থ মহাশয় পৌরোহিত্যে ব্রতী ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কলঙ্কার প্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণ ও কতিপয় অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

(৫)

বিগত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার ইছাপুর (২৪ পরগণা) নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বসু এবং তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতা যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(৬)

মেদিনীপুর নূতন বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ গত ৬ই মাঘ যথারীতি ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

(৭)

ফরিদপুর জেলান্তর্গত সালদহ তেলিপাড়া হইতে তত্রত্য "সপ্তপল্লী কায়স্থ-সভার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরনাথ দত্তবর্ম্ম মহাশয় জানাইতেছেন,—

বিগত ১৪ই মাঘ তেলিপাড়া গ্রামে ৺হরিমোহন দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। ধানুকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও বেজনিসার-নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ বশিষ্ঠ মহাশয়গণ পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। স্বেচ্ছা-

প্রচারক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রাহাবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়বর্ম্মা মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

(৮)

দারাদিয়া (ফরিদপুর) হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—

বিগত ২২এ মাঘ রবিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত দীঘলপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত, শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত, শ্রীযুক্ত মতিলাল, শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তবর্ম্মা মহাশয়গণ তাঁহাদের পিতৃদেব ৺হারাণ চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সমারোহের সহিত ত্রয়োদশাহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তোরণ-বৃষোৎসর্গ, মচলন্দ, ষোড়শদানাদি ও আগু একোদ্দিষ্ট যথারীতি দ্বিজাচারে বেদমন্ত্র ও অন্নের পিণ্ড দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। সমাজ-ইশিবপুর নিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীনকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বৈদিক পুরোহিত মাদারিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক, শ্রীযুক্ত বামনদাস পাঠক প্রমুখ মহাশয়গণ হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্ম, সদস্য, বিরাট ও গীতাপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; এবং দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের গুরুপুত্র শিরুয়াইল নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রাদ্ধে যোগদান পূর্ব্বক মচলন্দদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বান্ধব দৌলতপুর, কুনিয়া, দারাদিয়া, খা-টপাড়া, দীঘলপাড়া গ্রামস্থ সমস্ত স্বজাতি ও অন্যান্য জাতীয় বহু ব্যক্তি এবং হবিগঞ্জ, নিলখী, চাঁওচা, চোমরদী, বাজিৎপুর, সমাজ-ইশিবপুর, মাদারিপুর প্রভৃতি নানা গ্রামের বহু স্বজাতীয় আত্মীয় কুটুম্ব এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। সমাগত ব্যক্তিদিগকে ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য, স্বজাতি হিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্ম কুলভাস্কর মহাশয়ের উৎসাহ এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরকুমার দেববর্ম্মা, দারাদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত মতিলাল বসুবর্ম্মা, কুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্তবর্ম্মা, খা-টপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা ও বাণীমোহন দেববর্ম্মা প্রমুখ উদ্যোগী মহাশয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য ও ভোজন ব্যাপার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। এজন্য আমরা উক্ত কর্ম্মিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণী

২৮শ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ম অধিবেশন

তারিখ ৯ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল; ইং ২৬এ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

স্থান—৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।

উপস্থিত সভ্যবৃন্দ :—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সভাপতির আসনে);
,, নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব;
,, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা;
,, ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেববর্ম্মা;
,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা কুলভাস্কর;
,, বাসন্তীচরণ সিংহ, এম-এ, বি-এল,;
,, মাখনলাল ধরবর্ম্মা;
,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা
,, অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, (পত্রিকা-সম্পাদক);
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মৌলিক (সম্পাদক);
,, বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক);
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (কোষাধ্যক্ষ);
,, রামকমল সিংহ;
,, যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা;
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত;
,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ, বার-এট-ল;
,, ননীলাল দত্ত, সম্পাদক বাতানল-কায়স্থ-সমিতি (দর্শক);
,, প্রবোধগোপাল বসু বর্ম্মা (ঐ);
,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্মা ভক্তিভূষণ প্রচারক (ঐ);

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ গ্রহণে সম্মতি

জানাইয়া, এবং অনুপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-জ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা চৌধুরী সাহিত্য-সরস্বতী, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সরকারবর্ম্মা, হরচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা রায়, গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা, ইন্দুভূষণ সরকার, হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা, অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা, রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, সতীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, রজনীনাথ ঘোষবর্ম্মা, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

২য় নির্দ্ধারণ। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৩য় নির্দ্ধারণ। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী শাখা সভার নাম প্রস্তাব করেন :—

মণিকগঞ্জ কায়স্থসভা, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
সোণার গাঁ কায়স্থ-সম্মিলনী, ঢাকা।

(খ) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষবর্ম্মা, বি, এল, কলিকাতা ;
,, বিনোদবন্ধু রায়বর্ম্মা, ভবানীপুর ;
,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ;
,, রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ফরিদপুর ;
,, পুলিনবিহারী মিত্র, কলিকাতা।
,, ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ঘোষবর্ম্মা মজুমদার, নৈহাটী।

(গ) পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যগণের নামগুলি পত্র দ্বারা প্রস্তাব করেন :—

,, অশ্বিনীকুমার বসু, ঢাকা ;
,, মণীন্দ্রনাথ সরকার, ঢাকা ;
,, উমেশচন্দ্র নিয়োগী, ঢাকা ;

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মিত্র, ঢাকা ;
,, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বি, এল, ঢাকা ;
,, যোগেশচন্দ্র সরকারবর্ম্মা, ঢাকা ;
,, যোগেশচন্দ্র রায়, ঢাকা
,, শ্রীশচন্দ্র বসু, জলপাইগুড়ী ;
,, মনোমোহন করবর্ম্মা, ঢাকা ;

(ঘ) প্রচারক শ্রীযুত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত নামগুলি প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, ভবানীপুর ;
,, পঞ্চানন মিত্র, কলিকাতা ;
,, নকুলেশ্বর দাস, কলিকাতা ;
,, বিজয়কৃষ্ণ রাহা, কবিরাজ, কলিকাতা ;
,, নিশিকান্ত ব্রহ্ম, কলিকাতা ;
,, ক্ষেত্রমোহন চন্দ্র চৌধুরী, যশোহর ;
,, রামলাল বসু, খুলনা ;

(ঙ) শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ প্রদত্ত নিম্নলিখিত দুই জন সভ্যের নাম শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়, শিবসাগর ;
,, ডি, বি, গুহ বিশ্বাস, ত্রিপুরা।

এই সকল প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ নির্দ্ধারণ। বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী আলোচনা করিয়া স্থির হইল যে কতকগুলি প্রস্তাব, এবং তৎসঙ্গে সভার কতকগুলি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক ; সেজন্য আগামী শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত পূজার দিন একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন করা হউক।

৫ম নির্দ্ধারণ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া পত্রিকাপরিচালন-সমিতি গঠিত হইল :—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, কিরণচন্দ্র দত্ত, বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ। সভার কার্য্যালয় ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে (১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার) অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা হউক।

৭ম নির্দ্ধারণ। পূজার পূর্ব্বে আবশ্যক দেনা পরিশোধ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়, সম্পাদক মহাশয় ও সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইল।

৮ম নির্দ্ধারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও চাঁদা তুলিয়া শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত-পূজা সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে (১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার) সম্পন্ন করা হউক।

৯ম নির্দ্ধারণ। বিবিধ।

(ক) * * *

(খ) শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ, গিরীন্দ্রমোহন বসু ও অবিনাশচন্দ্র রাহা মহাশয়ের আবেদন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল।

(গ) সভার গৃহনির্ম্মাণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক সম্পাদক, মৃণালকান্তি ঘোষ, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়;

২৬শ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, রবিবার; ইং ২০এ নভেম্বর ১৯২৭।

স্থান—১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সভাপতির আসনে);
,, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা;
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মৌলিক (সম্পাদক)
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (কোষাধ্যক্ষ)
,, বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব;
,, বাসন্তীচরণ সিংহবর্ম্মা;
,, ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব;
,, সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মা;
,, কেদারনাথ দেব কুলভাস্কর;
,, নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বার-এট-ল;
,, অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা রায় সাহেব।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী, প্রভাতকুমার বর্ম্ম চৌধুরী, মাখনলাল ধরবর্ম্মা, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় প্রস্তাব। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত তালিকানুযায়ী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, কলিকাতা;
,, হারাণচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা;
,, যুগলকিশোর ঘোষবর্ম্মা, বার-এট-ল, কলিকাতা;
,, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র, কলিকাতা;
,, নির্ম্মলকুমার বসু, কলিকাতা;
,, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা;
,, শৈলেন্দ্র কর, কলিকাতা;
,, শম্ভুনাথ বসু, কলিকাতা।

(খ) শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম পত্রদ্বারা প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ, কলিকাতা;
,, সুরেশকুমার ঘোষ, কলিকাতা;

" সুরেন্দ্রকুমার আইচ, নোয়াখালী ;
" রাজেন্দ্রনাথ সরকার, কলিকাতা।

এই প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। শুধু নিয়মাবলী পরিবর্ত্তণের জন্য বিশেষ সাধারণ অধিবেশন কার্য্য অনাবশ্যক বিবেচনায় উহা এখন স্থগিত রহিল।

৫ম প্রস্তাব। সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার জন্য বর্ত্তমানে ২৫৲ টাকা বেতন দিয়া অস্থায়ী ভাবে আর একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। পূর্ব্ব বৎসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যে হিসাব রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের নামে নামান্তরিত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হউক।

৭ম প্রস্তাব। ৺চিত্রগুপ্ত পূজার দিনের উপনয়নের আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যস্মৃতিরঞ্জন মহাশয়কে ৪৲ দক্ষিণা দেওয়া হউক।

৮ম প্রস্তাব। ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যে ১৭০০৲ টাকার G. P Note এবং ৫০০৲ টাকার ওয়ারবণ্ড আছে, তৎসম্বন্ধে সাকসেসন্ সার্টিফিকেট লইবার জন্য তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে পত্র লেখা হউক, এবং তাহার খরচা সভার তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করা হউক।

১০ম প্রস্তাব। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যে ১১০০৲ টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা তুলিয়া কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের হস্তে অর্পন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।

১১শ প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রচারক রূপে কার্য্য করিবার জন্য নিয়োগ পত্র চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হউক।

১২শ প্রস্তাব। প্রতিমাসে সভ্যদিগের নিকট হইতে আদায়ী চাঁদার এবং অন্যান্য চাঁদার পরিমাণ এবং বাকী চাঁদার পরিমাণের হিসাব পরবর্ত্তী মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

১৩শপ্রস্তাব। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল। স্থির হইল যে এই পত্রের উত্তর সম্পাদক মহাশয় দিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদপ্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়।

কায়স্থ-পত্রিকা

২৬ বর্ষ } চৈত্র ১৩৩৪ { ১২শ সংখ্যা

পরলোকে লর্ড সিংহ

গত ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার রত্রিকালে লর্ড সিংহের মৃত্যু হইয়াছে।

গত ২রা তারিখে লর্ড সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে গমন করিয়াছিলেন। গত ৩রা তারিখে সন্ধ্যার সময় তিনি সস্ত্রীক বহরমপুরে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার সিংহের নিকট গমন করেন। সুশীল বাবু বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের অস্থায়ী জেলা ও সেসন জজ।

গত ৪ঠা তারিখে তিনি প্রাতঃকালে বহরমপুরের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। অপরাহ্ণে কাশিমবাজারের মহারাজার প্রাসাদে এক প্রীতি-সম্মিলনে তিনি যোগদান করেন এবং তথায় বহু লোকের সহিত আলাপ করেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং রাত্রে আহারাদির পরে সুস্থ শরীরে শয়ন-কক্ষে গমন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সুশীল বাবু শয়ন-কক্ষে গমন করেন এবং পিতার অবস্থা দেখিয়া সিভিল সার্জ্জনকে ডাকিয়া পাঠান। সিভিল সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া বলেন যে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য হঠাৎ বন্ধ হইয়া লর্ড সিংহের মৃত্যু হইয়াছে।

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

কলিকাতায় পরদিন প্রাতে সংবাদ পৌঁছিলে, লর্ড সিংহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা হাইকোর্ট, পুলিশ কোর্ট, আলিপুর, শিয়ালদহ, হাবড়ার আদালত সমূহ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অপরাপর স্কুল কলেজ, সরকারী আফিস, কলিকাতা কর্পোরেশন, মেসার্স কার তারক কোম্পানির কার্য্যালয় প্রভৃতি সোমবার বন্ধ ছিল। শোকচিহ্ন-প্রকাশার্থ সমস্ত অফিসের পতাকা অর্দ্ধ উত্তোলন করা হইয়াছিল।

লর্ড সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৬৩ সালে ২৪এ মার্চ্চ তারিখে বীরভূম রায়পুরের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্র বাবু পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ১৮৭৭ সালে বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে তিনি সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দুই বৎসর পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে "ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার এক বৎসর পরে এক জমীদার-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার পিতা আরস্কিম কোম্পানীর নিকট দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা মিঃ এন, পি, সিংহ সেই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। মিঃ এম, পি, সিংহের বিলাতে গিয়া আই, এম, এস, হইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নেরও মনোগত ভাব ছিল যে বিলাতে অধ্যয়ন করিবেন। সেই সময় উপরোক্ত টাকাটা হস্তগত হওয়াতে ১৮৮১ সালে দুই ভাইয়ে পরামর্শ করিয়া গোপনে বিলাত যাত্রা করেন।

সেখানে লিনকন্‌স্ ইনে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। তথায় Roman Law, Jurisprudence, Constitutional Law এবং International Law সম্পর্কে তিনি চারি বৎসরকাল বাৎসরিক পঞ্চাশ পাউণ্ড হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও বহু পারিতোষিক ও পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি তিন বৎসরকাল একশত পাউণ্ড হিসাবে Lincolns' Inn Scholarship পাইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি সম্মানের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার অবস্থার বেশ উন্নতি হয়, এবং আরও পাঁচ

বৎসরকাল মধ্যে তাঁহার প্রতিভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৩ সালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল পদ প্রাপ্ত হন। তিন বৎসর পরে তিনি অস্থায়ী এডভোকেট জেনেরাল হন এবং ১৯০৮ সালে তিনি স্থায়ী ভাবে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী এই পদ পান নাই।

১৮৯৬ সালে সতেন্দ্রপ্রসন্ন কংগ্রেস কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই বৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কোন দেশীয় রাজার কু-শাসন সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে কোনও রাজাকে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন দাবী করিতেন যে দান হিসাবে নহে, অধিকার হিসাবে ভারতবাসীই ভারতবর্ষ শাসন করিবে।

জন মর্লে'র ব্যবস্থানুসারে ১৯০৮ সালে ভারতীয় একসিকিউটিভ কাউন্সিলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন Law member নিযুক্ত হন। নূতন ব্যবস্থানুসারে ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার অনেকটা হাত ছিল কিন্তু পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি উক্ত পদত্যাগ করেন।

পরে তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯১৫ সালে তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯১৫ সালে বোম্বে কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পর বৎসর তিনি পুনরায় বাঙ্গলায় এ্যাডভোকেট জেনেরাল নিযুক্ত হন।

১৯১৭ সালে ইম্পিরিয়াল ওয়ার কনফারেন্সে ভারতসচিবকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বিলাত যান। সেই বৎসরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেঙ্গল একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু ১৯১৮ সালে তিনি ইম্পিরিয়াল ওয়ার ক্যাবিনেট ও কনফারেন্সের সদস্যরূপে আবার বিলাত যাইতে বাধ্য হন। পুনরায় দেশে ফিরিবার পর তাঁহাকে আবার বিলাত যাইতে হয়—এইবার তিনি শান্তি-সম্মিলনীর ভারতীয় সদস্যরূপে লণ্ডন ও প্যারিসে উপস্থিত ছিলেন।

১৯১৮ সালে তিনি কে, সি, উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী উক্ত সম্মানে সম্মানিত হন নাই। ১৯১৯ সালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সহকারী ভারতসচিবের পদ প্রাপ্ত হন। এবং ১৯১৯-২০ সালে এই পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এই পদ পাইবার কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে তাঁহাকে "রায়পুরের ব্যারণ" বলিয়া সম্মানিত করা হয় এবং সেই সময় হইতে 'লর্ড সিংহ' বলিয়া তিনি খ্যাত হন। তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন—তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র একজন ভারতবাসী উক্ত পদ পাইয়াছিলেন।

১৯১৯ সালে তিনি হাউস অফ লর্ডসে "ভারত সরকার বিল" সংক্রান্ত ব্যাপার সুকৌশলে পরিচালনা করেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ সম্মান ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উক্ত পদ ইস্তফা দেন। সেই বৎসরেই তিনি কে, সি, এস, আই, এবং পরে The Freedom of the city of London উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের জজ মনোনীত হন।

তাঁহার মিষ্ট স্বভাব ও সাধুতা সকলকে মুগ্ধ করিত; রাজনৈতিক হিসাবে তিনি লিবারেল দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহার সামাজিক মতামত হিন্দু সমাজের অগ্রগামী দলের অনুযায়ী ছিল। ধর্ম্ম হিসাবে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন।

গত ৭ই তারিখে প্রাতে মৃতদেহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বেই বহু লোক মৃতের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক মহাশয়ের অধিনায়কত্বে ২৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পশোভিত শবাধারে মৃতদেহ রক্ষা করিয়া এক বিরাট্ মিছিল হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট হইয়া ইলিসিয়াম রোডে তাঁহার নিজ বাটীতে উপস্থিত হয়। মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য কিছুক্ষণ প্রার্থনা উপাসনা ও স্তোত্র পাঠ করিবার পর শেষ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

কায়স্থ-জাতির এই কৃতী সন্তানটীর উপর তাঁহার বিজ্ঞ সমাজ যথেষ্ট সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরে অনুতাপও করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ হিন্দু ধর্ম্মের উপাসক তিনি ছিলেন না, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ১৩৩২ সালের কায়স্থ পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

হইতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

"হিন্দু সমাজে আমার স্থান যত সামান্যই হউক না কেন, আমি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে রাজী নহি। বাল্যকালেই আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে হিন্দুধর্ম্ম এত বিস্তৃত যে, ভগবান্‌কে যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদেরও যেমন এই ধর্ম্মে স্থান আছে, যাহারা ভগবান বিশ্বাস করে না তাহাদেরও তেমন স্থানে আছে।

যাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহাদেরও যেমন স্থান আছে, যাহারা তেত্রিশকোটী দেবদেবীতে বিশ্বাস করে তাহাদেরও তেমন স্থান আছে।

সাধারণ লোককে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মের আচার হয়তো দৃষ্টিটুকু হইতে পারে, দেবদেবী সম্বন্ধে গল্প বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু একথা ঠিক যে বহু বর্ষের অভিজ্ঞতায় যে ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, নিজের কল্পিত ধর্ম্ম হইতে তাহা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ। "যে লোক স্বদেশের মূলধর্ম্মকে ঘৃণা করে সে ভীষণ অপরাধী, তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন তাহার অন্য দণ্ড নাই"—প্লেটো এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। (কাঃ পঃ ১১৩২ অগ্রঃ)

বিগত "মহাযুদ্ধ-সম্মেলনে"র ও "শান্তি বৈঠকে"র সদস্যরূপে এবং ঐতিহাসিক ভার্সলের সন্ধিপত্রে তিনি যে লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সেই প্রাচীন কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের মনীষার ও প্রতিভার পরিচয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অদৃষ্ট প্রভাবে আস্কুইম মিনিষ্ট্রী পতন ও লয়েড জর্জ্জের কোয়ালিসন মন্ত্রীমণ্ডলের জন্ম হইয়াছিল। বাঙ্গলার ক্ষুদ্রপল্লী রায়পুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার কায়স্থ প্রতিভায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থের প্রাচীন "রাজবল্লভ" নাম তাঁহার সাফল্য লাভ করিয়াছে। মসীজীবী কায়স্থের গৌরবময় নাম তিনি এ যুগেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। জীবের কপালে লেখনী সঞ্চালন করিয়া যেমন শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবগণেরও বরণীয় হইয়াছেন পৃথিবীর ভাগ্য নির্ণয় ও মানচিত্র পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে এই কায়স্থের লেখনী সঞ্চালন জগতবাসী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে।

যে সকল ভদ্রলোক ষ্টেসনে বা লর্ড সিংহের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নামগুলি উল্লেখযোগ্যঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, সার রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ আবুল কাসেম, বিপিনচন্দ্র পাল, শরচ্চন্দ্র

বসু, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ ব্রাউন, দেবীপ্রসাদ খৈতান, জে, সি. মুখার্জ্জী কিরণশঙ্কর রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মেজর কে কে, চাটার্জ্জি, আই, বি, সেন, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়কুমার বসু, নিশীথচন্দ্র সেন, সার বিপিনবিহারী ঘোষ, কাকিনার রাজা, সন্তোষের রাজা, কিরণচন্দ্র দে প্রভৃতি।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

স্বর্গীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

১

দেশমাতৃকার বীর বরেণ্য সন্তান
বরিশাল-দীপ্তসূর্য্য অশ্বিনীকুমার,
উচ্চকণ্ঠে দেশবাসী গায় যশোগান,
স্মরি' তব কীর্ত্তি-কথা স্বদেশ-সেবার,
স্বল্পভাষী, বহু কর্ম্মী, অপূর্ব্ব সাধনা,
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা তব নব জাগরণে
কত না আনিল দেশে আদর্শ প্রেরণা !
জাগে যদি সেই মন্ত্রে জন-সাধারণে
অচিরে দেশের ঘুচে দীন-হীন-ভাব !
উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া স্বজাতি তোমার
জগতে দেখাতে পারে আপন প্রভাব,
পূর্ব্বাদর্শ চিন্তাশীল বীর বাঙ্গালার।
বরিশালবাসী সনে মাতি' সারা বঙ্গ।
হাসি মুখে গায় আজি তোমার প্রসঙ্গ ॥

২

ল'বে কি স্বজাতি মোর সন্ধান তাহার,
কিসে এই মহাবীর স্বদেশরঞ্জন,
স্থাপিল আপন কীর্ত্তি বঙ্গ-অলঙ্কার,
পরাজিত যার কাছে নিয়ম-শাসন ?
আদর্শ চরিত্র তাঁর স্বধর্ম্ম-রঞ্জিত
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-পথে করিয়া সাধনা,
প্রকৃত মহত্ত্ব পরে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত,
নানা কার্য্যে প্রকটিত দেশ-হিতৈষণা !
'প্রেম-কর্ম্ম-ভক্তি-যোগে' পরিচয় তাঁর
আচির ঘোষিবে দেশে,—ঈশ্বর-কৃপায়
বাজাইতে হয় নাই স্বদেশ-সেবার
নিজ কণ্ঠে নিজ যন্ত্র নবীন প্রথায় !
দেশ-ভক্ত, বিভু-ভক্ত, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর,
লহ লহ শ্রদ্ধা অর্ঘ্য আজ স্বজাতির !

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
চিত্র-প্রতিষ্ঠা-সভায়
পঠিত। ২০।১১।৩৪

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

অভিভাষণের দু একটী কথা

ভাদ্র-আশ্বিন মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় মাণিকগঞ্জ মহাসম্মেলনের "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাতর অভিভাষণ" পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। অভিভাষণটী গবেষণা-পূর্ণ এবং সময়োপযোগী হইয়াছে, তবে কোন কোন স্থানে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবু যেন একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়া দেখা গেল, তৎসম্বন্ধে ২।১টী কথা লিখিতে হইল।

তিনি লিখিয়াছেন "৺কমলনারায়ণ রায় ইদিলপুরের জমিদারী লাভ করিয়া তথায় চন্দ্রদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ শাখা স্থাপন করেন" এ সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যখন চন্দ্রদ্বীপের কোন রাজা নীচ বংশে একটী বিবাহ করিয়া সমন্বয় করার জন্য সকল কুলীনগণকে আহ্বান করেন তখন কার্ণ্যঘোষের বংশধরগণ সেই সভায় যোগ না দেওয়ায় রাজার আদেশ হইল যে কার্ণ্যঘোষের বংশধরগণের কুল থাকিবে না, কিন্তু ঘটনাক্রমে "ছকড়ী" নামে একটী বালক তাহার মাতুলের সহিত সেই সভায় উপস্থিত থাকাতে তাহার কুল রহিয়া গেল, তাহার বংশধরগণই গাইবলদা বাস করিতেছেন। কার্ণ্যঘোষের অন্যান্য বংশধরগণ রাজার অন্যায় আদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া কতক যশোর-সমাজভুক্ত হইয়া চিরুলিয়া দৌলতপুর ইত্যাদি স্থানে চলিয়া গেলেন। অপর কতক ইদিলপুর আসিয়া পৃথক্ ঘটক আনয়ন করিয়া বহু কুলীন স্থাপন করতঃ চন্দ্রদ্বীপের সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া পৃথক্ সমাজ স্থাপন করেন। কাজেই ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের শাখা বলা যায় না।

আর একটী কথা। বিক্রমপুরে কায়স্থের পৃথক্ কোন সমাজ ছিল না এবং এখনও নাই। কেহ বলেন বিক্রমপুরে মাত্র ২॥ ঘর (মালখানগর ১, পাথৈলদীয়া ১ এবং পাঠনিয়ার দত্ত ॥) কায়স্থের বাস; কেহ আবার বাথসবরের গুহ মুস্তফিগণকে ১ ঘর ধরিয়া ৩॥ ঘরও বলেন। বিক্রমপুর কায়স্থের পৃথক্ কোন ঘটক ছিল না, এখনও নাই; ইদিলপুরের ঘটকগণই ঐ স্থানের কুল-কারিকা রাখিতেন। দিলপুরের পিতৃধর বসুর এক শাখাববিক্রমপুর শ্রীনগরে আছেন, বেজগ্রামে বাসজন্য তাহাদের কুল গিয়াছে।

প্রিয়নাথ বাবু লিখিয়াছেন "চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থবন্ধুগণ আমাদের বঙ্গ-সমাজকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন" কৌলিন্যাভিমানিগণ তাহা করিতে পারেন,

কিন্তু আমার মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব তা ছাড়া আচার ব্যবহার এবং ভাষার পার্থক্য হওয়াতেই পরস্পর একটু অমিল আছে। আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়ে কলিকাতা অঞ্চলের লোক নিতে চায় না, কারণ এ দেশের কথা এবং স্বর (Tone) শুনিলে তাহারা হাসি সংবরণ করিতে পারে না। নোয়াখালী জিলার কথা আমাদের দেশের লোকের বুঝাই কঠিন হইয়া থাকে। আমরা একটী মেয়ে আনিতে গেলে জিজ্ঞাসা করি মেয়েটী রান্না করিতে পারে কিনা, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের লোক যে ঘরে যাইয়া মেয়েদের রান্না করিতে হইবে সেই ঘরে মেয়ে দিতেই নারাজ। পূর্ব্ব বঙ্গের কোন জায়গায় মেয়েরা খড়ম পায় দেয়, হুক্কায় তামাক খায়, ঐ ব্যবহার আমাদের দেশের লোকের চক্ষে হাস্য জনক হয়।

আজকাল রেল ষ্টীমার হওয়াতে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে এবং সকল দেশেই আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাজেই পরস্পরের সহানুভূতি বেশী হইতেছে।

আর একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। প্রত্যেক সমাজের কুল-কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি স্থানভ্রষ্ট দোষ কুলীনদের কুলনষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থের মাত্র তিনটী সমাজ—টাকী, চন্দ্রদ্বীপ এবং ইদিলপুর, আর কোথায় ও কোন সমাজ আছে বলিয়া কুলকারিকায় দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ বাস করেন সত্য এবং তাহাদেরও স্থানে স্থানে সমাজ আছে কিন্তু ঐ সমস্ত সমাজ কুলস্থান বলিয়া গৃহীত হয় নাই। আজকাল কায়স্থ-জাতির মধ্যে যেমন জাগরণের সূত্রপাত দেখা যায় তাহাতে যেখানে যে সমস্ত কায়স্থ বাস করিতেছেন সকলের সঙ্গেই সকলের পরস্পর আদান প্রদান হইলে একতা বন্ধন হয় এবং পণপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায় চৌধুরী

প্রীতিভোজন

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে আমি কার্য্য ব্যপদেশে নাটোরে ছিলাম। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভৌমিক বর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ী নাটোরের নিকটবর্ত্তী রায় আমহাটী গ্রামে। অন্যূন ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে কেদারবাবু নাটোর ছোট তরফ

রাজবাড়ীতে চাকরী করিতেন। তাঁহার উপবীত লওয়ার অপরাধে তাঁহাকে রাজবাড়ীর চাকরী হইতে বিতাড়িত করা হয়। সেই দুরবস্থায় পতিত হইয়া তিনি উদরান্নের সংস্থান জন্য এবং উপবীত পরিত্যাগ করিলে পুনরায় পূর্ব্বচাকরী প্রাপ্তির আশা করেন এরূপ জানাইলে আমরা তাঁহাকে উপবীত পরিত্যাগ করিতে নিষেধ-করি এবং রাজসাহী কায়স্থ-সমিতি হইতে কোন কায়স্থ মহা-রাজের নিকট কেদার বাবুকে একটী চাকরী দিবায় জন্য অনুরোধ-পত্র প্রদান করি। উক্ত অনুরোধ-পত্রের বলে কেদারবাবুর চাকরী হয়। কয়েক বৎসর সেই চাকরী করিবার পর ইনি নাটোরের অন্য এক জমিদার বাড়ী চাকরী সংগ্রহ করিয়া লয়েন। ইনি একজন তেজস্বী স্বজাতিপ্রিয় দেবদ্বিজ-ভক্ত পুরুষ। আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইলেও ইঁহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া যাহা দেখি-লাম তাহাতে বড়ই প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিলাম। নিজের সামান্য উপার্জ্জন হইতে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত করিয়া ইনি বাড়ীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দধিবামন নারায়ণ শিলা, শিব ও আরও কতিপয় বিগ্রহ, কাষ্ঠনির্ম্মিত সুসজ্জিত সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠার সময় বেশ ধূমধাম ও ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি ভোজন করান হইয়াছিল। ইঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বেশ শুদ্ধাচারে প্রত্যহ ভোগ পাক করেন এবং ইনি নিজে বিগ্রহগুলির দৈনিক পূজা অর্চ্চনা করিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দিয়া সকলেই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তৎপর কর্ম্মস্থানে গমন করেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই ভাবেই সেবা পূজা চলিতেছে। শুনিলাম উপবীতী হইবার সময় যে সকল স্থানীয় ব্রাহ্মণ ইঁহার প্রতি ঘোর বিরূপ হইয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অনিষ্ট করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না এখন আর তাঁহাদের সে বিদ্বেষ ভাব নাই। এখন কাহারও বাড়ী কোন দেবভোগ্য জিনিস আসিলে তাহার কিয়দংশ এবং কাহারও বাড়ীতে কোন নূতন ফল'দি উৎপন্ন হইলে তাহা সর্ব্বাগ্রে বিগ্রহের সেবার জন্য প্রদত্ত হয়। ফলতঃ আজ কালকার দিনে এমন দেবসেবা-পরায়ণ এবং এরূপ একনিষ্ঠত্ব ও ক্ষাত্র বলে বলীয়ান বড়ই বিরল।

আমরা প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি লুচী মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রসাদ দ্বারা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট কেদার বাবুর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিয়া অপরাহ্ণে নাটোর প্রত্যাবর্ত্তন করি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী

আত্মকথা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২৬শ বৎসরের আন্দোলন ও আলোচনায়, উৎসাহ ও চেষ্টায় আমরা জাতীয় উন্নতিমার্গে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি বা তচ্চেষ্টায় নিযুক্ত আছি তাহা কায়স্থ-মাত্রেরই বিশেষতঃ চিন্তাশীল কায়স্থগণের তাহা চিন্তনীয় হওয়া কর্ত্তব্য; শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত সমাজশীর্ষগণ যে এই সামাজিক সর্ব্বথা গ্রহণীয় জাতীয় আন্দোলনকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বা ইহার উন্নতির বা প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ব্যতিরেকে যে আমরা কোন রূপেই আমাদের অভিলষিত উন্নতি-সোপানে আরূঢ় হইতে পারিব না আমাদের ন্যায় নগণ্যগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। কায়স্থসমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত না হইলে, শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সম্মিলন ও বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি কিছুতেই কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কায়স্থসমাজের মূল সভা—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সুযোগ্য সভ্যবৃন্দ—যাঁহারা সভার নেমীস্বরূপ সেই সকল কলিকাতার সভ্য, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ বাস্তব পক্ষে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবে নিজেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া অবগত হইবার সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এখনও সময় সময় শ্রুতিপথে পতিত হয় যে, মৌলিক সভ্যবৃন্দ বলিয়া থাকেন কুলীনেরা অগ্রসর না হইলে আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। ঘোষ মহাশয় বলেন বসু মহাশয় আসরে না নামিলে আমরা অগ্রে নামিতে সাহস করি না। কোন কোন সমাজের উত্তমাঙ্গ কুলীন মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, কুলীন মৌলিক সকলেই উপবীত গ্রহণ করিলে কুলীনের মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে—মৌলিকেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় খাতির করিবে না। কলিকাতার সভ্য বাবুরা মফস্বলের সভ্যদের উপর কার্য্য-ভার ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত; তাঁহারা মনে করেন যত কিছু আপদ বিপদ দুঃখ দুর্দ্দশা, ত্রুটি বিচ্যুতি সবই মফস্বলের কায়স্থদের অবিন্যস্ত কেশজাল সমাকীর্ণ অনুর্ব্বর মস্তকের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অতিবাহিত হউক, আমরা সভার কার্য্য-তৎপরতার দোহাই দিয়া বাহবা লইব এবং "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত করিব। কেহ কেহ বা আমাদের এই আন্দোলনকে আমলই দিতে চাহেন না—যেমন আছেন তেমনই থাকিয়া

শূদ্রত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে তৎপর কায়স্থসভা প্রতি বৎসরই আলোচ্য বিষয় গুলির পুণরমোদন ও সমর্থন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু আসল কার্য্যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। মনস্বী সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের মনে হয় সভা কর্ণধার হীন হইয়াছে। এত বড় একটা বিরাট জাতির বিশাল সমাজে কি নেতৃত্ব-ভার গ্রহণের লোকাভাব সংঘটিত হইয়াছে? কর্ত্তব্যের প্রেরণায় অন্তরের আবেগে, * মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ন্যায় প্রাণের প্রবল টানে কাহাকেও সমাজ সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইতে দেখিতেছি না। জাতীয় অবনতি, সমাজের দুর্দ্দশা, সামাজিক ঘৃণিত আচার-ব্যবহার পরিহার প্রভৃতির নিবারণ-কল্পে তনুমন-ধন দিয়া জাতীয় কার্য্যে তাঁহার মত অগ্রসর হইতে বিরাট কায়স্থ-সমাজে কি আর কেহ নাই? ফলতঃ কাহারও টনক নড়িতেছে না, প্রাণ গলিতেছে না, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা স্থান পাইতেছে না, কেবল মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াই যদি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অবসান হইল বলিয়া মহাসভার তথাকথিত মহাসভ্যবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে শতবর্ষব্যাপী আয়োজনে সভার কার্য্য সামান্য লাভ করিবে না।

মহাসভার কলিকাতার গণ্যমান্য মহিম-মণ্ডিত বহু সভ্যের মধ্যে বিগত কয়েক বৎসরের আন্দোলনের ফলে কয় জন ক্ষাত্র সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন? বহরমপুর, রংপুর, বগুড়া, বীরভূম, চট্টগ্রাম, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে সভার বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতার কয়জন সভ্য যোগদান করিয়াছেন তাহা আমরা ঐ সকল স্থানে উপস্থিত থাকিয়া গণনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ২।৪ জন ব্যতীত কেহই সহররাজ কলিকাতার বিলাস ভবন ত্যাগ করিয়া যোগদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সম্পন্ন কায়স্থ-সমাকীর্ণ কলিকাতার সভ্যগণই যদি কর্ত্তব্য-কার্য্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, তবে মফস্বলের কায়স্থকুল কাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে? গত বার্ষিক অধিবেশনের সম্পাদকীয় কার্য্যবিবরণী পাঠে অবগত হইলাম সভার, কলিকাতার সভ্যের সংখ্যা ৩৯৬ জন। কলিকাতার কায়স্থের অধিবাসীর তুলনায় বলিতে হইবে এই সভ্য-সংখ্যা কিছুই নহে। এই যে অগণিত কায়স্থের মধ্যে মাত্র ৩৯৬ জন, ইহাকে মুষ্টিমেয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সভ্যের অল্পতা দেখিয়া

* বর্ত্তমান শ্রীমদভিরাম স্বামী।

মনে হয়, কায়স্থসভার কর্ণধারগণ কলিকাতার সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত আদৌ কোন চেষ্টা করেন নাই বা কাহারও দ্বারস্থ হইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। সভার কার্য্যের ভার লইয়া বা নেতার আসন অলঙ্কৃত করিয়া কর্ত্তব্য-বিমুখতা নিতান্তই বিসদৃশ! আমাদের মনে পড়ে, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কাঃ নিঃ সভার এক অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, কলিকাতার প্রত্যেক বস্তীর কায়স্থগণকে জাতীয় কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় অধিবেশন করতঃ বক্তৃতাদি দ্বারা তত্রত্য কায়স্থগণকে সভার সভ্য ও জাতীয় কার্য্যে কর্ত্তব্য প্রণোদিত করিতে হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সে মন্তব্য অনুসারে আদৌ কার্য্য হয় নাই। জানিনা সেই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে কি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল।

বিগত ৪।৫ বৎসর হইতে আমরা শুনিতেছি এবং পত্রিকায় দেখিয়া আসিতেছি যে, সভা ও সমাজের মিলন সংঘটিত হইবার প্রয়াস ও প্রস্তাব চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা নিস্ফল প্রয়াসেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দুইটী সভার মিলন যে সকলেরই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু মিলনের সম্ভাবনা কোথায় ও চেষ্টাই বা কত টুকু? কেবল কাঃ নিঃ সভার অধিবেশনে মন্তব্য নির্দ্ধারণই সার! আমরা আজ সসম্ভ্রমে সভার ও সমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিব, সভ্যমহোদয়গণ কি কখন, মিলন করাইতেই হইবে এই দৃঢ়-সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন? কাহার দোষে, কাহার চেষ্টায়, কি কারণে যে সমাজের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি তাহা আমরা জানি কিন্তু ভুল ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই আছে—স্বার্থের দাস সকলেই; সুতরাং ২।৪ বার মন্তব্য নির্দ্ধারিত করতঃ এবং ২।৪খান চিঠি লেখালিখি করিয়া সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে কেন? যেমন করিয়াই হউক মিলন সংঘটিত করাইয়া সমবেত শক্তি, চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় সহকারে আবার পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দোষীকে ঘৃণা করিলে চলিবে না ত্যাগ স্বীকার করতঃ তাহাকে যেমন করিয়াই হউক স্বমতে আনিয়া কার্য্য উদ্ধার করাই পরিণাম-চিন্তাশীলের কার্য্য।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্ম চৌধুরী

ইদিলপুর কায়স্থ সভার প্রচার-বিবরণ

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিপাড়া গ্রামে ২৮এ কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ ২টী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান না করিয়া যাহাতে কার্য্য পণ্ড হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারে এই আশঙ্কায়, গত ২২এ কার্ত্তিক উক্ত গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ দত্তবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার দত্তবর্ম্মা মহোদয়গণ আমাকে লইবার জন্য লোক ও নৌকা পাঠান। বিশেষ কার্য্যে ঠেকা থাকাতে আমি ২৪এ কার্ত্তিক ১২টার পর রওয়ানা হই। দৈব দুর্ব্বিপাকে পথিমধ্যে ভীষণ মেঘা নদীতে নৌকা ডুবি হইয়া আমার পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই জল গর্ভে নিমজ্জিত হয়। কাজেই ঐ সময়ই ফিরিয়া আসিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ঐ তারিখেই রাত্রি ২টার সময় নৌকা যোগে সেখানে চলিয়া যাই।

সেখানে পৌছিয়া জানিতে পারিলাম, উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্রাহ্মণ কিছুতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; কাজেই পুনরায় লোক সহ নৌকা পাঠাইয়া আমাদের ইদিলপুর সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি। তিনি আমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া অবিলম্বে নিজে যাইয়া শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ বিদ্যাবিনোদ ও কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও গোলোকচন্দ্র বশিষ্ঠ, এই ৩ জন ব্রাহ্মণ পাঠান, এদিকে সৌভাগ্যক্রমে ধানুকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈদিক কার্য্য করাইবার জন্য আহুত হইয়া নির্ভিক চিত্তে শ্রাদ্ধ কার্য্য যোগদান করার জন্য আগমন করেন। এইরূপ ভাবে উক্ত ৪জন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইয়া আমরা সোৎসাহে কার্য্যে ব্রতী হই। উক্ত গ্রামের ব্রাহ্মণ যাহারা উক্ত দত্ত-বংশের কুলগুরু তাঁহারাও ঐ কার্য্যে যোগদান করেন। এবং নির্ব্বিঘ্নে ২৮এ শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু পরে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যে উক্ত গ্রামস্থ ইষ্ট দেবতাগণ যোগদান করিলেন না। পরে জানিতে পারিলাম সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সমবেত চেষ্টায় গুরুঠাকুরগণ ১লা তারিখের কার্য্যে যোগ-দান দিতে বিরত হইয়াছেন।

এইরূপ সংঘর্ষের ফলে গ্রামস্থ কায়স্থগণ ৪ঠা অগ্রহায়ণ উপবীত লওয়ার দিন

ঠিক করেন এবং ঐ তারিখ ২৮জন কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৬০।৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ৩।৪ জন ছিলেন।

বেলা ৫টার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাত্রি ৭টার সময় সংবাদ পাইলাম উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী সালধ গ্রামের দেওয়ান বাটী নামে এক বর্দ্ধিষ্ঠ তালুকদার ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিকটস্থ ৮।১০ গ্রামের ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া সভা করিতেছেন। সভার কি মন্তব্য হয় জানিবার জন্য অল্প বয়স্ক ৪।৫ জন কায়স্থসভার স্থানে প্রেরিত হয়। রাত্রি ১০টায় অনেক বাদানুবাদের পর সাব্যস্ত হয় যে এ দেশীয় কায়স্থগণ শূদ্র, ইহারা ক্ষত্রিয় নয় এবং উপবীত পাইতে পারে না। শাস্ত্রে ইহার কোন বিধান নাই। জানিতে পারিলাম এই সভার সভাপতি প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন এবং আরও ২৫।৩০ জন বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের সংখ্যা আনুমানিক ৩ শত হইবে।

এই সভার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পর দিবস প্রাতে আমার নিকট আসেন এবং বলেন যে আমাদের ইচ্ছা এই সমস্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য যাহাতে না থাকে সেই জন্য একটী উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সভা হউক। নানা বাদানুবাদের পর আমি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হই। এবং যাহাতে সেই দিনই সভা হইতে পারে তাহার জন্য অনুরোধ করি। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ৩।৪ জন ব্রাহ্মণকে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণদিগকে সংবাদ দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করেন। এদিকে কায়স্থগণও ৪।৫জন লোক চতুর্দ্দিকে কায়স্থবর্গকে সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

বেলা ৪টার পূর্ব্ব হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন। ৪টার সময় দেখা গেল প্রায় ৭।৮ শত লোক যোগদান করিয়াছেন এবং যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। সভার স্থল পূর্ব্বদিকের সেই বর্দ্ধিষ্ঠ তালুকদার ব্রাহ্মণ বাড়ীই নির্দ্দিষ্ট ছিল। ৪টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার কালে ব্রাহ্মণগণ প্রস্তাব করেন যে পূর্ব্ব দিনের সভাপতি শ্রীযুত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে সভাপতি করা হউক। কায়স্থগণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করা হয় যে,—পূর্ব্বদিন যখন তাঁহার সভাপতিত্বে ও সম্মতিতে কায়স্থদিগকে শূদ্র আখ্যা দেওয়া ও উপবীতের অযোগ্য সাব্যস্ত করা হইয়াছি তখন তিনি অদ্য সভাপতি হইতে পারেন না। নিরপেক্ষ এক জন সভাপতি হউন। এই প্রকার বাদ প্রতিবাদে কতক সময় গত হয় এবং ব্রাহ্মণগণ অন্যকেই সভাপতি করিতে স্বীকৃত হয় না। অন্য ব্রাহ্মণ

ও কেহই সভাপতি হইতে স্বীকৃত হয় না। অন্য জাতি অবশ্য এই সভার সভাপতি হইতে পারে না কারণ ইহা ব্রাহ্মণের সভা।

কিছুকাল বাক বিতাণ্ডার পর সাব্যস্ত হয় যে সভাপতি ছাড়াই সভা হউক। এই প্রকার সাব্যস্ত হওয়ার পর স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে তাহার বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি উঠিয়া গত রোজের অনুরূপ দুইচার কথা বলেন ও ১২ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভা তাহাকে নাকি কায়স্থের উপনয়ণ সম্বন্ধে নিজ মত জ্ঞাপনার্থে পত্র লিখিয়াছিলে সেই পত্রোত্তরে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার নকল এক খানা চাদরের কোণা হইতে বাহির করিয়া সভায় পাঠ করেন। তাহার সার মর্ম্ম—"চিত্রগুপ্ত স্বয়ং ক্ষত্রিয় নন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রোচিত সংস্কার তাহার হইতে পারে না।" এই প্রকার দুই চার কথা বলিয়া তিনি তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে সভার কার্য্য এখন শেষ হইল এখন সভা ভঙ্গ করিয়া আপনারা চলিয়া যাইতে পারেন। সভাস্থ কায়স্থগণ তখন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে আমাদের বক্তব্য আছে। বিশেষতঃ আপনি সভাপতি নন, আপনার সভা ভঙ্গ করিবার কোন অধিকার নাই। তখন তিনি বলিলেন যে আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতিত অন্য কাহারও সহিত বাদ প্রতিবাদ বা বিচার করিব না। কাজেই সভার কোন প্রয়োজন নাই।

এইরূপ বাদ প্রতিবাদে সভায় অত্যন্ত গোলমাল হইতে লাগিল। ইত্যবসায় কয়েকটী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের অনুরোধে আমি কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হই। এবং সভাও একটু শান্ত ভাব ধারণ করে। আমি ৫।৬ মিনিট বলিয়াছি এমন সময় দেখি যে ব্রাহ্মণগণ বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। সকলই আমার যুক্তি আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এক যোগে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন কায়স্থগণ যে বাটীতে সভা হইতেছিল তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে আমরা সকলেই সতীশ বাবুর কথাগুলি শুনিতে উৎসুক। সভা পুনরায় সভা করিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে অবমাননা করা হয়। এখানে আর সভা হইতে পারে না।

এই কথার সমস্ত কায়স্থ উত্তেজিত হইয়া তখনই ঐ বাটীর নিকটই মৃত লাল মোহন গুহ পুলিশের ডিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের বাটী যাইয়া তখনই সভার ব্যবস্থা করেন। এবং রাত্রি ৮টার সভা আরম্ভ করিয়া ১১টা পর্য্যন্ত সভা করা গেল। এবং যথেষ্ট আলোচনা অন্তে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সভায় ও ৩।৪ শত লোক উপস্থিত ছিল।

এইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবহারে কায়স্থগণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা আধুনিক শিক্ষিত ও সাম্য বাদী তাহারা বড়ই অসন্তুষ্ট ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এইরূপ ব্যবহার বড়ই বিস্ময়কর ও পরিতাপের বিষয়! যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি বাঙ্গালার বহু শতাব্দী যাবৎ পরস্পর প্রতিবাসী গুরু শিষ্য ও পুরোহিত যজমান ভাবে পরস্পর নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছেন, আজ উপবীত গ্রহণ উপলক্ষে পরস্পরের মনোমালিন্য বড়ই বিস্ময়কর। কায়স্থের উপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণদের কি অনিষ্ট তাহা বুঝিতে পারি না। কেহই ব্রাহ্মণ অমান্য করিয়া কাজ করেন না। এবং গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিতে চায় না। তবুও ব্রাহ্মণগণ কেন যে বিরোধিতা আচরণ করেন তাহা তাহারাই জানেন। যদি ক্রিয়া কাণ্ড লোপ হয়, তবে কায়স্থদেরই হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

আমি মোগুাগ্রাম নিবাসী ৩।৪ জন কায়স্থকে বঃ দেঃ কাঃ সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করায় তাহারা ৩ জন স্বীকৃত হইয়াছেন এবং খুব সম্ভব এ সময় মধ্যে তাহাদের নাম ধাম সভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় নিকট কলিকাতা পাঠাইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) **শ্রীসতীশচন্দ্র বসু রায় বর্ম্মা**
ইদিলপুর কায়স্থসভার স্বেচ্ছা প্রচারক।

☞ শালধ দেওয়ানবাড়ী ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার মীমাংসা জন্য পরদিন ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ মিলিত সভা হয়। ব্রাহ্মণগণ পক্ষে পূর্ব্ব দিনের মন্তব্যই (কায়স্থের উপনয়ন হইতে পারে না) ঠিক করেন। কায়স্থ পক্ষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা উপাধ্যায় মহাশয় কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণগণ নাকি 'কায়স্থের সহিত বাদপ্রতিবাদ করা উচিত নহে' বলিয়া চলিয়া যান, তৎপর ঐ স্থানে কায়স্থের সভা হওয়া দেওয়ান বাবুরা নাকি অনুমোদন করেন নাই।

আমি এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের পাতি অনুসারে ব্রাহ্মণের নিকটই উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ১৩৩১ সনের ৩১শে চৈত্র যে পাতি বঙ্গবিশ্রুত ১২জন পণ্ডিত দিয়াছেন তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

"ক্ষত্রিয় বর্ণ সম্ভূতৈঃ প্রপিতামহাদূর্দ্ধতন বহুপুরুষপারম্পর্য্যেণ ব্রাত্যৈরপি

কায়স্থৈঃ বিহিত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানানন্তরং গৃহীতোপবীতৈঃ দ্বাদশাহমশৌচমনুষ্ঠেয়ং ত্রয়োদশদিনেহশৌচান্তদ্বিতীয় দিন কৃত্যানি করণীয়ানীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

বঙ্গদেশীয়ানাং সর্ব্বেষাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বে কোহপি সন্দেহোনাস্তিত্যপি বিদুষাং পরামর্শঃ। সন ১৩৩১ বাঃ ২৯ চৈত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মনাম মহামহোপাধ্যায় শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ শর্ম্মনাম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ শর্ম্মনাম, তর্কতীর্থোপধিক শ্রীরামগোপাল শর্ম্মনাম, তর্কতীর্থোপধিক শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মনাম, স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মনাম (নবদ্বীপ) স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীনবকুমার শর্ম্মনাম শ্রীরঘুবর ত্রিবেদী শর্ম্মনাম, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মনাম, শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মনাম, বহরমহইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী কাব্যবিনোদ মহাশয় যে "রাজার জাতি" বহিখানা লিখিয়াছেন- তাহার সমালোচনা করিতে যাইয়া বহরমপুর ব্রাহ্মণ সভা এবং বহরমপুর উকীল সভা এই উভয় সভার সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন "বর্ত্তমানে প্রশ্নটী ২ ভাগে বিভক্ত। ১ম কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত কিনা? ২য় ঐ বংশ সম্ভূত হইলে তাহারা ক্ষত্রিয় যোগ্য ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন কিনা? আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত বিষয়টী এক প্রকার স্থির হইয়াছে * * * তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত এবং শূদ্র নহে বলিয়াই সদ্ধান্ত হয়, এমন কি বিপক্ষগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ২য় বিষয়টীতেই যত গোলযোগ, অর্থাৎ তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে চলিবেন কিনা। যাহারা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারাও তাহাদিগকে ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কার বিহীনতা বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। ব্রাত্যত্ব অপোনদনের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ত শাস্ত্রে আছে * * *। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বিবেচনা হয় যে শাস্ত্রকারগন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তাহাদের মত অনুসরণ কবিলেই বা দোষ কি? কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষতিত কাহারও দেখি না, কিন্তু কায়স্থগণের পরম উপকার এবং সেই সঙ্গে আমার বিবেচনায় দেশেরও পরম উপকার।"

এই যে স্মৃতিশাস্ত্র যাহার অনুবলে হয়ত সেই স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শ্রীমৎ স্বোহংস্বামী তাহার স্বোহং গীতায় কি লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, তথাপি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

"বেদে আয়ুর্ব্বেদে রয়েছে বিধান যুবতী বিবাহ তরে ;
নব্য স্মৃতি মতে অনূঢ়ার রজ পিতৃগণ পান করে।
বালবিধবার কৃচ্ছ্র ব্রহ্মচর্য্য, একাদশী উদ্যাপন ;
কুল পরিত্যাগ ভ্রূণহত্যা তরে দায়ী স্মৃতিকারগণ।
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুমূর্ষুর সহ বালিকার পরিণয় ;
মূঢ় স্বার্থপর স্মৃতিকার মতে কভু দোষাবহ নয়।
তৃতীয় পক্ষের বালা স্ত্রী-সম্ভোগী নির্লজ্জ স্থবিরতায় ;
ষোড়শী যুবতী বাল বিধবার চরিত্র রক্ষিতে চায়।
সাগর সলিলে শিশু বিসর্জ্জন সতীদাহ বিবরণ ;
স্মৃতি প্রণেতার মূঢ়ত্ব জগতে করিতেছে কীরতন।

যে শাস্ত্র বলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে বেদ মন্ত্রে অনধিকারী বলেন সেই সম্বন্ধে স্বোহং গীতা কি বলে দেখুন।

"জাগ্রত- স্বপন, সুষুপ্তি, তুরীয়, এ অবস্থা চতুষ্টয় ;
অকার, উকার, মকার, অমাত্র, সংযোগে নির্ণীত হয়।
দেখিয়া তুরীয়ে আপন ভূমত্ব ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ;
স্বীয় বিষ্ণুপদদ্যোতক 'ওঁ বিষ্ণু' করিতেন উচ্চারণ।
নিম্নাবস্থাত্রয়ে স্থিত অজ্ঞ জীব দেহে অভিমান যার ;
নমোবিষ্ণু বলি করিও সেজন দ্বৈতজ্ঞানে নমস্কার।
এবে শূদ্রাধম তত্ত্বজ্ঞান হীন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ;
না বুঝিয়া মর্ম্ম 'ওঁ বিষ্ণু' এ বাক্য করে বৃথা উচ্চারণ।
বর্ণ অভিমানে আপন শূদ্রত্ব নাহি অনুভব করে ;
তাহে নামো বিষ্ণু করিছে ব্যবস্থা অপর বর্ণের তরে।"

যে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করেন তাহারা এরূপ শূদ্রের যজন যাজন করেন কিনা? তাহাদের অন্ন ভোজন করেন কিনা? করিলে তাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রকার কি করিয়াছেন তাহাও জানা উচিত।

শূদ্রান্নং শূদ্র সম্পর্কং শূদ্রেনৈব মহাসনম্ শূদ্রাজ জ্ঞান গিমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ।

(পরাশর ১২শ অঃ—৩২)

শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের সহিত রক্ত সম্পর্ক বা ডাকা খোজা সম্বন্ধ, শূদ্রের সঙ্গে এক আসনে বসা, শূদ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করা ব্রাহ্মণকে শূদ্রে পরিণত করে। তারপর কেবল শূদ্র হইয়াই অব্যহতি নাই, শূদ্রান্ন উদরস্থ হইয়া মরিলে।

গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্তজন্মানি শূকরঃ
শ্বানশ্চ সপ্ত জন্মানি ইত্যবং মনুরব্রবীৎ।

(ব্যাস সংহিতা ৪র্থ অঃ)

বার জন্ম গৃধ্র, সাত জন্ম শূকর এবং সাত জন্ম কুকুর হইতে হইবে। যে কায়স্থ জাতিকে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকেই কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান শূদ্র প্রতিপন্ন করিয়া নিজেরা অধোগামী হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

শ্রীঅন্নদাচরণ রায় চৌধুরী
ইদিলপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক

কায়স্থ-সমাচার

উপনয়ন

(১)

গত ১৭ই ফাল্গুন হেলাচিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত দীন নাথ রক্ষিত মহাশয় নিজ ব্যয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উপবীত গ্রহণ করাইয়াছেন।

পুরোহিত—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
আচার্য্য গুরু " হরেন্দ্রকুমার রায়

উপীবত-গ্রহণকারী ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দীননাথ রক্ষিত সাং হেলাচি
২। " যামিনীকান্ত রক্ষিত "
৩। " দেবেন্দ্রনাথ রক্ষিত "
৪। " মনোমোহন রক্ষিত "

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ

(১)

বিগত ২৪এ ফাল্গুন মঙ্গলবার খুলনা জেলা বাসী (বর্ত্তমানে কলিকাতা মানিকতলা নিবাসী) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীশ-

চন্দ্র বসু এম এর সহিত কলিকাতা রামবাগানের দত্ত বংশীয় ৺মোহিতচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গৌরীবালা দেবীর শুভ বিবাহ কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ১৩সং হবলাল মিত্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বাহ সভার অনেক গণ্যমান্যব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহোলক্ষে বরপক্ষ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲টী টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন এবং সুখ শান্তি কামনা করি।

(২)

বিগত ২৪এ ফাল্গুন মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী নিবাসী— শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালা দেবীর শুভ-বিবাহ উক্ত জেলার তুগলদীয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দাস বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নলিনী রঞ্জন দাস বর্ম্মা বি-এর সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিনাপণে বিবাহ

"বিগত ২৬শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৪ সাল, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন যদুবয়রা এতমামপুর নিবাসী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ বসুর সহিত কলিকাতা ৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান নিবাসী শ্রীযুত পান্নালাল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অনুপমার বিবাহ দিয়া পণ স্বরূপ নগদ এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। এমন কি দান সামগ্রী প্রভৃতির জন্যও পাত্রীপক্ষকে কোন প্রকার পীড়ন করেন নাই। পাত্রীর পিতা তাঁহার সাধ্যানুযায়ী যৎসামান্য যাহা কিছু দিয়াছেন, বসু মহাশয় তাহাতেই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। অথচ উপেন বাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহার অবস্থানুসারে পুত্রের বিবাহে যথেষ্ট অর্থ পণ স্বরূপ লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে তাহা না লইয়া একটী কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্র-লোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সেজন্য তিনি প্রত্যেকের নিকট ধন্য, প্রশংসনীয়। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর এই মহানুভবতার অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি। ভগবান তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদের মঙ্গল করুন।"

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ

(১)

২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগ জীবন দেববর্ম্মা তাঁহার মাতা ৺গোলাপ সুন্দরী দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে যথা শাস্ত্র ক্ষত্রিয়া-চারে সম্পন্ন করিয়াছেন, বহু কাঙ্গালি, সন্ন্যাসী ভোজন করাইয়াছেন।

(২)

বিগত ২রা ফাল্গুন বাঘুটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশীয় ৺হারাণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রবোধকুমার ঘোষ মহাশয় ত্রয়োদশাহে এবং যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য-স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্যে বৃত ছিলেন।

(৩)

বিগত ২০এ মাঘ শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাদারিপুর সবডিভিসনের অধীন দীঘলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রী ৺বসন্ত কুমারী দেবীর আদ্যকৃত্য চন্দন ধেনু শ্রাদ্ধ যথাশাস্ত্র দ্বিজাচারে ক্ষত্রিয়রীত্যনুসারে ত্রয়োদশ দিবসে তদীয় পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ দত্ত বর্ম্মা কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৪)

তেলিপাড়া হইতে তত্রত্য "সপ্তপল্লী কায়স্থ-সভার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরনাথ দত্তবর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন,—

গত ১১ই কার্ত্তিক ও ৪ঠা অগ্রহায়ন এবং ১৮ই মাঘ তারিখে বলাবাহুল্য এই গ্রামে বহু কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে; উক্ত দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রুগ্নাবস্থায় শয্যাগত থাকায় তিনি উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গত ২১এ মাঘ তাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এবং শবদেহ স্নানান্তে নববস্ত্র উত্তরীয় এবং শুভ্রোপবীত শোভিত করিয়া আদেশ ক্রমে যথাবিধি দ্বিজাচারে অন্নের পীণ্ডাদি দ্বারা অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। তেলিপাড়া গ্রামে বহু দত্ত বংশের বাস উক্ত দত্তবংশ মধ্যে যাঁহারা অনুপবীতী আছেন, তাঁহারাও দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর সবডিভিসনের অধীন তেলিপাড়া গ্রাম নিবাসী ৺শশিমোহন দত্ত মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ গত ৩রা ফাল্গুন তারিখে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা ও শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ বশিষ্ঠ এবং ধান্যকা নিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। স্থানীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার দত্তবর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরনাথ দত্তবর্ম্মা, সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেবধর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিধুমোহন দত্তবর্ম্মা (হেডমাষ্টার) প্রমুখ স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

কাঞ্চীপুরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবস্থান

সপ্তমোক্ষস্থানের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুরী বা কাঞ্চীবরম্ একটী। এখানে অপরাপর প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের একটী সুপ্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। চোল বংশের আধিপত্যকালে চিত্রগুপ্ত বংশীয় খুলবরমণ্টপম্ কনকরায়র নামে এক সামন্ত এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণের নিকট পূর্ব্বপুরুষের প্রধান মন্দির বলিয়া পরিচিত ছিল। মুসলমান আক্রমণকাল হইতে শ্রীচিত্রগুপ্তবিগ্রহের প্রতি তদ্বংশীয়গণের সেরূপ লক্ষ্য ছিল না। তবে মন্দিরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। বরাবর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রত্যহ পূজা করিয়া যাইতেন। দাক্ষিণাত্যে সকল প্রধান মন্দিরে প্রত্যেক মূল দেবতার দুইটী করিয়া বিগ্রহ দেখা যায়—মূল বিগ্রহ ও উৎসববিগ্রহ। গর্ভগৃহ মধ্যে মূল বিগ্রহ থাকেন, তাঁহাকে আর নাড়াচাড়া যায় না। কেবল উৎসবের সময় উৎসববিগ্রহ বাহির করা যায়। মূল বিগ্রহ প্রধানতঃ প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু উৎসববিগ্রহ কোন প্রকার ধাতুতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রায় আঠার বর্ষ হইল উক্ত মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মাটী খুঁড়িবার সময় ভিতর হইতে লেখনী ও তাড়িতপত্র করশোভিত একটী তাম্রময় চিত্রগুপ্ত বিগ্রহ তাঁহার সহিত করণিকী দেবীমূর্ত্তি প্রায় পঞ্চ শত টাকা মূল্যের একটী তাম্রফলক মধ্যে পাওয়া যায়।

মন্দিরের গোপুর ভগ্ন হওয়ায় গত ১৯১৫ সালে জীর্ণোদ্ধারকল্পে বাল্যপ্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গোপুর মেরামত হইলে পর ১৯১৮ সালে মহা-সমারোহে মহাকুম্ভাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময় চিত্রগুপ্তবংশীয়

কয়েকজন মহিলা দেবসেবার জন্য ভূমি দান করেন এবং তাহার আয় হইতে প্রত্যহ দুইবার দেবপূজা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রাচীন মন্দিরের এখনও উপযুক্তভাবে জীর্ণোদ্ধার আবশ্যক। একটী পাকশালা, ২টা ভাণ্ডার ঘর, মন্দিরের সম্মুখে একটী মণ্ডপ এবং মন্দিরের প্রদক্ষিণা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চিত্রগুপ্তদেবের মহাভিষেক ও যাত্রা মহোৎসব হইবে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মন্দিরের পরিচালকগণ চিত্রগুপ্তবংশীয়গণের নিকট উপযুক্ত সাহায্য চাহিতেছেন। আশা করি কায়স্থ মাত্রেই এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন ও নিবেদকগণের নামে সাহায্য পাঠাইবেন।

নিবেদক
পট্টাভিরাম পিল্লাই B. A. ম্যাজিষ্ট্রেট
সিঙ্গরবেলু পিল্লাই (ন্যাসী বা ট্রাষ্টী)
সুন্দরমূর্ত্তি পিল্লাই (মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ)
(কাঞ্চীবরম্)

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণী

ষড়বিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশন

তারিখ ২রা পৌষ ১৩৩৪, রবিবার; ইং ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৭
স্থান ১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সভাপতি)
" মৃণালকান্তি ঘোষ ধর্ম্মা (সহঃ সভাপতি)
" সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম মৌলিক (সম্পাদক)
" বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)
" গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার ঐ
" মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়;
" মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা;
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা; (কুলভাস্কর)
" রসিকলাল দেব বর্ম্মা;
" মাখনলাল ধর বর্ম্মা.

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপক-পত্র লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, রাধিকাভূষণ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় প্রস্তাব। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয় নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ, বসিরহাট ;
" ললিতমোহন সিংহ, কলিকাতা ;
" গৌরকিশোর সেন বর্ম্মা, বহরমপুর ;
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বক্সী, মালদহ ;
" বিনয়ভূষণ ঘোষ বর্ম্মা, শিবহাটী ;
" মণীন্দ্রনাথ মিত্র, খাদিনান, হাওড়া ;
" গিরিজানাথ রায়, কলিকাতা ;
" অঘোরনাথ গুহ, ফরিদপুর ;
" বিভূতিভূষণ ঘোষ, হাওড়া ;
" শশিভূষণ সেন, হাওড়া ;
" শীতলপ্রসাদ ঘোষ, হাওড়া ;
" রাখালচন্দ্র সরকার, হাওড়া
" রাখালচন্দ্র রায়, হাওড়া ;
শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দত্তবর্ম্মা, মুলটী ;
" শশিভূষণ দেববর্ম্মা, মুলটী ;
" রাজেন্দ্রকুমার সরকার মূলটী ;

(খ) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরামপুর ;
" শশিভূষণ বসু, বসিরহাট ;

" শশিভূষণ ঘোষ, বর্দ্ধমান ;
" রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণনগর ;
" প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, নদীয়া ;
" মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, খুলনা ;
" ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ, দিনাজপুর ;
" খগেন্দ্রবিনোদ সিংহ, বরিশাল ;
" জলধর ঘোষ, মেদিনীপুর ;
" হেমেন্দ্রনাথ বক্সী, ময়মনসিংহ ;
" গিরিজাপ্রসন্ন বসু, কুমিল্লা ;
" অক্ষয়কুমার সরকার, হুগলী ;
" সুরেশচন্দ্র ঘোষ, দারজিলিং ;
" মন্মথচন্দ্র বসু, ময়মনসিংহ ;
" নটবিহারী ঘোষ, ঢাকা ;
" সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, ঢাকা ;
" হেমচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণনগর ;
" হরেন্দ্রনাথ মিত্র, বসিরহাট ;
" রমণীমোহন সিংহ, সিউড়ী ;
" সত্যেন্দ্রনাথ পালিত, চট্টগ্রাম ;
" অবিনাশচন্দ্র মিত্র, রাঙ্গামাটী ;
" অভয়কুমার সরকার, ফরিদপুর ;
" শ্রীপদ ঘোষ, রাজসাহী ;
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপতিনাথ মিত্র, বাঁকুড়া ;
" রাখালদাস ঘোষ, কৃষ্ণনগর ;
" কে, সি, চন্দ্র আই, সি, এস, নোয়াখালী ;
" খগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, মেদিনীপুর ;
" নলিনীনাথ বসু, কাঁচড়াপাড়া ;

(গ) শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাব কবেন :—

শ্রীযুক্ত এ, সি, রায়, ঢাকা ;
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা ;
" রাইমোহন নিয়োগী, ঢাকা ;
" গগনচন্দ্র নিয়োগী, ঢাকা ;
" বরদাকান্ত নিয়োগী, ঢাকা ;
" মহেন্দ্রকুমার নিয়োগী, ঢাকা ;
" সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ফরিদপুর ;
" ইন্দুভূষণ মিত্র, ফরিদপুর ;

৩য় প্রস্তাব। অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর সেন মহাশয়ের বাটীতে বিবাহোপলক্ষে মহিলাগণ ৩২৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ-সভার প্রচার ভাণ্ডারে প্রেরণ করার জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। আগামী ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ডালটনগঞ্জে অখিল ভারত কায়স্থ সম্মিলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য কায়স্থ-সভার সভ্য মাত্রেকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হইল, এই মর্ম্মে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উক্ত সম্মিলনে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক ঃ—

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মাখনলাল ধরবর্ম্মা, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

৭ম প্রস্তাব। অখিল ভারত কায়স্থ সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য সভ্যগণের নিকট হইতে বিশেষ চাঁদা সংগ্রহ করা হউক।

৮ম প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহাকে বিল সরকার নিযুক্ত করা হউক; তাহাকে মাসিক ১০৲ হারে বেতন, আদায়ী চাঁদার উপর শতকরা ১৫৲ হিঃ কমিশন, এবং ভবানীপুর প্রভৃতি দূরস্থানে যাইবার জন্য পাথেয় দেওয়া হইবে।

৯ম প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের পত্র পঠিত ও আলোচিত হইলে পর স্থির হইল যে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় উক্ত পত্রের উত্তর দিবেন।

১০ম প্রস্তাব। স্বর্গীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপের টোলে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া এবং কায়স্থ অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইলে পর স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, গিরীশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার ও বিভূতিভূষণ মিত্র ও মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়গণ শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ ও রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

১১শ প্রস্তাব। নবনিযুক্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সত্যধন ঘোষের কার্ত্তিক মাসের বেতন মঞ্জুর হইল।

১২শ প্রস্তাব। পূজার ছুটীর পর কর্ম্মে যোগদান করার জন্য কলিকাতায় আসিবার পাথেয়ের জন্য কর্ম্মচারী শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ যে আবেদন করিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হইল।

১৩শ প্রস্তাব। সভার কর্ম্মচারীগণের যোগ্যতা অনুসারে প্রতি বৎসর বেতন বৃদ্ধি করা আবশ্যক, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করিলে পর স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন।

* * * *

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়।

ষড়্‌বিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশন।

তারিখ—২৯শে মাঘ, ১৩৩৪; ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮

স্থান—১৩নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

উপস্থিত ঃ—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সভাপতি);
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন;
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাভূষণ;
,, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক;
,, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা কুলভাস্কর;
,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক);
,, বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা;
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত;
,, নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না জানাইস সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক (সম্পাদক), নলিনীমোহন রায়

চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী, মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা।

১ম নির্দ্ধারণ। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২য় নির্দ্ধারণ। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম প্রস্তাব করেন :—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মিত্র, ২৪ পং ;
,, প্রমথনাথ বক্সী, বেনারস ;
,, রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ রায়, ভবানীপুর ;
,, শরৎচন্দ্র দেব বর্ম্মা, ২৪ পং ;
,, ভূপেন্দ্রমোহন দত্ত বর্ম্মা, কাণপুর ;
,, বিভূতিভূষণ বসু, ২৪ পং ;
,, রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, ডালটনগঞ্জ।

(খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যের নাম প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, কলিকাতা।

(গ) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ বসু বর্ম্মা, যশোহর ;
,, জগদীশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, কৃষ্ণনগর ;
,, ভোলানাথ মজুমদার, সিউড়ী ;
,, হরিদাস সিংহ, সিউড়ী।

(ঘ) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যের নাম পত্রদ্বারা প্রস্তাব করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত উমানাথ রায়, দিনাজপুর।

(ঙ) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসুবর্ম্মা রায় চৌধুরী (সম্পাদক) মহাশয় পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম পাঠাইয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত অমরনাথ সোম বর্ম্মা, ঢাকা ;

,, শ্রীপতিচরণ ধর বর্ম্মা, ঢাকা ;
,, অবিনাশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা ঢাকা।

৩য় নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষকে অতিরিক্ত বিলসরকাররূপে নিয়োগ করা হইল। তাহাকে আদায়ী টাকার শতকরা ২৫৲ হিঃ কমিশন দেওয়া হইবে।

৫ম নির্দ্ধারণ। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামে সেণ্ট্রালব্যাঙ্কে যে চলতি হিসাব (current account) আছে, তাহা যোগেশ বাবুর পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক মহাশয়ের নামে নামান্তরিত করিবার জন্য সেণ্ট্রালব্যাঙ্কে পত্র লেখা হউক।

৬ষ্ঠ নির্দ্ধারণ। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারকরূপে পাবনা জেলার নানাস্থানে প্রচার কার্য্য করিতেছেন ও উপনয়ন দিতেছেন ; এবং ফরিদপুর জেলার ধাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয় ইদিলপুর কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাপ্রচারকরূপে কার্য্য করিতেছেন। এই দুই মহোদয় ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৭ম নির্দ্ধারণ। পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পাথেয়ের জন্য যে আবেদন করিয়াছেন তাহা পঠিত হইল স্থির হইল যে তাঁহার ন্যায্যমত পাথেয় তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

৮ম নির্দ্ধারণ। (ক) ৺নিবারণচন্দ্র গুহ নামক দুঃস্থ কায়স্থের পরিবার বর্গকে ১০৲ টাকা সাহায্য দান করা হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের লেখাপড়ার খরচের জন্য ৫৲ টাকা সাহায্য করা হউক।

৯ম নির্দ্ধারণ। দুঃস্থ কায়স্থগণের সাহায্যের জন্য একটী ভাণ্ডার খোলা হউক, ভাণ্ডারটী পুষ্ট করিবার জন্য কায়স্থ জনসাধারণের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হউক।

১০ম নির্দ্ধারণ। বিলসরকার ব্যতীত সভার অন্য কোন কর্ম্মচারী বা প্রচারক সভ্যগণের নিকট হইতে বার্ষিক চাঁদা বা বা এককালীন কোন দানের টাকা আদায় করিলে তাঁহাকে শতকরা ১২৷৷০ হিঃ কমিশন দেওয়া হইবে।

১১শ নির্দ্ধারণ। এই বৎসর চিত্রগুপ্ত পূজায় আদায় হইয়াছে ২৭২৲ টাকা। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তপূজা ও তৎসংক্রান্ত পাথেয় ও উপনয়ন বাদে ১৩৯৶৫ খরচ হইয়া ১৩২৶১৫ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই উদ্বৃত্ত ১৩২৶১৫র আর

৬৭৵৫ দিলে ১৩২৭ সালের চিত্রগুপ্ত পূজার হওলাত শোধ করিবার জন্য সভা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনথে বসু বর্ম্মা মহাশয় ৬৭৵৫ দান করায় তাঁহাকে সভা আ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(খ) ১৩২৭ সালের চিত্রগুপ্ত পূজার যে ২০০৲ টাকা হাওলাত হিস খাতায় লিখিত হইতেছে, তাহা উক্ত খাতায় খার লিখিবার উক্ত হাও উঠাইয়া দেওয়া হউক।

১২শ নির্দ্ধারণ। আজীবন সভ্যগণকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র K.C. S. I, C. B, E., মহাশয় এবং শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ বার-এট-ল মহাশয় সভার আজীনসভ্য হইয়া প্রত্যেক ১০০৲ টাকা হিঃ উক্তরূপ সভ্যপদের চাঁদাস্বরূপ দান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদে উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১৩শ নির্দ্ধারণ। (ক) দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ কায়স্থ-স চিরহিতৈষী শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর মহাশয় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও চিত্রগুপ্ত পূজার জন্য ১০০৲ টাকা চাঁদা দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক;

(খ) মহারাজ বাহাদুরের পুত্রসন্তান হওয়ায় সভা আনন্দ প্রক করিতেছেন।

১৪শ নির্দ্ধারণ। পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যা মহাশয় জানাইলেন যে, যে ছাপাখানা বর্ত্তমানে পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে ছাপাখানা পত্রিকা মুদ্রণে এবং প্রুফদিতে অত্যন্ত বিলম্ব করায় তথা প মুদ্রিত হওয়া সমীচীন নহে! অতএব স্থির হইল যে পত্রিকার অবশিষ্ট সংখ্যাগু যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র এবং নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য উহা অন্য ছাপাখান মুদ্রিত করিতে এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণভার দেওয়া হউক।

১৫শ নির্দ্ধারণ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার পত্রিকায় উপ সংবাদগুলি যেরূপ সংক্ষিপ্তভাবে (অর্থাৎ বিস্তৃত বিবরণগুলি বাদ দিয়া) কতকগুলি নাম মুদ্রিত করায় মফঃস্বলের বহু সভ্য অসন্তুষ্ট হইয়া পত্র লিখিয়াছে, এই কথা সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় জানাই স্থির হইল যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেভাবে উপনয়ন সংবাদগুলি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইত, ভবিষ্যতে সেই ভাবেই ঐ গুলি প্রকাশিত করিতে হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভাভঙ্গ হয়।